সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৫১শ ভাগ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একপঞ্চাশত্তম বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট্

সহকারী সভাপতি

মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, এম-এ
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, এম-এ
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ
ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ, পি-এইচ-ডি
শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
শ্রীযুক্ত রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল, এম-এল-এ
শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এসসি
শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, বি-এ

পত্রিকাধ্যক্ষ ঃ শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ
গ্রন্থাধ্যক্ষ ঃ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল, বি-এ
কোষাধ্যক্ষ ঃ শ্রীযুক্ত প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, বি-এ
চিত্রশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায়, এম-এ, বি-এল
পুথিশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু, বি-এসসি, জি-ডি-এ, আর-এ
শ্রীযুক্ত ইউ. এম. চৌধুরী আর-এ

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ২। শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ, ৩। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, এম-এ, ৪। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল, ৫। রেভারেণ্ড ফাদার এ দোঁতেন, এস্-জে, ৬। শ্রী পুলিনবিহারী সেন, এম-এ, ৭। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৮। কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এম-এ, ৯। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, এম-এ, ডি-লিট্ এণ্ড ফিল্, ১০। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ১১। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, ১২। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, এম-এ, ১৩। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, এম-এ, ১৪। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, বি-এ, ১৫। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, ১৬। শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ, ১৭। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১৮। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, এম-এ, ১৯। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ২০। শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার, ২১। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল, ২২। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীব্রহ্মানন্দ সেন, ২৪। শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক, ২৫। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৬। শ্রীরাধানাথ রায়।

৫১শ, ১ম-২য় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

সূচী

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

১. **সাহিত্যের স্বরূপ** : রবীন্দ্রনাথ। তৃতীয় মুদ্রণ
২. **কুটিরশিল্প** : শ্রীরাজশেখর বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
৩. **ভারতের সংস্কৃতি** : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪. **বাংলার ব্রত** : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সচিত্র। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৫. **জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার** : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। সচিত্র
৬. **মায়াবাদ** : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৭. **ভারতের খনিজ** : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. **বিশ্বের উপাদান** : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। সচিত্র
৯. **হিন্দু রসায়নী বিদ্যা** : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. **নক্ষত্র-পরিচয়** : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত। সচিত্র। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১১. **শারীরবৃত্ত** : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল। সচিত্র
১২. **প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী** : ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন
১৩. **বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ** : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। সচিত্র
১৪. **আয়ুর্বেদ পরিচয়** : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. **বঙ্গীয় নাট্যশালা** : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৬. **রঞ্জন-দ্রব্য** : ডক্টর শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. **জমি ও চাষ** : ডক্টর শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. **যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প** : ডক্টর মুহম্মদ-কুদরত-এ-খুদা
১৯. **রায়তের কথা** : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. **জমির মালিক** : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. **বাংলার চাষী** : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. **বাংলার রায়ত ও জমিদার** : ডক্টর শ্রীশচীন সেন
২৩. **আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা** : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. **দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি** : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. **বেদান্ত-দর্শন** : ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী
২৬. **যোগ-পরিচয়** : ডক্টর শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. **রসায়নের ব্যবহার** : ডক্টর শ্রীসর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. **রমনের আবিষ্কার** : ডক্টর শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত
২৯. **ভারতের বনজ** : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

প্রত্যেকটি আট আনা

বিশ্বভারতী

২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

একপঞ্চাশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বঙ্গাব্দ ১৩৫১

প্রবন্ধ-সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৫১শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা
১৩৫১

নাট্য-সাহিত্য কোথায় গেল ?

শ্রীযদুনাথ সরকার

আজ আমাদের মধ্যে থিয়েটার প্রায় লোপ পাইয়াছে ; যে দুই একটি এখনও বাঁচিয়া আছে, তাহারা ক্ষয়িষ্ণু বাঙ্গালী জাতির মতই আসন্ন মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামে ক্রমশঃ পিছাইতেছে। আজ সিনেমা টকির রাজত্ব, এই একচ্ছত্র আধিপত্য রাজধানী ছাড়িয়া মফঃস্বলের ছোট ছোট শহরে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। বড় বড় শহরে ত পাড়ায় পাড়ায় চলচ্চিত্রের রঙ্গমঞ্চ, দর্শককে হাঁটিতে হয় না। এই নবীন প্রতিদ্বন্দ্বী অতুলনীয় বিদেশী ঐশ্বর্য্য হাবভাব ও অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্যের দৃশ্য দর্শকের সামনে ঢালিয়া দিয়া তাহাদের মন মুগ্ধ করিতেছে। কলে প্রস্তুত চিত্রগুলি সবই সমান সুন্দর হয়, ভিন্ন ভিন্ন থিয়েটারে জীবন্ত অভিনেতাদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের ফলে এবং থিয়েটারে আসবাবপত্রের দৈন্যের জন্য, অভিনয় যে এক স্থানে ভাল, এক স্থানে মন্দ দেখায়, তাহার সম্ভাবনা এ ক্ষেত্রে নাই ! আর, নবীন সভ্যতার শতমুখী তাড়নায় অস্থির মানুষ কি আগেকার মত ছয় ঘণ্টা বসিয়া থিয়েটারের অভিনয় দেখিতে পারে ? সে আর গুড়গুড়ী সাজাইয়া আলবোলায় তামাক খায় না, একটা বিড়ি ফুঁকিয়াই নিজের মুখাগ্নি করে। তাই, যে আমোদ তাহার আবশ্যক, তাহা দু'ঘণ্টা মাত্র টকিতে বসিয়া সে সংগ্রহ করে। থিয়েটারে গেলে বাসায় ফিরিতে রাত্রি ভোর হইবে, সিনেমার কাজ রাত্রি নয়টার মধ্যেই সারিয়া আসা যায়।

কিন্তু থিয়েটার একেবারে উঠিয়া গেলে মানবের আদিম কাল হইতে প্রিয় একটি লোক-শিক্ষার উপায়, এবং হৃদয়ের রসগ্রহণ ও রসপ্রকাশের সহজাত শক্তিকে বিকাশ করিবার একটি পন্থা একেবারে লোপ পাইবে। যেমন, যদি সমস্ত গানের আখড়া উঠিয়া যায়, আর তাহার স্থলে সর্বত্র চায়ের দোকানের মত শুধু গ্রামোফোন রেকর্ড বাজিতে থাকে। এই নূতন আমদানি মার্কিন মদ এবং তদানুষঙ্গিক তারকা-উপাসনা আমাদের সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়াছে ; ইহার প্রলোভন ধনী অপেক্ষা নিরক্ষর দরিদ্রকে কম অভিভূত করে নাই। ভারতীয় সমাজের উপর ইহার ভবিষ্যৎ ফলাফল আজ বিচার করিব না, কিন্তু চিন্তা না করিয়া থাকা যায় না।

আমি শুধু ভাবিতেছি যে, থিয়েটার ত গেল, কিন্তু নাটকেরও কি মৃত্যু হইয়াছে ? যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে বাঙ্গলা-সাহিত্যের একটা অঙ্গ গেল। এই নাটকের ভিতর দিয়াই আমাদের পূর্বসূরিদের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছিল ; সংস্কৃতে এবং প্রথম যুগের নব্যবঙ্গ-সাহিত্যে নাট্যকারদের দান অমর হইয়া আছে। সে পথ কি চিরতরে বন্ধ হইল ? নাটক মাত্রই যে অভিনীত না হইলে তাহাকে ব্যর্থ রচনা ভাবিতে হইবে, এ কথা ঠিক নহে। অবশ্য, অভিনীত হইবে, এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াই নাট্যকাব্য রচিত হইত। হিন্দু কবি চাহিয়া থাকিতেন, কবে সেই উজ্জয়িনীর মহাকাল-মন্দিরের সম্মুখপ্রাঙ্গণে তাঁহার নাট্য শত শত

নাগরিক দেখিবে। গ্রীক কবি আশা করিতেন যে, বারুণীমত্ত ডাইয়োনিসস্ (অর্থাৎ আমাদের হলধর)এর পূজার পার্বণে তাঁহার নাটক আর আর প্রতিদ্বন্দ্বী কবির সৃষ্টির সহিত রঙ্গমঞ্চে তুলনা করা হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া, অভিনীত না হইলেই নাটকের মর্য্যাদা নষ্ট হয় না। নাট্যকাব্য বসিয়া পড়িলেও কাব্যের সব রস দিতে পারে ; যে বহু বহু নাটকের অভিনয় আমরা জীবনে দেখি নাই, দেখিবার সম্ভাবনাও নাই, তাহারা আমাদের চিত্তবিনোদ করিতেছে, এবং অমর সাহিত্যরূপে যুগে যুগে করিতে থাকিবে।

নাটকের লক্ষ্য শুধু চিত্তবিনোদন নহে। বিয়োগান্ত নাটকের মূলে যে একটি গভীর নৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই পণ্ডিতগণ জানিতেন। য়্যারিষ্টোটল্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই শ্রেণীর নাটক করুণা ও ঘৃণার উদ্রেক করিয়া দর্শক-বৃন্দের হৃদয়কে ধৌত—মার্জিত করিয়া দেয়। মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় মঠগুলিতে যীশুর জীবনী অথবা সাধুদের লীলা লইয়া রচিত সরল নাটক অভিনীত হইয়া নিরক্ষর ইউরোপবাসীদের ধর্ম্ম ও পুরাণ শিখাইত।

বর্তমান যুগে এই লোক-শিক্ষার কাজটি অত সোজাসুজি ভাবে না করিয়া, একটু ঘুরাইয়া করিতে হয়। এজন্য নাটকের রচনায় একটি অতি কঠিন প্রণালী আবশ্যক হইয়াছে, তাহার ফলে নাট্যকারগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়েন। সামাজিক বা ঐতিহাসিক নাটক সেই সেই যুগের সমাজের চিত্র যেন দর্পণে দেখায়। মহাকবি শেক্ষপিয়র বলিয়াছেন, নাট্যকারের উদ্দেশ্য to hold the mirror up to Nature. তাহার উপর চিরন্তন মানব-চরিত্র কোন্ ঘটনার আঘাতে কোন্ দিকে সাড়া দেয়, কি ভাবে ক্রমে পরিবর্তিত হয়, তাহা দেখান নাট্যকারের ও উপন্যাস-লেখকের কর্তব্য কার্য্য। এই গুণের অভাব হইলে সেই গ্রন্থ নিজ শ্রেণীতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্যকারের দৃষ্টান্ত বেন্ জনসন্ এবং শেরিডান্—এঁদের রচনায় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাত্রপাত্রীদের চরিত্রে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না, কোন ক্রমবিকাশ দেখা যায় না ; তাদের হৃদয় যেন ছাঁচে ঢালা শক্ত লোহার পুতুল ; তাহাতে চাকচিক্য আছে, কিন্তু জীবন্ত মানুষের দেহের মাংসপেশীর স্পন্দন তাহাতে নাই। নাটকখানির প্রথমাঙ্ক হইতে যবনিকা পতন পর্য্যন্ত পাঁচ অঙ্ক ভরিয়া এত যে সুখদুঃখ, কথাবার্তা, ভাগ্যবিপ্লব, ঝঞ্ঝা চলিয়া গেল, তাহা ঐ পাত্রপাত্রীগুলির চরিত্রের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিল না, লেশমাত্রও পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল না ; ঐ সব ঘটনা না ঘটিলেও উহারা যেমন ধরণের মানুষ থাকিত, যেমন ভাবে ভাবিত, কহিত, নাটকের শেষেও ঠিক সেই মত থাকিল, সেই মত ভাবিতে, কহিতে লাগিল।

কিন্তু শ্রেষ্ঠ নাট্যকার স্পষ্ট করিয়া দেখান, কিরূপে ঘটনার প্রভাবে ব্যক্তিগত চরিত্রে ক্রমবিকাশ হয়, কিরূপে একটি মানবের মনে যে বীজ নিহিত থাকে, তাহা সংসারে অপর লোকের সঙ্গে আদান প্রদানে এবং বাহিরের ঘটনার আঘাতে ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া অবশেষে বিষময় ফল অথবা অমৃত প্রসব করে। এইরূপ নাটকের আরম্ভের সহিত সর্বশেষের দৃশ্যে

কোন একটি নায়ক বা নায়িকার চরিত্র তুলনা করিয়া দেখিলে, সেই এক ব্যক্তির মনে এত পরিবর্ত্তন আশ্চর্য্যজনক, প্রায় অস্বাভাবিক ও বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া চোখে বাজে। অথচ ঐ নাটকখানি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িবার সময় ধরা যায় না যে, কোথায় এই মহাপরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। ঐ চরিত্রের ক্রমবিকাশ এত ধীরে ধীরে, এত চতুরতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে যে, কোথায়ও একটা ঘন রং যে হঠাৎ আসিয়াছে, এরূপ চোখে পড়ে না, অথচ তুলির মৃদু পোঁচের পর পোঁচ লাগিয়া ধীরে ধীরে অতি সরল অথচ গুপ্তভাবে চরিত্রটি অবশেষে একেবারে বদলাইয়া যায়।

ইহার একটি দৃষ্টান্ত বিদেশী সাহিত্য হইতেই দিই। শেক্ষপিয়রের ম্যাক্‌বেথ নাটকের নায়ককে লওয়া যাউক। প্রথমে তিনি দেখা দিলেন মহাপ্রাণ রাজভক্ত সামন্তরূপে; সকলে তাঁহাকে অতি সৎলোক বলে, নিজের স্বার্থের সুখের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। ক্রমে লোভ আসিয়া এই হৃদয়ে পাপের বিষ-বীজ বপন করিল। তবুও তাঁহার হৃদয় প্রথমতঃ পাপে মগ্ন হইতে চায় না; তাঁহার স্ত্রীর জিহ্বার কশাঘাত তাঁহাকে খুন করিতে উত্তেজিত করিল। আর, হঠাৎ প্রথম খুনটি করিবার পর কি ভীষণ মনস্তাপ পাইলেন, ঠিক যেন পাগল হইয়াছেন, ঘৃণায় সংকোচে সেই খুনের ঘরে আর যাইতে পারিলেন না, তাঁহার স্ত্রীকে সেই ঘরে যাইতে হইল, নিদ্রিত রক্ষীদের গায়ে রক্ত লাগাইবার জন্য। খুনের পরই ম্যাকবেথ স্বপ্ন দেখিতেছেন, যেন কে তাঁহাকে বলিতেছে, "তুই জীবনে আর ঘুমাইতে পারিবি না।" তাঁহার স্ত্রী অতি কষ্টে নানা স্তোকবাক্যে তাঁহাকে শান্ত করিলেন। আর, তাহার পর সেই ম্যাকবেথই ঘটনার ধাক্কায় খুন হইতে খুনে কাহারও প্ররোচনার অপেক্ষা না করিয়া নিজেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রথমে মৃত রাজার শয়নকক্ষের শান্ত্রী দুটিকে হত্যা, তার পর ব্যঙ্কু, তার পর ম্যাক্‌ডাফের নিরপরাধ শিশু দুটি। এই সব পাপ করিবার জন্য লেডি ম্যাকবেথ কোন জেদ করেন নাই, তিনি আগে জানিতেও পারেন নাই।

এই নর-রক্তে গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়া ম্যাকবেথ নিজে পাগল হইলেন না, হইলেন তাঁহার স্ত্রী—সেই লেডি ম্যাকবেথ, যিনি প্রথমে গর্ব করেন, "সন্তানকে স্তন্য দেওয়া কত মধুর, তাহা আমি জানি। কিন্তু যদি আমি তোমার মত কঠোর প্রতিজ্ঞা করিতাম, তবে সেই সন্তানকে নিজ বক্ষ হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া তাহার মাথা চূর্ণ করিতে পারি।" নারীর চরিত্রের ইহাই ত স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ। তিনি ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, কৃত পাপের চিন্তায় উন্মাদ হইলেন। অথচ স্বয়ং ম্যাকবেথ ঠিক্ কোন্ গর্ভাঙ্কে এত বড় জমাটবুক খুনী হইয়া পড়িলেন, তাহা পাঠক ধরিতে পারিবেন না, ম্যাকবেথ-চরিত্রের ক্রমবিকাশ এতই ধীরে ধীরে, এতই গোপনভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে।

ইংরাজী গদ্য-সাহিত্যে এইরূপ চরিত্রের ক্রমবিকাশ অঙ্কন-কার্য্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী জেন অষ্টেন নামক নভেল-রচয়িত্রী (এবং তাঁহার পর জর্জ এলিয়ট)। তাঁহার রচনা-নৈপুণ্য অতুলনীয়। তাঁহার উপন্যাসগুলি স্কটের গল্পগুলির বিপরীত, ইহাতে রাজারাজড়া, যুদ্ধবিগ্রহ বা অতীত যুগের কুতূহলপূর্ণ দৃশ্যপট নাই। এ সবগুলিই বর্তমান সময়ের ইংলণ্ডের গ্রামের

ও শহরের মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর পাত্রপাত্রীর জীবনের কাহিনী। অষ্টেনের গল্পের পাত্রপাত্রীরা যেন ঘরে বসিয়া দৈনিক সাধারণ গল্পগুজব, খাওয়া দাওয়া, অথবা কাছে বেড়ান বা তামাসা দেখা, এই সব লইয়াই দিন কাটায়। অথচ লেখিকার তুলীর অদৃশ্য রঙ্গে ধীরে ধীরে তাহাদের চরিত্র অভিব্যক্ত হইতেছে; ব্যক্তিগত বিশেষ দোষগুণগুলি ক্রমে ফুটিয়া উঠিতেছে। প্রথম অধ্যায়ের ঠিক পরেই যদি বইখানির শেষ অধ্যায় পড়া যায়, তবে পাঠক চমকিত হইয়া উঠেন, সেই একই মানুষ এই দুই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া প্রথম প্রথম বিশ্বাস হয় না।

আমার অভিপ্রায় আরও স্পষ্ট হইবে—রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি"র কথা মনে করিলে। এই গ্রন্থে বিবাহিতা স্ত্রী আশা এবং প্রলয়ঙ্করী বিধবা বিনোদিনী, এ দুই জনের চরিত্রই অতি দক্ষ ও সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞানের তুলীতে অভিব্যক্ত করিয়া আঁকা হইয়াছে। প্রথম প্রথম আশা যেন জড় পদার্থ, সকলেই তাহাকে ঠোকা দেয়, সব দোষ তাহার উপর চাপান হয়। পরে ক্রমে ক্রমে দুঃখ, লজ্জা, দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে তাহার চরিত্র পরিপক্ব হইল। শেষ অধ্যায়ে আমরা সেই ভ্যাবাগঙ্গারামগোছের আশাকেই পাইতেছি দক্ষ গৃহকর্ত্রী, স্থির দূরদর্শী সংসারের রক্ষিণী, সব পরিজনের পালয়িত্রীরূপে। অথচ ইহা আমাদের কাছে আশ্চর্য্য ঠেকে না; কারণ, তাহার চরিত্রের এই পরিবর্ত্তন একদিনে হয় নাই, একটি মাত্র বড় ঘটনার ফল নহে। ইহাই জেন অষ্টেন-শ্রেণীর উপন্যাস-লেখকদের বাহাদুরি।

অভিজ্ঞানশাকুন্তলেও কালিদাস অতি চতুরতার সহিত ঘটনার আঘাতে শকুন্তলার চরিত্রে সেইরূপ ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন। আমরা প্রথমে তাহাকে দেখি একটি সাদাসিদে ভোলা-মন বালিকা—রবীন্দ্রনাথের উপমায়, আশ্রমমৃগের মত অজ্ঞ, সরল ও অসহায় মনুষ্য। তাহার দেহে যৌবনের প্রকাশ হইলেও তাহার কথাবার্ত্তা কাজকর্ম্ম দেখিয়া তাহাকে বালিকা ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। পরে সেই শকুন্তলাই স্বামী কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া মারীচের আশ্রমে বাস করিবার পর কি মহৎ সংযত দৃঢ়হৃদয় বুদ্ধিমতী নারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে! দুষ্মন্তের প্রেম (অর্থাৎ চরিত্রের এক দিক্) কিরূপে ফুল হইতে ফলে পরিণত হইল, সেই "পরিপূর্ণ পরিণতির" অর্থাৎ অভিব্যক্তির ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "প্রাচীন সাহিত্য" গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে অতি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন (প্রথম সংস্করণ, ২৮-৪৯ পৃঃ)।

নাট্যকার উপন্যাস অপেক্ষা অল্প কথায় অল্প পরিসরের ভিতর এইরূপ চরিত্রের অভিব্যক্তি অঙ্কিত করেন, এজন্য জগতে শ্রেষ্ঠ নাটক এত কম, অথচ শ্রেষ্ঠ উপন্যাস অনেক বেশী রচিত হইয়াছে। শেক্ষপিরীয় নাটক দীর্ঘকায়, সংস্কৃত নাটকের অপেক্ষা প্রায় চার গুণ বড়, এ জন্য শেক্ষপিরীয় নাটকের আভ্যন্তরীন সাদৃশ্য উপন্যাসেই খাটে, সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে নহে।

চরিত্রবিকাশ অঙ্কন করা নাট্যকারের শ্রেষ্ঠ কাজ বটে, কিন্তু শুধু এইটি থাকিলেই প্রথম শ্রেণীর নাট্য-সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। কথোপকথন রচনায় নির্ভুল দক্ষতা চাই, অর্থাৎ প্রত্যেক পাত্রপাত্রী নিজ শিক্ষা ও পদের উপযোগী ভাষা ব্যবহার করিবে; প্রশ্ন ও উত্তর পরস্পরের মধ্যে সরল স্বাভাবিক যোগ রক্ষা করিয়া নদীর ধারার মত বহিয়া যাইবে, অথচ

সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটিও অগ্রসর হইবে। কোন কথাই বৃথা যাইবে না বা অস্থানে দেখা দিবে না। এই রচনাচাতুর্য্য যে নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক উভয়ের পক্ষেই সমান আবশ্যক, তাহা সকলেই জানেন। তাহার উপর, প্রত্যেক নাটকের বিষয়-বস্তুটিকে একটি বিশেষ প্রণালীতে পরিপক্ক করিয়া তুলিতে হইবে, নচেৎ সে রচনা নাটক বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত হইবে না, অন্য বিভাগের সাহিত্য হইলেও হইতে পারে। বিদেশী অলঙ্কার-লেখকগণ প্রাচীন গ্রীক ও শেক্ষ-পিরীয় নাটক বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নাট্যকার হইবেন ভারতীয় জাদুকরের মত—একটি আমের আঁটি পুঁতিয়া তাহা হইতে গাছ পাতা ও শেষে পাকা ফলটি বাহির করিয়া দিবেন, এ সব কাজ ঐ পাঁচ অঙ্কের মধ্যে করিতে হইবে। তাঁহাদের উপমায় বলা যায় যে, নাট্যকার প্রথম অঙ্কে কতকগুলি বিভিন্ন সূতা একত্র আনিয়া দিবেন, ঘটনা (প্লট্) অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি জড়াইয়া গিয়া একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিবে ; জিনিষটা যেন ক্রমে উঁচুতে উঠিতেছে। ক্রমে তৃতীয়াঙ্কে দর্শকদের কুতূহল এবং শেষ ফল কি হইবে, এই চিন্তা চরমে পৌছিবে। আবার তাহার পর জিনিষটা একটু একটু নামিতে নামিতে ক্রমে সরল হইতে আরম্ভ করিবে, এবং অবশেষে পঞ্চমাঙ্কের শেষ গর্ভাঙ্কে নানা অপ্রত্যাশিত ঘটনার মধ্য দিয়া (যেমন ধীবর কর্ত্তৃক দুষ্মন্তের অঙ্গুরীয় তাঁহার সামনে উপস্থিত করা ইত্যাদির দ্বারা) সমস্যার সমাধান হইবে এবং এই "পরিপূর্ণ পরিণতি" দেখিয়া দর্শক সন্তুষ্ট শান্তহৃদয়ে বাড়ী ফিরিবে।

এই সব গুণগুলি না থাকিলে কোন নাটক কোন সাহিত্যে অমর হইতে পারে না। আমাদের মধ্যে এবং বিলাতেও যে সব সামাজিক চিত্র পঞ্চাঙ্কে চিত্রিত হয়, যে সব মনোহর চুটকি নাটক ঘন ঘন অভিনীত হয়—"সগৌরবে দুই শত বারের অভিনয়"—তাহা সাহিত্যপদ-বাচ্য নহে, অথবা নাট্যশ্রেণীর সাহিত্য নহে। এই কঠোর দাঁড়িতে ওজন করিলে বহু বহু সাময়িক লোকমাতান বাঙ্গলা নাটক সাহিত্যশ্রেণী হইতে বাদ পড়ে, যদিও থিয়েটারে তাহারা এক সময় একচ্ছত্র রাজত্ব করিত, এবং হয়ত করিতেও থাকিবে। একজন বিদেশী সমালোচক সত্যই বলিয়াছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইংলণ্ডের খুব জনপ্রিয় এক শ্রেণীর সামাজিক নাটক, যাহাকে কমেডি অব্ ম্যানার্স নাম দেওয়া হয়, তাহা নাটক নামের অধিকারী নহে ; কারণ, তাহাতে নাটকের আসল বিষয়বস্তু একেবারেই নাই—সে বিষয়বস্তু ঘটনার আঘাতে চরিত্রের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। সব দেশেরই অধিকাংশ চুটকি নাটককে নাট্য-সাহিত্য বলা উচিত নয়; তাহারা কোন রকম সাহিত্যই নহে, বাইবেলের ভাষায় তাহাদের বলা উচিত —"উনুনে চড়ান হাঁড়ির নীচে শুকনো লতা কাঁটাকুটী জ্বালাইলে তাহার চট্‌ফট্‌ শব্দ মাত্র" —the cracking of thorns under the pot.

এই কারণেই ভারতের কথা দূরে থাকুক, আজ শতাধিক বর্ষ হইল, ইংলণ্ডেও একখানি প্রথম শ্রেণীর নাটক রচিত হয় নাই। আমরা যেন আজ ইব্‌সেন, কাল বার্ণার্ড শ'র অনুবাদ বা নকল করিতে লাগিয়া মাতিয়া না যাই। যেন আশা না হারাই, যদি ঐ উচ্চতম আদর্শকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারি।

রাজকৃষ্ণ রায়

১৮৪৯—১৮৯৪

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১এ অক্টোবর তারিখে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মাহাতা রামচন্দ্রপুর গ্রামে এক মধ্যবিত্ত তিলি-পরিবারে রাজকৃষ্ণ রায়ের জন্ম হয়। তাঁহার জীবনীর উপকরণ বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তাঁহার দীর্ঘকালের সহকর্ম্মী ও সুহৃদ্ শরচ্চন্দ্র দেব তাঁহার সম্বন্ধে যেটুকু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের প্রধান উপজীব্য। ১৯১৫ সনে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত রাজকৃষ্ণ-অনূদিত বাল্মীকি-রামায়ণের চতুর্থ সংস্করণে এই জীবনী সংযোজিত হইয়াছে।

বাল্য-জীবন

রাজকৃষ্ণ রায়ের বাল্য-জীবন সম্বন্ধে শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন :—

…"তাঁহার জীবনী সঙ্কলনের প্রধান অন্তরায় তাঁহার বাল্য-জীবনের বিবরণ সঙ্কলনের উপায়াভাব। তিনি কবে জন্মিয়াছিলেন তাহা তিনি নিজেই জানিতেন না, কারণ অতি শৈশবে তিনি মাতৃহীন হইয়া, কলিকাতায় তাঁহার পিতার নিকট আনীত হন। তাঁহার জনক প্রথমে কলিকাতার সন্নিকটে পরে কলিকাতায় ব্যবসায়-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার বাসায় স্বজাতীয়া একটি রমণী ছিলেন। শিশু রাজকৃষ্ণের পালন ভার তাঁহারি উপর ন্যস্ত ছিল। এই রমণীকে তিনি মাসী বলিতেন, পরে জানিতে পারেন যে তিনি তাঁহার পিতার সেবিকা মাত্র। যাহা হউক এই রমণীর সযত্ন-পালনেই রাজকৃষ্ণ বাবু বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরও যতদিন তিনি জীবিতা ছিলেন ততদিন তাঁহাকে জননীর ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং উত্তর-কালে তাঁহার ভ্রাতাকেও অর্থ-সাহায্য করিতে দেখিয়াছি।

রাজকৃষ্ণ বাবু স্বীয় অনিশ্চিত জন্মসময়ের স্থিরতা সম্পাদন জন্য বহু বার বহু জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নির্ণীত কোষ্ঠীর কাহারও সহিত কাহারও ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার মৃত্যুর পর অনেক পত্রিকাতে তাঁহার অনেক জীবনী বাহির হয়, তাহাদের কাহারও সহিত কাহারও ঐক্য নাই। এমন কি কেহ কেহ ১২৬২ সালে তাঁহার জন্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তিনি আমা অপেক্ষা [জন্ম : কার্ত্তিক ১২৬৫] বয়সে বড় ছিলেন। আমরা ১২৮৬ সালে একবার এক বৃদ্ধ জ্যোতিষীর নিকট যাই, তাঁহার গণনার ফল ১৩১৬ সালের ফাল্গুন মাসের গৃহস্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। জ্যোতির্বিদাচার্য্য শ্রীযুক্ত মহেশ্বর জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় আমাদের প্রকাশিত রাজকৃষ্ণ বাবুর জন্মকুণ্ডলী দেখিয়া, আমায় বলিয়াছিলেন, "এই চক্র প্রস্তুত করিতে জ্যোতিষী ভ্রম করিয়াছেন।…জন্মকাল ১২৫৮ সাল না হইয়া ১২৫৬ সালের ৬ই কার্ত্তিকই হওয়া উচিত।…জ্যোতিষী মহাশয় একে একে দ্বাদশটি ভাব বিচার করিয়া শেষে বিংশোত্তরীয়া দশানুসারে তাঁহার আজীবনের দশাফল বলিলেন। সে সমুদায়

শ্রবণ করিয়া আমি তাঁহার নির্ণীত জন্ম শকাদি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি। সুতরাং খ্রীষ্টীয় ১৮৪৯ অব্দের ২১এ অক্টোবর রবিবার সার্দ্ধ দুই ঘটিকার সময় বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মাহাতা রামচন্দ্রপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়।...তাঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার পর একাদশ মাস মধ্যেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাঁহার জন্মের পর দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি কলিকাতায় আনীত হইয়াছিলেন এবং দ্বাদশ বর্ষ বয়সের সময়ে...তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটিয়াছিল, ইহাই জ্যোতিভূষণ মহাশয়ের অভিপ্রায়। তাঁহার পিতা তাঁহাকে ফ্রি চার্চ ইনষ্টিটিউশনে দিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরেও তিনি কিছুদিন পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পালিকা তখনও তাঁহাকে পুত্রাধিক যত্ন করিতেন। তিনি কয়েক বার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় অবশেষে পাঠ ত্যাগ করেন"।

কাব্যানুরাগ

শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন,—

"রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, প্রভাকর পত্রের পদ্য পাঠ করিয়া তাঁহার প্রথমে পদ্য লিখিবার প্রবৃত্তি হয়। তিনি খুব অল্প বয়সের সময়ে একবার কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর প্রভাকরে অনেক পদ্য লিখিয়াছেন; সে সমুদায়ের কতকগুলি তাঁহার গ্রন্থাবলীতে আছে। অনেকগুলি তিনি আর পুনর্ম্মুদ্রণের উপযুক্ত মনে করেন নাই। তাঁহার কিশোর বয়সের অনেক কবিতা এডুকেশন গেজেট, প্রভাকর প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার স্মৃতিকথায় রাজকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি মজার গল্প বলিয়াছেন। গল্পটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল; রাজকৃষ্ণ বাল্যকালে কিরূপ দ্রুত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, ইহা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে:—

"রাজকৃষ্ণ বাবু যখন 'বিদ্বজ্জন-সমাগমে'* আসিতেন, তখন তিনি উদীয়মান কবি; সবেমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বে একবার আমি, গুণুদাদা, আমার ভগ্নীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, ও আমাদের একজন আত্মীয় কেদার, এই কয়জনে পূজার সময় পশ্চিম বেড়াইতে যাইতেছিলাম; মধ্যে কি একটা ষ্টেশনে রোগা, পরণে ময়লা কাপড়, খালি পা, একটি ছোকড়া আসিয়া আমাদিগকে বলিল—'আমি মামার বাড়ী যাইব, হাতে পয়সা নাই, যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার ভাড়াটি আপনারা দিয়া দেন ত বড় উপকৃত হই।' যদুবাবু বড় আমুদে লোক ছিলেন। তিনি তামাসা করিতে বড় ভালবাসিতেন, রহস্য করিয়া গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কবিতা টবিতা লিখিতে পার?" বালক অমনি সপ্রতিভ ভাবে মৃদুস্বরে বলিল "হাঁ পারি।" আমরা ভাবিলাম—লোকটা পাগল নাকি? যদুবাবু অধিকতর কৌতূহলী হইয়া রহস্যচ্ছলে আবার বলিলেন, "তা বাঃ, বেশ বেশ। দেখ, এই কেদার আমায় আমার প্রেয়সী

* জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ীতে 'বিদ্বজ্জনগণ সমাগম সভা'র প্রথম অধিবেশন হয়—৬ বৈশাখ ১২৮১ তারিখে। পরবর্ত্তী ১২ই বৈশাখ তারিখের 'ভারত-সংস্কারক' পত্রে এই অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৬ ফাল্গুন ১২৮৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এই সভার অধিবেশনে রাজকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন এবং 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয় দেখিয়াছিলেন।

'তারা'র নিকট হইতে, ছিনাইয়া লইয়া চলিয়াছে ! বল ত বাপু, এমনি করিয়া কি ভদ্রলোককে দুঃখ দিতে হয় ? তুমি এই বিষয়ে একটি কবিতা আমায় লিখিয়া দাও দেখি !" বালক তৎক্ষণাৎ একখানি চোতা কাগজে পেন্সিল দিয়া ফস্ ফস্ করিয়া একটা প্রকাণ্ড কবিতা লিখিয়া ফেলিল। তাহার প্রথম দুই ছত্র এখনও আমার মনে আছে :—

কেদার দেদার দুখ দিলেন আমায়
তারা ধনে হারা করে' আনিয়া হেথায়। ইত্যাদি।

আমরা জানিতাম না, এই বালকই তখনকার উদীয়মান কবি রাজকৃষ্ণ রায়। আজ বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি—তাঁহার রচিত নাটক এখনও কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। তাঁহার গ্রন্থাবলী বঙ্গ-সাহিত্যে আদরের বস্তু।"—'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', পৃ. ১৬০—৬১।

মুদ্রাযন্ত্রালয়ে চাকুরী

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র

উপার্জ্জনের অভিলাষে রাজকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথম কৃষ্ণগোপাল ভক্তের সিমুলিয়া, মাণিকতলা ষ্ট্রীটে অবস্থিত নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে (নিউ বেঙ্গল প্রেসে) যোগদান করেন। শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন :—

প্রথমে তিনি উপার্জ্জনাভিলাষী হইয়া কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয়ের ছাপাখানায় প্রবেশ করেন। এইখান হইতেই রাজা শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের সহিত পরিচয় হয় এবং তাঁহার নিকট সঙ্গীত কবিতাদি রচনা করিতে নিযুক্ত হন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি পতিব্রতা নাট্যগীতি লিখিয়া বটতলায় বিক্রয় করেন···। এতদ্ব্যতীত জীবিকার্জ্জন জন্য অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। সেগুলি প্রকাশিত হইলেও তাঁহার নামযুক্ত না হওয়ায় আমরা এস্থলে আর সেগুলিকে তাঁহার রচিত বলিয়া উল্লেখ করিতে পারিলাম না। তবে ভক্ত মহাশয়ের মুদ্রাযন্ত্রে থাকিতে তিনি বঙ্গভূষণ ও স্তবমালা নামে আরও দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

এইরূপে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত হইলে, তিনি তাঁহার রচিত কবিতারাজী হইতে কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া অবসর-সরোজিনী নামক কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশে ইচ্ছা করেন। তৎপূর্ব্বে স্কুলপাঠ্য কবিতা-গ্রন্থ প্রচার করিয়া লাভবান্ হইবেন মনে করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ কবিতাকৌমুদী প্রকাশ করেন; কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হয় নাই।

আলবার্ট প্রেস

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ আলবার্ট প্রেসে 'অবসর-সরোজিনী' মুদ্রণকালে তিনি স্বত্বাধিকারী গিরিশচন্দ্র ঘোষের সুনজরে পড়েন। গিরিশচন্দ্র মুদ্রাযন্ত্রের তত্ত্বাবধান-ভার তাঁহারই হস্তে অর্পণ করেন। এই প্রসঙ্গে শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন :—

এই সময় কলিকাতা পার্শীবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দুই জন আত্মীয়, আলবার্ট প্রেস নামে একটি নূতন মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি এই মুদ্রাযন্ত্রেই তাঁহার অবসর-সরোজিনী মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী এই

স্বজাতীয় কিশোরবয়স্ক কবিটিকে বড়ই স্নেহচক্ষে দেখিতেন, তাঁহার দেওয়ান রায় রাজীবলোচন রায়বাহাদুরও তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহাদের আনুকূল্যেই রাজকৃষ্ণ বাবুর এইরূপ ব্যয়সাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্তি হইয়াছিল।

গিরিশবাবুর আত্মীয়গণ প্রেসের কার্য্যে একান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন, এজন্য প্রেসের কার্য্য ভাল চলিতেছিল না, এমন কি কর্ম্মচারীদিগের বেতন তাঁহাকে নিজে হইতে দিতে হইত; এজন্য তিনি ঐ প্রেস উঠাইয়া দিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর অবসর-সরোজিনী তখনও শেষ হয় নাই। তিনি গিরিশ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রেসের তত্ত্বাবধান ভার গ্রহণ করিতে চাহিলেন। গিরিশবাবু তাঁহার প্রস্তাবানুসারে লাভের অর্দ্ধাংশের অধিকারী করিয়া তাঁহাকেই তত্ত্বাবধান ভার দিলেন। প্রেস আশুতোষ ঘোষ কোম্পানির নামে চলিতে লাগিল। স্থির হইল, গিরিশবাবুর নিযুক্ত একজন কর্ম্মচারী হিসাবপত্র রাখিবেন, রাজকৃষ্ণ বাবু প্রেসের জন্য কার্য্য সংগ্রহ ও তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন। প্রথমে রাজকৃষ্ণ বাবু নিজ ব্যয়ের জন্য যাহা প্রয়োজন কেবল তাহাই লইবেন। উহা হিসাবে লেখা থাকিবে পরে তাঁহার অংশ হইতে পরিশোধিত হইবে। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থগুলি প্রেস হইতে প্রকাশিত হইবে। প্রেস তাহার লাভ লোকসানের ভাগী থাকিবেন। এই বন্দোবস্তে রাজকৃষ্ণ বাবুর মত অনর্গল লেখকের গ্রন্থ প্রকাশের বড়ই সুবিধা হইল।... ...

অবসর-সরোজিনীর আদর হইল। তিনি এবারে নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রথম নাটক "অনলে-বিজলী"। তিনি চেষ্টা করিয়া বঙ্গ রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণের দ্বারা উহার অভিনয় করাইয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই উক্ত রঙ্গভূমির সহিত তাঁহার সম্পর্ক আরম্ভ হয়। এই সকল গ্রন্থ লোকের নিকট প্রশংসিত হইলেও, অধিক বিক্রীত হইত না, কাজেই রাজকৃষ্ণ বাবু সাধারণের জন্য ঘোড়ার ডিম প্রভৃতি রহস্য গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। ঘোড়ার ডিম এক মাসে দুই বার মুদ্রিত হইয়া দুই সহস্র বিক্রীত হইয়াছিল; আমিই উহার প্রকাশক ছিলাম। ক্রমে উহা বহুবার পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল, এবং উহার পর রাজকৃষ্ণ বাবু কুঁপোকাৎ প্রভৃতি আরও ঐরূপ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই সময়ে ভারত গানও প্রকাশিত হয়।

• • • •

রাজকৃষ্ণ বাবু বঙ্গরঙ্গভূমির জন্য ক্রমে নাট্যসম্ভব, দ্বাদশ গোপাল, লৌহ কারাগার, বিক্রমাদিত্য, হরধনুর্ভঙ্গ ও রামের বনবাস রচনা করেন।...এইরূপে রাজকৃষ্ণ বাবুর অনেক গ্রন্থই প্রকাশিত হইল,...রাজকৃষ্ণ বাবুর নিজের ব্যয় চলিলেও লভ্যাংশ দ্বারা স্বত্বাধিকারীর বিশেষ সুবিধা বোধ হইত না। তিনি এই প্রেসের জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়াছিলেন তাহা দ্বারা অন্য কোন ব্যবসায় করিলে প্রচুর লাভবান্ হইতেন এই মনে করিয়া তিনি প্রেস বিক্রয় করিলেন।

"পরমহিতৈষী সহৃদয় সুহৃদ্" গিরিশবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া রাজকৃষ্ণ ঐ কালে (ইং ১৮৮২) 'কল্কি পুরাণে'র উপহারপত্রে লিখিয়াছিলেন:—

আপনি সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে আমার পরম সহায়। বিশেষতঃ আপনিই আমার সাহিত্য-জগৎ-প্রবেশের প্রধান পথপ্রদর্শক। বহুকালের কথা, কি শুভক্ষণেই আমি আপনার "আলবার্ট যন্ত্রে" আমার "অবসর-সরোজিনী কাব্য" ছাপিতে দিয়াছিলাম। আপনি সেই পুস্তক-

পাঠে পুলকিত হইয়া, আমার হস্তে আপনার আলবার্ট প্রেসের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া, উত্তরোত্তর নানাবিধ গ্রন্থরচনায় উৎসাহ দিয়াছিলেন।...

সাময়িক-পত্র পরিচালন

'সমাজ-দর্পণ'

আলবার্ট প্রেসের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরে রাজকৃষ্ণ 'সমাজ-দর্পণ' প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন। 'সমাজ-দর্পণ' সম্পাদন করিতেন—যশোদানন্দন সরকার। ইহাতে রাজকৃষ্ণের কিছু কিছু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। কিছু দিন পরে যশোদাবাবু সম্পর্ক ত্যাগ করিলে রাজকৃষ্ণ স্বয়ং 'সমাজ-দর্পণ' পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন, কিন্তু গ্রাহকাভাবে শীঘ্রই উহা বন্ধ করিতে হয়।

'বীণা'

'সমাজ-দর্পণ' রহিত হইলে ১২৮৫ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭৮) মাস হইতে রাজকৃষ্ণ 'বীণা' নামে একখানি পদ্যময়ী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যার সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শন' (বৈশাখ ১২৮৫) লিখিয়াছিলেন:—

> বীণা। (নানা বিষয়িণী কবিতা প্রকাশিনী মাসিক পত্রিকা।) শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত। প্রথম খণ্ড—প্রথম সংখ্যা। আলবার্ট প্রেস—কলিকাতা। ১২৮৫। পত্রিকাখানি এত ক্ষুদ্রকায় যে আমাদিগের প্রথমে বোধ হইয়াছিল যে এখানি খেলা ঘরের মেগেজিন—অথবা লিলিপট হইতে প্রেরিত হইয়াছে। তার পর ভাবিলাম যে যখন পত্রিকাখানি কেবল কবিতাময়ী, তখন ইহা যত ছোট হয় ততই ভাল।—আমরা রাজকৃষ্ণ বাবুর কবিতার নিন্দা করি না। তিনি উত্তম পদ্য লিখিয়া থাকেন এবং বীণার প্রথম সংখ্যায় যে কবিতাগুলি বাহির হইয়াছে, তাহা সুমিষ্ট। উদাহরণ—

'বীণা' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই। ইহা পাঁচ বৎসর জীবিত ছিল। বিভিন্ন খণ্ডের 'বীণা' এই ভাবে প্রকাশিত হয়:—

১ম খণ্ড বৈশাখ ১২৮৫—চৈত্র আলবার্ট প্রেস হইতে
২য় খণ্ড বৈশাখ ১২৮৬—চৈত্র ঐ
৩য় খণ্ড বৈশাখ ১২৮৮ বীণা যন্ত্রে মুদ্রিত
৪র্থ খণ্ড কার্ত্তিক ১২৯৩—আশ্বিন ১২৯৪ ঐ
৫ম খণ্ড ? ঐ

বীণা যন্ত্রের অবৈতনিক মুদ্রাকর শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন:—"বীণাযন্ত্রে অতি কষ্টে তৃতীয় বর্ষের বীণা শেষ হইয়া উহা বন্ধ হইল; তৃতীয় বর্ষের শেষাংশেও কবিতার পরিবর্ত্তে তাঁহার অদ্ভুত ডাকাত ও দুই সন্ন্যাসী ও অপরাপর একজন লেখকের চীনের কলসী নামক গল্প বাহির হইয়াছিল।"

আমরা ১ম ও ৫ম বর্ষের 'বীণা' দেখি নাই। দ্বিতীয় বর্ষের 'বীণা' চৈতন্য লাইব্রেরি ও রামমোহন লাইব্রেরিতে আছে। চতুর্থ বর্ষের 'বীণা' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দেখিয়াছি; ইহাতে প্রকাশিত অধিকাংশ রচনাই রাজকৃষ্ণের। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে অক্ষয়কুমার বড়াল, গোবিন্দচন্দ্র দাস, মনোমোহন বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও ব্যোমকেশ মুস্তফীর কবিতা ৪র্থ বর্ষের 'বীণা'য় স্থান পাইয়াছে।

'গল্পকল্পতরু'

১২৮৬ সাল হইতে রাজকৃষ্ণ 'গল্পকল্পতরু' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন:—

> ...বীণা নামক কবিতাময়ী পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে গল্পকল্পতরু নাম দিয়া ফর্ম্মায় ফর্ম্মায় উপন্যাস প্রকাশ আরম্ভ করেন। উহার প্রথম গ্রন্থ হিরণ্ময়ী—হিরণ্ময়ী শেষ হইলে তখন গল্পকল্পতরু বন্ধ হয়। ভবিষ্যতে বীণা প্রেস স্থাপিত হইলে উহার পুনঃপ্রচার করিয়া তাহাতে স্বপ্রণীত জ্যোতির্ম্ময়ী এবং অন্যান্য লেখকের শান্তিকুটীর* প্রভৃতি উপন্যাস প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বীণা যন্ত্র

আলবার্ট প্রেস বিক্রয় হইয়া যাওয়ায় রাজকৃষ্ণকে কিছু অসুবিধায় পড়িতে হইল। তাঁহাকে আপাততঃ 'বীণা'র প্রচার বন্ধ করিতে হইল—রামায়ণাদির অংশ-বিশেষ অন্যত্র ছাপিতে হইল। এই অসুবিধা তাঁহাকে বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই। ১২৮৮ সাল হইতে তিনি বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শে, কিছু ঋণ করিয়া সামান্য আয়োজনে ৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্ ঠনঠনিয়ায় 'বীণা যন্ত্র' নামে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিলেন। গুরুদাসবাবুর যত্নে অনেক কাজ জুটিতে লাগিল, রাজকৃষ্ণের গ্রন্থাবলীও অবাধে মুদ্রিত হইতে লাগিল, প্রেসেরও আয় বাড়িল। 'বীণা যন্ত্র' ১২৯৯ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল।

বিবাহ

শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন, "বীণা যন্ত্র স্থাপনের কিছু দিন পরেই রাজকৃষ্ণ বাবু বিবাহ করেন। সেই বিবাহের ফল একমাত্র তাঁহার পুত্র রজনীরঞ্জন।"

---

* 'শান্তিকুটীর' (১২৯৫ সাল) ও 'চীনের কলসী' শরচ্চন্দ্র দেবের রচনা বলিয়া 'বঙ্গভাষার লেখক' পুস্তকে "শরচ্চন্দ্র দেব" প্রবন্ধে (পৃ. ৮৮৫) উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা যে রাজকৃষ্ণ রায়ের রচনা নহে,—অন্য লেখকের, সে-কথা শরচ্চন্দ্র দেবও রাজকৃষ্ণ রায়ের জীবনকথায় উল্লেখ করিয়াছেন।

বীণা-রঙ্গভূমি

বীণা যন্ত্র স্থাপন ও পুস্তকাদি বিক্রয় দ্বারা রাজকৃষ্ণের বেশ আয় হইতেছিল—তিনি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ছিলেন। এই সময় গ্রহের ফেরে তাঁহার জীবন-স্রোত ভিন্নমুখী হইল। রাজকৃষ্ণ অভিনয়কুশলী ছিলেন; তিনি মাঝে মাঝে নানা স্থানে অভিনয় করিয়া বেড়াইতেন। অভিনয়ের প্রশংসায় উন্মত্ত হইয়া তিনি এই সময় স্বাধীনভাবে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হইলেন। শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন:—

> রাজকৃষ্ণবাবু সেতারবাদনদক্ষ এবং অভিনয়-কার্য্য-নিপুণ ছিলেন।…তিনি সর্ব্ববিধ রসাভিনয় তুল্য দক্ষতার সহিত করিতেন। মূকাভিনয়েও তিনি প্রশংসিত। পাণ্ডুয়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী সরাই গ্রামে তাঁহার যত্নে এক অভিনয়-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাতে তিনি নিজে অভিনয় করিতেন। প্রথমে "আগমনী ও বিজয়া" নামে একখানি গীতাভিনয় পরে তাঁহার "পতিব্রতা" পরিবর্ত্তিত করিয়া "সাবিত্রী" নামে একখানি গীতাভিনয় এবং কয়েকখানি প্রহসন তথায় অভিনীত হয়; কিন্তু সেই সব গ্রন্থের কাপী আর পাওয়া যায় নাই, কেবল কয়েকটী গীত গ্রন্থাবলীর অন্তর্নিবিষ্ট আছে।…তিনি যে কেবল সরাই গ্রামেই অভিনয় করিতেন তাহা নয়। মাহেশে, কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে তিনি মাঝে মাঝে এ আমোদ করিতেন। কলিকাতার আর্য্য-নাট্য-সমাজের সঙ্গে তিনি প্রহ্লাদচরিত্র অভিনয় করেন। ঐ অভিনয় উত্তম হওয়ায় অধ্যক্ষগণ, অপেরা হাউস ভাড়া লইয়া দুই রাত্রি ঐ অভিনয় কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে দেখাইলেন। কলিকাতার ইংরাজী ও বাঙ্গালা কাগজে আর্য্য-নাট্য সমাজের প্রহ্লাদচরিত্র বিশেষতঃ রাজকৃষ্ণ বাবুর হিরণ্যকশিপুর অভিনয় উচ্চৈঃস্বরে প্রশংসিত হইল। এদিকে রাজকৃষ্ণ বাবুরও রাজর দশা। তিনি সেই প্রশংসায় উন্মত্ত হইয়া নিজে বালক লইয়া অভিনয় করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, এ অভিনয় কিন্তু অবৈতনিক নয়, উপার্জ্জনের জন্য। গুরুদাস বাবু প্রভৃতি তাঁহার দুই একটি বন্ধু তাঁহাকে এ অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন, বুঝাইলেন সাধারণ দর্শকের অনেকেই রমণীর নৃত্যগীতবিহীন অভিনয় দেখিবে না। তিনি কিন্তু সে কথা শুনিলেন না; উৎসাহ দিবার লোক অনেক, নিষেধ করিবার লোক অল্প, কাজেই বীণা রঙ্গভূমি স্থাপিত হইল।

১২৯৪ সালে ঠনঠনিয়া ৩৮ নং মেছুয়াবাজার রোডে বীণা-রঙ্গভূমি নির্ম্মিত হয়।* ৫ আগষ্ট ১৮৮৭ (২১ শ্রাবণ ১২৯৪) তারিখের 'সুলভ সমাচার ও কুশদহে' প্রকাশ:—

> কলিকাতায় আর দুইটী নাট্যশালা প্রস্তুত হইতেছে। একটী ঠনঠনিয়ায় বাবু রাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক,…।

এই প্রচেষ্টায় রাজকৃষ্ণ কোন কোন ধনী পরিবারের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮ (১৩ ফাল্গুন ১২৯৪) তারিখের 'সুলভ সমাচার ও কুশদহে' প্রকাশ:—

> বাবু রাজকৃষ্ণ রায়ের বীণা রঙ্গভূমিতে রঙ্গপুর তাজহাটের জমিদার রাজা গোবিন্দলাল রায় ২৫০৲ এবং কুচবিহারের মহারাণী ২০০৲ টাকা দান করিয়া রাজকৃষ্ণ বাবুকে উপকৃত করিয়াছেন।

---

* "গত বৎসর বীণারঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠা করিয়া ভাবিয়াছিলাম যে, এই সময় 'কলির প্রহ্লাদ' নামে একখানি ব্যঙ্গনাটক লিখি।"—রাজকৃষ্ণ রায়: 'কলির প্রহ্লাদ' (ভাদ্র ১২৯৫), "বিজ্ঞাপন"।

খুব সম্ভব ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বীণা-রঙ্গভূমিতে অভিনয় সুরু হয়। শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন :—"প্রথম অভিনীত হইল 'চন্দ্রহাস'; খবরের কাগজে প্রশংসা অনেক হইল, কিন্তু অর্থাগম তাদৃশ হইল না। তবে সুবিধা এই, অভিনেতাগণ অবৈতনিক। হইলে কি হয় তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনার ব্যয় নিতান্ত অল্প নয়।" কিন্তু এত করিয়াও রাজকৃষ্ণ দল ঠিক রাখিতে পারিলেন না; তাঁহাকে "দুঃখের কথা" লিখিতে হইল :—

> অনেককাল চেষ্টা করিয়া, বড় সাধের আশায় মজিয়া বীণা-রঙ্গভূমি স্থাপন করি। একা, কেহই সহায় নাই। মুখের কথায় অনেকে আমাকে হিমালয়ের এভারেষ্ট্‌ শৃঙ্গে তুলিয়াছিল; কিন্তু কাজের কথার বেলায় সবাই বোবা। কি করিয়া জানিব যে, তোমরা আমার সাধের চারা গাছটির কীট—আমার মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খাইবে—প্রথমে কুটিল স্বার্থপরতা-বারুদ ও গোলা গোপনে গোপনে মন-কামানে ঠাসিয়া শেষে আমার প্রাণে দাগিবে? নটের হাটে কি কেবল "সর্পাদপি ভয়ঙ্করো" জীব?…৫ শ্রাবণ ১২৯৫ ('হরিদাস ঠাকুর'):

এক বৎসর যাইতে-না-যাইতেই রাজকৃষ্ণ ঋণগ্রস্ত হইয়া ক্ষোভে ও দুঃখে অভিনয় বন্ধ করিলেন। অন্য একটি সম্প্রদায়—আর্য্য-নাট্য-সমাজ বীণা-রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিতে থাকেন। ৯ নবেম্বর ১৮৮৮ তারিখের 'সুলভ সমাচার ও কুশদহে' প্রকাশ :—

> সম্প্রতি আমরা বীণা রঙ্গভূমিতে আর্য্য নাট্য সমাজ কর্ত্তৃক সুপ্রসিদ্ধ নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। বীণা রঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠাতা বাবু রাজকৃষ্ণ রায় স্বয়ং এখন অভিনয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। রঙ্গভূমিতে তাঁহার ন্যায় একজন খ্যাতনামা অভিনেতার অভাব বিশেষ ক্ষতিজনক; কিন্তু আর্য্য নাট্য সমাজ যেরূপ সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিতেছেন তাহাতে অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে তাঁহারা যে রাজকৃষ্ণ বাবুর মহৎ উদ্দেশ্যও পূর্ণ করিতে পারিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজকাল সহরে বেশ্যা সংযুক্ত থিয়েটার সকলের পশার ও প্রতিপত্তি যেরূপ, তাহাতে কেবল পুরুষ অভিনেতা লইয়া স্থায়ী থিয়েটার স্থাপন করা অনেক সাহস ও বলের কার্য্য; তাহার পথে বিস্তর বিঘ্নবাধা। কিন্তু এ সকলের মধ্যেও আর্য্য নাট্য সমাজ যে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা আমরা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না।…
>
> বিখ্যাত অভিনেতা বাবু অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি আর্য্য নাট্য সমাজে যোগ দিয়াছেন। তাঁহার সহায়তায় নীলদর্পণের অভিনয় যে বড়ই স্বাভাবিক হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য।

কিছু দিন পরে আর্য্য-নাট্য-সমাজও বীণা-রঙ্গভূমি ত্যাগ করিলেন। রাজকৃষ্ণ ঋণের দায়ে উপেন্দ্রনাথ দাসকে মহিলা-অভিনেত্রী সহযোগে অভিনয় করিবার জন্য বীণা-রঙ্গভূমি ভাড়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া, ৭ ডিসেম্বর ১৮৮৮ তারিখে 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' লিখিলেন :—

> "বাবু রাজকৃষ্ণ রায় অতি সৎ উদ্দেশ্য লইয়াই বীণা থিয়েটার স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণের নিকট বিশেষ সহানুভূতি না পাইয়া এবং নিজেরও নানা অসুবিধা ও অভিনয়-সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারূপ গোলযোগ ঘটায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অভিনয় বন্ধ করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, তৎপরে আর্য্য-নাট্য-সম্প্রদায় রাজকৃষ্ণ বাবুর সে উদ্দেশ্য পালন করিয়া সন্নীতিপরায়ণ

ভদ্রলোকদিগের মনোরঞ্জন করিতেছিলেন। আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে আর্য্য-নাট্য-সম্প্রদায়ও রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের পক্ষে ইহা একটি কম ঘৃণা এবং লজ্জার কথা নহে, যে বাঙ্গালীরা আজিও সন্নীতির পোষকতা করিতে শিখে নাই। তাহা না হইলে এক কলিকাতা সহরেই "বেঙ্গল" "ষ্টার" "এমারেল্ড" বেশ্যা অভিনেত্রী মিশ্রিত এই তিনটী রঙ্গভূমি বহুকাল হইতে নির্ব্বিবাদে চলিয়া কি প্রকারে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে ? গত বৎসর কলিকাতার ষ্টার থিয়েটার কতকগুলি বেশ্যা লইয়া অভিনয় করিবার জন্য ঢাকায় গিয়াছিল, কিন্তু তথাকার ভদ্রলোকদিগের প্রতিবন্ধকতায় তথায় অভিনয় করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাতে বোধ হয়, কলিকাতার লোক অপেক্ষা ঢাকার লোকেরা অধিক নীতিপরায়ণ। আমরা শুনিতেছি "ন্যাশন্যাল" থিয়েটারের ভূতপূর্ব্ব কার্য্যাধ্যক্ষ বহুবাজার নিবাসী বাবু উপেন্দ্রনাথ দাশ সম্প্রতি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া "নিউ ন্যাশনাল" নামে একটী থিয়েটার খুলিতেছেন এবং আপাততঃ বীণা থিয়েটারের ঘর ভাড়া লইয়া সেই স্থানেই অভিনয় করিবেন। উপেন্দ্র বাবু নাকি বেশ্যা অভিনেত্রী দ্বারা অভিনয় করাইবেন। তবে কি রাজকৃষ্ণ বাবু সামান্য ভাড়ার খাতিরে তাঁহার মহদুদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেন ?"

'সুলভ সমাচার'-সম্পাদকের মন্তব্যে মর্ম্মাহত হইয়া রাজকৃষ্ণ সম্পাদককে একখানি পত্র লেখেন। পত্রখানি পরবর্ত্তী ১৪ই ডিসেম্বরের পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

মহাশয় !

গত ২৩শে অগ্রহায়ণ শুক্রবারের সুলভ সমাচারে দেখিলাম আমার বীণা থিয়েটার ভাড়া দেওয়া সম্বন্ধে আপনি একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আপনি দুঃখিত হইয়াছেন, আমিও দুঃখিত হইয়াছি। আমি কেবল অত্যন্ত ঋণের দায়ে আমার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের বহির্ভূত কার্য্য করিয়াছি। আমি দরিদ্র হইয়াও যাঁহাদের জন্য নিজের যাহা কিছু ছিল তাহা খোয়াইয়া, শক্তির অতীত ঋণ করিয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, যার জন্য প্রাণ মন দেহ যত্ন চিন্তা পরিশ্রম একসঙ্গে জড়াইয়া ডুব দিয়াছিলাম, তাঁহারা তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না—বুঝিয়াও বুঝিলেন না। এক বৎসরের মধ্যেই আমার সাধের আশা, সাধের যত্ন, সাধের চেষ্টা মরিয়া গেল—আমাকেও মারিয়া গেল। এখন ঋণ ও সুদের বিভীষিকায় আমি নিতান্ত অস্থির হইয়াছি। মহাজনেরা অর্থাৎ ঋণ-দাতারা আমার নিকট অনেক টাকা পাইবেন। আমি বই কে তাঁহাদিগকে টাকা দিবে ? অথচ টাকা দিতে পারি না। সুতরাং তাঁহারা ঋণ পরিশোধের জন্য, যাহাতে বেশী টাকা আদায় হয়, সেইরূপ হিসাবে আমার বীণা থিয়েটার ভাড়া দেওয়াইলেন। আর বেশী কি বলিব, এখন আমি প্রাণ থাকিতেও মৃত। আজ যদি কেহ আমার এই দুর্ব্বিষহ ভার শিথিল করিয়া দেন, তা হইলে আমি আবার পূর্ব্বের ন্যায় আপনাকেও সন্তুষ্ট ও আপনাদিগকেও সন্তুষ্ট করিতে পারি। ঋণ যে বিষের অপেক্ষাও অতি তীব্র, তা যে ঋণ-বিপন্ন, সেই বুঝিতে পারে।

আপনি এক স্থানে বলিয়াছেন, "তবে কি রাজকৃষ্ণ বাবু সামান্য ভাড়ার খাতিরে তাঁহার মহদুদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেন ?" কিন্তু সম্পাদক মহাশয়, তা নয়, তা নিশ্চিত

নয়। "সামান্য ভাড়ার খাতিরে" নয়, আমার পক্ষে অসামান্য ঋণের যন্ত্রণায় এই কার্য্য হইয়াছে। আপনি ত জানেন "Debt is the worst kind of poverty." ভগবান্ যদি দিন দেন, তবে এই ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, ইচ্ছামত কার্য্য করিব। আপনি জানেন, মুখের কথায় অনেকে আমাকে আকাশে তুলিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের বেলায় —ম্যাও ধরিবার বেলায় তাহারাই আবার আমাকে পাতালের নিম্নতম তালায় ফেলিয়া দিল। এখন বলুন দেখি আমার অপরাধ, না তাহাদের অপরাধ? দেশে ত অনেক রাজা, উজীর, জমিদার ও বড়, মেজো, ছোট কর্ম্মচারী ও ব্যবসায়ী আছেন, অনেক-রূপ ধর্ম্মসম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা যদি—বেশী নয় দুই চারি আনা এমন কি দুই চারি পয়সাও মাসে মাসে দিয়া আমার সাহায্য করিতেন, তাহা হইলে কি আমি আজ ধনে প্রাণে সারা হইতাম? অথবা আমার যদি প্রয়োজনোপযোগী টাকা থাকিত, তাহা হইলেও আমার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতাম। আমার গন্তব্য পথে কাঁটা পড়িয়াছে। আমার মন আছে, ধন নাই; ভক্তি আছে, শক্তি নাই।

আমি এক বীণা থিয়েটার করিয়া মানবচরিত্রের কত রকম ভোজবাজী ভেল্কি-বাজী দেখিলাম, তাহার সীমা নাই। বীণা থিয়েটার না হইলে বোধ হয় সংসার থিয়েটারের এই সকল সং বং দেখিতে পাইতাম না।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

ইহার কিছু দিন পরে রাজকৃষ্ণ বাধ্য হইয়া বালক ছাড়িয়া রমণীর সহযোগে অভিনয়-কার্য্য আরম্ভ করিলেন। 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' ২৬ জুলাই ১৮৮৯ তারিখে লিখিলেন:—

আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, কবিবর রাজকৃষ্ণ বাবু অভিনেত্রী লইয়া বীণা থিয়েটারের অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন। মধ্যে যখন উপেন্দ্রবাবুকে অভিনেত্রী লইয়া বীণা থিয়েটার গৃহে অভিনয় করিবার জন্য রাজকৃষ্ণ বাবু ভাড়া দেন, তখন তাঁহার সঙ্গে আমাদের এ বিষয় লইয়া অনেক লেখালেখি হইয়াছিল। সে সময়ে রাজকৃষ্ণ বাবু আমাদিগকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিয়াছিলেন যে, ঋণদায়ে পড়িয়া আমি এই কার্য্য নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও করিতে বাধ্য হইয়াছি। রাজকৃষ্ণ বাবুর নিকট আমরা ইহাও আভাস পাইয়াছিলাম যে, এইরূপ ভাড়া দিয়া তিনি ঋণমুক্ত হইয়া পুনঃ পূর্ব্বের ন্যায় নিজে অভিনয় কার্য্য আরম্ভ করিবেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি তিনি নিজেই অভিনেত্রী লইয়া থিয়েটার খুলিলেন। যদিও তাঁহার এখনও সেই উত্তর যে, ঋণদায়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে এরূপ কার্য্য করিতে হইতেছে। কিন্তু আমরা কখনই আশা করি নাই যে, রাজকৃষ্ণ বাবুর মত লোক এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। আমরা রাজকৃষ্ণ বাবুর এই কার্য্যে আন্তরিক দুঃখিত হইলাম। বীণা থিয়েটারের ঋণ শোধের কি তিনি আর কোন সদ্‌উপায় বাহির করিতে পারিলেন না?

কিন্তু ইহাতেও ফল কিছুই হইল না। রঙ্গভূমির ঋণের দায়ে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল, উত্তমর্ণের কঠোর বাক্যযন্ত্রণা তাঁহাকে সহিতে হইয়াছিল। ১২৯৭ সালেই বীণা-সম্প্রদায় লোপ পাইয়াছিল।

এই নাট্যসমাজের জন্য রাজকৃষ্ণ স্বয়ং অনেকগুলি নাটক-প্রহসন রচনা করিয়া দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চন্দ্রহাস, মীরাবাই, চতুরালী, চন্দ্রাবলী, হরিদাস ঠাকুর ও জগা পাগ্‌লা উল্লেখযোগ্য।

রাজকৃষ্ণের শেষ দিনগুলি বড়ই দুঃখময়। এই দুর্দ্দিনে ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ মাসিক এক শত টাকা বেতনে তাঁহাকে নিজেদের গ্রন্থকার করেন (১২৯৮ সাল)। রাজকৃষ্ণ ষ্টার থিয়েটারের জন্য বিখ্যাত নরমেধ যজ্ঞ, লয়লা-মজনু, বনবীর, ঋষ্যশৃঙ্গ, বেনজীর - বদ্রেমুনির রচনা করেন।

মৃত্যু

রাজকৃষ্ণ স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে, ২৮ ফাল্গুন ১৩০০ (১১ মার্চ্চ ১৮৯৪) তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরবর্ত্তী ৩০এ ফাল্গুন তারিখে 'অনুসন্ধান' পত্র যে প্রস্তাব লেখেন, তাহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> বঙ্গভাষা একটি রত্নহীন হইল—কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় আর নাই। গত ২৮এ ফাল্গুন রবিবার, দ্বি-প্রহরের সময়, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া—পুত্রপরিবারকে কাঁদাইয়া, তিনি দিব্যধামে গমন করিয়াছেন।
>
> অন্তরে যেন শেল বিঁধিয়াছে। এমন সুহৃদ, এমন অকপট বন্ধু, এমন হিতৈষী—এমন ভাবে এত শীঘ্র আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন, এ যে আমরা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই।…

গ্রন্থাবলী

রাজকৃষ্ণ দ্রুত এবং অনর্গল লিখিতে পারিতেন। তাঁহার সুহৃদ্ শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন :—"একবার আমি তাঁহাকে একদিন সন্ধ্যার সময় বলি যে কাল আমার সিন্ধুবধ বিষয়ক একখানি নাটক চাই। তাহার ফলে পরদিন ১২॥টার সময় তাঁহার দশরথের মৃগয়া নামক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।" রাজকৃষ্ণ তাঁহার স্বল্পপরিসর জীবনে যে-সকল কাব্য. নাটক-প্রহসনাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা বড় কম নহে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহার প্রথম সংস্করণের পুস্তকগুলি বর্ত্তমানে অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই কারণে সকল পুস্তকের ক্রম ও প্রকাশকাল যথাযথভাবে দেওয়া সম্ভবপর নয়। ভবিষ্যতে বেঙ্গল লাইব্রেরির মুদ্রিত পুস্তকের তালিকার সাহায্যে এই কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা রহিল। আপাততঃ আমরা তাঁহার যে-সকল পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছি বা প্রকাশকাল জানিতে পারিয়াছি, কেবলমাত্র সেইগুলির একটি তালিকা নিম্নে প্রকাশ করিলাম :—

১। **মহন্ত-বিলাপ !!!** (কাব্য) ১২৮০ সাল (ইং ১৮৭৩)। পৃ. ১২

ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড আছে। 'বঙ্গভূষণ' পুস্তকের মলাটের শেষ পৃষ্ঠায় রাজকৃষ্ণ এই পুস্তকের বিজ্ঞাপন দিয়াছেন :—"মদ্বিরচিত 'মহন্ত-বিলাপ !!!' নূতন

বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ে এবং পাথুরিয়াঘাটা—ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট—২৬ নং ভবনে প্রাপ্য। নগদ মূল্য দুই পয়সা। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়, কলিকাতা, ২৫এ পৌষ,—১২৮০।”

২। **বঙ্গভূষণ** (কবিতা) ২৫ পৌষ ১২৮০ (ইং ১৮৭৪)। পৃ. ৭২।

“বঙ্গদেশোদ্ভূত মৃত মহাত্মাগণের সংক্ষিপ্ত গুণাবলী চতুর্দ্দশপদী কবিতানুসারে··· বিরচিত।”

৩। **স্তবমালা** (কাব্য)। ১২৮১ সাল (?)। পৃ. ২৪।

শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণের স্তব। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির বাংলা-পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রকাশকাল “ইং ১৮৭৬” দেওয়া আছে, সম্ভবতঃ ইহা ভুল।

৪। **কবিতাকৌমুদী**।

১ম ভাগ। ইং ১৮৭৪। পৃ. ৪৮।

২য় ভাগ। ১২৮১ সাল। পৃ. ৭২।

৫। **পতিব্রতা** (নাট্য গীতি)। ১ অগ্রহায়ণ ১২৮২ (ইং ১৮৭৫)। পৃ. ৬+৫০।

৬। **ভারতে যুবরাজ** (কাব্য)। ১ পৌষ ১২৮২ (ইং ১৮৭৫)। পৃ. ৪২।

প্রিন্স-অব-ওয়েলসের শুভাগমনোপলক্ষে লিখিত ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিশেষানুকূল্যে প্রকাশিত। ইহার পরিশিষ্টে দুইটি গানের সঙ্গীতোপাধ্যায় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামি-কৃত স্বরলিপি, এবং “পরিশিষ্টাতিরিক্তে” “ভারতের প্রতি ইংলণ্ড” নামে একটি কবিতা আছে।

৭। **হিন্দী-বাঙ্গালা বর্ণপরিচয়**।

৮। **অবসর-সরোজিনী** (কাব্য)

১ম ভাগ। ১২৮৩ সাল।

২য় ভাগ। ১২৮৬ সাল।

৩—৪র্থ ভাগ। দ্বিতীয় ও চতুর্থ ভাগ গ্রন্থাবলীতে প্রথম প্রকাশিত।

৯। **নাট্যসম্ভব** (উপরূপক)। ভাদ্র ১২৮৩। পৃ. ১৪।

১০। **ভারত-ভাগ্য** (কবিতা)। ইং ১৮৭৭। পৃ. ১২।

ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড আছে।

১১। **নিশীথ চিন্তা** (কাব্য)। ১২৮৪ সাল (ইং ১৮৭৭)। পৃ. ৩৮।

চন্দননগর পুস্তকাগারে ইহার এক খণ্ড আছে।

১২। **রামায়ণ**। (সপ্তকাণ্ড)। ইং ১৮৭৭-৮৫।

মূল সংস্কৃত হইতে বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণের পদ্যানুবাদ, সটীক। ইহার বালকাণ্ডের প্রকাশকাল—কার্ত্তিক ১৯৩৪ সংবৎ। এবং উত্তরকাণ্ডের প্রকাশকাল ২০ আষাঢ়, ১২৯২ সাল।

১৩। **অনলে বিজলী** (নাটক)। ১ বৈশাখ ১২৮৫ (ইং ১৮৭৮)। পৃ. ১৫৫+স্বরলিপি ।/০।

১৪। **নিভৃত নিবাস**, ১ম ভাগ। ১২৮৫ সাল (ইং ১৮৭৮)। পৃ. ১২১।

চন্দননগর পুস্তকাগারে ইহার এক খণ্ড আছে।

১ম ভাগ গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত 'নিভৃত নিবাসে'র ১ম সর্গটি পূর্ব্বে 'নিশীথ চিন্তা' নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'নিভৃত নিবাসে'র ২য় ভাগ (৬-৯ সর্গ) ১ম ভাগ গ্রন্থাবলীতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৫। **ভারত-গান**। ১২৮৫ সাল (ইং ১৮৭৮)। পৃ. ৮৯।

ভারতবর্ষ-বিষয়ক এক শত গানের সমষ্টি।

১৬। **দ্বাদশ গোপাল** (প্রহসন)। ১২৮৬ সাল।

১৭। **দেবসঙ্গীত** (কাব্য)। ১২৮৬ সাল।

১৮। **হিরণ্ময়ী** (উপন্যাস)। 'গল্প-কল্পতরু'তে প্রকাশিত।

১ম খণ্ড। ১২৮৬ সাল।

২য় খণ্ড। ১২৮৭ সাল। পৃ. ১৯৩-৩৪০।

১৯। **লৌহকারাগার** (নাটক)। আশ্বিন ১২৮৬ (ইং ১৮৭৯)। পৃ. ১১৬।

২০। **তারক-সংহার** (নাটক)। ২৬ আষাঢ় ১২৮৭ (ইং ১৮৮০)। পৃ. ১৮৭।

২১। **খোসগল্প** ঃ

১। ঘোড়ার ডিম। ১২৮৭। পৃ. ১২

২। কুপোকাৎ। ১২৮৭। পৃ. ১২

৩। পাঁচ ঝাঁটা। । পৃ. ১২

৪। ষোলবছরী পেত্নী। । পৃ ২৪

৫। আদুরে ছেলে। ২ ফাল্গুন ১২৯১। পৃ. ২৪

৬। রসগোল্লা। ৩০ ফাল্গুন ১২৯১। পৃ. ১২

৭। গেঁজেল গদা। ৯ চৈত্র ১২৯১। পৃ. ১২

৮। এ মেয়ে পুরুষের বাবা। ১২ বৈশাখ ১২৯২। পৃ. ১২

৯। টাকার তোড়া। ২০ বৈশাখ ১২৯২। পৃ. ২০

১০। নতুন বৌ

১১। বোকা শিবে

২২। **হরধনুর্ভঙ্গ**। (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)। ১২৮৮ সাল (ইং ১৮৮১)। পৃ. ১২০।

২৩। **শিশুকবিতা** (সচিত্র)। ১ আশ্বিন ১২৮৮ (ইং ১৮৮১)। পৃ. ৩৪।

২৪। **ভারতকোষ**। ইং ১৮৮২-৯২।

১ম ভাগ (অ-ঙ)। ১৫ কার্ত্তিক ১২৮৯। পৃ. ৫৩৮।

২য় ভাগ (চ-ন)। ১২৯২ সাল। পৃ. ৫৩৯-১১১০।

৩য় ভাগ (প-হ)। ১২৯৯ সাল। পৃ. ১১১১-১৬৫০।

ইহা রাজকৃষ্ণ রায় ও শরচ্চন্দ্র দেব কবিরত্ন কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত।

২৫। **যদুবংশধ্বংস** (পৌরাণিক নাটক)। ১২৯০ সাল (ইং ১৮৮৩)। পৃ. ১২১+পরিশিষ্ট (গীতাবলী) ১২২-২৪।

২৬। **কেশব-বিয়োগ** (কাব্য)। ১০ মাঘ ১২৯০ (ইং ১৮৮৪)। পৃ. জীবনী ॥০+২৪+ পরিশিষ্ট ক-ঞ।

কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুতে লিখিত।

২৭। **তরণীসেন বধ** (পৌরাণিক নাটক)। ১২৯১ সাল (ইং ১৮৮৪)। পৃ. ১০৪।

২৮। **রাজা বিক্রমাদিত্য** (ঐতিহাসিক নাটক)। ১ ভাদ্র ১২৯১ (ইং ১৮৮৪)। পৃ. ১৪৪।

২৯। **প্রহ্লাদ-চরিত্র** (নাটক)। ১২৯১ সাল (ইং ১৮৮৪ ?)

দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় রাজকৃষ্ণ লিখিয়াছেন :—"গত বৎসর [১২৯১ সাল] আশ্বিন মাসে পূজার পরেই একখানি নাটক অভিনয় করিবার জন্য বেঙ্গল থিয়েটার কোম্পানি প্রস্তুত হন। আমি তাঁহাদের ইচ্ছাক্রমে গুরুতর পরিশ্রম করিয়া পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে প্রহ্লাদ-চরিত্র নাটকখানি লিখিয়া দি।...২৬এ আশ্বিন শনিবার রাত্রিতে ইহার প্রথম অভিনয় করেন। সে সময়ে আমার অবকাশ না থাকাতে প্রহ্লাদ-চরিত্রের অন্তর্গত গীতগুলির মধ্যে ছয়টি গীত লিখিয়া দিবার সময় পাই নাই। কিন্তু এদিকে শীঘ্র অভিনয় করিবার প্রয়োজন হওয়াতে উক্ত থিয়েটর কোম্পানি আমার ইচ্ছাক্রমে ছয়টি গীত রচনা করিয়া অভিনয় আরম্ভ করেন। তার পর আমি পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের সময় স্বতন্ত্র ছয়টি গীত রচনা করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি··।"

৩০। **রুসিয়ার ইতিহাস**। ২৫ আষাঢ় ১২৯২ (ইং ১৮৮৫)। পৃ. ১০২।

৩১। **সরল কবিতা**। ১৫ চৈত্র ১২৯২।

হিরণ লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের ৫ম সংস্করণের এক খণ্ড আছে।

৩২। **অনুপমা** (উপন্যাস)। ১২৯৪ সাল (ইং ১৮৮৭)। পৃ. ১৬৬।

'গল্পকল্পতরু'তে প্রকাশিত।

৩৩। **কাণা কড়ি** (বিদ্রূপহাসক)। ১২৯৫ সাল (ইং ১৮৮৮)। পৃ. ২২।

৩৪। **চন্দ্রহাস** (পৌরাণিক নাটক)। ১২৯৫ সাল (ইং ১৮৮৮)। পৃ. ১১৫।

৩৫। **হরিদাস ঠাকুর** (নাটক)। শ্রাবণ ১২৯৫ (ইং ১৮৮৮)। পৃ. ৯০।

৩৬। **গান**। শ্রাবণ ১২৯৫ (ইং ১৮৮৮)। পৃ. ২৫৪।

শরচ্চন্দ্র দেব ইহা সম্পাদন করেন।

৩৭। **পূজার বাজার** (রহস্য কবিতা)। ১২৯৫ সাল (ইং ১৮৮৮)। পৃ. ৮।

৩৮। **কলির প্রহ্লাদ** (ব্যঙ্গনাটক)। ১৫ ভাদ্র ১২৯৫ (ইং ১৮৮৮)। পৃ. ৭০।

৩৯। **অদ্ভুত ডাকাত** (উপন্যাস)। ৩ পৌষ ১২৯৫ (ইং ১৮৮৮)। পৃ. ১৮৮।

'গল্পকল্পতরু'তে প্রকাশিত।

৪০। **জ্যোতির্ম্ময়ী** (উপন্যাস)। ১৫ চৈত্র ১২৯৫ (ইং ১৮৮৯)। পৃ. ১৯৪।

'গল্পকল্পতরু'তে প্রকাশিত।

৪১। **লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র** (সামাজিক ব্যঙ্গনাটক)। ইং ১৮৮৯ (?)। পৃ. ৬৪।

ইহার আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল নাই।

৪২। **খোকাবাবু** (প্রহসন)। ১২৯৬ সাল। (ইং ১৮৮৯)। পৃ. ১২।

৪৩। **মীরাবাই** (ঐতিহাসিক নাটক)। ১২৯৬ সাল (ইং ১৮৮৯)। পৃ. ৮১।

৪৪। **বেলুনে বাঙালী বিবি** (প্রহসন)। ১২৯৬ সাল (ইং ১৮৮৯)। পৃ. ১৩।
ইহা 'খোকাবাবু' প্রহসনের প্রথম পরিশিষ্ট।

৪৫। **চতুরালী** (নাট্যগীতি)। ইং ১৮৯০ (?)।

৪৬। **সত্যমঙ্গল** বা সত্যনারায়ণ লীলা (নাটক)। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ (ইং ১৮৯০)।

৪৭। **চন্দ্রাবলী** (নাটক)। ১২৯৭ সাল।
চন্দননগর পুস্তকাগারে ইহার একখণ্ড আছে।

৪৮। **প্রহলাদ-মহিমা** বা প্রহলাদ-চরিত্র—২য় খণ্ড (নাটক)। কার্ত্তিক ১২৯৭। পৃ. ৫১।

৪৯। **কতিপয় কবিতা**। ইং ১৮৯০। পৃ. ৪২।
"ইংরাজি অনুবাদ ও টীকা সহিত।"

৫০। **জগা পাগলা** বা জ্যান্তে মরা (প্রাহসনিক নাট্যরঙ্গ)। ১২৯৭ সাল। পৃ. ৩২।

৫১। **জুজু!** (প্রহসন)। ১২৯৭ সাল (ইং ১৮৯০)। পৃ. ২৪।
'খোকাবাবু' প্রহসনের দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

৫২। **টাট্‌কা-টোট্‌কা** (প্রহসন)। ১২৯৭ সাল (ইং ১৮৯০)। পৃ. ২০।

৫৩। **হীরে মালিনী** (নাট্যগীতি)। ১২৯৭ সাল (ইং ১৮৯০)। পৃ. ২৯।

৫৪। **লক্ষহীরা** (নাটক)। ১৯ পৌষ ১২৮৭ (২ জানুয়ারি ১৮৯১)। পৃ. ৯০।

৫৫। **রাজা বংশধ্বজ** (নাটক)। ১ মাঘ ১২৯৭ (ইং ১৮৯১)। পৃ. ২৯।

৫৬। **মহাভারত**। (গার্হস্থ্য সংস্করণ)। ২৬ ভাদ্র ১২৯৮।
১ম খণ্ড। আদি ও সভা পর্ব্ব। কার্ত্তিক ১২৯৩। পৃ. ৩৫৫
২য় খণ্ড। বন ও বিরাট পর্ব্ব। ? । পৃ. ৩৫৭-৬৬০
৩য় খণ্ড। উদ্যোগ অবধি স্বর্গারোহণ পর্ব্ব। ? । পৃ. ১৬০
"মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল সংস্কৃত হইতে সরল ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত।"

মহাভারতের একটি রাজসংস্করণের জন্য ভাওয়াল-রাজ অর্থ দান করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ৬ মাঘ ১২৯৫ (১৮ জানুয়ারি ১৮৮৯) তারিখের 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' পত্রে প্রকাশিত রাজকৃষ্ণের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি। এই দান সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণ সম্পাদককে লিখিয়াছিলেন :—

"আমি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, ভাওয়ালাধিপতি ও সাহিত্যসমালোচনী সভার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর মহোদয় আমার পদ্যানুবাদিত মহাভারতের রাজকীয় সংস্করণের সমস্ত মুদ্রণ-ব্যয় ১২,০০০৲ বার হাজার টাকা দান করিতে অঙ্গীকৃত হইয়া, অনুগ্রহপূর্ব্বক সংখ্যানুক্রমে টাকা পাঠাইতেছেন। আমি তজ্জন্য তাঁহাকে এবং তাঁহার সুযোগ্য প্রধান মন্ত্রী ও

বান্ধব পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।
বীণাযন্ত্র
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, ঠনঠনে, কলিকাতা"

মহাভারত খণ্ডশঃ প্রচার হইতে আরম্ভ করিলে বঙ্কিমচন্দ্র কবিকে লিখিয়াছিলেন :—

আমি আপনার কৃত মহাভারতের পদ্যানুবাদ দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় মহাভারতের দুইখানি অনুবাদ আছে। (১) কাশীরাম দাসের পদ্যানুবাদ, (২) কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যানুবাদ। ইহার মধ্যে কাশীরাম দাসের পদ্য সংস্কৃতের অনুবাদ নহে; উহা সংস্কৃত মহাভারত হইতে এত বিভিন্ন যে, উহাকে কাশীরাম দাসের মহাভারত বলিতে হয়; কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত মূলানুযায়ী বটে, কিন্তু উহা সাধারণ পাঠকের উপযোগী নহে। সাধারণ লোকশিক্ষার্থই মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল, ইহা প্রাচীন কথা এবং যথার্থ কথাও বটে। অতএব লোকশিক্ষার্থ ইহার এমন একটা অনুবাদ চাই, যাহা সংস্কৃতের অনুযায়ী হইবে। অনুবাদ সকলের বোধগম্য অথচ সকলের পক্ষে মনোহর হইতেছে। কিন্তু এই কার্য্য অতি গুরুতর; আপনার ন্যায় পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়শালী ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহারও কার্য্য নহে। ভরসা করি, আপনি ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন। এবং সকল প্রকার বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। ইতি, তাং ৭ই আগষ্ট, ১৮৮৮।

৫৭। **নরমেধযজ্ঞ** (নাটক)। ১২৯৮ সাল (ইং ১৮৯১)। পৃ. ১১১+।৴০।

৫৮। **লয়লা-মজনু** (গীতি-নাটিকা)। ১২৯৮ সাল (ইং ১৮৯১)। পৃ. ৬৮।

৫৯। **কল্কিপুরাণ**। ১০ ভাদ্র ১২৯৯ (ইং ১৮৯২)। পৃ. ১৪৩।
মূল সংস্কৃত হইতে বাংলা পদ্যে অনুবাদ, টীকা সমেত।

৬০। **বনবীর** (ঐতিহাসিক নাটক)। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৯৯ (ইং ১৮৯২)। পৃ. ১২৪।

৬১। **ঋষ্যশৃঙ্গ** (নাটক)। ? । পৃ. ৫৪।
আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল নাই।

৬২। **বেনজীর—বদ্‌রেমুনীর** (গীতিনাটিকা)। ১৩০০ সাল (ইং ১৮৯৩)। পৃ. ১১৬।

৬৩। **প্রতিফল**। (প্রকৃত ঘটনামূলক উপন্যাস); কার্ত্তিক ১৩০০ (ইং ১৮৯৩)। পৃ. ৪৮।

* * *

ডক্টর সুকুমার সেন ২য় ভাগ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' (পৃ. ৪৫৩) রাজকৃষ্ণ রায়ের 'রসায়ন-শিক্ষা' নামে একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। 'রসায়ন শিক্ষা' কবি রাজকৃষ্ণের রচনা নহে,—রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর রচিত! তিনি দিগ্‌গজচন্দ্র বিদ্যানন্দী-প্রণীত 'নটেন্দ্রলীলা কাব্য' (১২৯১) রাজকৃষ্ণ রায়ের রচনা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ইহা ঠিক নহে। 'নটেন্দ্রলীলাকাব্যে'র রচয়িতা—নগেন্দ্রনাথ বসু; প্যারীচাঁদ মিত্র ইহার মাতামহ ছিলেন।

গ্রন্থাবলী ঃ

রাজকৃষ্ণের জীবদ্দশায় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইতে সুরু হয়। ১ম ভাগ গ্রন্থাবলী প্রথম সংস্করণে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। এমন অনেক রচনা, যাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, তাহাও গ্রন্থাবলীতে স্থান পাইয়াছে; যেমন, প্রথম ভাগ গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত 'অবসর-সরোজিনী'র প্রথম দুই খণ্ডে কতকগুলি নূতন কবিতাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'নিভৃত নিবাস' কাব্যের ২য় ভাগ (৬-৯ সর্গ), শারদোৎসব, কালচক্র প্রভৃতি গ্রন্থাবলীতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। আবার কোন কোন পুস্তক গ্রন্থাবলীতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'মহন্ত-বিলাপ', 'কবিতা' (পৃ. ৫৪৮) প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজকৃষ্ণের গ্রন্থাবলীর সাত ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলির সূচী নিম্নে দেওয়া হইল।—

১ম ভাগ। চৈত্র ১২৯০ (ইং ১৮৮৪)।

সূচী :—(১) অবসর-সরোজিনী কাব্য, ১ম ভাগ, (২) অবসর-সরোজিনী কাব্য, ২য় ভাগ, (৩) শারদোৎসব কাব্য, (৪) ভারত-গান, (৫) স্তবমালা কাব্য, (৬) ভারতে যুবরাজ কাব্য, (৭) দেবসঙ্গীত কাব্য, (৮) গিরিসন্দর্শন কাব্য, (৯) কালচক্রকাব্য (সিপাহী যুদ্ধ ঘটিত), (১০) নিশীথ চিন্তা কাব্য, (১১) নিভৃতনিবাস কাব্য, ১ম ভাগ, (১২) নিভৃতনিবাস কাব্য, ২য় ভাগ, (১৩) ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী (মূল ও অনুবাদ), (১৪) লৌহকারাগার নাটক, (১৫) পতিব্রতা, পৌরাণিক নাট্যগীতি (সাবিত্রী সত্যবান উপাখ্যান ঘটিত), (১৬) অনলে বিজলী বা সীতার অগ্নিপরীক্ষা নাটক, (১৭) ভারত-সান্ত্বনা, কবিতাত্মক দৃশ্যকাব্য, (১৮) নাট্যসম্ভব উপরূপক, (১৯) উৎকট বিরহ—বিকট মিলন, ঔপন্যাসিক তাম্সনাট, (২০) দ্বাদশ গোপাল প্রহসন, (২১) তারক-সংহার বা তারকাসুর বধ, পৌরাণিক নাটক, (২২) হিরণ্ময়ী উপন্যাস, ১ম ভাগ, (২৩) হিরণ্ময়ী উপন্যাস, ২য় ভাগ, (২৪) কিরণময়ী উপন্যাস (হিরণ্ময়ী উপন্যাসের পরিশিষ্ট)।

২য় ভাগ। ১২ পৌষ ১২৯২ (ইং ১৮৮৫)। পৃ. ৪২৪।

সূচী :—(১) প্রহ্লাদ-চরিত্র, পৌরাণিক নাটক, (২) গঙ্গা-মহিমা, পৌরাণিক নাটক, (৩) যদুবংশ ধ্বংস, পৌরাণিক নাটক, (৪) রাজা বিক্রমাদিত্য, ঐতিহাসিক নাটক, (৫) বামন ভিক্ষা, পৌরাণিক নাটক, (৬) দশরথের মৃগয়া বা বালক সিন্ধু বধ, পৌরাণিক নাটক, (৭) হরধনুর্ভঙ্গ, পৌরাণিক নাটক, (৮) রামের বনবাস, পৌরাণিক নাটক, (৯) অবসর-সরোজিনী কাব্য, ৩য় ভাগ, (১০) ষড় ঋতু কাব্য, ও (১১) 'অনন্ত কি ?' দার্শনিক কাব্য।

৩য় ভাগ। ৩২ শ্রাবণ ১২৯৫।

সূচী :—(১) ভীষ্মের শরশয্যা, পৌরাণিক নাটক, (২) দুর্ব্বাসার পারণ, পৌরাণিক নাটক, (৩) তরণীসেন বধ, পৌরাণিক নাটক, (৪) খোস্‌-গল্প : ঘোড়ার ডিম, (৫) কুপোকাৎ, (৬) পাঁচ ঝাঁটা, (৭) ষোলবছুরী পেত্নী, (৮) আদুরে ছেলে, (৯) রসগোল্লা, (১০) গেঁজেল গদা, (১১) এ মেয়ে পুরুষের বাবা, (১২) টাকার তোড়া, (১৩) নতুন বৌ, ও (১৪) বোকা শিবে।

৪র্থ ভাগ। ১ ফাল্গুন ১২৯৫। পৃ. ২৫৬।

সূচী :—(১) চন্দ্রহাস, পৌরাণিক নাটক, (২) হরিদাস ঠাকুর, বৈষ্ণব ধর্ম্মমূলক নাটক, (৩) অবসর-সরোজিনী কাব্য, ৪র্থ ভাগ, (৪) অধ্যয়নের কবিতাবলী, (৫) পঞ্জাবী কাহিনী,

(৬) অদ্ভুত গল্প, (৭) সাময়িক কবিতা, (৮) বঙ্গভূষণ (বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ শতাধিক মৃত মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবনী সমেত চতুর্দ্দশপদী কবিতা), (৯) আগমনী কাব্য, (১০) সঙ্গীত-স্বপ্ন কাব্য, (১১) হেঁয়ালি অভিনয়, (১২) দুই শিকারী, গল্প, (১৩) চীনের কলসী, গল্প, (১৪) দুই সন্ন্যাসী, গল্প, (১৫) হরিহর লীলা, দৃশ্যকাব্য, (১৬) জন্মাষ্টমী, চিত্ররঙ্গ ও পঞ্চরঙ্গ, (১৭) প্রমদ্বরা, পৌরাণিকী গীতি-নাটিকা (ইহার উপন্যাস সাবিত্রী-সত্যবান্ উপাখ্যানের ঠিক বিপরীত)।

৫ম ভাগ। ১২৯৭ সাল (?)

সূচী :—(১) সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ-লীলা, পৌরাণিক নাটক, (২) লক্ষপতি, পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক, (৩) রাজা বংশধ্বজ, নাটক, (৪) অদ্ভুত ডাকাত, উপন্যাস, (৫) শ্রীকৃষ্ণের অন্ন-ভিক্ষা, পৌরাণিক নাটিকা, (৬) গিরিগোবর্দ্ধন, পৌরাণিক নাটিকা, (৭) দুটি মনচোরা, উপনাট্য-গীতি, (৮) চতুরালী, শ্রীরাধিকার ব্রজরঙ্গ কৌতুক নাট্যগীতি, (৯) খোকাবাবু, প্রহসন, (১০) বেলুনে বাঙালী বিবি, প্রহসন, (১১) জুজু, প্রহসন, (১২) প্রহ্লাদ-মহিমা বা প্রহ্লাদ-চরিত্র, ২য় খণ্ড, নাটক, (১৩) লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র, সামাজিক ব্যঙ্গনাটক, (১৪) কাণা কড়ি, বিদ্রূপহাসক, ও (১৫) পূজার বাজার, রঙ্গিলা কাব্য।

৬ষ্ঠ ভাগ।

সূচী :—চমৎকার, চন্দ্রাবলী, জ্যোতির্ম্ময়ী, মীরাবাই, ডাক্তার বাবু, জগা পাগলা, টাট্‌কা টোট্‌কা, কলির প্রহ্লাদ।

৭ম ভাগ। ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১। পৃ. ১৭১।

সূচী :—রুসিয়া, দৃষ্টান্তকলিকাশতক, হীরে মালিনী, পঞ্চরত্ন, ষড়রত্ন, সপ্তরত্ন, অষ্টরত্ন, নবরত্ন, লক্ষহীরা, মোহমুদ্গর, প্রতিফল, প্রশ্নোত্তরসুধা-লহরী, শ্মশান ও জীবন, ব্রজবিহার।

রাজকৃষ্ণ রায় ও বাংলা-সাহিত্য

বঙ্গ-বীণাপাণির ঐকান্তিক সেবা করিয়া যে-সকল সাহিত্য-সাধক বাংলাদেশে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ কবি এবং সাহিত্যিক রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহাদের অগ্রণী। সে সময় লোকে যাহা কল্পনা করিতে পারিত না, তাহাই করিতে গিয়া তাঁহাকে ঘোরতর দুর্দ্দশায় পড়িতে হইয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত তিনি জয়ী হইতে পারেন নাই। সাহিত্য হইতে নাটক, নাটক হইতে রঙ্গমঞ্চ এবং রঙ্গমঞ্চ হইতে মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক-প্রকাশ—এগুলি তাঁহার জীবনের সুখকর পরিবর্ত্তন নহে। হাঁড়ি চড়াইয়া সাহিত্য-সাধনা করিতেন বলিয়া তাঁহাকে অতি দ্রুত রচনা করিতে হইয়াছে, অসংখ্য পুস্তক তিনি লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার তুল্য এত অধিক রচনা অত স্বল্পপরিসর জীবন-কালের মধ্যে আর কেহ বাংলা দেশে আজ পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। এই কারণেই তাঁহার অল্প লেখাই সার্থক ও সুন্দর হইতে পারিয়াছে। তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী ছিল, গদ্যে, পদ্যে, নাটকে, গল্পে, অনুবাদে উপন্যাসে তাঁহার সমান হাত ছিল; এবং তাঁহার আশা আকাঙ্ক্ষা ও সাহস ছিল অপরিসীম। নিদারুণ দুর্দ্দশার মধ্যেও তিনি যে মূল বাল্মীকির রামায়ণ ও বেদব্যাসের মহাভারত কবিতায় অনুবাদ করিবার সাহস ও ধৈর্য্য দেখাইতে পারিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার নাম বাংলা-সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইবার কথা। তবে অপরিচয় ও অজ্ঞতার দরুণই আজিকার বাঙালী পাঠক তাঁহাকে ভুলিতে বসিয়াছে, সে 'অবসর-সরোজিনী' পড়ে না বলিয়াই কবি রাজকৃষ্ণ রায়কে জানে না, পড়িলে "ভূতলে বাঙালি অধম জাতি" প্রভৃতি জাতীয়তামূলক কবিতার কবিকে ভুলিতে পারিত না।

নবদ্বীপরাজগুরু রঘুমণি বিদ্যাভূষণ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীরামপুরের পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব তদীয় সুবিখ্যাত হিন্দুজাতির বিবরণ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে ১৮১৭ সনে বাঙ্গলার জীবিত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিন জন মাত্র মহাপণ্ডিতের নামোল্লেখ করিয়াছেন—নবদ্বীপের শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, কলিকাতার রঘুমণি বিদ্যাভূষণ এবং অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ।[১] আশ্চর্য্যের বিষয়, সুবিখ্যাত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও জীবদ্দশায় পাণ্ডিত্যে ইঁহাদের সমকক্ষ বিবেচিত হন নাই। বাঙ্গলায় তখনও নব্য ন্যায়ের পূর্ণ প্রভাব বিরাজমান ছিল এবং তজ্জন্য সর্ব্বপ্রথম মহানৈয়ায়িক শঙ্কর তর্কবাগীশের পুত্র শিবনাথের নামই উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শিবনাথ ও রঘুমণি সম্বন্ধে মূল্যবান্ তথ্য সংবাদপত্র হইতে উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।[২] বর্ত্তমান প্রবন্ধে রঘুমণি সম্বন্ধে আরও তথ্য সংগৃহীত হইল।

রঘুমণিরচিত চারিটি মাত্র গ্রন্থ এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইল।

১। **দত্তকচন্দ্রিকা**—বাঙ্গলার স্মার্ত্তসম্প্রদায়ের চিরন্তন প্রসিদ্ধি অনুসারে "মহা-মহোপাধ্যায় কুবের"-রচিত এই গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা রঘুমণি বিদ্যাভূষণ বটে। এই গ্রন্থ রচিত হওয়ার পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশে সর্ব্বসম্মতিক্রমে জনকগোত্রে চূড়াকরণের পর এবং পাঁচ বৎসরের অধিক বয়সে দত্তক পুত্র অসিদ্ধ হইত।[৩] এই গ্রন্থানুসারে "উপনয়নমাত্রকরণেঽপি

১। Ward : *The Hindoos*, Ed. London 1822, Vol. II. p. 485 এই গ্রন্থের ২য় সংস্করণ প্রথম শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হয়—Jan. 1818, পরবর্ত্তী সংস্করণগুলি ইহারই পুনর্মুদ্রণ মাত্র। এই গ্রন্থে কলিকাতার ২৮টি চতুষ্পাঠীর বিবরণ আছে (*ib.* pp. 495-6)। তন্মধ্যে ছাত্রসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল (১৫ জন) অনন্তরাম ও ও মৃত্যুঞ্জয়ের। "খাঁটুরার ইতিহাস ও কুশদ্বীপকাহিনী" (১৩০৮) গ্রন্থানুসারে (পৃ. ১৫৪-৬ ও ২৩৮-৪২) অনন্তরাম খাঁটুরার 'বন্দ্য'-বংশীয় (সর্ব্বানন্দী মেল, কাঁটাদিয়া গঙ্গাগতির সন্তান)। তদ্রচিত "বিবাদচন্দ্রিকা" গ্রন্থের পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, পত্রসংখ্যা ৫৫ (Eggeling : *I. O. Cat.*, p. 464, লিপিকাল ১৭১৪ শক)। "বস্তুরহস্ত" গ্রন্থও তদ্রচিত হইতে পারে (*ib.* p. 467)। তদ্রচিত "সহানুমরণবিবেক" গ্রন্থও আবিষ্কৃত হইয়াছে (R. L. Mitra : *Notices*, Vol. VII., No.2468)—কিন্তু পুষ্পিকায় যে পিতার নাম লিখিত আছে "রামচরণ ন্যায়ালঙ্কার" তাহা খাঁটুরার বিবরণের সহিত মিলে না। প্রবাদ অনুসারে, কলিকাতা চিৎপুর অঞ্চলে রঘুমণির চতুষ্পাঠী ছিল; কিন্তু ওয়ার্ড সাহেবের চতুষ্পাঠীর তালিকায় রঘুমণির নাম নাই।

২। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, (২য় সং), পৃ. ৪৪-৪৫।

৩। প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের একটি ব্যবস্থাপত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে : যথা,

"জনকগোত্রাকৃতচূড়াদিসংস্কারানতীতপঞ্চবর্ষ-বিদ্যমানভ্রাতৃক-পিতৃমাতৃদত্তবালকঃ পত্যানুমত্যা স্ত্রিয়া দত্তকপুত্রত্বেন গ্রহীতুং শক্যত ইতি ব্যবস্থা।"

ইহাতে তিন জন পণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে—মধুসূদন তর্কভূষণ, দুর্গাদাস বিদ্যাভূষণ ও রামানন্দ তর্কবাগীশ। ইঁহারা বোধ হয় বিক্রমপুরনিবাসী ছিলেন। প্রবাদ, পূর্ণিয়ার রাজপরিবারে দত্তকঘটিত বিবাদকালে দত্তকচন্দ্রিকা রচিত হয়। পূর্ণিয়ার রাজা জয়লাভ করিয়া রঘুমণিকে যে ৺পূজার দালান করিয়া দেন, তাহা জীর্ণাবস্থায় এখনও বহিরগাছীতে বিদ্যমান আছে।

প্রতিগ্রহীতুঃ দত্তকপুত্রত্বসিদ্ধিঃ" (রামজয় তর্কালঙ্কারকৃত দত্তককৌমুদী, ১২৩৪ সাল, পৃ. ২৯৩ দ্রষ্টব্য)। রঘুমণির জীবদ্দশায়ই এই গ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া শ্রেষ্ঠ ইংরেজ রাজপুরুষ কর্ত্তৃক (Sutherland) ১৮১৪ সনে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত এবং ১৮১৭ সনে দত্তকমীমাংসার সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল। রঘুমণির অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠার ইহা এক অপূর্ব্ব নিদর্শন। গ্রন্থারম্ভ এই :—

চন্দ্রিকাঃমুক্তসঞ্জাতসংশয়ধ্বান্তচন্দ্রিকা। চন্দ্রিকালানুভাবেন কৃতা দত্তকচন্দ্রিকা ॥১
মন্বাদিবাক্যবিবৃতেষু বিবাদমার্গেষষ্টাদশস্বপি ময়া স্মৃতিচন্দ্রিকায়াম্।
কল্যুক্তদত্তকবিধির্ন বিবেচিতো যঃ সর্ব্বঃ স চাত্র বিততো বিবৃতো বিশেষাৎ ॥২

প্রথম শ্লোকের রচনা দুরূহ এবং প্রাচীনতার বিরোধী। দ্বিতীয় শ্লোকে অনভিজ্ঞ বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীতে বহু বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। এক মতে "স্মৃতিচন্দ্রিকা" দাক্ষিণাত্য দেবান্ন-ভট্টরচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে অভিন্ন।[৪] বস্তুতঃ "কুবের" নামক বঙ্গদেশে একজন সুপ্রাচীন স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পরিচয়াদি আমরা প্রবন্ধান্তরে লিপিবদ্ধ করিয়াছি (*Indian Culture*, vol. XI, pp. 33-36)। রঘুমণি তাঁহারই স্কন্ধে গ্রন্থের কর্ত্তৃত্বভার চতুরতা সহকারে আরোপ করিয়াছেন—বস্তুতঃ "কুবের"-রচিত স্মৃতিচন্দ্রিকা এবং দত্তকচন্দ্রিকা উভয়ই অলীক বস্তু। গ্রন্থশেষে চিত্রশ্লোক রচনা করিয়া রঘুমণি তাঁহার নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

র-মৈ্যেষা চন্দ্রিকা দত্তপদ্ধতের্দর্শিকা ল-ঘু। মনোরমা সন্নিবেশৈরঙ্গিণাং ধর্ম্মভারণিঃ ॥

ভরত শিরোমণি এবং কোন কোন সাহেব বাঙ্গলার তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ ও ইংরেজ রাজপুরুষগণের উপর রঘুমণির এই চতুরতা স্বীকার করেন নাই (Eggeling : *I. O. Cat.*, p. 467-8), যদিও বিদ্যাসাগর মহাশয় (বিধবাবিবাহ গ্রন্থের শেষে) এবং লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় (সম্বন্ধনির্ণয়, ৩য় সং, পৃ. ৪১৮ ও ৫৪৭) নিঃসংশয়ে রঘুমণির কর্তৃত্ব উল্লেখ করিয়াছেন।

২। **আগমসার** ঃ তন্ত্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। ইহার একটি মাত্র পুথি বহু পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল—পত্রসংখ্যা ১০৯ (R. L. Mitra ; *Notices* , vol. I, No. 266)। দুঃখের বিষয়, গ্রন্থারম্ভের অংশোদ্ধৃত শ্লোক হইতে দীর্ঘকাল যাবৎ একটি ভ্রান্ত মত প্রচারিত হইয়াছে যে, এই রঘুমণি বিখ্যাত স্মার্ত্ত গ্রন্থকার শ্রীনাথ আচার্য্যচূড়ামণির পুত্র রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের ষষ্ঠ পুত্র ছিলেন (নবদ্বীপমহিমা, ১ম সং, ১২৯৮, পৃ ১২৪)। গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণের পর আছে :—

নাবদ্যত্মুন্নদানক্রতুদলিতলসদ্‌বিদ্যবিদ্বৎসমুদ্যদ্‌-
দারিদ্র্যাত্রাবিতারিক্রমবিলবিলসৎসৎপ্রতাপৈর্বিগর্ব্বঃ।
ন্যায়ালঙ্কারবিত্তির্বিবিধবুধবরব্রাতদুর্বোধবিদ্যা-
ব্যাখ্যানাব্যগ্রবুদ্ধিব্যথিতদিবিষদাচার্য্যকো রামভদ্রঃ ॥

৪। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে Sutherland দত্তকচন্দ্রিকার যে অনুবাদ মুদ্রিত করেন, তন্মধ্যে কুবেরের নাম কাটিয়া "দেবাণ্ডভট্টে"র নাম বসাইয়া দিয়াছিলেন।

ভট্টাচার্য্যস্য তস্য স্বগুণগণরবিগ্লানগোত্রান্ধগাঢ়-
ধ্বান্তঃ স্বান্তান্তশান্তেন্দ্রিয়বিকৃতবশো যঃ সুতঃ ষষ্ঠ আসীৎ ।

রঘুমণির গ্রন্থান্তরোক্ত পরিচয়ের সহিত মিলাইয়া দেখিলে সন্দেহ থাকে না যে, রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের এই ষষ্ঠ পুত্র স্বয়ং রঘুমণি নহেন, পরন্তু তাঁহার পিতা "রামানন্দ বিদ্যালঙ্কার"।

৩। **শব্দমুক্তামহার্ণব :** এই সুবৃহৎ অভিধান গ্রন্থই রঘুমণির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান। দুঃখের বিষয়, এ যাবৎ ইহার বিবরণ অপ্রকাশিত রহিয়াছে। কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার অল্প পরেই বর্ণানুক্রমিক একটি সংস্কৃত অভিধান রচনার ভার উপযুক্ত হস্তে অর্পিত হয় এবং ১২১৪ সনে (১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে) ইহার রচনা সম্পূর্ণ হইয়াছিল।[৫] এই গ্রন্থই "শব্দমুক্তামহার্ণব" বটে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অর্পিত ইহার প্রতিলিপিটি বর্ত্তমানে কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থাগারে বৃহৎ ৪ খণ্ডে রক্ষিত আছে (পুথির সংখ্যা I. A. 20 : গ্রন্থসূচিতে ভ্রমক্রমে গ্রন্থকারের নাম "রঘুপতি" বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে, পৃ. ১৯৫)। রাজা রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগারেও ইহার অপর একটি প্রতিলিপি সুবৃহৎ দুই খণ্ডে রক্ষিত আছে। গ্রন্থের সুদীর্ঘ ভূমিকা হইতে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

ধ্বস্তামস-হেন্রিযুক্ কুলবুরুক্সাহেব সাম্রাজ্যভাক্
দেশে পারশবে চ সংস্কৃতরবে শাস্ত্রে মহাপণ্ডিতঃ।
ধীরাণাং সদসদ্বিবেচনচনশ্চাজীবিকোজ্জীবনঃ
শ্রীমাংস্তিষ্ঠতি রাজনীতিবিপিনে সঞ্চারপঞ্চাননঃ ॥৬
তৎসম্মতো নবদ্বীপপূজ্য(মান)পদাম্বুজঃ।
শ্রোত্রিয়ঃ শ্রীরঘুমণিদেবশর্ম্মা সহানুজঃ ॥৭
বতিগর্গচ্ছি গ্রামবাসী কঞ্জাড়ি-কুলসম্ভবঃ।
যো রামভদ্র-ন্যায়ালঙ্কারভট্টার্য্যপৌত্রকঃ ॥
পুত্রো রামানন্দ-বিদ্যালঙ্কারার্য্যস্য সদ্গুরোঃ ॥৮
কোষানশেষানথ শব্দশাস্ত্রমালোক্য কোষং তনুতে স এষঃ।
মহার্থমভ্যর্থিতমর্থিসার্থৈর্ব্বিদ্যার্থিভিঃ সা(ধন-)লিঙ্গবোধ(ম্) ॥৯
... ...
যে শব্দমুক্তার্ণবমাশ্রয়ন্তে তে শাস্ত্রশব্দানয়ু ভাবয়ন্তে।
লোকেশলোকেষ্বপি ভাজয়ন্তে সভাস্বয়ান্তেঽপি সভাজয়ন্তে ॥১৬

উদ্ধৃত ষষ্ঠ শ্লোকে কোল্‌ব্রুক্ সাহেবের মনোহর স্তুতিবাদ আছে এবং তাঁহারই প্রেরণায় এই গ্রন্থ রচিত হয় বুঝা যায়। গ্রন্থরচনায় তাঁহার সহায় ছিলেন অনুজ ভ্রাতা। জানা গিয়াছে,

৫। "The 15th September, 1807, records a minute by Mr. H. T. Colebrooke announcing the completion of the Sanskrit Dictionary compiled by Chief Pundit Muniram Tara, and when he fell ill, by Raghumani Bhattacharjee under Mr. Colebrooke's direction who now recommends the grant of 2,000 rupees as remuneration to the Pundit and his assistants. This amount was granted by Resolution of the College Council (26th September, 1807.)—Ranking : "History of the College of Fort William." *Bengal : Past and Present*, vol. xxi, July-Dec. 1920, pp. 191-92.

তাঁহার দুই ভ্রাতা ছিল, রঘুপতি তর্কবাচস্পতি ও কালীপ্রসাদ ন্যায়বাচস্পতি। এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য—বিরাট্ সংস্কৃত সাহিত্যের বহুতর গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত উৎকৃষ্ট উদাহরণ-পরম্পরা। রঘুমণির সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য গ্রন্থের সর্ব্বত্র প্রকটিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের ভাবুকতার উদাহরণস্বরূপ দুইটি মাত্র মনোহর পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল :

'অকস্মাৎ' পদের ব্যাখ্যায় একটি শোকার্দ্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে :—

অকস্মাদ্ রোমালীমধুপপটলীহ স্ফুরতি যৎ,
ততো মন্যে পুষ্পোদ্গমসময়সারঃ সমুদিতঃ। ইতি প্রাচীনাঃ।

"দৌবারিক" পদের প্রয়োগস্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে :—

বহির্দ্বারে দৌবারিকপদমুপেতঃ কমলজ ইতি শ্যামাকল্পলতা।

রঘুমণির সমৃদ্ধ ভাণ্ডারে এইরূপ শত সহস্র মুক্তা সঞ্চিত রহিয়াছে।

বর্ত্তমানে বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছে যে, সুবিখ্যাত H. H. Wilson সাহেবের Sanskrit English Dictionaryর প্রথম সংস্করণ রঘুমণির গ্রন্থেরই অনুবাদরূপে রচিত হইয়াছিল,[৬] যদিও পরবর্ত্তী সংস্করণে অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, অমুদ্রিতাবস্থায় রঘুমণির এই বিশাল কীর্ত্তি বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। কারণ, Wilson সাহেব রঘুমণির সঞ্চিত উদাহরণরাজি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

৪। **প্রাণকৃষ্ণীয় শব্দাব্ধিঃ** খড়দহনিবাসী সুবিখ্যাত প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের অভি-প্রায়ানুসারে রচিত এই শ্লোকাত্মক বর্ণানুক্রমিক অভিধানগ্রন্থ পুথির আকারে ১৭১ পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বিরাট গ্রন্থের মুদ্রণবিষয়ে হতাশ হইয়াই সম্ভবতঃ রঘুমণি মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে তাহা হইতে সার সঙ্কলন করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভূমিকায় বিশ্বাসবংশের কীর্ত্তিকথা উল্লেখ করিয়া পরে লিখিয়াছেন :—

পুত্রৈস্তৎসহিতশ্রীমৎপ্রাণকৃষ্ণসমাদরাৎ।
গ্রামো ধর্ম্মদহস্তদস্তিকতমে নাম্না বহির্গচ্ছকে
নানাধীরগুণাগ্রগণ্যনিবহৈর্যুক্তে নবদ্বীপতঃ।
পঞ্চক্রোশপথোত্তরে সুরধুনীতীরান্তিকে শোভিতে
যত্রাস্তে চ সুধোপমোদকনদী নাম্না মতা গুড়্গুড়ে।
ন্যায়ালঙ্কারবেদ্যোঽজনি কুমুদনয়ে রামভদ্রেতি নাম্না
যস্যাসীৎ কৃষ্ণচন্দ্রঃ ক্ষিতিপতিরতুলঃ শিষ্য আজ্ঞানুশাস্তঃ।
রামানন্দেতি নামাজনি জননতস্তৎসুতো যঃ কনীয়ান্
বিদ্যালঙ্কারবেদ্যঃ কৃতবিবিধপুরশ্চর্য্য আশ্চর্য্যরূপঃ।

৬। An Alphabetical Dictionary, Sunskrit and English, by Mr. H. H. Wilson, *being a Translation of a compilation by Rughoomuni Pundit, ...*
App. to Lord Minto's Discourse of Sept. 30, 1812—Roebuck : *Annals*, pp. 336-37.
এই অভিধানের প্রথম খণ্ড ১৮১৫ সনে প্রকাশিত হয় (Roebuck : App. p. 32) এবং ১৮১৯ সনের অক্টোবর মাসে ইহা সম্পূর্ণ হয়। রঘুমণি তখন স্বর্গী হইয়াছেন। বিজ্ঞাপনে অনুবাদক রঘুমণির ভ্রমপ্রমাদের কথাই চতুর্মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন।

অস্য জ্যেষ্ঠাত্মজশ্রীযুতরঘুমণিসংজ্ঞেন ধীরেণ ধীর-
গ্রামাগ্র্যেরেকমান্যেন তু নতমতিনা প্রাণকৃষ্ণস্য তস্য।
যত্রাভিপ্রেতসিদ্ধির্ভবতি চ নিতরাং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণীয়-(?)
শব্দাব্ধিঃ পদ্যেন সম্পাদ্যত ইতি সুধিয়ঃ শোধ্যতাং শোধিতোয়ম্।
দ্বীপাগ্নিদ্বীপভূশাকে শ্রীমান্ রঘুমণিঃ কবিঃ।
প্রাণকৃষ্ণীয়শব্দাব্ধিনাম কোষং সমারভৎ।...

১৭৩৭ শকাব্দে (১৮১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে) এই গ্রন্থরচনা আরব্ধ হয়। তিন বৎসর পরে (১৮১৮-৯ সনে) কাশী যাওয়ার পথে রঘুমণি স্বর্গী হইয়াছিলেন।[৭] সুতরাং শব্দাব্ধিই তাঁহার শেষ গ্রন্থ বলিয়া অনুমান করা যায়। আমাদের ধারণা, অনুসন্ধান করিলে রঘুমণির আরও গ্রন্থ ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইবে।

এই মহাপণ্ডিতের ছাত্রমণ্ডলী এক সময়ে দেশময় ব্যাপ্ত ছিল সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে কাঁহারও নাম সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। "ভূদেব-চরিত" গ্রন্থানুসারে ভূদেবের পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ রঘুমণির ছাত্র ছিলেন এবং মৃত্যুঞ্জয়পুত্র রামজয় তর্কালঙ্কার ও ভরত শিরোমণিও একই সময়ে তাঁহার ছাত্র ছিলেন। কিন্তু ইহা সর্ব্বাংশে প্রামাণিক উক্তি বলিয়া মনে হয় না; কারণ, ভরত শিরোমণি (জন্ম ১৮০৪ খ্রীঃ) রঘুমণির মৃত্যুকালে বাল্যকাল অতিক্রম করেন নাই।

রঘুমণির একজন প্রধান ছাত্র ছিলেন—রঘুরাম শিরোমণি বন্দ্যবংশীয়, ফুলিয়ামেল রামেশ্বরসন্তান। তিনি "দায়ভাগার্থদীপিকা" নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ "লুইস শ্রীননিম্" (?) নামক সাহেবের নির্দ্দেশে রচনা করেন। গ্রন্থারম্ভে আছে:—

বিদ্যাভূষণবিখ্যাতঃ শ্রীমান্ রঘুমণিঃ সুধীঃ।
সর্ব্বদেশেষু বিখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।১
বিপ্রশ্রীরঘুরামেণ তচ্ছাত্রেণাতিযত্নতঃ।
ক্রিয়তে দায়ভাগার্থদীপিকা দৃষ্টিদীপিকা।২
... ...
গুরুণা তেন কৃতিনা সন্তুষ্টেন বিবেচিতা।

ইহা রঘুমণির জীবদ্দশায়ই রচিত হইয়াছিল বুঝা যায় (H. P. Sastri, *Notices*, Vol. I, No. 168)। এই গ্রন্থ ১৮২২ সনে মুদ্রিত হইয়াছিল, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬১ ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা', প্রথম খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৪২৯)।

৭। রঘুমণির নিজ উক্তি অনুসারে ৩ মে ১৮০৪ ইং সনে তাঁহার বয়স ছিল "প্রায় ৪৮"। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৬২-৩ হইয়াছিল। ১১৯৬ সনের মাঘ মাসে তিনি কাশীযাত্রা করেন এবং দীর্ঘ ১৩ বৎসর পরে ১২০৯ সনের আশ্বিন মাসে দেশে ফিরিয়া আসেন। *Vide* Collector of Nadia's Letter dated 12 June, 1804)

উপসংহারে আমরা রঘুমণির কুলপরিচয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। তিনি স্বয়ং স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, তিনি (রাঢ়ীয়শ্রেণী, বাৎস্যগোত্র) "কাঞ্জাড়ি" নামক "শ্রোত্রিয়" বংশের লোক এবং তাঁহার পিতামহ "রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার" নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের গুরু ছিলেন। বংশের এই ধারা তজ্জন্য "রাজগুরু ভট্টাচার্য্য" নামে সম্মানিত। "কাঞ্জাড়ি" বংশের আদিস্থান যশোহর জেলার "সারল" গ্রাম এবং তথা হইতে নানা স্থানে এই বংশ ছড়াইয়া গিয়াছে। বিদ্যানিধি মহাশয় (সম্বন্ধনির্ণয়, ৩য় সং, পৃ. ৫৪৪-৫১) এই বংশের কুলকথা ও বংশাবলী মুদ্রিত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, মূল কুলপঞ্জীর সহিত পরিচয় না থাকায় উক্ত বিবরণ সর্ব্বত্র প্রমাণসিদ্ধ হয় নাই। রামানন্দের উপাধি "ন্যায়রত্ন" লিখিত হইয়াছে। আমরা রঘুমণির ধারাটিমাত্র বিশুদ্ধভাবে উদ্ধৃত করিলাম। সাহিত্য-পরিষদে নবসংগৃহীত সাঙ্কাডাঙ্গার সুবৃহৎ কুলগ্রন্থে এই বংশের নামমালা পাওয়া গিয়াছে এবং তথায় রামানন্দের উপাধি যথাযথ "বিদ্যালঙ্কার"ই লিখিত আছে। রঘুমণি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ "কুমুদের" নাম করিয়াছেন। এই কুমুদ ন্যায়বাগীশ বিখ্যাত কুলীন চৈতল চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কারকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন (সাঙ্কাডাঙ্গার কুলপঞ্জী, ৩৪২ ক পত্র)। পরিষদের অপর একটি কুলগ্রন্থানুসারে (১৮১৫ খ সংখ্যক পুথির ৩৩০ খ পত্র) মুখবংশীয় "ফুলের রাজা" মধুসূদন তর্কালঙ্কার এবং বিষ্ণু সিদ্ধান্ত ভ্রাতৃযুগল ও কুমুদ ন্যায়বাগীশের দৌহিত্র ছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত মনোহর কুলকারিকা প্রচারিত হয় :—

পুণ্যবতী যশোদারে কুমুদের কন্যা
দুই বিষ্ণু প্রসবিলা পৃথিবীর ধন্যা।

কুলগ্রন্থে শ্রোত্রিয়ের বংশাবলী ধারাবাহিক লিপিবদ্ধ হয় না। ক্বচিৎ কোন কোন কুলগ্রন্থে পৃথক্ ক্রোড়পত্রে যাহা পাওয়া যায়, তদ্দৃষ্টে বিদ্যানিধি মহাশয় কতিপয় শ্রোত্রিয় বংশাবলী আদিশূরের সময় হইতেই মুদ্রিত করিয়াছেন। আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া এখন দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, ইহাদের একটিও প্রামাণিক নহে। আমরা তজ্জন্য "কাঞ্জাড়ি" বংশের সন্দিগ্ধ প্রথমাংশ বাদ দিয়া প্রামাণিক অংশই উদ্ধৃত করিলাম: যদুনন্দন বিদ্যালঙ্কার, তৎপুত্র গোপাল ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী (প্রভৃতি), তৎপুত্র কুমুদ ন্যায়বাগীশ, তৎপুত্র রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ (প্রভৃতি), তৎপুত্র কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ, তৎপুত্র রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, তৎপুত্র রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার (মৃত্যু, আশ্বিন, ১১৬৫) (প্রভৃতি), তৎকনিষ্ঠ পুত্র রামানন্দ বিদ্যালঙ্কার (মৃত্যু, জ্যৈষ্ঠ ১১৮৫), তৎপুত্র রঘুমণি বিদ্যাভূষণ (মৃত্যু, পৌষ ১২২৫)। তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় কুমুদ ন্যায়বাগীশের ভ্রাতা কমলাকান্ত সার্ব্বভৌমের অধস্তন নবম পুরুষ ছিলেন। এই বংশে রঘুমণি ব্যতীত আরও গ্রন্থকার আবির্ভূত হইয়াছেন। আমরা বাহুল্যবোধে তদ্বিবরণ লিখিলাম না। রঘুমণির একমাত্র পুত্র কাশীশ্বর ন্যায়রত্নও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ১৭৭৫ শকে মুদ্রিত "পতিতোদ্ধারবিষয়ক ব্যবস্থা-

পত্রিকায়” তাঁহার স্বাক্ষর দৃষ্ট হয়—“শ্রীকাশীশ্বর দেবশর্ম্মণাম্ সাং বহির্গাছী” (পৃ. ১৮)। তিনি এবং রঘুপতির পুত্র বৈদ্যনাথ শিরোমণি ও কালীপ্রসাদের পুত্র কৃষ্ণদেব ন্যায়বাগীশই রাজগুরুবংশের এই কনিষ্ঠ ধারার শেষ পণ্ডিত। বর্ত্তমানে রঘুমণি ও তাঁহার ভ্রাতার প্রপৌত্র প্রভৃতিরা জীবিত আছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের পূর্ব্বগৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে। নবদ্বীপের রাজারা পুরুষানুক্রমে ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি দান করিয়া এই বংশটীকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। রাজা রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কর্ত্তৃক ৫ই মাঘ ১০৭০ সনে (১৬৬৪ খ্রীঃ) রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশকে প্রদত্ত ভূমিদান তন্মধ্যে প্রাচীনতম (নদীয়া কালেক্টরির ৪৩২৮৩ সংখ্যক তায়দাদ দ্রষ্টব্য—যশোহর জেলার জলদহ পরগণার কাদবিলি গ্রামে ১০০ বিঘা জমি প্রদত্ত হয়)। রাজা রুদ্ররায় কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশকে বাগোয়ান পরগণার রঘুনাথপুর গ্রামে ১৬৬।৩ জমি দান করেন (৪৩২৮৬ সং তায়দাদ) এবং পরবর্ত্তী রাজা রঘুরাম, (১১২৪ সনে) এবং রামজীবন (১১১১ সনে) রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারকে ভূমি দান করেন (৪৩২৮৯-৯০ সং তায়দাদ)। কিন্তু রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দানের তুলনায় এই সকল পূর্ব্বতন দান অতি সামান্য। রামভদ্র ও তাঁহার পুত্র-পৌত্রকে তিনি নানা সময়ে যে পরিমাণ ভূমি দান করেন, তাহা প্রায় তুলনারহিত। ২৭ কার্ত্তিক ১১৩৬ সনে (১৭২৯ খ্রীঃ) বাগোয়ান পরগণার দোগাছি প্রভৃতি গ্রামে ৩২০০/ বিঘা ভূমি রামভদ্রের নামে প্রদত্ত হয়। আমাদের অনুমান, দীক্ষাগ্রহণকালেই কৃষ্ণচন্দ্র এই বিপুল দান করিয়াছিলেন (৪৩২৭৩ সং তায়দাদ)। রামভদ্রনামীয় শেষ দানপত্রের তারিখ ২৪ আষাঢ় ১১৬১ সন (৪৩২৮৪ সং তায়দাদ)। আমরা বাহুল্যবোধে অন্যান্য দানের কথা লিখিলাম না। কৃষ্ণচন্দ্রের জীবদ্দশায় রঘুমণি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। কারণ, ১১৮৬ সনের ৮ পৌষ তিনি “রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য”কে পলাসী পরগণার শিবচন্দ্রপুর গ্রামে ৬০০/ বিঘা ভূমি দান করেন (৪৩৩৪৫ সং তায়দাদ)। রাজগুরুগোষ্ঠীর সাধন ও পাণ্ডিত্যবলে এক সময়ে বহিরগাছি গ্রাম নদীয়া জিলার বৃন্দাবনধামে পরিণত হইয়াছিল। বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে ইহার শোচনীয় অবনতি প্রত্যক্ষ করিয়া মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় “বকদূত” কাব্যে রাজগুরু-বংশের শেষ কবি ও পণ্ডিত মধুসূদন তর্কপঞ্চাননের বর্ণনোপলক্ষে আপেক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন :—

বৃন্দারণ্যপ্রতিনিধি-বহির্গচ্ছসংজ্ঞে বনেঽস্মিন্
একো মাত্রং বিলসতি মধুস্তর্কপঞ্চাননাখ্যঃ।
রোগৈর্জীবন্মৃত ইব গুরোরম্ববায়ে বিষণ্ণঃ
পক্ষাঘাতাদচরণতয়া কেবলং ক্লিশ্যতীহ। (১৪ শ্লোক)

পরিশেষে আমরা রঘুমণি সম্বন্ধে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মনোহর প্রশস্তি-শ্লোকটি উদ্ধৃত করিলাম :—

অস্মিন্ গ্রামে নৃপগুরুকুলে রামভদ্রস্য পৌত্রো
সুবিখ্যাতো রঘুমণিরভূৎ সর্বশাস্ত্রার্থদর্শী।

ভূরিগ্রন্থানিহ হি বিবিধান্ সম্প্রণীয় প্রভূতান্
কীর্তিস্তম্ভানিব জগতি যঃ স্থাপয়ামাস ধীরঃ ।* (১২ শ্লোক)

---

* রঘুমণির ভ্রাতা রঘুপতি তর্কবাচস্পতির প্রপৌত্র বহিরগাছীনিবাসী শ্রীযুত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে "আগমসার" গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির প্রথমাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে তৃতীয় শ্লোকের শেষার্দ্ধ ও চতুর্থ শ্লোক এই : –

রামানন্দাহ্বয়ো ভূধরবরদুহিতৃধ্যানধূতান্তরায়ো
বিদ্যালঙ্কারসারোঽবনিবিবুধবরো ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যবর্য্যঃ ।৩
তস্যাত্মজো রঘুমণিঃ প্রথমোঽগ্রজন্মা
জন্মাবধিপ্রণতিভির্বশগাগ্রজন্মা।
তন্ত্রং পিতৃব্যচরণাৎ সমধীতবান্ যো
যোগেন সঙ্কলিতশাস্ত্রনিগূঢ়তত্ত্বঃ ।৪

গ্রন্থের সূচনায় পাওয়া যায় :—

... ... নবদ্বীপোদ্দীপকশ্রীমহারাজপেয়িকৃষ্ণচন্দ্ররায়রাজেন্দ্রপৌত্রেণ ... ... শ্রীমচ্ছম্ভুচন্দ্ররায়নৃপতি-পুত্রেণ ... ... **বিষ্ণুচন্দ্রভূপেন** ... ... নিবেদিতো ... ... আগমসারং ... ... কুরুতে।

এই বিষ্ণুচন্দ্রই সভার পণ্ডিত দ্বারা সুবৃহৎ "সর্ব্বসার" গ্রন্থ (L. 1240) রচনা করাইয়াছিলেন। ১৭০৫ শকে (১৭৮৪ খ্রীঃ) তাহা সম্পূর্ণ হয়। আগমসারও ঐ সময়ে ১১৯৬ সনে (১৭৯০ খ্রীঃ) রঘুমণির কাশী যাওয়ার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। রঘুমণির তন্ত্রগুরু পিতৃব্য সম্ভবতঃ "তন্ত্রপ্রমোদ"রচয়িতা (L. 260 রামেশ্বর তর্কবাগীশ।

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

তত্ত্ববোধিনী সভা এবং কলিকাতা (পরে, আদি) ব্রাহ্মসমাজ গঠন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। তাঁহার এই কার্য্যে যাঁহারা সহায় হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের নাম উল্লেখযোগ্য। আনন্দচন্দ্র সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন; ইহার দর্শন ও তত্ত্ববিভাগীয় বহু গ্রন্থ তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন, কতকাংশ বাংলা ভাষায় অনুবাদও করেন। সংস্কৃত সাহিত্য হইতে সংগৃহীত বহু কাহিনীর বঙ্গানুবাদ তিনি পুস্তকাদিতে নিবদ্ধ করেন। আনন্দচন্দ্র প্রধানতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহকারিরূপে কার্য্য করিলেও, ঐ সকল তাঁহার জীবনকে অধিকতর কীর্ত্তিময় করিয়া রাখিয়াছে।

আনন্দচন্দ্রের জন্মকাল সঠিক জানিতে পারি নাই। তবে মৃত্যু তারিখ হইতে গণনা করিলে তাঁহার জন্ম-সন ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া মনে হয়। চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে আনন্দচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গৌরহরি চূড়ামণি সেকালে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

আনন্দচন্দ্রের প্রথম চব্বিশ বৎসরের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কিছুই জানা যাইতেছে না। তিনি এই সময়ে পিতৃদেবের, কি অন্য কাহারও চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া থাকিবেন। দেবেন্দ্রনাথ "আত্মজীবনী"তে লিখিয়াছেন:

> তখন বেদপাঠ করিতে পারে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দিতে পারে এমন সকল সুবিজ্ঞ লোকের নিতান্ত অভাব ছিল। অতএব, শিক্ষা দিবার জন্য ছাত্র সংগ্রহ করিবার উদ্যোগ করিলাম। বিজ্ঞাপন দিলাম, যিনি সংস্কৃত ভাষায় নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইবেন, তিনি তত্ত্ববোধিনী সভায় থাকিয়া শিক্ষা লাভের জন্য ছাত্রবৃত্তি পাইবেন। পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট দিনে পাঁচ ছয় জন [রামচন্দ্র] বিদ্যাবাগীশের নিকট পরীক্ষা দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আনন্দচন্দ্র ও তারকনাথ মনোনীত হইলেন। আমি এই দুই জনকেই খুব ভালবাসিতাম। আনন্দচন্দ্রের দীর্ঘ কেশ ছিল বলিয়া তাঁহাকে আদরের সহিত সুকেশা বলিয়া ডাকিতাম। (পৃ. ৮১)

ইহা অনুমান ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। দেবেন্দ্রনাথ এই বৎসরের ২১শে ডিসেম্বর যে কুড়ি জন সঙ্গী লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশকেও পাই। দেবেন্দ্রনাথ তথা তত্ত্ববোধিনী সভা এই সময়ে বেদের অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু বেদ সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান ছিল নিতান্তই অল্প, বঙ্গদেশে বেদচর্চ্চারও সুবিধা ছিল না। এ কারণ সভার পক্ষ হইতে বেদবিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার জন্য চারি জন চাত্রকে কাশীধামে প্রেরণ করা হইল। এই চারি জনের মধ্যে প্রথমে গেলেন (১৭৬৬ শকে) আনন্দচন্দ্র বেদান্ত-বাগীশ। তিনি চারি বৎসর কাল বেদ অধ্যয়ন করেন। কাশীধামে থাকিয়া আনন্দচন্দ্র বেদের কোন্ কোন্ অংশ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ "আত্মজীবনীতে" সে সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন:

> চারি জন ছাত্রকে বেদ সংগ্রহ ও বেদ শিক্ষার জন্য কাশীতে পাঠান হইয়াছিল, তন্মধ্যে

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ উপনিষদের মধ্যে কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, ছান্দোগ্য, তলবকার, শ্বেতাশ্বতর, বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ, ও বৃহদারণ্যকের কিয়দংশ, বেদাঙ্গের মধ্যে নিরুক্ত ও ছন্দ, বেদান্তদর্শন বিষয়ে সটীক সূত্র ভাষ্য, বেদান্ত পরিভাষা, বেদান্তসার, অধিকরণমালা, সিদ্ধান্তলেশ, পঞ্চদশী ও সটীক গীতাভাষ্য, কর্ম্ম-মীমাংসার মধ্যে তত্ত্বকৌমুদী, অধ্যয়ন করিয়া আমার সঙ্গে ফিরিয়া আইলেন। (পৃ. ১৫৩)

বেদ-চর্চ্চা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে দেবেন্দ্রনাথ কাশী গমন করেন। ফিরিবার সময় আনন্দচন্দ্রকে তিনি সঙ্গে লইয়া আসেন। অন্য তিন জন ছাত্রকেও পর বৎসর ফিরাইয়া আনা হয়। দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, "ইহাদের মধ্যে আনন্দচন্দ্রকে শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন এবং শ্রদ্ধাবান্ ও নিষ্ঠাবান্ দেখিয়া বেদান্তবাগীশ উপাধি দিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য পদে নিযুক্ত করিলাম।" (আত্মজীবনী, পৃ. ১৫৪)

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আনন্দচন্দ্র তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯-৫৯) ও কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ উভয়েরই কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার অধীন গ্রন্থাধ্যক্ষ-সভা হইতে শ্রীধর বিদ্যারত্ন অবসর গ্রহণ করিলে তৎপদে ১৭৬৯ শকের মাঘ মাসে আনন্দচন্দ্র সদস্য নিযুক্ত হন। ১৭৭০ শকের প্রথম হইতেই তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যরূপেও কার্য্য করিতে দেখিতে পাইতেছি। এই সনের ১৪ই শ্রাবণ দিবসের বিশেষ অধিবেশনে আনন্দচন্দ্র তত্ত্ববোধিনী সভার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।*

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তত্ত্ববোধিনী সভা রহিত হয় এবং ইহার সমুদয় কার্য্যভার কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করেন। আনন্দচন্দ্র তখন কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। তদবধি এই পদে কার্য্য করিয়া তিনি ১৭৮৫ শকের ৯ই অগ্রহায়ণ (১৮৬৩) অবসর গ্রহণ করেন।† তাঁহার স্থলে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সমাজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু আনন্দচন্দ্রকে অবসর লইয়া অধিক দিন থাকিতে হয় নাই। সমাজের কর্ম্মপদ্ধতি লইয়া দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতদ্বৈধতা হেতু কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে এক দল ব্রাহ্ম বিভিন্ন কর্ম্মকর্তৃপদ ছাড়িয়া দিলে, প্রতাপচন্দ্রও সহকারী সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন। তখন ১৭৮৬ শকের শেষ ভাগে আনন্দচন্দ্র পুনরায় এই পদে নিযুক্ত হইলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বাক্ষরে নিম্নের বিজ্ঞপ্তিটিতে এই নিয়োগ-সংবাদ ঘোষিত হয়:

> ট্রষ্টীদিগের অনুমত্যনুসারে শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াসী মহাশয় তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক হইলেন, এবং শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহকারি সম্পাদক হইলেন।‡

১৭৮৯ শকের আষাঢ় পর্য্যন্ত আনন্দচন্দ্র একাই সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সনের শ্রাবণ মাস হইতে তিনি ও নবগোপাল মিত্র উভয়ে এই পদে নিযুক্ত হইলেন।**

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—ভাদ্র ১৭৭০ শক। † ঐ—অগ্রহায়ণ ১৭৮৫। ‡ ঐ—ফাল্গুন ১৭৮৬
** ঐ—শ্রাবণ ১৭৮৯।

রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্রের সম্পাদনায় ১৭৯৩ শকের মাঘ মাসে ব্রাহ্মবোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অধীনে একটি ব্রহ্মবিদ্যালয় ছিল, এখানে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রবিবারে উপদেশ দেওয়া হইত। আনন্দচন্দ্র চতুর্থ রবিবারে বেদান্ত ও অন্যান্য হিন্দু শাস্ত্র বিষয়ে উপদেশ দিতেন।*

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একজন বিশ্বস্ত সহকারী ও অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। নব্য ব্রাহ্মদল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলে ১৭৯০ শকের পৌষ মাসে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ আদি ব্রাহ্মসমাজ নাম গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মবিবাহ আইন সরকার কর্তৃক বিধিবদ্ধ করাইতে চাহিলে আদি ব্রাহ্মসমাজ তাহাতে ঘোর আপত্তি তুলেন। আনন্দচন্দ্র শাস্ত্রীয় উক্তি উদ্ধার করিয়া এবং পণ্ডিতগণের অভিমত সংগ্রহ করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ-প্রবর্ত্তিত বিবাহ যে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত, তাহা প্রমাণ করিয়াছিলেন। আনন্দচন্দ্র সম্বন্ধে মহর্ষি অন্যত্র বলিয়াছেন :

> আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, তিনি খাঁটী আমার দলের লোক, তিনি আর কারুর কথা শুনতেন না, কাউকে আমল দিতেন না।†

ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য ব্যতিরেকে শাস্ত্রগ্রন্থ সম্পাদনও যে আনন্দচন্দ্রের জীবনের একটি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বঙ্গের এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে তাঁহার সম্পাদনায় বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। মাত্র ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সে ১৭৯৭ শকের (১৮৭৫) ১ আশ্বিন দিবসে তাঁহার এই কর্ম্মময় জীবনের অবসান হয়। তাঁহার মৃত্যুতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (কার্ত্তিক ১৭৯৭) লেখেন :

> আমরা শোকার্ত্ত হৃদয়ে আমাদিগের পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় গত ১ আশ্বিন দিবসে পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুসময় তাঁহার বয়ক্রম ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি যৌবন কালাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন আদি ব্রাহ্মসমাজেরই কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রায় বত্রিশ বৎসর হইল তিনি এবং আর তিনটি ছাত্র কাশীতে বেদাধ্যয়ন জন্য প্রধান আচার্য্য মহাশয় দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি চারি বৎসর তথায় অবস্থিতিপূর্ব্বক অথর্ব্ব বেদ এবং বেদান্ত-দর্শন বিশেষ রূপে অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তিনি যেমন শাস্ত্রজ্ঞ তেমনি কার্য্যদক্ষ ছিলেন। তিনি সমাজের বৈষয়িক ও আচার্য্যের কর্ম্ম অতি নিপুণতার সহিত সম্পাদন করিতেন। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞতা নিবন্ধন তিনি সাধারণ হিন্দু সমাজের একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পঞ্চদশী, বেদান্তসার, উপনিষদ্ ও ভগবদ্গীতা গ্রন্থ সটীক ও সানুবাদ প্রকাশ করিয়া এতদ্দেশে ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনার প্রকৃষ্ট সোপান উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার ন্যায় বেদান্ত-দর্শনবিৎ অতি অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থ ব্যতীত তিনি ব্রাহ্মবিবাহের শাস্ত্রসিদ্ধতা বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি ব্রাহ্মবিবাহ আন্দোলনের সময় আদি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহপ্রণালীর শাস্ত্রসিদ্ধতা প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন এবং তদ্বিষয়ে

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৪।

† সাহিত্য—শ্রাবণ ও কার্ত্তিক ১৩১৮ : "কথালাপ"—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি একজন অমায়িক ও পরোপকারী* ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার মঙ্গল করুন।

গ্রন্থাবলী—রচিত ও সম্পাদিত

বাংলা

বৃহৎকথা। প্রথম খণ্ড। ১৮৫৭।

ঐ । দ্বিতীয় খণ্ড। ১৮৫৮।

আনন্দচন্দ্র প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন :

বৃহৎ কথার প্রথম ভাগ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহা সোমদেব ভট্ট কৃত সংস্কৃত বৃহৎ-কথা অবলম্বন করিয়াই লিখিত হইয়াছে, অবিকল অনুবাদ নহে, কিন্তু সংস্কৃত পুস্তকে যেরূপ রীতিক্রমে নীতি বিষয় সকল লিখিত আছে ইহাতে সেই রূপেই সঙ্কলিত হইয়াছে। অশ্লীল ও অলৌকিক ভাগ পরিত্যাগ করিয়া কেবল নীতিবিষয়ক মনোহর গল্প সকল গ্রহণ করা গিয়াছে।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়দিগের অনুমত্যনুসারে বিশেষত শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র ও শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড জে, লং মহোদয়ের আগ্রহাতিশয়ে আমি ইহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। এক্ষণে ইহা সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলেই শ্রম সফল বোধ করিব।

মহাভারতীয় শকুন্তলোপাখ্যান। ১৮৫৯।

মহাভারতীয় শকুন্তলোপাখ্যান শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক অবিকল অনুবাদিত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে এবং তাহাতে দুষ্মন্ত রাজা ও শকুন্তলা প্রভৃতির চারিখানি চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি নিবেশিত হইয়াছে।—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৮১।

দশোপদেশ। ১৮৭০।

"১৭৯১ শকের ১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানপূর্ব্বক যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাই এই পুস্তকে একত্র সংকলিত হইল।"

দশম উপদেশ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের।

ব্রাহ্ম বিবাহ বিষয়ক। ১৮৭৩।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রণীত, ব্যবস্থা ও অভিমত সহিত 'ব্রাহ্মবিবাহ বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১৭৯৪ শক।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী। ১৮৮১।

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও রাজনারায়ণ বসু সম্পাদিত।

রাজনারায়ণ বসু বৈশাখ ১৭৯৫ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখেন, "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থসকল দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে তাহা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করা যাইতেছে।" গ্রন্থাবলী প্রকাশ আরম্ভের অল্পকাল পরেই অন্যতর সম্পাদক আনন্দচন্দ্র পরলোকগমন করেন।

* আনন্দচন্দ্র স্বগ্রামবাসীদিগের জলকষ্ট নিবারণের জন্য নিজ ব্যয়ে একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন।

সংস্কৃত ও বাংলা

বেদান্তসারঃ | পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীসদানন্দকৃতঃ | বঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ | শ্রীনৃসিংহ সরস্বতীকৃতা সুবোধিনী নাম্নী | শ্রীরামতীর্থযতিবিরচিতা বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী | নাম্নী টীকা চ | তথা | হস্তামলক গ্রন্থঃ | বঙ্গভাষানুবাদসম্বলিতঃ | শ্রীমদ্ভগবৎ পূজ্যপাদবিরচিতা তট্টীকা চ | ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৭৭১ শক [১৮৪৯]।

আনন্দচন্দ্র 'অনুষ্ঠানে' লেখেন :

অনেক দিবস হইতে এদেশে বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা লুপ্ত হওয়াতে সুতরাং তাহার গ্রন্থ সকলও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, কিন্তু এইক্ষণে অনেক ভদ্র সন্তানেরা বেদান্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা করিয়াও পুস্তকাভাব প্রযুক্ত সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে দুরূহ বোধ করিতেছেন। অতএব এইক্ষণে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বেদান্ত পুস্তকের প্রাপ্তি সুলভ করা অতি আবশ্যক বোধ হয়, কিন্তু সাধারণের সাহায্য ব্যতীত এ বিষয় সুসম্পন্ন হওয়া দুষ্কর।

কেবল সংস্কৃত মাত্র মুদ্রাঙ্কিত করণে অনেক বিষয়ীর অসম্মতি অথচ এ বিষয়ে পণ্ডিত, বিদ্যার্থী, বিষয়ী, সকলেরই উৎসাহ প্রয়োজন এ প্রযুক্ত বাঙ্গলা সাধু ভাষায় অনুবাদ সহিত এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী উভয় টীকা সম্বলিত বেদান্তসার গ্রন্থ দুই টাকা মূল্য স্থির করিয়া প্রথমতঃ মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, পরে সাধারণের উৎসাহ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ পঞ্চদশী ও সূত্রভাষ্য প্রভৃতি বেদান্ত শাস্ত্র মুদ্রিত হইবে…

১৭৭০ শকের ১ শ্রাবণ দিবসীয় এই উক্ত প্রস্তাবানুসারে বেদান্তসার গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কিত করণ সমাপ্ত হইল,…।

পঞ্চদশী। ১৭৭৩ শক [১৮৫১]

ইহার সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৬২।

বেদান্তদর্শনম্। **প্রথম খণ্ড**। ১৭৮৪ শক [১৮৬২]

ব্রহ্মমীমাংসা—শারীরক সূত্র, শাঙ্কর ভাষ্য ও আনন্দগিরি টীকা এবং বাঙ্গলা ভাষা অনুবাদ সহিত খণ্ড খণ্ড করিয়া মুদ্রিত হইতেছে, এক্ষণে তাহার প্রথম খণ্ড অর্থাৎ প্রথম পাদ প্রকাশ হইয়াছে,…—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৭৮৪ শক

ঐ। অধিকরণমালা। ১৭৮৫ শক [১৮৬৩]

বেদান্ত দর্শনের অধিকরণমালা পুস্তক সমুদায় মুদ্রিত হইয়াছে,…—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা —ভাদ্র, ১৭৮৫।

সংস্কৃত

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্। পূর্ব্বকাণ্ডম্। কুলাবধূতশ্রীমদ্ধরিহরানন্দনাথ ভারতী বিরচিতয়া টীকয়া সহিতম্। শ্রীযুক্ত রায় কালীকিঙ্কর রায় বাহাদুরস্য অভিমতানুসারতঃ ৺আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশেন সংস্কৃতম্। ১৭৯৮ শক।

পুস্তকখানি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' শ্রাবণ ১৭৯৬ সংখ্যায় ইহা প্রথম সমালোচিত হয়। তখন আনন্দচন্দ্রের সহযোগে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের (বিদ্যারত্ন) নামও সম্পাদকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকের 'বিজ্ঞাপনে' আছে :

তন্ত্রশাস্ত্র মধ্যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র একখানি অতি প্রধান গ্রন্থ। ইহাতে ব্রহ্মোপাসনা, কৌলিকোপাসনা, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, দশসংস্কার প্রভৃতি যথাক্রমে বর্ণিত রহিয়াছে। অন্যান্য তন্ত্রের ন্যায় ইহারও ভাষা অতি সরল। পাঠকগণ অধ্যয়ন কালে অনায়াসেই সমস্ত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যাঁহারা তন্ত্র শাস্ত্রের মর্ম্মাবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ইহা দ্বারা বিশেষ সুখানুভব করিতে পারিবেন।

প্রায় আট বৎসর হইল এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিবার প্রথম যত্ন করা হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালে এক খণ্ড ভিন্ন হস্তলিপির সংগ্রহ না হওয়াতে উহা সম্পন্ন হইতে পারে নাই। পরে ১২৭৯ সালের কার্ত্তিক মাসে জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত পাটদহ নিবাসী রাজা নৃসিংহচন্দ্রদেব রায় বাহাদুরের বংশীয় শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ের পুস্তকালয়ের এক খণ্ড ও কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয় হইতে এক খণ্ড এই দুই খণ্ড হস্তলিপি সংগৃহীত হয়। এই তিন খণ্ড হস্তলিপি অবলম্বন করিয়া মহানির্ব্বাণ মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইল। কিছু দিন পরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুস্তকালয় হইতে আর এক খণ্ড সটীক দেবনাগর হস্তলিপি প্রাপ্ত হওয়া গেল। তখন পূর্ব্বমুদ্রিত কতিপয় ফর্ম্মা পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার প্রথম হইতে সটীক মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করা হয়। অনন্তর যন্ত্র পরিবর্ত্তন প্রভৃতি নিবন্ধন সম্পূর্ণ গ্রন্থ একেবারে প্রকাশে বিলম্বের আশঙ্কা করিয়া খণ্ড ক্রমে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সংস্করণে টীকানুযায়ী পাঠ মূলে সন্নিবেশিত করিয়া অন্যান্য পাঠক মহাশয়দের সুবিধার জন্য নিম্নে সন্নিবেশিত করা গিয়াছে।

আদি ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব আচার্য্য ও সহকারী সম্পাদক পণ্ডিতবর ৺আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়, রামায়ণ প্রচারক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়, কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত দোগাছী নিবাসী ৺কালীকিঙ্কর বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউসনের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন মহাশয় অংশ ক্রমে এই গ্রন্থের সংস্করণ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তন্মধ্যে বেদান্তবাগীশ মহাশয় সংস্করণ কার্য্যের অধিকাংশ সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া গ্রন্থমুখে তাঁহারই নামোল্লেখ করা গেল।

ভগবদ্গীতা। ১৮৮২ (?)।

ইহা আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও জ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একযোগে সম্পাদন করেন।

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ এসিয়াটিক সোসাইটি প্রবর্ত্তিত Bibliotheca Indica গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত কয়েকখানি গ্রন্থও সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলি এখনও দেখি নাই। বিভিন্ন তালিকা হইতে এইগুলির নাম ও প্রকাশ-কাল জানা যাইতেছে। বেঙ্গল লাইব্রেরি কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তক-তালিকায় প্রদত্ত প্রকাশ-কাল প্রধানতঃ অনুসৃত হইল :

গৃহ্যসূত্র ১ম খণ্ড (?)
রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সহযোগে সম্পাদিত।

ঐ, ২-৪ খণ্ড ১৮৬৮,-৬৯

তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ, ১-১২ খণ্ড ১৮৬৯,-৭০

ঐ, উত্তর ভাগ ১৮৭৪ (?)

শ্রৌতসূত্র, ১-৭ খণ্ড ১৮৭০

এতদ্ব্যতীত ১৮৭০-৭১ সালে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ২১৩, ২১০, ২১৯ ও ২২৫ সংখ্যক গ্রন্থও তিনি সম্পাদন করেন।

জেলা চব্বিশ পরগণার উপভাষা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

এই জেলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপভাষা প্রচলিত। এই প্রবন্ধে বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার উত্তরাংশ ও বারাশত মহকুমার দেগঙ্গা থানার পূর্ব্বাংশ স্থানের প্রচলিত উপভাষা আলোচিত হইবে। ইহা আমার স্বাভাবিক মাতৃভাষা। নিম্নে এই উপভাষার বৈশিষ্ট্য মাত্র প্রদর্শিত হইবে।

ধ্বনিতত্ত্ব। অভিশ্রুত (umlaut যুক্ত) আ, ও উচ্চারিত হয়। উং আ'জ, কা'ল, ডা'ল, হা'ল, হা'র, দা'দ, ক'নে (কন্যা), ব'ল মাছ, শ'ল মাছ, খ'ল (গোরু খ'ল খায়) ইং।

অনেক স্থলে একারের বিকৃত অ্যা উচ্চারণ হয়। উং ব্যাল (বেল), প্যাট (পেট), ম্যাগ (মেঘ), ইং।

অনেক স্থলে অনুনাসিক আকার স্থানে অ্যাঁ উচ্চারণ হয়। উং—ক্যাঁকড়া, ব্যাঁকা, ঝ্যাঁটা, ক্যাঁতা (কাঁথা), ইং।

কোনও কোনও শব্দে কদাচিৎ ন স্থানে ল হয়। উং —লৌকো (নৌকা), লোকসান (আং নুক্‌সান), লোট (note) ইং।

অনেক শব্দে ল স্থানে ন হয়। উং, নাল (লালা), নিকি (লিক্ষা), নিচু (লিচু), নোলা (লোলা), নাগাল (লাগাল), নিলাম (পর্ত্তুগীজ lilao), নাঙল (লাঙ্গল), নাং (প্রাচীন বাংলা লাঙ্গ), নেবু (আং লয়মূন), নস্কর (পাং, লশ্‌কর), নেপা (লেপন) ইং।

ইয়ে স্থানে স্বরসঙ্কোচ দ্বারা এ হয়। উং, গে (গিয়ে), দে (দিয়ে), বে (বিয়ে) ইং।

ইয়া স্থানে অ্যা হয়। উং, শ্যাল (শিয়াল), স্যান (সিয়ান=চতুর) ইং।

ওয়া স্থানে বিশেষ্য শব্দে অ হয়। উং, ল (< *লোয়া < লোহা), প (পোয়া), ম (মোয়া) ইং।

স্বরসঙ্গতির নিয়মানুসারে অধিকরণে ও সম্বন্ধে উ—এ, এর স্থানে উ—ই, ইর হয়। উং, দুদি (দুধে), চুলি (চুলে), গুড়ির (গুড়ের), দুদির (দুধের) ইং।

স্বরসঙ্গতির কারণে অসমাপিকা ক্রিয়াপদের অন্ত্য এ স্থানে ই হয়। উং, করতি (< *করিতি < করিতে), খাতি (খাইতে), যাতি (যাইতে), আলি (আইলে), করলি (করিলে) ইং। তুং, মানষের কুটুম আলি গেলি। গোরুর আপ্‌নার চাটুলি চুট্‌লি॥

জ্ঞাতব্য। করবে, বলবে, করলে, বললে প্রভৃতি পদে আদি অকার উচ্চারণে অবিকৃত থাকে। তুং—হবে।

ক্রিয়াপদে আ—ই স্থানে অভিশ্রুতি দ্বারা' এ হয়। উং, এসতেছে (আসিতেছে), কেন্‌তেছে (কাঁদিতেছে), নেচ্‌তেছে (নাচিতেছে) ইং।

জ্ঞাতব্য। ঘটমান (continuous) ক্রিয়াপদে প্রায়—তেছে অবিকৃত থাকে। উং, ক'র্‌তেছে, ব'লতেছে ইং। কিন্তু যাচ্ছে, হচ্ছে, খাচ্ছে ইং।

রূপতত্ত্ব। কর্ম্ম ও সম্প্রদানের একবচনে রে বিভক্তি হয়। উং, তারে বল, আমারে দ্যাও ইং।

কর্ম্ম, সম্প্রদান ও সম্বন্ধে বহুবচনে গা বিভক্তি হয়। উং, আম্‌গা বাড়ী, আম্‌গা বল, আম্‌গা দ্যাও ইং। আম্‌গা বা আমারগা, তোমগা বা তোমারগা, তারগা, ওরগা, তোরগা।

কর্ত্তার বহুবচনে আশ বিভক্তি হয়। উং, রাম আশ কি বলে ? মা আশ সেখানে গেছেন। আশ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বাক্যতত্ত্ব। দ্যাখোসে=দ্যাখো এসে=দেখ আসিয়া ; করোসে=করো এসে=কর আসিয়া ইং।

যা দিনি=যা দেখি এখনি ; বলো দিনি=বলো দেখি এখনি ; ইং।

যা দিকিন=যা দেখি এখন ; চলো দিকিন=চলো দেখি এখন ; ইং।

শব্দকোষ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গবাচক—উরুৎ (উরু), পাঁজ্‌রা, পাপনি (পক্ষ্ম), রগ (কপালের পার্শ্ব ভাগ), হেঁটো, কোঁক (কুক্ষি), ক'লজে (যকৃৎ), ফ্যাপ্‌সা (ফুস্ফুস), গোড়মুড়ো (গোড়ালি), মাথার চাঁদি (ব্রহ্মতালু)।

জীবজন্তুবাচক—বেঁজি (নেউল)। তুং, মরদ বড় তেজি। গাঙের ধারে হাগ্‌তি গ্যালো তেড়িয়ে আন্‌লে বেঁজি ॥ জেঠী (টিক্‌টিকি), বয়ার (মহিষ, অপ্রচলিত), গাড়ল (ভেড়া, অপ্রচলিত), খরা (খরগোশ), বকরী (ছাগী), গোহেড়কেল (গোসাপ), কামুখো (কাঁচপোকা), তেলাপোকা (আরসলা), বোল্লা (বোল্‌তা), ঘুগ্‌রো (ঝিঁঝিঁপোকা), কোতোর (পায়রা), ফিঙে, বাবুই (বাবুই), ঘড়েল (বড় মাছরাঙা, লাটা মাছ, উলকো মাছ, মঙ্গুর (মাগুর), গল্লা (গল্‌দা) ।

গাছপালা ও ফলমূলবাচক—না'ল ফুল (শালুক), সুঁদি (বেগুনে রঙের শালুক), আলক নতা (স্বর্ণলতা), ভাঁটুই (চোরকাঁটা), বুঁচ, ড্যাফল, খাবুর (কেশুর), অড়ল (অড়হর), মশনে (তিসি), নেরোল (নারিকেল), ক্যালা (কলা), আম্রীর (পেয়ারা), দুব্‌লো (দূর্ব্বা), শ্যাদলা (শ্যাওলা), সজ্‌নের ডাঁটা।

বিবিধ—চান্নি (চাঁদনি, জ্যোৎস্না)। তুং, জাড় কালের চান্নি। আর আবাল কালের গিন্নি ॥ ছামা (ছায়া), হেন্‌শেল (হেঁশেল, হাঁড়িশালা)। গুল্‌তি (ধনুক), বেল্লে (নারিকেল বা কলাগাছের বালদো), গোর খোলা (সুপারি গাছের সুপারির কোষ), গামড়া (নারিকেলের বালদোর গোড়ার পত্রবিহীন অংশ), নারিকেলের মুচি (প্রথম অবস্থায়), শিন্নি (গুড়ের পাটালী), চুলো (উনান), ঢাকুন (শরা)।

কতকগুলি বিশেষণ—ন্যাতা (বাম হস্ত, বাম হস্ত ব্যবহারকারী), ভেঁটে (বেঁটে), বেউনে (বামন), নেংড়া (খোঁড়া), বোঁচা (নাকের ডগাকাটা লোক), গন্নাকাটা,

(hare lip), তেতো, রাঙা (লাল), হয়ে (পাগলা কুকুর, শিয়াল), ডোমক, (আধ-পাকা), ওলা (গোরুর গাড়ীর পিছনে ভারী), দাবা (গোরুর গাড়ীর সামনে ভারী)।

কতকগুলি ক্রিয়াপদ—ওলা (নামা), পেন্দা (কাপড় পরা), নল্‌পা (বিদ্যুৎ চমকা), সেঁওয়া (সেলাই করা), লেওয়া (লওয়া), পোঁছা (মোছা), ওনা (আর্দ্র হওয়া), দাওয়া (ধানগাছ কাটা)।

লেওয়া ও দেওয়া ধাতুর রূপ—আমি লেই, দেই ; তুই লে, দে ; তুমি ল্যাও, দ্যাও ; সে ল্যায়, দ্যায়।

ক'রলুন, গেলুন (ক'রলুম, গেলুম ইং।)

ধানের মাপ

২ কুনকে—১ খুঁচি
৪ খুঁচি—১ পালি (৴২৷৷০)
২ পালি—১ দন
২ দন—১ কাঠি
৮ কাঠি—১ আড়ি
২০ আড়ি—১ বিশ

প্রবন্ধে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক চিহ্ন—উং=উদাহরণ ; ইং=ইত্যাদি ; তুং=তুলনা করুন ; আং=আরবী।

নদীয়ার ভাষা

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

নদীয়াবাসী নদীয়ার ভাষা লইয়া গৌরব করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ভাষার কোনও বৈজ্ঞানিক আলোচনা এখন পর্যন্ত হয় নাই—ইহার বৈশিষ্ট্য, ইহার শব্দসম্পদ্ এখনও ভাষাতত্ত্বালোচীর নিকট একরকম অপরিচিত।

বাংলার সাহিত্যে চলিত ভাষার সহিত এই জেলার ভাষার নানা পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়—ইহার নানা বৈচিত্র্য অনুধাবনের যোগ্য। নাটকে নদীয়ার ভাষা ব্যবহার করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালকে কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল। এ ভাষার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন—'কৃষ্ণনগর (নদীয়া)ই পূর্বে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। সুতরাং কৃষ্ণনগরের ভাষাই সর্ববাদিসম্মত ভাষা বলিয়া সকলের মানিয়া লওয়া উচিত—কলিকাতার ভাষা নহে।'—(নবকৃষ্ণ ঘোষ—দ্বিজেন্দ্রলাল—পৃ. ১৮৫)। তবে অন্যান্য জেলার মত এ জেলারও শিক্ষিত ও আধুনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কলিকাতার ভাষার প্রভাব এই বৈচিত্র্যকে ক্রমশঃ লুপ্ত করিয়া দিতেছে—কলিকাতার অতি সান্নিধ্য এই প্রভাব বিস্তারে অধিকতর সাহায্য করিতেছে।

তাই অবিলম্বে এই ভাষার বৈশিষ্ট্য সংকলন করিয়া না রাখিলে ভবিষ্যতে ইহার আলোচনা কষ্টসাধ্য হইবে। ইহার কিছু কিছু নমুনা দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে পাওয়া যায় সত্য। কিন্তু আলোচনার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে।

১। নদীয়ার খ্যাতনামা সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'পল্লী-চিত্রে'র শেষে নদীয়ার কতকগুলি গ্রাম্য শব্দের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ষোড়শ ও উনবিংশ খণ্ডে নদীয়ার অংশবিশেষের যে শব্দতালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সাধারণ বাঙ্গালীর অপরিচিত ও নদীয়ায় প্রচলিত শব্দের সংখ্যা সামান্য। অন্যান্য জেলার গ্রাম্য শব্দ লইয়া এ পর্যন্ত যে সমস্ত আলোচনা হইয়াছে, তাহার আভাস আমি অন্যত্র দিয়াছি (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৪।২৬০, প্রবাসী, ১৩৪৯ আষাঢ়, পৃঃ ২৫৭-৮)। ইহা ছাড়া, শ্রীযুক্ত গোপাল হলদার-কৃত নোয়াখালির ভাষার বিস্তৃত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা (Journal of the Department of Letters, ১৯শ ও ২৩শ খণ্ড), প্রসন্ননাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদের ভাষাতত্ত্ব ও সমালোচনা' (বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর সম্পূর্ণ বিবরণী, সন ১৩১৪ সাল, কাশিমবাজার, পৃঃ ৫।৶০—৭।৵০), চন্দ্রকিশোর তরফদারের 'পূর্বময়মনসিংহের ভাষা' বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন—চতুর্থ অধিবেশন—কার্যবিবরণ, ১৩১৮) ও যতীমোহন চৌধুরীর 'রঙ্গপুর ভাষার ব্যাকরণ' (রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৫, পৃঃ ২০—৩১) উল্লেখযোগ্য।

নদীয়ার ভাষার বৈচিত্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ—পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের সান্নিধ্য। ইহার উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণ জুড়িয়া পাবনা, ফরিদপুর ও যশোহর জিলা বিরাজমান। তাই এই সব জিলার ভাষার সহিত নদীয়ার ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য।

প্রায় চার বৎসর কৃষ্ণনগরে অবস্থান করিয়া নদীয়ার বিভিন্ন অংশের লোকের (বিশেষ করিয়া অশিক্ষিত ও স্ত্রীলোকের) মুখে ভাষার যে পরিচয় পাইয়াছি, নিম্নে তাহা হইতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত প্রদান করিতেছি।

(১) স্বরবর্ণের বিবৃত উচ্চারণ—ম্যাঘ (মেঘ), কল্লাম (কোল্লাম), দ্যাখলাম (দেখলাম), অ্যালাম (এলাম)।

(২) দন্ত্য চ—চাইল (চাউল), এয়েচেন (এসেছেন), জাও (যাও)।

(৩) 'ট' স্থানে 'ড'—নডা (নটা), কডা (কটা)।

(৪) 'ও'কারাদি স্বরবর্ণ স্থানে উকার—দুকান (দোকান), কাপুড় (কাপড়)।

(৫) শব্দের আদিস্থিত 'র' স্থানে 'অ' ও 'অ' স্থানে 'র'—আত্তির (রাত্তির), আম (রাম)।

(৬) 'য়' স্থানে 'ই' এবং 'ই' স্থানে 'য়'—করাই (করায়), পায় (পাই)। মধ্য যুগের বাঙ্গালায় অনুরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। যথা,—দেই (দেয়)।

(৭) সাম্যসূচক 'ই'—দিইছি (দিয়েছি), পালিইছি (পালিয়েছি), দিইছিল (দিয়েছিল) —দ্বিজেন্দ্রলালের পাষাণী। দেখি নি (দেখে নি)।

(৮) অপিনিহিতি (পরবর্তী ইকারের লঘুভাবে পূর্বোচ্চারণ)—রেইখে (রেখে, রাখিয়া), রেইন্ধে (রেঁধে, রাঁধিয়া)।

(৯) স্বরাঘাতজনিত শব্দসংকোচ—গিয়েলো (গিয়েছিল), খেয়েলো (খেয়েছিল)।

(১০) ক্রিয়ারূপে ভবিষ্যতের মধ্যম পুরুষে 'আকার'—খাবা (খাবে), যাবা (যাবে), নেবা (নেবে)।

(১১) ক্রিয়ারূপে অতীতের উত্তম পুরুষে 'লাম'—এলাম (এলুম), খেলাম (খেলুম)।

(১২) কর্ম্মকারকে 'কে' স্থানে 'রে'—আমারে (আমাকে)।

এই সমস্ত রূপবৈচিত্র্য ছাড়া নদীয়ায় প্রচলিত শব্দের বৈচিত্র্যও কম নয়। এ স্থলেও পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের সহিত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। আমি কতকগুলি শব্দ সংগ্রহ করিয়াছি। স্থানীয় লোকের পক্ষেই ব্যাপক সংগ্রহ সম্ভবপর।

আজ্ জান—অজ্ঞান

আজোয়া } স্বত উৎপন্ন
আদজালা }

ওম—গরম

[আদজালা ধান—নীবার]

ওগোর—টের

কচা—ভ্যারেণ্ডা গাছ

[খণ্ড—ফরিদপুর। তুল° সুন্দেরের কচা]

কপচি কাটা—টিপ্পনী কাটা

[তুল° কপচান—কলিকাতা]

কমা—খাটো, inferior

কাল—ঠাণ্ডা

[তুল° কালিয়ে যাওয়া—ঠাণ্ডা হওয়া]

খরচা—খুচরা

খড়ি—কাঠ

ঘসি—ঘুঁটে [শুকনা গোবর—ফরিদপুর]

চোমড়ান—খোসামুদি করা, ফোলান

জালি—কচি

জিউলি—বৃক্ষবিশেষ

[কাউফলা—ফরিদপুর]

তো করা [তাও করা—পূর্ব্ববঙ্গ] —ভাঁজ করা।

দামাটে—দুর্দান্ত

[তুল° দামাল—পুরাণ বাংলা]

দেয়াসিনী—অলৌকিক শক্তিসম্পন্না সাধিকা।

নাগরী—কলসী

নাদা—গামলা

পাউঢ়া—যষ্টি, কাষ্ঠখণ্ড

[তুল° পাউড়—ক, ক, চ,

পাবড়ি—কৃত্তিবাস। দেবান্তকের হাতে ছিল লোহার পাবড়ি—রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড

পালা—ছোট ডাল

[তুল° ডালপালা]

পেন্তে—ছোট চুবরি বা ডালা।

বোরা—থলে [চালের বোরা]

বাঁওড়—নদীর স্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন জলরাশি।

মাদার—ফলবিশেষ [ডউয়া—ফরিদপুর]

মাল্‌তে—মাতব্বর

লতি—পলতা

শিউলি—যে খেজুর গাছ কাটে

হাটানে ছেলে—Step son, স্ত্রীর পূর্বপক্ষের সন্তান।

আয় ও আয়ু

২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা

শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৫১শ ভাগ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

কলিকাতা, ২৪৩৷১, আপার সারকুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একপঞ্চাশত্তম বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট্

সহকারী সভাপতি

মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, এম-এ

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, এম-এ

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ

ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ, পি-এইচ-ডি

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

শ্রীযুক্ত রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল, এম-এল-এ

শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এসসি

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, বি-এ

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ

গ্রন্থাধ্যক্ষ : শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল, বি-এ

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীযুক্ত প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, বি-এ

চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায়, এম-এ, বি-এল

পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু, বি-এসসি, জি-ডি-এ, আর-এ

শ্রীযুক্ত ইউ. এম. চৌধুরী আর-এ

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ২। শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ, ৩। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, এম-এ, ৪। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল, ৫। রেভারেণ্ড ফাদার এ দোঁতেন, এস্-জে, ৬। শ্রী পুলিনবিহারী সেন, এম-এ, ৭। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৮। কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এম-এ, ৯। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, এম-এ, ডি-লিট্ এণ্ড ফিল্, ১০। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ১১। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, ১২। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, এম-এ, ১৩। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, এম-এ, ১৪। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, বি-এ, ১৫। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, ১৬। শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ, ১৭। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১৮। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, এম-এ, ১৯। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ২০। শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার, ২১। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল, ২২। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীব্রহ্মানন্দ সেন, ২৪। শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক, ২৫। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৬। শ্রীরাধানাথ রায়।

৫১শ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৫১শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা
১৩৫১

ফেলিক্স কেরী

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ভূমিকা

বাংলা দেশে ইংরেজ-সমাগমের কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল পাশ্চাত্ত্য ব্যক্তি বাংলা ভাষায় গ্রন্থাদি অনুবাদ ও রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ইঁহাদের নাম সমাদরের সহিত উল্লেখযোগ্য। সংখ্যায় ইঁহারা নগণ্য নহেন। জোনাথান ডান্‌কান, এন. বি. এড্‌মন্‌স্টোন, হেন্‌রি পিট্‌স ফর্‌স্টার, এ. আপ্‌জন, জন মিলার, জন টমাস, উইলিয়ম কেরী, জোশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড, জন এলার্টন, গ্রেভ্‌স চামনি হটন, ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট, ফেলিক্স কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান এবং পরবর্ত্তী মে, হার্লি, পীয়ার্স, পীয়ার্সন, মর্টন, ইয়েট্‌স, ওয়েঙ্গার, মেণ্ডিস, ম্যাক, লসন, রবিনসন, লং, কীথ এবং আরও অনেকে বাংলা গদ্য-ভাষার জন্মকালে ও শৈশবে নিজ নিজ সাধনা ও চেষ্টা দ্বারা নানাভাবে ইহাকে পুষ্ট করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে উইলিয়ম কেরী প্রভৃতি দুই-একজন সৌভাগ্যবানের নাম আমরা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া থাকি। তাঁহার পুত্র ফেলিক্স কেরীর জীবন ও কীর্ত্তি অনুধাবন করিলে আমরা দেখিতে পাইব, তিনিও কম স্মরণীয় নহেন। বাংলা ভাষায় তাঁহার তুল্য অভিজ্ঞ ও অধিকারী ব্যক্তি ইউরোপীয়দিগের মধ্যে আর কেহ ছিলেন না বা হন নাই। তিনি লেখক হিসাবে প্রকৃতপক্ষে মাত্র চারি বৎসর বঙ্গভাষার সেবা করিয়াছিলেন, তাঁহার অধিকাংশ রচনাই অকালমৃত্যুর জন্য অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার রচনা আমরা মুদ্রিত আকারে যতটুকু পাইয়াছি, তাহাতে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, বাঁচিয়া থাকিলে তিনি বাংলা ভাষায় ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেন; মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও তিনি যে পরিমাণ মুদ্রিত বাংলা লেখা রাখিয়া গিয়াছেন, আর কোনও বৈদেশিকের লেখা তাহার সহিত ওজনে তুলনীয় নহে। উৎকর্ষ বিচারে সংস্কৃত রীতির অতিমাত্র অনুসরণ তাঁহার প্রধান দোষ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, কিন্তু তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনায় প্রথম পথপ্রদর্শক, ইহা স্মরণ রাখিলে বিজ্ঞানের পরিভাষা নির্ম্মাণে তাঁহার দক্ষতা ও দুঃসাহস আমাদিগকে বিস্মিত করিবে। অ্যানাটমি বা ব্যবচ্ছেদবিদ্যার মত সম্পূর্ণ অভিনব শাস্ত্রের পরিভাষা যে তিনি একান্ত নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত ভাষার রত্নভাণ্ডার হইতে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা কম শক্তির পরিচায়ক নহে। বস্তুতঃ সকল দিক্ বিচার করিয়া তাঁহাকে বাংলা ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় লেখক বলিলে অন্যায় বলা হইবে না।

জীবনী

ফেলিক্স কেরীর বিচিত্র জীবন। এই জীবন ভুল ও ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ, খামখেয়ালিপনায় বিচিত্র। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচারকশ্রেষ্ঠ মহামান্য রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরীর ঘনিষ্ঠ প্রভাব সত্ত্বেও তাঁহার জীবনে খ্রীষ্টীয় বিনয় ও সংযম আসে নাই। তিনি উদাসীন ভবঘুরে প্রকৃতির লোক ছিলেন অথচ ঐহিক জাঁকজমকের প্রতিও তাঁহার কম আকর্ষণ ছিল না। ইংলণ্ডে তাঁহার জন্ম, মাত্র সাত বৎসর বয়সে বঙ্গদেশে তাঁহার আগমন, চৌদ্দ বৎসর বয়সে পিতার নিকট তাঁহার দীক্ষা এবং মাত্র একুশ বৎসর বয়সে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক হিসাবে তাঁহার ব্রহ্মদেশ যাত্রা—এই পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের গতি পিতার আওতায় চলিয়াছিল। জীবনের বাকী পনের বৎসর খ্রীষ্টধর্ম্মনীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তিনি চলিতে পারেন নাই। রাজনীতিচর্চ্চার ফলে তাঁহার আসক্তি জন্মিয়াছিল ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরের প্রতি, উপর্য্যুপরি দুইটি স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁহার চরিত্রে শৈথিল্য আসিয়াছিল, মন হইয়াছিল অস্থির। তিনি তিন বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্ব-ভারতবর্ষের অরণ্য-পর্ব্বতে পার্ব্বত্য ও বন্য জাতিদের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া একরকম অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন, পরে বাইবেল-বর্ণিত 'প্রডিগাল সানে'র মত শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জীবনের শেষ চারি বৎসর পিতার আশ্রয়ে থাকিয়া সংস্কৃত, পালি ও বঙ্গভাষার সাধনা করিয়াছিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে যে পাদরিত্ব পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মদেশের রাজার পররাষ্ট্র-সচিব হইয়াছিলেন, সে পাদরিত্ব আর গ্রহণ করেন নাই। উত্থানপতনময় রোগশোকক্লিষ্ট অতি দুঃখের জীবন ছিল তাঁহার; মিশনরীদের মধ্যে একমাত্র জন টমাসের জীবনের সহিত তাঁহার জীবনের কিছু সাদৃশ্য ছিল, দুই জনেই কল্পনাবিলাসী, অব্যবস্থিতচিত্ত, স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থ চিন্তায় অধিক রত; দুই জনের জীবনেই কাব্যমহিমা ছিল।

স্বগ্রাম পলার্সপিউরিতে জুতা মেরামতের ব্যবসায় ছাড়িয়া উইলিয়ম কেরী ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন পার্শ্ববর্ত্তী মূলটন গ্রামে গিয়া গ্রাম্য-শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র চব্বিশ, নিদারুণ জ্বররোগে তাঁহার প্রথম সন্তান মৃত* এবং তাঁহার নিজের মাথায়ও টাক পড়িয়াছে। পত্নী ডরোথিকে লইয়া তিনি মূলটনে যে কুটীরে আশ্রয় লন, সেখানেই ওই বৎসরের ২০ অক্টোবর ফেলিক্স কেরীর জন্ম হয়।† কেরীর প্রথম পুত্ররূপেই ইনি গণ্য।

বঙ্গদেশে ব্যাপটিস্ট মিশনরী হিসাবে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় জন টমাসের সহিত

---

* পীয়ার্স কেরী প্রণীত কেরীর জীবনী দ্রষ্টব্য।

† ফেলিক্সের জন্মের এই তারিখ 'পিরিওডিকাল অ্যাকাউণ্টস' হইতে পাইয়াছি। তাঁহার কবরের উপর স্মৃতি-ফলকের তারিখ হিসাব করিলেও এই তারিখ পাওয়া যায়। J. J. Higginbotham তাঁহার 'The Men whom India has known' (১৮৭৫) পুস্তকে ভ্রমক্রমে জন্ম-বৎসর ১৭৮৭ দিয়াছেন। ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁহার 'History of Bengali Literature in the Nineteenth Century' পুস্তকে "২২ অক্টোবর ১৭৮৬" তারিখ দিয়াছেন। এ তারিখও ভুল।

উইলিয়ম কেরী যখন যাত্রা করেন, সাড়ে ছয় বৎসরের পুত্র ফেলিক্স একা তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিলেন। পাসপোর্টের হাঙ্গামায় ওয়াইট দ্বীপে তাঁহাদের জাহাজ 'আর্ল অব অক্সফোর্ডকে' ছয় সপ্তাহ আটক করা হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে নামাইয়া দেওয়া হয়। পরে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুন টমাসের সহিত কেরী সপরিবারে বঙ্গদেশে রওনা হন ও ১১ নবেম্বর কলিকাতায় পৌছেন। পিতা বা পুত্র কেহই আর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। ওই দিনই বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত রামরাম বসু কেরীর মুন্‌শি নিযুক্ত হন এবং তাঁহার কাছেই ফিলিক্সের বাংলা ভাষায় হাতেখড়ি হয়। কেরীর ইচ্ছা ছিল, প্রথম পুত্রকে সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত করিয়া তুলিবেন। বাংলা দেশে পৌছিবার মাসাধিক কালের মধ্যেই (১৬ ডিসেম্বর ১৭৯৩) তিনি তাঁহার জার্নালে লিখিয়াছিলেন—

> I had fully intended to devote my *eldest son* to the study of *Shanscrit*, my 2nd to the *Persian*, and my 3rd to *Chinese*.

ফেলিক্স সম্বন্ধে কেরীর এই আশা পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি সংস্কৃত ও পালি ভাষায় সবিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুন মালদহে জর্জ উড্‌নির আশ্রয়ে না আসা পর্য্যন্ত উইলিয়ম কেরীকে অত্যন্ত দুঃস্থ ও বিপন্নভাবে সহায়সম্পদ্‌হীন অবস্থায় প্রথমে ব্যাণ্ডেল, পরে নদীয়া, কলিকাতার মাণিকতলা সুন্দরবন অঞ্চলে টাকির সন্নিকটবর্ত্তী দেবহাট্টায় একরকম ভাসিয়া বেড়াইতে হয়। মাণিকতলায় অবস্থানকালে কেরী-পত্নী ও ফেলিক্সের এমন জ্বর হয় যে, তাঁহাদের জীবনের কোনই আশা ছিল না। সাড়ে সাত বৎসর বয়সে ফেলিক্স যখন মালদহ পৌছেন, তখন মুন্‌শি রামরাম বসুর সাহায্যে "ব্রাহ্মণদের এবং অব্রাহ্মণদের মধ্যে কথিত" উভয়বিধ বাংলা ভাষাতেই তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা জন্মিয়াছে।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রভৃতি পরবর্ত্তী মিশনরীরা ইংলণ্ড হইতে শ্রীরামপুরে আসিয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন এবং তাঁহারাই মালদহ হইতে কেরীকে সপরিবারে সেখানে লইয়া আসেন। কেরী ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারি তারিখে কলিকাতায় ক্রীত মুদ্রাযন্ত্রটি সহ নৌকাযোগে শ্রীরামপুর পৌছেন। ওয়ার্ড ছাপাখানার কাজে দক্ষ ছিলেন, তের বৎসর বয়স্ক ফেলিক্স কেরী তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হন। ২০ জুলাই ১৮০০—ওয়ার্ড তাঁহার জার্নালে লিখিয়াছেন—

> ...our labours for everyday are now regularly arranged. About six o'clock we rise : brother Carey to his garden : brother Marshman to his school at seven : brother Brunsdon, Felix and I, to the printing office....Our compositor having left us, we do without : we print three half-sheets of 2,000 each in a week ;...Felix is very useful in the office.

ছাপাখানার জন্য শেষ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রুফ দেখার দায়িত্বও সেই সময় হইতে বালক ফেলিক্সের উপর ন্যস্ত হয়। মালদহে তৃতীয় পুত্র পিটারের মৃত্যুর পরেই ফেলিক্সের মাতা ডরোথি অর্দ্ধোন্মাদ হইয়া যান। শ্রীরামপুরে আসার পর তাঁহাকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতে

হইত। এই ব্যাপারে ফেলিক্স মর্ম্মপীড়ায় অস্থির হইয়া উঠিলে ওয়ার্ড তাঁহাকে শিক্ষা ও সান্ত্বনা দিতেন। ফেলিক্স তাঁহার সঙ্গে ছাপাখানায় সর্ব্বদা কাজ করিতেন, বাংলা ভাষা ও হিন্দুস্থানী ভাষা তিনি ঠিক এদেশীয়দের মত আয়ত্ত করিয়াছিলেন, স্থতরাং তাঁহাকে না হইলে চলিত না। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মের মহিমা সম্বন্ধে ফেলিক্স মোটেই সজাগ ছিলেন না। তাঁহার বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর মাত্র, কিন্তু তিনি অত্যন্ত একগুঁয়ে ছিলেন, মার্শম্যান তাঁহাকে 'শার্দ্দূল' সম্বোধন করিতেন। তাহা ছাড়া বিকৃতমস্তিষ্ক মাতার স্নেহ হারাইয়া তাঁহার মানসিক কষ্টেরও সীমা ছিল না। ওয়ার্ড বুঝিতে পারিলেন, খ্রীষ্টধর্ম্মের আওতা হইতে ফেলিক্স দূরে সরিয়া বিপথে বিপন্ন হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে লইয়া শ্রীরামপুরের পথে পথে প্রচারকার্য্যে বাহির হইতে লাগিলেন; ফেলিক্স চমৎকার বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। ওয়ার্ড লিখিয়াছেন, "he never heard a message better fitted for India." সেই দিন হইতে ছাপাখানার কাজের সঙ্গে সঙ্গে ফেলিক্সকে প্রচারকের কাজও দেওয়া হইল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর কেরী স্বয়ং গঙ্গার জলে পুত্রকে দীক্ষা (baptism) দিলেন। ওই দিন পরে প্রথম ভারতীয় ব্যাপটিস্ট ক্রিশ্চিয়ান কৃষ্ণ পালেরও দীক্ষা দেওয়া হইল। সকলেই আশা করিলেন, "ক্ষুদে পাদরি"র নবজীবনের সূত্রপাত হইল। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ অক্টোবর তারিখে লণ্ডনের ব্যাপটিস্ট মিশনরী সোসাইটি ফেলিক্সকে সোসাইটির পাদরি নিযুক্ত করিলেন।

কিন্তু এই কাজে ফেলিক্সের মন সায় দেয় নাই। ধর্ম্মপ্রচার অপেক্ষা ছাপার কাজ ও ভাষাশিক্ষার কাজে তাঁহার আকর্ষণ বেশী। পিতা উইলিয়ম কেরী তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিভাগীয় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন; বাংলা ভাষায় পাঠ্য পুস্তকের অভাব দূর করিবার জন্য ফেলিক্স প্রাণপণে পিতার সহায়তা করিতে লাগিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় চ্যাপলেন বুকানন চীন মহাদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দুই জন কর্ম্মী প্রেরণ করিবার ব্যয় বাবদ ছয় শত পাউণ্ড শ্রীরামপুর-গোষ্ঠীর হাতে প্রদান করিলেন। ফেলিক্স (বয়স আঠারো) মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ অক্টোবর কলিকাতায় মার্গারেট কিন্‌সীকে (Margaret Kincey) বিবাহ করা সত্ত্বেও চীনে যাইবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিলেন। পিতা কেরী আপত্তি করিলেন না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চীন যাওয়া হইল না। জোহানেস লাসার নামক চীনা ভাষায় অভিজ্ঞ একজন আর্ম্মেনিয়ান শ্রীরামপুরে আসিলেন। স্থির হইল, তাঁহার নিকট এখানেই ভাষা শিক্ষা করিয়া চীনা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ ও মুদ্রণ করিয়া চীন অভিযান করা হইবে। ফেলিক্সের মন অত্যন্ত দমিয়া গেল। এত দমিয়া গেল যে, তিনি চীনা ভাষায় পাঠ লইলেন না।

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর টেলর নামক একজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীরামপুরে আসিলেন, ফেলিক্স তাঁহার নিকট হইতে চিকিৎসা-বিদ্যা, বিশেষ করিয়া অস্ত্রোপচার-বিদ্যা আয়ত্ত করিতে লাগিলেন; ধর্ম্মপ্রচার অপেক্ষা রোগীর রোগ নিরাময় করার কাজে তিনি অনেক বেশী উৎসাহ বোধ করিতে লাগিলেন। বহিঃপৃথিবীতে আপনার ভাগ্য পরীক্ষার গোপন

বাসনাও তাঁহার হইয়াছিল, চিকিৎসা-বিদ্যা জানা থাকিলে জীবনযুদ্ধে তিনি সহজেই জয়ী হইবেন। তিনি কলিকাতার হাসপাতালগুলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাত পাকাইতে লাগিলেন।

আবার সুযোগ উপস্থিত হইল। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় মিঃ চেটার ও মিঃ মার্ডন রেঙ্গুন গেলেন—সেখানে মিশন স্থাপন করা যায় কি না, ইহা যাচাই করিতে। মে মাসে তাঁহারা ফিরিলেন, কিন্তু মার্ডন পুনরায় যাইতে রাজী হইলেন না। ফেলিক্স যাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু

> Mr. Ward and Dr. Carey were averse to his removal; they considered that as he was familiar with the economy of a printing office, he will be able to supply Mr. Ward's place in case of necessity, and that his complete knowledge of Sanskrit and Bengalee would render him a valuable assistant in the translations.—J. C. Marshman: 'History of the Serampore Mission' Vol I, p. 298.

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১-১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখের জার্নালে কেরীও এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—

> Bretheren Marshman, Ward, myself and my son Felix are as fully employed as we can be in translating and printing the scriptures. Felix overlooks the printing: he examines the Shangskrit proofs, having studied that language.

কিন্তু ফেলিক্সের যাত্রা কেহ রোধ করিতে পারিল না। মিঃ চেটারের সহযোগী হিসাবে ক্যাপ্টেন টার্নবুলের নেতৃত্বে 'অ্যানা' নামক জাহাজে ১৮ নবেম্বর (১৮০৭) তিনি কলিকাতায় গেলেন এবং সেখান হইতে ২৯ নবেম্বর রওয়ানা হইয়া ২রা ডিসেম্বর সাগরদ্বীপে পৌঁছিলেন। সেখানে ফরাসী রণপোতবাহিনীর অত্যাচারের ভয়ে দীর্ঘ কাল কনভয়ের জন্য অপেক্ষা করিয়া ডিসেম্বর মাসের ২৯ তারিখ রেঙ্গুন রওয়ানা হইলেন।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে (পৃ. ৪১২-১৩) এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন--

> Mr. Felix Carey possessed much of his father's aptitude for the acquisition of languages, and looked forward with delight to the cultivation of the Burmese language and literature and the translation of the scriptures. It was a new and untrodden field of labour, well suited to his enterprising spirit. He was master of the Sanscrit language, and familiar with the principles of Oriental philology. He had also applied with success to the study of medicine, and walked the hospitals of Calcutta for several years [?]. He was twenty-two years of age when he entered on the undertaking, for which he was well trained in the school of Serampore. He had not been long at Rangoon before he found ample scope for his medical skill, and was thus enabled to obtain favourable access to the heathen. He was the first to introduce the blessing of vaccination into the country, and was so happy as to obtain permission, at the outset of his career, to operate on the child

of the governor. He soon discovered, to his delight, that the learned language of the country, the Pali, the parent of the vernacular tongue was a variety of the Sanscrit, adapted to the monosyllabic language of Burman. His literary progress was thus facilitated and he was enabled with the aid of a pundit, to compile a grammar of the Burmese language, and make a rough beginning with the translation of the scriptures.

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ফেলিক্স রেঙ্গুনে পৌছেন। তাঁহার স্ত্রী মার্গারেট ও দুইটি শিশুসন্তান বাংলা দেশেই রহিয়া যান। ব্রহ্মদেশে মিশনরীদের অসুবিধার অন্ত ছিল না। সেই সকল অসুবিধার কথা জানাইয়া ফেলিক্স শ্রীরামপুরে যে পত্র লেখেন, ১৪ই মে তাহা মিশনগোষ্ঠীর হাতে পৌছায়। ফেলিক্সের পত্নী ঠিক সেই সময়ে মারাত্মক অসুখ লইয়া শ্রীরামপুরে আসেন। ফেলিক্স সংবাদ পাইয়া জুলাই মাসের শেষ নাগাদ চলিয়া আসেন। মার্গারেট দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথমে একটি সন্তান প্রসব করিয়া মারা যান। তিনটি মাতৃহারা শিশুকে লইয়া ফেলিক্স অত্যন্ত মুশ্‌কিলে পড়েন, শেষ পর্য্যন্ত মনস্থির করিয়া মিশনগোষ্ঠীর হাতে সন্তানদের সমর্পণ করিয়া তিনি ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া যান। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের মধ্যে কয়েক বার শ্রীরামপুর যাতায়াত করিয়া তিনি পুনরায় ভাষা-শিক্ষার সুবিধার জন্য ব্রহ্মভাষাভাষী পোর্তুগীজ-কন্যা মিস ব্ল্যাক্‌-ওয়েলকে বিবাহ করেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ চেটার ব্যক্তিগত কারণে রেঙ্গুন মিশন পরিত্যাগ করিলে ফেলিক্সের স্কন্ধে মিশনের ভার সম্পূর্ণ অর্পিত হয়। প্রভুত্ব পাইয়া ফেলিক্সের মন বিচলিত হয় ও তিনি পার্থিব বস্তুর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ব্রহ্ম-ভাষার ব্যাকরণ ইতিমধ্যে রচিত এবং অভিধানও অংশত সঙ্কলিত হইয়াছিল, সেণ্ট ম্যাথু প্রভৃতি কয়েকটি মঙ্গলসমাচারের অনুবাদও ফেলিক্স করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় ব্রহ্মদেশীয় গবর্মেণ্টের সহিত ইংরেজ গবর্মেণ্টের মনান্তর উপস্থিত হইলে ফেলিক্স কেরীকে দোভাষীরূপে কাজ করাইবার জন্য ব্রহ্মদেশীয় গবর্নর বাধ্য করিতে চাহেন; ফেলিক্স অস্বীকার করিয়া রাজরোষে পতিত হন এবং মে মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত প্রায় দুই মাস ক্যাপ্টেন ক্যানিং পরিচালিত 'আমবয়না' জাহাজে সপরিবারে তাঁহাকে লুকাইয়া থাকিতে হয়। মে মাসে গোলযোগ মিটিয়া যায়। ফেলিক্স ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীরামপুর মিশনকে লেখেন—"আমি শ্রীরামপুরে গিয়া ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় একটি কি দুইটি মঙ্গলসমাচার ছাপাইতে চাই।" অত্যল্পকাল মধ্যে তিনি শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন। মঙ্গলসমাচার ছাপার সঙ্গে সঙ্গে ফেলিক্স-রচিত ব্রহ্মদেশীয় ব্যাকরণও ছাপা হইতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত রেঙ্গুন মিশনের প্রয়োজনে ব্যাকরণ ছাপার ভার পিতার হস্তে দিয়া ফেলিক্স নবেম্বর মাসের শেষে রেঙ্গুন চলিয়া যান। ছাপার কাজের সুবিধার জন্য ব্রহ্মদেশে একটি মুদ্রাযন্ত্র ও হরফাদি লইয়া যাইবার প্রস্তাবও ফেলিক্স করিয়া যান, মিশনগোষ্ঠীও ইহাতে সম্মত হইয়া অক্ষর প্রস্তুত করিতে থাকেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মার্চ ফেলিক্স রেঙ্গুন হইতে পিতাকে লেখেন—

By this conveyance I send you the remainder of my grammar; the list of Burman verbals; and a preface, which I must get you to look over: reject what you think improper, and make any addition you think is wanting. In my opinion a Palee translation of the scripture should be begun.

ঠিক এই সময়ে আভার রাজা ফেলিক্স-প্রদত্ত টীকার (Vaccination) গুণগান শুনিয়া নিজ পরিবারে টীকা দিবার জন্য ফেলিক্সকে আহ্বান করেন। ফেলিক্স রেঙ্গুন হইতে রাজধানী আভায় যান এবং রাজাকে তাঁহার কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে মুগ্ধ করিয়া এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে, তিনি আভাতে নিজের সম্পূর্ণ ব্যয়ে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া দিবেন, ব্রহ্মভাষায় পুস্তকাদি সেখানেই ছাপা হইবে। হঠাৎ টীকা-বীজ সম্পূর্ণ ফুরাইয়া যাওয়াতে ফেলিক্স স্বয়ং রাজার খরচায় ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি শ্রীরামপুর উপস্থিত হন; ইহার মাসাবধিকাল পূর্ব্বে—১৪ ডিসেম্বর (১৮১৩) উইলিয়ম কেরী অক্ষরাদি সম্পূর্ণ সরঞ্জাম সহ একটি মুদ্রাযন্ত্র ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করেন। ফেলিক্সও টীকার বীজ লইয়া রেঙ্গুনে উপস্থিত হন এবং পাকাপাকিভাবে আভায় বাস পরিবর্ত্তন করিবার আয়োজন করিতে থাকেন। প্রেরিত ছাপাখানাটি তত দিনে রেঙ্গুনে গিয়া পৌঁছে। আভার রাজা ফেলিক্স কেরীকে লইয়া যাইবার জন্য নৌকা প্রেরণ করেন। ফেলিক্স সপরিবারে ছাপাখানা সহ ২৩ মে তারিখে যাত্রা করেন, পথে এক স্থানে নৌকাটিকে সুসজ্জিত করিবার জন্য প্রায় তিন মাস বিলম্ব হয়। ৩১ আগস্ট তারিখ দ্বিপ্রহরে, ইরাবতী নদীবক্ষে প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়া নৌকাটিকে ডুবাইয়া দেয়। ফেলিক্সের চোখের সম্মুখে তাঁহার স্ত্রী, পুত্র উইলিয়ম এবং কন্যা সলিল-সমাধি লাভ করেন; ছাপাখানার সমস্ত সরঞ্জাম, ব্রহ্মভাষার অভিধানের, কয়েকটি মঙ্গলসমাচারের বর্ম্মী অনুবাদের এবং বৌদ্ধ সুত্তের ইংরেজী অনুবাদের পাণ্ডুলিপি এক নিমেষে বিনষ্ট হইয়া যায়। সর্ব্বস্ব হারাইয়া ফেলিক্স প্রায় পাগলের মত রাজধানী আভাতে উপস্থিত হন। রাজা অত্যন্ত সহৃদয়ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করেন এবং তাঁহার চিত্ত স্থির হইলে তাঁহাকে রাজদূত করিয়া বিশেষ জাঁকজমকের মধ্যে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। রাজকীয় ধনভাণ্ডার তাঁহার জন্য উন্মুক্ত হয়, তাঁহাকে একটি খেতাব দেওয়া হয়। তিনি কলিকাতার রাস্তায় পঞ্চাশ জন অনুচর ও ছত্রধারী প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া বিশেষ আড়ম্বরের সহিত চলাফেরা করিতে থাকেন। তিনি অতিরিক্ত মদ্যপান করিতে শিখেন এবং অমিতাচারের জন্য বারংবার ঋণজালে এমন জড়াইয়া পড়েন যে, পুত্রকে ঋণমুক্ত করিবার জন্য উইলিয়ম কেরী অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন। পুত্রকে মিশনরী হইতে "অ্যাম্বাসাডারে" রূপান্তরিত হইতে দেখিয়াও উইলিয়ম কেরী মর্ম্মাহত হন। কিন্তু রাজদূত হিসাবে কাজ করিবার যোগ্যতা ফেলিক্সের ছিল না। কয়েকটি ব্যাপারে তাঁহার অক্ষমতা দেখিয়া ব্রহ্মদেশের রাজা এমনই চটিয়া যান যে, সেই বৎসরের শেষে রেঙ্গুনে ফিরিয়া ফেলিক্সকে প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন বৎসর-কাল ফেলিক্স পূর্ব্ব-ভারতবর্ষের অরণ্য-পর্ব্বতে অত্যন্ত হীনভাবে জীবনযাপন করেন। জন ক্লার্ক মার্শম্যান তাঁহার শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাসে (২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪-৫৫) এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

...for several years he was entirely lost to the cause. He wandered among the independent provinces to the east of Bengal, and passed through a series of adventures by land and by sea, which would appear incredible even in a novel. At one time he repaired to the court of one of the barbarous chiefs on the frontier, and was constituted his prime minister and generalissimo and led his forces to a conflict with the Burmese, in which from his utter ignorance of even the rudiments of military science, he was ignominously defeated, and obliged to take refuge in the jungles. After three years of this wild and romantic life, he accidentally fell in with Mr. Ward, at Chittagong, and was persuaded to return to repose and usefulness at Serampore.

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় ওয়ার্ড নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য জলপথে চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়া ফেলিক্সকে অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন অবস্থায় দেখিতে পান। দীর্ঘকাল তাঁহার কোনও সংবাদই পাওয়া যাইতেছিল না। তিনি বাংলা দেশের পূর্ব্বসীমান্তে বন্য জাতিদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন; কাছাড়, জয়ন্তীয়া, মণিপুর হইয়া চীনের সীমান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু পরবর্ত্তী পথ অতিশয় দুর্গম বিধায় চীন পৌছিতে পারেন নাই। হতাশ হইয়া তিনি ত্রিপুরার পার্ব্বত্য অঞ্চল ভেদ করিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক ভবঘুরেবৃত্তি চরিতার্থ এবং বিভিন্ন বন্য ও পার্ব্বত্য জাতির ভাষা ধর্ম্ম আচার-ব্যবহারাদি অনুশীলন করিয়া তিনি এক প্রকারের আনন্দ পাইতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনের কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। ওয়ার্ড তাঁহাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া শ্রীরামপুরে লইয়া আসিলেন এবং বৃদ্ধ কেরী ও মার্শম্যান তাঁহাকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি পুনরায় ছাপা ও অনুবাদের কাজে পিতার সহযোগী হইলেন এবং বাংলাভাষাসম্পর্কে তাঁহার কাজ এখন হইতে আরম্ভ হইল।

ইতিপূর্ব্বে ১৮১২ হইতে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার অনূদিত ব্রহ্মভাষায় দুই-একটি মঙ্গলসমাচার মুদ্রিত হইয়াছিল এবং ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুন হইতে 'A Grammar of the Burman Language to which is added a list of the simple roots from which the language is derived' বইখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রহ্মভাষার অভিধান ও সংস্কৃত অনুবাদ সহ পালি ব্যাকরণও তিনি রচনা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই পুস্তকে বাংলা অনুবাদও ছিল।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কাল হইতে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ নবেম্বর ফেলিক্সের মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন শান্তিপূর্ণ ও কর্ম্মবহুল। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন; জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না, তাঁহাকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ডাক্তারেরা চীনে পাঠাইতে উপদেশ দেন, কিন্তু চীনযাত্রার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। ছয় মাস রোগভোগের পর পিতার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৬ নবেম্বরের 'সমাচার দর্পণ' লেখেন—"মোকাম শ্রীরামপুরে ফিলিক্স কেরি সাহেব ১০ নবেম্বর রবিবার বেলা তিন প্রহরের সময়

পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন ইনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বর্ম্মা প্রভৃতি বিদ্যোপার্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যার খ্যাতি অসাধারণরূপে বহু দেশব্যাপিনী ছিল।...আর কয়েক রকম ভাষাতে বাইবেলের পুরুপ পড়িতেন...।" 'The Story of the Lall-Bazar Baptist Church' পুস্তকে (১৯০৮) ই. এস. ওয়েঙ্গার লিখিয়াছেন, "তাঁহার বিধবা পরে রেভারেণ্ড জে. উইলিয়াম্‌সনকে বিবাহ করেন।" ইহা হইতে অনুমান হয়, শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি তৃতীয় বার বিবাহ করিয়াছিলেন।

ফেলিক্স কেরী ও বাংলা ভাষা

ফেলিক্স কেরীর সহিত বাংলা ভাষার সম্পর্ক এই হিসাবে ঘনিষ্ঠ যে, তিনি ঠিক বাঙালীদের মত বাংলা লিখিতে ও বলিতে পারিতেন। বস্তুত বাংলা ভাষা তাঁহার দ্বিতীয় মাতৃভাষা ছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভবঘুরের জীবন সমাপ্ত করিয়া শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত তিনি যদিও বাংলা ভাষায় উপরে-উল্লিখিত পালি ব্যাকরণের অনুবাদ ছাড়া কিছুই লেখেন নাই, কিন্তু বাইবেলের অনুবাদে এবং পিতার ইংরেজী-বাংলা অভিধান রচনায় তাঁহার যে বিশেষ হাত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ রামকমল সেন (কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ) তাঁহার ইংরেজী-বাংলা অভিধানটি মুদ্রণের নিমিত্ত কলিকাতার কোনও ছাপা-খানায় প্রদান করেন, কিন্তু বইখানির বিপুল আয়তনের জন্য অমুদ্রিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। পরে শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসে উহা মুদ্রণের জন্য দেওয়া হইলে ফেলিক্স সেই অভিধানটিকে নূতন সংক্ষিপ্ত আকারে সম্পাদন করিতে থাকেন; স্থির হয়, রামকমল সেন ও ফেলিক্স কেরী উভয়ের নামে উহা প্রকাশিত হইবে। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া যায়, ছাপা আরম্ভ হয়, কিন্তু ফেলিক্সের মৃত্যুর জন্য তাহা আর অগ্রসর হয় নাই।* রামকমল সেনের মূল অভিধান ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দুই বৃহৎ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ফেলিক্সের অভিধান সম্পর্কে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মার্চ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি বাহির হয়—

> "ইংরেজী বাঙ্গালী অভিধান।—শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ও শ্রীযুত রামকমল সেন কর্ত্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষাতে এক অভিধান তর্জ্জমা হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইতেছে সে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে দুই বালামে কমবেশ হাজার পৃষ্ঠা হইবেক। যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকেরদিগের লইতে হইলে সত্তরি টাকা লাগিবেক যাহারদিগের সহী করিবার বাসনা থাকে তাহারা হিন্দুস্থানীয় প্রেসে শ্রীযুত পেরেরা সাহেবের নিকটে কিম্বা মোকাম লালবাজারে শ্রীযুত থ্যাকর সাহেবের নিকটে কিম্বা শ্রীরামপুরের শ্রীযুক্ত ফিলিক্স কেরি সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক।" 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ১ম খণ্ড (২য় সং) পৃ. ৭০।

ফেলিক্স ফিরিয়া আসিবার পর বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র মাসিক 'দিগদর্শন' (এপ্রিল ১৮১৮) শ্রীরামপুরের মিশনরী-গোষ্ঠী হইতে প্রকাশিত হয়। ফেলিক্সের মৃত্যুর পর

* রামকমল সেনের অভিধান—ভূমিকা ৬-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

'সমাচার দর্পণে' (১৬ নবেম্বর '৮২২) যে সংবাদ বাহির হয়, তাহাতে ফেলিক্সের রচনা-বলীর মধ্যে 'দিগদর্শনে'র উল্লেখ আছে; যথা, "কলিকাতার স্কুলবুক সোসাইটির কারণ দিগদর্শন।" আজ সঠিক নির্দ্ধারণের উপায় না থাকিলেও অনুমান হয়, 'দিগদর্শনে'র বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলি সমুদয়ই ফেলিক্সের রচনা। এইগুলিই পরবর্ত্তী কালে রামমোহন রায়ের 'সম্বাদ কৌমুদী'তে পুনর্মুদ্রিত হইয়া রামমোহনের রচনা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সপ্তম ভাগ বা অক্টোবর ১৮১৮ সংখ্যায় "ছাপা কর্ম্মের উৎপত্তির বিবরণ" ফেলিক্সের লেখা বলিয়া বোধ হয়। দশম ভাগ বা ১৮১৯ এর জানুয়ারি হইতে "হিন্দুস্থানের ইতিহাস" ধারাবাহিক ভাবে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কাল পর্য্যন্ত বাহির হয়। ইহাও ফেলিক্সের রচনা হওয়া অসম্ভব নহে।

ফেলিক্সের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি 'বিদ্যাহারাবলী।' ইংরেজী ভাষায় 'এনসাইক্লোপীডিয়া' বিখ্যাত গ্রন্থ। বাংলা ভাষায় এই জাতীয় একখানি সুবৃহৎ কোষ-গ্রন্থ রচনার বাসনা ফেলিক্সের হয়, তাঁহার মত দুঃসাহসী "অ্যাড্ভেন্চেরারে"ই এইরূপ ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কালে এই ইচ্ছা স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। তিনি 'বিদ্যাহারাবলী' নাম দিয়া এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার পঞ্চম সংস্করণের অনুবাদ কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি নিজে চিকিৎসা-বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন, অস্ত্রোপচারেই তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল, তিনি স্বভাবতই অ্যানাটমি বা ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা দিয়া 'বিদ্যাহারাবলী' আরম্ভ করিলেন। ইহা যে কত বড় দুরূহ কাজ, এই পুস্তকটি যিনি চোখে দেখিবার সুযোগ পাইবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। পরিভাষার অভাব, দুরূহ এবং অভিনব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বর্ণনায় ভাবের অভাব, কিছুতেই তাঁহাকে দমাইতে পারে নাই। তিনি অদম্য উৎসাহে দুই-একজন পণ্ডিত এবং পিতা উইলিয়াম কেরীর সাহায্য লইয়া কাজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুনের 'সমাচার দর্পণে' সর্ব্বপ্রথম এই পরিকল্পনার কথা এই ভাবে প্রকাশিত হয়—

> "নূতন পুস্তক।—শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংলণ্ডীয় পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাহারাবলী নামে যে এক নূতন পুস্তক বাঙ্গালি ভাষায় করিয়া মোং শ্রীরামপুরে ছাপা করিতেছেন ইহাতে নানাপ্রকার বিদ্যার কথা আছে ঐ গ্রন্থের মধ্যে আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দ একাকার কাগজেতে এবং অক্ষরেতে মাস মাস ছাপা হইবেক। ঐ আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দ্দেতে এক নম্বর দেওয়া যাইবেক ঐ এক এক নম্বরের মূল্য ২ টাকা।"

প্রথম খণ্ড 'বিদ্যাহারাবলী' প্রকাশিত হয় ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখে, পৃষ্ঠা ৪৮। গোড়াতেই ফেলিক্স কেরীর একটি নিবেদন ছিল। সেটি উদ্ধৃত করিতেছি—

"বিদ্যাহারাবলীনাম গ্রন্থ লওনের নিমিত্তে

যাঁহারা স্বীকৃত হইয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন কিম্বা ইহার পরে করিবেন তাঁহারদিগের প্রতি

যেং ফিলিক্স কেরি সাহেবের পত্রমিদং।

। ১। যেমত অন্য২ দেশে মনুষ্যজাতি দুইপ্রকার অর্থাৎ মূর্খ এবং জ্ঞানী তদ্রূপ এতদ্দেশেতেও

আছে। মূর্খেরা সর্ব্বদা পশুবৎ তাহারদিগের মধ্যে কেহ জ্ঞানাভিলাষী নয় কিন্তু নিতান্ত বিদ্বান যে ব্যক্তি তিনি তদ্রূপ নন তাঁহার চিত্ত অন্যপ্রকার কোনো এক বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর হইলে কিম্বা কোনো এক সময় কোন শিল্পকর্ম্ম দেখিলে যাবৎ সে বিষয়ের হেতু কিম্বা সে বিদ্যার আদ্যোপান্তকারণ জ্ঞাত না হন তাবৎ তাহার মনে কোনো সুখ প্রবিষ্ট হইতে পারে না যেহেতুক বিদ্বানেরদিগের মন সর্ব্বদা বর্দ্ধিষ্ণু এবং এক বিষয় জ্ঞাত হইলে তাহাতে ক্ষান্ত নন কিন্তু সর্ব্বদা আরো জ্ঞাত হইতে বাঞ্ছা করেন।

। ২। পুনশ্চ ঐ বিদ্বানেরদিগের মধ্যে দুইপ্রকার লোক আছেন প্রথমতঃ যাঁহারা বিদ্যাভ্যাসকরণে আরম্ভমাত্র করিয়াছেন দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা স্বদেশীয় সর্ব্বশাস্ত্রেতে প্রজ্ঞ হইয়া অন্য২ দেশীয় বিদ্যাবিষয়েও জ্ঞাত হওনে অত্যন্তাকাঙ্ক্ষী। এই দুইপ্রকার লোকের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যাভ্যাস করণে কেবল আরম্ভ মাত্র করিয়াছেন তাঁহারদিগের নিমিত্তে এইক্ষণে কলিকাতায় এবং অন্য২ স্থানে সাহেবানেরা এবং অন্য২ ভাগ্যবান এতদ্দেশীয় লোকেরা হিন্দুস্থানের মধ্যে বিদ্যাবাহুল্যের জন্যে অনেক২ আয়োজন করিতেছেন এবং ঈশ্বরকৃপায় আরো হউক কেননা বিদ্যা সমুদ্রের ন্যায় তাহার অন্ত পাওয়া অতিদুঃসাধ্য।

। ৩। যাঁহারা বিদ্যাভ্যাসে নূতন প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারা ঐ সাহেবান এবং এতদ্দেশীয় অন্য২ ভাগ্যবান এবং বিশিষ্ট লোকেরদিগের আয়োজন দ্বারা এবং গ্রন্থ দ্বারা নানা বিদ্যার আদি প্রকরণ জ্ঞাত হইতে পারেন এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানেতে বর্দ্ধিত হইলে অবশ্য তদ্গ্রন্থের সমস্ত মূল গ্রন্থ জ্ঞানেচ্ছুক হইবেন অতএব তাঁহারদিগের জ্ঞান যেন অধিক রূপেতে বর্দ্ধিত হয় এতৎপ্রযুক্ত ইউরোপীয়দিগের গ্রাহ্য ভাবদায়ুর্ব্বেদশিল্পবিদ্যাদিগ্রন্থাবলী ছাপা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু অধিকন্তু যাঁহারা বহুকালাবধি ইউরোপ জাতীয়েরদিগের নানা জ্ঞান এবং বিদ্যা দেখিয়া অতিচমৎকৃত হইয়া সে সকল জ্ঞান এবং সে সকল বিদ্যা কিরূপে এবং কিপ্রকার প্রথমতঃ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার কিছু নির্ণয় করিতে পারেন নাই এমত স্বদেশীয় সর্ব্বশাস্ত্রেতে বিজ্ঞ হওনানন্তর অন্য২ ইউরোপ-জাতীয় বিদ্যাভ্যাসেচ্ছুক হইয়াছেন তাঁহারদিগের জ্ঞানবর্দ্ধনার্থে এবং অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদি দেশেতে ইউরোপীয় ভাবদায়ুর্ব্বেদশিল্পবিদ্যাদিবর্দ্ধনার্থে এবং ভাবদ্বিষয়ের আদ্যোপান্ত কারণ জ্ঞাপনার্থে এই বিদ্যাগ্রন্থ সমস্ত ক্রমেতে তর্জ্জমা হইয়া ছাপা হইবেক।

। ৪। এই গ্রন্থের প্রথম নম্বর অদ্য শ্রীরামপুরের ছাপাখানাহইতে নির্গত হইয়াছে এবং যদি এই গ্রন্থ সর্ব্বগ্রাহ্য হয় এবং সকলে যদি এতৎকার্য্যে সাহায্যকরণাকাঙ্ক্ষী হন তবে ক্রমে যাবৎ এক২ করিয়া ভাবদ্বিদ্যাগ্রন্থ সমাপ্তি না হয় তাবৎ প্রতি মাসে প্রথম দিবসে এক২ নম্বর ছাপা হইবেক। তৎপর যখন এক২ বিদ্যাগ্রন্থ ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ হইবেক তখন সমাচার দেওয়া যাইবে তাহাতে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারা প্রতি মাসের নম্বর একত্র করিয়া বই বাঁধিতে পারিবেন ইতি। ইংরাজী সন ১৮১৯ আক্তোবর মাসের প্রথম তারিখ। বাঙ্গলা ১২২৬ শন ১৬ আশ্বিন।"

চৌদ্দ মাস ধরিয়া ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাসের ১লা তারিখে ৪৮ পৃষ্ঠা হিসাবে 'বিদ্যাহারাবলী' বাহির হইয়া সূচী ইত্যাদি সহ মোট ৬৩৮ পৃষ্ঠায় প্রথম গ্রন্থ অর্থাৎ ব্যবচ্ছেদবিদ্যা সমাপ্ত হয়। মোট মূল্য ধার্য্য হয় ১৪×২৲ = ২৮৲। মূলগ্রন্থের টাইটেল-পেজ—

বিদ্যাহারাবলী / অর্থাৎ / বাঙ্গালাভাষায়কৃত ইউরোপীয় সর্ব্বগ্রাহ্য তাবৎ আয়ুর্ব্বেদশিল্প / বিদ্যাদি মূল গ্রন্থাবলী। / তৎপ্রথমগ্রন্থ। / ব্যবচ্ছেদবিদ্যা।

ইহারই অনুরূপ একটি ইংরেজী টাইটেল-পেজও আছে। প্রথম খণ্ডের টাইটেল-পেজ এইরূপ—

ব্যবচ্ছেদবিদ্যা। / ফিলিক্স কেরিকর্তৃক / পঞ্চমবারছাপাকৃত এনসাক্লোপেদিয়াব্রিটানিকানাম-গ্রন্থাবলীহইতে বাঙ্গালাভাষায় কৃত। / গরিষ্ঠ উলিআম কেরিকর্তৃক তর্জ্জমাবিবেচিত / শ্রীকান্ত-বিদ্যালঙ্কারকর্তৃক ভাষাবিবেচিত এবং শ্রীকবিচন্দ্র / তর্কশিরোমণিকর্তৃক সাহায্যীকৃত। / শ্রীরামপুরে মিশিয়ন্ ছাপাখানাতে ছাপাকৃত। / সন ১৮২০

ইহারও অনুরূপ ইংরেজী টাইটেল-পেজ আছে। সূচী ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই দেওয়া আছে।

বিষয়ের দুর্ব্বোধ্যতা ও দুরূহতা বিবেচনা করিলে ফেলিক্স যে ভাষায় এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার প্রশংসা না করিয়া উপায় নাই; পুস্তকের শেষে দীর্ঘ ঊনচল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যাভিধান অর্থাৎ এই বিষয়ের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা এই পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এই পুস্তকের পরিভাষার দুরূহতা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কথা উঠিয়াছিল, কারণ, তৃতীয় সংখ্যা (ডিসেম্বর ১৮১৯) হইতে মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ফেলিক্স কেরী-রচিত দুইটি শ্লোক মুদ্রিত হইয়াছে। যথা—

সর্ব্বজ্ঞাপনার্থকশ্লোকদ্বয়মিদং।

গ্রন্থে নির্ণীতমত্রামররভসজটাবিশ্বকোষেষু দৃষ্টৈঃ।
শিষ্টৈঃ প্রাচীনশব্দৈঃ সকলজনমুদেহস্থ্যাদিশারীরতত্ত্বং।
যৎকোষানাপ্তনামা পরমপি রচিতৈঃ কেবলৈর্যৌগিকৈস্তৎ।
যুষ্মাভির্ব্বেদ্যমুচ্চৎসুবিমলমতিভিঃ সাধুসন্ধানপূর্ব্বং।

গ্রন্থাত্রাস্মিন্নবদ্যং কমপি যদি পদন্যাসমেবাপ্যবোধ্যং।
সদ্ভো বোধ্যং প্রসিদ্ধং বিদধতু ভবতাং সম্মতং সম্মতঞ্চেৎ।
কিন্ত্বেতদ্বচ্ম্যবশ্যং পদগতবিষয়ং জ্ঞাপয়িত্বা বিশেষং।
কুর্ব্বীরংস্তেন মাঞ্চাপরমপি পরমানন্দসন্দোহযুক্তং।

ইহার অর্থ—

অমর, রভস, জটাধর, বিশ্বকোষ প্রভৃতি কোষগ্রন্থে যে সকল প্রাচীন শিষ্ট শব্দ দেখা যায়, সকলের আনন্দবিধানার্থ এই গ্রন্থে সেই সকল শব্দের সাহায্যে অস্থ্যাদি শারীরতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। আর যে সকল শব্দ কোষসমূহে পাওয়া যাইবে না, তাহাদিগকে কেবল যৌগিক ও সাধু শব্দসকলের মিলন দ্বারা রচিত বলিয়া উদীয়মান সুবিমলবুদ্ধিশালী আপনারা জানিবেন।

এই গ্রন্থে যদি কোনও পদন্যাসকে অবোধ্য ও নিন্দনীয় দর্শন করেন, তবে তৎক্ষণাৎ সেই পদকে আপনাদের ও সজ্জনগণের সম্মত, প্রসিদ্ধ ও বোধযোগ্যরূপে পরিবর্ত্তিত করিবেন। কিন্তু ইহাও বলিতেছি যে, সেই পদগত বিষয় ও তাহার বিশেষ জানাইয়া, তদ্দ্বারা আমাকে ও অন্যান্যকে অবশ্যই পরমানন্দিত করিবেন।

পুস্তকের মলাটের "ইস্তাহার" হইতে জানা যায় যে, ব্যবচ্ছেদবিদ্যাসংক্রান্ত ছবি বা প্লেট স্বতন্ত্র মুদ্রিত হইয়া সম্ভবতঃ আট আনা মূল্যে প্রত্যেকটি বিক্রীত হইয়াছিল। প্রথম খণ্ডের শেষে ফেলিক্স কেরীর গোড়ার নিবেদনটি (যাহা পত্রাকারে উপরে মুদ্রিত হইয়াছে) একটু বাড়াইয়া ছাপা হইয়াছে। প্রথম তিন প্যারা যথাযথ রাখিয়া চতুর্থ প্যারা হইতে নিবেদনটিতে ৪ হইতে ১০ প্যারা নূতন যোজিত হইয়াছে। নূতন ৪—৭ প্যারা এইরূপ—

। ৪ । অপর সকল বিদ্যাগ্রন্থে সংজ্ঞাশব্দ না হইলে নির্ব্বাহ হয় না অতএব যে স্থানে উপযুক্ত-সংজ্ঞা পাওয়া গিয়াছে তাহাই গৃহীতা হইয়াছে কিন্তু যেং স্থানে উপযুক্তসংজ্ঞা পাওয়া যায় নাই সেইং স্থানে সাধ্যানুসারে সংস্কৃতসংজ্ঞা গঠান গিয়াছে এবং তদ্বিষয়ে এতদ্দেশীয় ভাবদগ্রন্থ আলোচিত হইয়াছে। অপর কতি উপযুক্তসংজ্ঞা গঠনই অতি দুঃসাধ্য কার্য্য অতএব এই বিদ্যাহারাবলীগ্রন্থেতে যেং সংজ্ঞা অনুপযুক্তা বোধ হয় সেই সকল জ্ঞাত করাইলে এবং তৎপরিবর্ত্তনে অন্য সংজ্ঞা দেওনে পারক হইলে অত্যাহ্লাদবিষয় হয় জানিবেন।

। ৫ । অপর কেহং বিবেচনা করিয়া কহিয়াছেন যে সকলের সুবোধগম্য গ্রন্থ ছাপা কর না কেন এবং সহজ ভাষায় কিজন্যে রচনা কর না তদ্বিষয়ে উত্তর করি যে ভাবদ্বিদ্যাগ্রন্থ কঠিন অতএব সহজ ভাষায় তর্জ্জমা প্রায় হয় না। অপর ইহাও বিবেচনা করুন যে বহুভ্যাসব্যতিরিক্ত কোনো এক বিদ্যাজ্ঞ হওয়া যায় না এবং যাঁহারা অভ্যাস করে তাঁহারদের মধ্যে সকলেই পরিপক্ক হন না তবে অনেক বিদ্যাতে সকলেই কিপ্রকারে হঠাৎ পরিপক্ক হইতে পারিবেন।

। ৬ । অপরঞ্চ ইংলণ্ডীয় ভাবদ্বিদ্যাগ্রন্থ তর্জ্জমা করিয়া ছাপা করা অতিবৃহৎ কার্য্য এবং অল্পকালে সম্পূর্ণ হইতে পারে না তাহাতে সকলের সন্তোষ জন্মান অসাধ্য যেহেতুক সকল বিদ্যাই কঠিন। অপর সকলের প্রতি সকল বিদ্যা সমান সন্তোষজনিকা নয় তৎপ্রযুক্ত এবং অর্থশাস্ত্র সর্ব্বলোকার্থে সুগম করণ প্রায় অসাধ্য তৎপ্রযুক্ত যেং বিদ্যাগ্রন্থে সকলের সন্তোষ এবং হিত জন্মে তাহাই প্রথমে তর্জ্জমা করণের বাঞ্ছা ছিল কিন্তু তদ্বিষয়ে বাধিত হওয়ার কারণ জানাই বিশেষতঃ যে কোনো বিদ্যা বা হউক তাহার মূল গ্রন্থ অগ্রে না ছাপাইলে তন্নির্ভরকারী অন্যং বিদ্যাগ্রন্থ শুদ্ধ হয় না অতএব দ্বিরুক্তিনিবারণার্থে এবং সংজ্ঞাশব্দ স্থিরকরণার্থে অনুমান হইল যে ব্যবচ্ছেদবিদ্যা এবং কিমিয়াবিদ্যা অর্থাৎ রসায়নবিদ্যা সম্পূর্ণ পূর্ব্বে চিকিৎসাবিদ্যা এবং অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যা এবং ঔষধভেদবিদ্যা আরম্ভকরণে অনেক বাধা জন্মিবে।

। ৭ । অতএব প্রথমতঃ ব্যবচ্ছেদবিদ্যা ছাপান গিয়াছে ইহার পরে রসায়নবিদ্যা এবং সংসারবিদ্যা এবং ঔষধচিকিৎসাবিদ্যা এবং অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যা এবং ঔষধনির্ম্মাণবিদ্যা ইত্যাদি ক্রমেতে ছাপাকরণের বাঞ্ছা আছে কিন্তু এইক্ষণে স্বাক্ষরকারির ন্যূনতাপ্রযুক্ত এবং স্মৃতিশাস্ত্র ছাপানের অগ্রে প্রয়োজনপ্রযুক্ত আগামি সালে স্মৃতিশাস্ত্র ছাপান যাবে পরে কথিত বিদ্যা পূর্ব্ব-বাক্যানুসারে ক্রমেতে ছাপান যাইবে।

ফেলিক্স কেরী স্বয়ং যদিও স্বাক্ষরকারী অর্থাৎ গ্রাহকের ন্যূনতার কথা লিখিয়াছেন, পাদরি লং কিন্তু তাঁহার "ক্যাটালগে" বলিয়াছেন "there were 300 native subscribers to it"। আমাদের মনে হয়, লঙের খবর সত্য নহে, মাসিক ছয় শত টাকা আয় হইলে 'বিদ্যাহারাবলী' বন্ধ হইত না।

"ব্যবচ্ছেদবিত্তা"র ভাষার নিম্নোদ্ধৃত নমুনা দুইটি দেখিলে ১৩৬ বৎসর পূর্ব্বে ফেলিক্স কি দুঃসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিব—

(ক) ঐ ব্যবচ্ছেদবিত্তাভ্যাসকরণে সুগমার্থে চিকিৎসকেরা ব্যবচ্ছেদবিত্তাকে দুই ভাগ করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। প্রথমতঃ (আনাতোমি) অর্থাৎ শরীর কোন দ্রব্যদ্বারা নির্ম্মিত এবং ঐ শরীরের প্রত্যেক অবয়ব কিপ্রকার এবং কিসের দ্বারা সম্মিলিত। দ্বিতীয়তঃ (ফিসিওলজি) অর্থাৎ দৃশ্যাদৃশ্যবস্তুর সংযোগবিত্তা ফলতঃ শরীরের মধ্যে যে২ দ্রব্য আছে সে সকল কি প্রকার এবং কাহার দ্বারা চালিত হন তদ্বিত্তা।

শরীর ঘন এবং দ্রব বস্তুদ্বারা নির্ম্মিতপ্রযুক্ত ব্যবচ্ছেদকেরা ব্যবচ্ছেদবিত্তাকে দ্বিধা করিয়াছেন।

। ১ । শরীরমধ্যে ঘনবস্তুর ব্যবচ্ছেদবিত্তা।

। ২ । দ্রববস্তুর ব্যবচ্ছেদবিত্তা।

। প্রথমতঃ । এই দুই বিত্তার মধ্যে প্রথম ঘনবস্তুর নির্ণয় করি। শরীরের মধ্যে যে২ বস্তু দ্রবীভূত নহে তাহা ঘন এবং ঐ ঘন বস্তুকেও ব্যবচ্ছেদকেরা দ্বিধা করিয়াছেন। বিশেষতঃ

। ১ । অস্তিঘন অর্থাৎ অস্থি। ঐ অস্তিঘন বস্তুর ব্যবচ্ছেদবিত্তাকে (অস্তিওলজি) অর্থাৎ অস্থিবিত্তা কহিয়াছেন ফলতঃ অস্থির নির্ণয়।

। ২ । ন্যূনঘনবস্তু। ব্যবচ্ছেদকেরা ঐ ন্যূনঘনবস্তুর (সার্কোলজি) সংজ্ঞা করিয়াছেন অর্থাৎ মাংসনির্ণয়বিত্তা।

এই স্থানে আমারদিগের এ কথা কথন উচিত যে ঐপ্রকার ঘন এবং দ্রববস্তু নামেতে শরীরের পৃথক২ নির্ণয়করণ প্রথমতঃ সাধারণ লোকেরদিগের মূর্খতাতে উৎপন্ন হইয়াছিল যেহেতুক তাহারা শরীরের মধ্যে কেবল মাংস এবং অস্থি এই উভয় ভেদজ্ঞ ছিল। শরীরের মধ্যে অনেকপ্রকার কোমল এবং মাংসবংশপ্রযুক্ত ব্যবচ্ছেদকেরা মাংসবিত্তা বহুধা করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। পৃ. ১-২

(খ) মাংসপেশীর ক্রীড়াবিষয়ে আমরা ইহা নিশ্চয় জানি যে মাংসপেশীর ক্রীড়াসময়ে তন্তু-সমস্ত খর্ব্ব এবং স্ফীত হয় কিন্তু ঐ সমস্ত কিপ্রকারে হয় তাহা কথনে অক্ষম। তদ্ভিন্নও ইহা আমরা নিশ্চয় জানি যে মাংসপেশীর ক্রীড়াবিষয়ে শিরার প্রয়োজন আছে যেহেতুক মাংসপেশীতে গমনকারিণী কোনো এক শিরা রজ্জুদিয়া বদ্ধ করিলে কিম্বা ছিন্ন করিলে ঐ মাংসপেশী ক্রীড়াকরণে অক্ষম হয়। অপর মাংসপেশীতে প্রবেশকারিণী কোনো এক রক্তপ্রবাহক নাড়ী রজ্জুদ্বারা ঐরূপে বদ্ধ করিলে ঐ মাংসপেশীও ক্রীড়াকরণে অক্ষম উহাতে প্রমাণ হয় যে মাংসপেশীর ক্রীড়নবিষয়ে রক্তপ্রবাহেরও প্রয়োজন আছে তাহাতে পক্ষাঘাতরোগের কারণ অনুসন্ধান করিলে মাংসপেশীতে পাওয়া যায় না কিন্তু মাংসপেশীগমনকারিণী শিরাতে কিম্বা মস্তিষ্কের কিম্বা কশেরুকামজ্জার শিরাতে পাওয়া যায়। পৃ. ১২৮

'বিত্তাহারাবলী'র দ্বিতীয় গ্রন্থ স্মৃতিশাস্ত্র Jurisprudence (পীয়ার্স কেরী)। ফেলিক্স কেরীর মৃত্যুর পর 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'তে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে ফেলিক্সের রচনাবলীর মধ্যে "A work on law in Bengalee, not finished at press" এই উল্লেখ আছে। 'সমাচার দর্পণে'র মৃত্যুসংবাদেও (১৬ই নবেম্বর ১৮২২) আছে "স্মৃতি

নামে এক পুস্তক ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা" করিতেছিলেন। 'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা'র সর্ব্বশেষ নিবেদনে (উপরে উদ্ধৃত) স্মৃতিশাস্ত্র প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি আছে। 'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা'র শেষ খণ্ড বাহির হয় ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের ১লা। তাহার পর দুই মাস 'বিদ্যাহারাবলী' প্রকাশ বন্ধ থাকে। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিতীয় গ্রন্থ 'স্মৃতিশাস্ত্রে'র প্রথম সংখ্যা বাহির হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪০। মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় এই বিজ্ঞপ্তিটি দেওয়া হয়—

> স্মৃতিশাস্ত্র সুবোধার্থে যোগ্যশব্দ গঠন অতি দুঃসাধ্যপ্রযুক্ত বিদ্যাহারাবলী গ্রন্থের এই নম্বরের অনেক গৌণ হইয়াছে কিন্তু ইহার পর পূর্ব্বরীত্যনুসারে মাসে২ এক২ নম্বর ছাপা হইবে। এই নম্বর অবধি করিয়া এক২ পৃষ্ঠেতে পংক্তির সংখ্যা অধিক হওয়াতে কেবল চল্লিশ পৃষ্ঠ এক২ নম্বরে ছাপান যাইবে ইতি।

মূল্য প্রতি সংখ্যা পূর্ব্ববৎ দুই টাকাই ধার্য্য হয়। 'স্মৃতিশাস্ত্রে'র ২য় সংখ্যা যথারীতি মার্চ মাসেই বাহির হয়, কিন্তু মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় এই "ইস্তিহার" দেওয়া হয়—

> স্বাক্ষরকারিরদের অভাবপ্রযুক্ত এই বিদ্যাহারাবলী গ্রন্থ এই অবধি করিয়া মাসে২ নম্বর২ রূপে ছাপা না হইয়া উত্তরোত্তর অল্পে২ ছাপা হইয়া এক২ গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে বই বান্ধিয়া দেওয়া যাইবে ইতি।

অর্থাৎ 'বিদ্যাহারাবলী'র প্রকাশ এইখানেই সমাপ্ত হয় এবং 'স্মৃতিশাস্ত্র'ও এই পর্য্যন্ত ছাপা হইয়া বন্ধ হইয়া যায়।

'স্মৃতিশাস্ত্র' বিষয়টিই এরূপ দুরূহ যে, বাংলা ভাষায় ব্যক্ত করা এক প্রকার অসাধ্যসাধন। ফেলিক্স কেরী সংস্কৃতভাষার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সাহায্য লইয়া সেই অসাধ্যও যে কি ভাবে সাধন করিয়াছিলেন, নীচের উদ্ধৃতিগুলি হইতে তাহা প্রমাণ হইবে।—

> (ক) এতদ্রূপে যখন স্রষ্টা সংসার সৃষ্টি করিলেন এবং অবস্তু হইতে বস্তু সৃষ্টি করিলেন তখন ঐ বস্তুতে তিনি কতকগুলি মূল নিয়ম নিরূপণ করিলেন ঐ বস্তু ঐ নিয়মবহির্ভূত হইতে পারে না হইলে সে লুপ্ত হয়। যখন স্রষ্টা প্রথমতো বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে গতিশক্তি প্রদান করিলেন তখন তিনি কতকগুলি কার্য্যনিয়ম নিরূপণ করিলেন তাহাতে গতিবিশিষ্ট তাবদ্বস্তু তন্নিয়মাধীন জানিবেন। অপর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কার্য্য অনুধাবনকরণানন্তর ক্ষুদ্র কার্য্য অনুধাবন করি বিশেষতো যখন কোনো শিল্পকর ব্যক্তি ঘড়ী কিম্বা অন্য কোনো কল নির্ম্মাণ করে তখন সে সেই কলের গতির নিয়মার্থে স্বেচ্ছানুসারে তৎকলস্বভাবাধীন কতগুলি নিয়ম নিরূপণ করে...। পৃ. ১-২।
>
> (খ) প্রাচীন রাজনীতিরচকেরা কহেন যে প্রভুত্ব বিষয়ে কেবল মতত্রয় হইতে পারে তাহা বিশেষিয়া কহি প্রথমতঃ যখন প্রভুত্ব প্রজাতে অর্পিত হয় তখন তাহারে প্রজাপ্রভুত্ব বলি দ্বিতীয়তঃ যখন কুলীন সভ্যেতে অর্পিত হয় তখন তাহাকে কুলীনপ্রভুত্ব কহি তৃতীয়তঃ যখন এক ব্যক্তিতে অর্পিত হয় তখন তাহারে একপ্রভুত্ব কহি এতদ্ভিন্ন অন্য২ সমস্ত রাজশাসন মত কথিত মত হইতে উৎপন্ন হয় ইহা পণ্ডিতেরা কহেন। পৃ. ১৬
>
> (গ) ইংলণ্ডীয় রাজ্যের করণীয় প্রধান শক্তি এক ব্যক্তিতে অর্পিতা বিশেষতঃ রাজাতে কিম্বা রাণীতে অর্পিতা।

রাজপদাভিষিক্ত ব্যক্তির এই২ বিষয় বিবেচনার্হ বিশেষতঃ তাঁহার পদবী তাঁহার বংশ তাঁহার মন্ত্রী তাঁহার করণীয় তাঁহার স্বত্ব বা শক্তি তাঁহার কর।

রাজার পদবী বিষয়ে কহি ইংলণ্ডীয় মূল ব্যবস্থাদ্বারা রাজমুকুট সর্ব্বদা উত্তরাধিকারিগামি হয় এবং তদ্রূপে থাকে। পৃ. ৭৪

পীয়ার্স কেরীর মতে ফেলিক্স শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া [সম্ভবতঃ শ্রীরামপুর] কলেজের জন্য ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন। প্রথমটির মূল জেম্‌স মিলের ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল; দ্বিতীয়টির মূল গোল্ডস্মিথের ইংলণ্ডের ইতিহাস। ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসের ফেলিক্স-কৃত অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীরামপুরের ছাপাখানার কোনও বিবরণীতেই ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র মৃত্যুসংবাদে ফেলিক্সের রচনাবলীর মধ্যে এই দুইটি পুস্তকের এইরূপ উল্লেখ আছে—(১) Translation into Bengalee of an abridgement of Goldsmith's History of England printed at the Serampore Press for the School Book Society, (২) Translation into Bengalee of an abridgement of Mill's History of British India, for the School Book Society, now in the Press (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

'সমাচার দর্পণে'র মৃত্যুসংবাদে দ্বিতীয় বইখানির কোনই উল্লেখ নাই। মনে হয়, ইহা মুদ্রিত করিবার সুযোগ ঘটে নাই। প্রথম পুস্তকখানি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির পক্ষ হইতে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। টাইটেল-পেজটি এইরূপ—

ব্রিটিন্ দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়. / অর্থাৎ / জুলিয়স্ কাইসরের ব্রিটিন্ দেশাভিক্রমসময়াবধি, / আইমেন্স নামে প্রসিদ্ধ সন্ধিসময়পর্য্যন্ত, / মহাব্রিটিনের বিবরণ সঞ্চয়. / তন্মধ্যে জুলিয়স্ কাইসরের কালাবধি দ্বিতীয় জর্জ্জ নামে রাজার মৃত্যুপর্য্যন্ত, / গোল্দস্মিৎউপাধ্যায়কর্ত্তৃক বিবরণীকৃত: / এবং ঐ জর্জ্জের মরণাবধি ১৮০২ শালের আইমেন্স নামক সন্ধিসময়পর্য্যন্ত, / অন্য এক প্রথিত প্রজ্ঞোপাধ্যায়কর্ত্তৃক বিবরণীকৃত. / ফিলিক্স কেরিকর্ত্তৃক বাঙ্গালাভাষায় কৃত. / C. S. B. S. / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল, ইতি. / শন ১৮১৯.

ইংরেজীতে অনুরূপ একটি টাইটেল-পেজ আছে, শুধু প্রকাশ-সন ১৮১৯ স্থলে ১৮২০ ছাপা হইয়াছে। পুস্তকটির পৃষ্ঠা-সংখ্যা সূচী ৬, শব্দ-সূচী ১৯ এবং মূল পুস্তক ৪১২।

এই পুস্তকের ভাষা লইয়া 'লিটারারি গেজেট' নামক সংবাদপত্রে কাশীপ্রসাদ ঘোষ (১৮৩০) বিস্তর বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণ' জবাবে লেখেন—

ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংলণ্ড দেশের বিবরণ তরজমা করিয়া প্রকাশ করেন তাহাতে কাশীপ্রসাদ ঘোষ বিস্তর দোষোল্লেখ করিয়াছেন। ঐ পুস্তক যে দোষরহিত নহে ইহা আমরা স্বচ্ছন্দে স্বীকার করি তাহাতে ইংলণ্ডীয় নাম ও ইংলণ্ডীয় উপাধির তরজমা করা এক প্রধান দোষ বটে এবং সমাসযুক্ত দারুণ সংস্কৃত বাক্য রচনা করাতে সেই গ্রন্থ সুতরাং সকলের অগ্রাহ্য হইল কিন্তু ফিলিক্স কেরি সাহেব যেরূপ বাঙ্গলাভাষার মর্ম্ম জানিতেন এবং ব্যবহারিক বাঙ্গলা কথা ও

এতদ্দেশীয় লোকেরদের আচার ব্যবহার যেরূপ অবগত ছিলেন তদ্রূপ তৎকালে অন্য কোন ইউরোপীয় লোক জানিতেন না এবং নিরাবিল বাঙ্গলা ভাষা রচনায় ক্ষমতাপন্ন ঐ সাহেবের তুল্য তৎকালে অন্য কোন সাহেব ছিলেন না অবিকল সংস্কৃতানুযায়ি ভাষায় ইংলণ্ড দেশীয় উপাখ্যান গ্রন্থ রচনা করাতে তাঁহার ঐ গ্রন্থ নিষ্ফল হইল। সেই পুস্তক যদি সংশোধিত হয় এবং যদি দারুণ সংস্কৃত কথা চলিত ভাষায় রচিত হয় তবে ঐ গ্রন্থ সর্ব্বপ্রকারে সকলের উপকার্য্য হইতে পারে। —'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৬০

এই পুস্তক পরবর্ত্তী কালে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্ত্তৃক পুনর্মুদ্রিত হয়, কিন্তু তাহাতে উপরোক্ত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল কি না জানি না। এই বহুনিন্দিত পুস্তকের* তিনটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

(ক) রূমীয়দিগের অধিকার হওনের পূর্ব্বে ব্রিটিন্ দেশ পৃথিবীর অপর২ অংশেতে অজ্ঞাত খ্যাত ছিল, অপর গাল্ দেশের সম্মুখস্থতটে সকল তদ্দেশীয় প্রজাগণেরদের উদ্যোগদ্বারা যে দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইত, তাহারি বাণিজ্যের কারণ অনেক২ সওদাগর সর্ব্বদা সে দেশে যাইত. ইহাতে অনুভব হয়, যে ঐ সকল সওদাগরেরা, যে সকল সমুদ্রতীরেতে প্রথমতো বাস করিয়াছিল, কিছুকাল পরেতেই সে সকল স্থান অধিকার করিয়া লইল; পরে সে দেশ অতিরমণীয় এবং বাণিজ্যোপযুক্ত দেখিয়া বাণিজ্যহেতুক সমুদ্রসান্নিধ্যবাস করিয়া প্রজারদের মধ্যে কৃষিকর্ম্মাদি বিষয়ক জ্ঞান জন্মাইল. কিন্তু সমুদ্রতটের দূরবাসী লোকেরা সে ভূমি অধিকার করিয়া রাখা আপনারদিগের ধর্ম্ম ইহা বোধ করিয়া, এবং উহারা আমারদিগের অর্থের অপহারক এই বিবেচনাতে, ঐ নূতন আগত লোকেরদিগের সহিত সমুদায় ব্যবহার ত্যাগ করিল. পৃ. ১

(খ) যখন চার্লস রাজা সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন, তখন ত্রিংশদ্বৎসরবয়স্ক ছিলেন, দেখিতে সুন্দর এবং আচারেতে বিচক্ষণ, তাহাতে সর্ব্বতোভাবে প্রজারদের মর্য্যাদাধারহওনোপযুক্ত-পাত্র ছিলেন; এবং বন্ধনদশাতে আত্মমন্ত্রিবর্গেরদের সহিত নিত্যাহ্লাদামোদস্বভাবপ্রযুক্ত, সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেও, ঐ সাদরস্বভাব ত্যাগ করিলেন না; এবং বাল্যাচরণপ্রযুক্ত তাঁহার পূর্ব্বীয় দ্বেষ জন্য অনিষ্টাচরণে কোনহ কাহারো শঙ্কা পাইবার আশঙ্কাও ছিল না. পৃ. ২২৯

(গ) পরে কোনো ভেদ না করিয়া রাজ্যের তাবৎস্থানহইতে মহাসভ্যেরদিগকে একত্র করিয়া, রাজ্যের রক্ষার এবং তদ্বিতের নিমিত্তে চেষ্টা পাইতে লাগিল. ঐ সভ্যেরা একত্র হইয়া, হানোবর রাজ্যের মনোনীত কর্ত্তার নিকটে পত্র প্রেরণ দ্বারা, মরণাপন্ন রাণীর সংবাদ জ্ঞাত করাইয়া, হলণ্ড রাজ্যে তাঁহাকে আগমন করিতে প্রার্থনা করিলেন এবং কহিয়া পাঠাইলেন, যে সেই স্থানে পঁহুছিলে, আপনাকে ইংলণ্ডরাজ্যে আনিবার নিমিত্তে, ইংলণ্ডীয় যুদ্ধজাহাজসমূহ প্রস্তুত থাকিবে. পৃ. ২৮১

ফেলিক্স কেরীর সর্ব্বশেষ পুস্তক যাহা মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাও অনুবাদ—বানিয়ানের 'পিলগ্রিম্‌স্ প্রগ্রেসে'র অনুবাদ। এই পুস্তক 'যাত্রীরদের অগ্রেসরণ বিবরণ' নামে দুই খণ্ডে বাহির হয়। প্রথম খণ্ড বাহির হয় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৩৭, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত

* রেভারেণ্ড লংও তাঁহার ক্যাটালগে এই পুস্তকের নামানুবাদের নিন্দা করিয়াছেন।

হয় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ ফেলিক্সের মৃত্যু-বৎসরে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৪০। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ড জে. ডি. পীয়ার্সন একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন, প্রথম খণ্ড পীয়ার্সন কর্ত্তৃক এবং দ্বিতীয় খণ্ড রেভারেণ্ড জী. পীয়ার্স কর্ত্তৃক সংশোধিত হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ড জে. ওয়েঙ্গার একটি সম্পূর্ণ সংশোধিত সংস্করণ বাহির করেন। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ দুই খণ্ড কলিকাতার ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতে রক্ষিত ছিল। আমরা সেখান হইতে পুস্তক সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও স্থানে স্থানে উদ্ধৃতি একটি খাতায় নকল করিয়া আনিয়াছিলাম। সেই খাতাটি হারাইয়া যাওয়াতে এই পুস্তক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ খবর দিতে পারিলাম না, এই পুস্তকের ভাষার নমুনাও দেওয়া গেল না। মহাযুদ্ধের দরুন ইম্পরিয়াল লাইব্রেরির দুষ্প্রাপ্য বইগুলি পশ্চিম-ভারতে স্থানান্তরিত হইয়াছে; সেগুলি অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়া আসিলে এই প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা দূর করা সম্ভব হইবে। অন্যথায় ইহা অসম্পূর্ণই থাকিবে। কাহারও সন্ধানে যদি এই পুস্তক থাকে, আশা করি তিনি আমাদের সহায় হইবেন।

ফেলিক্সের আর দুইটি বাংলা রচনার খবর মাত্র আমরা পাইতেছি। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র মৃত্যু-সংবাদে "Translation into the Bengalee of a chemical work by the Rev. John Mack, for the Student of Serampore College. The work is partly brought through Press." 'সমাচারদর্পণ' সংবাদ দিয়াছেন, "শ্রীরামপুরের কলেজের কারণ রসায়ন বিদ্যা"। জন ম্যাকের 'কিমিয়া বিদ্যার সার' ইংরেজী-বাংলা সংস্করণ ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়, ভূমিকায় ম্যাক ফেলিক্সের ঋণ স্বীকার করেন নাই। ফেলিক্সের অনুবাদ যদি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাহির হইয়া না থাকে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ জন ম্যাকের পুস্তকের মধ্যে ফেলিক্সের কীর্ত্তি আত্মগোপন করিয়া আছে। ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁহার 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য' পুস্তকে ফুটনোটে এক স্থানে 'ডিক্সনারী অব ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি'র নজিরে ফেলিক্স কেরী-কৃত গোল্ডস্মিথের 'ভিকার অব ওয়েকফিল্ডে'র অনুবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, আমাদের মনে হয় ইহা ভুল—গোল্ডস্মিথের ইংলণ্ডীয় ইতিহাসের সহিত 'ভিকার অব ওয়েকফিল্ডে'র স্বতঃই গোলযোগ ঘটিয়াছে।

উপসংহার

বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ফেলিক্স কেরীর এই দান আজ নূতন করিয়া আমাদের স্মরণীয়, কারণ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ফেলিক্স কেরী তাঁহার প্রাপ্য মর্য্যাদা এতাবৎকাল পান নাই। বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞানরচনার কৃতিত্ব তাঁহার, তিনি তাহা যে ভাবেই করিয়া থাকুন; দুরূহ স্মৃতিশাস্ত্রের তত্ত্ব তিনি স্বয়ং বৈদেশিক হইয়াও যে ভাবে বাংলা ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, মৃত্যুঞ্জয় কাশীনাথ রামমোহন ছাড়া সে যুগে দেশী ও বিদেশী আর কাহারও পক্ষে তাহা সম্ভব হইত না। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' তাঁহাকে "undoubtedly the best Bengali scholar among his countrymen, especially in his knowledge of the

idioms and construction of that language" বলিয়া কিছুমাত্র অত্যুক্তি করেন নাই। ভারতের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য যে সকল বৈদেশিক প্রয়াস করিয়াছিলেন, তিনি যে তাঁহাদের অন্যতম প্রধান—এ কথাও সত্য। 'সমাচার দর্পণ' নীচের উক্তিতে তাঁহার যে যে গুণের উল্লেখ করিয়াছিলেন, বৈদেশিকদের মধ্যে তাহাও দুর্লভ—

> ইঁহার পরলোক হওয়াতে অনেকে খেদিত হইয়াছে, ইনি অতিশয় বিদ্বান ও পরোপকারী ও পরদুঃখে কাতর ও শরণাগত প্রতিপালক ও অতি বড় আলাপী ছিলেন।

বাংলা ভাষার সহিত ফেলিক্স কেরীর ঘনিষ্ঠতার কথা তাঁহার দীর্ঘকালের সহকর্মী জন ক্লার্ক মার্শম্যান সকুণ্ঠভাবে যাহা বলিয়াছেন, ফেলিক্সকে স্মরণ করিয়া রাখিবার পক্ষে বাংলা ভাষার ঐতিহাসিকের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। তিনি বলিয়াছেন—

> He was, unquestionably the most complete Bengalee scholar among the Europeans of his day, but his style wanted simplicity, and the unrestrained admixture of Sanscrit words made his translations difficult of comprehension to ordinary readers.—'শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস' ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৬

মিশনরী-শ্রেষ্ঠ রেভারেণ্ড কেরীর পুত্র হইয়াও তিনি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে উঠিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় বাংলা ভাষাকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষায় উন্নীত করিতে চাহিয়াছিলেন; এই ভাষাতে প্রথম বিশ্বকোষ রচনার দুঃসাহসিক কল্পনা তাঁহাতেই দেখা গিয়াছিল। মাত্র দেড় বৎসরের অমানুষিক পরিশ্রমে ব্যবচ্ছেদবিদ্যার মত দুরূহ শাস্ত্রকে তিনি পরিভাষা সহ বাংলায় রূপান্তরিত করিতে পারিয়াছিলেন—এই ভাষার প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক আকর্ষণ ছিল বলিয়া। তাঁহার কথা স্মরণ করিলেই মন প্রীতিতে প্রসন্ন হইয়া উঠে, কল্পনায় দেখিতে পাই, এই পথভ্রষ্ট তরুণ পাদরি ব্রহ্মদেশীয় অভিজাতের বিচিত্র রঙিন সজ্জায় সজ্জিত হইয়া পশ্চাতে ছত্রধারী ভৃত্য ও পঞ্চাশ জন বর্ম্মী অনুচর লইয়া কলিকাতার রাজপথে অভিনব বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার হস্তচ্যুত 'ধর্ম্মপুস্তক'—'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা' 'স্মৃতিশাস্ত্র' ও 'কিমিয়াবিদ্যা'য় রূপান্তরিত হইয়াছে।

[পরিশিষ্ট : "Several years ago, the Committee entered into an engagement with Mr. J. C. Marshman for 30 additional numbers of the Digdorshun. These were to be compiled from Mill's celebrated History of British India, so as to contain a complete epitome of that important subject, of this work 1000 copies of each of the first ten numbers have been received into the depository."—*The Sixth Report of the Calcutta School-Book Society's Proceedings*, 1826, p. 8.

'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র সংবাদ সত্য হইলে এই পুস্তকও ফেলিক্সের রচনাবলীতে যুক্ত হইবে।]

রামভদ্র সার্ব্বভৌম

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ

বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত নবদ্বীপের মহানৈয়ায়িক রামভদ্র সার্ব্বভৌমের রচিত কুসুমাঞ্জলি-কারিকা-ব্যাখ্যা বাঙ্গালা দেশের ন্যায়-চতুষ্পাঠীসমূহে অধীত হইয়াছে।[১] সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত "আশুতোষ সংস্কৃত গ্রন্থমালা"য় ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পত্তি নব্য ন্যায়ের গ্রন্থের প্রচার ও রক্ষা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অভিনব প্রচেষ্টা আমরা সাদরে অভিনন্দন করিতেছি। গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ মহাশয় বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। বহুকালব্যাপী গবেষণার ফলে রামভদ্র সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্যাদি আমরা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তদ্দ্বারা শ্রীযুত বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের প্রবন্ধের পরিপূরণ ও পরিবর্দ্ধন করিতে চেষ্টা করিব।

রামভদ্রপ্রমুখ বাঙ্গালী মহাপণ্ডিতদের গ্রন্থরাজ প্রায়শঃ অমুদ্রিতাবস্থায় ভারতের বিভিন্ন পুথিশালায় রক্ষিত আছে এবং এখনও কোন কোন প্রাচীন পণ্ডিত-গৃহে অনাদৃতাবস্থায় বিলুপ্যমান হইতেছে। যাঁহারা এই সকল গ্রন্থ পরীক্ষা করিয়া দেখার সুযোগ দিতেছেন, তাঁহারাই প্রশংসার্হ ও ধন্য। আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বাঙ্গলার বাহিরে কাশী, পুনা, লাহোর প্রভৃতি স্থান হইতে আমরা এ বিষয়ে যেরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, বাঙ্গলার দুই একটি প্রতিষ্ঠান ঐরূপ সাহায্য স্পষ্টাক্ষরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে!

রামভদ্রের গ্রন্থপঞ্জী

রামভদ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ **ন্যায়রহস্য** (১) নামক গৌতমসূত্রের ব্যাখ্যা। গ্রন্থারম্ভ এই :[২]

ব্রহ্মোপেন্দ্রপ্রভৃতিবিবুধস্বান্তভৃঙ্গৈঃ পরীতং
জুষ্টং সিদ্ধৈঃ সনককপিলব্যাসহংসৈঃ সমন্তাৎ।
স্বর্গশ্রেয়োমধুরমধুভিঃ সর্ব্বতোজ্জৃম্ভমানং
নিত্যং ভাস্বচ্চরণকমলং ভাবয়ন্ত্বম্বিকায়াঃ ॥১

১। ১২৯৫ সনের নবদ্বীপের সংস্কৃত পরীক্ষার মুদ্রিত পাঠ্যতালিকা'য় ন্যায়ের উপাধিপরীক্ষার পাঠ্যমধ্যে (পৃ. ৬) কুসুমাঞ্জলি "রামভদ্রী"র উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

২। ন্যায়রহস্যের ৪খানা পুথি আমরা সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। তন্মধ্যে কাশী সরস্বতীভবনের পুথি (ন্যায়বৈশেষিক ১৯ সংখ্যক) সম্পূর্ণ, কিন্তু অত্যন্ত অশুদ্ধ। পুনা ভাণ্ডারকার প্রতিষ্ঠানের ২টি পুথিই খণ্ডিত এবং প্রায়শঃ শুদ্ধ। কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে রক্ষিত ১৭৯৬ শকে অনুলিখিত "ন্যায়সূত্রস্য মাথুরী ব্যাখ্যা" নামক পুথি (৬৬৯ সংখ্যক, পত্রসংখ্যা ২৫) বস্তুতঃ "ন্যায়রহস্যে"রই প্রথমাধ্যায়ের বিতণ্ডালক্ষণ পর্য্যন্ত অংশবিশেষ। গ্রন্থারম্ভ না থাকায় লিপিকার গ্রন্থমধ্যে "সিদ্ধান্তরহস্যে"র উল্লেখ দেখিয়া ভ্রান্তিবশতঃ ইহা মথুরানাথ-রচিত বলিয়া লিখিয়াছেন।

আরাধ্যানাদিমূর্ত্তেরখিলসুরগুরোঃ শঙ্করস্যাঙ্ঘ্রিপদ্মং
মগ্নান্ মোহান্ধকারে তপন ইব মুনিঃ প্রাণিনঃ প্রোদ্দিদীর্ষুঃ।
অক্ষাঙ্ঘ্রিঃ শাস্ত্রমেতৎ পরমকরুণয়া যদ্ব্যধাত্তদ্রহস্যং
শ্রীভট্টাচার্য্যচূড়ামণিতনয় ইদং রামভদ্রস্তনোতি ॥২

ভাষ্যাদীনাং বচনরচনা কেবলং শব্দচিত্রং
প্রায়ো যত্র প্রকরণকথা প্রাকৃতী ভারতীব।
সূতে তত্ত্বং ন হি তদুভয়ং কিন্তু মোহং প্রসূতে
কো জানীয়াজ্জগতি মতিমানস্য শাস্ত্রস্য তত্ত্বম্ ॥৩

রামভদ্র প্রথম হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। পঞ্চম অধ্যায়ের উপর "ন্যায়রহস্য" পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে রামভদ্রের পিতা জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য চূড়ামণি-রচিত "আন্বীক্ষিকীতত্ত্ববিবরণ" নামক পঞ্চমাধ্যায়ের পৃথক্ টীকা দ্বারা গ্রন্থের পূরণ হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থের বিবরণ রামভদ্রের পিতৃপরিচয়ে প্রদত্ত হইল। চতুর্থাধ্যায়ের শেষে পুষ্পিকা যথা:—সমা(প্তং) তত্ত্বজ্ঞানপরিপালনপ্রকরণং দ্বিতীয়মাহ্নিকং চ। ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীভট্টাচার্য্যচূড়ামণিতনয়শ্রীভট্টাচার্য্যসার্ব্বভৌমরামভদ্রবিনির্মিতে ন্যায়রহস্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। এইরূপ পরিপূর্ণ পুষ্পিকা গ্রন্থের অন্যত্র বিদ্যমান নাই। তদ্দ্বারাও বুঝা যায়, রামভদ্র এই পর্য্যন্তই রচনা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে বিশ্বনাথ পঞ্চানন-রচিত "ন্যায়সূত্রবৃত্তি" ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছে। রামভদ্রের টীকা তদপেক্ষা বিস্তৃততর, পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং প্রাচীন। বিশ্বনাথ বহু স্থলেই রামভদ্রের গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র করিয়াছেন (১।১১,২২ সূত্র দ্রষ্টব্য) এবং ক্বচিৎ খণ্ডনও করিয়াছেন (১।২৬,৩০ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। পণ্ডিতদের মধ্যে শক্তির হ্রাসবশতঃ ক্রমশঃ যে সংক্ষেপে রুচি হইয়াছে, রামভদ্রটীকার পরিবর্ত্তে বিশ্বনাথবৃত্তির সমধিক প্রচারলাভ তাহার একটি নিদর্শন বটে। বিশ্বনাথেরও একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আমরা দেখিয়াছি। রামভদ্র পদে পদে ভাষ্যাদি চতুর্গ্রন্থী ও বর্দ্ধমানের ব্যাখ্যা বিচার করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত "মিশ্র" অর্থাৎ "ন্যায়তত্ত্বালোক"কার বাচস্পতি মিশ্রের সন্দর্ভ (১।৩১,৩৬,৪২ সূত্রোপরি) এবং সুপ্রাচীন সানাতনি (১।৪৪ সূত্রে) ও ভাস্করকারের (২।১৫ সূত্রে) মত উল্লেখ করিয়াছেন। দুই স্থলে স্বরচিত "সিদ্ধান্তরহস্য" নামক গ্রন্থের নির্দ্দেশ আছে (১।২,১।১৬ সূত্রে)। বলা বাহুল্য, মথুরানাথ তর্কবাগীশ-রচিত "সিদ্ধান্তরহস্য" গ্রন্থ পৃথক্ ও পরবর্ত্তী।

রামভদ্র-রচিত **গুণরহস্য** (২) একটি উৎকৃষ্ট প্রকরণগ্রন্থ—ইহা উদয়নাচার্য্যের গুণ-কিরণাবলীর টীকা নহে। গ্রন্থারম্ভ যথা[৩] :—

৩। বহু প্রতিষ্ঠানে (Tanjore Cat. p. 4447 প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) গুণরহস্যের প্রতিলিপি রক্ষিত আছে, প্রায়ই খণ্ডিত। আমাদের নিকট একটি সুপ্রাচীন, পরিলব্ধ প্রায় সম্পূর্ণ পুথি আছে—পত্রসংখ্যা ৪৭। গুণসারমঞ্জরীর পুথি কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে আছে— অন্যত্রও দুষ্প্রাপ্য নহে।

বংশীমধুরনিনাদৈর্মোহিতগোপাঙ্গনাচিত্তঃ।
গায়দ্‌গোপশিশূনাং মধ্যে নৃত্যন্ হরির্জয়তি ॥১
চূড়ামণেস্তার্কিকানাং পুত্রৈর্গুণরহস্যকং।
রামভদ্রসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যৈর্বিধীয়তে ॥২

তত্র গুণা গুণত্বাদিতরেভ্যো ভিদ্যন্তে, গুণত্বন্ত সামান্যবিশেষ ইতি ভাষ্যাদয়ঃ। অনুমান-দীধিতির অত্যধিক প্রচারকালে এই সকল পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যায়। ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাশীবাসী দক্ষিণী পণ্ডিত "ন্যায়সার"কার মাধবদেব গুণরহস্যের এক টীকা "গুণসারমঞ্জরী" রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে রামভদ্র তাঁহার 'পিতৃচরণ' (৭,১০,২৫,৩০ পত্রে) ও 'গুরুচরণে'র (৬ পত্রে) সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

রামভদ্রের **সিদ্ধান্তসার** (৩) বাদসমষ্টিস্বরূপ। তন্মধ্যে একটিমাত্র 'মোক্ষবাদ' আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৪] প্রারম্ভে দ্বিতীয় শ্লোকে রামভদ্র তাঁহার গুরুর নামোল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় :—

শ্রীরামচন্দ্র-চরণৌ শরণং বিধায় প্রজ্ঞাততত্ত্বনিবহঃ কুতুকাৎ ক্ষণেন।
শ্রীরামভদ্রসুকৃতী কৃতিনাং হিতায় **সিদ্ধান্তসার**মিমমদ্ভুতমাতনোতি ॥

এই রামচন্দ্র কে? নবদ্বীপনিবাসী ৩৯৯ লক্ষ্মণাব্দে জীবিত 'শ্রীরামচন্দ্রভট্টাচার্য্যবাচস্পতি' অর্থাৎ হরিদাস তর্কাচার্য্য হইলেও হইতে পারেন (সা-প-প, ৪৭, পৃ. ৫০)। রামভদ্রের মোক্ষবাদও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং মুদ্রিত হওয়া কর্ত্তব্য। শেষের একটি সন্দর্ভ ও পুষ্পিকা উদ্ধৃত হইল :--

অথ তত্ত্বজ্ঞানিনঃ কিমর্থং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি তেষাং শুভাশুভানুৎপত্তেরিতি চেৎ। লোকসংগ্রহার্থং, ভোগেন কর্ম্মক্ষয়ার্থং বা ভগবত ইব পরোপকারার্থং বা। তদুক্তং ভগবদ্‌গীতায়াং

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহম্ ॥ ইতি সংক্ষেপঃ।
ইতি রামভদ্রসার্ব্বভৌমস্থবিবিরচিতো মোক্ষবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

রামভদ্র-রচিত **সময়রহস্য** (৫) নামক স্মৃতিনিবন্ধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভ এই :—

হরিহরচরণৌ **পিতরং তার্কিকচূড়ামণিং** নত্বা।
ক্রিয়তে সময়রহস্যং শ্রাদ্ধানাং সার্ব্বভৌমেন ॥

৪। Tanjore Cat., pp. 4774—76। পুনার একটি পুথি আমরা সম্যক্ পরীক্ষা করিয়াছি (১৬৯৪ সম্বতে অনুলিখিত)।

৫। আমাদের নিকট রক্ষিত একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি হইতে—১—৬, ১০—১৮ পত্র মাত্র।

পুষ্পিকা যথা :—

ইতি শ্রীরামভদ্রসার্বভৌমকৃতং শ্রাদ্ধসময়রহস্যং সমাপ্তং।

শ্রীরামকৃষ্ণকেনৈতল্লিলিখে পুস্তকং স্বকং।

বৈশদ্যায় ব্যবস্থানাং সার্বভৌম বনির্মিতম্।

রঘুনন্দনের স্মৃতিগ্রন্থ রচিত হওয়ার সমসময়ে কিম্বা পূর্ব্বে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ রচিত হইয়াছিল অনুমান করা যায়।

সমাসবাদ (৫) একটি উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র নিবন্ধ। প্রারম্ভ ও শেষ যথা :—

ভট্টাচার্য্যসার্ব্বভৌমরামভদ্রেণ ধীমতা।

সমাসেন সমাসানাং তত্ত্বমত্র নিরূপ্যতে।

ইতি সমাসবাদরহস্যং সম্পূর্ণং।[৬]

বিচার্য্য আর্য্যৈঃ সততং নবীনৈঃ তর্কাটবীলঙ্করণপ্রবীণৈঃ।

শ্রীসার্ব্বভৌমৈঃ বহুবাদাবদ্যৈঃ কৃতঃ সমাসেন সমাসবাদঃ।

রামভদ্রই সম্ভবতঃ বাঙ্গালী নৈয়ায়িকদের মধ্যে সর্বপ্রথম এই জাতীয় 'বাদ'গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। ন্যায়মতে সমাসের শক্তিবিচার এই গ্রন্থের বিষয়। এক স্থলে (৩ পত্রে) 'পিতৃচরণে'র সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে। রামভদ্র-রচিত **শব্দানিত্যতাবাদ** (৬) কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত আছে।

টীকাগ্রন্থের মধ্যে শিরোমণি-রচিত পদার্থখণ্ডনের রামভদ্র-রচিত টীকা সুপ্রসিদ্ধ এবং সৌভাগ্যক্রমে কাশী হইতে মুদ্রিত হইযাছে। এই গ্রন্থের নাম **পদার্থতত্ত্ববিবেচন-প্রকাশ** (৭)। মুদ্রিত গ্রন্থে কয়েকটি মারাত্মক ভুল থাকায় রামভদ্রের পরিচয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। বর্ত্তমানে তাহার অবসান হওয়া কর্ত্তব্য। স্বগ্রন্থের ব্যাখ্যায় (পৃ. ১১৮) "শব্দমণিদীধিতৌ তাতচরণাঃ" বলিয়া একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং Hall (*contributions*, p. 80) প্রভৃতি বহু মনীষী তদনুসারে রামভদ্রকে রঘুনাথ শিরোমণির পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা বহুপ্রাচীন পুথি দেখিয়া প্রকৃত পাঠ উদ্ধৃত করিতেছি :—

অত এবাস্তভাবিনি ঘটে খো ভবিষ্যতীতি নৈষা মনীষোস্মিষতি তদানীং প্রতিযোগিতায়া বিরহাৎ।

ন চাপসিদ্ধান্তঃ প্রমেয়বার্ত্তিকে স্ফুটত্বাদিতি তু **শব্দমণিমরীচৌ** তাতচরণাঃ।'

১১১ পৃষ্ঠায় 'ইতি পুনরস্মৎপিতামহচরণাঃ'ও অশুদ্ধ পাঠ, বিশুদ্ধ পাঠ 'পিতৃচরণাঃ।' ১০৯ পৃ, 'তাতচরণাস্তু' বলিয়া যে সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার প্রথমাংশ অবিকল জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য চূড়ামণি-রচিত 'ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী' হইতে (চৌখাম্বা সং, পৃ. ৪৭)

৬। আমাদের নিকট রক্ষিত পুথিতে (৪ পত্রে সম্পূর্ণ) শেষ শ্লোকটি নাই। একটি মৈথিল পুথিতে (L. 2252) শ্লোকটি আছে।

৭। জগদীশ-বংশধর নবদ্বীপের শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থের গৃহস্থিত সুপ্রাচীন পুথিতে (১৩ খ পত্রে), আমাদের পুথিতে (১৫ খ), আলোয়াররাজগ্রন্থাগারের পুথির প্রতিলিপিতে (২৬ খ) এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ১৬৭০ সম্বতের পুথির (২০ খ) সংশোধিত পাঠ।

গৃহীত। রামভদ্রের পিতৃপরিচয়ে অতঃপর আর বিন্দুমাত্রও সংশয় থাকা উচিত নহে। এই গ্রন্থের আরম্ভে রামভদ্রের সুপ্রসিদ্ধ পিতৃবন্দনা-শ্লোকটি নিবদ্ধ আছে :

তাতস্য তর্কসরসীরুহকাননেষু
চূড়ামণের্দিনমণেশ্চরণৌ প্রণম্য।
শ্রীরামভদ্রসুকৃতী কৃতিনাং হিতায়
লীলাবশাৎ কিমপি কৌতুকমাতনোতি।

গ্রন্থের এক স্থলে (পৃ. ৯৬-৭) স্বকৃত 'সিদ্ধান্তরহস্য' হইতে একটি দীর্ঘ সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং এক স্থলে 'গুরবস্তু' বলিয়া পংক্তি আলোচিত হইয়াছে (পৃ. ৯৪)। শেষোক্ত পংক্তি গুণরহস্যগ্রন্থেও আলোচিত হইয়াছে :—**গুরুচরণাস্তু** চিত্রং প্রতি নীলেতররূপত্ব-রক্তেতররূপত্বাদীনাম্ অসমবায়িকারণত্বং নীলাদিমাত্রারব্ধে চিত্রোৎপত্তিরিতি প্রাহুঃ। ইদং পুনরুচ্যতে…(গুণরহস্য, ৬ খ পত্র)। রামভদ্রের **সিদ্ধান্তরহস্য** (৮) এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে রামভদ্র-রচিত **নঞ্‌বাদটীকা** (৯) রক্ষিত আছে (III. G. 148, পত্রসংখ্যা ৮, লিপিকাল ১৫৯৭ শক)। গ্রন্থারম্ভে অবিকল 'তাতস্য…' শ্লোকটি নিবদ্ধ আছে। এই টীকা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, ইহার দ্বিতীয় প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা পরিজ্ঞাত নহি। গ্রন্থশেষ যথা :—

অত্র কল্পনাগৌরবাদিকমরুচিবীজমিতি সংক্ষেপঃ। ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীযুতসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য-বিরচিতা নঞ্‌বাদস্য টিপ্পনী সমাপ্তা।

পরিশেষে রামভদ্রের **কুসুমাঞ্জলিকারিকাব্যাখ্যা** (১০) বিষয়ে আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে লিখিতেছি। এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি (আমোদৈঃ পরিতোষিতাঃ প্রভৃতি) অবিকল শঙ্করমিশ্রকৃত কুসুমাঞ্জলিব্যাখ্যা "আমোদ" গ্রন্থে পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় কাশীর ৺হরিহর শাস্ত্রীর গৃহস্থিত একটি পুথিতে (৬ক পত্রে) "ইত্যন্তং শঙ্করমিশ্রকৃতং ততঃ সার্বভৌমীয়ম্" লেখা আবিষ্কার করিয়া দীর্ঘকালস্থায়ী একটি বিতর্কের যুক্তিযুক্ত মীমংসা করিয়াছেন। (কুসুমাঞ্জলিবোধনী, Introd., pp. II-III f. n.) অতঃপরও শ্রীযুত বেদান্ততীর্থ মহাশয় যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন (p. xxxvi-ix), তাহা বিচার-সহ নহে। কবিরাজ মহাশয়ের মীমাংসা নবাবিষ্কৃত একাধিক পুথিতে সমর্থিত হইয়াছে।

১। আমাদের নিকট "রামভদ্রী"র একটি সুপ্রাচীন প্রতিলিপি রক্ষিত আছে—পরিশুদ্ধ, টীকাটিপ্পনীসমন্বিত এবং প্রায় ২৫০।৩০০ বৎসর পুরাতন। প্রথম পত্রের পার্শ্বে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে "শঙ্করমিশ্রস্য কুসুমাঞ্জলিব্যাখ্যা"। ৫ম পত্রের প্রারম্ভে "লিঙ্গাদেরভাবাদিতি" পর্য্যন্ত লিখিয়া তৎপরবর্ত্তী "অত আহ……সাপেক্ষত্বাদিতি" (পৃ. ১১ দ্রষ্টব্য) লিখিত ছিল; তাহা প্রযত্নপূর্ব্বক হরিতাল লেপিয়া তুলিয়া দিয়া তৎস্থানে লিখিত হইয়াছে :—

"ইত্যন্তা শ্রীমচ্ছঙ্করমিশ্রকৃতা কুসুমাঞ্জলিকারিকাব্যাখ্যা। অতঃপরং সার্ব্বভৌমীয়া।"

২। কলিকাতার প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ৺দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের বাড়ী ঝিখিরা গ্রামে। ৪ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বাটীতে একটি 'রামভদ্রী' পরীক্ষা করিয়াছিলাম—৬ ক পত্রে আছে :—

"লিঙ্গাদেরভাবাৎ ইত্যন্তং শঙ্করমিশ্রীয়ং ততঃ সার্ব্বভৌমীয়ং।"

৩। নবদ্বীপের মহানৈয়ায়িক শঙ্কর তর্কবাগীশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বর্দ্ধমান জিলার সাতগেছেনিবাসী চট্টবংশীয় (রাম)দুলাল তর্কবাগীশ (১১৩৮-১২২২ সন)। তাঁহার গৃহস্থিত একটি রামভদ্রীর ৫ক পত্রে আছে :

"সাপেক্ষত্বাদিতি। ইতি শঙ্করমিশ্রকৃতং সমাপ্তং অতঃপরং সার্ব্বভৌমীয়ং।"

এই সকল স্পষ্ট নির্দ্দেশ আবিষ্কৃত না হইলেও দুই জন পৃথক্ টীকাকারের রচনা যে এ স্থলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার অকাট্য প্রমাণ গ্রন্থমধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে, শ্রীযুত বেদান্ততীর্থ মহাশয় তাহা লক্ষ্য করেন নাই। 'সাপেক্ষত্বাৎ' কারিকার ব্যাখ্যায় **দুইটী পৃথক্ অবতরণিকা** পাওয়া যাইতেছে—একটি ১১ পৃ, 'তত্র চার্বাকস্ত্বেদমাকূতং···সাপেক্ষত্বাদিতি'। অপরটি ১৩-১৪ পৃ. 'অত্র চার্বাকস্যায়ং ভাবঃ···সাপেক্ষত্বাদিতি।' শেষোক্ত অবতরণিকা প্রথমটিরই পরিষ্কৃতি। সুতরাং প্রথমাংশ যে রামভদ্রের রচনা নহে, তদ্‌বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু উক্ত প্রথমাংশ শঙ্কর মিশ্রের "আমোদ"টীকার সহিত (মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি ছাড়া) মিলিতেছে না। ইহার মীমাংসা ভবিষ্যৎ গবেষণার উপর নির্ভর করে। সম্ভবতঃ শঙ্কর মিশ্রের কোন বাঙ্গালী ছাত্র পাণ্ডুলিপির প্রথমাংশ আনিয়া বঙ্গদেশে প্রচার করেন। পরে 'আমোদ' রচিত হইয়া থাকিবে।

তৃতীয় শ্লোকে যে তিনটি পূর্ব্বতন টীকার নামোল্লেখ আছে, তন্মধ্যে 'মকরন্দ' ও 'পরিমল' সম্বন্ধে সকলেই এ যাবৎ ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়া আসিতেছেন। শঙ্করের খণ্ডন-টীকা প্রগল্‌ভাচার্য্যের উপজীব্য ছিল এবং প্রগল্‌ভ, শিরোমণি এবং বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পূর্ব্ববর্ত্তী (সা-প-প, ৪৭, পৃ. ৭২-৫)। সুতরাং শঙ্কর ১৪৫০ খৃ. পরে গ্রন্থ রচনা করেন নাই এবং তদুল্লিখিত "মকরন্দ" রুচিদত্ত-রচিত "প্রকাশমকরন্দ" হইতে পারে না। কারণ, রুচিদত্ত শঙ্করের পরবর্ত্তী পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র ছিলেন। আমরা পক্ষধর মিশ্রের "প্রত্যক্ষালোকে" মকরন্দের উল্লেখ পাইয়াছি :—"অতএব **মকরন্দে** অনভ্যাসদশেতি ন পক্ষবিশেষণতয়া ব্যাখ্যাতমিতি" (প্রামাণ্যবাদগ্রন্থে)। দ্বিতীয় স্তবকের রুচিদত্ত (পৃ. ৭) মিলাইয়া দেখিলে অনায়াসে প্রতিপন্ন হয়, উক্ত 'মকরন্দ' রুচিদত্তের উপটীকা নহে। পরন্তু মূল কুসুমাঞ্জলির কোন টীকা। একটী রামভদ্রীর পুথির পার্শ্বটীকায় মকরন্দের পরিচয় পাইয়াছি—মকরন্দে **"তু (কিম্বা স্ব) স্তোপাধ্যায়কৃতশাস্ত্রে।"** এই প্রাচীন মকরন্দ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। "পরিমল" প্রকাশের উপটীকা নহে, পরন্তু **দিবাকরোপাধ্যায়-কৃত** মূল কুসুমাঞ্জলির টীকা—ইহার ১ম স্তবক আবিষ্কৃত হইয়াছে (Pattana Mss. Vol. I, Introd., p. 43)। দিবাকরোপাধ্যায় বর্দ্ধমান ও গঙ্গেশের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, এরূপ প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। বাহুল্য বোধে এখানে লিখিত হইল না।

রামভদ্রীর মধ্যে কয়েকটী "ক্রোড়পত্র" আছে—সকল পুথিতে তাহা পাওয়া যায় না। শ্রীযুত বেদান্ততীর্থ মহাশয় পৃ. ২২-২৪ একটী ক্রোড়পত্র ক্ষুদ্রাক্ষরে পৃথগ্‌ভাবে মুদ্রিত করিয়াছেন—ইহা বর্দ্ধমান ও রুচিদত্তের গ্রন্থ হইতে 'যথাদৃষ্টং' উদ্ধৃত, একটি অক্ষরও রামভদ্রের রচনা নহে এবং রামভদ্রের তত্রত্য ব্যাখ্যার সহিত সংযোগ-হীন। দ্বিতীয় স্তবকে শঙ্কর মিশ্রের তিনটি ব্যাখ্যাংশ আছে। শেষটি (পৃ. ৪৮) আমাদের পুথিতে নাই। আমাদের অনুমান, মূলের গদ্যাংশ ও শঙ্করমিশ্রকৃত ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী যোজনা—রামভদ্রের রচনার অন্তর্ভুক্ত নহে। পঞ্চম স্তবকের প্রারম্ভে "বেদলক্ষণব্যাখ্যা" ও (পৃ. ৮৩-৬ ননু কিং নাম বেদত্বং প্রভৃতি) রামভদ্রের একটি পৃথক্ বাদগ্রন্থ ক্রোড়পত্ররূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে। আমাদের পুথিতে ইহা নাই, পার্শ্বে একটি টিপ্পনী রহিয়াছে "অত্রত্যক্রোড়ে বেদলক্ষণব্যাখ্যা" (৩১ খ পত্রে)। রামভদ্রী বেদলক্ষণব্যাখ্যার পৃথক্ পুথিও আমরা পাইয়াছি।

রামভদ্রের ভ্রাতা

রামভদ্রের ভ্রাতা **রাঘব পঞ্চানন** সম্ভবতঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার রচিত একটিমাত্র গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে—**আত্মতত্ত্বপ্রবোধ**। উদয়নাচার্য্যের আত্মতত্ত্ববিবেকের ন্যায় ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় দুইটী—প্রথম ভাগে বৌদ্ধমতনিরাসপূর্ব্বক ঈশ্বরসিদ্ধি এবং দ্বিতীয় ভাগে মুক্তিবিবেচন।

গ্রন্থারম্ভ যথা[৮] :—

বাহ্যদৃষ্টিনিরোধেন জগৎকর্ত্তৃব্যবস্থয়া।
মোক্ষমার্গপ্রকাশায় আত্মতত্ত্বং প্রবুধ্যতে ॥১
উপাস্তির্মহতো হ্যেষা প্রতিপক্ষনিরাকৃতিঃ।
বিশ্বকর্ত্তুর্ব্যবস্থানাৎ পাদসংবাহনং কিয়ৎ ॥২

প্রথম ভাগের শেষে :—

ইতি রাঘবপঞ্চাননীয়ে আত্মতত্ত্বাববোধে বাহ্যদৃষ্টিনিরোধেনেশ্বরবিবেচনম্।

যদর্থং যততে যোগী সর্ব্বভোগবহির্ম্মুখঃ।
যতো নাস্ত্যৎ পরং কিঞ্চিৎ সাত্র মুক্তির্বিবিচ্যতে ॥

গ্রন্থশেষে সাযুজ্যাদি চতুর্বিধ মুক্তির লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। তৎপর আছে,—

শ্রমাদুপার্জ্জিতং চৈতৎ সুধিয়াং বোধহেতবে।
বাক্‌চৌর্য্যেণ চ মূকত্বং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
পরবাদং গৃহী(ত্বা) তু স্বমুক্তং বদেত্ত যঃ।
আকল্পং পচ্যতে ঘোরে নরকে পিতৃভিঃ সহ ॥

৮। প্রথম দশ পত্র আমাদের নিকট আছে। মধ্যের ৪ পত্র (৩৫—৩৮) নবদ্বীপের শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থের গ্রন্থাগারে। কাশ্মীর, জম্মুর রঘুনাথমন্দিরে আদিখণ্ডিত পুথি আছে। তাহার শেষ পত্রের প্রতিলিপি বহু চেষ্টায় শ্রীযুত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের কৃপায় হস্তগত হইয়াছে। কাশ্মীরের পুথিটি পূর্ব্বে কাশীতে ছিল।

ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ। অতএব মাঘাদিকাব্যে পরকীয়শ্লোকং ক্রীত্বৈব পুস্তকে লিখিতমিতি দুষ্টশিক্ষা। ইতি **মহামহোপাধ্যায়শ্রীমদ্ভট্টাচার্য্যচূড়ামণিতনয়ঃ** শ্রীশ্রীরাঘবপঞ্চাননভট্টাচার্য্যবিরচিত-বেদবাহ্যনিরাসে আত্মতত্ত্বপ্রবোধঃ সম্পূর্ণঃ ।

রামভদ্রের পিতা

জানকীনাথ ভট্টাচার্য্যচূড়ামণির রচিত **ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী** (১) গ্রন্থ ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছে। কেবল, আশ্চর্য্যের বিষয়, বঙ্গদেশে ইহা অত্যন্ত বিরলপ্রচার। এই গ্রন্থ একাধিক বার মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ খণ্ডে (কাশী সং, ১৯৪১-৪৩ সম্বৎ, পৃ. ২৫) এক স্থলে স্বকৃত **মণিমরীচি** (২) গ্রন্থের নির্দ্দেশ আছে। অর্থাৎ তিনি তত্ত্বচিন্তামণির উপর "মরীচি" নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। রামভদ্র পদার্থখণ্ডনটীকায় পিতৃকৃত এই "শব্দমণিমরীচি"রই সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মঞ্জরীর শব্দখণ্ডেও আছে (পৃ. ২১২), "বিস্তরস্তু অস্মাকং মণিমরীচি-নিবন্ধন-তাৎপর্য্যদীপিকয়োরনুসন্ধেয়ঃ"। অর্থাৎ জানকীনাথ উদয়নাচার্য্যের ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধিগ্রন্থের উপর **তাৎপর্য্যদীপিকা** (৩) নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে একটি পুথিতে (২১ক পত্রে) "নিবন্ধ-তাৎপর্য্যদীপকলিকয়োঃ" পাঠ দেখিয়াছি। উভয় গ্রন্থই এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

ন্যায়রহস্যের সহিত সংযুক্ত **আন্বীক্ষিকীতত্ত্ববিবরণ** (৪) জানকীনাথের দ্বিতীয় আবিষ্কৃত গ্রন্থ। ন্যায়রহস্যের চতুর্থাধ্যায়ের পুষ্পিকার পর পাওয়া যায় (কাশীর পুথি, ১২০খ পত্রে):

> ওঁ। সেতুং ন্যায়াম্বুরাশেঃ প্রতি (নয়) নগরী ধূমকেতুং পরেষাং
> হেতুং কীর্ত্তিপ্রথায়া ভুবনবিজয়িনীং শক্তিমুৎসিক্তবুদ্ধেঃ।
> হিত্বা মাৎসর্য্যচর্য্যাং ধ্বনিমণি(মনি)শং মণ্ডনীকর্ত্তুকামাঃ
> **শ্রীভট্টাচার্য্যচূড়ামণি**ভণিতমিদং সূরিণো ভাবয়ধ্বম্।

এই পৃথক্ ভণিতি হইতে অনুমান হয়, উদয়নাচার্য্যের ন্যায়পরিশিষ্টের ন্যায় চূড়ামণি কেবল পঞ্চমাধ্যায়ের টীকা করিয়াছিলেন, সমগ্র গৌতমসূত্রের নহে। নতুবা রামভদ্র প্রথম চারি অধ্যায়ের টীকায় পিতৃমত উদ্ধার করিতেন। গ্রন্থশেষ যথা (১৬৬খ পত্রে)—

> শিবাদিত্যমিশ্রাস্তু করণত্বাদিকমখণ্ডোপাধিকমখণ্ডোপাধি-
> রূপং সামান্যমঙ্গীচক্রুঃ। তন্ন। সর্ব্বস্য করণস্য সর্ব্বকরণত্বাপত্তেঃ।
> সোয়ং (বস্তু ?) তত্ত্বস্য ব্যবস্থাকল্পপাদপঃ।
> (ন্যায়ঃ) প্রতিপদং পুষ্পৈঃ পর্য্যপূরি যদর্জ্জিতৈঃ।
> ইত্যান্বীক্ষিকীতত্ত্ববিবরণং সমাপ্তং।
> সপ্তদশশতী সংখ্যা শ্লোকানামিহ দৃশ্যতে পঞ্চমাধ্যায়বিবৃতৌ।

এই গ্রন্থের তিন স্থলে (১২২ খ, ১৫২ খ, ১৫৫খ পত্রে) 'শূলপাণি'র সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে। নৈয়ায়িক শূলপাণি স্মার্ত্তগ্রন্থকার হইতেও পারেন। তিন স্থলে (১৩৯ খ, ১৫২ খ, ১৫৯ খ)

স্বকৃত 'মণিমরীচি'র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থ অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। দুঃখের বিষয়, প্রতিলিপিটি অশুদ্ধির আকরস্বরূপ।

রাঘব পঞ্চানন এক স্থলে (৭ খ পত্রে) পিতৃকৃত **আত্মতত্ত্বদীপিকা** (৫) গ্রন্থের কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

তদুক্তং আত্মতত্ত্বদীপিকায়াং তাতচরণৈঃ—
ক্ষণভঙ্গমহারঙ্গমণ্ডপাসঙ্গভঙ্গিনি।
তার্কিকে কীর্তিনর্তক্যাঃ ক কুর্ব্বদ্রূপকল্পনা॥

সুতরাং জানকীনাথ উদয়নাচার্য্যের অনুকরণে প্রকরণ লিখিয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছিলেন।

জানকীনাথের কালনির্ণয় বিচারসাপেক্ষ। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে (১৫০০-২৫ খ্রী) গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন অনুমান করা যায়, কিন্তু দীধিতিকারের পরবর্ত্তী ছিলেন। কারণ, মঞ্জরীর প্রত্যক্ষখণ্ডে অভাববাদে (চৌখাম্বা সং, পৃ. ৪৬) দীধিতিকারের পদার্থখণ্ডনোক্ত মত উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

নব্যাস্তু ঘটাভাবাভাবোপ্যধিক এব অভাবত্বেন প্রতীতেঃ। ন চায়ং ভ্রমঃ বাধকাভাবাৎ তদভাবস্তু ঘটাভাব এব নাধিক ইতি নানবস্থানমিত্যাহুঃ। (পদার্থখণ্ডন, পৃ. ৩৫ দ্রষ্টব্য) অভাববিচারের এ স্থলেই (পৃ. ৪৭) দীধিতিকারের মতের বিরুদ্ধে 'ভেদভেদোপ্যধিক এব' প্রতিপন্ন করিয়াছেন। রামভদ্র পদার্থখণ্ডনের টীকায় পিতৃমত স্পষ্টাক্ষরে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং জানকীনাথ, শিরোমণির কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী সন্দেহ নাই। জানকীনাথের প্রধান ছাত্র 'কণাদ তর্কবাগীশ' স্বরচিত ভাষারত্ন গ্রন্থে বহু স্থলে মঞ্জরীর সন্দর্ভ অনুবাদ করিয়া খণ্ডন মণ্ডন করিয়াছেন (ভাষারত্ন, পৃ. ৭০, ৭১, ৯৪, ১৩৩ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। কণাদগুরু 'চূড়ামণি' যে জানকীনাথ, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু চিন্তামণির অনুমানখণ্ডের টীকায় কণাদ 'সার্ব্বভৌমে'র বন্দনা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন[১] :—

সার্ব্বভৌমপদাম্ভোজভ্রমরীকৃতমৌলিনা।
অনুমানমণিব্যাখ্যা শ্রীকণাদেন তন্যতে॥

অথচ এই গ্রন্থের বহুতর স্থলে যে 'গুরুচরণে'র সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা বাসুদেব সার্ব্বভৌমের গ্রন্থে পাওয়া যায় না। জানকীনাথের মরীচি গ্রন্থেরই হইবে। কারণ, উক্ত 'গুরুচরণ' স্থলে স্থলে দীধিতিকারের মতখণ্ডনকারী দেখা যায়।

রামভদ্রের ছাত্র

নবদ্বীপের কোন নৈয়ায়িকই রামভদ্রের ন্যায় ছাত্রসম্পদ্ লাভ করেন নাই। তাঁহার চারি জন ছাত্র নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের চারিটি স্তম্ভস্বরূপ। তন্মধ্যে **মথুরানাথ তর্কবাগীশ**

১। আমাদের নিকট প্রথমাংশ (১—৩৮, ৫৫—৫৮) আছে। কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি (৭৮৫সং) আদ্যন্তখণ্ডিত এবং মধ্যেও খণ্ডিত, কিন্তু ব্যাপ্তিবাদ হইতে হেত্বাভাস পর্য্যন্ত অনেকাংশ আছে।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মথুরানাথ যে রামভদ্রের ছাত্র, এই অভিনব তথ্য সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মথুরানাথের অনুমানদীধিতির টীকা বর্ত্তমানে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। আমরা পূর্ব্বখণ্ডের দুইটি মাত্র পুথি দেখিয়াছি। সিদ্ধান্তলক্ষণপ্রকরণে সার্ব্বভৌমমত খণ্ডন স্থলে মথুরানাথ লিখিয়াছেন (ঢাকার পুথি, ১৩০ খ পত্রে) :—

অত্র বিশিষ্ট-নিরূপিতাধেয়ত্বস্যাতিরিক্তত্বোপাদানে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব-সাধ্যতাবচ্ছেদক-সংবন্ধাবচ্ছিন্নত্বোভয়াভাববদ্বৃত্ত্যধিকরণযৎকিঞ্চিদ্ব্যক্তিসামান্যকত্বস্য বিবক্ষণান্নোক্তদোষ **ইত্যস্মদ্‌-গুরুচরণাঃ**।

জগদীশ তর্কালঙ্কারও (চৌখাম্বা সং, পৃ. ২৪৭-৮) এ স্থলে অবিকল এই সন্দর্ভই 'ইত্যস্মদ্‌গুরুচরণাঃ' বলিয়াই উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং মথুরানাথ ও জগদীশ উভয়ে এক গুরুর ছাত্র ছিলেন সন্দেহ নাই। **জগদীশ তর্কালঙ্কার** যে রামভদ্রের ছাত্র, বর্ত্তমানে তাহা অবিসংবাদিত (ন্যায়পরিচয়, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ. ২৮)। বিশেষব্যাপ্তিপ্রকরণেও মথুরানাথ 'ইত্যস্মদ্‌গুরুচরণাঃ' বলিয়া একটি দীর্ঘ সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথির ১৪৪ খ পত্র, ঢাকার পুথির ১৫১ ক পত্র)। জগদীশও এ স্থলে (চৌখাম্বা সং, পৃ. ৩১১, বস্তুতঃ প্রত্যক্ষমণৌ…ইত্যাদি) অবিকল তাহাই গুরুমত বলিয়া লিখিয়াছেন। জগদীশ বহু স্থলে মথুরানাথের মত খণ্ডন করিয়াছেন, আমরা বাহুল্যবোধে এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। জগদীশের অনুমানদীধিতি টীকার ১৫৩২ শকের প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি (ন্যায়পরিচয়, ভূমিকা, পৃ. ৩০); সুতরাং জগদীশ ১৬০০ খ্রী পূর্ব্বেই গ্রন্থ রচনা করেন—পরে নহে। মথুরানাথ তাঁহার এক যুগ (১২ বৎসর) পূর্ব্ববর্ত্তী ধরা যায়। সুতরাং রামভদ্র সার্ব্বভৌমের **অভ্যুদয়কাল ১৫২৫-৭৫ খ্রী মধ্যে** নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণয় করা যায়।

রামভদ্রের তৃতীয় ছাত্র নানাগ্রন্থকার **গৌরীকান্ত সার্ব্বভৌম**—"যো গৌড়োত্তরদেশ-দিগ্‌গজ ইব শ্রীসার্ব্বভৌমো মহান্‌" (আনন্দলহরীতরী, J. A. S. B., 1915, pp. 284-5)। গৌরীকান্ত তর্কভাষার টীকায় (২য় শ্লোকে) "রামভদ্রগুরু"র সেবা করিয়াছেন (*Tanjore Cat.*, p. 4666)।

রামভদ্রের চতুর্থ ছাত্র কাশীনিবাসী মহানৈয়ায়িক **জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন**। অনুমান-দীধিতির টীকায় জয়রাম বন্দনা করিয়াছেন : "মূর্দ্ধ্যাধায় চ রামভদ্রচরণদ্বন্দ্বারবিন্দদ্বয়ম্‌" (J. A. S. B., 1915, p. 283)। কাশীর সরস্বতীভবন গ্রন্থমালায় প্রকাশিত "ন্যায়সিদ্ধান্তমালা"র ভূমিকায় অনুমান করা হইয়াছে যে, জয়রামগুরু রামভদ্র সার্ব্বভৌম না হইয়া "রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ" (জগদীশ-পৌত্র) হইবে। কারণ, ১৬৫৭খ্রী জয়রাম কাশীতে জীবিত ছিলেন, রামভদ্র সার্ব্বভৌম প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। এই অনুমান প্রমাণসিদ্ধ নহে। শব্দশক্তি-প্রকাশিকার টিপ্পনীকার রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ নবদ্বীপের মহারথিগণের তুলনায় একজন অতি নগণ্য ব্যক্তি। বস্তুতঃ জয়রাম "ন্যায়সিদ্ধান্তমালা"র ২ স্থলে (১।২।২ সূত্রোপরি, পৃ. ৬২) "গুরবঃ" বলিয়া একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ সন্দর্ভ অবিকল আমরা "ন্যায়রহস্যে"

(কাশীর পুঁথি, ২৬-৭ পত্রে) প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং এ বিষয়ে আর সংশয় থাকিতেছে না। জয়রাম রামভদ্রের শেষ বয়সের ছাত্র হইয়া ১৬৫৭খ্রী বৃদ্ধাবস্থায় জীবিত থাকিতে পারেন, তাহাতে কোন অসঙ্গতি নাই।

রামভদ্রের কুলপরিচয়

সৌভাগ্যক্রমে একটি রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতে আমরা রামভদ্রের উল্লেখ প্রাপ্ত হইয়াছি। বন্দ্যঘটীবংশের "বৃহৎ বঙ্গপাশী" প্রকরণে "বাইস লম্বোদর" নামে একজন বিখ্যাত কুলীন ছিলেন (ধ্রুবানন্দের মহাবংশ, পৃ. ৬১)। লম্বোদরের এক পুত্র "গদাই"—তৎপুত্র গোবিন্দ "ভঙ্গঃ"। তৎপুত্র হরিদাস। "হরিদাসসুতৌ রাঘব-রঘুনন্দনভট্টাচার্য্যৌ।" এই রঘুনন্দনই "স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য" হওয়া বিচিত্র নহে।

রাঘব-সুত রামকৃষ্ণ—**অস্য বিবাহ মুং রামভদ্র সার্ব্বভৌমস্য কন্যা নদিয়াবাসী।** (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে নবসংগৃহীত সাঙ্কাডাঙ্গার কুলপঞ্জী, ৪০ ক পত্র) রামকৃষ্ণ বল্লালী আদিকুলীন "মহেশ্বর" হইতে অধস্তন ১২ পুরুষ এবং নিঃসন্দেহ খ্রী ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। এতদনুসারে রামভদ্র সার্ব্বভৌম "মুখোপাধ্যায়"বংশীয় বংশজভাবাপন্ন ছিলেন প্রমাণ হইতেছে। নবদ্বীপে এই রামভদ্রের বংশ সম্ভবতঃ বিদ্যমান ছিল, এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। নবদ্বীপ-মহিমা গ্রন্থে পাওয়া যায় (১ম সং, পৃ. ১২৪), "ডাক্তার শ্রীপতি ভট্টাচার্য্য" এক রামভদ্রের বংশধর ছিলেন। আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম, উক্ত শ্রীপতি ডাক্তার 'মুখার্জ্জি'বংশীয় ছিলেন—তিনি সম্ভবতঃ রামভদ্র সার্ব্বভৌমেরই বংশধর ছিলেন। রামভদ্র ন্যায়ালংকার কোন্ বংশীয়, এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে, কিন্তু রামভদ্র সার্ব্বভৌম যেমন স্বনামধন্য ছিলেন, ন্যায়ালঙ্কার তদ্রূপ ছিলেন না। ন্যায়ালঙ্কারের বংশ তাঁহার পিতা দিগন্তবিশ্রুতকীর্ত্তি শ্রীনাথ আচার্য্যচূড়ামণির নামেই প্রচারলাভ করিত, রামভদ্রের নামে নহে। এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান আবশ্যক।

স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের প্রপিতামহ "রামভদ্র সিদ্ধান্ত" কুসুমাঞ্জলির টীকাকার ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ লিখিয়াছেন (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৪১, পৃ. ৭৯৯)। ইহা সম্পূর্ণ অমূলক। এই রামভদ্র সিদ্ধান্ত খ্রী ১৮শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন নিশ্চিত। তিনি শব্দশক্তির টিপ্পনীকারও হইতে পারেন না (নবদ্বীপ-মহিমা, ২য় সং. পৃ. ১৭২)।

রচনাপঞ্জী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

জন্ম : ৪ জুলাই ১৮৬৩ মৃত্যু : ১৭ মে ১৯১৩

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবিতকালে বা মৃত্যুর পরে তাঁহার রচিত যে-সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রকাশ করা গেল। তাঁহার কয়েকখানি পুস্তকের আখ্যাপত্রে প্রকাশকালের আদৌ উল্লেখ নাই; এরূপ ক্ষেত্রে, এবং একই বৎসরে প্রকাশিত একাধিক পুস্তকের ক্রম নির্দ্ধারণে আমরা বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকায় প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকালের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই ইংরেজী তারিখগুলি বন্ধনীমধ্যে দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকে প্রকাশকাল নির্দেশের অভাব প্রশ্নচিহ্ন দ্বারা সূচিত হইয়াছে। শ্রীযুত সনৎকুমার গুপ্ত এই তালিকা-সঙ্কলনে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

ইং ১৮৮২

১। **আর্য্যগাথা** (কবিতা ও গান)

১ম ভাগ। ইং ১৮৮২ (৫ মার্চ)। পৃ. ৯১

২য় ভাগ। ইং ১৮৯৩ (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪)। পৃ. কুড়ি ৬০ + পিউ ৪৬

ইং ১৮৮৬

২। *The Lyrics of Ind.* London, Sept. 1886. pp. 79.

ইং ১৮৮৯

৩। **একঘরে** (নক্‌শা)। ? (২ জানুয়ারি ১৮৮৯)। পৃ. ৩৫

বিলাত-প্রত্যাগত দ্বিজেন্দ্রলালকে হিন্দুসমাজ বিনা-প্রায়শ্চিত্তে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় তিনি সমাজের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া নদীয়া হইতে এই প্রতিবাদ-পুস্তক প্রকাশ করেন। এই দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের এক খণ্ড ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে আছে।

ইং ১৮৯৫

৪। **সমাজবিভ্রাট ও কল্কি-অবতার** (সামাজিক প্রহসন)। ১৩০২ সাল (৯ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ১০৩

ইং ১৮৯৭

৫। **বিরহ** (নাটিকা)। ১৩০৪ সাল। পৃ. ১০৯

ইং ১৮৯৯

৬। **আষাঢ়ে।** বা গুটিকতক রহস্য গল্প (ব্যঙ্গকাব্য)। ১৩০৫ সাল (২২ ডিসেম্বর ১৮৯৯)। পৃ. ১৬৮

সূচী :—কেরানী, শ্রীহরি গোস্বামী, বাঙ্গালী মহিমা, অদল বদল, বৃদ্ধাকুমারী কাহিনী, ভাটপাড়ায় সভা, হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা ডিপ্‌টি কাহিনী, রাজা গোপীকৃষ্ণ রায়ের সমস্যা, নসীরাম পালের বক্তৃতা, কলি-যজ্ঞ, গর্ব্বমর্দ্দন কাহিনী, নিত্যানন্দের উপাখ্যান।

প্রথম সংস্করণের পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম ছিল না।

ইং ১৯০০

৭। **হাসির গান।** ১৩০৭ সাল (১৮ জুলাই)। পৃ. ৫১

সূচী :—অনুতাপ, আমরা ও তোমরা, এস এস বঁধু এস, কালোরূপ, কিছু না, কি করি, কৃষ্ণরাধিকা সংবাদ, কোকিল, গোড়াগুড়ি বলে গিছি, চণ্ডীচরণ, চা, চাষার প্রেম, তানসান্-বিক্রমাদিত্য-সংবাদ, তা সে হবে কেন ?, তুমি বুঝি মনে ভাব, তোমরা ও আমরা, তোমারই তুলনা তুমি, দুর্ব্বাসা, নন্দলাল, নয়নে নয়নে রাখি, নূতন কিছু করো, পান, পাঁচ এয়ার, প্রাণান্ত, প্রেমতত্ত্ব, প্রেমালাপ, বলিত হাসব না, বর্ষা, বসন্ত, বানর সঙ্গীত, বিলাত ফের্তা, বিরহ তত্ত্ব, বিষ্যুৎবার, বুড়োবুড়ি, বেশ করেছো, যার যায় যায়, রাম বনবাস, Reformed Hindoos, শালিক পাখী, শেয়াল, স্ত্রীর উমেদার, সন্দেশ, সব সত্যি, সবই মিঠে, হতে পার্ত্তাম।

৮। **পাষাণী** (গীতি-নাটিকা)। আশ্বিন ১৩০৭ (২৫ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ১২২

৯। **ত্র্যহস্পর্শ** বা সুখী পরিবার (প্রহসন)। ১৩০৭ সাল (২৩ ডিসেম্বর)। পৃ. ৯৬

ইং ১৯০২

১০। **প্রায়শ্চিত্ত** (নাটক)। ৫ মাঘ ১৩০৮ (১৯ জানুয়ারি)। পৃ. ৯৪

ক্লাসিক থিয়েটারে 'বহুৎ আচ্ছা' নামে প্রথম অভিনীত।

১১। **মন্দ্র** (কাব্য)। ১৩০৯ সাল (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০২)। পৃ. ১০৪

ইং ১৯০৩

১২। **তারাবাই** (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১০ সাল (২২ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ১৫৬

"এই নাটকের উপাদান টড্-প্রণীত রাজস্থান হইতে গৃহীত।"

ইং ১৯০৫

১৩। **প্রতাপসিংহ** (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (৮ মে ১৯০৫)। পৃ. ১৬২

ইং ১৯০৬

১৪। *The Crops of Bengal.* Cal. 1906. (23 March), pp. 23+184.

১৫। **দুর্গাদাস** (ঐতিহাসিক নাটক)। আশ্বিন ১৩১৩ (৫ নবেম্বর)। পৃ. ১৯৪

ইং ১৯০৭

১৬। **আলেখ্য** (কাব্য)। ১৩১৪ সাল (৮ জুলাই)। পৃ. ১১২

"পূর্ব্বে মাসিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত ও কতকগুলি অপ্রকাশিত কবিতা একত্রিত ক'রে আলেখ্য নামে ছাপান গেল।"—ভূমিকা

১৭। *Lessons in English*

Pt. I. (20 Dec. 1907), pp. 7+56

Pt. II. (2 May I908), pp. 1+68

Pt. III. (20 Jany. 1909), pp. 1+80

ইং ১৯০৮

১৮। **নুরজাহান** (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (১ মার্চ ১৯০৮)। পৃ. ১৭৬

১৯। **সোরাব-রুস্তাম** (নাট্যরঙ্গ)। ১৩১৫ সাল (২৩ অক্টোবর)। পৃ. ৯১ [৯২]

...মিনার্ভা ৩ আশ্বিন ১৩১৫ "এই নাটকের গল্পটি আমি ফার্ডাউসির 'শাহনামা' নামক গ্রন্থ হইতে লইয়াছি।"—ভূমিকা

২০। **সীতা** (নাট্য-কাব্য)। ? (৬ নবেম্বর ১৯০৮)। পৃ. ১২৮

২১। **মেবার পতন** (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (২৭ ডিসেম্বর ১৯০৮)। পৃ. ১৭১

ইং ১৯০৯

২২। **সাজাহান** (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (৮ আগস্ট ১৯০৯)। পৃ. ১৬১

ইং ১৯১১

২৩। **চন্দ্রগুপ্ত** (নাটক)। ? (২৪ আগস্ট ১৯১১)। পৃ. ১৬৭

২৪। **পুনর্জ্জন্ম** (প্রহসন)। ? (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১১)। পৃ. ৩৭

ইং ১৯১২

২৫। **পরপারে** (সামাজিক নাটক)। ? (২৮ আগস্ট ১৯১২)। পৃ. ১৮১

২৬। **ত্রিবেণী** (খণ্ডকাব্য)। ২৫ শ্রাবণ ১৩১৯ (৫ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ৮৫+২

২৭। **আনন্দ-বিদায়** (প্যারডি)। ? (১৬ নবেম্বর ১৯১২)। পৃ. ৬৪

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

ইং ১৯১৪

২৮। **ভীষ্ম** (নাটক)। ? (৮ জানুয়ারি ১৯১৪)। পৃ. ২০৬

ইং ১৯১৫

২৯। **কালিদাস ও ভবভূতি** (সমালোচনা)। ১৩২২ সাল (১০ আগস্ট)। পৃ. ১৬৯

শ্রীদিলীপকুমার রায় 'নিবেদনে' লিখিয়াছেন :—

স্বর্গীয় পিতৃদেব মাসিক পত্র "সাহিত্যে" "কালিদাস ও ভবভূতি"—অর্থাৎ 'অভিজ্ঞান শকুন্তল ও উত্তর চরিতে'র সমালোচনা বিস্তারিতভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ সমালোচনা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল, ...তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্ত এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম।

৩০। **গান**। ১ আশ্বিন ১৩২২। (২ অক্টোবর)। পৃ. ১৯৯

ইহাতে অন্যূন ২৩০টি গান আছে।

৩১। **সিংহল বিজয়** (ঐতিহাসিক নাটক)। ২৩ আশ্বিন ১৩২২ (১৩ অক্টোবর)। পৃ. ২৩৬

ইং ১৯১৬

৩২। **বঙ্গনারী** (সামাজিক নাটক)। ১৩২২ সাল (১০ এপ্রিল)। পৃ. ১৪১

"স্বর্গীয় পিতৃদেব এই নাটকখানি তাঁহার মৃত্যুর ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে প্রণয়ন করেন।...তিনি ইহার এক অংশ লইয়া 'পরপারে' রচনা করেন।"—মুখবন্ধ

ইং ১৯১৮

৩৩। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রণীত "হাসির গানে"র **স্বরলিপি**। ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫। পৃ. ৮৩

শ্রীদিলীপকুমার রায় সঙ্কলিত।

ইং ১৯২৪

৩৪। **দ্বিজেন্দ্র-গীতি** [স্বরলিপি]।

১ম খণ্ড, ১লা আশ্বিন—১৩৩১।

২য় খণ্ড, মাঘ— ১৩৩১।

"১ম ও ২য় ভাগে সর্ব্বসমেত ৮৩টি গানের স্বরলিপি দেওয়া হ'ল।"

চিন্তা ও কল্পনা

নবকৃষ্ণ ঘোষ 'দ্বিজেন্দ্রলাল' পুস্তকে (আশ্বিন ১৩২৩) লিখিয়াছেন :—

দ্বিজেন্দ্রলাল মাসিক পত্রাদিতে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সেগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তাহার মধ্যে "কালিদাস ও ভবভূতি" নামে একখানি পুস্তক তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া কবি তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে ছাপিতে দিয়াছিলেন ; কিন্তু কবির মৃত্যুতে সে পুস্তকের মুদ্রণকার্য্য স্থগিদ হইয়া যায়—আশা আছে সে পুস্তকখানিও অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হইবে। কবি সেই পুস্তকখানির নাম দিয়া গিয়াছেন—"চিন্তা ও কল্পনা।"...

এই প্রবন্ধ-পুস্তকে 'নব্যভারত' পত্রে (পৌষ, ১২৯০) প্রকাশিত 'প্রেম কি উন্মত্ততা,' 'বাণী' পত্রিকায় (কার্ত্তিক, ১৩১৭) প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের সমালোচনা প্রভৃতি যে সমস্ত রচনা দ্বিজেন্দ্রলাল মুদ্রাঙ্কিত করিতে দিয়া গিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে 'গোরা'র সমালোচনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'চিন্তা ও কল্পনা' শেষ পর্য্যন্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। দ্বিতীয় ভাগ 'দ্বিজেন্দ্র-গ্রন্থাবলী'তে ইহা স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু 'গোরা'র সমালোচনা মুদ্রিত হয় নাই।

ইং ১৯২৬

দ্বিজেন্দ্র-গ্রন্থাবলী (বসুমতী)। ইং ১৯২৬

১ম ভাগ (পৃ. ৪১৪) :— শাজাহান, সিংহল-বিজয়, সোরাব রুস্তম, সীতা, পরপারে, কালিদাস ও ভবভূতি, আর্য্যগাথা ১ম ভাগ, হাসির গান।

২য় ভাগ (পৃ. ৩৬৮) :— রাণা প্রতাপসিংহ, চন্দ্রগুপ্ত, বঙ্গনারী, কল্কি-অবতার, বিরহ, চিন্তা ও কল্পনা, আর্য্যগাথা ২য় ভাগ, আনন্দ-বিদায়।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

শক্তি, পতাকা, ভারতী, নব্য ভারত, সাহিত্য, নবপ্রভা, সাধনা, প্রদীপ, জন্মভূমি (১৩০৪), জাহ্নবী, বাণী, প্রবাসী, বঙ্গদর্শন, ভারতবর্ষ, নাট্যমন্দির (১৩১৭) প্রভৃতি সাময়িক পত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। এগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এরূপ তালিকা দ্বারা দ্বিজেন্দ্রলালের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনার পরিচয় পাওয়া যাইবে এবং তাঁহার সাহিত্যিক জীবন পূর্ণভাবে আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে।

পত্রাবলী

মজিলপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয়ের নিকট দ্বিজেন্দ্রলালের দুইখানি পত্র ছিল। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ উহা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে দ্বিজেন্দ্রলাল পত্র দুইখানি দেওঘরে রাজনারায়ণ বসু ও তাঁহার পুত্র যোগেন্দ্রনাথ বসুকে লিখিয়াছিলেন, এবং এই পত্রগুলি হইতে দ্বিজেন্দ্র-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যাইবে। এগুলি তাঁহার চরিতকারের প্রয়োজনে আসিতে পারে বিবেচনায় নিম্নে মুদ্রিত হইল :—

মাননীয়েষু

আপনার পত্র পাইলাম। ইংরাজীতে আপনাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলাম। অনেক অনাবশ্যক কথা লিখিয়াছিলাম বলিয়া সেখানি ছাড়িয়া নূতন পত্র লিখিতে বসিলাম। আজ প্রিয় বঙ্গভাষায় লিখিতে ইচ্ছা হইল তাই বাঙ্গলাতে লিখিলাম।

অনেক উপদেশ শুনিয়া যে কাজ না হয় একটি সামান্য ঘটনায় বা একটি কথাতে তাহা হয়। সে দিন সেলির রচিত নিম্ন উদ্ধৃত ছত্র কয়টি পড়িলাম।

> "O ! Cease must ha···(?) and death return ?
> Cease ! must men kill and die ?
> Cease ! drain to its dregs the urn
> Of bitter prophecy.
> The world is weary of the past ;
> O, might it die or rest at last."

অনেকক্ষণ ঐ কয়টি ছত্রের মর্ম্ম ভাবিলাম। ভাবিলাম, এ সংসারে আমরা কয়দিনের জন্য? আর এই কয়দিনের জন্য সংসারে আসিয়া কেন বিবাদ বিসম্বাদ করি! ভাবিলাম সংসারের নির্যাতন কখন আমাকে সহিতে হয় নাই। দেবঘরে প্রথম বার মানুষের নিষ্ঠুর অন্যায় আচরণ সহিতে হইয়াছে। প্রথম বারই ক্রোধান্ধ হইয়া মানুষের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ভাবিলাম, আমার অতি অন্যায় কাজ হইয়াছে; এবং আমার দেবঘরের লোকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। তাই আপনার নিকট এই আবেদন যে আপনি অনুগ্রহ করিয়া দেবঘরের লোকগণের নিকট আমার **বিনীতভাবে, পূর্ণান্তঃকরণে, সরল হৃদয়ে** ক্ষমা প্রার্থনা জানাইবেন। অপাপবিদ্ধচরিত্র নহি, আমি জানি। আমি কত মিছা কথা কহি, কত জনের প্রতি অন্যায় বিচার করি, কত কর্ত্তব্য করি না, ইহা আমি জানি। কিন্তু ঈশ্বর জানেন যে কি গর্হিত, নীচতম, হেয়তম পাপ আমার উপর আরোপিত হইয়াছিল—ঈশ্বর জানেন, যে জীবনে এই প্রথম বার কি ঘোর অন্যায় পীড়ন আমাকে সহিতে হইয়াছিল। ইহার বিচার যেন ঈশ্বর করেন। আমি ক্ষুদ্র মানুষ, সামান্য জীব যতদূর সাধ্য সংসারের দূষিত বায়ুতে স্বীয় চরিত্র অকলঙ্কিত রাখিব; তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইব, এই বাসনা। আমার চরিত্রের অন্যে কিরূপ পরিমাণ করে তাহা আমার চিন্তার বিষয় নহে। আমি শৈশব হইতেই সমাজের আজ্ঞাকে তুচ্ছ করিতে শিক্ষিত হইয়াছি। এখনও বিবেকের নিকট সমাজের আজ্ঞা তুচ্ছ করি, ও আশা করি চিরকাল করিতে পারিব; আমি যাহা বিবেকানুমোদিত মনে করি তাহাতে সমাজের সম্মতির জন্য অপেক্ষা করি না ও বোধ হয় কখন করিব না। ইহার জন্য হয়ত আমাকে অনেক অন্যায় অত্যাচার সহিতে হইবে। তাহা ধীরতার সহিত সহিব মনে করিয়াছি। সেলির ঐ কয়েক ছত্র আমার জীবনের অন্ততঃ কিছুও পরিবর্ত্তন করিবে, আশা করি। কিন্তু যাহা করিয়াছি তাহার উপায় নাই। তাই তাহার জন্য ক্ষমা চাহি। আপনি তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া কহিবেন যে তাঁহারা যেন বালকের কৃত অপরাধ বলিয়া আমার তাঁহাদিগের সহিত আচরণ মার্জ্জনা করেন। হয়ত তাঁহাদিগের সহিত জীবনে কখন দেখা হইবে না। আমি কোথায় থাকিব, তাঁহারা কোথায় থাকিবেন তাহার স্থিরতা নাই। তাই বলি তাঁহারা সে সকল যেন ভুলিয়া যান। ক্ষমা করিতে কেহ অস্বীকৃত হইবেন না, আশা করি। পৃথিবীতে কাহাকেও যদি সুখী করিতে না পারি, কাহাকেও যেন অসুখী না করি ইহাই যেন ঈশ্বর করেন, এই তাঁহার নিকট প্রার্থনা। আপনি যদি জানিতেন আমি কি অনুতাপ করিয়াছি—আর কি বলিব একদিন যেমন ক্রোধান্ধ হইয়াছিলাম আজ তেমনি ব্যথিত হইয়াছি।

আপনি কেমন আছেন? যোগেনবাবু কেমন আছেন? তাঁহাকে আমার ভালবাসা দিবেন। উমেশবাবু কোথায়? তিনি যদি রোহিণীতে থাকেন তবে তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিব মনে করিতেছি। তাঁহাকেও বলিবেন তিনিও যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

ভগিনীর সহিত এক সপ্তাহ দেখা হয় নাই। দেখা হইলে আপনি যাহা বলিয়াছেন, বলিব। আমি ভাল আছি। ইতি ৮ই নভেম্বর ইং ১৮৮৩ সাল।

আপনার স্নেহের

শ্রীদ্বিজেন্দ্র

পুনঃ আপনি কি কলিকাতার মেলার সময় আসিবেন ?

My dear Jogen Babu

I received your kind note in due time. I know you will excuse me for the delay in replying to it.

I shall have much pleasure in communicating your thanks to my sister for her furnishing you with her translation, when I meet her next. I do not doubt she will receive them gratefully. I have not seen her of late,

I have been lately to Krishnagar and spent there some jolly days with my brothers and the other members of my family. I have come back full of spirits aud I got fever lately, from the effects of wh. I have perfectly recovered.

The Calcutta people are full of expectation of the coming Exhibition. An infinite fund of amusement is in store for them which they want to enjoy and that without delay. Wont you come down then ! It would be a thousand pities if you sat quiet there at Deogurh when almost everybody else would be coming down to enjoy a few days here. It will be the more pity if you let slip this opportunity of seeing the curiosities of the world collected in one place.

It is a pity that so many Bengalees have gone up to Deogurh and I am not there. How fare the Deogurh people ? Does...[s]torm rage still in Olympus ?

I have written an article on নেতা and নেতৃত্ব in the শক্তি. Have you seen it ? It is in the last no. of the শক্তি. At present I cannot write anything in any of the papers, our examination is so near. You will, however see an article on 'অনুরাগ কি উন্মত্ততা' in the next no. of the নব্যভারত. Pray how are you ? How does your father ? Has he received my note to him ?

It is now about 7 o'clock in the evening. I am just now come upstairs after having played on the harmonium for some time.

I really don't know how to manage to read so many books for the accursed Examination. Examinations and all that I hate and that intensely. But I must needs go through the list somehow or other. I am hard pressed for time—so many books I have to go through. As Mr. S. N. Bannerjea said the other day I have hardly any time to die.

How are you going on with your paper the সুরভি. I shall thankfully accept your present and I daresay, sister will do the same. Have you reviewed my book in it ? If so in what no. ?

I am now in good health.

Yrs. sincerely

Dwijendra

26, Sookea Street.   Calcutta, 28/10/83

পাটনা জিলার মস্‌জিদগাত্রের বাংলা শিলালিপি

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম. এ., পি-এচ. ডি.

কিছু কাল পূর্ব্বে বারাণসী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত অনন্তসদাশিব অলতেকর মহাশয় আমার নিকট একখানি শিলালেখের প্রতিলিপি পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি জানাইয়াছিলেন যে, শিলালিপিটি সম্প্রতি শ্রীযুক্ত এস. ভি. সোহোনী, আই. সি. এস. মহোদয় কর্তৃক বিহার প্রদেশের অন্তর্গত পাটনা জিলার কোন একটি মস্‌জিদের গাত্রে আবিষ্কৃত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, আমি এই মস্‌জিদ সম্বন্ধে কোনই বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

আলোচ্য লিপিতে মাত্র তিন পঙ্‌ক্তি লেখ খোদিত হইয়াছে। উহাতে যে স্থান জুড়িয়াছে, তাহা লম্বায় প্রায় দুই ফিট এবং প্রস্থে সাড়ে তিন ইঞ্চি। অক্ষরগুলি অযত্নলিখিত এবং অসমাকার। লিপিখানিতে মধ্যযুগের শেষ ভাগে প্রচলিত বঙ্গাক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রস্তরে খোদিত বলিয়া বর্ত্তমান লিপির অক্ষরগুলির আকার দুই এক স্থলে সমসাময়িক বঙ্গীয় পুথির অক্ষর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এ স্থলে "অ" বর্ণের আকার দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বৈদ্যদেবের কমৌলিশাসনে প্রাপ্ত "অ"-এর অনুরূপ। চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভৃতি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত কয়েকটি অক্ষরের আকার বর্ত্তমান লিপির তুলনায় কিঞ্চিৎ আধুনিক বলিয়া বোধ হয়।

লিপিটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত; কিন্তু ইহাতে অনেক ভাষাগত ত্রুটি আছে। ইহাতে মাত্র দুইটি শ্লোক আছে; উহাতে ছন্দেরও ত্রুটি দেখা যায়। লিপির তারিখে উত্তর-ভারতে প্রচলিত বৃহস্পতিচক্রের বর্ষনাম ব্যবহৃত হইয়াছে। বৎসরের নাম রুধিরোদ্‌গারী। উহার সহিত বিক্রমাব্দেরও উল্লেখ আছে। বলা হইয়াছে যে, গুণ (অর্থাৎ ৩), শর (অর্থাৎ ৫), বাণ (অর্থাৎ ৫) এবং রূপক বা রূপ (অর্থাৎ ১)—এই শব্দগুলির দ্বারা গণিত বিক্রমবৎসরই আলোচ্য লিপির তারিখ। সুতরাং "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" অনুসারে আমরা ১৫৫৩ বিক্রমাব্দ পাইলাম। এই বৎসরটি রুধিরোদ্‌গারী বর্ষও বটে। খ্রীষ্টাব্দের গণনায় ইহা ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। লিপিতে পূর্ব্বোক্ত বৎসরের পৌষ মাসের কৃষ্ণা সপ্তমী বৃহস্পতিবারের উল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গণনা অনুসারে তারিখটি ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী।

লিপির তৃতীয় অর্থাৎ শেষ পঙ্‌ক্তিতে একটি পুণ্য কার্য্যের উল্লেখ নাই। কিন্তু যিনি এই পুণ্য কার্য্যের কর্ত্তা, তাঁর নাম লিপিতে উল্লিখিত হয় নাই। লিপির এই অংশে ভ্রমপ্রমাদের সংখ্যা এত বেশী যে, ইহার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করা কঠিন। তবে মনে হয়, কোন ব্যক্তি গঙ্গাতীরে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে পীঠোপরি একটি দেববিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। লিপিতে গঙ্গাতীর বুঝাইতে "তীর" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (শব্দকল্পদ্রুমে "তীর" দ্রষ্টব্য)। বিগ্রহের নাম রাজধর। সম্ভবতঃ ব্যক্তিবিশেষের নামানুসারে এইরূপ নামকরণ

হইয়াছিল। মন্দিরের স্পষ্ট উল্লেখ না করিয়া কেবল "এই কীর্ত্তি" বলিয়া উহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে (Corpus Inscriptionum Indicarum, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২১২, পাদটীকা ৬ দ্রষ্টব্য)।

মধ্যযুগের কোন কোন মুসলমান নরপতি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন এবং হিন্দুর দেবমূর্ত্তি ও মন্দিরাদি ধ্বংস করা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া মনে করিতেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। অনেক স্থলে তাঁহারা হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিয়া উহারই মালমসলা দ্বারা মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া উহার চাল মস্‌জিদের প্রাচীর গঠনের কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ত্রিবেণীতে জাফর শার মস্‌জিদের প্রাচীরগাত্রে এইরূপ কতিপয় হিন্দু-মূর্ত্তির চালের পৃষ্ঠাংশ প্রোথিত দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, আলোচ্য লিপি হইতেও বুঝা যায়, এতৎসংবলিত শিলাখণ্ড প্রথমে কোন মন্দিরগাত্রে সন্নিবেশিত ছিল। পরে উহা মস্‌জিদ নির্ম্মাণের কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল। লিপিতে লিখিত বঙ্গাক্ষর দেখিয়া মনে হয়, উল্লিখিত হিন্দুমন্দির পূর্ব্ব-বিহার বা পশ্চিম-বাংলার গঙ্গাতীরবর্ত্তী কোন অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা ভুলিলে চলিবে না। বর্ত্তমান বিহার প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে যে বঙ্গাক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। সাঁওতাল পরগণা জিলার কতকগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক দলিলে দেখা যায়, উহাতে যে কেবল বাংলা সাল এবং অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নয়; উহার ভাষাও বাংলা। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছেন যে, দেওঘরের বৈদ্যনাথ-মন্দিরগাত্রে যে "মন্দারগিরিপ্রকরণ" খোদিত আছে, তাহাতে আদি-মধ্যযুগের বঙ্গাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। দেওঘর বিহার প্রদেশের অনেকটা অভ্যন্তরে, সাঁওতাল পরগণা, মুঙ্গের এবং ভাগলপুর, এই তিন জিলার সীমান্তের নিকটে অবস্থিত। সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত মন্দিরটি যে বাংলাতে অবস্থিত ছিল, তাহা নিশ্চিত বলা সম্ভব নহে। পূর্ব্ব-বিহারের গঙ্গাতীরবর্ত্তী অঞ্চলেও ইহার অবস্থান কল্পনা করা যাইতে পারে। আলোচ্য শিলালিপির তারিখটি দেখিয়া কিন্তু মনে হয়, ঐ মন্দির বিহারেই অবস্থিত ছিল, বাংলাদেশে নহে। প্রাচীন যুগে বাংলাদেশে কোন সালের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। সেনবংশীয় রাজগণের আমলে এদেশে শকাব্দের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার কারণ এই যে, দক্ষিণাপথে শকাব্দ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এবং বাংলার সেন-রাজগণ মূলতঃ দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটবাসী ছিলেন। যাহা হউক, বাংলাদেশে বিক্রম-সংবতের ব্যবহার কদাপি জনপ্রিয় হয় নাই। বৃহস্পতিচক্র অনুসারে বৎসরের নামকরণ এদেশে এক প্রকার অজ্ঞাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পক্ষান্তরে যুক্তপ্রদেশের সর্ব্বত্র বিক্রমাব্দের জনপ্রিয়তার কথা সকলেই অবগত আছেন। বৃহস্পতিচক্র অনুযায়ী বৎসরের নামকরণও এই অঞ্চলে সুপ্রচলিত। মধ্যযুগ হইতেই তারিখাদির উল্লেখ বিষয়ে বিহারের উপর অনেক ক্ষেত্রে যুক্তপ্রদেশের প্রভাব লক্ষিত হয়। সুতরাং আলোচ্য লিপিটির তারিখ হইতে, উহা বিহারের কোন স্থানে লিখিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমানই স্বাভাবিক।

এই প্রসঙ্গে অপর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমাদের লিপিটি যে সময়ে

উৎকীর্ণ হইয়াছিল, সেই সময় লোদীবংশীয় সুলতান সিকন্দর শাহ (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ) দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। তিনি বাহুবলে বিহার অধিকার করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার সময়ে দিল্লীর প্রাধান্য বাংলাদেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সুলতান অনেক গুণে গুণবান্ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার হিন্দুবিদ্বেষ অতুলনীয় ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, সুলতান সিকন্দর লোদী "was a furious bigot. He entirely ruined the shrines of Mathura converting the buildings to Muslim uses, and generally was extremely hostile to Hinduism." সুতরাং আলোচ্য লিপিতে উল্লিখিত হিন্দুমন্দিরের দুরবস্থার কারণ বোধ হয় কিছু কিছু অনুমান করা যায়। যাহা হউক, নিম্নে আমরা শিলালিপিটির পাঠ এবং অনুবাদ প্রকাশ করিলাম।

শিলালিপির পাঠ

১। অব্দে বিক্রমভূভূজ গুনশরে বানে তথা রূপকে পৌষে মাসি তীথৌ স [প্ত মকে] চ প-

২। ক্ষে চ বলক্ষেতরে। রুধিরোদ্‌গারিবৎসরে দিনে সুরগুরোর্ধ্বাস্তি (?)-

৩। রে সীষ্ট শীরাজধরঃ সবেষ্ট বো (?) কীর্ত্তিমিমাং চ কারিতং ॥ শুভমস্ত (?)

সংশোধিত পাঠ

(গীতিছন্দ)

অব্দে বিক্রমভূভুজো গুণে শরে বাণে তথা রূপকে।
পৌষে মাসি তিথৌ চ সপ্তমকে পক্ষে চ বলক্ষেতরে ॥১
রুধিরোদ্‌গারি বৎসরে দিনে সুরগুরোর্ধ্বাস্তীরে।
সৃষ্টঃ শ্রীরাজধরঃ সবিষ্টরঃ কীর্ত্তিমিমাং চ কারিতাম্ ॥২
শুভমস্তু ॥

বঙ্গানুবাদ

ত্রিগুণ, পঞ্চশর, পঞ্চবাণ এবং একরূপ দ্বারা গণিত রাজা বিক্রমের সংবৎসরে এবং বৃহস্পতিচক্রের রুধিরোদ্‌গারিসংজ্ঞক বৎসরে, পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তম তিথির বৃহস্পতিবারে গঙ্গাতীরে পীঠ সহ শ্রীরাজধর (অর্থাৎ তৎসংজ্ঞক দেববিগ্রহ) নির্ম্মিত হইলেন এবং এই কীর্ত্তি (অর্থাৎ কীর্ত্তিখ্যাপক মন্দির) নির্ম্মাণ করান হইল। মঙ্গল হউক ॥

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরক্ত সহকর্ম্মী ছিলেন। সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষায়ই তিনি ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা সেকালের ধর্ম্মপিপাসু শ্রোতাদের একটি আকর্ষণীয় বস্তু ছিল। তাঁহার ভাষা ছিল লালিত্যপূর্ণ ও মাধুর্য্যমণ্ডিত। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও অন্যান্য সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে তাঁহার কার্য্যকলাপের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি বহু বৎসর প্রথমোক্ত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। অযোধ্যানাথ কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদ কার্য্যে সহায়তা করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার কার্য্যে ব্রতী হন। স্বর্ণকুমারী দেবী লিখিয়াছেন :

"আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ আচার্য্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী অন্তঃপুরে শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তখন আমার সেজদাদা মহাশয়েরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৌঠাকুরাণী তিন জন, মাতুলানী, দিদি ও আমার ছোট তিন বোন সকলেই তাঁহার কাছে অন্তঃপুরে পড়িতাম। অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ইংরাজী স্কুলপাঠ্য পুস্তকই আমাদের পাঠ্য হইল।"*

জ্যোতিরিন্দ্রনাথও বলিয়াছেন: "অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় মেয়েদিগকে পড়াইতেন।"†

অযোধ্যানাথ ১৭৮৬ শকে (১৮৬৪-৫) কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিযুক্ত হন। তখন কেশবচন্দ্র সেন ইহার সম্পাদক। এই বৎসর পৌষ মাসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং ট্রষ্টীর ক্ষমতাবলে অযোধ্যানাথ পাকড়াশীকে সমাজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করেন।‡

অযোধ্যানাথ পরবর্ত্তী ফাল্গুন মাসেই (১৮৬৫) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক হইলেন। তাঁহার স্থলে সহকারী সম্পাদক হইলেন আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।§ ১৭৮৮ শকের চৈত্র মাস (১৮৬৭) পর্য্যন্ত অযোধ্যানাথ পত্রিকার সম্পাদনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পুনরায় ১৭৯১ শকের বৈশাখ মাস (১৮৬৯) হইতে মৃত্যুর (ভাদ্র ১৭৯৫ শক) কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই কার্য্যে লিপ্ত থাকেন। প্রথমে কলিকাতা, পরে (পৌষ ১৭৯০ শক হইতে) আদি ব্রাহ্ম-সমাজের অধ্যক্ষ সভারও তিনি বরাবর সভ্য ছিলেন।

---

* "আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা। ও তাহার সংস্কার।"—প্রদীপ ভাদ্র ১৩০৬।

† জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। পৃ. ১১৯।

‡ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—পৌষ ১৭৮৬ শাক।

§ —ফাল্গুন ১৭৮৬ শক।

সমাজ সম্পৃক্ত নানা কার্য্যের সঙ্গেই পাকড়াশী মহাশয়ের যোগ ছিল। তিনি ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে বাংলায় বক্তৃতা করিতেন। এ সম্বন্ধে আষাঢ় ১৭৮৭ শকের (১৮৬৫) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশ :

"ব্রহ্মবিদ্যালয়। প্রতি মাসের প্রথম রবিবার অপরাহ্ন চারিটায় ও অন্যান্য রবিবার প্রাতঃকালে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ইংরাজী ও বাঙ্গলায় ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ হইয়া থাকে। ইংরাজী ভাষায় শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ রায়, বাঙ্গলা ভাষায় শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় উপদেশ প্রদান করেন।"

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম্মবোধিনী সভার অধীনস্থ ব্রহ্মবিদ্যালয়েও অযোধ্যানাথ প্রতি মাসের তৃতীয় রবিবারে ধর্ম্মনীতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন।*

অযোধ্যানাথ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের বিশেষ আস্থাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের একটি প্রস্তাবে দেখিতেছি :

"১৭৮৬ শকের ১ পৌষ অবধি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যে সকল দান সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের উপকারার্থে ব্যয় করিবার ভার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মিত্র ও শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এই তিন জনের উপর সমর্পিত হয়।"†

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহায়তা লাভ করিলেও অযোধ্যানাথ জীবনসায়াহ্নে তাঁহার বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন।‡ তিনি ভীষণ অর্থকষ্টেও পতিত হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৭৩ সালের ২৮শে আগষ্ট ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমসাময়িক বহু পত্রিকা গভীর শোকপ্রকাশ করেন। ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ দিবসীয় 'ভারত সংস্কারক' লেখেন :

"গত ১৩ই ভাদ্র (২৮শে আগষ্ট) পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন···। ইনি একজন শাস্ত্রজ্ঞ, সুলেখক ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্ম ছিলেন। গত ১০ বৎসর ইনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কার্য্য করেন, এবং ঐ সমাজের পতন অবস্থায়ও তাঁহার বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া অনেকে উপাসনা স্থানে যাইতেন। ইনি কয়েক বৎসর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার নির্ব্বাহ করেন···। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক বক্তৃতা সকল একত্র করিয়া 'মাঘোৎসব' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়,

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৪ শক।

† ঐ —বৈশাখ ১৭৮৮ শক।

‡ 'হিন্দু পেট্রিয়ট' অযোধ্যানাথের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া লেখেন :

"The late murder of his brother somewhere at Chagdah under suspicious circumstances, and the alienation of Babu Debendra Nath Tagore's sympathy from him, which resulted in his resignation of his seat at the Somaj preyed upon his mind keenly, while his body was undermined by a protracted attack of dysentery."—রামগোপাল সান্যাল-কৃত *Reminiscences and Ancedotes of Great men of India, both European and Native, Part II*—পৃ. ১০৩-এ উদ্ধৃত।

তাহার শেষে পাকড়াশী মহাশয়ের বক্তৃতাটি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা উক্ত সমাজের উৎকৃষ্ট বক্তৃতা সকলের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট,…। ইনি ব্রহ্মবিদ্যালয় নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহাতে অতি সরস ও মধুর ভাষায় ধর্ম্মবিষয়ক অনেকগুলি মূল সত্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইনি কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত অনুবাদেরও সহায়তা করিয়াছিলেন। ইনি জীবনের শেষাংশে অনেক দুরবস্থায় পড়িয়া এবং ৩ মাস কাল শয্যাগত থাকিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।"

উল্লিখিত 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' পুস্তকখানি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে সতরটি উপদেশ আছে। পুস্তকখানির বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :

"যখন আমরা ব্রহ্মবিদ্যালয়ে উপদেশ দান করিতাম, তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য, আমার পূজনীয় গুরুদেব শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে কহিয়াছিলেন যে, শিক্ষাদানকালে ছাত্রগণ অপেক্ষা উপদেষ্টা স্বয়ং অধিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃই আমি ব্রহ্মবিদ্যালয়ে উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করিয়া স্বয়ং যে উপদেশ লাভ করিয়াছি, তাহাই রক্ষা করিবার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম এবং তাঁহারই অভিপ্রায় অনুসারে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে অষ্টাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎকালে শেষ কয়েকটি উপদেশ ভিন্ন আর সমস্তই তিনি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে অনাবশ্যকবোধে তাহার একটি উপদেশ পরিত্যাগ ও অবশিষ্ট সমুদায়ের স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালয় নামেই ইহা গ্রথিত করিলাম। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও ভাব ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের তাৎপর্য্য অবলম্বন করিয়া এই সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, সুতরাং ইহার প্রস্তাব সকল তদনুসারেই বিন্যাস করা হইয়াছে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ
৬ চৈত্র, ১৭৯১ শক } শ্রীঅযোধ্যানাথ পাকড়াশী"

সংযোজনী। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ-লিখিত আর একখানি পুস্তিকা : **দাক্ষিণাত্যের কুলীন বৈদিক শ্রেণীর প্রচলিত কুলসম্বন্ধ প্রথা পরিবর্ত্ত করা উচিত কি না।** প্রকাশকাল—২০ ভাদ্র, ১৭৮৪ শক (১৮৯২)।

———

বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম'

শ্রীযদুনাথ সরকার

বঙ্কিম স্বয়ং বলিয়াছেন, "সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা হয় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।" ('সীতারামে'র বিজ্ঞাপন)। আবার, "দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না।" ('রাজসিংহে'র বিজ্ঞাপন)।

কিন্তু বঙ্গদেশের সত্য ইতিহাস পড়িবার পর বঙ্কিমের এই অস্বীকার-বাণী গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার 'সীতারাম' উপন্যাস হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস, এবং তিনি এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণগুলি 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'চন্দ্রশেখর' হইতে অনেক অধিক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছেন; এই গ্রন্থখানি ইউরোপীয় সাহিত্যে রচিত হইলে সেখানকার গুণিগণ ইহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের শ্রেণীতে নিঃসন্দেহ স্থান দিতেন; তাহার কারণ, পরিষৎ-সংস্করণের 'আনন্দমঠে'র ভূমিকাতে আমি বিস্তারিত বিচার করিয়াছি। অর্থাৎ, বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম নামক রাজার জীবনের ঘটনাগুলির ও সেই যুগের বাঙ্গলার অবস্থার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা অধিকাংশ একেবারে সত্য; ইহার কোন স্থানেই ঐতিহাসিক সত্যের প্রচণ্ড অপলাপ করেন নাই; ইতিহাসে পরিচিত কোন বিখ্যাত সাধুকে উপন্যাসের পাতায় ঠগ্‌ বলিয়া অঙ্কিত করিলে যে দূষিত কল্পনা হইত, সীতারামে কোথায়ও তাহা হয় নাই। এর উপর, সেই যুগে প্রজা ও শাসকের সম্বন্ধ, দেশের দশা, যুদ্ধ-বিগ্রহ-প্রণালী বঙ্কিম অক্ষরে অক্ষরে সত্য করিয়া আঁকিয়াছেন, অর্থাৎ এই উপন্যাসখানির দৃশ্যপট একেবারে সত্য। এই দুটি কথা এখানে প্রমাণ করিব।

বঙ্কিমের সীতারাম ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ছাপা হয়। তাহার পর ইহার ঐতিহাসিক সত্য-অসত্যতা লইয়া অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য কয়েকজন লেখক আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবার ফলে ঐ সব পুরাতন তর্কবিতর্কের নিরসন হইয়াছে, এবং সীতারামের প্রকৃত বিবরণ সম্পূর্ণ ও বিস্তৃতভাবে জানা গিয়াছে। সে যুগের পারসী সরকারী কাগজ এবং ফরাসী কুঠিয়াল সাহেবদের চিঠি হইতে ঐ সময়কার দেশের ইতিহাস অতি বিশদ ও বিশুদ্ধভাবে জানা যায়। আমি এই দিকেই সতীশচন্দ্রের গ্রন্থের উপর কতকগুলি তথ্য যোগ করিয়া দিব। রাজা সীতারামের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বেশী কিছু পাই নাই। সমসাময়িক সাক্ষীর কাহিনী ও স্থানীয় প্রবাদ অবলম্বনে ঐতিহাসিক সীতারামের জীবনী নীচে লিখিত হইল।

প্রকৃত সীতারামের জীবনী

১৮৬১-১৮৬৩ এই তিন বৎসর বঙ্কিম খুলনা জেলায় ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন, এবং ঐ জেলার মাগুরা বিভাগের সবডিভিশনাল অফিসর নিযুক্ত থাকেন। ঐ অঞ্চলে মাগুরা শহর হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুর এখন গ্রাম মাত্র, কিন্তু তাঁহার

রাজবাড়ী, মন্দির, দুর্গ-প্রাকার, পরিখা প্রভৃতির অগণ্য ভগ্নাবশেষ জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া আছে। স্থানীয় প্রবাদ এইরূপ যে, "রাইচরণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন গল্পরসিক কর্মকুশল ব্যক্তির সন্ধান পাইয়া, বঙ্কিম তাঁহার নিকট হইতে অনেক গল্পগুজব শুনিয়া লন। কেহ কেহ বলেন, রাইচরণ বাবু ২.৩ মাস বঙ্কিমচন্দ্রের বেতনভুক্ হইয়া মাগুরায় থাকেন ও তাঁহাকে সময়মত গল্প শুনাইতেন।" [সতীশচন্দ্র, ২য় খণ্ড, ৫১৭পৃ.।] সীতারামের মৃত্যুর দেড় শত বৎসর পরেও তাঁহার বাসস্থানে তাঁহার নিজের এবং লোকজনের বংশধরদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী সীতারামের নিজ জীবনের বিবরণের একমাত্র উপাদান। তাহার উপর বঙ্গদেশের ইতিহাস কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র ষ্টুয়ার্ট (তস্য পিতা রিয়াজ-উস্-সলাতীন, তস্য পিতা সলিমুল্লার তারিখ-ই বংগালা) হইতে লইয়া বঙ্কিম নিজ কাহিনী পূর্ণ করিয়াছেন।

সীতারাম উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ। এই বংশে শ্রীরামদাস, বাঙ্গলার সুবাদার রাজা মানসিংহের অধীনে রাজস্ব-সেরেস্তায় চাকরি করিয়া খাস-বিশ্বাস উপাধি লাভ করেন। তাঁহার পৌত্র উদয়নারায়ণ ভূষণার মুসলমান ফৌজদারের*—অর্থাৎ একাধারে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও স্থানীয় সৈন্যাধ্যক্ষের—সজোয়াল্ অর্থাৎ প্রধান তহসিলদার ও কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া ভূষণায় আসেন। ইনিই সীতারামের পিতা। ভূষণা মুঘলযুগে জেলার শাসনকেন্দ্র ছিল ; কারণ, বঙ্গবিজয়ের পূর্ব হইতে আকবর জাহাঙ্গীরের সময় পর্য্যন্ত প্রবলপরাক্রান্ত এক হিন্দু-রাজবংশের রাজধানী এখানে ছিল। বর্ত্তমান মাগুরা শহর হইতে ভূষণা ১৬ মাইল পূর্বে।

উদয়নারায়ণ মহম্মদপুরের পার্শ্ববর্ত্তী শ্যামনগরে একটি জোত বন্দোবস্ত করিয়া লন, এবং মধুমতী নদীর অপর পারে হরিহর-নগরে নিজ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া ঢাকা হইতে সেখানে পরিবার লইয়া আসেন, খ্রী ১৬৭০এর কাছাকাছি ; তখন সীতারাম ১০।১২ বৎসরের বালক।

যৌবনে সীতারাম অশ্বারোহণে, অস্ত্রচালনায় ও মৃগয়ায় দক্ষ হন এবং রাজস্ববিভাগের কায়স্থ আমলার উপযোগী ফারসী ভাষা এবং বৈষ্ণবের প্রিয় সংস্কৃত ভাষাও অভ্যাস করেন। প্রথমতঃ নবাবের অধীনে রাজস্ব আদায় ও হিসাবের কাজ করিবার সময় তিনি মফঃস্বলের দলবদ্ধ ডাকাত এবং বিদ্রোহী পাঠান জমিদারদের দমন করিবার শর্তে প্রকাণ্ড নল্দী পরগণা (বর্ত্তমান নড়াইল, মাগুরার ঠিক দক্ষিণে সংলগ্ন) বাঙ্গলার সুবাদারের নিকট হইতে নিজনামে বন্দোবস্ত করিয়া লন। আমলার পুত্র এইরূপে তালুকদার হইলেন, ক্রমে জমিদার হইবেন, রাজা হইবেন, অবশেষে বিদ্রোহী সামন্ত হইবেন ; তাহার আয়োজন আরম্ভ হইল।

বিশাল নল্দী পরগণা হাতে আসার ফলে সীতারামের আয় ও লোকবল দ্রুত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমে তাঁহার দুজন বড় বন্ধু জুটিল ; একজন রঘুরাম (পক্ষান্তরে রামরূপ) ঘোষ, দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ, বীর ও পালোয়ান, মেনাহাতী এই ডাক নামে খ্যাত সেনাপতি হইলেন। অপর জন মুনিরাম রায়, বঙ্গজ কায়স্থ, উকীল্ (মন্ত্রণাদাতা অর্থাৎ ফরেন্

* ফৌজদার কলেক্টর নহেন, রাজস্ব আদায় তাঁহার হাতে ছিল না ; জেলার রাজস্ব তহসিলদারেরা সুবার সদরে পাঠাইত।

সেক্রেটারী) হইলেন। তাঁহার দেওয়ান যদুনাথ গাঙ্গুলী (উপাধি মজুমদার) বোধ হয় বঙ্কিমের চন্দ্রচূড় হইবেন। তাঁহার সেনা-বিভাগে যোগ দিল—বখ্‌তাওর্ খাঁ (ভূতপূর্ব ডাকাতের সর্দার), আমল্ বেগ মুঘল্, হিন্দু নিম্নজাতীয় রূপচাঁদ ঢালী এবং ফকিরা মাছ-কাটা অর্থাৎ নমঃশূদ্র নিকারী। তাহার উপর, লোকমুখে এখনও সীতারামের সেনাপতিদের মধ্যে মোচ্‌ড়া সিংহ, গাবুর ভলন (ডাক নাম) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ক্রমে নবাব-সরকার হইতে আরও অনেক তালুক বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া, আয় অত্যন্ত বৃদ্ধি করিলেন, অসংখ্য বীর ও ভাগ্যান্বেষী সৈন্য আসিয়া তাঁহার দলে যোগ দিল; সীতারাম বিদ্রোহ দমন ও খাজনা আদায়ের নামে সেই অঞ্চলের সব ছোট বড় জমিদারদের পদানত অথবা তাঁহাদের জমিদারী লুঠ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বঙ্গের সুবাদার ঐ সব অরাজক অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের সংবাদ এবং মাঝে মাঝে কিছু কিছু খাজনা পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন; কারণ, ১৬৮৯-১৬৯৭ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সুবাদার ছিলেন শান্তিপ্রিয়, গ্রন্থকীট, নিশ্চল, বৃদ্ধ নবাব ইব্রাহিম খাঁ; তাঁহার শাসনের কথা পরে বলিব।

সীতারাম নবাব-দরবারে নিজ উকীল (অর্থাৎ দূত) দ্বারা সুবাদারকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার সুপারিশে দিল্লীর দরবার হইতে 'রাজা' উপাধি ও জমিদারী ফর্মান* আনিয়া মহা গৌরবে স্বদেশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এবং এই নূতন পদমর্য্যাদার উপযুক্ত এক রাজধানী স্থাপন করিলেন। তাঁহার পৈতৃক পুরাতন কাচারী সূর্য্যকুণ্ড গ্রাম এবং পৈতৃক বাসস্থান হরিহর নগর, এই দুটির মধ্যস্থলে বাগ্‌জানি গ্রামে নূতন রাজধানী গড়িলেন, তাহার নাম দিলেন মহম্মদপুর। মধুমতী নদীর পশ্চিমে যেখানে ঐ নদী একটা হেয়ার্-পিনের মত পূব দিকে বাঁকিয়া চলিতেছে, সেই বাঁকের মুখের কাছে মহম্মদপুর; আর মহম্মদপুর হইতে ক্রমাগত উত্তর-পূর্বদিকে আট দশ মাইল চলিলে মধুমতী ও পরে বারাসিয়া, এই দুই নদী পার হইয়া ভূষণা শহর,—সে যুগে ঐ জেলার শাসনকেন্দ্র, সভ্যতা ও শিল্পের আবাস, এবং বহু পণ্ডিত ও সাধু লোকের বসতিস্থল।

বিজ্ঞ শ্রমী ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র এই স্থান-নির্বাচনের প্রশংসা করিয়াছেন। "মহম্মদপুরের অবস্থান অতি সুন্দর। উহার তিন দিকে বিল, এক দিকে নদী, মধ্য স্থানে উচ্চ স্থল। ভূষণার দিকে, অর্থাৎ প্রধানতঃ যে দিক্ হইতে শত্রু আসিবার সম্ভাবনা, সেই পূর্বদিকেই নদী। কৃত্রিম পরিখা দ্বারা দক্ষিণ দিক্ দুষ্প্রবেশ্য করা যায়। অপর দুই দিকে দূরবিস্তৃত বিল, কিছুই করিবার আবশ্যক নাই।...এই স্থানে একটি ভগ্ন মন্দিরে সীতারামের [বংশের] ভাগ্যদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা আবিষ্কৃত হন [তাঁহার পিতা উদয়নারায়ণ কর্ত্তৃক।] সীতারাম এখানে একটি মৃণ্ময় দুর্গ, কয়েকটি সুপ্রশস্ত জলাশয়, সুন্দর সুন্দর মন্দির ও আবাস-গৃহ নির্মাণ করেন।" (৫৪০-৫৪৪ পৃ.)

এইখানকার তিনটি মন্দিরের ফলক অথবা ফলকের লিপির নকল পাওয়া গিয়াছে, তাহার

* স্থানীয় প্রবাদ যে, সীতারাম স্বয়ং দিল্লী যান এবং সেখানে রাজমন্ত্রীদের টাকায় ও প্রতিশ্রুতিতে হস্তগত করিয়া এই উপাধি ও ফর্মান লাভ করেন। কিন্তু তখন বাদশাহ ও তাঁহার সব বড় মন্ত্রীরা দাক্ষিণাত্যে, দিল্লী একটি প্রদেশ মাত্র হইয়াছিল। করদ-রাজাদের বাদশাহী ফর্মান দেওয়া হইত, জমিদারদের শুধু পর্‌ওয়ানা এবং তাহাও উজীরের মোহর-যুক্ত।

সময় ১৬৯৯, ১৭০৩ এবং ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ এবং সবগুলিই সীতারামের নামে। বহুদূরবিস্তৃত প্রাচীরের চিহ্ন, কতকগুলি মাটির ঢিবি এখনও নীরবে দাঁড়াইয়া আছে।

ক্রমে চারি দিকে রাজ্য বিস্তার করিয়া সীতারাম অবশেষে ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে ভূষণার ফৌজদার সৈয়দ্ আবুতুরাব্‌কে অকস্মাৎ আক্রমণে হত্যা করেন, এবং ভূষণা দখল করিয়া ফেলেন। সতীশচন্দ্র মিত্র দেখাইয়াছেন যে, চরম উন্নতির সময় সীতারামের রাজ্য পদ্মার উত্তরে কিছু দূর হইতে সুন্দরবনের তটভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; উত্তর সীমা পাবনা, দক্ষিণ সীমা ভৈরব নদ; পূর্বে মধুমতীর ও পারে তেলিহাটী পরগণার শেষ, পশ্চিমে মামুদশাহী পরগণা পর্য্যন্ত। "সীতারামের জমিদারীর রাজস্ব ৭০ লক্ষ টাকার কম নহে" (৫৬৪ পৃ.)। এ কথা আমার নিকট অসম্ভব বোধ হয়; কারণ, ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলী খাঁর সুশাসন ও সৎ বন্দোবস্তের ফলেও সমগ্র বাঙ্গলা সুবার সরকারী খাজনা ১৩১ লক্ষের উপর উঠে নাই।

আবুতুরাবের হত্যার সংবাদ পাইয়া মুর্শিদ কুলী খাঁ সীতারামকে দমন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তিনি নিজ আত্মীয় বখ্‌শ আলী খাঁকে ভূষণার নূতন ফৌজদার-পদ দিয়া সৈন্য সহ আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন, এবং পার্শ্ববর্ত্তী সব জমিদারদের হুকুম দিলেন সীতারামের বিরুদ্ধে এই অভিযানের সাহায্য করিতে। সীতারামের তখন দুরদৃষ্ট—তিনি বিলাসে মগ্ন, সেনাপতি মেনাহাতী অতর্কিত-ভাবে স্নানের সময় নিহত হইলেন; আর দুর্গ রক্ষা করা হইল না, রাজধানীর মধ্যে চারি দিকে ছত্রভঙ্গ আরম্ভ হইল। সীতারামের বহু পরিবারের মধ্যে অনেকেই (তাঁহার কয়েকজন স্ত্রী ও সন্তান) আগেই মহম্মদপুর হইতে বাহিরে পলাইয়া গেলেন, ১৭১৪ সালে তাঁহাদের কয়জন কলিকাতায় ধরা পড়েন। সীতারামের পরাজয়ে শত্রুপক্ষের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন রামজীবন আম্‌লা, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, নাটোর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, এবং সীতারামকে বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদে লইয়া যান রামজীবনের ভৃত্য দয়ারাম রায়, দীঘাপতিয়া-রাজবংশের আদিপুরুষ। তাঁহার বিশাল রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া নলডাঙ্গা, নড়াইল, নাটোর, দীঘাপতিয়া প্রভৃতির জমিদারী গঠন করিল। মুর্শিদাবাদে সীতারামের নৃশংস প্রাণদণ্ডের বিবরণ সলিমুল্লার তারিখ-ই-বংগালাতে এবং পরে ষ্টুয়ার্টের ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাঁহার পরাজয়ের তারিখ ফেব্রুয়ারি ১৭১৪, এবং মৃত্যুর সময় বোধ হয় সেই বৎসরের অক্টোবর মাস (সতীশ, ২য় খণ্ড, ৫৮৯-৬০০ পৃ.)।

তখনকার দেশের দশা

তেইশ বৎসর কাল মহাপ্রতাপে বঙ্গদেশ শাসন করিয়া নবাব শায়েস্তা খাঁ ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষাশেষে পদত্যাগ করিয়া আগ্রায় ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার ক্ষমতায় দেশময় শান্তি, ধনবৃদ্ধি, রাজ্যবৃদ্ধি ও সভ্যতার বিকাশ হইতেছিল। পরবৎসরের মাঝামাঝি নূতন সুবাদার হইয়া আসিলেন ইব্রাহিম খাঁ; ইনি পরম ধার্মিক, বৃদ্ধ, সর্বদা বই পড়িতে ও পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করিতে ভাল বাসিতেন; যুদ্ধ বিগ্রহ বা চারি দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা তাঁহার প্রকৃতির বিরোধী। অথচ ইনি বড় ন্যায়পরায়ণ, কোমলহৃদয় শাসক ছিলেন। ইংরাজ বণিকেরা তাঁহাকে

"the most famously just good nabob" বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। পারসিক ইতিহাসে লিখিত আছে যে, তিনি একটি পিঁপড়ার প্রতিও অত্যাচার হইতে দিতেন না। তাঁহার চেষ্টায় বাঙ্গলার চাষ-বাস ও বাণিজ্য বেশ বাড়িতে থাকিল। কিন্তু বাহির হইতে এক রাজনৈতিক ঝড় আসিয়া তাঁহার গুণগুলিকে দোষে পরিণত করিল, বাঙ্গলায় অরাজকতা আনিয়া দিল।

ঠিক এই ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই বাদশাহ আওরংজীবের গৌরব ও সৌভাগ্য চরমে উঠিয়াছিল; তিনি ইহার পূর্ব্বের তিন বৎসরে দাক্ষিণাত্যের শেষ তিনটি স্বাধীন রাজ্য ধ্বংস করেন—বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতান দুই জনকে বন্দী করিয়া এবং মারাঠারাজ শম্ভুজীকে হত্যা করিয়া; মুঘল সাম্রাজ্য নামতঃ আহিমাচল-কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। কিন্তু ঠিক ইহার পরেই তাঁহার পতন আরম্ভ হইল। দক্ষিণে মারাঠারা, উত্তরে জাঠ ও রাজপুতেরা ক্ষেপিয়া উঠিল, শাসন ছত্রভঙ্গ হইল, সাম্রাজ্য জুড়িয়া বিপ্লব ও অরাজকতা ছড়াইয়া পড়িল। মারাঠা জনসঙ্ঘ সাম্রাজ্যতন্ত্রকে বিধ্বস্ত করিয়া দিল, তাহাদের হাতে কত বড় বড় মুঘল সেনাপতি পরাস্ত, বন্দী অথবা নিহত হইতে লাগিলেন, আলিমর্দান খাঁ, ইস্‌মাইল খাঁ মকা, কাসিম খাঁ, হিম্মৎ খাঁ, রুহুল্লা খাঁ, রুস্তম খাঁ,—আর কত নাম করিব? বিশেষতঃ ধন্নাজী যাদব ও শান্তাজী ঘোরপড়ে নামক দুই জন অদম্য মারাঠা অশ্বপতি সেনানায়ক মুঘল সৈন্যদের নাস্তানাবুদ করিয়া দিল। এই দুই জনের এমন খ্যাতি হইল যে, মুঘল সৈন্যেরা ঘোড়াকে জলাশয়ে লইয়া গেলে পর ঘোড়া যদি ভড়কাইত বা জল পান না করিত, তখন তাহাকে বলিত—"কি রে! তুই বুঝি জলে ধন্না যাদবের মুখ দেখতে পাচ্ছিস?" আর, বাদশাহের সর্ব্বোচ্চ সেনানায়ক ফিরোজ জঙ্গ (নিজামবংশের প্রতিষ্ঠাতা) "যখন শুনিতেন যে, শান্তাজী তাঁহার ৮।৯ ক্রোশের মধ্যে আসিয়াছে, অমনি তাঁহার মুখ ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইত, এবং শান্তাকে আক্রমণ করিতে যাইতেছি, এই মিথ্যা ঘোষণা করিয়া দিয়া শিবির তুলিয়া সেখান হইতে অন্য পথ দিয়া দূরে পলাইয়া যাইতেন।" [ডফ ii. 406 n, খাফি খাঁ, ii. 446,] উত্তর-ভারতে জাঠ-শক্তির অভ্যুদয় হইল, তাহারা আগ্রায় ও আগ্রার চারি দিকে লুঠিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহাদের বাধা দিবার কেহ রহিল না। রাজপুতানায় যে এই সময় ত্রিশবর্ষব্যাপী আগুন জ্বলিতে থাকিল, তাহা রাজসিংহের ভূমিকায় দেখাইয়াছি।

বাদশাহের এই সব নিগ্রহ ও অক্ষমতার সত্য সংবাদ সুদূর প্রান্ত বঙ্গদেশে পৌঁছিতে পৌঁছিতে আরও পল্লবিত হইল। অমনি জমিদারগণ খাজনা দেওয়া বন্ধ করিল, দক্ষিণবঙ্গ ও উড়িষ্যার অসংখ্য ছোট ছোট পাঠানবংশ মাথা খাড়া করিল, সাধারণ ডাকাতেরা দল বাঁধিয়া পথে গ্রামে লুঠিতে লাগিল। শেষে প্রকাণ্ড বিদ্রোহ দেখা দিল; শোভাসিংহ ও রহিম আফগানের বিদ্রোহ—বর্দ্ধমান-চন্দ্রকোনা হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত ছড়াইল, ১৬৯৬-১৬৯৮ সাল। [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নময়ী নাটক সম্পূর্ণ কাল্পনিক নহে।]

১৬৯০-১৬৯৭ আট বৎসর এইরূপ বিপ্লব চলিল। তাহার পর ১৬৯৮ সালে নূতন সুবাদার শাহজাদা আজীম্-উদ্দীন ঐ বিদ্রোহটি দমন করিলেন। রহিম যুদ্ধে হত এবং শোভাসিংহ

অপঘাতে মৃত হইল। এবং ১৭০০ সালের শেষে অসাধারণ দক্ষ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নূতন দেওয়ান মুর্শিদ কুলী খাঁ বাংলায় পৌঁছিয়া দেশে কতকটা শান্তি ও সুব্যবস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন। কিন্তু তাহাতে প্রজাদের কোন লাভ হইল না। সুদূর দাক্ষিণাত্যে অতিবৃদ্ধ বাদশাহ নিজে মারাঠা অক্ষৌহিণী কর্ত্তৃক অনবরত ঘেরা; উত্তরভারতের কোন সুবায় সৈন্য ও কামান পাঠাইয়া সাহায্য করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; বরং তিনি এই দশ বারো বৎসর ক্রমাগত হিন্দুস্থান হইতে নূতন-ভর্ত্তি সৈন্য ও আগ্রার কোষাগার হইতে পূর্ব্বপুরুষদের সঞ্চিত ধনরত্ন চাহিয়া আনাইয়া তাহা প্রায় নিঃশেষ করিয়া দিলেন। সুতরাং বাঙ্গলায় স্থানীয় বিদ্রোহ বেশী বিস্তৃত হইলে তাহা দমন করা সুবাদারের অসাধ্য ছিল। শোভাসিংহ ও রহিম খাঁর পতনের পর বাঙ্গলার কেন্দ্রীয় অংশে শান্তি স্থাপিত হইলেও দূর দূর সীমান্তে—যেমন তটভূমি খুলনা জেলায়—বিদ্রোহ চলিতে লাগিল; সেখানে কে যায়?

বাদশাহ এখন ৮৪ বৎসরেরও অধিকবয়স্ক, বৃদ্ধ এবং পঙ্গু; রাজপুত্রগণ তাঁহার আসন্ন মৃত্যুর কথা ভাবিয়া তাঁহার দেহান্তে সিংহাসন লইয়া যে যুদ্ধ বাধিবে, তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আজীম্-উদ্দীনের একমাত্র লক্ষ্য হইল—বাঙ্গলার মত বিখ্যাত স্বর্ণখনি হইতে দুই হাতে টাকা সংগ্রহ করিয়া পিতামহের মৃত্যুর পর সিংহাসন পাইবার পথ আর সব প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা তাঁহার পক্ষে অধিক সুগম করা। ১৭০৭ সালে আওরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর যখন আজীম বাঙ্গলা-বিহার ছাড়িয়া আগ্রার দিকে গেলেন, তখন তিনি তিন কোটি টাকা সঙ্গে লইয়া যান, এরূপ লোকে বলে। চন্দননগরের ফরাসী কুঠিয়াল সাহেবেরা এই গূঢ় অভিসন্ধির এবং দেশের দশার সঠিক চিত্র তাঁহাদের রিপোর্টে প্যারিস নগরীতে কর্তাদের নিকট পাঠান; ১৬৯৯ হইতে ১৭০৩ পর্য্যন্ত তাঁহাদের চিঠি হইতে কিছু কিছু অনুবাদ করিয়া দিতেছি (Kaeppelin, 340, 461, 524):—

"শাহজাদা আজীমুদ্দীন [ভুল বানান *Massoudy*] বিদ্রোহীদের দমন করিবার পর প্রাচ্য দেশের প্রথা অনুসারে, লোকদের রীতিমত শোষণ করা ছাড়া আর কিছুতেই মন দিলেন না; সব কর্মচারিগণ তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে বাধ্য হইল।...আওরংজীবের অতিবার্দ্ধক্য এবং তাঁহার উত্তরাধিকার লইয়া আসন্ন প্রশ্নের ফলে সমস্ত সাম্রাজ্যময় অরাজকতা বাড়িয়া গেল। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা এই সুযোগে অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিল, এবং অত্যধিক জোরে আদায় ও অবিচার দ্বারা প্রজাদের দলিত করা ছাড়া আর কিছুই খুঁজিল না। আমাদের [ইষ্ট ইণ্ডিয়া] কোম্পানীও ইহা হইতে রেহাই পাইল না। শাহজাদা আজীম এবং বাদশাহ কর্ত্তৃক অসামান্য ক্ষমতা-যুক্ত হইয়া বঙ্গে প্রেরিত নূতন দেওয়ান (মুর্শিদ কুলী খাঁ) নিজেই ঘৃণিত লুণ্ঠনের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, এবং প্রজাদের শোষণ করিবার কোন পন্থা হইতেই নিবৃত্ত থাকিলেন না।...সমস্ত প্রদেশটি ক্রমাগত গরীব হইতে লাগিল, টাকা অধিক হইতে অধিকতর দুষ্প্রাপ্য হইল, শিল্পবাণিজ্যে মন্দা ধরিল। বঙ্গদেশে ব্যবসা করা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।"

ঠিক এই অশান্তি ও অত্যাচারের মধ্যে সীতারামের উত্থান। সুতরাং তাঁহার কাছে অনেক

সঙ্গী সহায়ক আসিয়া জুটিল, অনেক পিষ্ট লোক তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যে আশ্রয় লইল। ১৬৯৯ হইতে ১৭১২ পর্যন্ত সীতারাম অবাধে রাজ্য বিস্তার ও নিষ্কণ্টক রাজসুখ ভোগ করিলেন। কিন্তু ১৭১৩ সালে ফরুরুখ্‌সিয়র্‌ দিল্লীর বাদশাহ হইবার পর মুর্শিদ কুলী খাঁ বাংলার সুবাদার* হইয়া আসিলেন। তিনি ইহার পূর্বে বঙ্গ ও উড়িষ্যার দেওয়ান এবং প্রায় সমস্ত বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার ফৌজদার মাত্র এবং শেষে উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন। এখন হইতে নামতঃ এবং কার্য্যতঃ এই দুই প্রদেশে সর্বেসর্বা হইলেন। ঠিক তাহার পরের শীত-কালেই সীতারামের ধ্বংস সাধন করিলেন (ফেব্রুয়ারি ১৭১৪)।

হিন্দুদের অবস্থা

বাদশাহ আওরংজীবের দীর্ঘ রাজত্বের ঠিক মাঝামাঝি, যখন বড় বড় হিন্দু সামন্ত রাজারা সকলে মরিয়া গেলেন, অমনি তাঁহার ধর্মান্ধতা প্রকাশ্যে দেখা দিল, এবং তিনি যতই বৃদ্ধ হইতে লাগিলেন, তাঁহার গোঁড়ামি ও ভিন্ন ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা চরমে উঠিল। কি হিন্দু, কি শিয়া, কি বোরা সম্প্রদায়, সকলকেই রাজশাসনের যন্ত্র দিয়া উৎখাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাদেশিক কর্মচারীরা ইস্‌লামের ধর্ম-বিধি(শরা')কে অক্ষরে অক্ষরে প্রজাদের উপর চালাইতে বাধ্য হইল। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত, মূল দলিলের নাম ও পৃষ্ঠা সহিত আমার ইংরাজী হিস্ট্রী অব্‌ আওরংজীবের ৩য় খণ্ডের ৩৪ অধ্যায়ে সবিস্তারে দিয়াছি। বাঙ্গলাদেশেও অমুসলমানদের শরা'-অনুযায়ী নির্যাতন ও আদালতে পার্থক্যমূলক ব্যবহার, অর্থাৎ আইনের জোরে অবিচার হইত, তাহার দৃষ্টান্ত আছে। ইস্‌লামি ধর্মশাস্ত্রের প্রতিনিধি বলিয়া কাজীর পদ এবং ক্ষমতা প্রাদেশিক শাসনকর্তা সুবাদারের উপর উঠিত।

খাফি খাঁ লিখিতেছেন,—"বাদশাহ রাজ্যের কাজে এবং ছোট বড় সব বিষয়ে কাজীদের এত প্রভুত্ব দিলেন যে, তাহা বড় বড় ওম্‌রা এবং মন্ত্রীদেরও ঈর্ষার বিষয় হইল।...একদিন দাক্ষিণাত্যের সংবাদ-লেখকদের পত্র হইতে বাদশাহ জানিতে পারিলেন যে, শিবাজী বিদ্রোহী হইয়া খুব গণ্ডগোল করিতেছেন, এবং তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সেনাপতি মহাবৎ খাঁকে পাঠাইবার প্রস্তাব হইল। বাদশাহ মহাবৎ খাঁর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন যে, 'এই কাফির-বাচ্চা অসীম বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে, উহাকে সমূল উৎপাটন করা আবশ্যক।' মহাবৎ খাঁ উত্তর দিলেন, 'সৈন্য প্রেরণ দরকার কি? কাজীর একটা ঘোষণা পাঠাইয়া দিলেই কাজ সিদ্ধ হইবে।' বাদশাহ অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং পরে গোপনে জাফর খাঁকে বলিলেন, 'মহাবৎ খাঁকে বুঝাইয়া দিও যে, এরূপ লঘু কথা প্রকাশ্য দরবারে যেন না কহে।' [মূল পারসিক, ii. 216-217.]

বাঙ্গলাদেশে সেই সময়ে এই শ্রেণীর একটি ঘটনা ঘটে, তাহা সলিমুল্লা ও ঘুলাম হুসেন সালিম নিজ নিজ ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন :—

* বাঙ্গলার ঠিক আসল সুবাদার নহেন, নায়েব নাজিম্‌ অর্থাৎ কোন অনুপস্থিত শাহজাদা অথবা আমিরের প্রতিনিধিরূপে, কিন্তু পূর্ণ ক্ষমতার সহিত।

একজন ফকির চুনাখালীর তালুকদার বৃন্দাবনের নিকট ভিক্ষা চাওয়ায় তিনি বিরক্ত হইয়া উহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেন। ফকির কতকগুলি ইট কুড়াইয়া আনিয়া তাহা সাজাইয়া বৃন্দাবনের বাড়ী হইতে বাহিরে যাইবার পথ বন্ধ করিয়া একটি ছোট দেওয়াল খাড়া করিল এবং উহাকে মসজিদ নাম দিল। যখনই বৃন্দাবন ঐ পথে চলিতেন, ফকির উচ্চস্বরে আজান পড়িত। বৃন্দাবন উত্যক্ত হইয়া একদিন কয়েক খান ইট ফেলাইয়া দিলেন এবং ফকিরকে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। ফকির গিয়া মুর্শিদ কুলীর নিকট নালিশ করিল। বিচারক কাজী মুহম্মদ শরফ্ উলেমাদের লইয়া আলোচনা করিয়া বৃন্দাবনের প্রাণদণ্ড দিলেন। মুর্শিদ কুলী এই হত্যায় অনিচ্ছুক হইয়া কাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই বেচারা হিন্দুকে বাঁচাইবার জন্য ধর্ম্ম-আইনের কড়া বিধি এড়াইবার কোন উপায় আছে কি?' কাজী উত্তর দিলেন, 'হাঁ, আছে। উহার প্রাণ লইতে ততক্ষণ দেরি হইতে পারে, যতক্ষণে উহার প্রাণ-ভিক্ষার্থী বন্ধুকে আগে মারিয়া ফেলা হইবে। তাহার পর উহাকে বধ করা নিশ্চিত।' মুর্শিদ কুলী খাঁর সব চেষ্টা বিফল হইল; এমন কি, সুবাদার শাহজাদা আজীমউদ্দীনের অনুরোধ পর্য্যন্ত বাদশাহ গ্রাহ্য করিলেন না।...তিনি শাহজাদার পত্রের উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন,— 'কাজী শরফ্, খোদাকি তরফ্'। [তারিখ্-ই-বংগালা, মুর্শিদ কুলী খাঁ অধ্যায়ের ঠিক শেষে; রিয়াজ-উস্-সালাতীন, মূল ২৮৫-২৮৬ পৃ.]

বাদশাহ এই মুহম্মদ শরফ্কে নিজে বাছিয়া লইয়া বাঙ্গলার কাজী নিযুক্ত করিয়া পাঠান এবং মুর্শিদ কুলী সব মোকদ্দমায় এই কাজীর মত [ফতোওয়া] অনুসারে কাজ করিতেন। কুরাণে [নবম সুরা, ২৯ শ্লোক] লেখা আছে, "যাহারা সত্য-ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম্ গ্রহণ করে না, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে, যতক্ষণ না তাহারা নীচতা স্বীকার করিয়া (ওহম্ সাঘিরূণ্) হাত দিয়া জজিয়া-কর দেয়"। এজন্য আরওংজীব হুকুম দিলেন যে, কোন হিন্দু ঐ টেক্সের টাকা বাহক দিয়া পাঠাইয়া দিলে তাহা গ্রহণ করা হইবে না, সে নিজে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মাথা নীচু করিয়া নিজ হাতে টাকাগুলি তহসিলদারের হাতে দিবে। তাঁহার অনেক চিঠি পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে তিনি এই নিয়মে শিথিলতা করার জন্য মুসলমান কর্ম্মচারীদের ধমকাইয়াছিলেন।

সুতরাং গঙ্গারামের লঘু অপরাধে জীবন্ত সমাধির হুকুম, একেবারে ঐতিহাসিক সত্য; এটি বঙ্কিমের কল্পনা-প্রসূত অসম্ভব ঘটনা নহে। অবিচারী ধর্ম্মান্ধ সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রজাপুঞ্জের স্বাভাবিক ন্যায্য প্রতিক্রিয়া রাজপুত, শিখ ও জাঠদের মধ্যে যাহা তখন ঘটে, তাহা ভারত-ইতিহাস হইতে সকলেই জানেন। বাঙ্গলায় তাহা উপন্যাস ছলে বঙ্কিম আঁকিয়াছেন।

সীতারাম-চরিত্র

তবে সীতারামের পতন হইল কেন? যশোর-খুলনার ইতিহাসের জন্মভূমিভক্ত গবেষক সতীশচন্দ্র মিত্র স্বীকার করিয়াছেন যে, রাজা হইবার পর সীতারাম বড় বিলাসী ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া পড়েন, এরূপ কথা সেই অঞ্চলে এখনও প্রচলিত। রাজা-নবাবরা আরাম ও

নেশায় মত্ত থাকিবে, রংমহালে যুবতিশত-বৃতং হইয়া অহোরাত্র লীলা করিবে, এটা আর আশ্চর্য্য কথা কি? কিন্তু এইখানেই বঙ্কিম তাঁহার কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, এই তুচ্ছ নিত্যনৈমিত্তিক ভোগ-বিলাসের অন্তরে একটি গূঢ় কারণ নিহিত করিয়া ইহাকে সাধারণ বাস্তব জগৎ হইতে অনেক দূরে, অনেক ঊর্দ্ধে আনিয়াছেন। তাঁহার সীতারাম রায় প্রথমে আমাদের কাছে দেখা দেন—অনন্যসামান্য মহাপ্রাণ উদ্যোগী পুরুষসিংহ-রূপে। তাহার পর ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে তাঁহার চরিত্রের অভিব্যক্তি হইয়া ক্রমে গভীর অবনতিতে আসিয়া পড়েন,—যদিও জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহার বীরত্ব মনুষ্যত্ব আবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নায়কের এই চরিত্র পরিবর্ত্তনই সীতারাম উপন্যাসকে শেক্ষপীয়রের ম্যাক্‌বেথের মত শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত নাটক করিয়া তুলিয়াছে। এই দুই কাব্যেই আমরা দেখি, কেমন করিয়া ধীরে ধীরে, প্রায় অদৃশ্য গতিতে বাহ্য ঘটনার আঘাতে অর্থাৎ স্বাভাবিক কারণে, একজন দেব-চরিত্র বীর দানব হইয়া উঠেন। আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণীতে চরিত্রের ক্রমবিকাশ উপরের দিকে, ক্রমে মহৎ হইতে মহত্তর হইতেছে,—যেমন বৌদ্ধ-গল্পে এক একজন বোধিসত্ত্ব মানুষ হইয়া জন্মিলেও ক্রমে আত্মসংযম, স্বার্থত্যাগ, এবং সুবুদ্ধির ফলে উচ্চ হইতে উচ্চতর জন্মের ভিতর দিয়া অবশেষে চরম স্তরে পৌঁছিয়া একজন সম্পূর্ণ বুদ্ধ হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন। সীতারামের হৃদয়ের গতি ঠিক ইহার বিপরীত দিকে। আর একটি উপমা দিই—শেক্ষপীয়রের জুলিয়াস সিজার নাটকের এণ্টনি কি বীর দক্ষ কর্ম্মকুশল যোদ্ধা! আর সেই লোকটিই এণ্টনি এণ্ড ক্লিওপ্যাট্রা নাটকে উদ্যোগহীন ইন্দ্রিয়পরায়ণ কামিনীর দাস হইয়া প্রাণ দিলেন।

আমাদের এই উপন্যাসখানির আরম্ভে আমরা সীতারামের পরিচয় পাই এক অসাধারণ সত্যব্রতী, স্বার্থত্যাগী, পরহিতপরায়ণ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দ্রুতসিদ্ধান্তে অভ্যস্ত কর্ম্মবীর, যেন ঈশ্বর তাঁহাকে জননেতা হইবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। ক্রমে তিনি বাড়িয়া উঠিলেন, পার্থিব সফলতার চরমে পৌঁছিলেন, আর তার পরই তাঁহার চরিত্রে পতন আরম্ভ হইল। ইহার কারণ, কাম বা সৌন্দর্য্যপিপাসা নহে। যদি তাহাই হইত, তবে রমা বা অন্য কোন মোমের পুতুল সে তৃষ্ণা মিটাইতে পারিত। কিন্তু এই গণনেতা, এই কর্ম্মবীর সফলতার শিখরে দাঁড়াইয়া দেখিলেন যে, নিজে নিঃসঙ্গ, একেলা; তাঁহার জীবনের ধ্যেয় কাজটি সুসম্পন্ন করিবার জন্য চাহিলেন একজন হৃদয়সঙ্গিনী (যাহার ইংরাজী অনুবাদ soul-mate, এবং কালিদাসী অনুবাদ—গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ)। বঙ্কিমের ভাষায়ই বলি—"কিন্তু সহ-ধর্ম্মিণী কই? যে তাঁহার উচ্চ আশায় আশাবতী, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ভাগিনী, কঠিন কার্য্যের সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে সাহসদায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী, সে কই?" [সীতারাম, ১-১০]।

ঠিক এই অভাবের ফলে গল্পের এই স্থলে বিষবৃক্ষের বীজ অজ্ঞাতসারে বপন করা হইল, অবশিষ্ট অংশের ভিতর দিয়া তাহাই ক্রমে স্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইয়া, অঙ্কুরিত, পল্লবিত, ফলপ্রসূ হইয়া সীতারাম, মহম্মদপুর, ভূষণারাজ্য সকলকে বিনষ্ট করিল, নিষ্ঠুর কালস্রোতে অর্থাৎ অদৃষ্টশক্তিতে এ সব ভাসিয়া গেল।

গ্রীক অলঙ্কার-লেখকেরা বলেন যে, বিয়োগান্ত নাটকের উদ্দেশ্য—করুণা ও লোমহর্ষণভাব উদ্রেক করিয়া দর্শকের হৃদয় গলিত, ধৌত, মার্জিত করিয়া দেওয়া। 'সীতারাম' নিঃসন্দেহ গদ্য ট্রাজেডী।

উপসংহার

The proper place of historical novels is not [among histories, but among literature.] The shortcomings of the historical novel proper, particularly the historical novel in our own time, which tends more and more to appropriate the authentic figures of the past and to have less and less to do with imaginary characters. On the whole the greater the use the historical novelist makes of invented people and incidents the better are his chances of producing what is called a work of art. "What might have been is not the same as what was," [Dr. Gooch], and fiction, therefore, however conscientious and erudite, could never provide a substitute for genuine historical study. However, it is because of a certain inadequacy in history,—the dead carrying most of their secrets with them to the grave and our knowledge [of past ages] thus remaining eternally incomplete,—that Dr. Gooch championed the case of the historical novel.

Again and again Dr. Gooch illustrated how much the historical novel has contributed to the understanding of history.

Millions have gathered from the historical novel a knowledge of history which they would not have acquired by any other means. Finally, "historical fiction has played an active part in reviving and sustaining the sentiment of nationality, which for good or evil has changed the face of Europe in the nineteenth and twentieth centuries." (*Times, Lit. Sup*, 30 June 1945, p. 307)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর এক একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছি, তাহাতে যে সকল সিদ্ধান্তে পৌছান গিয়াছে, তাহারই আশ্চর্য্য সমর্থন পাওয়া গেল বিলাতের বিখ্যাত টাইম্‌স্ পত্রিকার নবীনতম সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে, যাহার সারাংশ উপরে উদ্ধৃত হইল। বাঙ্গালী পাঠক দেখিবেন যে, বঙ্কিম নিজেই এই সাহিত্যিক নীতি অনুসরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি বিলাতের অতি আধুনিক মনীষিগণের সিদ্ধান্ত অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতেছে।

কবি সৈয়দ সোলতান

(আলোচনা)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৪১ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয় সংখ্যায় ডাঃ মুহম্মদ এনামুল হক্ মহাশয় 'কবি সৈয়দ সোলতান' প্রবন্ধে উক্ত সোলতানের পরিচয় ও তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কবি সৈয়দ সোলতানের বাসস্থান সম্বন্ধে ডাঃ হকের মতের বিরোধী কয়েকটি প্রমাণ উপস্থিত করিলাম।

কবির কাল নির্ণয় করিতে যাইয়া ডাঃ হক বলিয়াছেন, 'গ্রহ শত রস যোগে অব্দ' অতীত হইলে অর্থাৎ ৯০৬ হিজরী—১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে কবি 'শবে মেয়েরাজ' রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে দেখা যাইবে, চৈতন্যদেবের তিরোধানের (১৫৩৩ খ্রীঃ) ন্যূনাধিক ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে কবি সৈয়দ সোলতান তাঁহার শেষ কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। [পৃ. ৩৯]

কবি-রচিত শবে মেয়েরাজ গ্রন্থে কবির বাসস্থানজ্ঞাপক নিম্নোক্ত দুইটি পংক্তি আছে,—

লস্করের পুরখানি আলিমবসতি।
মুঞি মূর্খ আছি এক সৈয়দসন্ততি॥

এই দুইটি পংক্তির উপর নির্ভর করিয়াই কবির বাসস্থান নির্ণীত হইয়াছে। উক্ত পংক্তিদ্বয়ে মাত্র দুইটি কথা জানা যাইতেছে,—[১] লস্করের পুরে কবির নিবাস ছিল, [২] তিনি সৈয়দবংশের সন্তান ছিলেন।

চট্টগ্রামে লস্করের পুর নামক কোন প্রসিদ্ধ গ্রাম নাই। ডাঃ হক্ সাহেব 'লস্করের পুর' অর্থে পরাগলপুর ধরিয়াছেন। চট্টগ্রামে সদর সাবডিভিসনের মিরেরসাই থানা ও মহাজনহাট পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত পরাগলপুর নামক একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। এই গ্রাম কখনও 'লস্করের পুর' নামে অভিহিত হইয়াছে, এমন প্রমাণ নাই। পরাগলপুর, পরাগল খানের নামানুসারেই হইয়াছে সন্দেহ নাই। পরাগল খানের উপাধি ছিল 'লস্কর'—

'লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি।' [শবে মেহেরাজ]

পরাগল খানের উপাধি 'লস্কর' ছিল বলিয়াই সম্ভবতঃ ডাঃ হক্ সাহেব পরাগলপুরকে লস্করের পুররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ স্থলে একটি বিষয় লক্ষ্য করা বাঞ্ছনীয়। কবি স্বপল্লী 'লস্করের পুর' বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করায় ঐ পল্লী 'লস্করের পুর' নামেই প্রসিদ্ধ ছিল, অনুমান করা যাইতে পারে।

কবির বাসস্থানজ্ঞাপক দ্বিতীয় উক্তি হইতে কবি সৈয়দ-বংশের সন্তান ছিলেন বলিয়া জানা যাইতেছে। চট্টগ্রামের পরাগলপুরের বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ মুসলমান জমিদার-পরিবারের কেহ আপনাদিগকে সৈয়দ-বংশের বলিয়া দাবী করেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে দুইটি

প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া প্রবন্ধলেখক কবিকে চট্টগ্রাম জেলার পরাগলপুরের অধিবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই দুইটি প্রমাণই সন্দেহাত্মক। এই কারণেই কবির বাসস্থান অন্যত্র অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছি।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত-পাঠকেরা অবশ্যই অবগত আছেন যে, শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ সাব-ডিভিসনের তরফ পরগণায় লস্করপুর নামক একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। এই গ্রামের উপর দিয়া বর্ত্তমান বেঙ্গল আসাম রেললাইন গিয়াছে। এই গ্রামের রেলস্টেশনটিও লস্করপুর নামেই অভিহিত। শ্রীহট্ট জেলায় যে কয়েকটি সম্ভ্রান্ত সৈয়দ-পরিবার আছেন, লস্করপুরের সৈয়দরা তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

১২৯৪ বঙ্গাব্দে লস্করপুরের সৈয়দ আবদুল আগফার চৌধুরী 'তরফের ইতিহাস' নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থখানি বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহার এক খণ্ড আমাদের পারিবারিক সদানন্দ ও জয়দুর্গা গ্রন্থাগারের অন্তর্গত সচ্চিদানন্দ-সংগ্রহে রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থে লস্করপুরের সৈয়দদের বংশলতা দেওয়া আছে। এই বংশলতায় সৈয়দ সোলতানের উল্লেখ পাইতেছি। মিকাইলের দুই পুত্র ছিলেন, জ্যেষ্ঠ সা মুছা, কনিষ্ঠ সা মিনা। সা মিনার অপর নাম সোলতান ছিল [তরফের ইতিহাস, পৃ. ৪৬ দ্রষ্টব্য]। সা মিনা জনসাধারণের নিকট সোলতান নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি পরিণত বয়সে স্ব-বাস-পল্লী লস্করপুর ত্যাগ করিয়া, ঐ পল্লীর দেড় ক্রোশ উত্তরে নূতন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় স্থায়িভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। এই নবস্থাপিত পল্লী সোলতানের নামানুসারে 'সোলতানসি' নামে খ্যাত হয়। তরফ পরগণায় সৈয়দ-অধ্যুসিত লস্করপুর ও সোলতানসি, এই দুই পল্লীই সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধ।

তরফের ইতিহাসে লস্করপুরের সৈয়দ-বংশের যে বংশলতা দেওয়া আছে, নিম্নে তাহা হইতে নাম উদ্ধৃত হইল।—

মিকাইল, তৎপুত্র সা মুছা, সা মিনা। সা মিনার পুত্র সৈয়দ ইমুছ ও সৈয়দ জিক্রিয়া। সা মুছার সন্তানধারা এইরূপ,—ছৈয়দ আদম, মহাম্মদ কুদ্দহ, ছৈয়দ কুদ্দছ, আলা উদ্দিন, হাছন, মুহছিন, মহাম্মদ রজা, হাছন রজা, নইমুর রজা, মফজ্জুল হাছন, ইহাঁর দুই পুত্র—মজাম্মিল হাছন ও আব্দুল আগফার।

আগফার চৌধুরী এই বংশধারায় শুধু তাঁহাদের শাখারই সম্পূর্ণ উল্লেখ করিয়াছেন। সা মিনা অর্থাৎ সোলতানের দুই পুত্র সৈয়দ ইমুছ ও সৈয়দ জিক্রিয়ার নাম নির্দ্দেশ করিয়া পরবর্ত্তীদের নাম উল্লেখ করিতে বিরত রহিয়াছেন। ডাঃ হকের আলোচনা হইতে শবে মেয়েরাজ গ্রন্থ ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে রচিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারিতেছি। শবে মেয়েরাজ রচনারম্ভের কাল জানার ফলে পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ পর্য্যন্ত সময়ের কয়েক বৎসর অগ্রপশ্চাৎ [১৪৭৫ খ্রীঃ হইতে ১৫৫০ খ্রীঃ] কবির জীবৎকাল অনুমান করা যাইতে পারে। তরফের ইতিহাসের বংশধারা লক্ষ্য করিলেও কবিকে ঐ সময়ের লোক বলিয়াই মনে হয়।

উপরে উল্লিখিত প্রমাণের বলে সৈয়দ সোলতান যে শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জের লস্করপুরের অধিবাসী ছিলেন, তাহা অনুমান হয়। সৈয়দ সোলতানের শ্রীহট্টবাসিত্বের অপর একটি আভ্যন্তরিক প্রমাণ তাঁহার রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই ক্ষুদ্র আলোচনায় বিরত হইব।

কবিরা যখন যাহা রচনা করুন না কেন, অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা স্থান, কাল ও পাত্রের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কবির ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাঁহার রচনায় তাঁহার দেশের কথা ও সমসাময়িক সমাজচিত্র ধরা পড়িয়াছে। ডাঃ হক্ আলোচ্য প্রবন্ধের শেষে সৈয়দ সোলতান-রচিত কয়েকটি গান উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ সকল গানের মধ্যে একটীতে শ্রীহট্টের উল্লেখ পাইতেছি। এই উল্লেখ হইতেও কবির শ্রীহট্টবাসী হওয়ার সম্ভাবনা অধিকতর দৃঢ় হইতেছে। নিম্নে ঐ গানের শেষ চারি পংক্তি উদ্ধৃত হইল—

> অজপা পঞ্চ শব্দ করি ভালে।
> শ্রীহট্ট নগরে বাজএ একতালে॥
> কহে ছৈয়দ সোলতানে মনে হাবারি।
> পহু দাতা ছোলতান পরম ভিখারি॥ [পৃ. ৫২]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

পঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বান্ধব—বর্ষশেষে পরিষদের এই দুই জন বান্ধব আছেন—১। মহারাজ স্যর শ্রীযোগীন্দ্র-নারায়ণ রায় বাহাদুর, ২। রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য—১৩৫০ বঙ্গাব্দের শেষে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা—

(ক) বিশিষ্ট-সদস্য—১। স্যর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়,* ২। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, ৩। রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর এবং ৪। ডক্টর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(খ) আজীবন-সদস্য—১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, ৩। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৪। শ্রীগণপতি সরকার, ৫। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৮। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৯। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ১১। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১২। শ্রীহরিহর শেঠ, ১৩। শ্রীলালবিহারী দত্ত, ১৪। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৫। ডক্টর শ্রীমেঘনাদ সাহা, ১৬। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে এবং ১৭। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়।

(গ) অধ্যাপক-সদস্য—বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১২ হইয়াছে।

(ঘ) মৌলভী-সদস্য—কেহই এই শ্রেণীর সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের শেষে ১১০৪ ছিল।

(চ) সহায়ক-সদস্য—এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বর্ষশেষে ১০ ছিল।

পরলোকগত সদস্যগণ—বিশিষ্ট-সদস্য—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সাধারণ-সদস্য—১। রায় চুনীলাল সরকার বাহাদুর, ২। প্রফুল্লকুমার সরকার, ৩। বীরেশচন্দ্র দাস, ৪। রবীন্দ্র-নারায়ণ ঘোষ, ৫। ডাক্তার যতীন্দ্রচন্দ্র আইচ, ৬। শরচ্চন্দ্র কর, ৭। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এবং ৮। হেমলতা দাস। সহায়ক-সদস্য—১। অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এবং ২। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

এই সকল সদস্যের পরলোকগমনে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সহকারী সভাপতিরূপে, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদকরূপে, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ চিত্রশালাধ্যক্ষরূপে এবং প্রফুল্লকুমার সরকার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে পরিষদের সহিত একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

অধিবেশন—আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল,—(ক) ঊনপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন—২৬এ ভাদ্র, (খ) মাসিক অধিবেশন—৫ই অগ্রহায়ণ প্রথম, ২৩এ চৈত্র দ্বিতীয়, ১৩৫১। ৪ ভাদ্র তৃতীয় এবং ১৩৫১। ১৮ ভাদ্র চতুর্থ মাসিক অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য—সাধারণ ও অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচন, ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচন, প্রবন্ধাদি পাঠ ও সদস্যগণের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ হয়।

---

* বর্ত্তমান বর্ষে ২ আষাঢ় পরলোকগমন করিয়াছেন।

(গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা—স্থানাভাববশতঃ আলোচ্য বর্ষে ১। রবীন্দ্রনাথের, ২। বঙ্কিমচন্দ্রের, ৩। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর, এবং ৪। মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় নাই। কেবল ২৯এ জুন লোয়ার সার্কুলার রোড গবর্মেণ্ট গোরস্থানে বর্ত্তমান বর্ষে ১৫ই আষাঢ় মধুসূদনের সমাধি-স্তম্ভের উপর পুষ্পমাল্য প্রদান এবং কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হয়।

(ঘ) শোক-সভা—১। ১৩৫১। ১৪ই আষাঢ় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল কুমার সরকারের পরলোকগমনে এবং ১৭ই আষাঢ় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়।

প্রতিষ্ঠা-উৎসব—আলোচ্য বর্ষে স্থানাভাববশতঃ পরিষদের প্রতিষ্ঠা-উৎসবের আয়োজন করা হয় নাই।

কার্য্যালয়—সভাপতি—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার; সহকারী সভাপতি—মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীহরিহর শেঠ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ এবং ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী; সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; সহকারী সম্পাদক—শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু; পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়; গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল; কোষাধ্যক্ষ—কুমার শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর; পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আলোচ্য বর্ষে এবং বর্ত্তমান সময়ে সকল দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতাবশতঃ কর্ম্মচারিগণের দৈনন্দিন অভাব আংশিক লাঘব করিবার জন্য তাঁহাদের মাসিক বেতনের উপর কিছু কিছু ভাতা এই ভাবে দেওয়া হইয়াছিল,—(ক) গত পূজার সময় অধিকাংশ কর্ম্মচারীকে তাঁহাদের এক মাসের বেতন বোনাস্, (খ) ত্রিশ টাকা বা তন্নিম্ন বেতনভোগীদিগকে প্রতি মাসে ৪৲ হইতে ৯৲ হিসাবে ভাতা এবং (গ) এই শেষোক্ত শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের প্রত্যেককে পূজার সময় একখানি করিয়া ধুতি দেওয়া হয়। সময়ের অবস্থা বিবেচনা করিয়া বর্ত্তমান বর্ষের জন্যও বজেটে কর্ম্মচারীদের ভাতা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পরিষদের প্রাচীন কর্ম্মচারী হরেন্দ্রচন্দ্র দাসের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার শ্রাদ্ধের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করা হইয়াছিল। হিসাব-বিভাগে উক্ত হরেন্দ্রবাবুর স্থলে শ্রীমুরারিমোহন দত্তকে এবং গ্রন্থাবলী বিভাগে শ্রীসনৎকুমার গুপ্তকে কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি—১। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ২। প্রফুল্লকুমার সরকার, পরলোক-গমনের পর শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, ৩। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ৪। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৫। কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, ৬। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ৭। রেভারেণ্ড ফাদার এ দোঁতেন, ৮। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৯। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১০। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ১১। শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ১৩। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, ১৪। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৫। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৬। শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,

১৭। শ্রীগোপাল হালদার, ১৮। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ১৯। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ২০। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ২১। শ্রীতারাপদ ভটাচার্য্য, ২২। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৪। শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৬। শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু, ২৭। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৮। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, পরে শ্রীরাধানাথ দাস।

নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলির মন্তব্য গৃহীত ও সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছে,—১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) সরোজিনী বসু পদক সমিতিতে শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (খ) ভুবনমোহিনী সুবর্ণ-পদক প্রদান সমিতিতে শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও (গ) লীলা দেবী পুরস্কার সমিতি ও লীলা দেবী লেকচারশিপ সমিতিতে শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

২। পরিষদের পঞ্চাশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হওয়ায় জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে স্থির হইয়াছে।

৩। নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল—

১। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখা, ২। আয়-ব্যয়, ৩। পুস্তকালয়, ৪। চিত্র-শালা, ৫। ছাপাখানা, ৬। বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন, এবং ৭। জুবিলী উৎসব-সমিতি।

রমেশ-ভবন—আলোচ্য বর্ষে অক্টোবর মাসের শেষে রেশনিং অফিস করিবার জন্য বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের নির্দ্দেশ অনুসারে রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ [নিম্নতল ও দ্বিতল] ছাড়িয়া দিতে হয়। পরে গত মে মাসে গবর্মেণ্ট নিম্নতল ছাড়িয়া দেন। এই জন্য রমেশ-ভবনে রক্ষিত চিত্রশালার দ্রব্যগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে স্থানান্তরে—পরিষদ্ মন্দিরে ও রমেশ-ভবনের নিম্নতলে গুদামজাত করা হইয়াছে। কোন দ্রব্যই সাধারণের প্রদর্শনযোগ্য করিয়া সাজান সম্ভব হয় নাই। এই সকল অসুবিধায় চিত্রশালার কার্য্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখিতে হইয়াছে।

পুথিশালা—আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বসাকুল্যে ২৮ খানি প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৪ খানি সংস্কৃত ও ৪ খানি বাঙ্গালা পুথি। মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২ খানি, শ্রীঅবনীমোহন মুখোপাধ্যয় ৩ খানি এবং শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় ১ খানি পুথি দান করিয়াছেন। বর্ষশেষে সকল রকম পুথির সংখ্যা এইরূপ—বাঙ্গালা ৩২৪৫, সংস্কৃত ২৩৯১, তিব্বতি ২৭৪, ফার্সী ১৩, অসমীয়া ৩, ওড়িয়া ৪, হিন্দী ২, মোট ৫৯০২।

গ্রন্থাগার—আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ১১২০ খানি পুস্তক সংযোজিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পুস্তকালয়-সমিতির নির্দ্দেশমত ক্রীত ২৭৮ খানি ও উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত ৮৪২। উপহার-দাতৃগণের মধ্যে শ্রীচরিত্রসুন্দর প্রধান ১৮৭, শ্রীঅবনীমোহন মুখোপাধ্যায় ৪৪, এবং শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ২৮ খানি উপহার দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহু প্রতিষ্ঠান, হিতৈষী বন্ধু ও সদস্যের নিকট হইতে বহু পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে। আলোচ্য বর্ষের সংযোজিত পুস্তকগুলির মধ্যে এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য—১। শুকসারির উপন্যাস, ২। বিদ্যাহারাবলী ১ম ও ২য় খণ্ড, ৩। পাকরাজেশ্বর ১ম খণ্ড, ৪। ধর্ম্মসভাবিলাস ১ম খণ্ড, ৫। প্রবন্ধ পুস্তক [বঙ্কিমচন্দ্র], ৬। প্রবোধচন্দ্রিকা ১ম সং, ৭। সমাজ কুচিত্র, ৮। হুতোম প্যাঁচার নক্সা, ৯। গবাদির রোগবিষয়ক পুস্তিকা, ১০। বাবুদের দুর্গোৎসব, ১১। রাসেলাস্, ১২। চারুমুখ-চিত্তহরা। এবং ১৩। Tagore Law Lectures, 1873.

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তকাদি উপহার পাওয়া গিয়াছে—

১। Archaeological Survey of India, ২। Smithsonian Institution, ৩। Geological Survey of India, ৪। Manager of Publication, Delhi, ৫। Imperial Library, ৬। Government Printing, Bengal, ৭। Curator, Dacca Museum, ৮। Madras Government Oriental Manuscripts Library, ৯। Government Meseum, Madras, ১০। Curator, Prince of Wales Museum, Bombay, ১১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১২। বিশ্বভারতী, ১৩। Government of India এবং ১৪। Keeper of the Records of the Govt. of India.

গ্রন্থ-প্রকাশ

[ক] আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় নিম্নোক্ত-সংখ্যক গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে,—৩০। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, লালমোহন বিদ্যানিধি, ৩১। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ৩২। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৩। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫। হরিনাথ মজুমদার [কাঙ্গাল হরিনাথ], ৩৬। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩৭। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৮। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ৩৯। রামগতি ন্যায়রত্ন অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ৪০। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৪১। নবীনচন্দ্র সেন, ৪২। গোবিন্দচন্দ্র রায়, দীনেশচরণ বসু, ৪৩। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ৪৪। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ৪৫। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অত্যল্পকালের মধ্যে এই চরিতমালার গ্রন্থগুলির চাহিদা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আলোচ্য বর্ষমধ্যে ১২ খানির তৃতীয় সংস্করণ ও ১২ খানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইয়াছে। এই চরিতমালা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে অনুমোদিত হইয়াছে।

[খ] ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—আলোচ্য বর্ষে সমগ্র গ্রন্থাবলী এক খণ্ডে বাঁধাইয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

[গ] বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'দেবীচৌধুরাণী'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

[ঘ] মধুসূদন গ্রন্থাবলীর ১২ খানি পুস্তকের মধ্যে কৃষ্ণকুমারী নাটক, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, হেক্টর বধ, মায়াকানন, একেই কি বলে সভ্যতা? বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ, পদ্মাবতী নাটক, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, বিবিধ কাব্য ও বীরাঙ্গনা কাব্য—এই নয়খানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

[ঙ] দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত জামাই বারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো, বিবিধ, দ্বাদশ কবিতা, লীলাবতী, নবীন তপস্বিনী, সুরধুনী কাব্য, ও কমলে কামিনী নাটক প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র দীনবন্ধু গ্রন্থাবলীর ১০ খানি বই দুই খণ্ডে বাঁধাইয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

'খ' হইতে 'ঙ' গ্রন্থাবলী ঝাড়গ্রামরাজ গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের অর্থে প্রকাশিত হইতেছে এবং এই সকল গ্রন্থাবলীর সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। এই তহবিলের অর্থ হইতে আলোচ্য বর্ষে ঝাড়গ্রামরাজের পক্ষে শ্রী বি, আর সেনের প্রস্তাবে এবং কার্য্যনির্বাহক-সমিতির নির্দেশে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় রামমোহন রায়ের সমস্ত বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। গ্রন্থাবলীর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। এই তহবিলের অর্থে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা আলোচ্য বর্ষে কিঞ্চিদধিক ১১৯০০৲ আয় হইয়াছিল এবং বাজার-দেনা মিটাইয়া বর্ষশেষে তহবিলে প্রায় ৭৫০০৲ উদ্বৃত্ত আছে।

[চ] কালিকা-মঙ্গল গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ও [জ] বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তীর সম্পাদনায় লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের অর্থে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই তহবিলের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা কিঞ্চিদধিক ১০০৲ পাওয়া গিয়াছে এবং বর্ষশেষে এই তহবিলে ১৪০০০৲ উদ্বৃত্ত আছে।

[ছ] পালামৌ—বঙ্কিমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-রচিত এই গ্রন্থ উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। বঙ্গ-দর্শনে ইহা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, পরে বঙ্কিমচন্দ্র 'সঞ্জীবনী সুধা' নামে সঞ্জীবচন্দ্রের যে রচনাগুলি প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে পালামৌ প্রকাশিত হয়। কিন্তু পালামৌর শেষ অংশটি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত উক্ত সংগ্রহে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। বর্ত্তমান সংস্করণে উহা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস।

[জ] পরিষৎ-পরিচয়। পরিষদের সুবর্ণ-জুবিলি উপলক্ষে এই গ্রন্থের এক বিস্তৃত ও শোভন সংস্করণ প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে এবং তাহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। কাগজের অভাবে ইহার মুদ্রণের ব্যবস্থা হয় নাই।

[ঝ] রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞান। এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রন্থ সম্পাদক শ্রীসুধাকান্ত দে। কাগজের অভাবে এই গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা হয় নাই।

[ঞ] রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

'বাংলার কবি ও কাব্য' গ্রন্থমালার ২য় গ্রন্থ [ট] 'বলদেব পালিত' প্রকাশিত হইয়াছে এবং [ঠ] 'ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়' যন্ত্রস্থ।

'ঞ', 'ট' ও 'ঠ' গ্রন্থ পরিষদ্ গ্রন্থাবলীভুক্ত এবং 'সাহিত্য-নিকেতন' কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—পঞ্চাশত্তম ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রবন্ধ-সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল। এই সকল প্রবন্ধ সাহিত্যাদি শাখার অনুমোদিত। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতার জন্য পত্রিকার কলেবর খর্ব্ব করিতে হইয়াছে। প্রাচীন-সাহিত্য—৪, ইতিহাস—৮, ভাষাতত্ত্ব—২, এবং বিবিধ—১।

বঙ্গীয় রাজসরকার—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশের জন্য বার্ষিক সাহায্য ১২০০৲ বঙ্গীয় রাজসরকার দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এই জন্য পরিষৎ বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা করপোরেশন—আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৫০৭৲ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত করপোরেশন পরিষদ্ মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অন্যতম শর্ত্তানুসারে দুই জন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এবং পুস্তকালয় ও চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার—আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে চারি জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, এক জন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে ও এক জন মহিলা সাহিত্যিককে নিয়মিত মাসিক সাহায্য দান করা হইয়াছিল এবং এক জন সাহিত্যিকের স্ত্রীকে ও এক জন সাহিত্যিককে এককালীন সাহায্য করা হইয়াছিল। এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য যে সকল পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিক্রয় করিয়াও কিছু অর্থাগম হইয়াছে।

নিয়ম পরিবর্ত্তন—বর্ত্তমান বর্ষে ৪ ভাদ্র তারিখের মাসিক অধিবেশনে পরিষদের ৮১ সংখ্যক নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া নিম্নোক্তরূপ হইয়াছে—"পরীক্ষান্তে আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ হিসাব পরিশুদ্ধ বলিয়া অনুমোদন করিলে, সেই হিসাব কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে গ্রহণীয় হইবে। বিশেষ ক্ষেত্রের উদ্ভব হইলে একজন হিসাব-পরীক্ষকের দ্বারা অনুমোদিত আয়-ব্যয় বিবরণও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির গ্রহণীয় হইবে।"

স্মৃতি-রক্ষা—শ্রীরণেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার স্বর্গতা কন্যা লীলা দেবীর স্মৃতিরক্ষার্থ "লীলা দেবী স্মৃতি-ভাণ্ডার" স্থাপনের জন্য পরিষৎকে তিন শত টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন এবং লীলা দেবীর রচিত (ক) 'ধ্রুবা', (খ) 'কিশলয়' এবং (গ) 'রূপহীনার রূপ'—এই তিনখানি পুস্তকের কয়েক খণ্ড এই ভাণ্ডারের পুষ্টির জন্য দান করিয়াছেন। এই ভাণ্ডারের সুদ হইতে বা আয় হইতে দুই বৎসর অন্তর বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতিবিষয়ে মহিলা সাহিত্যিকদের উৎসাহ দানের জন্য "লীলাদেবী পদক" বা 'পুরস্কার' দেওয়া হইবে।

বঙ্কিম-ভবন—আলোচ্য বর্ষে কাঁটালপাড়াস্থ বঙ্কিম-ভবনের সংরক্ষণ তহবিলে ৩৬৲ দান পাওয়া গিয়াছে। এই তহবিলে আলোচ্য বর্ষের শেষে ৮১৪৸১ উদ্বৃত্ত আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নৈহাটী-শাখার তত্ত্বাবধানে এই ভবন রক্ষিত হইতেছে।

শাখা-পরিষৎ—আলোচ্য বর্ষে মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, উত্তরপাড়া, গৌহাটী, শিবপুর, রাঁচী, কাশী, ভাগলপুর, নৈহাটী, বর্দ্ধমান ও জাঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগর শাখায় যথারীতি অধিবেশনাদি হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষের আষাঢ় মাসে নৈহাটী শাখা-পরিষদের আয়োজনে বঙ্কিম-ভবনে মূল পরিষদের সভাপতির নেতৃত্বে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বিশেষ দান—আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট চাঁদা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ-পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নানা আর্থিক সাহায্য সদস্য ও সদস্যেতর হিতৈষিগণের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। দাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

আয়-ব্যয়—পরিষদের ১৩৫০ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয়ের বিবরণ এবং উদ্বৃত্ত-পত্র (ব্যালান্স-শীট) সদস্যগণের নিকট পূর্ব্বেই প্রেরিত হইয়াছে। উহা হইতে দেখা যাইবে যে, বিগত বর্ষের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে চাঁদা, প্রবেশিকা ও গ্রন্থাবলী বিক্রয় বাবদ আয় বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আয়ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু সযত্নে সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। এই জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

নূতন নিয়ম

পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে পুস্তক আদান প্রদান করিতে হইলে বিশিষ্ট-সদস্য ও আজীবন-সদস্য ব্যতীত আর সকল শ্রেণীর সদস্যকেই আগামী ২রা বৈশাখ ১৩৫২ হইতে পরিষৎকার্য্যালয়ে পাঁচ টাকা জমা রাখিতে হইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
গ্রন্থাধ্যক্ষ।

২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা

শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৫২শ ভাগ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীমন্মথমোহন বসু এম-এ

সহকারী সভাপতি

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট্, সি, আই, ই	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ	শ্রীরায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল
শ্রীরাজশেখর বসু এম-এ	শ্রীহরিহর শেঠ
ডক্টর শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু এম-বি, ডি-এস্-সি	শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, বি-এ
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, বি-এ	শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ,

পত্রিকাধ্যক্ষ ঃ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ

গ্রন্থাধ্যক্ষ ঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ ঃ কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এম-এ

চিত্রশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, এম-এ, বি-এল

পুথিশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু, বি-এসসি, জি-ডি-এ, আর-এ   শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী আর-এ

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, এম-এ, ২। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, এম-এ,[৭] ৩। শ্রীঅমল হোম, ৪। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, এম-এ, ডি-লিট্ এণ্ড ফিল্, ৫। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল, ৬। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, এম-এ, ৭। রেভারেণ্ড ফাদার এ দোঁতেন, এস্-জে, ৮। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৯। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১১। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, এম-এ, ১২। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, ১৩। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, এম-এ, ১৪। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ,বি-এল, ১৫। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ১৬। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৭। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৮। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ১৯। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, এম-এ,২০। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এসসি, ২১। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল, ২২। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক, ২৪। শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, ২৫। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৬। শ্রীরাধানাথ দাস।

৫২শ, ১ম ও ২য় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৫২শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা
১৩৫২

রামপ্রসাদ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ

রামপ্রসাদের "মালশী" গান প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গলার জনহৃদয়ে যে ঝঙ্কার তুলিতেছে, তাহার অনাবিল আনন্দময় রূপ চিরনবীন এবং তুলনাহীন। দুঃখের বিষয়, এখন পর্য্যন্ত রামপ্রসাদের গ্রন্থ ও পদাবলীর একটি বিজ্ঞানসম্মত বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। বিগত ১০০ বৎসর মধ্যে রামপ্রসাদের জীবনী সম্বন্ধে তিন জন মাত্র ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য গবেষণা করিয়াছেন—কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত[১], দয়ালচন্দ্র ঘোষ (১২৫৯-৯১)[২] এবং ৺অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়[৩]। কিন্তু রামপ্রসাদের জীবনী-সংক্রান্ত অনেক কথাই এখনও বিতর্কের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে নূতন গবেষণার ফলে কোন কোন বিষয়ের মীমাংসা সংক্ষেপে সূচিত হইল।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন

রামপ্রসাদের গান প্রধানতঃ দুই জন সাধকের রচিত বটে। তন্মধ্যে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন অগ্রগণ্য সন্দেহ নাই।

বিক্রমপুরনিবাসী বৈদ্যপ্রধান গোপালকৃষ্ণ রায় পশ্চিমবঙ্গে সদর আমীন ছিলেন। ১২৫৬ সনের ১৯ ফাল্গুন (১৮৫০ খ্রীঃ) তিনি "অম্বষ্ঠসম্বাদিকা" নামে গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। তন্মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম রামপ্রসাদের কুলনির্দ্দেশ সহ মনোহর স্তুতিবাদ পাওয়া যায়।

> দহগুীয়-বংশীয়ো হালীশহরবাসকৃৎ।
> রামপ্রসাদসেনোঽভূত্তত্ত্বজ্ঞঃ সাধকঃ সুধীঃ।
> প্রসাদাজ্জগদম্বায়াস্তত্ত্বজ্ঞানান্বিতানি বৈ।
> রচিতানি সুগীতানি তেনাম্বানামপূর্ব্বকৈঃ।
> ন ভূতানি ন ভাব্যানি বর্ত্তমানানি নৈব চ।
> তৎসদৃশানি গীতানি চান্যৈঃ কৈশ্চিৎ কথঞ্চন। (পৃ. ৬৯)

প্রসাদের কুলকথা ১৩০৬ সনের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (পৃ. ২২৭-২৩৩) দ্রষ্টব্য। তাঁহার পিতামহ রামেশ্বর সেনের পুত্রের নাম ভরত মল্লিকের "চন্দ্রপ্রভা" গ্রন্থে (পৃ. ৫৫)

১। সংবাদ প্রভাকর, ১২৬০ সনের ১লা আশ্বিন, ১লা পৌষ ও ১লা মাঘ-সংখ্যা এবং ১২৬১ সনের ১লা চৈত্র-সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২। প্রসাদ-প্রসঙ্গ, ১ম সং, ২৫ বৈশাখ ১২৮২ এবং ২য় সং, ১লা মাঘ ১২৮৩ দ্রষ্টব্য। পরবর্ত্তী সংস্করণগুলি বিশেষত্ববর্জ্জিত।

৩। রামপ্রসাদ, ১লা বৈশাখ ১৩৩০। এই বিপুলায়তন গ্রন্থ একটি অরণ্যবিশেষ; বহু নূতন তথ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট থাকিলেও পদে পদে পথভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা। অতুলবাবু ১৩৩৫ সনের ৩১ চৈত্র স্বর্গত হইয়াছেন।

কিম্বা তৎপরবর্ত্তী "রত্নপ্রভা" গ্রন্থে[৪] (পৃ. ২১) পাওয়া যায় না। অথচ রামেশ্বর সেনের শ্বশুর চায়ুদাস্‌বংশীয় রামেশ্বর "বাচস্পতি" ভরত মল্লিকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন, বাচস্পতির পিতৃব্যপুত্র গোবিন্দ কবিরাজ ভরত মল্লিকের ভগ্নীপতি ছিলেন (চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ২৬৮, রত্নপ্রভা, পৃ. ৫৬)। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, চন্দ্রপ্রভারচনাকালে (১৫৯৭ শক—১৬৭৫-৬ খ্রীঃ) প্রসাদের পিতা রামরাম সেনের জন্ম হয় নাই, কিম্বা নিতান্ত শৈশব কাল। প্রসাদের আবির্ভাব-কালনির্ণয়ে ইহা একটি মূল্যবান্ নির্দ্দেশ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

আবির্ভাবকাল : রামরাম সেনের জন্মাব্দ যদি ১৬৭০খ্রীঃ বলিয়া অনুমান করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার জেষ্ঠ্য পুত্র নিধিরামের জন্মাব্দ ১৬৯৫ সনের পূর্ব্বে যাইবে না। নিধিরামের ৮ বৎসরকালে রামরামের ২য় পরিণয় হয় (রামপ্রসাদ, প্রসাদীকথা, পৃ. ৩৩৬) এবং রামপ্রসাদ তাঁহার মাতার তৃতীয় সন্তান (ঐ, পৃ. ৩২৫)। সুতরাং নিধিরামের সহিত রামপ্রসাদের বয়সের ব্যবধান ন্যূনকল্পে ১৫ বৎসর, ২০ বৎসর ধরাই যুক্তিসঙ্গত। তদনুসারে রামপ্রসাদের জন্মাব্দ কিছুতেই ১৭১০-১৫ সনের পূর্ব্বে যাইবে না—ইহাই তাঁহার আবির্ভাবকালের উর্দ্ধতম সীমা বলিয়া ধরা যায়। বস্তুতঃ নিধিরামের জন্ম ১৭০০ সনের পূর্ব্বে যাইবে না। প্রথমতঃ, হলওয়েল (১৭৫১ হইতে) ও গবর্নর ড্রেক (১৭৫২ হইতে) যাঁহাকে "মীরমুন্সী"-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন (ঐ, পৃ. ৩৩৭-৮), সেই নিধিরামের বয়স তৎকালে অনধিক ৫০ ধরাই যুক্তিযুক্ত। দ্বিতীয়তঃ, নিধিরামের প্রপৌত্র গঙ্গাচরণ সেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮১৩ ৮৫) সহাধ্যায়ী ছিলেন (ঐ, পৃ. ৩৩৬)। তাঁহার জন্ম ১৮১০ সনে ধরিলেও নিধিরাম হইতে গঙ্গাচরণ পর্য্যন্ত তিন পুরুষে ১১০ বৎসর হয়—অর্থাৎ এক পুরুষের গড়পড়তা হয় প্রায় ৩৭ বৎসর। সুতরাং নিধিরামের জন্ম ১৭০০-১০ সনে ধরিয়া রামপ্রসাদের জন্মাব্দ স্থূলতঃ ১৭২০-৩০খ্রীঃ মধ্যে নির্ণয় করা যায়। ইহার সমর্থক প্রমাণ পরে আলোচিত হইল। ফলতঃ রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই।

ঈশ্বর গুপ্ত (প্রভাকর, ১লা পৌষ, ১২৬০, পৃ. ৯)[৫] রামপ্রসাদের জন্ম মৃত্যুর কাল সূচনা করিয়া লিখিয়াছেন :—

৪। রত্নপ্রভা (পৃ. ১৪ দ্রষ্টব্য) পরে রচিত হয়। কারণ, চন্দ্রপ্রভায় (পৃ. ৩২) ভারত মল্লিকের একটিমাত্র পৌত্রীর বিবাহের উল্লেখ আছে, কিন্তু রত্নপ্রভায় (পৃ. ১৪, ৭৪) দ্বিতীয় পৌত্রীর বিবাহ উল্লিখিত হইয়াছে। চন্দ্রপ্রভায় (পৃ. ২৬৮) ভগ্নীপতি গোবিন্দ কবিরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিহর অপত্যহীন, কিন্তু রত্নপ্রভায় জ্যেষ্ঠ দুই পুত্রই "পুত্রবর্জ্জিত" (পৃ. ৫৬)।

৫। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সংবাদপ্রভাকরের এই সংখ্যাটি রক্ষিত আছে। নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, এই প্রবন্ধের অনুলিপি যে অতুলবাবুর নিকট প্রেরিত হয় এবং তৎকর্ত্তৃক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১৮৪০ শক, আষাঢ় হইতে আশ্বিন-সংখ্যা) এবং 'রামপ্রসাদ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে (পৃ. ২২১-৪৩) "সম্পূর্ণ আকারে" প্রকাশিত হয়, তাহাতে অনুলিপিকারের অদ্ভুত অনবধানতার দোষে ৪ পৃষ্ঠা (৯ হইতে ১২) সম্পূর্ণ বাদ পড়িয়াছে। ফলে, অতুলবাবুর আলোচনার অনেকাংশ (পৃ. ৩৭৬-৮৯ দ্রষ্টব্য) পণ্ডশ্রম হইয়াছে।

"৬০ বৎসর বয়সের কিঞ্চিৎ পরেই রামপ্রসাদ সেন মায়িক সংসার পরিহারপূর্ব্বক নিত্যধাম যাত্রা করেন। তাঁহার মৃত্যুর দিন গণনা করিলে ৭২ বৎসরের অধিক হইবে না।"

গুপ্তকবি পূর্ব্বে লিখিয়াছেন, এই প্রবন্ধরচনার ২৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তিনি রামপ্রসাদ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন। তৎকালে নিঃসন্দেহ রামপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন জীবিত ছিলেন। এক স্থানে লিখিত আছে (ঐ, পৃ. ১০):—

"রামপ্রসাদ সেন যখন কলিকাতায় আসিতেন, তখন যোড়াসাঁকোর দোয়েহাটায় তাঁহার মাতুলবাটীতে বাস করিতেন। ৺চূড়ামণি দত্তের সহিত অত্যন্ত প্রণয় ছিল, সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট গিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন, তিনি অতি সুবক্তা ও প্রিয়ভাষী ছিলেন।"

রামপ্রসাদের জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্তের লেখাই সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক। তদনুসারে রামপ্রসাদের মৃত্যু-সন গণনা করিলে ১১৮৯ বঙ্গাব্দের (১৭৮২ খ্রীঃ) পূর্ব্বে যাইবে না, ২।৩ বৎসর পরেও হইতে পারে। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম অনধিক ৬১।৬২ ধরিয়া তাঁহার জন্মাব্দ ১১২৮-৩২ সনের মধ্যে (১৭২১-৬ খ্রীঃ ও ১৬৪৩-৪৭ শক) নির্ণয় করিতে হইবে—পূর্ব্বেও নহে, পরেও নহে।

১৭৭৭ শকের ভাদ্র মাসে (১৮৫৫ খ্রীঃ) শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারিলাল নন্দী কালীকীর্ত্তনের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাহার ভূমিকায় যে রামপ্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত আছে, তন্মধ্যেই (পৃ. ।০) সর্ব্বপ্রথম ১৬৪০-৪৫ শকমধ্যে রামপ্রসাদের জন্ম অনুমিত হইয়াছে। এই অনুমানের মূল সূত্র যে গুপ্তকবির পূর্ব্বোদ্ধৃত "সিদ্ধবৎ" উক্তি, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। পরবর্ত্তী সমস্ত লেখকই উক্ত শকাঙ্ক প্রায় একবাক্যে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন—অনেকেই গুপ্তকবির মূল প্রবন্ধ দেখেন নাই। আমাদের কালনির্ণয়ের সহিত এ স্থানে বেশী বিরোধ না থাকিলেও এই সকল নিষ্প্রমাণ বিচার-হীন কালনির্দ্দেশের কোনই মূল্য নাই। অতুল বাবুর গ্রন্থে ইহার নিষ্ফল আলোচনা দ্রষ্টব্য (৩৭৬-৮ পৃ.)।

গুপ্তকবি (পৃ. ৯) "প্রাচীন লোকেরা কহেন" এইরূপ নির্দ্দেশপূর্ব্বক রামপ্রসাদের মৃত্যুর ঘটনা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ৺শ্যামাপূজার পর দিন তাঁহার মৃত্যু হয়। এ বিষয়ে একটি মূল্যবান্ অকাট্য প্রমাণ অতুল বাবু (জীবনী, পৃ. ১০৫ পাদটীকা) সংগ্রহ করেন যে, প্রসাদের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ পুরুষানুক্রমে শ্যামাপূজার পর দিন অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং "বৈশাখী পূর্ণিমায়" তাঁহার দেহরক্ষার কথা (পরিশিষ্ট, পৃ. ২৫৩) সম্পূর্ণরূপে অমূলক। কিরূপ অসম্ভব উক্তি মুদ্রিত গ্রন্থে স্থান লাভ করিতে পারে, এ স্থলে তাহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রদর্শিত হইল। যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "রামপ্রসাদ" গ্রন্থে (২য় সং, পৃ. ৩৮১) লিখিত হইয়াছে,—

"আমরা তাঁহার পৌত্রের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি শতাধিক বর্ষ জীবিত ছিলেন। ...তাঁহার আত্মীয়ের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার বয়স ১১২ বৎসর স্থির করিলাম।"

তাহা হইলে, গণনা করিয়া পাওয়া যায় যে, কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের জন্মকালে তাঁহার

বয়স ছিল ১০০ বৎসর!!! রামপ্রসাদের মৃত্যুসন সম্বন্ধে এ যাবৎ যত আলোচনা হইয়াছে এবং অতুল বাবু প্রভৃতি যে বিচারপূর্ব্বক ১১৮১ সাল (১৭৭৪ খ্রীঃ) মৃত্যুসন ধরিয়াছেন (পৃ. ৩৭৯-৮১), তাহা সবই গুপ্তকবির মতবিরুদ্ধ হওয়ায় ভ্রমাত্মক এবং প্রমাদগ্রস্ত।

রামপ্রসাদের ভূসম্পত্তি: লর্ড কর্ণওয়ালিসের রাজত্বকালে বাঙ্গলার সমস্ত নিষ্কর ভূমির বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছিল। একটি আইন করিয়া (Act XIX of 1793, Article 25) নিষ্করের সনদাদি দলীল তলব করা হয়। তদনুসারে ১২০২ সন (১৭৯৫ খ্রীঃ) হইতে বাঙ্গলার সমস্ত জিলায় সনদ রেজিষ্টার, তায়দাদ প্রভৃতি বিপুল সংগ্রহ সঞ্চিত হয়। বিলুপ্যমান অনাদৃত এই সকল সংগ্রহের মধ্যে কিরূপ মূল্যবান্ তথ্য অন্তর্নিহিত আছে, তাহার একটি নিদর্শন এ স্থলে প্রদর্শিত হইল। তৎকালে হাবিলিসহর পরগণা নদীয়া জিলার অন্তর্ভূত ছিল। উক্ত জিলার তায়দাদের সংখ্যা ৪৩৫০০ বটে। শ্রীরামদুলাল সেন সাং কুমারহট্ট "শন ১২০২ সাল ১৯ অগ্রহায়ণ" তাঁহার পিতা রামপ্রসাদ সেন নামীয় "মহাত্রাণ" সম্পত্তির বিবরণ চারিটি পৃথক্ সংখ্যায় দাখিল করেন। তাহাদের সারসংক্ষেপ এই।

তায়দাদ নং ১৮৩৪৭

৺সুভদ্রা দেবী ২ বৈশাখ ১১৬১ সনে "দানপত্র" করিয়া রামপ্রসাদ সেনকে হাবিলিসহর পরগণার নকুলবাটী গ্রামে "আন্দাজী" ১৵০ বিঘা জমি দান করেন—দখলকার পুত্র রামদুলাল সেন।

তায়দাদ নং ১৮৩৪৮

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ৪ ফাল্গুন ১১৬৫ সনে তাঁহাকে ৫১৵০ একান্ন বিঘা জমী "সনন্দ" করিয়া দেন। যথা—

বউলপুর	১৮৵০	উখরা পরগণা
পদ্মনাভপুর	১৭৵০	ঐ
মামুদপুর	১৬৵০	হাবিলিসহর পরগণা।

তায়দাদ নং ১৮৩৪৯

দর্পনারায়ণ রায় ১৫ আষাঢ় ১১৬৫ সনে হাবিলিসহর পরগণার "তালডেঙ্গা" গ্রামে ২৵০ বিঘা জমী "সনন্দ" করিয়া দেন।

তায়দাদ নং ১৮৩৫০

দর্পনারায়ণ রায়, শ্রীরাম রায় ও কালীচরণ রায় একযোগে ১৭ চৈত্র ১১৬০ সনে ৮৵০ বিঘা জমী "সনন্দ" করিয়া দেন। যথা—

পলাসি	২৵০	হাবিলিসহর পরগণা
তেতুল্যা	২৵০	ঐ
বালিয়া	১৵০	ঐ
কাটাপুখরিয়া	১৵০	ঐ
ডাসি	২৵০	ঐ

রামদুলাল সেন প্রত্যেক তায়দাদের সঙ্গে "আসল সনন্দ দর্শাইয়া নকল দাখিল" করিয়াছিলেন। নদীয়া কালেক্টরীতে তন্মধ্যে প্রথম দুইটি নকল এখনও রক্ষিত আছে—শেষ দুইটি নাই।[৬]

সুভদ্রা দেবীর দানপত্রের নকল। (নং ১৮৩৪৭)

শ্রীকৃষ্ণ নকল শ্রীরাম

শরণং

শ্রীরামদুলাল সেন
সাং কুমারহট্ট

স্বস্তি সকলমঙ্গলালয় শ্রীযুত রামপ্রশাদ সেন
কল্যাণবরেষু লিখিতং শ্রীসুভদ্রা দেব্যা পত্রমিদং

কার্য্যঞ্চ আগে পরগণে হালিসহর সরকার শাতগড়ি পরগণা ম(জ)কুরের নন্দনপুর নন্দনবাটি[৭] গ্রাম শর্ম্মঙ্গিয়ে (?) আমার বসতবাটীর দক্ষীণংসে শ্রীযুত রামহরি চক্রবর্ত্তির ভদ্রাশনের দক্ষীণ চতুসিম্যবৎছর্ন্ন সবৃক্ষা বাটি খারিজজমা তোমাকে বসতি করিতে বৈগুত্তর মহাত্রাণ দিলাম তুমি বাটীতে বসতি করিয়া পুত্রপৌত্রাদীক্রমে পরমসুখে ভোগ করহ আমার শহিত এবং আমার উত্রাধিকারির শহিত কোন দয়া নাই বাটীর সিমা নিরর্ন্ন্য উত্তরে রামহরি চক্রবর্ত্তির ভদ্রাশনের দক্ষীন দ(ক্ষি)নে শমেত পরিখা পুর্ব্বে শমেত পরিখা পশ্চীমে রামরায়ের মহন্নবাটী এই চতুসিম্যবৎছর্ন্ন বাটী তোমারে মনোত্রাণ দিলাম ইতি শন ১১৬৫ এগারো শওয়া পয়সষ্টী সাল তারিখ ২ দোসারা বৈসাখ—

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সনদের নকল। (নং ১৮৩৪৮)

নকল শ্রীশ্রীরাম

শরণং

পারশী

১১৮৩ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মা

ইঙ্গরাজী

শ্রীরামপ্রসাদ সেন সুচরিতেষু শুভাসীঃ প্রয়োজনঞ্চ বিশেষঃ এ অধিকারে তোমার ভূমিভাগ কিছু নাহি অতএব বেওয়ারিষ গরজমা জঙ্গলভূমি সমেত পতিত পরগণে হাবেলীসহর ১৬ ষোল বিঘা এবং পরগণে উখড়ায় ৩৫ পয়ত্রিষ বিঘা একুনে ৫১ একান্ন বিঘা তোমাকে মহোত্তরাণ দিলাম নিজ জোত করিয়া ভোগ করহ ইতি সন ১১৬৫ তারিখ ৪ ফাল্গুন শহর—

৬। এ স্থলে নদীয়ার কালেক্টর সাহেবের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তিনি এবং মহাফেজখানার সুযোগ্য কর্ম্মচারিগণ অনুমতি এবং সুযোগ দান করিয়া এই সকল চিরলুপ্ত রত্নোদ্ধারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া ধন্য হইয়াছেন।

৭। নকুলপুর ও নকুলবাটিও পড়া যায়। দানপত্রে ভূমির পরিমাণ লিখিত নাই। তায়দাদে রামদুলাল সেন "আন্দাজী" ১/০ এক বিঘা লিখিয়াছেন।

রামপ্রসাদের স্বগ্রামবাসী চারি জন পৃষ্ঠপোষকের মধ্যে সুভদ্রা দেবীর পরিচয় অজ্ঞাত। বাকী তিন জন বিখ্যাত "সাবর্ণ চৌধুরী"বংশীয় বটে এবং সুভদ্রা দেবীও ঐ বংশীয় হইতে পারেন। দর্পনারায়ণ রায় লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের অধস্তন সপ্তম পুরুষ[৮]।

গুপ্তকবি (প্রভাকর, ১লা পৌষ, ১২৬০, পৃ. ৭) সম্ভবতঃ কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্ধৃত সনন্দপত্রের কথাই পরিজ্ঞাত হইয়া প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, যদিও হাবেলী সহরের ১৬ বিঘার স্থানে ১৪ বিঘা হইয়াছে এবং সনন্দের পাঠ মিলিতেছে না।

এই সকল সনন্দ আবিষ্কারের ফলে রামপ্রসাদের জীবনী ঘটিত কতিপয় বিষয়ের মীমাংসা সম্ভব হইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্রের সনন্দের তারিখ ১৭৫৯ খ্রীঃ। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কোন দলীলেই "কবিরঞ্জন" উপাধির উল্লেখ নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রদত্ত বহুতর সনন্দের মূল কিম্বা প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। দানভাজন ব্যক্তিদের উপাধি সর্ব্বত্রই লিখিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ভারতচন্দ্রের সনন্দের প্রতিলিপি এখানে প্রকাশিত হইল। ইহার "নকল" তদীয় পুত্রদ্বয় ভাগবতচরণ ও রামতনু রায় ২১ অগ্রহায়ণ ১২০২ সনে নদীয়া কালেক্টরীতে দাখিল করেন (২০৩১৭ সংখ্যক তায়দাদ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং

শ্রীতরঙ্গ

নকল

শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুনাকর

সদুদারচরিতেষু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মণো

নমস্কারঃ শিবং বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ

সপরিবারে অধিকারস্থ হইয়া আনন্দপুর চাকলায় বসতি করিয়াছ অতএব চাকলা মজকুরে বেওয়ারেশ গরজমাই উজ্জট বাস্তু ও লায়েক বাগাতি জঙ্গলভূমি ২১ একইশ বিঘা এবং বেলায়তি সমেত পতিত জঙ্গলভূমি ৫১ একাওন্ন বিঘা একুনে ৭২/০ বাওত্তর বিঘা বৃত্তি দিলাম বাস্তুতে সপরিবারে বসতি করিয়া বাগাতি জমিতে বাগিচা করিয়া জঙ্গলভূমি নিজজোতে ভোগ করহ ইতি সন ১১৫৬ ছাপ্পান্ন—১ অগ্রহায়ণ।

এই মূল্যবান্ সনন্দানুসারে ১৭৪৯ সনে কিম্বা তৎপূর্ব্বে ভারতচন্দ্র "গুণাকর" উপাধি পাইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ইহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, ১৭৫৯ সনেও রামপ্রসাদ

৮। বংশাবলী যথাঃ— লক্ষ্মীকান্ত—রামরায়—জগদীশ রায়—বিদ্যাধর রায়—সন্তোষ রায়—মনোহর রায়—দর্পনারায়ণ রায়। অপর শাখা, বিদ্যাধর রায়—রঘুদেব রায়—কালীচরণ রায়। "কুমারহট্টবাসী" (সাঙ্কাভাঙ্গার কুলপঞ্জী, ৫৬৮থ পত্র)। লক্ষ্মীকান্ত-মানসিংহ ঘটিত যে সকল কাহিনী দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচার লাভ করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অমূলক। বস্তুতঃ লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার মানসিংহের অন্ততঃ এক পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন এবং খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন—রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী সামান্য আলোচনা করিলেই ইহা প্রতিপন্ন করা যায়।

"কবিরঞ্জন" উপাধি অর্জ্জন করেন নাই। ফলে, বিদ্যাসুন্দর ও কালীকীর্ত্তন রচনার তারিখ ১৭৬০ সনের পূর্ব্বে কিছুতেই যাইবে না এবং রামপ্রসাদ যে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পরেই গ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার (সা-প-প. ১৩৫০, পৃ. ৬২-৩), গুপ্তকবি (পৃ. ৬) প্রভৃতি বহু লেখকের অনুমান এ স্থলে প্রমাণ-সিদ্ধ নহে।

বিদ্যাসুন্দর রচনাকালে রামপ্রসাদের তিন সন্তানের জন্ম হইয়াছে, সুতরাং তৎকালে তাঁহার বয়স ৩৫-৪০ হইবে[৯]। বিদ্যাসুন্দরের রচনাকাল ১৭৭০ সনের পরে যাইবে না। কারণ, তখনও তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তান রামমোহনের জন্ম হয় নাই। রামমোহনের জন্মতারিখ প্রায় ১৭৭০ খ্রীঃ[১০]। সুতরাং রামপ্রসাদের গ্রন্থরচনার কাল ১৭৬০-৭০ সনের মধ্যে ধরিয়া তাঁহার জন্মকাল স্থূলতঃ ১৭২০-৩০ সনের মধ্যে নির্ণয় করার সমর্থন পাওয়া যায়।

কালীকীর্ত্তনের তিন স্থলে রামপ্রসাদের এক পৃষ্ঠপোষক "রাজকিশোরে"র নাম পাওয়া যায়। তাঁহার পরিচয় নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণীত হয় নাই। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, রাজকিশোরের নামের সহিত কোন বিশেষণ-পদ নাই। তিনি সম্ভবতঃ রামপ্রসাদের কোন ধনী আত্মীয় ছিলেন এবং "তীর্থমঙ্গল" গ্রন্থোক্ত হুগলীর দেওয়ান রাজকিশোর রায় ঠিক এই সময়েই নিকটে বিদ্যমান থাকায় তাঁহাকে অভিন্ন ধরাই যুক্তিযুক্ত (প্রসাদী কথা, পৃ. ৩৫৭-৫৭); যদিও এই দেওয়ানের কোন পরিচয় জ্ঞাত হওয়া যায় না।

রচনাবলী: রামপ্রসাদের "কালীকীর্ত্তন" গ্রন্থই প্রথম প্রচার লাভ করে। ওয়ার্ড সাহেবের গ্রন্থে (*The Hindoos*, London, 1822, Vol. II, p. 478) ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়:—Kalee-Keerttunu by Ramu prusadu a Shoodru (?)। অন্যত্রও (Vol. III, p. 300-1) "গীত" রচনার বিবরণীমধ্যে কালীকীর্ত্তনের নাম পাওয়া যায়।

কালীকীর্ত্তন বহু বার মুদ্রিত হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তই ১৮৫৩ সনে, বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম ইহা মুদ্রিত করেন (সা-প-প. ১৩৪৯, পৃ. ৫৫-৬৩, এই সংস্করণ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে)। ঐ সময়ে আর একটি সংস্করণও মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বিবরণ উদ্ধার করা যায় নাই।[১১]

৯। দয়াল ঘোষ ১২৮২-৩ সনে রামপ্রসাদের পৌত্র দুর্গাদাস এবং দুই জন প্রপৌত্র গোরাচাঁদ ও গোপালকৃষ্ণকে জীবিত পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট জানিয়া ২য় সংস্করণে যে সকল নূতন কথা লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি এই—"দ্বাবিংশ বৎসর বয়ক্রম কালে তিনি দারপরিগ্রহ করেন" (পৃ. ৭৬)। সুতরাং বিদ্যাসুন্দর রচনাকালে রামপ্রসাদের বয়স ন্যূনকল্পে ৩৫ ধরা যায়।

১০। রামমোহনের পৌত্র গোপালকৃষ্ণ ২৯।৪।১৮৯৫ তারিখে "৭৩" বৎসর বয়সে স্বর্গী হন অর্থাৎ তাঁহার জন্মসন ১৮২২-৩ খ্রীঃ—তৎকালে রামমোহনের বয়স ন্যূনকল্পে ৫০ ধরিলে তাঁহার জন্মতারিখ হয় ১৭৭২-৩ খ্রীঃ। দ্বিতীয়তঃ রামমোহনের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র দুর্গাদাস সেন ১২৯৩-৪ সনে "প্রায় ৮০" বৎসর বয়সে স্বর্গী হন অর্থাৎ অনুমান ১৮১০ সনে তাঁহার জন্ম ধরা যায়। তৎকালে রামমোহনের বয়স ৪০ ধরা যায়। আমরা সম্বাদ দুইটি গোপালকৃষ্ণের পৌত্র মানসবাবু এবং দুর্গাদাসের পৌত্র রামরঞ্জন বাবুর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

১১। ১৭৭৭ শকের ভাদ্রের সংস্করণে ২২-২৩ বৎসর পূর্ব্বের "দুইটি" সংস্করণের উল্লেখ আছে (পৃ. ৩৩ পাদটীকা)। লঙ্ সাহেব (দীনেশ সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, App., p. 704) ১৮৪৫ সনের একটি ২০ পৃষ্ঠার সংস্করণের উল্লেখ করেন। ১২৬২ সনের ৫ অগ্রহায়ণ সংখ্যা সংবাদপ্রভাকরে "নিউপ্রেস" হইতে প্রকাশিত কালীকীর্ত্তনের বিজ্ঞাপন আছে (মূল্য ৵০)। ১৭৭৭ শকের ভাদ্রের সংস্করণ হইতে ইহা পৃথক্।

১৭৭৭ শকে দুইটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়। রামপ্রসাদের দ্বিতীয় মুদ্রিত গ্রন্থ "কবিরঞ্জন-বিদ্যাসুন্দর"। লঙ্ সাহেব (দীনেশ সেন: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, App., p. 680) "হালি সহরের রামপ্রসাদ" রচিত বিদ্যাসুন্দর-বিষয়ক "কবিরহস্য" (?) গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়া "রামপ্রসাদ সেন" রচিত "কলি (? বি) রঞ্জন" গ্রন্থের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয়, এক বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থেরই দুইটী পৃথক সংস্করণ এইরূপ বিকৃত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল সংস্করণ এখন অপ্রাপ্য। পরিশেষে ১৭৮৪ শকে (১৮৬২ খ্রীঃ) "কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ" নামে বটতলা "বিদ্যারত্ন যন্ত্র" হইতে বিস্তৃত জীবনী সহ রামপ্রসাদের সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে (পৃ. ৩), "আমরা কবিরঞ্জনের যে কিছু রচনা প্রাপ্ত হইয়াছি, তত্তাবতই এই গ্রন্থে গ্রন্থিত হইয়াছে।" এই মূল্যবান্ সংস্করণই দয়াল ঘোষের উপজীব্য ছিল। ইহাতে বিদ্যাসুন্দর (পৃ. ১-১৮৭), কালীকীর্ত্তন (পৃ. ১৮৯-২১৯) ও কৃষ্ণকীর্ত্তন (পৃ. ২২১-২) ব্যতীত সর্ব্বপ্রথম রামপ্রসাদের মোট ৯১টী পদাবলী (পৃ. ২২৩-৭৭) মুদ্রিত হয়, মধ্যে (পৃ. ২৪৩-৪৬) "সীতার বিলাপোক্তি"ও আছে। একজন প্রথিতনামা সাহিত্যিক (ডক্টর সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃ. ৮৮৭) অতিরিক্ত সাবধান হইয়া লিখিয়াছেন, কবিরঞ্জনই যে গীতকার, জনশ্রুতি ভিন্ন তাহার অন্য প্রমাণ নাই। তিনি লক্ষ্য করেন নাই, অতুলবাবুর সংগৃহীত ২৬৫ সংখ্যক পদে "হালিসহর পরগণায় বসত্, কুমারহট্ট গ্রামবাসী" লিখিত আছে। উক্ত সংস্করণে গুপ্ত কবির সংগৃহীত উপকরণ লইয়া "নন্দলাল দত্ত" যে বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত (পৃ. ৵০-৩৵০) লিখিয়াছেন, তাহা সুরচিত এবং প্রায় প্রমাদহীন। গুপ্তকবি সংবাদপ্রভাকরের ১২৬০ সনের ১লা আশ্বিন-সংখ্যায় ৭টি গান প্রথম প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তী ১লা পৌষ সংখ্যায় জীবনীর সহিত মোট ৩০টি পদাবলী মুদ্রিত হয়। তন্মধ্যে একটি ('এই সংসার ধোকার টাটি') পূর্ব্বপ্রকাশিত, দুইটি কালীকীর্ত্তনের এবং একটি ('প্রথম বয়স') কৃষ্ণকীর্ত্তনের। বাকী ২৬টি নূতন—১০টি সমর-সঙ্গীত, একটি আগমনী ('ওগো রাণি!'), বিজয়া ('ওহে প্রাণনাথ'), ষট্চক্রভেদ, রূপবর্ণন ('জগদম্বা কুঞ্জবনে', কালীকীর্ত্তনের অন্তর্গত, কিন্তু অপ্রকাশিত) ও ১২টি মালসী। ১২৬১ সনের ১লা চৈত্র সংখ্যায় সীতার বিলাপোক্তি, শিবসঙ্গীত (১), শবসাধন (১), নৌকাখণ্ড (২), প্রথমাবস্থার গীত (৭টি), নামমালা ও স্তব (৩টি), আগমনী (১), কালীকীর্ত্তনের গৌরচন্দ্রী, রণবর্ণনা (১), মধ্যমাবস্থার গীত (১২টি) ও শেষাবস্থার গীত (৫টি)—মোট ৩৫টি নূতন প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যার ১২ পৃষ্ঠার পর শেষাংশ পাওয়া যায় নাই—তাহাতে আরও কয়টি গান ছিল, জানিবার উপায় নাই। সুতরাং রামপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত প্রায় সমস্তই গুপ্তকবিই কালগ্রাস হইতে রক্ষা করেন এবং বটতলা সংস্করণের ৯১টি পদের মধ্যে অন্ততঃ ৬৬টিই গুপ্তকবি দ্বারা প্রকাশিত বটে।[১২]

১২। অতুলবাবু ১২৬০ সনের ১লা পৌষ সংখ্যার ৪ পৃষ্ঠা (তন্মধ্যে মোট ১৬টি পদ আছে) দেখেন নাই এবং ১২৬১ সনের ১লা চৈত্র সংখ্যারও সন্ধান পান নাই। "গুপ্তকবি মাত্র কুড়িটি পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন"—তাঁহার এই উক্তি (প্রসাদী-কথা, পৃ. ৩৯৬ পাদটীকা) সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

দ্বিজ রামপ্রসাদ

গুপ্তকবি এবং দয়াল ঘোষ, উভয়েই মৌলিকভাবে রামপ্রসাদের গান সংগ্রহ করিতে গিয়া কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গের অপর একজন সাধনসঙ্গীতকার রামপ্রসাদের সন্ধান পাইয়াছিলেন। গুপ্তকবি লিখিয়াছেন (প্রভাকর, ১২৬০, ১লা পৌষ, পৃ. ৭) :—

পূর্ব্ব অঞ্চলে রামপ্রসাদি কবিতা অনেক প্রচারিত আছে, সে সকল পদ্য এখানে প্রচার নাই। ঢাকা, সেরাজগঞ্জ, ও পাবনা প্রদেশের নাবিকেরা সর্ব্বদাই তাহা গান করিয়া থাকে, সে বিষয়ে তাহারদিগের এত ভক্তি যে, যখন অস্নাত থাকে তখন মুখাগ্রে উচ্চারণ করে না। কহে "বাসী কাপড়ে রামপ্রসাদের গান গাহিলে নরকে যাইতে হইবে।"

বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গে যে সকল গানের প্রচার ছিল না, তাহার রচয়িতা কবিরঞ্জনও নহে এবং কবিওয়ালা রামপ্রসাদও নহে। গুপ্তকবি কবিওয়ালা রামপ্রসাদ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। কবিওয়ালা শক্তি-সাধক ছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই।

দয়াল ঘোষ প্রথমেই পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ শক্তি-সাধক এই দ্বিতীয় রামপ্রসাদের পরিচয়ের সূত্র লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সময়াভাবে এবং গবেষণার অপরিপক্বতায় এ বিষয়ে তথ্যলাভে সমর্থ হন নাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

কেহ বলিল, তাঁহার বাড়ী মহেশ্বরদি পরগণায়, (প্রসাদপ্রসঙ্গ, ১ম সং, ভূমিকা, পৃ. ৯)…এক্ষণ আর একটি গুরুতর গোলের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পূর্ব্ববাঙ্গলার অনেকেরই এরূপ অবগতি, সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে আমারও এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, রামপ্রসাদ 'দ্বিজ' ছিলেন। (ঐ, পৃ. ১৩)

মূল্যবান্ নির্দ্দেশ পাইয়াও দয়াল ঘোষ কিরূপ অর্ব্বাচীনের মত অকাতরে তাহা বিসর্জ্জন দিয়াছেন, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। মহেশ্বরদি ঢাকা জিলার একটি নাতিবৃহৎ পরগণা। রামপ্রসাদের বাসগ্রামের সন্ধান তিনি অল্পায়াসেই পাইতে পারিতেন। উভয় রামপ্রসাদের গানের বিভাগও কেবল তিনিই পরিজ্ঞাত হইয়াও স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন—

—'কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহে' যে সকল সঙ্গীত মুদ্রিত হইয়াছে, তাহারও কোন কোনটি দ্বিজ রামপ্রসাদের বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। (ঐ, পৃ. ১৫)

বর্ত্তমানে উভয়ের সঙ্গীত পৃথক্‌ভাবে মুদ্রিত করা অসাধ্য না হইলেও অত্যন্ত দুরূহ। দয়াল ঘোষের গ্রন্থপ্রকাশের ২৫ বৎসর পরে "সাধকসঙ্গীতে"র দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০৬ সন) ৺কৈলাস সিংহ পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর অস্তিত্ব সর্ব্বপ্রথম স্বীকার করেন। কিন্তু জন্মস্থান ব্যতীত তিনিও তাঁহার বিবরণ কিছুই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কেবল, উভয়ের তুলনামূলক আলোচনায় (অবতরণিকা, পৃ. ৪৬-৫৯) স্বকীয় মজ্জাগত বৈষ্ণবিদ্বেষের ফলে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের উপর স্থানে স্থানে অন্যায়ভাবে কটাক্ষ করিয়াছেন।

অতঃপর "দ্বিজ রামপ্রসাদ" সম্বন্ধে যাঁহারা লেখনী ধারণ করিয়াছেন, প্রায় সকলেই গবেষণার পবিত্র ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতে ত্রুটি করেন নাই। অতুলবাবুর গ্রন্থের এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধ (পৃ. ২৪৬-৫৮) এইরূপ একটি বিষোদ্গার—বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা বহু দূরে পলায়ন করিয়াছে।

দ্বিজ রামপ্রসাদের বিস্তৃত বিবরণ তদীয় বংশধর ৺চন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী (মৃত্যু, অগ্রহায়ণ ১৩৩০) "আর্য্যদর্পণ" পত্রিকায় প্রকাশ করেন[১৩]। পুরুষ-পরম্পরা-প্রচলিত বহু তত্ত্ব তন্মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকিলেও আমরা সর্ব্বাগ্রে তাঁহার একটি মারাত্মক ভ্রম সংশোধন করিব। অদ্ভুত স্বপ্ন ও তিন জন মাত্র ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন (মাঘ ১৩১৯, পৃ. ২৩২-৪০) যে, সাধক রামপ্রসাদ রাজসাহীনিবাসী ছিলেন এবং রাণী ভবানীর দত্তক পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের সহোদর ভাই ছিলেন। দত্তক গ্রহণের পর তিনি বিবেকী হইয়া সংসার ত্যাগ করেন। আমরা রামপ্রসাদের সাধন-পীঠ চিনীশপুর অঞ্চলে এই অমূলক প্রবাদের কথা শুনিয়াছি। রাজসাহীতে সামান্য অনুসন্ধান করিলেই চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিতেন। রাজা রামকৃষ্ণের পিতা হরিদেব রায়কে ১১৬৮ সালের ২১ জ্যৈষ্ঠ রাণী ভবানী "তালুক পত্র" দ্বারা মূল্যবান্ সম্পত্তি দান করেন (দুর্গাদাস লাহিড়ী : রাজা রামকৃষ্ণ, ২য় সং, ১৩১৮, পৃ. ৪৫৫-৫৯)। ঐ সময়ে ভবানীপ্রসাদ, রামপ্রসাদ এবং রামকৃষ্ণ, তিন সহোদরই বাল্য অতিক্রম করেন নাই। এই "অতিপ্রসিদ্ধ এবং মাননীয়" বংশের নামমালা মুদ্রিত হইয়াছে (কালীনাথ রায় : রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ১৩০৮, পৃ. ৩১৩ (পরিশিষ্ট) ৫নং বংশলতিকা)। তদ্দৃষ্টে জানা যায়, রামপ্রসাদের দুই পুত্রের বংশই এখনও বিদ্যমান এবং তাঁহার এক পৌত্র হরনাথ নাটোরের রাণী জয়মণির দত্তক পুত্র ছিলেন। আমরা কুলগ্রন্থে দেখিয়াছি, এই রামপ্রসাদ পাকুড়িয়ার বিখ্যাত ঠাকুরবংশে ২টি বিবাহ করিয়াছিলেন। দুই পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া থাকিলেও ১৭৭০-৮০ সনের পূর্ব্বে তাহা ঘটে না। আমরা পরে দেখিব, চিনীশপুরের রামপ্রসাদ প্রায় এক পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী। বস্তুতঃ এই রামপ্রসাদের গৃহত্যাগের কথা অলীক। রাজা রামকৃষ্ণই বিবেকী হইয়া ভবানীপুর তীর্থে আশ্রয় নেওয়ার পূর্ব্বে নিজ "সহোদরগণ"কে সম্পত্তি দিয়াছিলেন (রাজা রামকৃষ্ণ, পৃ. ৪২৫)। দ্বিতীয়তঃ, চিনীশপুরের রামপ্রসাদের সম্পর্কিত সকলেই রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। রাঢ়ী বারেন্দ্র সম্বন্ধ তৎকালে সামাজিক হিসাবে প্রায় অসম্ভব ছিল এবং সম্ভব হইলেও তাহার স্মৃতি সহজে বিলুপ্ত হইত না। এইরূপ কোন প্রবাদ ঘুণাক্ষরেও তদঞ্চলে বিদ্যমান নাই।

দ্বিজ রামপ্রসাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অনেকে সন্দিহান। আমরা সন্দেহ অপনোদনের

১৩। ১৩১৯, শ্রাবণ (পৃ. ৮৯-৯১), আশ্বিন (পৃ. ১৪১-৪২), কার্ত্তিক (পৃ. ১৪৫-৬), অগ্রহায়ণ (পৃ. ১৮৫-৯০), পৌষ (পৃ. ১৯৩-৬), মাঘ (পৃ. ২৩২-৪০) ও ফাল্গুন (পৃ. ২৪১-৪৩)। ১৩২০, বৈশাখ (পৃ. ১৯-২৩), জ্যৈষ্ঠ (পৃ. ২৫-২৮), আশ্বিন (পৃ. ১৩০-৩২ সম্পাদকের মন্তব্য)।

জন্য দুইটি লিখিত প্রমাণ উদ্ধার করিয়া দিলাম। দয়াল ঘোষের অনুসন্ধানকালে বিক্রম-পুরের বিখ্যাত শক্তিসাধক রাজমোহন আম্বলি তর্কালঙ্কার (১২৩১-৯৩) জীবিত ছিলেন (প্রসাদপ্রসঙ্গ, ভূমিকা, পৃ. ১৩)। তাঁহার গান ও জীবনী মুদ্রিত হইয়াছে ("সাধক রাজমোহন", ১৩২৪)। তাঁহার জীবনী পাঠে জানা যায়, চিনীশপুরে অর্থাৎ রামপ্রসাদের সিদ্ধপীঠে তিনি আত্মকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন (পৃ. ১।০)। তিনি স্বয়ং তাঁহার তিনটী গানে (৮৪, ৯২ ও ১০৩ সংখ্যক) সাধনপথে "রামপ্রসাদের রা" পাওয়ার কথা লিখিয়া-ছেন। রাজমোহনের পক্ষে কুমারহট্টের সিদ্ধপীঠ হইতে 'রা' পাওয়ার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। ২৯২ সংখ্যক গানে যে সকল শক্তিসাধকের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে—ব্রহ্মাণ্ড গিরি, গোসাই ভট্টাজ, রামচন্দ্র, সর্ব্ববিদ্যা, পূর্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, রাজা রামকৃষ্ণ ও রামপ্রসাদ—তাঁহারা সকলেই পূর্ব্ববঙ্গে পরিচিত।

ত্রিপুরা জেলার দক্ষিণাংশে খণ্ডল পরগণার "মধুগ্রাম" এক সময়ে পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। ঐ গ্রামের অভয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য ১৮২৫ শকে "আদিবৃত্ত" নামে একটি বংশবৃত্তান্ত রচনা করেন, তাহার পুথি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। এক স্থলে সিদ্ধ পুরুষদের একটি অদ্ভুত নামমালা আছে (পৃ. ১০)। যথা, "শ্রীধর স্বামী, ব্রহ্মাণ্ডগিরি, শঙ্করাচার্য্য, ভাণ্ডরী স্বামী, পূর্ণানন্দ স্বামী, জয়দেব গোস্বামী, গুরু রামানন্দ স্বামী, গুরু নানকজী, সর্ব্ববিদ্যা-সর্ব্বানন্দ ঠাকুর, **রামপ্রসাদ ঠাকুর,** গোরক্ষনাথ, মীননাথ, অভিরাম স্বামী, মুকুন্দরাম স্বামী, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, নয়ন ভট্টাচার্য্য ঠাকুর, গুংতিবন, গোসাই ভট্টাচার্য্য, মহারাজ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি।" কবিওয়ালা রামপ্রসাদও "ঠাকুর" ছিলেন বটে, কিন্তু "যে সকল সিদ্ধ পুরুষের নাম স্মরণেও ধর্ম্মসঞ্চয় হইয়া থাকে", তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন না নিশ্চিত।

রামপ্রসাদের পূর্ব্বজীবন এখন পর্য্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত রহিয়াছে। আর্য্যদর্পণে (বৈশাখ, ১৩২০, পৃ. ২০) লিখিত হইয়াছে, "তাঁহার পৈতৃক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিদেশে গেলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রটী ও সহধর্ম্মিণী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।" এই প্রবাদের সমর্থন দারিদ্র্য-সূচক কোন কোন গান হইতে পাওয়া যায়। রাজা রামকৃষ্ণের সহোদর রামপ্রসাদ রায়ের পূর্ব্বজীবনের সহিত এ স্থলে ঘুণা-ক্ষরেও কোন মিল নাই। স্বর্গত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার "স্বপ্নলব্ধ" বৃত্তান্তের সহিত বিরোধ তলাইয়া না দেখিয়া অকপটে একটি তথ্যমূলক প্রাচীন প্রবাদই এখানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি। তাঁহার সাধন-সংক্রান্ত অলৌকিক ঘটনা আমরা বৃদ্ধমুখে এইরূপ শুনিয়াছি।—কামাখ্যায় সাধন করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। রামপ্রসাদের প্রার্থনানুসারে দেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহার গৃহে[১৪] যাইতে স্বীকৃত হন, রামপ্রসাদ পথপ্রদর্শন করিয়া অগ্রে যাইবেন, পশ্চাতে দেবী নূপুরধ্বনি করিয়া চলিবেন, কিন্তু রামপ্রসাদ ফিরিয়া তাকাইতে পারিবেন না। ব্রহ্মপুত্রের তীরে তীরে আসিয়া বর্ত্তমান চিনীশপুর গ্রামে চরের

১৪। প্রবাদ অনুসারে রামপ্রসাদের বাড়ী ছিল ব্রহ্মপুত্রের 'পুবপারে' ত্রিপুরা জিলার উত্তরাংশে স্থিত কোন অখ্যাত পল্লীতে। তিনি নিজ বাড়ীর নিকটেই প্রায় পৌছিয়াছিলেন।

বালুকা ঢুকিয়া নূপুরধ্বনি বন্ধ হইয়া যায় এবং বর্ত্তমানে যে স্থানে "ত্রিবট" রহিয়াছে, সেই স্থান হইতে রামপ্রসাদ ফিরিয়া তাকাইলেন এবং দেবীও দর্শন দিয়াই অদৃশ্য হইলেন। ঠিক যে স্থানে দেবী-দর্শন হয়, সেই স্থানেই পঞ্চমুণ্ডী স্থাপন ও পরে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

চিনীশপুর অতি দুর্গম স্থান ছিল এবং ভৈরব-টঙ্গি রেল খোলার পরও সুগম নহে। দয়াল ঘোষ হইতে অতুল বাবু পর্য্যন্ত কেহই চিনীশপুর আসেন নাই। দ্বিজ রামপ্রসাদের বিষয়ে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, একজন ভিন্ন[১৫] তাঁহাদের মধ্যে কেহই স্থানীয় গবেষণা লব্ধ শ্রদ্ধা ও আনন্দ খুঁজিয়া পান নাই।

রামপ্রসাদের বংশাবলী :—চিনীশপুরের দেবোত্তর সম্পত্তির বিষয়ে বহুতর প্রাচীন দলীলপত্রাদি বিদ্যমান আছে। আমরা তাহার অনেকাংশ পরীক্ষা করিয়া দেখার সুযোগ পাইয়াছি। রামপ্রসাদ চিনীশপুরের সংলগ্ন টেঙ্গুরীপাড়ানিবাসী জয়নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে দেবীর আদেশে বিবাহ করেন। তাঁহার একমাত্র সন্তান কন্যা জগদীশ্বরীকে সংলগ্ন ব্রাহ্মণদি গ্রামনিবাসী কেবলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। জগদীশ্বরীর দুই পুত্র—শম্ভুচন্দ্র ও মধুসূদন। মধুসূদনের তিন পুত্র,—কালিদাস, রাধানাথ (১২৬০ সনের শেষ ভাগে, ১৮৫৪ খ্রীঃ স্বর্গী হন) ও জগন্নাথ (১২৭২ সনের অগ্রহায়ণ মাসে স্বর্গী হন)। মধুসূদনের কন্যা ভৈরবী দেবী অনতিদূরবর্ত্তী মাধবদি গ্রামের পাকড়াশীবংশীয় রামনরসিংহ চক্রবর্ত্তীর পত্নী ছিলেন। তাঁহার এক পুত্র (রাজচন্দ্র) এবং তিন কন্যা—বিশ্বেশ্বরী, রাধালক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণা। বিশ্বেশ্বরী, মহেশ্বরদির ব্রাহ্মণসমাজের শীর্ষস্থানীয় পারলীয়ার চক্রবর্ত্তিবংশীয় পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় শিরোমণির দ্বিতীয় পত্নী। বিশ্বেশ্বরীর একমাত্র পুত্র ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৩২৬ সনের ২৬ কার্ত্তিক ৮৬ বৎসর বয়সে স্বর্গী হন। উদ্ধৃত নামমালা ঈশানচন্দ্রই মাতুল ও মাতামহের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। ঈশানচন্দ্রের দুই পুত্র—চন্দ্রকিশোর ও কাশীচন্দ্র। কাশীচন্দ্রের পুত্র শ্রীমান্ কুলভূষণ চক্রবর্ত্তী এম্ এ এখন বিদ্যমান।

পক্ষান্তরে, রামপ্রসাদের শ্বশুর জয়নারায়ণের পুত্র শ্রীনারায়ণ। তৎপুত্র বলরাম, সুদাম ও শ্রীদাম। বলরামের পুত্র কালিদাস, গঙ্গাদাস (জাত্যন্তর) ও শম্ভুনাথ। শম্ভুনাথ, সংক্ষেপে শম্ভু ঠাকুর, অতি বিখ্যাত সাধক ছিলেন। চিনীশপুরের পরবর্ত্তী অলৌকিক ঘটনাবলী তাঁহার সময়েই ঘটে। তাঁহার একমাত্র পুত্র শিবনাথের মৃত্যুর পর তিনি দানপত্র করিয়া (২৬ আষাঢ় ১২৫৬ সনে) দেবোত্তর সম্পত্তির স্বকীয় অর্দ্ধাংশের এক অংশ ভাগিনেয়ীপুত্র রামকানাই চক্রবর্ত্তীকে এবং অপর অংশ স্বর্গত ভাগিনেয় বিশ্বনাথের তিন পুত্র ঈশান, ভৈরব ও রাজচন্দ্রকে দিয়া যান। ইহারা সকলেই নিঃসন্তান পরলোকগত হইলে অন্য উত্তরাধিকারী সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহার বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক।

রামপ্রসাদের কালনির্ণয় : ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জন্ম ১৮৩৪ সনে। বিশ্বেশ্বরী ও ভৈরবীকে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সন্তান ধরিয়া, প্রথম সন্তানোৎপত্তির বয়স ন্যূন পক্ষে স্ত্রীলোকদের ১৫ এবং

১৫। পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত প্রবন্ধই (প্রতিভা, ১৩১০, পৃ. ৬৯৬-৭০৪) দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং যুক্তিপূর্ণ।

পুরুষের ২৫ ধরিয়া জগদীশ্বরীর জন্মসন হয় ১৭৬২ খ্রীঃ। চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াও ইহার পরে আনা যায় না। পক্ষান্তরে, শম্ভু ঠাকুরের দানপত্রকালে (১৮৪৯ খ্রীঃ) তাঁহার ভাগিনেয়পুত্র ঈশানের বয়স ন্যূনকল্পে ২০ ধরিয়া ঐরূপ চূড়ান্ত গণনায় শ্রীনারায়ণের জন্মসন হয় ১৭৪০ খ্রীঃ। তাঁহার ভগিনী, অর্থাৎ রামপ্রসাদের পত্নী, সম্ভবতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন ; কারণ, শ্রীনারায়ণের সহিত তাঁহার ভাগিনেয়ীপুত্র (ভাগিনেয় নহে) শম্ভুচন্দ্রের সম্পত্তি-ঘটিত বিরোধ চলিয়াছিল। সকল দিক্ বিবেচনা করিলে ১৭৫০-৫৫ সন মধ্যে জগদীশ্বরীর জন্ম নির্ণয় করাই যুক্তিযুক্ত এবং রামপ্রসাদের চিনীশপুরে আগমন ১৭৪৫-৫০ সন মধ্যে নির্ণয় করা যায়। সুতরাং তিনি কবিরঞ্জন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং উভয়েরই অভ্যুদয়কাল প্রায় এক। রাজা রামকৃষ্ণের সহোদর রামপ্রসাদ যে ইহাঁদের অপেক্ষা অনেক বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, তাহাতে কোনই সংশয় নাই।

দেবোত্তর সম্পত্তি : চিনীশপুর প্রভৃতি গ্রাম বস্তুতঃ মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্ভূত নহে, পরন্তু ত্রিপুরা জিলার প্রসিদ্ধ পরগণা বরদাখাতের ৷৷০ আট আনা হিস্তার অন্তর্ভূত "তপে পাঁচ ভাগ"এর অধীন জোয়ার নন্দিপাড়ার অন্তর্গত। উক্ত জোয়ারের ৫টি গ্রামের মধ্যে নিজ নন্দিপাড়াই প্রকাশ্য চিনীশপুর বটে। সংলগ্ন টেঙ্গইরপাড়াও এই জোয়ার মধ্যে অবস্থিত। প্রবাদ অনুসারে, রামপ্রসাদ কৌলমার্গী চীনাচারের সাধক ছিলেন, তদনুসারে গ্রামের প্রকাশ্য নাম প্রচারিত হয়। কুমিল্লা কালেক্টরীর মহাফেজখানায় উক্ত পরগণার যে লাখেরাজ রেজেষ্টর রক্ষিত আছে (১৯৩৩ তৌজীর ৫নং বস্তা), তন্মধ্যে ১৮৩৯ সনের ফএছলায় পাওয়া যায় :—

৩৯নং—দেবত্র ৺কালীঠাকুরাণী : দখলকার শম্ভুনাথ, কালিদাষ, রাধানাথ ও লোকনাথ চক্রবর্ত্তী। মৌজে নন্দিপাড়া জমি বাজেআপ্তি ২৸৵১৷৷৴০ (প্রায় ৩ দ্রোণ)।

জনশ্রুতি অনুসারে মির্জা মাহাম্মদ ইব্রাহিম (বরদাখাত ষোল আনার জমীদার) এই দেবত্র প্রদান করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর (অনুমান ১৭৬৯ খ্রীঃ) তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জাআলী ৷৷০ হিস্তার জমীদার ছিলেন। ১১৮৯ সনে (১৭৮২ খ্রীঃ) মির্জা আলীর মৃত্যু হইলে তদীয় পত্নী ওজিয়ন্নিসাখানম ও জামাতা প্রসিদ্ধ মির আশ্রফ আলী (মৃত্যু, মার্চ ১৮৩১) জমীদারী ভোগ করেন। তৎকালে মির আশ্রফ আলীর কর্ম্মচারিগণকে বাধ্য করিয়া শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী সমস্ত দেবত্রভূমি নিজ নামে লেখাইয়া লইয়াছিলেন। ১২১১ সনে বর্ত্তমান ঢাকার নবাববংশের পূর্ব্বপুরুষ খাজে হাফেজউল্লা অনেক টাকা সেলামী দিয়া তপে পাঁচ ভাগ পত্তনী লইয়াছিলেন। ১২১২ সনের আষাঢ় মাসে রামপ্রসাদের দৌহিত্র শম্ভুচন্দ্র শ্রীনারায়ণের বিরুদ্ধে দাবী উত্থাপন করিলে ঐ সনের ৩০ মাঘের হুকুমনামা দ্বারা শম্ভুচন্দ্র তান্ত্রিকসূত্রে অর্দ্ধাংশ এবং শ্রীনারায়ণের পুত্র বলরাম পূজকসত্ত্বে অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হন।

রামপ্রসাদের সহচর : চিনীশপুরের অনতিদূরবর্ত্তী জিনার্দী গ্রামের চক্রবর্ত্তিবংশে দুই জন সাধক রামপ্রসাদের সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তন্মধ্যে একজনের নাম রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। তিনিও রামপ্রসাদের অনুকরণে গান রচনা করিতেন এবং

"দীন রামপ্রসাদ" ভণিতাযুক্ত তদীয় কোন কোন গান পদাবলীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তিনি রামপ্রসাদ অপেক্ষা অনেক বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। তদীয় পৌত্র কালীকুমার ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্র মাণিক্যের চিত্রশিক্ষক ছিলেন।

উক্ত বংশের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক অক্ষয়রাম চক্রবর্ত্তীও রামপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। রামপ্রসাদের সংগৃহীত নিমকাঠ লইয়া তিনি কালীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন (আর্য্যদর্পণ, ১৩১৯, পৃ. ১৮৭)। তদুপরি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ষট্‌কোণ যন্ত্রাকৃতি কালীমন্দির ভগ্নাবস্থায় এখনও বিদ্যমান আছে। তিনি প্রথম জীবনে বরদাখাতের ৵১৩৵০ হিস্যার জমীদার বিখ্যাত শক্তিসাধক মির্জা হুসেন আলী (মৃত্যু, চৈত্র ১২৩০ সন) সাহেবের সুমারনবীশ ছিলেন। তিনি রমণার কালীবাড়ীতে হরচন্দ্র গিরির সহিত এক সঙ্গে তন্ত্রালোচনা করেন। তাঁহার গুরুদত্ত নাম জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী, কিন্তু জনশ্রুতি অনুসারে 'গুরুর ছলে' তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি "তত্ত্বপ্রকাশ" নামে একটি তান্ত্রিক নিবন্ধ ১৭৩০ শকে রচনা করেন।[১৬] মির্জা মাহাম্মদ ইব্রাহিম ১১৬৯ সনের ১৫ আষাঢ় তাঁহাকে ভূমিদান করেন। স্বয়ং মির্জা হুসেন আলীও ১২১০ সনের ২রা অগ্রহায়ণ জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ব্রহ্মময়ী মূর্ত্তির সেবার্থ বৎসর ৯৬৲ টাকা দেবত্র করিয়া দেন। আমরা উভয় সনদ পরীক্ষা করিয়াছি।

দ্বিজ রামপ্রসাদের জীবনের ঘটনাবলী বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সংগ্রহ করার চেষ্টা কেহই করেন নাই এবং বর্ত্তমানে তাহা প্রায় সমস্ত চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে। 'আর্য্যদর্পণে'র প্রবন্ধ হইতে আমরা কতিপয় ছিন্ন তত্ত্ব এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ৺কৈলাস সিংহ দ্বিজ রামপ্রসাদকে "রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী" বলিয়া লিখিয়াছেন। স্থানীয় লোকে তাঁহাকে "পেদু-ঠাকুর" বলিয়া ডাকিত (আর্য্যদর্পণ, ১৩১৯, পৃ. ১৮৭ ও ২৩২)। তদনুসারে "রামপ্রসাদ ঠাকুর"ই তাঁহার প্রচলিত নাম ধরা যায়। তিনি "নৈবেদ্য বাম হাতে লইয়া নিবেদনান্তে 'খা, খা' বলিয়া স্বয়ংই উদরস্থ করিতেন" (ঐ, পৃ. ২৩২)। তাঁহার যোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে "বেড়া বাঁধা" ঘটনাই অতি প্রসিদ্ধ। রাজমোহন আম্বুলীর তিনটি গানেই (৩২, ১১৫ ও ২৯২ সংখ্যক) বেড়া বান্ধার উল্লেখ আছে। আমরা একজন প্রাচীন গায়কের মুখে শুনিয়াছিলাম, জয়স্তিয়া রাজবাড়ীতে বৃন্দাবনজীর মন্দিরমধ্যে শক্তিসঙ্গীত গাহিয়া তিনি অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন।

১৬। এই গ্রন্থের প্রথম "কল্প" মাত্র (৫ "বিরামে" বিভক্ত) আবিষ্কৃত হইয়াছে (পত্রসংখ্যা ৪৭)। গ্রন্থশেষ যথা (H. P. Sastri : *Notices*, Vol. 1. p. 140-1)

যথানীযমুনাদিজাহ্নবীযুতং তীর্থং ত্রিশক্ত্যাত্মকং
লৌহিত্যং খলু তস্য পশ্চিমতটে গ্রামে জিনার্দ্ধাখ্যকে।
কালীমন্দিরসন্নিধৌ নিজপুরে বঙ্গে কুজে বাসরে
ত্রিংশৎসপ্তবিধৌ শকে কৃত ইহ গ্রন্থো রবৌ কর্কটে।

পদাবলী : বর্ত্তমানে রামপ্রসাদের যে সকল গান মুদ্রিত পাওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রায় একতৃতীয়াংশ দ্বিজ রামপ্রসাদের রচিত হইবে। ১৫টি মাত্র পদে "দ্বিজ রামপ্রসাদে"র ভণিতা দেখিয়া অতুলবাবুর গ্রন্থে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে (প্রসাদী কথা, পৃ. ২৫৬-৫৭), তাহা পক্ষপাতদুষ্ট এবং প্রমাণবিরুদ্ধ। দয়াল ঘোষ যখন গান সংগ্রহ করেন, তখন সবগুলিই দ্বিজ রামপ্রসাদের বলিয়া তাঁহার সংস্কার ছিল। তাঁহার প্রথম সংগৃহীত ৫০টি গানের অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গে প্রচারিত ছিল বলিয়া দ্বিজ রামপ্রসাদের রচনা হওয়াই সম্ভব। বর্ত্তমানে ভাষা ও সংগ্রহস্থানের সাবধান আলোচনা দ্বারা পদাবলীর বিভাগ দুরূহ হইলেও কর্ত্তব্য। তৎপূর্ব্বে উভয়ের তুলনা অসাধ্য এবং অনুচিত। গুপ্তকবির গবেষণার ফলে কবিরঞ্জনের কীর্ত্তি এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। কবিরঞ্জন একাধারে সাধক, কবি এবং সঙ্গীতকার। সাধনা বিষয়ে উভয়ের তুলনা পাপজগতের অনধিকারচর্চ্চা। দ্বিজ রামপ্রসাদের গান ভিন্ন পৃথক্ কাব্য নাই। সুতরাং সঙ্গীত-রচয়িতারূপেই উভয়ের তুলনা করিতে হইবে। তাহার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। নিরক্ষর নাবিক বাসি কাপড়ে যাঁহার গান গাইতে পরাঙ্মুখতা অবলম্বন করে, দয়াল ঘোষ হইতে আরম্ভ করিয়া অতুলবাবু পর্য্যন্ত অনেকেই তাঁহার সাধন-সঙ্গীতে লঘুভাব, অনুকরণপ্রিয়তা প্রভৃতি দোষ আবিষ্কার করিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন এবং অপর কেহ কবিরঞ্জনেরও ব্যবসাদারী আবিষ্কার করিয়া সুখী হইয়াছেন। উভয়ই বিপথগামীর বিকার। আমরা বলি, কবিরঞ্জনের গান যেমন অপূর্ব্ব, তেমনই দ্বিজ রামপ্রসাদের গানও অপূর্ব্ব। উভয়ই সাধক, সমসাময়িক এবং স্ব স্ব ব্যবসায়ে প্রথম স্রষ্টিকর্ত্তা।

উপসংহারে দুইটি অপ্রকাশিত পদ মুদ্রিত হইল—কোন্ রামপ্রসাদের রচিত, পাঠকগণ নির্ণয় করুন।

আমার মোন কেন পায়াছ, এতো ভয় রে।
পথে জেতে চোকীদারে জদি কিছু কয় :
তবে পরিচয় দিয় কাইলা মাএয়ের তনয় রে।
তুফান দেখে ডৈর না মোন তুফান কিছু নয় :
শ্রীগুরু দিয়াছে তরি বাহিএ গেলে হয় রে।
প্রসাদ বোলে ঝড়ী তুফান দিবানিশি হয় :
হাইল আটে ধৈর মাঝি শ্রীগুরু সহায় রে॥

(রাজসাহী হইতে সংগৃহীত, ১২৩৫ সনে লিখিত একটি কুলপঞ্জীর পৃষ্ঠ পাইয়া 'যথাদৃষ্টং' মুদ্রিত হইল।)

তারা, আমার বৃথায় বৈয়া গেল দিন।
মনে ছিল সাদ করিতে সন্ন্যাস পৈরিতে ডোর কপিন :
কি মর দুশার তরে পৈরি ভব ফেরে জালে বন্দি যেমন মিন।

মনে ছিল আশ করি কাশিবাস উদ্ধারিতে মায়ের রিণ :
ভুবন্ত কপাল কি হৈল মায়াজাল
ঘোড়ার মোখে জেমুন জিন।
এ ভবে আশিয়া তোমা না ভজিয়া এমনি বহিল দিন :
মনে ছিল যত সব হইল হত বলে রামপ্রসাদ হিন ॥

(ত্রিপুরা জেলার এক গ্রাম হইতে প্রাপ্ত। ইহাও প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বের লেখা একটি পত্র হইতে অবিকল উদ্ধৃত।)

গ্রন্থপঞ্জী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

জন্ম : ইং ১৮৬৪ (?), মৃত্যু : ৪ জুলাই ১৯২৭।

ইং ১৮৯৪

১। **ফুল-শয্যা** (বিয়োগান্ত দৃশ্য কাব্য)। ইং ১৮৯৪ (২ মে)। পৃ. ১৮৯।

ইং ১৮৯৬

২। **প্রেমাঞ্জলি** (পৌরাণিক নাটক)। ইং ১৮৯৬ (১৮ জুলাই)। পৃ. ১৫৭।

৩। **কবি-কাননিকা** (রঙ্গন্যাস)। ১৩০৩ সাল। পৃ. ১৯৬।

ইং ১৮৯৭

৪। **আলিবাবা** (রঙ্গনাট্য)। ১৩০৪ সাল। পৃ. ১১০।···ক্লাসিক।

ইং ১৮৯৮

৫। **প্রমোদরঞ্জন** (রঙ্গনাট্য)। ১৩০৫ সাল (১৯ অক্টোবর)। পৃ. ১০২।···রয়েল বেঙ্গল, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮।

ইং ১৮৯৯

৬। **কুমারী** (নাট্যকাব্য)। ১৩০৫ সাল। পৃ. ৮০।···রয়েল বেঙ্গল, ২৪ পৌষ ১৩০৫।

ইং ১৯০০

৭। **জুলিয়া** (গীতিনাট্য)। ১৩০৬ সাল (২৪ জানুয়ারি)। পৃ. ১৫২।···মিনার্ভা, ১৬ পৌষ ১৩০৬।

৮। **বভ্রুবাহন** (নাট্যকাব্য)। ১৩০৬ সাল (২৫ ফেব্রুয়ারি)। পৃ. ১১৯।···রয়েল বেঙ্গল, ১০ ভাদ্র ১৩০৬।

ইহার দ্বিতীয় অভিনয় হয় ষ্টার থিয়েটারে 'উলূপী' নামে।

ইং ১৯০২

৯। **সাবিত্রী** (পৌরাণিক নাটক)। ১৩০৯ সাল (৪ অক্টোবর)। পৃ. ১৩৪।·· ষ্টার।

১০। **সপ্তম প্রতিমা** (নাটক)। ১৩০৯ সাল (১৩ ডিসেম্বর)। পৃ. ১৫১।···ষ্টার। ৩ শ্রাবণ ১৩০৯।

ইং ১৯০৩

১১। **বেদৌরা** (গীতিনাট্য)। ইং ১৯০৩ (১৩ জানুয়ারি)। পৃ, ১৪০।...ষ্টার, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯০২।

১২। বঙ্গের **প্রতাপ-আদিত্য** (ঐতিহাসিক নাটক)। ভাদ্র ১৩১০ (২৯ আগষ্ট)। পৃ. ১৮৪।.. ষ্টার, ১৫ আগষ্ট ১৯০৩।

শ্রীমন্মথমোহন বসু-লিখিত ভূমিকা সহ।

১৩। **রঘুবীর** (নাটক)। ১৩১০ সাল (১৮ ডিসেম্বর)। পৃ. ১৭৪।...মিনার্ভা, ২১ কার্ত্তিক ১৩১০।

ইং ১৯০৪

১৪। **বৃন্দাবন-বিলাস** (গীতিনাট্য)। ২২ পৌষ ১৩১০ (৩১ জানুয়ারি)। পৃ. ৮৪।...ষ্টার।

১৫। **রঞ্জাবতী** (নাটক)। ১৩১১ সাল (৪ অক্টোবর)। পৃ. ১৮৬।...ষ্টার।

১৬। **নারায়ণী** (উপন্যাস)। অগ্রহায়ণ ১৩১১। পৃ. ৩৪৬।

এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ড কার্ত্তিক ১৩১০—শ্রাবণ ১৩১১ সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইং ১৯০৬

১৭। **উলূপী** (নাটক)। ১৩১৩ সাল (১৫ জুলাই)। পৃ. ১৪০।...ষ্টার।

১৮। **পদ্মিনী** (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১৩ সাল (১? নবেম্বর)। পৃ. ২০১+১।...ষ্টার।

ইং ১৯০৭

১৯। **পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত** (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১৩ সাল (৫ জানুয়ারি)। পৃ. ২১৭।.. ষ্টার।

২০। **রক্ষঃ ও রমণী** (নাটক)। ১৩১৩ সাল (১০ জানুয়ারি)। পৃ. ৭৮।...ষ্টার।

২১। **চাঁদ বিবি** (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (২৪ আগষ্ট)। পৃ. ১৮৮।...কোহিনূর, ২৬ শ্রাবণ ১৩১৪।

ইং ১৯০৮

২২। **নন্দকুমার** (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১৪ সাল (১ ফেব্রুয়ারি)। পৃ. ১৭৬।...ষ্টার।

২৩। **দাদা ও দিদি** (রঙ্গনাট্য)। ১৩১৪ সাল (৮ ফেব্রুয়ারি)। পৃ. ৫৫।...কোহিনূর।

২৪। **অশোক** (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (২৫ জুন)। পৃ. ১৬৪।...কোহিনূর, ২৪ ফাল্গুন ১৩১৪।

২৫। **বাসন্তী** (গীতিনাট্য)। ১৩১৫ সাল (৫ জুলাই)। পৃ. ৪৮।…কোহিনূর, ২১ চৈত্র ১৩১৪।

২৬। **বরুণা** (গীতিনাট্য)। ১৩১৫ সাল (১০ জুলাই)। পৃ. ১২৭।…কোহিনূর, ২৭ আষাঢ় ১৩১৫।

২৭। **ভূতের বেগার** (রঙ্গনাট্য)। ১০ পৌষ ১৩১৫ (২৮ ডিসেম্বর)। পৃ. ৫৫।… কোহিনূর, ১০ পৌষ ১৩১৫।

ইং ১৯০৯

২৮। **দৌলতে দুনিয়া** (নাটক)। ১৩১৫ সাল (১৫ জানুয়ারি)। পৃ. ১৩৫।…কোহিনূর।

২৯। **বিরামকুঞ্জ** (গল্প-লহরী)। ? (২০ আগষ্ট ১৯০৯)। পৃ. ১২৬।

সূচী :—কর্ম্মফল, নির্ব্বাসিত, চিত্রদর্শন, "পো'দাদা", প্রায়শ্চিত্ত।

৩০। **দুর্গা** (পৌরাণিক আখ্যান)। ১৫ আশ্বিন ১৩১৬ (৯ অক্টোবর)। পৃ. ১২৮।

ইং ১৯১০

৩১। **বাঙ্গালার মসনদ** (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১৭ সাল (১৬ জুলাই)। পৃ. ১৫২।…মিনার্ভা।

ইং ১৯১১

৩২। **পলিন** (গীতিনাট্য)। ১৩১৭ সাল (২ মার্চ)। পৃ. ১০৭।…মিনার্ভা।

ইং ১৯১২

৩৩। **মিডিয়া** (কল্পনামূলক নাটক)। ১৩১৯ সাল (১৪ জুলাই)। পৃ. ১১৭।…মিনার্ভা, ২২ আষাঢ় ১৩১৯।

৩৪। **খাঁজাহান** (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১৯ সাল (২৫ জুলাই)। পৃ. ১৪০।… কোহিনূর।

৩৫। **পুনরাগমন** (সামাজিক উপন্যাস)। ১৩১৯ সাল (২৮ অক্টোবর)। পৃ. ৩৫৫।

ইং ১৯১৩

৩৬। **ভীষ্ম** (পৌরাণিক নাটক)। ১৩২০ সাল (১৫ জুন)। পৃ. ১৩২।

৩৭। **রূপের ডালি** (রঙ্গনাট্য)। ? (২৩ অক্টোবর)। পৃ. ১৩১।…মিনার্ভা, ৪ আশ্বিন ১৩২০।

ইং ১৯১৪

৩৮। **নিয়তি** (নাটিকা)। ১৩২০ সাল (৯ এপ্রিল)। পৃ. ১১৫।…মিনার্ভা, ৭ চৈত্র ১৩২০।

ইং ১৯১৫

৩৯। **আহেরিয়া** (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩২১ সাল (২০ জানুয়ারি)। পৃ. ১৭১। ...মিনার্ভা, ১১ পৌষ ১৩২১।

৪০। **বাদ্‌শাজাদী** (কল্পনামূলক নাটক)। ১৩২২ সাল (৩১ ডিসেম্বর)। পৃ. ১৫৬। ...মনোমোহন, ২৫ অগ্রহায়ণ ১৩২২।

ইং ১৯১৬

৪১। **রামানুজ** (ধর্ম্মমূলক নাটক)। ১৩২৩ সাল (৩০ জুলাই)। পৃ. ২০৮।

ইং ১৯১৭

৪২। **বঙ্গে রাঠোর** (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (৮ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ১৮৮।...মিনার্ভা, ২৩ ভাদ্র ১৩২৪।

ইং ১৯১৮

৪৩। **কিন্নরী** (গীতি-নাট্য)। ? (১৭ আগস্ট ১৯১৮)। পৃ. ১৬৯।...মিনার্ভা, ৩২ শ্রাবণ ১৩২৫।

ইং ১৯১৯

৪৪। **নিবেদিতা** (উপন্যাস)। ১১ মাঘ ১৩২৫ (৩ ফেব্রুয়ারি)। পৃ. ৪৩১।

ইং ১৯২০

৪৫। **গুহামুখে** (উপন্যাস)। পৌষ ১৩২৬ সাল (১২ জানুয়ারি)। পৃ. ২৪৬।

ইং ১৯২১

৪৬। **মন্দাকিনী** (পৌরাণিক নাটক)। ১৩২৮ সাল (১৪ এপ্রিল)। পৃ. ১০০।...ষ্টার, ২০ চৈত্র ১৩২৭।

৪৭। **আলমগীর্** (ঐতিহাসিক নাটক)। অগ্রহায়ণ ১৩২৮ (৯ ডিসেম্বর)। পৃ. ২৬০। ...কর্ণওয়ালিস, ১০ ডিসেম্বর ১৯২১।

ইং ১৯২২

৪৮। **রত্নেশ্বরের মন্দিরে** (নাটক)। ? (২৮ ডিসেম্বর ১৯২২)। পৃ. ১১২।... কর্ণওয়ালিস, ২৩ ডিসেম্বর ১৯২২।

ইং ১৯২৩

৪৯। **বিদূরথ** (ঐতিহাসিক নাটক)। ফাল্গুন ১৩২৯ (১০ মার্চ)। পৃ. ১৫৭।.. বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোং, আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে, ১০ মার্চ ১৯২৩।

৫০। **গুহামধ্যে** (উপন্যাস)। শ্রাবণ ১৩৩০ সাল (২৯ জুলাই)। পৃ. ১০৯।

ইং ১৯২৪

৫১। **পতিতার সিদ্ধি** (উপন্যাস)। মাঘ ১৩৩০ সাল (২০ মার্চ)। পৃ. ৩২২।

৫২। **চাঁদের আলো** (উপন্যাস)। ? (১৯২৪ ?)। পৃ. ১৯১।

ইং ১৯২৫

৫৩। **গোলকুণ্ডা** (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৫)। পৃ. ১৫৬।... আর্ট থিয়েটার, ষ্টার রঙ্গমঞ্চে, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫।

ইং ১৯২৬

৫৪। **জয়শ্রী** (নাটক)। ? (২০ ডিসেম্বর ১৯২৬)। পৃ. ১৫১।...মিত্র থিয়েটার, ১ শ্রাবণ ১৩৩৩।

৫৫। **রাধা-কৃষ্ণ** (গীতি-নাট্য)। ?। পৃ. ৪৮।...নাট্যমন্দির, ১৩ ভাদ্র ১৩৩৩। "বৃন্দাবন-বিলাস হইতে গৃহীত।"

৫৬। **নর-নারায়ণ** (পৌরাণিক নাটক)। অগ্রহায়ণ ১৩৩৩। পৃ. ২০১।...নাট্য-মন্দির, ১ ডিসেম্বর ১৯২৬।

সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত রচনা

ক্ষীরোদপ্রসাদের কিছু কিছু রচনা সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; এগুলি সংগৃহীত হওয়া উচিত। তাঁহার কয়েকটি রচনার নির্দ্দেশ দিতেছি :—

ইংলণ্ডে রাষ্ট্রবিপ্লব...'চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান ও সমীরণ', ১৩০০, ১ম-৩য় সংখ্যা।
শম্ভু সংবাদ... ঐ, ১৩০২, বৈশাখ—আষাঢ়।
জন্মভূমি (কবিতা)...'জন্মভূমি', ১৩০১ ভাদ্র।
নাটক...'জন্মভূমি', ভাদ্র ১৩০২।
দধীচির অস্থিদান (কবিতা)...'জাহ্নবী', কার্ত্তিক ১৩১১।
শিল্পী কবীদ...'ভারতী', বৈশাখ-ফাল্গুন ১৩১৩।
রঙ্গালয়ের উন্নতি ও অবনতি...'নাট্য-মন্দির', শ্রাবণ ১৩১৭।
আমি ও তুমি (কবিতা)...'ভারতবর্ষ', কার্ত্তিক ১৩২০।
কুলী (গল্প)...'বার্ষিক বসুমতী', ১৩৩৪।

'দধীচির অস্থিদান' কবিতাটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১)

পার হ'য়ে গেল সূর্য্য পশ্চিম আকাশ,
জাহ্নবী কাঁদিল মৃদুস্বরে ;
ভাঙ্গে ব্রত, বৃদ্ধ ঋষি হইল নিরাশ—
অতিথি এল না বুঝি ঘরে !

(২)

একটি মেঘের শিশু প্রশান্ত সাগরে
মাথা তুলি স্থিরনেত্রে চায়,
"এ দরিদ্রে ঋষিরাজ দেখ দয়া করে
ক্ষুধানলে বুক জলে যায়।"

(৩)

"আয় বাপ কি চাহিবি, তোরে দিব দান,"
ডাকে ঋষি বাহু প্রসারিয়া ;
বেদমন্ত্রে করে তার আবাহন গান
ধ্যানে বসে নয়ন মুদিয়া।

(৪)

পলকে প্রলয় এল যুগ এল পলে !
কে কাঁদে রে সকরুণ স্বরে ?
"স্থান দাও হে ব্রাহ্মণ চরণকমলে
অতিথি দাঁড়ায়ে তব দ্বারে।"

(৫)

চেয়ে দেখে ঋষিরাজ অস্থিচর্ম্মসার
উপবাসী মূর্ত্তি তপস্যার—
কে অতিথি নতজানু দেবতা আকার
সহস্র লোচনে বহে ধার ?

(৬)

"অসুরের পদভরে কাঁপে জন্মভূমি
পলায়িত দেবতাবাহিনী।
ভিক্ষা আশে তব দ্বারে আসিয়াছি আমি
ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও মুনি।"

(৭)

"হে পুণ্য অতিথি এস, পাতহ অঞ্জলি
ব্রত আজ করি উদ্‌যাপন।
বুক ছিঁড়ি হে ভিখারী লহ অস্থি তুলি
ক্ষুধা তৃষ্ণা কর নিবারণ।"

(৮)

ক্ষুদ্র সে জলদশিশু হইল বিপুল
গগনে ছুটিয়া গেল ঝড় ;
নিমেষে দানবশক্তি হইল নির্ম্মূল
আকাশ করিল কড় কড়।

(৯)

ক্ষীর নীর মাতৃবক্ষে ঢালে জলধর,
জননীর তৃষ্ণা গেল দূরে ;
দধীচির জয়গান গাহিল অমর
এ কি ভিক্ষা দিলে জননীরে।

মাসিক-পত্র সম্পাদন

ক্ষীরোদপ্রসাদ ১৩১৬ সালের বৈশাখ মাস হইতে 'অলৌকিক রহস্য' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহার অনেক রচনা স্থান পাইয়াছিল। পত্রিকাখানি অনিয়মিত ভাবে ছয় বৎসর চলিয়াছিল। আমরা ইহার ৬ষ্ঠ বৎসরের চতুর্থ সংখ্যা (ভাদ্র ১৩২২) পর্য্যন্ত দেখিয়াছি।

হৈহয়কুলের শার্য্যাত-শাখা

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পি-আর-এস, পিএচ-ডি

হৈহয়েরা সুবিখ্যাত যদুবংশের শাখা। কালক্রমে তাহারা পাঁচটি উপশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। পার্জিটার সাহেব লিখিয়াছেন যে, হৈহয়-বংশের এই পঞ্চ উপশাখার নাম—বীতিহোত্র, শার্য্যাত, ভোজ, অবন্তি এবং তুস্তিকের। তাঁহার মতে, এই উপশাখাগুলির সাধারণ নাম ছিল—তালজঙ্ঘ। প্রকৃতপক্ষে পার্জিটারের মত ভ্রমাত্মক। মূল পুরাণগুলি পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হৈহয়-বংশের শার্য্যাতসংজ্ঞক কোন উপশাখা ছিল না। উল্লিখিত পঞ্চ উপশাখার বিবরণ মৎস্যপুরাণ (৪৩।৪৮-৪৯), বায়ুপুরাণ (৯৪।৫১-৫২), ব্রহ্মপুরাণ (১৩।২০৩-৪), পদ্মপুরাণ (সৃষ্টিখণ্ড, ১২।১৩৫-৩৬), হরিবংশ (১।৩৩।৫১-৫২) প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে মৎস্যপুরাণের বিবরণটি উদ্ধৃত করিব; কারণ, ইহা হইতেই পার্জিটার শার্য্যাত উপশাখার নাম পাইয়াছেন।

মৎস্যপুরাণকার বলিয়াছেন :—

> তেষাং পঞ্চ কুলাঃ খ্যাতা হৈহয়ানাং মহাত্মনাম্।
> বীতিহোত্রাশ্চ শার্য্যাতা ভোজাশ্চাবন্তয়স্তথা॥
> কুন্তিকেরাশ্চ বিক্রান্তাস্তালজঙ্ঘাস্তথৈব চ॥

উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলির ভাষা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, হৈহয়দিগের পঞ্চ উপশাখার অন্যতমের নাম ছিল—তালজঙ্ঘ। পার্জিটার যে বলিয়াছেন, তালজঙ্ঘ পাঁচটি উপশাখার সাধারণ নাম ছিল, তাহা সত্য নহে। তাহা হইলে, উপশাখার সংখ্যা পাঁচটি বলিয়া উল্লিখিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ছয়টি নাম পাইতেছি—বীতিহোত্র, শার্য্যাত, ভোজ, অবন্তি, কুন্তিকের (শুদ্ধ পাঠ—তুস্তিকের) এবং তালজঙ্ঘ। এই অসামঞ্জস্যের সমাধান করিতে হইলে মৎস্যপুরাণের বিবরণে কোন ভুল আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অন্য কোন বিবরণেই শার্য্যাত উপশাখার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

বায়ুপুরাণের মতে—

> তেষাং পঞ্চ গণাঃ খ্যাতা হৈহয়ানাং মহাত্মনাম্।
> বীরহোত্রা হ্যসংখ্যাতা ভোজাশ্চাবর্ত্তয়স্তথা।
> তুস্তিকেরাশ্চ বিক্রান্তাস্তালজঙ্ঘাস্তথৈব চ।

ব্রহ্মপুরাণের মতে—

> তেষাং কুলে মুনিশ্রেষ্ঠা হৈহয়ানাং মহাত্মনাম্।
> বীতিহোত্রাঃ সুব্রতাশ্চ ভোজাশ্চাবন্তয়ঃ স্মৃতাঃ।
> তৌন্তিকেরাশ্চ বিখ্যাতাস্তালজঙ্ঘাস্তথৈব চ।

পদ্মপুরাণের মতে—

> তেষাং পঞ্চ কুলাস্ত্বাসন্ হৈহয়ানাং মহাত্মনাম্।
> বীতিহোত্রাশ্চ সম্প্রাতা ভোজাশ্চাবন্তয়স্তথা।
> তুণ্ডকেরাশ্চ বিক্রান্তাস্তালজঙ্ঘাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

হরিবংশের মতে—

তেষাং কুলে মহারাজ হৈহয়ানাং মহাত্মনাম্।
বীতিহোত্রাঃ সুজাতাশ্চ ভোজাশ্চাবন্তয়ঃ স্মৃতাঃ।
তৌণ্ডিকেরা ইতি খ্যাতাস্তালজঙ্ঘাস্তথৈব চ।

বিভিন্ন পুরাণের পাঠ আলোচনা করিলে দেখা যায়, মৎস্যপুরাণের "শার্য্যাতাঃ" স্থলে পুরাণান্তরের পাঠ—[অ] সংখ্যাতাঃ, সুব্রতাঃ, সপ্তাতাঃ, সুজাতাঃ, ইত্যাদি। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, তৃতীয় পঙ্ক্তিতে "বিক্রান্তাঃ" বা "বিখ্যাতাঃ" যেমন একটি বিশেষণ শব্দ, দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতেও তদনুরূপ একটি বিশেষণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অবশ্য অসংখ্যাতাঃ, সুব্রতাঃ, সপ্তাতাঃ এবং সুজাতাঃ, এই চারিটি শব্দের মধ্যে কোন্ বিশেষণটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক এবং মৌলিক, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে বিভিন্ন পুরাণের বিবরণে যে একই মূল পাঠ অথবা উহার অনুকৃতির অনুসরণ করা হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয়, বায়ুপুরাণের "অসংখ্যাতাঃ" বিশেষণটি মৌলিক। পাজ্জিটার সাহেব নিজেই দেখাইয়াছেন যে, বায়ুপুরাণ অত্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থ। আবার ভারতের প্রাচীন সাহিত্য এবং ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয়, সে কালে ভোজবংশীয়েরা সত্যই "অসংখ্যাত" অর্থাৎ অসংখ্য ছিলেন। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ (৮।১৪) অনুসারে সাত্বৎদিগের রাজগণ ভোজসংজ্ঞা লাভ করিতেন এবং তাঁহারা মধ্যদেশের দক্ষিণ দিকে রাজত্ব করিতেন। কালিদাস (রঘুবংশ।৫।৩৯-৪০) বিদর্ভদেশ অর্থাৎ বেরারের নরপতিকে ভোজবংশীয়রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালের বাকাটক-বংশীয় রাজগণের তাম্রশাসনেও বেরারের অন্তর্গত ভোজকট রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (১।৬) হইতে দণ্ডক অর্থাৎ মহারাষ্ট্র অঞ্চলের জনৈক নরপতির ভোজসংজ্ঞা দেখিতে পাই। অশোকের অনুশাসনে এবং খারবেলের হাতীগুম্ফালিপিতে যে ভাবে ভোজদিগের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারি, ভোজবংশীয়েরা দীর্ঘকাল মহাপরাক্রমে ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে, ভোজগণ ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন এবং একাধিক রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং ভোজদিগকে অসংখ্য বলিয়া বর্ণনা করা অস্বাভাবিক নহে। আমাদের বিবেচনায়, পূর্ব্বোদ্ধৃত পৌরাণিক বিবরণের মৌলিক বিশুদ্ধ পাঠ অনেকটা এইরূপ—

তেষাং পঞ্চ গণাঃ খ্যাতা হৈহয়ানাং মহাত্মনাম্।
বীতিহোত্রা অসংখ্যাতা ভোজাশ্চাবন্তয়স্তথা।
তুণ্ডিকেরাশ্চ বিক্রান্তাস্তালজঙ্ঘাস্তথৈব চ।

অতএব, প্রাচীন হৈহয়কুলের পঞ্চ উপশাখার নাম—বীতিহোত্র, ভোজ, অবন্তি, তুণ্ডিকের এবং তালজঙ্ঘ। হৈহয়বংশের শার্য্যাতসংজ্ঞক কোন উপশাখা ছিল না। মৎস্যপুরাণের "শার্য্যাতাঃ" শব্দটি মৌলিক শুদ্ধ পাঠ নহে।

অনুবাদাত্মক সমাস

শ্রীপ্রণবেশ সিংহ রায়

কোন দেশে যখন বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিয়া পড়ে এবং কালক্রমে তাহারা তথায় মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে থাকে, তখন জাতিগত বা রক্তের সংমিশ্রণের সহিত সংস্কৃতি তথা ভাষাগত মিশ্রণও অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। পৃথিবীর যে যে দেশেই এইরূপ একভাষাভাষীর সহিত অপরভাষাভাষীর সংঘর্ষ ও পরিশেষে মিলন ঘটিয়াছে, সেই সেই দেশেই দুই বা ততোধিক ভাষার ছাপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভারতবর্ষে আর্য্যবিজয়ের কাল হইতে এইরূপ ভাষাগত সংমিশ্রণ চলিয়া আসিতেছে। কালক্রমে দেশী ভাষাগুলি আর্য্যদের ভাষার সম্মুখে টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। অবশ্য অল্পসংখ্যক স্বাধীনতাপ্রিয় বশ্যতাস্বীকারপরাঙ্মুখ আর্য্যেতর জাতি অদ্যাপি দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে জাতি ও ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া অবস্থান করিতেছে। কিন্তু মোটামুটি দেশশুদ্ধ অনার্য্যভাষাভাষিগণ যখন আর্য্যের ভাষাই গ্রহণ করিতেছিল, তখনকার পরিস্থিতি সহজেই অনুমেয়। দেশে দ্বৈভাষিক অবস্থা ঘুচিতে বেশ কিছু সময় লাগিয়াছিল। ভাষার দ্বন্দ্ব কাটিয়া গিয়া কখন যে বৈদেশিক আর্য্যভাষাই পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইয়াছিল, তাহা কোন বিশেষ তারিখের মাপকাঠিতে নিশ্চিত বলা সম্ভবপর নহে। এই পর্য্যন্ত বুঝা যায় যে, একটি সম্পূর্ণ নূতন গোষ্ঠীর ভাষা গৃহীত হইতেছিল। তাহার মালমশলা ও গঠনপ্রণালী দেশপ্রচলিত ভাষা হইতে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। ভাষাটির শব্দসম্পদ্‌ও ছিল প্রচুর ও জটিল। এক কথায় তাহার ধরণই ছিল আলাহিদা ও তাহা আদৌ সহজবোধ্য ছিল না। দেশীভাষাগুলির তুলনায় সেই অভিনব ও বিশেষ আয়াসসাধ্য ভাষার শিক্ষানবিশী করিতে দেশবাসীদের বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল বলিলে অনুমান বৃথা হইবে না। এরূপ ক্ষেত্রে দেশবাসীরা যে তাহাদের সহজ সরল অতিপরিচিত আবাল্যলব্ধ জন্মগত মাতৃভাষার সাহায্যেই বিদেশী ভাষাটি আয়ত্ত করিতে প্রয়াস পাইবে, তাহা একান্তই স্বাভাবিক। তার পর দেশপ্রকৃতিগত যাহা কিছু—বিশেষ বিশেষ দেশজ জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, আচার অনুষ্ঠান, স্থানীয় নাম ইত্যাদি সংক্রান্ত শব্দ যাহা নবাগত আর্য্যদের অভিধানে থাকিবার কথা নহে, সে সব বুঝাইতে নবার্জ্জিত ভাষাটির উপাদানে নূতন নূতন শব্দ গঠন করা এরূপ অবস্থায় প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এরূপ স্থলে স্বভাবতই খাঁটি দেশী শব্দগুলিই হুবহু বা ঈষৎ বিকৃত অবস্থায় ব্যবহৃত হইত। বহু স্থলে দেবভাষা আর্য্যভাষার গৌরব ও মর্য্যাদা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে জন্য অপাঙ্‌ক্তেয় দেশী শব্দের উপর সংস্কৃতের ধাতুগত রঙচঙ ঢালিয়া বর্ণচোরা শব্দ খাড়া করা হইত। রূপান্তরিত এই সকল শব্দের ঠাট দেখিয়া তাহারা যে নকল সংস্কৃত শব্দ, সাধারণে তাহা ধরিতে পারিত না। বর্ত্তমানে বিশেষজ্ঞ ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা দেশী ভাষার গঠনরীতি পর্য্যালোচনা করিয়া এইরূপ বহু ভোল-ফেরা শব্দ যে দেশীভাষা হইতে আগত, তাহা প্রমাণিত করিতেছেন। আবার ক্ষেত্র-

বিশেষে এমনও দেখা যায় যে, আর্য্যদের ভাষায় কোন সংজ্ঞা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও (যাহা আলোচ্য বস্তু বা ভাব অনেকাংশে প্রকাশ করে) অপেক্ষাকৃত সহজ, তদর্থপ্রকাশক দেশী শব্দটিও ভাষায় চালু রহিয়াছে। প্রথমোক্ত শব্দটির টীকা হিসাবে শেষোক্ত শব্দটি বহু স্থলে আগে বা পিছে বসিয়া উভয়ের সমন্বয়ে যেন একটি যৌগিক শব্দ গঠন করিয়াছে। এখানে পুনরুক্তি-দোষের কথাই উঠে নাই; একটি নূতন ও দুর্ব্বোধ্য আর্য্যভাষার শব্দের সহিত সুপরিচিত ও সমার্থক মাতৃভাষার শব্দটি যোগ করিয়া ভাষাশিক্ষার শব্দসাধন সুগম করা হইয়াছিল। কদাচিৎ এই শ্রেণীর শব্দের মৌলিকত্ব বৈয়াকরণপ্রসাদে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, শব্দটিকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া তাহার দ্বৈতভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রশ্নই মনে জাগে না—শব্দটিকে সর্ব্বতোভাবে আমরা অবিভাজ্যই জানিয়া আসিতেছি। আর্য্যভাষার উপর এই যে দেশী ভাষার প্রভাব, ইহা ইদানীং শনৈঃ শনৈঃ প্রমাণিত ও স্বীকৃত হইতেছে। ধ্বনি-সমষ্টি, শব্দাবলী ও বাক্যবিন্যাস, সকল দিক্ দিয়াই ভারতীয় ভাষাগুলি দেশী ভাষার স্পর্শ এড়াইয়া চলিতে পারে নাই। তন্মধ্যে শব্দ গঠনের একটি দিক্ লইয়া আমাদের বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের সূত্রপাত। সেই দিক্ হইতেছে—কেমন করিয়া ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর দুইটি সমার্থদ্যোতক শব্দ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া একীভূত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষার যুগ হইতে মধ্যভারতীয় আর্য্যভাষার ভিতর দিয়া উপর্য্যুক্ত প্রণালীর শব্দ সৃজন নব্য ভারতীয় আর্য্যভাষায় চালু রহিয়াছে। আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষায় আবার* ফার্সী, ইংরাজি, পোর্ত্তুগীস্ ইত্যাদি বিদেশীয় ভাষা হইতে আগত শব্দ প্রবেশ করিয়া আলোচ্য শব্দের সংখ্যা বাড়াই-তেছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ইহাদিগকে অনুবাদাত্মক সমাস নামে অভিহিত করিয়াছেন; কেন না, এ স্থলে একটি শব্দ অপর শব্দের অর্থ যেন তর্জ্জমা করিয়া বুঝাইয়া দেয়। নিম্নে বাঙ্গালা ভাষায় এই শ্রেণীর কিছু শব্দ সংগ্রহ করিয়া উপস্থাপিত করা হইল। লোকমুখে সুপ্রচলিত ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত অনুবাদাত্মক সমাসগুলি ছাড়া কতিপয় এরূপ শব্দও এই তালিকায় স্থান পাইয়াছে, যেগুলি আজিও সঠিক অনুবাদাত্মক সমাসের পর্য্যায়ে উঠে নাই, তবে উঠিবার সম্ভাবনা আছে বা যেগুলি কথঞ্চিৎ ব্যক্তিবিশেষগত বা সমাজ ও উপভাষাবিশেষগত, আশা করি, সেগুলি গ্রহণযোগ্য হইবে। স্থলবিশেষে অনুকার শব্দ ও যথায় শব্দের একটি উপাদান অপরটির আভাস বা ব্যঞ্জনামাত্র দিতেছে, তাহাও উদাহরণস্বরূপ তালিকার অঙ্গীভূত করা হইয়াছে, কিন্তু কুত্রাপি সম্ভাবনার সীমা অতিক্রম করা হয় নাই। অধুনা স্বীকৃত কতিপয় অনার্য্যভাষার শব্দ, যাহা প্রাচীন ও মধ্য-ভারতীয় আর্য্যভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষা উত্তরাধিকার

* আরবী, তুর্কী ভাষার শব্দাবলী তত্তৎভাষা হইতে সরাসরি বাঙ্গালায় আইসে নাই বলিয়া সেগুলি ফার্সী বলিয়াই গণ্য করা হইয়াছে। পোর্ত্তুগীজ, ফরাসী ইত্যাদি পাশ্চাত্য ভাষা হইতে প্রাপ্ত শব্দের সংখ্যা নিতান্তই অল্প ও তাহাদের মূল লইয়া অল্পবিস্তর মতদ্বৈত আছে; অপর পক্ষে ইংরাজী ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ কার্য্যগতিকে বাড়িয়াই চলিতেছে। অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্য্যভাষা হইতে গৃহীত শব্দ দ্বারা সৃষ্ট কোন অনুবাদাত্মক সমাসের উদাহরণ নজরে পড়ে নাই।

সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে, সেগুলিকে দেশী শব্দ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। আপাতদৃষ্টিতে ভারতীয় ভাষার নিজস্ব সম্পদ্ বলিয়া প্রতীয়মান কয়েকটি বিদেশী শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হয় নাই ; যথা, 'ধীরেসুস্থে' শব্দটির 'সুস্থ' অংশের মূল হইতেছে ফার্সী 'সুস্ত'—অলস। এ ক্ষেত্রে ব্যাকরণের সাদৃশ্যগত প্রক্রিয়া কার্য্যকরী হইয়াছে। এখানে আর একটি কথার উল্লেখ করা দরকার। চীনাভাষার "সহকারী" শব্দের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় 'পত্র', 'পাত', পাতি, পাট ইত্যাদি কতগুলি শব্দ বহু স্থলে অপর শব্দে সংযুক্ত হইয়া ভাববিশেষ প্রকাশে সহায়তা করে। আমাদের তালিকায় এই ধরণের শব্দগুলি তারকাচিহ্নিত করা হইয়াছে। স্ত্রীসমাজে ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ শব্দ যাহার চলন প্রকাশ্য ক্ষেত্রে নাই বলিলেই হয়, উদাহরণস্বরূপ সেগুলিকেও স্থান দেওয়া হইয়াছে।

১। যে ক্ষেত্রে অনুবাদাত্মক সমাসের উভয় উপাদানই ভারতীয় ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে পড়ে :—

(ক) তদ্ভব+তদ্ভব। যথা :— আলোবাতি, সইসাঙ্গাতি, সাধইচ্ছা, বামুনপুরুৎ, পুজারী বামুন, বাঁধাবন্ধক, কাদামাটি, শিকলবেড়ী, ঘাফোড়া, কাটাছেড়া, কেওকেটা, বাঁধাধরা, ধরে-বেঁধে, সাজপোষাক, দাদেইজি, জাজাউলি, মাতালভাঙ্গড়, জানবিৎ, রুখুসুখু, গাইবলদ, নাচাকোঁদা, মাজাঘষা, তেড়াবাঁকা, বাঁকাচোরা, মারধর, মারকাট, মেলামেশা, ভরপুর, বাজনাবাদ্য, নাতিপুতি, নাতিনাতকুড়, জ্ঞাতগুষ্টি, ছারখার, পাঁজিপুথি, ডোরসুতা, কাঁসা-পিতল, কাছেপিঠে, খেতভূঁই, গাঁজাভাঙ্গ, সোনাগাঁথা, চুরিচামারি, চেনাশোনা, চুরিবাটপাড়ি, চালচলন, জানাশোনা, যাগযোগ, টাকাপয়সা, থিতভিত, ধারদেনা, নীতকিত, পাড়াগাঁ, বাজিবাজনা, বাড়ীঘর, বাড়বাড়ন্ত, ভাগবাঁটোয়ারা, ভজনপূজন, ভজনসাধন, ভরাভর্ত্তি, ভাইভায়াদ, ক্ষেপাবাউল, নামডাক পসার, নাওয়াধোওয়া, চানধান, কাঁকরবালি।

(খ) তদ্ভব+তৎসম। যথা :— কাজকর্ম্ম, সঙ্গীসাথী, ছলচাতুরী, জাড়েশীতে, কানকর্ণ, সহ্যসামাই, জরজাড়ি, বামুন পুরোহিত, ঠাঁইআশ্রয়, ধূলাবালি, জ্ঞানীমানী, ভয়তরাস, সোহাগ-যত্ন, যত্নআত্তি, মামোতাল, চেনাপরিচয়, কলকৌশল, পসার প্রতিপত্তি, দে দেবতা, দেখা সাক্ষাৎ, দিনদুপুর, সাজসজ্জা, বিদেশবিভূঁই, রাজারাজড়া, লতাপাতা, শাকপাত, শ্রীছাঁদ, স্নেহভালবাসা, স্নেহমমতা, ছলছুতা, কাপাসতুলা, দেশগাঁ, মাথামতি, জনমানুষ, মায়ামমতা, আদরসোহাগ, যোগাড়যন্ত্র, শিষ্যচেলা, গোছব্যবস্থা, নিষেধমানা, পরপরেয়া, ঘরনীগৃহিণী, যত্নসোহাগ, যাগযজ্ঞ, থিতব্যবস্থা, দীনভিখারী, দেশেগাঁয়ে, ফুর্ত্তিআমোদ, ভিতপত্তন, সাত্রীপাহারা, সন্ধানসুলুক, সুবাদসম্বন্ধ, ঘড়াকলসী, ভূষাকালি, পাখীপক্ষী, লাজলজ্জা।

(গ) তদ্ভব+অর্দ্ধতৎসম। যথা :— ছিরিছাঁদ, গা গতর, তিতিবেরক্ত, আপ্তগরজে, আপ্তকুটুম, পুকুরপুষ্করিণী, বাড়াবাড়ি, আদিখ্যেতা, বামুনবোষ্টম।

(ঘ) তদ্ভব+দেশী। যথা :—ঘরবাড়ী, তেতেপুড়ে, বেটাপুত, চৈতনচুটকী, টানা-হেঁচড়া, রোগাপটকা, ছালচামড়া, আঁৎপোঁটা, পিঠাপুলি, মাথামুণ্ড, মাথামোড়, মারপিট, পুঁজিপাটা, ঘাচোট, শিকনিপোঁটা, ল্যাঙ্গটকপ্নি, আঁকচেরা, বাসাবাড়ী, মাপজোক, গোবরনাদ,

কাঁটাবঁড়শী, কাঁটাঘোঁচা, মরাহাজা, আল্লাটিলা, কাদাকিচড়, খেতখামার, মাঠখেত, ক্ষেপাপাগল, গাছপালা, ডালপালা, গল্পগাছা, শামুকগেঁড়ি, গেরোফাঁড়া, লগাষি (লগা+আঁকষি), ছাঁটকাট, নিধাওনিডুবি, ভাঙ্গাফুটা, দৌড়ধাপ, ধরপাকড়, সাজগোজ, হাঁচিকাশি, হাড়পাঁজড়া, ন্যালা-ক্ষেপা, বুড়াহা(ব)ড়া, ঘোরাফেরা, বলাকওয়া, ধরাছোয়া, বুড়োধাড়ি, লেখাজোকা, লোহালক্কড়, হাসিঠাট্টা, হাউড়ক্ষেপা, পাকতুড়ো, সেয়নাচড়কো, জ্বালাতনপোড়াতন, জ্বলেপুড়ে, লাঠিভাণ্ডা, ভালচাঙ্গা, ডাবনারকেল, দোষঘাট, খাটপালঙ্গ, খুঁজেপেতে, পুরিয়ামোড়ক, পাকাঝুনো, আঁচলখুঁট, ইটপাটকেল, এড়াবাসি, এলাকাড়ি (আলাকাড়ি), কানাকুরুটে, কুষ্টিঠিকুজী, ক্ষুদকুঁড়া, গুগোবর, গড়ালুটি, ঘষড়ান, চুরিডাকাতি, চোরছেঁচড়, চোরডাকাত, চেয়েপেতে, চেয়েচিন্তে, ছাইপাঁশ, ছুতানাতা, যোগাড়পত্র,* টাকাকড়ি, টুটাফুটা, টাঁইসশাসন, ঠাঁইঠিকানা, ঠিকুরবোদ, ঠগজুয়াচোর, ডোরকপ্নি, পয়সাকড়ি, বেঁটেখেঁটে, ভিটামাটি, মিশালভেজাল, ভাঁড়কুঁড়, মিলজুল, সরমাটা, হেলাফেলা, ফোড়াফুস্কুড়ি, ধুমন্দাংটা।

(ঙ) তৎসম+তৎসম। যথা :—সভাসমিতি, আত্মীয়স্বজন, রীতিনীতি, অনুনয়বিনয়, সন্তানসন্ততি, সাধুসন্ন্যাসী, সুযোগসুবিধা, উপায়উপার্জ্জন, মনমতি, কথাবার্ত্তা, আভাসইঙ্গিত, ভব্যসভ্য, ভয়ভাবনা, বাগ্‌বিতণ্ডা, আপদ্‌বিপদ্‌, ব্রাহ্মণপুরোহিত, শিষ্যযজমান, প্রভাবপ্রতিপত্তি, হিংসাদ্বেষ, বিন্দুবিসর্গ, শূরবীর, দুঃখকষ্ট, ভয়ত্রাস, স্বভাবচরিত্র, ইষ্টবন্ধু, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়বন্ধু, আদরযত্ন, আদরআপ্যায়ন, গর্ব্বঅহঙ্কার, আদরঅভ্যর্থনা, আলাপআলোচনা, আলাপপরিচয়, রুক্ষশুষ্ক, বাদবিসম্বাদ, বিবাদবিসম্বাদ, গ্রামবসতি, জ্ঞানবুদ্ধি, মানসম্ভ্রম, ত্রস্তব্যস্ত, সাধঅভিলাষ, আচারব্যবহার, ছলাকলা, জীবজন্তু, জনমানব, জনপ্রাণী, জাতজন্ম, ত্রুটিবিচ্যুতি, দোষত্রুটি, স্খলনবিচ্যুতি, নর্ত্তনকুর্দ্দন, দুঃখদুর্দ্দশা, দুঃখদৈন্য, অভাবঅনটন, দয়ামায়া, দোষঅপরাধ, দুঃখশোক, শোকতাপ, দয়াদাক্ষিণ্য, অস্থিপঞ্জর, বেশভূষা, পালনপোষণ, লালনপালন, লালিত-পালিত, ভরণপোষণ, শৌর্য্যবীর্য্য, বাধাবিপত্তি, বাধাবিঘ্ন, বিলাসব্যসন, জীর্ণশীর্ণ, ব্যস্তসমস্ত, ভাবনাচিন্তা, ভূতপ্রেত, ভোগবিলাস, ধনৈশ্বর্য্য, ক্রিয়াকলাপ, ক্রিয়াকাণ্ড, ব্যথাবেদনা, লোকজন, লণ্ডভণ্ড, বাসনাকামনা, সাধবাসনা, ভীতচকিত, পরিস্কারপরিচ্ছন্ন, জনসাধারণ, সাধআহ্লাদ, সেবাযত্ন, সেবাশুশ্রূষা, আমোদআহ্লাদ, আমোদপ্রমোদ, ঈর্ষাদ্বেষ, সারনিষ্কর্ষ, অস্ত্রশস্ত্র, অল্পস্বল্প, ছলকপট, পূজাপার্ব্বণ, মুনিঋষি, ইষ্টকুটুম্ব, চীরবাস, লতাগুল্ম, আত্মীয়কুটুম্ব, বিদ্বান্‌পণ্ডিত, কলহবিবাদ, টীকাটিপ্পনী, অজ্ঞানঅচৈতন্য, দৈত্যদানব, আধিব্যাধি, দীনহীন, আশাভরসা, কীটপতঙ্গ, কৃতকৃতার্থ, গ্রহনক্ষত্র, জ্ঞানীমানী, গণ্যমান্য, ছিন্নভিন্ন, জলবৃষ্টি, যুক্তিপরামর্শ, দ্বন্দ্বকলহ, ঝঞ্ঝাঝটিকা, তপতপস্যা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য, তটবেলা, তর্কবিতর্ক, দিনকাল, দীনদরিদ্র, দীনদুঃখী, দীপবর্ত্তিকা, দর্শনসাক্ষাৎ, ধীরস্থির, নষ্টভ্রষ্ট, নামযশ, পল্লীগ্রাম, ব্যবসাবাণিজ্য, বিষয়-আশয়, বিষয়সর্ব্বস্ব, বিবেকবুদ্ধি, লম্ফঝম্প, বিহিতবিধান, ভীতসন্ত্রস্ত, ভ্রমপ্রমাদ, মায়াদয়া, মেদমজ্জা, মদভাঙ্গ, রূপলাবণ্য, রক্ষণাবেক্ষণ, রঙ্গকৌতুক, শাখাপল্লব, শক্তসমর্থ, শ্রদ্ধাভক্তি, শান্তশিষ্ট, শুচিশুদ্ধ, শিক্ষাদীক্ষা, স্নেহযত্ন, সর্ব্বসাধারণ, মণিমুক্তা, স্বাগতঅভ্যর্থনা, কলসঘট, নিজস্ব, লজ্জাসঙ্কোচ, অস্থিরচঞ্চল, অধীরউতলা, বেশভূষা, ধনরত্ন, চরিত্রশীল।

(চ) তৎসম+অর্দ্ধতৎসম। যথা :—ছেদ্দাভক্তি, পূজাআচ্চা, আপ্তবন্ধু, সাধ্যিসাধনা, রণযুদ্ধু, শাপমন্যি, দানউচ্ছুগ্যু।

(ছ) তৎসম+দেশী। যথা :— খাটপালঙ্ক, পাকেপ্রকারে, পাকেচক্রে, চিঠিপত্র, ভুল-ভ্রান্তি, ভারবোঝা, পালপার্ব্বণ, কালাহিম, আসনপিঁড়ি, ফলপাকুড, ফলফুলুরি, ভয়ডর, বাস্ত-ভিটা, কুটকচাল, হিংসাআড়ি, ঝগড়াবিবাদ, খোঁজসন্ধান, খোঁজপত্র, * আড়ালেঅসাক্ষাতে, ইতরছোটলোক, ইতরবাগ্দী, গালমন্দ, ছাইভস্ম, ঝড়ঝঞ্ঝা, তিলকফোঁটা, পাহাড়পর্ব্বত, বাছবিচার, বর্ষাবাদল, মেঘবাদল, বৃষ্টিবাদলা, বিছানাপত্র,* রসকষ, সাড়াশব্দ, হাবভাব, নোংড়াঅপরিষ্কার।

(জ) অর্দ্ধতৎসম+অর্দ্ধতৎসম। যথা :— ঘেন্নাপিত্তি, গুছনথিতন, পাতনথালী, আণ্ডা-বাচ্ছা, কাচ্ছাবাচ্ছা, কেষ্টবিষ্টু, সেয়নাধুর্ত্তু, ছিরিছব্বা।

(ঝ) অর্দ্ধতৎসম+দেশী। যথা :— চিঠিপত্তর, ইত্তিনাড়ি, পোকামাকড়, ডাকাবুকো, দুখ্যাদান্ধা, আক্রামাঙ্গা, আক্রাগণ্ডা, আম্বাআহিঙ্কে, ঝগড়াকুলুকুখেত্তর, খোঁজপাতি, চক্করটহল, ছ্যাঁদাফুটা, ছেঁকপোড়া, দস্যিদামাল, ঘুমনিদ্দে।

(ঞ) দেশী+দেশী। যথা :—হ্যাংলাক্যাংলা, ন্যাকড়াকানি, চিঠিচাপাটি, লুচিপুরি, মোটঘাট, মোটবোঝা, খিস্তিখেউড়, চড়চাপড়, খাঁদাবোঁচা, লুটপাট, লাঠিঠ্যাঙ্গা, নাড়িভুঁড়ি, হাজাপাকুই, বোকাহাবা, হাবাগোবা, পো(য়া)লকুটি, খড়বিচালি, হ্যাংলাপেটুক, ডেয়োডোকলা, ঢিলঢাপরা, খোলাখাপরা, চাঁছিপুঁছি, ছেলেচেঙ্গরা, ডালকড়াই, দালকলাই, ঝাঝরাফুটা, ভুট্টা-জনার, মিঠাইমণ্ডা, ছানাপোনা, ঝগড়াকোঁদল, টুকরাফালি, ঠাটঠমক, কাঠিখোঁচা, খোঁচে-পোঁজে, ভীড়জটলা, খটকিমামড়ী, কোটালজোয়ার, ভুলচুক, ঝুলিঝাকড়া, জোড়াতালি, উলটপালট, ধুত্তিপাটা, পেতেচুপড়ি, ঝগড়াখুনস্থড়ি, কাঁথাকানি, কাঁথাধোকড়া, কাপড়চোপড়, গলিঘুঁজি, গেঁড়িগুগলি, কচিকাঁচা, কুঁচোকাঁচা, কোঠাবাড়ি, ছিটাফোঁটা, কাড়ানাকাড়া, গোদাধুমসো, আড়িআকচ, আঁটসাট, আড়ালেআবডালে, অলিগলি, উড়কুড়, কড়ায়গণ্ডায়, কালিজুলি, ঝুলকালি, খাটাখাটুনি, খালবিল, গালিগালাজ, গুমরগ্যাদা, গোলামরাই, গুণচট, চাটপোঁছ, চাঁছাছোলা, চারাপোনা, চেয়েমেঙ্গে, চব্বচহলট, চিমটাসাঁড়াশি, ছেলেপিলে, ছোটখাট, ছোলাকড়াই, ছাঁপোন, ছোলামটর, ছেলেছোকরা, ঝগড়াঝাঁটি, ঝোপঝাড়, ঝড়-ঝাপ্টা, ঝাঁতলামাদুর, টইটুম্বুর, টকজোঁদা, পাল্লাটক্কর, ঢাকঢোল, তালতোবড়া, তালগোল, তাড়াহুড়া, ঝামেলাঝক্কি, দামালদুরন্ত, দড়িকাছি, ন্যাতাকানি, নেড়াবোঁচা, ফুটিকাঁকুড়, বনবাদাড়, বনঝোড়, বনজঙ্গল, বিছানাচাকড়া, বিছানা-ধোকড়া, মালসাট, মেগেপেতে, মাদুরচাটাই, মাদুরপাটি, রুটিপরোটা, রুটিচাপাটি, লাঠিসোটা, ল্যাঙ্গড়াখোঁড়া, লুকোছাপি, লুটঘাট, শাপলাশালুক, হাঁড়িকুঁড়ি, হাঁকডাক, হাউড়পাগল, হ্যাংলাকুটে, হামাগুড়ি, গুদাম-আড়ৎ, ডামাডোল, প্যাস্তাখেঁচা, ফাঁকতালে।

দেশী+বিদেশী :—দোক্তাতামাক, গুড়ুকতামাক, তোলোহাঁড়ি, ভিজেলহাঁড়ি, কড়িবরগা,

চাবিকাঠি, কামরাকুঠরি, রুটিবিস্কুট, চোঙ্গাঁকোঁদল, রেস্তকড়ি, ফিতাদড়ি, তুম্বাভেড়া, কাটারেক, টালিখোলা, তোরঙ্গপ্যাটরা, পাজিনচ্ছার, জরিবুটি, পকেটথলে।

২। যে ক্ষেত্রে অনুবাদাত্মক সমাসের একটি উপাদান বহির্ভারতীয় বিদেশী ভাষা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে পড়িতেছে—

(ক) তদ্ভব+বিদেশী : চেরাগবাতি, ময়লাআবর্জ্জনা, খেলতামাসা, গোমস্তাকর্ম্মচারী, চাষআবাদ, কোমরকাঁকাল, জামপেষ, তাসপাশা, ভাগবখরা, ব্যয়বরাদ্দ, ভোগদখল, রাজাবাদশা, দোকানপসার, লজ্জাসরম, স্কুলপাঠশালা, সোনাদানা, মানইজ্জৎ, আতরফুলেল, হাসিখুসি, হাওয়াবাতাস, কাঁটাপেরেক, হাসতামাসা, প্যাকেটমোড়া, আগামবায়না, গরীবভিখারী, হাসিমসকরা, নেশাভাঙ্গ, বাঁধাবন্দোবস্ত, দরজাকপাট, রোঁদপাহারা, কাকুতিমিনতি, তেজারতীমহাজনী, বছরসালিয়ানা, ঠাকুরদেবতা, ধীরেসুস্থে, চাকুছুরি, আস্তেব্যস্তে, ছুতাঅছিলা, ছুতাঅজুহাত, মশলাপাতি, দরদাম, আচারমোরব্বা, কাজঘর, হলঘর, আইলপইল,আস্তিনহাতা, ওজনদাঁড়ি, খোরপোষ, খাদখন্দক, খানাখন্দর, শাস্তিসাজা, ডনবৈঠক, তোয়ালেগামছা, দাঙ্গামারামারি, দণ্ডগুণগার, দেনাকর্জ্জ, নেকারবমি, নিক্তিদাঁড়ি, পাকাপোক্ত, বিধর্ম্মীকাফের, ভিতবনিয়াদ, মুচকিহাসি, লাভমুনাফা, হাওলাৎদেনা, কারসুতা, তোলাওজন, খুর্সীপিঁড়ে, ঘোরপ্যাচ, বাজিখেলা, ল্যাজড়াখোঁড়া।

(খ) তৎসম+বিদেশী : কূলকিনারা, ধনদৌলৎ, শলাপরামর্শ, দুঃখমেহনৎ, সাক্ষীসাবুদ, আসবাবপত্র*, কাগজপত্র*, আক্কেলবুদ্ধি, রাগগোঁসা, দানখয়রাত, দাসীবাঁদি, মনমেজাজ, তত্ত্বতাবাস, তত্ত্বতালাস, মনমর্জ্জি, সাধুপীর, সহ্যসবুর, সখসাধ, আদরআব্দার, ডাক্তারকবিরাজ, হাকিমকবিরাজ, স্বভাবতরিবৎ, স্বভাবসোহবৎ, দেমাকঅহঙ্কার, চিহ্নিশানা, ওজরআপত্তি, আসানউপশম, সৈন্যসিপাই, বিচারফয়শালা, ইয়ারবন্ধু, ইসারাইঙ্গিত, কৌশলফিকির, খাতির-যত্ন, খাতাপত্র, চালাকচতুর, জন্তুজানোয়ার, নদীনালা, লোকলস্কর, বিয়েসাদী, দৈত্যদানা, ইস্তকঅবধি, ফলফসল, কলহকাজিয়া, মেওয়াফল, সুবুদ্ধিসুআক্কেল, আনাজপত্র,* সইস্বাক্ষর, শাকসব্জী, খোসামোদ, নির্লজ্জবেহায়া, অসুখব্যায়রাম, অসুখব্যামো, আশ্রয়আস্তানা, অবস্থাগতিক, আক্কেলজ্ঞান, খাজনাপত্র,* গল্পগুজব গহনাপত্র, চেনহার, জিনিসপত্র,* যাত্রাথিয়েটার, দায়বিপদ্, দৃষ্টিনজর, নথিপত্র*, মালপত্র*, ব্যাগকম্বল, তেজঅহঙ্কার, পেশাব্যবসা, সংস্কারমেরামত, রফানিষ্পত্তি, ব্যবস্থাসলিকে, সাঁইকালি, পোষাকপরিচ্ছদ।

(গ) অর্দ্ধতৎসম+বিদেশী : দলিলপত্তর, বেসাদী, দক্ষিদানা, দত্যিদানা, অতিথফকির, ডাক্তারবদ্যি, জায়গাআশ্রা, উস্কখুস্ক, আনাজপাতি, খাইখোরাক, খুচরারেজকি, গয়নাপত্তর।

(ঘ) দেশী+বিদেশী : ঘাড়গর্দ্দান, ষাঁড়বেওয়া, মুটেমজুর, মাঝিমাল্লা, পরচুল, ঠাট্টাতামাসা, টালবাহানা, ফন্দিফিকির, খোঁজখবর, খোঁজতল্লাস, খানকিছিনাল, ভেল্কিযাদু, নলখাগড়া, খেংরাকোস্তা, সাদামাটা, ক্রুশকাটি, ডালিমবেদানা, বিড়িসিগারেট, টাটকাতাজা, ডিগিতবলা, মালকুস্তি, মাঠময়দান, চশমাঠুলী, আক্রআটক, আড়ালআব্রু, কুস্তিলড়াই, ইয়ার্কিঠাট্টা, কুলিমজুর, ঝাণ্ডানিশান, জামাজোড়া, ঝড়তুফান, ঠারইসারা, হাটবাজার,

সাটেইসারায়, ধাঙ্গড়মুর্দ্দফরাশ, পাঁউরুটি, গরীবকাঙ্গাল, ফাঁকফুরসৎ, ফাঁকেফিকিরে, হাড়ীমুর্দ্দফরাশ, ঠাট্টাবোটকারা, ছড়কোতশলা, গোনাগাটি, গুণাঘাটি, লেপকাঁথা, আস্তগোটা, আটাময়দা, ফোক্করফাজিল, আসাসোটা, আপদ্ল্যাঠা, আটকালআন্দাজ, কলকাটি, খোসপাঁচড়া, খোসচুলকনা, খানাডোবা, পগারনালা, গয়নাগাঁটি, গচ্চাগুণগার, চিকুটময়লা, চুকাপালং, চাখড়ি, ছুটবাদ, জালজোচ্চুরি, ঝঞ্ঝাটঝামেলা, ডাকাতিরাহাজানি, তক্তাপাটাতন, দায়ঝক্কি, ধারকর্জ্জ, ধাঙ্গড়মেথর, নকলভেজাল, গুণ্ডাবদমাইস, বাক্সপেঁটরা, রসিদড়ি, লুটতরাজ, সিন্দুকপেঁটরা, সেলাইফোঁড়, গজালপেরেক।

৩। যে ক্ষেত্রে অনুবাদাত্মক শব্দটির উভয় উপাদানই অভারতীয় বিদেশী ভাষা হইতে লওয়া হইয়াছে।

(ক) ফার্সী+ফার্সী :—তরিতরকারি, আনাজতরকারি, মালমশলা, দলিলদস্তাবিদ, পেস্তাবাদাম, ফর্দ্দফিরিস্তি, বাকিবকেয়া, বখেয়াসেলাই, আবদারবায়না, গরীববেচারা, আসরমজলিশ, পীরপয়গম্বর, তরসবুর, নাস্তানাবুদ, বাগবাগিচা, বাগানবাগিচা, দরদস্তুর, সাফসুথরা, দাঙ্গাহাঙ্গামা, হাঙ্গামাহুজ্জুত, খততমসুক, জোতজমা, জমিজায়গা, গোলাবারুদ, টোটাবারুদ, বৈঠকখানা, ফরাসজাজিম, ফৌজসিপাই, পাইকবরকন্দাজ, জাপৎখানা, তাকিয়াবালিশ, শালদোশালা, শালআলোয়ান, সইদস্তখত, আরামআয়েস, আদবকায়দা, কায়দাকানুন, আইনকানুন, আইনআদালত, আমীরওমরা, জঞ্জালময়লা, অছিলাঅজুহাত, ওজরঅছিলা, কুচকাওয়াজ, কারকারবার, কলকারখানা, জোরজুলুম, জোরজবরদস্তি, খাতিরনদারৎ, খাতিরতোয়াজ, খুনজখম, গরীবগুরবো, গরীবফকির, নাকচবাতিল, জাঁকজমক, তদ্বিরতদারক, তাকতদ্বির, মেথরমুর্দ্দফরাশ, মুচিমুর্দ্দফরাশ, ধুমধড়াক্কা, নালিশমকর্দ্দমা, পা(ই)কপেয়াদা, মামলামোকর্দ্দমা, নালানর্দ্দমা, খেয়ালখুসি, রুজিরোজগার, তকমাচাপরাস, মক্তবমাদ্রাসা, হিসাবনিকাশ, খেলাতখেতাব, তালুকমুলুক, কালিয়াকোপ্তা, কালিয়াকোর্ম্মা, কলকব্জা, উকিলমোক্তার, চোগাচাপকান, বাবুর্চ্চিখানসামা, সাহেবসুবো, আবদারআসকারা, আদায়উসুল, আপদ্‌বালাই, ইজেরপাজামা, ওজরঅজুহাত, কুলিকাবারি, কমিকসুর, ঘালজখম, চাকরখানসামা, তসরগরদ, নিরীহবেচারা, নকলমেকি, পীরফকির, ফাইফরমাস, বাগেকায়দায়, বইদপ্তর, বায়নাআবদার, মুচিমেথর, সিপাইসান্ত্রী, সাদাসিধা, সনতারিখ, হাওলাৎকর্জ্জ, হুরীপরী, বিবিবেগম, কাচপরকলা, হরহামেশা, সোরগোল, লেপতোষক, খসড়ামুশাবিদা, রদবাতিল।

(খ) ফার্সী+ইংরাজী :—ছিপিকাক, লটবহর, হোটেলসরাই, আর্দ্দালিচাপরাসী, ফাইন-জরিমানা, হৌজচৌবাচ্চা, আপিসকাছারি, খেতাবটাইটেল, পিওনহরকরা, ডাকপিওন, ডাকহরকরা, সিন্দুকবাক্স, বেহারাখানসামা, চাপরাসীবেহারা, শীলমোহর, শানপালিস, লাটসাহেব, ইজেরপেনী, কাপপেয়ালা, পেনকলম, পাৎলুনপায়জামা, বেয়ারাচাপরাসী, রেকাবডিস, জেলকয়েদ।

(গ) ফার্সী+পোর্টুগীজ :—শিশিবোতল, ইস্তেরপ্যাণ্ট, কারিগরমিস্ত্রি, খানাখন্দক, ছাপমার্কা, বদমাসবোম্বেটে, পিস্তলবন্দুক, সাবুদানা, কাজুদানা, রসদরেস্ত, কিরিচবন্দুক।

(ঘ) ইংরাজী+ইংরাজী :—জজম্যাজিষ্ট্রেট, আলপিন, বাক্‌সতোরঙ্গ, ডিসপ্লেট, বডি-ব্লাউজ, সিনেমাবায়োস্কোপ।

(ঙ) ইংরাজী+পোর্ত্তুগীজ :—জেলগারদ, বালতিটব, টিনক্যানেস্তা, সার্টকামিজ, মেজটেবিল, হুকপ্রেক, স্যাকালিপ্যাকেট, সালসাটনিক, প্লেটপিরিচ, ড্রামপিপা, দেরাজ-আলমারি, রেলিংগরাদে, জারবয়েম, ফানেলকোঁদল, টেপফিতা।

(চ) পোর্ত্তুগীজ+পোর্ত্তুগীজ :—কোচকেদারা, নোনাআতা, চাবিচাবলা।

(ছ) পোর্ত্তুগীজ+ফরাসী—সায়াসেমিজ।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বস্তুজগতে যেরূপ কোন পদার্থ একক অবস্থা হইতে যুগ্ম অবস্থায় দৃঢ়তর হয়, খুব মনে হয়, ভাষার ক্ষেত্রেও তাহারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। কোন ভাব প্রকাশে যখন আমরা শব্দবিশেষের সহায়তা গ্রহণ করি, তখন কখনও কখনও আমাদের সঙ্কল্প সাধনের পথে যেন অতৃপ্তি থাকিয়া যায়। বিশেষতঃ যখন কোন ধারণা কাহারও মনে বদ্ধমূল করিয়া দিতে চাই। আমরা ভাবি; বোধ হয় বলাটা বেশ জোরাল বা যুৎসই হইল না। তখন হয় আমরা একই কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বার বার বলি, স্বরাঘাতের আশ্রয় গ্রহণ করি, নয় যে শব্দটির উপর আমাদের লক্ষ্য, সেটি পুনরুল্লেখ করি—বাহুল্যভয়ে বিরত থাকি না। ভারতবর্ষের দেশী ভাষাগুলির ইহার প্রায় সমধর্ম্মী একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহাকে আমরা ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার শব্দ নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছি। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথম ক্ষেত্রে মূল ও সংশ্লিষ্ট শব্দ দুইই অবিকৃত ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনুকার শব্দটির আদিধ্বনি মূল শব্দের আদিধ্বনি হইতে পৃথক্ থাকিত, তাহাও আবার নির্দ্দিষ্ট কতিপয় ধ্বনির গণ্ডীর মধ্যে। শেষোক্ত প্রক্রিয়ায় গঠিত অনুকার শব্দকে 'লেজুড়'শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা অসমীচীন হইবে না। যাহাই হউক, ভাবের আতিশয্য ও ভাবের সুষ্ঠু প্রকাশের বাসনা হইতে উদ্ভূত এই পন্থা অবলম্বন করিয়া আসা হইতেছে এবং দেশী ভাষাগোষ্ঠীর নিকট আমাদের ভারতীয় ভাষাসমূহ এ বিষয়ে ঋণী। অনুবাদাত্মক সমাসের বিকাশে উপর্য্যুক্ত মনোবৃত্তি পরোক্ষভাবে কাজ করিয়াছিল বলিয়া আমার ধারণা।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'মদিরা-গৃহ'

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

কৌটিল্যের নামে প্রচলিত 'অর্থশাস্ত্র' নামক গ্রন্থখানি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষের প্রাচীন রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থের সুদীর্ঘ বিবরণী পণ্ডিত-সমাজে প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কৌটিল্য নামধারী কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তি সত্যই এই গ্রন্থের রচয়িতা কি না বা সত্যই এ পুস্তকের রচনাকাল কি, ইত্যাদি নানা জটিল প্রশ্ন লইয়া বিস্তর মতবিরোধ থাকিলেও ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আজ সর্ব্বস্বীকৃত। এবং এই কারণেই ইহাকে কেন্দ্র করিয়া টীকা, ভাষ্য, আলোচনা, অনুবাদ প্রভৃতিও রচিত হইয়াছে প্রচুর। অর্থশাস্ত্র অত্যন্ত দুরূহ পুস্তক—তাই পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইহার কোনও কোনও অংশের সম্পূর্ণ অর্থ এখনও পরিষ্কার বুঝা যায় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উক্তপ্রকারের একটি ক্ষুদ্র অংশ লইয়াই সামান্য আলোচনা করিব।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধিকরণের "দুর্গনিবেশ" নামক প্রকরণে দুর্গনির্ম্মাণ ও বিশেষভাবে দুর্গের আভ্যন্তরীণ বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে এক স্থানে বলা হইয়াছে—

"অপরাজিতাপ্রতিহতজয়ন্তবৈজয়ন্তকোষ্ঠকান্ শিববৈশ্রবণাশ্বিশ্রীমদিরাগৃহং চ পুরমধ্যে কারয়েত।"[১]

সামশাস্ত্রিকৃত উপরিউক্ত অংশের ইংরেজী অনুবাদ এই রকম,—In the centre of the city, the apartments of gods such as aparajita, apratihata, jayanta, vaijayanta, siva, vaisravana, Asvina (divine physicians) and the abode of Goddess Madira (Sri-Madira Griham) shall be situated।" দেখা যাইতেছে, সাম শাস্ত্রী মহাশয় 'শ্রীমদিরা-গৃহ' কথাটিকে স্বতন্ত্র ধরিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন—"মদিরা দেবীর গৃহ" বা মদিরা দেবীর পূজা-মন্দির। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর কৃত অর্থ-শাস্ত্রের যে নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতেও "মদিরা-গৃহ" শব্দটিকে স্বতন্ত্র শব্দ হিসাবেই স্থান দিয়াছেন।[২] এই অনুবাদ স্পষ্টতঃই ভ্রান্ত। কেন না, "শ্রীমদিরা-গৃহ" কথাটিকে পৃথক্ করিয়া Abode of Goddess Madira অনুবাদ করা যে চলে না,—সংস্কৃত অংশটির বিশ্লেষণ করিলেই তাহা প্রতীয়মান হইবে। "গৃহ" শব্দটি ওখানে কেবলমাত্র 'শ্রীমদিরা'র সঙ্গে নয়, তার পূর্বের "শিববৈশ্রবণাশ্বি—"র সঙ্গেও যুক্ত। আর, এতগুলি প্রসিদ্ধ দেবতাকে বাদ দিয়া "শ্রী" শব্দটি মদিরা দেবীর সম্মানার্থে বসানো হইয়াছে—Goddess বা দেবী অর্থে,

১। Arthasastra Text (edited by R. Samasastri), pp. 55-56।

২। সামশাস্ত্রী, অর্থশাস্ত্রসূচী, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৩৭৪।

এ কথা মানিয়া লওয়াও কঠিন। উহাকেও আলাদা শব্দ হিসাবে গ্রহণ করাই শ্রেয়। জার্মাণ পণ্ডিত মাইয়ার উক্ত অংশটিকে এই ভাবেই দেখিয়াছেন।

এখানে মাইয়ার সাহেব 'শ্রী'কেও একটি স্বতন্ত্র দেবতা বা দেবী হিসাবেই দেখিয়াছেন। সুতরাং তাঁর অনুবাদ অনুযায়ী দেবতার সংখ্যা বাড়িয়া নয় হইতে দশ হইয়াছে ; যথা— অপরাজিত, অপ্রতিহত, জয়ন্ত, বৈজয়ন্ত, শিব, বৈশ্রবণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, শ্রী এবং মদিরা।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সর্বপ্রথম আবিষ্কার, সম্পাদন এবং অনুবাদ করেন পণ্ডিত সামশাস্ত্রী। তাঁহার সম্পাদিত সংস্করণ বাহির হওয়ার পরে অর্থশাস্ত্রের আরও দুএকটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সবগুলিতেই এই অংশের পাঠে শেষ ভাগে "মদিরা-গৃহ" শব্দটিকে অক্ষুন্ন রাখা হইয়াছে। সাধারণতঃ এ যাবৎ কাল পণ্ডিতমণ্ডলী এই পাঠ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়াছেন। সম্প্রতি অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া "On the Antiquity of Image Worship in Ancient India" নামে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে অর্থশাস্ত্রের এই উক্তিটির উপর নির্ভর করিয়া তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, অর্থশাস্ত্রের যুগে অপ্রতিহত, অপরাজিত ইত্যাদি হইতে মদিরা পর্য্যন্ত দেবদেবীর মন্দির ও মূর্তি নির্মাণের বিধি সম্ভবতঃ প্রচলিত ছিল।[৪] ডাঃ বড়ুয়া এখানে শ্রী এবং মদিরা, এই দুইটিকে পৃথক্ করিয়াছেন, অথচ সাম শাস্ত্রীর অনুকরণে "মদিরা" শব্দটিকে ঐ নামধেয়া দেবী অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে "মদিরা"নাম্নী কোনও দেবীর উল্লেখ আমরা পাই না। অর্থশাস্ত্রের উপরিউক্ত অংশবিশেষে অন্যান্য যে সকল দেবদেবীর নাম করা হইয়াছে, তাঁহারা প্রায় সকলেই অন্য সূত্রে আমাদের পরিচিত। জৈন উত্তরাধ্যয়নসূত্রে "অনুত্তরা সুরা" বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হিসাবে "বিজয়", "বৈজয়ন্ত", "অপরাজিত", "জয়ন্ত" এবং "সর্ব্বার্থসিদ্ধ"-গণের নাম পাওয়া যায়।[৫] শিব, বৈশ্রবণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং শ্রী বা লক্ষ্মী এতই সুপরিচিত যে, ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিবার কিছু নাই। আর একটি বিশেষ কথা এই যে, উল্লিখিত প্রত্যেকটি দেবদেবীই অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং তৎকালীন সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধেয়। ইহাদের সঙ্গে "মদিরা"র মত অজ্ঞাত-নাম্নী কোনও দেবীকে যুক্ত করা এবং মঙ্গলকামনায় ইহাদের সকলের সঙ্গে "মদিরা" দেবীর জন্যও দুর্গমধ্যে প্রকোষ্ঠ স্থাপন করা অস্বাভাবিক ও প্রায় অবিশ্বাস্য। জৈন উত্তরাধ্যয়নসূত্রের উল্লিখিত তালিকায় বা বাদবাকী অন্যান্য দেবদেবীর নামের সঙ্গে সাহিত্যে বা প্রাচীন লিপিতে কুত্রাপি "মদিরা"র নাম যুক্ত পাওয়া যায় নাই।

অধ্যাপক বড়ুয়া তাঁহার পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, মদিরা দেবী আপস্তম্ব কথিত মিঢুষীর সঙ্গে অভিন্ন হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু এই "মিঢুষী"র পূজা যে অত্যন্ত সমারোহ সংকারে কোন দিন প্রচলিত ছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই, অন্যত্র কোথাও ঐ দেবীর

৪। Journal of the Indian Society of Oriental Art, vol xi (1943), p. 66

৫। H. Jacobi, Jaina Sutras, Part II (Saered Books of the East, vol. XLV) p. 227

উল্লেখও নাই। এ ধরণের একটি অখ্যাত-নাম্নীর সঙ্গে "মদিরা" দেবীকে অভিন্ন বলিয়া অনুমান করিলেও (ইহা শুধু অনুমানই মাত্র) শেষোক্তার গোষ্ঠী এবং পরিচয় নির্ধারণে কোনও সাহায্য হয় না। জার্মাণ পণ্ডিত মাইয়ার অনুমান করিয়াছেন, "মদিরা" কোনও তান্ত্রিক দেবীর নাম হইবেও বা। এ প্রসঙ্গে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রাচীনতম তন্ত্রসাহিত্যে "মদিরা"নাম্নী কোনও পূজনীয়ার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

সমস্ত দিক্ বিচার করিয়া দেখিলে এ কথা বিশেষভাবে মনে হয় যে, অর্থশাস্ত্রের উল্লিখিত অংশটিতে "মদিরা" শব্দটি একেবারেই অর্থসঙ্গতিহীন। যদি সংশোধন করিয়া "মন্দির" কথাটি বসান যায়, তাহা হইলে একটি সুসঙ্গত অর্থ পাওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ "শিব-বৈশ্রবণাশ্বি-শ্রীমন্দিরগৃহং" এই পদটিকে শিব, বৈশ্রবণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং শ্রীদেবীর মন্দির-গৃহ বলিয়া অনুবাদ করিলে অর্থটি স্পষ্ট ও শোভন হয়। দ্বিতীয়তঃ "কোষ্ঠকান্" এবং "মন্দিরগৃহং" এই দুইটি শব্দ থাকাতে পরবর্তী "চ"এর প্রয়োগও অর্থহীন হইয়া পড়ে না। "মন্দিরগৃহ" কথাটি অবশ্য রচনাভঙ্গীর দিক্ হইতে সুষ্ঠু নয়। কিন্তু এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, রচনাসৌষ্ঠবের জন্য কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রসিদ্ধ নয়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষভাবে পুথি-সাহিত্য লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এই সব পুথির লিপিকারেরা কিরূপ অবিশ্বাস্য রকমের ভুল করিতেন। এক লিপিচাতুর্য্য ছাড়া বিদ্যা বা অন্তর্দ্দৃষ্টির বালাই ইহাদের বিশেষ ছিল না। সুতরাং ইহাদের অজ্ঞতা বা অযত্ন-প্রসূত ভুলের বোঝা পরবর্তী যুগের পাঠক ও গবেষককে বহিতে হয়। খুব সম্ভবতঃ এ ক্ষেত্রেও হইয়াছে ঠিক তাহাই। অশিক্ষিত লিপিকারের লেখার ভুলে "মন্দির" শব্দ বিকৃত রূপ ধারণ করিয়াছে "মদিরা"।

ত্রিনাথ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম্ এ

পূর্ববঙ্গ ও উড়িষ্যার নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচলিত এক লৌকিক দেবতার নাম ত্রিনাথ। ইঁহার কোনও মূর্ত্তি, মন্দির বা উপাসনার নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। সাধারণ দেবতার পূজার মত ইঁহার পূজায় পুষ্প বিল্বপত্র বা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। যে কোন দিন সন্ধ্যার সময় উঠানে বা বারান্দায় কয়েক জনে মিলিত হইয়া ইঁহার আরাধনা করা হয়। এজন্য দরকার মাত্র তিনটা পয়সার—এক পয়সার সরিষার তেল, এক পয়সার পান-সুপারি এবং এক পয়সার গাঁজা। জিনিষগুলি তিন ভাগে সাজাইতে হয়। সরিষার তেলে তিনটী প্রদীপ জ্বালাইতে হয়। পান-সুপারি তিন ভাগে রাখিতে হয় এবং তিন কলিকা গাঁজা তৈয়ার করিতে হয়। এইগুলিই পূজার অপরিহার্য উপকরণ। তবে সমাগত লোকদের জন্য কিছু বাতাসারও ব্যবস্থা সাধারণতঃ করা হয়। উপকরণগুলি সামনে সাজাইয়া দেবতার উপাখ্যান বা কথা বলা হয়। তার পর দেবতার মাহাত্ম্যসূচক গান ও ছড়া[১] আবৃত্তি, প্রসাদগ্রহণ ও গঞ্জিকাসেবন। কয়েক জনে মিলিত হইয়া অনুষ্ঠান করা হয় বলিয়া ইঁহার নাম ত্রিনাথের মেলা। সংসারের নানাবিধ বিপদ্-আপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ত্রিনাথের মেলা মানত করা হয়।

১। ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়া অঞ্চলে নিম্নলিখিত ছড়াগুলি সুর করিয়া আবৃত্তি করা হয়:—

আমার ঠাকুর তেন্‌নাথ কিছু নয় রে খায়।
এক পয়সার ত্যাল দিয়া তিন বাতি জ্বালায়।
আমার ঠাকুর তেন্‌নাথ কিছু নয় রে খায়।
এক পয়সার পানগুয়া তিন ভাগে সাজায়।
আমার ঠাকুর তেন্‌নাথ কিছু নয় রে খায়।
এক পয়সার গাজা দিয়া তিন কল্‌কি সাজায়।
আমার ঠাকুর তেননাথ যে করিবে হেলা।
হাত পাও শুকাইয়া যাবে বস্ত্র হইবে কালা।
আমার ঠাকুর তেন্‌নাথ যে করিবে হেলা।
হাত পাও শুকাইয়া যাবে চউখ দিয়া বাইর হবে ড্যালা।
কলিতে তেন্‌নাথের মেলা।
খোড়ায় নাচে কাণায় দেখে বোবায় বোলে বোমভোলা।
সাধু রে ভাই দিন গেলে তেন্‌নাথের নাম লইও।
তেল খায় ব্রহ্মা[র]রে ভাই বিষ্ণু[র] খায় রে পান।
মহাদেবের সিদ্ধি খাইলে শীতল হয় রে প্রাণ।

বিক্রমপুরে প্রচলিত রমাই ফকিরের রচিত কয়েকটা ছড়া শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিক্রমপুরের ইতিহাসে (প্রথম সংস্করণ—পৃ. ৩৭২) প্রদত্ত হইয়াছে।

চৌধুরী বিশ্বনাথ ধন্বন্তরি মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার অষ্টাদশ খণ্ডে (পৃ. ২৫-৭) ত্রিনাথের মাহাত্ম্যসূচক এক উপাখ্যানের বিবরণ দিয়াছিলেন।[২] তাঁহার এই উপাখ্যান কোন্ স্থান হইতে সংগৃহীত, তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। তবে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, এই দেবতার কোনও পাঁচালি তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রবন্ধের পাদটীকায় পত্রিকাসম্পাদক লিখিয়াছিলেন—'আমরা উহা সংগ্রহ করিয়াছি। আগামী সংখ্যায় উক্ত পাঁচালীর বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইবে।' দুঃখের বিষয়, পরিষৎ-পত্রিকায় পাঁচালি লইয়া এ পর্যন্ত আর কোনও আলোচনা হয় নাই। ত্রিনাথের পাঁচালির কোনও পুথি সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় নাই। কিন্তু ত্রিনাথের পাঁচালি নামে একাধিক পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, এইগুলির মধ্যে কোন কোনখানি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন—অধিকাংশই আধুনিক। ইহাদের মধ্যে মহেশচন্দ্র দাস-রচিত পাঁচালি ১০৫নং অপার চিৎপুর রোড হইতে কানাইলাল শীল কর্তৃক (কলিকাতা, ১৩৩৬) ও ৮২নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট হইতে তারাচাঁদ দাস কর্তৃক (কলিকাতা, ১৩৪১) প্রকাশিত। তারাচাঁদের প্রকাশিত পুস্তিকা নবম সংস্করণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই পাঁচালি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন হওয়া সম্ভব। প্রধানতঃ ইহাতে বর্ণিত কাহিনী অবলম্বন করিয়া কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন (১৬২নং নিমু গোস্বামীর লেন হইতে শ্রীজগন্নাথ দাস কর্তৃক প্রকাশিত—সন ১৩৩৫ সাল) ও অশ্বিনীকুমার সোম তত্ত্বনিধি (১৩৩৮—এ. কে. সোম এণ্ড সন্স, সোমলাইব্রেরী, ফেনী, নোয়াখালী) দুইখানি পাঁচালি রচনা করেন। খুলনার ডাক্তার অম্বিকাচরণ বিশ্বাস (বাইসাস্তা, পোঃ—চালনা) ১৩২৫ সালে উড়িয়া ভাষা হইতে অনূদিত একখানি পাঁচালি প্রকাশ করেন। তাঁহার অবলম্বিত মূল উড়িয়া পুথি ত্রিনাথমেলা নামে কাঁথির নীহার প্রেস হইতে বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে (সপ্তবিংশ সংস্করণ—সন ১৩৪০ সাল)।

বিভিন্ন স্থান হইতে প্রকাশিত এই সমস্ত পুস্তিকা ত্রিনাথের জনপ্রিয়তার নিদর্শন সন্দেহ নাই। ইহাদের মধ্যে বর্ণিত মূল কাহিনীর ঐক্য বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়[৩]। এই কাহিনীতে দেবতার স্বরূপের যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক।

ওহে হরি দীনবন্ধু　　অনাথ জনার বন্ধু
　　ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি মহেশ্বর।
তিন দেব একত্তরে　　পূজা প্রকাশের তরে
　　ত্রিনাথ হইল অবতর।—মহেশচন্দ্রের পাঁচালি।

বাংলা কাহিনী হইতে উড়িয়া কাহিনীটী বিস্তৃততর। মূল কাহিনীটী এইরূপ—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সর্বস্ব একটী গরু হারাইয়া যায়। আত্মহত্যা করিতে উদ্যত নিরুপায় ব্রাহ্মণ

২। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার বিক্রমপুরের ইতিহাসে (প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৩৭২) ও অচ্যুতচরণ চৌধুরী শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে (১।৮৮) বিক্রমপুর ও ত্রিপুরায় এই দেবতার পূজার উল্লেখ করিয়াছেন।

৩। আশ্চর্যের বিষয়, ধন্বন্তরি মহাশয় বর্ণিত উপাখ্যানের সহিত এই কাহিনীর কোনও মিল নাই।

দৈববাণীদ্বারা ত্রিনাথের পূজা করিতে আদিষ্ট হন। দেবতার নির্দেশে তিনি নদীতীরে তিনটী পয়সা পাইয়া উহা দিয়া তেল, গাঁজা ও পান কেনেন। তিনি কোঁচার কাপড়ে তেল লইতে চাহিলে মুদি তাঁহাকে ঠকাইবার চেষ্টা করে ও নিজে অপদস্থ হয়। ব্রাহ্মণ ত্রিনাথের ধ্যানে মগ্ন হইলে তাঁহার গুরু আসিয়া উপস্থিত হন এবং লাথি মারিয়া সমস্ত পূজোপকরণ নষ্ট করিয়া দেন এবং সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এদিকে তাঁহার স্ত্রী-পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরে শিষ্যের অনুগ্রহে ত্রিনাথের কল্কেপোড়া ভস্ম গায়ে মাখাইয়া তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিতে সমর্থ হন। তিনি নিজেও ত্রিনাথের মেলার আয়োজন করেন। অনেক লোক সেই উপলক্ষ্যে তাঁহার বাড়ী আসিতে থাকে। পথে এক বোবা ও এক খঞ্জ যাত্রীদের নিকট ত্রিনাথের বৃত্তান্ত শুনিয়া পূজা মানত করিল এবং তাহাদের অন্ধত্ব ও খঞ্জত্ব দূর হইল।

উড়িয়া কাহিনীর মতে ব্রাহ্মণের এই নবীন দেবতার পূজায় রাজা অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পূজায় বাধা দেন এবং নানারূপে বিপন্ন হন। পরে ত্রিনাথের পূজা করিয়া বিপন্মুক্ত হন। এক সদাগর ত্রিনাথের পূজা বিস্মৃত হইয়া কিরূপে বিপন্ন হন ও ত্রিনাথের কৃপায় উদ্ধার পান, তাহার কাহিনীও উড়িয়া পাঁচালিতে দেওয়া হইয়াছে। গুরুর কাহিনী উড়িয়া পাঁচালিতে একটু পৃথক্। এক বৈষ্ণব ত্রিনাথের মেলায় আসিতেন, তাঁহার গুরু একদিন তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে মেলায় আসিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন এবং মেলার জিনিষপত্র লাথি দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন। ফলে তিনি নানা বিপদে পড়েন ও পরে ত্রিনাথের কৃপায় উদ্ধারলাভ করেন।

সভাপতির অভিভাষণ

[বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত]

স্যর্ শ্রীযদুনাথ সরকার

আমার জীবনকাল এখন এক শতাব্দীর তিন চতুর্থাংশ অতিক্রম করিতে চলিল। তাহার উপর আমার কতকগুলি আরব্ধ গবেষণা-কার্য্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সুতরাং আজ আমি পরিষদের সেবা হইতে বিদায় লইবার ন্যায্য দাবী করিতে পারি।

যদিও আমি এই প্রতিষ্ঠানের সহকারী সভাপতি প্রথম বার নির্ব্বাচিত হই ২৭ বৎসর পূর্ব্বে, সেটা নামমাত্র ছিল, মফস্বলবাসিরূপে। কিন্তু কলিকাতায় বাস আরম্ভ করিয়া গত এগার বৎসর ধরিয়া সভাপতি ও সহকারী সভাপতিরূপে আমি ইহার পরিচালনার কাজ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে করিতে পারিয়াছি। স্বর্গীয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আমার সঙ্গে পালাক্রমে সভাপতি ও সহকারী সভাপতির পদ গ্রহণ করায়, তাঁহার শেষ জীবনে সাহিত্য-পরিষদের যে আশ্চর্য্য উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহার সব প্রচেষ্টায় তাঁহার সহযোগ লাভ করিয়া, তাঁহার কার্য্য সফল করিতে সাহায্য করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। কর্ম্ম-জীবনের অন্তে আজ আমি এখানকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ ভুলিয়া যাইতেছি; কিশোর বয়সে আমরা দুজন প্রেসিডেন্সি কলেজে আগপাছ সহপাঠী ছিলাম; জীবন-সন্ধ্যায় আমাদের দুজনের এই যুক্ত চেষ্টার সফলতার আনন্দই আজ আমার মনে আর সব স্মৃতিকে মুছিয়া ফেলিতেছে।

এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণের সম্পত্তি। এরূপ প্রতিষ্ঠানের গৌরব—গৌরব কেন, সুস্থ জীবন পর্য্যন্ত—নির্ভর করে কর্মীদলের সমবেত চেষ্টা ও উচ্চ চরিত্রের উপর। যখন এক দল লোক একই মহান্ উদ্দেশ্য সম্মুখে ধরিয়া, ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং স্বার্থহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ সম্পূর্ণ দমন করিয়া, কোন ক্ষেত্রে জনহিতকর কাজ করেন, এবং ক্রমাগত কয়েক বৎসর ধরিয়া ঐ কাজটি অবিচ্ছিন্নভাবে চালাইতে সক্ষম হন, তখনই তাঁহারা নিজেদের পরিকল্পিত কার্য্যটিকে সফলতায় পৌঁছাইতে পারেন। নহিলে তাঁহাদের সাধনার সিদ্ধি সম্ভব নহে। এইরূপ ক্রমাগত সুব্যবস্থা না থাকিলে সেই প্রতিষ্ঠানটি বৎসর বৎসর এক এক নূতন ওলটপালটের ফলে ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া চলিতে থাকে। ফ্রান্সদেশের গণতন্ত্রে গত ২১ বৎসরে ৪২ বার ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিমণ্ডলের ভাঙ্গন-গড়ন হয়; এবং তাহার ফল ফ্রান্সের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা।

এইরূপ এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ জনসেবার প্রাণালীকে দল পাকান বলিয়া নিন্দা করিবার পূর্ব্বে ইহার কৃত কার্য্যগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। ক্ষমতার যে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা দিয়াই সেই ক্ষমতার নৈতিক মূল্য বুঝা যায়। বাহিরের জগতে যে সব প্রলয়ঝঞ্ঝা গত সাত বৎসর বাঙ্গলার উপর দিয়া গিয়াছে, তাহা আপনারা জানেন,—অর্থত্রাস, লোকনাশ, বাড়ীঘর হইতে উচ্ছেদ, সংস্কৃতির কাজে বিপত্তি, এ সব আপনারা সকলেই বক্ষে

সব ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ও ইহার কোনটি হইতে অব্যাহতি পায় নাই। তাহার উপর কতকগুলি আভ্যন্তরিক কারণে পরিষদের কার্য্যপরিচালনা সব সময় সহজ বা সুখপ্রদ হয় নাই।

কিন্তু হীরেনবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বনিম্ন কার্য্যনির্ব্বাহক এবং বেতনভোগী কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত যাঁহারা সকলে অক্লান্ত চেষ্টায় পরিষদ্‌কে সফলতার এই উচ্চ চূড়ায় তুলিয়াছেন, আমার কর্ম্মজীবনের সন্ধ্যাকালে তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। একজন জগৎ-বিখ্যাত ইংরাজ স্থপতির সমাধিফলকে লেখা আছে, "ইহাঁর স্মৃতিচিহ্ন যদি চাও, তবে এই মন্দিরের চারি দিকে তাকাও।" সেই মত যদি কেহ আমাকে বলেন, "তুমি যে কর্ম্মীদের এত প্রশংসা করিলে, তাঁহারা এমন কি করিয়াছেন?" তবে তাহার উত্তরে আমি বলিব, "তাঁহাদের কীর্ত্তির জন্য দেখুন, এই পরিষদ্‌হলের বর্ত্তমান রূপ, এই রমেশ-ভবনের দ্বিতল গৃহ, এই সব সুষ্ঠু সংস্করণ বঙ্গ-সাহিত্য-রত্ন-গ্রন্থমালা ও সাহিত্যিক-জীবনী ও প্রমাণপঞ্জী,—আর আজকার উদ্বৃত্তপত্রে প্রকাশিত আমাদের পুঁজির অঙ্ক এবং বারো বৎসর আগে ঐ ঐ ফণ্ডের কি দশা ছিল।"

আমাদের বয়স্থ সদস্যদের স্মরণ থাকিবে, বারো বৎসর আগে পরিষদের আর্থিক অবস্থা কি ভীষণ শঙ্কাজনক ছিল; তখন কর্ম্মচারীদের বেতন দু মাস করিয়া বাকী থাকিত, কাগজের দাম, দৈনিক খরচ ও প্রেসের দেনার জের চলিত; এর উপর স্থায়ী তহবিল হইতে সাময়িক-ভাবে ধার লইয়া তাহাতে ও বাজার-দেনায় আট হাজার টাকা ঘাটতি পড়িয়াছিল। দেনা শোধের পথ দেখা যাইত না, আট নয় হাজার টাকার উপর অনাদায়ী মাসিক চাঁদা খাতায় লেখামাত্র ছিল। আর, আজ ক'বৎসর ধরিয়া সব কর্ম্মচারীই ঠিক সময়ে বেতন পাইতেছেন, দুঃসময় দেখিয়া সকলকেই বেতন বৃদ্ধি, ভাতা এবং বোনাস দিয়া রক্ষা করিয়া হৃষ্টচিত্তের কাজ পাওয়া যাইতেছে। স্থায়ী তহবিলের সব পূর্ব্বঋণ শোধ করিয়া, ঐ তহবিল বাড়াইয়া ষোল হাজার করা হইয়াছে।

১৩৪৫ বঙ্গাব্দে ঝাড়গ্রামের বদান্য রাজা নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর দশ হাজার টাকা দান করিয়া সদ্‌গ্রন্থ-প্রকাশের এক ফণ্ড স্থাপিত করেন। এই সাত বৎসরে পরিষদের কর্ম্মীদের পরিচালনায় ফণ্ডের মূলধন বাড়িয়া ১৩৮০০৲ হইয়াছে, এবং ফণ্ডের প্রকাশিত ২৬,০০০৲ দামের পুস্তক বিক্রয়ের জন্য মজুদ আছে—অর্থাৎ সমস্ত খরচ বাদে ফণ্ডের মূলধন প্রায় চারি গুণ হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে লালগোলার বদান্য মহারাজ স্যর যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর একটি প্রকাশন-ফণ্ড স্থাপন করিয়াছিলেন। পরিষদের এই আজন্ম-সুহৃদ্ শতায়ু হইয়াও আমাদের আশীর্ব্বাদ করিতেছেন; তাঁহাকে এবং স্বর্গীয় মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্রকে আজ আমরা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে স্মরণ করি।

কিন্তু উচ্চ অট্টালিকা বা স্ফীত কোষাগার দিয়া সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানকে বিচার করা হয় না। আমার গত এগার বৎসরে বঙ্গ-সাহিত্যের সেবায় কি কাজ করিয়াছি, তাহাই দেখি। বঙ্গভাষায় শ্রেষ্ঠ সেবকদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী প্রথমে সুন্দর সংস্করণে ছাপা

হয়, আমাদের অর্থে নহে, কিন্তু আমাদের কর্ম্মীদের যত্নে। তার পর আমাদের নিজস্ব মাইকেল, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, ভারতচন্দ্র, এ সকলের গ্রন্থাবলীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণ শেষ করিয়া রামমোহনের বাঙ্গলা গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছি, একখানি মুদ্রিত হইয়াছে। এর পর রামমোহন শেষ এবং হেমচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আরম্ভ করা যাইবে স্থির হইয়াছে। আলালের ঘরের দুলালের পরিষৎসংস্করণ দুই বার ছাপিতে হইতেছে, বঙ্কিম ও মাইকেলের কতকগুলি গ্রন্থ দ্বিতীয়, এমন কি, তৃতীয় বার প্রকাশিত করিতে বাধ্য হইয়াছি; কারণ, পণ্ডিতসমাজে ও শিক্ষাজগতে সাহিত্য-পরিষদের সংস্করণই প্রামাণিক বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। সঞ্জীবচন্দ্রের "পালামৌ" শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ আকারে আমরা ছাপিয়াছি। সাহিত্য-সাধক-চরিত-মালার পঞ্চাশ সংখ্যা বাহির হইয়াছে এবং কোন কোন খণ্ড দুই তিন বার ছাপিতে হইয়াছে।

ইংরাজী ১৮৬৭ হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত যে সকল উল্লেখযোগ্য বাঙ্গলা বই প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার বিশুদ্ধ তালিকা বহু পরিশ্রমে সংকলন করা হইতেছে। ইহা ছাপিলে আমাদের সাহিত্য-গবেষণাকারীদের বিশেষ সুবিধা হইবে। পরিষদ্ এই সব কাজ কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সাহায্য না লইয়া সম্পন্ন করিয়াছে, যাহার দৃষ্টান্ত অন্য দেশে দুর্লভ।

সম্পত্তি রক্ষার দিক্ হইতে গত কয়েক বৎসরে নিয়মাবলী ও ট্রষ্টডীড্ (ন্যাসপত্র) সরকারের নির্দ্দেশ অনুসারে সংশোধিত করা হইয়াছে, নূতন নিয়মের দ্বারা কাজের সুব্যবস্থা ও পরিষদের স্বার্থরক্ষা করার পথ সুগম করা হইয়াছে। আইনের কাজে স্বর্গীয় হীরেন্দ্রবাবুর মত সুহৃদ্-সহায়কের পদ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত সুচারুরূপে পূরণ করিয়াছেন।

এই সুদীর্ঘ কাল অতি ঘনিষ্ঠভাবে সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য দেখিয়া, ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে কটি কথা আমার মনে স্থান পাইয়াছে, তাহাই বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

প্রথমতঃ, আমাদের তরুণ আগ্রহশীল কর্ম্মী চাই। আপনাদের সভাপতিগণ অনেক বর্ষ ধরিয়া বাহাত্তরের নিকটে বা তদূর্দ্ধে পৌঁছিয়াছেন, সহকারী সভাপতিগণও প্রায়শই তদ্রূপ। এগুলি যেন ভব্যতার খাতিরে করা হয় ধরিলাম। কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মিগণ তরুণ না হইলে প্রতিষ্ঠান পঙ্গু হইয়া ক্রমে মারা যায়। আমরা নানা বিভাগে শ্রমী, সজাগ, স্বার্থত্যাগী, যুবক সাহিত্য-সেবক চাই। আমাদের ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, দীনেশচন্দ্র ও চিন্তাহরণ, সকলেই পরিণতবয়স্ক, বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছেন। ইঁহাদের স্থান লইবার মত লোক কোথায় তৈয়ারী হইতেছে, আমি ত দেখিলাম না। দ্বিতীয়, একজন শিক্ষিত সাহিত্যিক অথচ কর্ম্মকুশল বেতনভোগী সেক্রেটারি আবশ্যক, যিনি প্রত্যহ তিন চারি ঘণ্টা করিয়া পরিষদে আসিয়া কার্য্যচালনা করিবেন। রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল এ জন্য একজন পণ্ডিত প্রফেসরকে মাসিক দেড়শত টাকা পাথেয় দিয়া নিযুক্ত করিয়া এই দু'তিন বৎসরে আরও কার্য্যে বেশ উন্নতি করিয়াছে। তৃতীয়, আমাদের স্থায়ী তহবিলে যদি আরও দশ বারো হাজার টাকা বাড়ান যায়, তবে উহার স্থদ হইতে অন্ততঃ অর্দ্ধেক মাসিক বেতন পূরণ হইবে; কর্ম্মচারীরা নিশ্চিন্ত হইয়া কাজ করিবে। চতুর্থ, আরও একজন লাইব্রেরিয়ান আবশ্যক, কারণ, গ্রন্থসংখ্যা বাড়িয়াছে এবং দ্রুতবেগে অসম্ভব বাড়িতেছে। এগুলির যত্ন

ও রক্ষা করার জন্য বেহারারা যথেষ্ট নহে। পঞ্চম, আমেরিকার বিখ্যাত পুস্তকাগারে যেমন মহাপণ্ডিত উপদেষ্টা বসিয়া থাকেন, সেইরূপ পাঠে সাহায্যকারী অধ্যাপকদের কিছুক্ষণ করিয়া যদি পরিষদে আনিয়া বসান যায়, তবেই আমাদের এই বিশাল গ্রন্থাগার সার্থকজীবন এবং ফলপ্রসূ হইবে। এজন্য তাঁহাদের কিছু দক্ষিণা দিতে হইবে। ষষ্ঠ, কলাগৃহের দ্রব্য ও মুদ্রাগুলির বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত ও মুদ্রণ করা অত্যাবশ্যক। ইহাতে বিলম্ব করিলে আমাদের দুর্নাম ও পার্থিব ক্ষতি হইবে। আমাদের ইংরাজী পুস্তক-সংগ্রহও অমূল্য, তাহার ক্যাটালগ ছাপিতে হইবে। সপ্তম, সকলের উপর চাই সদস্যগণের মধ্যে সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের স্পৃহা, সমবেত চেষ্টা করিবার আগ্রহ, প্রকৃত সাহিত্যসেবীর মনোবৃত্তি। ইহার অভাবে কোটি টাকার প্রতিষ্ঠানও বন্ধ্যা হইয়া যায়, কালের কঠোর শাসনে প্রাণ হারায়। এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ স্থিরবুদ্ধি কর্ম্মঠ সেবকগণ পাইব, এই আশায় বুক বাঁধিয়া আছি। ইহাই আমার বিদায়-প্রার্থনা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

একপঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বান্ধব—বর্ষশেষে পরিষদের এই দুই জন বান্ধব আছেন—১। মহারাজ স্যর শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, ২। রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য—১৩৫১ বঙ্গাব্দের শেষে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা—

বিশিষ্ট-সদস্য—১। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, ২। রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর এবং ৩। ডক্টর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আজীবন-সদস্য—১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, ৩। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৪। শ্রীগণপতি সরকার, ৫। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৮। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৯। শ্রীব্রজেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ১১। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১২। শ্রীহরিহর শেঠ, ১৩। ডক্টর শ্রীমেঘনাদ সাহা, ১৪। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ১৫। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায় এবং ১৬। শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ।

অধ্যাপক-সদস্য—বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১২ হইয়াছে।

মৌলভী-সদস্য—কেহই এই শ্রেণীর সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই।

সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের শেষে ১১৫৯ ছিল।

সহায়ক-সদস্য—এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বর্ষশেষে ১৫ ছিল।

পরলোকগত সদস্যগণ—(ক) আজীবন-সদস্য—১। প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ২। লালবিহারী দত্ত।

(খ) সাধারণ-সদস্য—১। অমৃতনারায়ণ গুপ্ত, ২। কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, ৩। কেশবচন্দ্র রায়, ৪। গঙ্গাধর ঘোষ, ৫। নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। রায় বাহাদুর নির্ম্মলশিব বন্দ্যো-পাধ্যায়, ৭। পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য্য, ৮। বাহাদুর সিংহ সিংহী, ৯। যতীন্দ্রনাথ মল্লিক, ১০। রামশশী মিত্র, ১১। সতীশচন্দ্র আঢ্য, ১২। সন্তোষকুমার দত্ত, ১৩। ডাক্তার সরসীলাল সরকার।

ইঁহাদের মধ্যে প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক, গ্রন্থাধ্যক্ষ, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য এবং বিজ্ঞান-শাখার আহ্বানকারিরূপে বহু দিন পরিষদের সেবা করিয়াছিলেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী—১। গিরিজাকুমার বসু, সহকারী সম্পাদক ও আয়-ব্যয়পরীক্ষকরূপে পরিষদের সেবা করিয়াছিলেন। ২। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩। মহা-মহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন, ৪। চারুচন্দ্র রায়, ৫। হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—ইঁহারা সকলেই এককালে পরিষদের সদস্য ছিলেন, এবং ৭। সরোজনাথ ঘোষ।

অধিবেশন—আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল,—(ক)

পঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন—৩১এ ভাদ্র, (খ) মাসিক অধিবেশন—২৯এ পৌষ প্রথম, এবং ২৬এ চৈত্র দ্বিতীয়। এই সকল অধিবেশনে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য—সাধারণ ও অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচন, ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচন, প্রবন্ধাদি পাঠ ও সদস্যগণের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ হয়।

(গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা—আলোচ্য বর্ষে ১। ২৬এ চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের, বর্ত্তমান বর্ষের ২৩এ জ্যৈষ্ঠ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বার্ষিক স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান হয় এবং বর্ত্তমান বর্ষে ১৫ই আষাঢ় (২৯এ জুন) লোয়ার সার্কুলার রোড গবর্মেণ্ট গোরস্থানে মধুসূদনের সমাধি-স্তম্ভের উপর পুষ্পমাল্য প্রদান এবং কবির স্মৃতির উদ্দেশে প্রার্থনা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হয়।

প্রতিষ্ঠা-উৎসব—আলোচ্য বর্ষে স্থানাভাববশতঃ পরিষদের প্রতিষ্ঠা উৎসবের আয়োজন করা হয় নাই।

কার্য্যালয়—সভাপতি—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার; সহকারী সভাপতি—মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীহরিহর শেঠ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ এবং ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী; সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; সহকারী সম্পাদক—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু; পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়; গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল; কোষাধ্যক্ষ—কুমার শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর; পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আলোচ্য বর্ষে এবং বর্ত্তমান সময়ে সকল দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতাবশতঃ কর্ম্মচারিগণের অভাব আংশিক লাঘব করিবার জন্য (ক) সকলেরই বেতন বৃদ্ধি করা হইয়াছে, (খ) সকল ক্ষেত্রেই কিছু কিছু মাসিক ভাতা দেওয়া হইয়াছে এবং (গ) পূজার সময় এক মাসের বেতন অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৩০৲ বা তন্নিম্ন বেতনভোগীদিগকে একখানি করিয়া ধুতি ও পিয়নদের সকলকে একটি করিয়া জামা দেওয়া হইয়াছে। পরিষদের কর্ম্মচারী শ্রীনরেন্দ্রনাথ পাল কার্য্য ত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে উক্ত পদে নিয়োগ করা হইয়াছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি—নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন—(ক) সদস্যগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত—

১। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ২। শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৩। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ৪। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ৫। রেভারেণ্ড ফাদার এ দোঁতেন, এস-জে, ৬। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ৭। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৮। কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, ৯। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ১০। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ১১। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১২। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, ১৩। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৪। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ১৫। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬। শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১৭। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৮। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ১৯। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ২০। প্রফুল্লকুমার সরকার, পরলোক গমনের পর শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার। (খ) শাখা-পরিষদের নির্ব্বাচিত—২১। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ২২। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীব্রহ্মানন্দ সেন, ২৪। শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক। (গ) কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষে—২৫। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৬। শ্রীরাধানাথ দাস।

নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলির মন্তব্য গৃহীত ও সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছে,—১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) কমলা লেকচারশিপ সমিতিতে ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ২। জগত্তারিণী পদক সমিতিতে শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, (গ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেকচার নির্ব্বাচন সমিতিতে শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (ঘ) সরোজিনী পদক-সমিতিতে শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও (ঙ) লীলা দেবী পুরস্কার সমিতি ও লীলা দেবী লেকচারশিপ সমিতিতে শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

২। আগামী মাঘ মাসে কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের শত-বার্ষিক জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

৩ নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল—

(·) সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখা, (খ) আয়-ব্যয়, (গ) পুস্তকালয়, (ঘ) চিত্র-শাল', (ঙ) ছাপাখানা, (চ) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন এবং (ছ) প্রতিষ্ঠা উৎসব-সমিতি।

রমেশ-ভবন—আলোচ্য বর্ষেও রমেশ-ভবনের সম্পূর্ণ দ্বিতল গবর্মেণ্ট রেশনিং অফিসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

(ক) চুঁচুড়ার অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় নবীনচন্দ্র সেনের দুইখানি, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ১২খানি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২খানি এবং কৃষ্ণদাস পালের ১০খানি স্বহস্তলিখিত পত্র এবং (খ) শ্রীহরিহর শেঠ চন্দননগরের প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানাদির নক্‌সা ও চিত্র মোট ১২খানি চিত্রশালায় দান করিয়াছেন।

বাঙ্গালার লাট-পত্নী শ্রীযুক্তা কেসি লাট-ভবনে (২৬ এপ্রিল হইতে ৩ মে ১৯৪৫) প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাহাতে পরিষদের কয়েকটি প্রাচীন প্রস্তর ও ধাতু-মূর্তি প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল।

পুথিশালা—আলোচ্য বর্ষে পুথিশালায় মাত্র ৪ চারিখানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে একখানি উপহার দিয়াছেন শ্রীচন্দ্রভূষণ শর্ম্মা মণ্ডল। অপর তিনখানি পুরাতন পত্ররাশি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সংস্কৃত টীকাসমন্বিত বাঙ্গালা পুথি একখানি এবং সংস্কৃত পুথি তিনখানি। এই চারিখানি পুথি তালিকাভুক্ত করিয়া বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে,—বাঙ্গালা ৩২৪৬, সংস্কৃত ২০৯৪, তিব্বতী ২৪৪, অসমীয়া ৩, ওড়িয়া ৪, হিন্দী ২, ফার্সী ১৩—মোট ৫৯০৬।

গ্রন্থাগার—আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৩১৬ খানি পুস্তক সংযোজিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পুস্তকালয়-সমিতির নির্দ্দেশ-মত ক্রীত ২০৫ খানি ও উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত ১১১ খানি। ক্রীত পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য,—১। রামমোহন রায় (রবীন্দ্রনাথ) ১ম সং, ২। ঔপনিষদ ব্রহ্ম (ঐ), ৩। সুরুচির কুটীর (দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়) ১২৯১, ৪। এই এক প্রহসন, ১২৮৮, ৫। প্রাণকৃষ্ণ ঔষধাবলী ১ম সং (প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস), ৬।

রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী (আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ), ৭। রোমের ইতিহাস ১ম সং, (ভূদেব), ১৮৬৯, ৮। বিদ্রোহ ১ম সং, ১২৯৭, ৯। হুগলীর ইমামবাড়ী ১ম সং, ১২৯৪, ১০। ভারতী ১২৮৬।

যে সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক-পত্রিকা উপহার পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য,— ১। Bengal Library, ২। Archaeological Survey of India, ৩। Smithsonian Institution, ৪। Geological Survey of India, ৫। Manager of Publication, Delhi, ৬। কর্ম্মসচিব বিশ্বভারতী, ৭। Manager, Asutosh Library.

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও গ্রন্থাদি ক্রয় করিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। পরিষৎ কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট এই জন্য কৃতজ্ঞ।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের জন্য নিম্নোক্ত নিয়ম গৃহীত হইয়াছে—পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে পুস্তক আদান-প্রদান করিতে হইলে বিশিষ্ট-সদস্য ও আজীবন-সদস্য ব্যতীত আর সকল শ্রেণীর সদস্যকেই আগামী ২রা বৈশাখ ১৩৫২ হইতে পরিষৎকার্য্যালয়ে পাঁচ টাকা জমা রাখিতে হইবে।

বিশেষ বিধি—যে সকল সদস্য বার্ষিক ১২৲ বারো টাকা বা তদূর্দ্ধ টাকা চাঁদা দিয়া থাকেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে গ্রন্থাগারে ৫৲ আমানত জমা দেওয়ার নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না।

এতদ্ব্যতীত গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলির গ্রন্থকারানুসারিণী তালিকা প্রণয়নের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

গ্রন্থপ্রকাশ—(ক) সাধারণ তহবিল হইতে—(১) আলোচ্য বর্ষে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় নিম্নোক্তসংখ্যক গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে,—৪৬। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৭। নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, ৪৮। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং ৫০। রাজকৃষ্ণ রায়। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-রচিত ৪৯ সংখ্যক গ্রন্থ 'রাজনারায়ণ বসু' যন্ত্রস্থ। এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলির চাহিদা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, অনেকগুলির দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইয়াছে।

(২) ডক্টর শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু-রচিত 'স্বপ্ন' গ্রন্থের পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩-৪) স্থির হইয়াছে যে, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-রচিত 'শকুন্তলা'র এক প্রামাণিক সংস্করণ এবং টেকচাঁদ ঠাকুর-রচিত 'আলালের ঘরের দুলালে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হইবে।

(খ) ঝাড়গ্রামরাজ-গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে—(১) বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর অন্তর্গত চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, রাধারাণী, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত্রের দ্বিতীয় সংস্করণ এবং কৃষ্ণকান্তের উইলের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) মধুসূদনের 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩) দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(৪) রামমোহন রায়ের 'সহমরণ'বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং 'চারি প্রশ্ন' বিষয়ক আলোচনার মুদ্রণ চলিতেছে।

ঝাড়গ্রাম-রাজগ্রন্থপ্রকাশ তহবিলভুক্ত উক্ত গ্রন্থগুলির সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস। বর্ষমধ্যে এই তহবিলভুক্ত গ্রন্থগুলির বিক্রয় দ্বারা কিঞ্চিদধিক ২৬২৫০৲ পাওয়া গিয়াছিল, গ্রন্থমুদ্রণাদির ব্যয় বাদে ১৩,৮০০৲ টাকার কিছু বেশী উদ্বৃত্ত আছে এবং প্রায় ২৫৯০০৲ মূল্যের গ্রন্থ মজুদ আছে।

(গ) লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল।—চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নিঃশেষিত হওয়ায় শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় এবং এই তহবিলের অর্থে উহার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হইবে। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে।

(ঘ) 'সাহিত্য-নিকেতন' হইতে প্রকাশিত এবং পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীভুক্ত 'বাংলার কবি ও কাব্য' গ্রন্থমালায় "ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়" শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—একপঞ্চাশত্তম ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা প্রথম-দ্বিতীয় এবং তৃতীয়-চতুর্থ—এই দুইটি যুগ্ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ নিয়ন্ত্রণের ফলে পত্রিকার কলেবর সংক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছে। চারি সংখ্যায় এই কয় শ্রেণীর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে,—ইতিহাস—৮, ভাষাতত্ত্ব—২, প্রাচীন সাহিত্য—১ এবং বিবিধ বিষয়ে ২টি প্রবন্ধ।

বঙ্গীয় রাজসরকার—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশের জন্য বার্ষিক সাহায্য ১২০০৲ বঙ্গীয় রাজসরকার দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এই জন্য পরিষৎ বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা করপোরেশন—আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত করপোরেশন পরিষদ্‌ মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অন্যতম শর্ত্তানুসারে দুই জন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এবং পুস্তকালয় ও চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার—আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে চারি জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, একজন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে ও একজন মহিলা সাহিত্যিককে নিয়মিত মাসিক সাহায্য দান করা হইয়াছিল এবং ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকারী ব্রজমোহন দাস বাবাজীকে (অধুনা পরলোকগত) এককালীন ৫০৲ সাহায্য করা হইয়াছিল। এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য যে সকল পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিক্রয় করিয়াও কিছু অর্থাগম হইয়াছে।

স্মৃতিরক্ষা—কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের স্ত্রী শ্রীযুক্তা কনকলতা দত্তের সৌজন্যে এবং শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় (ক) অক্ষয়কুমার দত্ত ও (খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের তৈলচিত্র দান করিয়াছেন।

বঙ্কিম-ভবন—আলোচ্য বর্ষে কাঁটালপাড়াস্থ বঙ্কিম-ভবনের সংরক্ষণ তহবিলে ৪২৷৶৬ আয় হইয়াছে। এই তহবিলে আলোচ্য বর্ষের শেষে ৮৫৷৶৭ উদ্বৃত্ত আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নৈহাটী-শাখার তত্ত্বাবধানে এই ভবন রক্ষিত হইতেছে।

শাখা-পরিষৎ—আলোচ্য বর্ষে মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, উত্তরপাড়া, গৌহাটী, শিবপুর, রাঁচী, কাশী, ভাগলপুর, নৈহাটী, বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম ও জাঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগর শাখায় যথারীতি অধিবেশনাদি হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষের আষাঢ় মাসে নৈহাটী শাখা-পরিষদের আয়োজনে বঙ্কিম-ভবনে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুর তমলুকে নূতন শাখা-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আসিয়াছে।

বিশেষ দান—আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট চাঁদা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ-পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র মল্লিকের নিকট হইতে ১০০৲ এবং শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের নিকট হইতে ১৫০৲ দান পাওয়া গিয়াছিল। দাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

আয়-ব্যয়—পরিষদের ১৩৫১ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয়ের বিবরণ এবং উদ্বৃত্ত-পত্র (ব্যালান্স-শীট) সদস্যগণের নিকট পূর্ব্বেই প্রেরিত হইয়াছে। উহা হইতে দেখা যাইবে যে, বিগত বর্ষের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে চাঁদা, প্রবেশিকা ও গ্রন্থাবলী বিক্রয় বাবদ আয় বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আয়ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী সযত্নে সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

উপসংহার—বিগত পাঁচ বৎসর দেশের অতিশয় দুঃসময়ে রাষ্ট্রীয় বহুবিধ বিপর্য্যয়ের মধ্যে আমি আমার সহকর্ম্মীদের সাহায্যে ও দেশবাসীর সহানুভূতির মধ্যে যথাসাধ্য আমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি। যে আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে আমরা কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম, ভগবানের কৃপায় এই দুর্দ্দিনেও তাহা অতিক্রম করিয়া একটা আর্থিক দৃঢ় ভিত্তির উপর ইহাকে দাঁড় করাইতে পারিয়াছি। আশা করি, বাঙালী জাতির এই সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজনক প্রতিষ্ঠানটি অতঃপর উত্তরোত্তর উন্নতি করিয়া ভারতবর্ষেরও গৌরব হইয়া উঠিবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ,
বঙ্গাব্দ ১৩৫২,
৬ আশ্বিন।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক

২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা

শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৫২শ ভাগ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীমন্মথমোহন বসু এম-এ

সহকারী সভাপতি

স্তর শ্রীযদুনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট্, সি, আই, ই	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ	শ্রীরায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল
শ্রীরাজশেখর বসু এম-এ	শ্রীহরিহর শেঠ
ডক্টর শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু এম-বি, ডি-এস্-সি	শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, বি-এ
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, বি-এ	শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ,

পত্রিকাধ্যক্ষ ঃ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, এম-এ

গ্রন্থাধ্যক্ষ ঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ ঃ কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এম-এ

চিত্রশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, এম-এ, বি-এল

পুথিশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু, বি-এসসি, জি-ডি-এ, আর-এ   শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী আর-এ

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, এম-এ, ২। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, ৩। শ্রীঅমল হোম, ৪। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, এম-এ, ডি-লিট এণ্ড ফিল্, ৫। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল, ৬। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, এম-এ, ৭। রেভারেণ্ড ফাদার এ দোঁতেন, এস্-জে, ৮। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৯। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১১। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, এম-এ, ১২। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, ১৩। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, এম-এ, ১৪। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১৫। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ১৬। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৭। শ্রীনীরদমোহন সিংহ রায়, ১৮। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ১৯। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, এম-এ, ২০। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এসসি, ২১। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, ২২। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক, ২৪। শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, ২৫। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৬। শ্রীরাধানাথ দাস।

৫২শ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৫২শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা
১৩৫২

বাংলা-সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ-অবদান

ডক্টর শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া

প্রত্যেক দেশ, জাতি, সম্প্রদায়, সমাজ কিম্বা পরিবারের এমন এক সময় আসে, যখন আমরা জানিতে চাহি, ইহার কোন ঐতিহ্য আছে কি না, যাহা ইহার বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করিয়াছে। ঐতিহ্য মাত্রের দুইটি দিক্ আছে। ইহার ভিতরের দিক্ সংস্কৃতি বা কৃষ্টি, যাহাকে আমরা ইংরেজীতে বলি কালচার। ইহার বাহিরের দিক্ সভ্যতা বা সিভিলাইজেশন্। চিন্তা, কল্পনা, ভাবধারা, ধর্ম্মবিশ্বাস এবং যাবতীয় জ্ঞান-সম্পদ্ সংস্কৃতির অন্তর্গত। ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, এবং যাবতীয় জাতীয়, রাষ্ট্রীয় এবং ধার্ম্মিক প্রতিষ্ঠান লইয়াই সভ্যতা। সংস্কৃতি ঐতিহ্যের অধ্যাত্ম রূপ এবং সভ্যতা ইহার স্থায়ী বাহ্য রূপ। সংস্কৃতিতে আছে, নব নব আদর্শ রূপের উদ্ভাবনী শক্তি এবং সভ্যতায় পাই অভিনব নির্ম্মাণ-কৌশল। যেমন একদিকে সংস্কৃতিতে দেখি, অধ্যাত্মজীবনের উৎস এবং প্রবাহ, তেমন অপর দিকে সভ্যতায় পাই ইহার যথার্থ প্রকাশ, পরিচয় ও নিদর্শন। ঐতিহাসিক, সভ্যতার নিদর্শনগুলি দেখিয়া উহাদের সাহায্যে অধ্যাত্মজীবনের প্রগতির ধারা ও ক্রম, স্বরূপ ও আকার নির্ণয় করিতে যান। শুধু তাহাতেও বিচক্ষণতা দেখাইয়া তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হয় না, উপযুক্ত কারণ সহ সৃষ্টির উৎকর্ষ অপকর্ষ দেখানও তাঁহার বিশেষ কর্ত্তব্যের মধ্যে। মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে যথার্থ সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করিতে হইলে ধীরতা ও বিজ্ঞতার সহিত নানা দিক্ হইতে বিচার ও নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক—কোথায়, কখন এবং কাহার দ্বারা কি ভাবে, কি পরিমাণে ও কিরূপ স্তরে তাহা উন্নীত হইয়াছে এবং তাহার উৎকর্ষ অপকর্ষও বা কিরূপে ঘটিয়াছে। নচেৎ কবিতা লিখিয়া জন-সমাজে প্রকাশ করিলেই কবি হইলেন, যা তা লিখিয়া ছাপাইলেই লেখক ও সাহিত্যিক হইলেন, তুলী হাতে নিলেই চিত্রকর হইলেন, ধর্ম্মকথা বলিলেই ধর্ম্মকথিক হইলেন অথবা দুই চারিটী ঘোরে আলাপ করিতে পারিলেই দার্শনিক হইলেন ধারণা জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হয়। ইহাতে শুধু প্রশ্রয় দেওয়া হয় পল্লবগ্রাহিতাকে এবং হেয় করা হয় বিভিন্ন বিষয়ে প্রকৃত সাধকের জীবনব্যাপী সাধনাকে।

অবশ্য এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই নহে যে, সব ক্ষেত্রে সকলের পক্ষে বিচারের সমান মাপকাঠি। প্রগতির ধারায় এই মাপকাঠিরও পরিবর্ত্তন হয়, হইয়াছে, হইতেছে, হইবেই। আমি এমন কথাও বলিতে চাহি না যে, বনানীর মধ্যে শুধু বনস্পতিই জন্মাইবে ও বিরাজিত থাকিবে, এবং অপর কোন উদ্ভিদ ও গুল্মলতার আপন আপন ভাবে ও শক্তিতে জন্মিবার ও বিরাজ করিবার অধিকার থাকিবে না। আমি জানি, বনানীর বহু উদ্ভিদ্-পরিবারের মধ্যে

বিরাজ করিয়াই বনস্পতির মহত্ব, মর্যাদা ও গৌরব। কবি শশাঙ্কমোহনের ভাষায় বলিতে গেলে, সহস্র জন কবিতা রচনা করিলেও "কবি হয় একজন" এবং শত জন হাতে তুলী ধরিলেও চিত্রকর হয় একজন। যেমন একদিকে বনস্পতি লইয়াই বনানীর মর্যাদা, তেমন অপর দিকে বনানীর সমষ্টিগত সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের গৌরব প্রকাশ করিয়াই বনস্পতির জীবন ধন্য। রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় ভাষায় বলিতে গেলে,

"শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় সকল সে শৌখিন মজদুরি।
... ...
সাহিত্যের ঐক্যতান-সংগীতসভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়।"

আমার শুধু বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যে দেশ, জাতি, সম্প্রদায় অথবা সমাজ যতই নব নব আদর্শ রূপ রচনা করিয়া অগ্রসর হইতে পারে, ততই তাহা প্রগতিশীল।

বাংলা-সাহিত্যে বৌদ্ধগণের উল্লেখযোগ্য কোন দান আছে কি না এবং থাকিলে তাহার গতি ও প্রকৃতি কিরূপ, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। প্রশ্নটী তুলিয়াছেন চট্টলের প্রাচীন পুথির তালিকা-সংগ্রাহক শ্রদ্ধাস্পদ মৌলবী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় মাসিকপত্র ভারতবর্ষে। "মঘা খমুজা"ই আধুনিক বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বৌদ্ধগ্রন্থ। ইহা একটী অনুবাদ-গ্রন্থ, যাহাতে মূলগ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। বাংলার বৌদ্ধগণের নিকট "মঘা" শব্দের পারিভাষিক অর্থ বর্ম্মিজ অক্ষরে লিখিত এবং পালি কিম্বা ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় রচিত বৌদ্ধ-শাস্ত্রগ্রন্থ। শব্দটী সংস্কৃতিগত, জাতিবাচক নহে, যেমন মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নাথগুরুদের নাম অধ্যাত্মসাধনাসূচক, জাতিসূচক নহে। "মঘা খমুজা" পুস্তকের পুথির পরিচয় দিতে গিয়া আব্দুল করিম সাহেব বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বড়ুয়াদের জাতিগত কতকগুলি অবান্তর কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ উক্ত মাসিকপত্রে তাঁহার বিবৃতির প্রতিবাদ করি নাই। তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত স্নেহবশতঃ বাংলাভাষায় বড়ুয়াদের সাহিত্যচর্চ্চাপ্রসঙ্গে কর্ণফুলীর উত্তর কূলে আমার এবং দক্ষিণ কূলে বন্ধুবর ৺গজেন্দ্রলাল চৌধুরীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। তিনি জানিতেন না যে, পালি মজ্‌ঝিমনিকায়ের প্রথম খণ্ডের অনুবাদক আমি এবং বেস্‌সন্তরজাতকের অনুবাদক গজেন্দ্রলাল, এই দুইয়ের মধ্যে কেহই বাংলাভাষায় বড় সাহিত্যিক নহি। বাংলায় বড়ুয়াদের মধ্যে যাঁহারা যশস্বী লেখক, কবি কিম্বা সাহিত্যিক, তাঁহাদের কাহারও নাম তিনি ভুলক্রমেও করেন নাই।

যদি আমরা "মঘা খমুজা"কে বাংলা ভাষায় আদি বৌদ্ধগ্রন্থ মনে করি, তাহা হইলে ইহার রচনাকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অন্ততঃ এক শতাব্দী অতীত হইয়াছে। বাংলা-সাহিত্যে এই শত বর্ষের বৌদ্ধ অবদানকে "গুরু-ঠাকুরী", "বিদ্যাসাগরী", "নবীনসেনী", "নবং" এবং "পাশ্চাত্য"—প্রধানতঃ এই পাঁচ-যুগপর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক যুগপর্য্যায়ে আদি, অন্ত ও

মধ্য, এই তিন যুগক্রম কল্পনা করা চলে। গুরু ঠাকুরী ও নবযুগের মধ্যে পণ্ডিত ৺ধর্ম্মরাজ বড়ুয়া, পণ্ডিত ৺নবরাজ বড়ুয়া, স্বর্গত অগ্‌গসার মহাস্থবির, ডাক্তার ৺রামচন্দ্র বড়ুয়া এবং কবি ৺সর্ব্বানন্দ বড়ুয়ার আবির্ভাব হয়। নবরাজের জন্মস্থান বৈদ্যপাড়া গ্রাম, অগ্‌গসারের জন্মস্থান হোয়ারাপাড়া এবং অপর তিন জনের জন্মস্থান আবুরখিল গ্রাম। তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার রামচন্দ্র বড়ুয়ার জন্ম ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে, এবং মৃত্যু ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর, রবিবার ; পণ্ডিত ধর্ম্মরাজের জন্ম ১২২২ মঘীর (১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের) ১০ই কার্ত্তিক এবং মৃত্যু ১২৩৬ মঘী (১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের) ১লা চৈত্র, রবিবার ; এবং কবি সর্ব্বানন্দের জন্ম ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস এবং মৃত্যু ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল (২রা বৈশাখ)। ডাক্তার রামচন্দ্র পঁচাত্তর বৎসর বয়সে, পণ্ডিত ধর্ম্মরাজ মাত্র চৌত্রিশ বৎসর বয়সে যক্ষ্মারোগে এবং কবি সর্ব্বানন্দ মাত্র আটত্রিশ বৎসর বয়সে কলেরায় আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। বৌদ্ধসমাজে ধর্ম্মরাজের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী খ্যাতনামা বৌদ্ধগ্রন্থপ্রণেতা নোয়াপাড়া গ্রামবাসী স্বর্গত ফুলচন্দ্র বড়ুয়া এবং অব্যবহিত পরবর্ত্তী লেখক বৈদ্যপাড়াগ্রামবাসী স্বর্গত পণ্ডিত নবরাজ বড়ুয়া। ফুলচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বড়ুয়াদের মধ্যে জনৈক অল্পপ্রতিভাশালী কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, "মঘা গমুজা" যাঁহার রচনা। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার নাম ধাম কিছুই এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, যদিও তাঁহার আবির্ভাবকাল ফুলচন্দ্রের আবির্ভাব-কালের খুবই কাছাকাছি। সম্ভবতঃ পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা জাতির মধ্যে প্রচলিত ও সমাদৃত সাতটী "গোজেনের লামা"ই আধুনিক যুগে বাংলায় বৌদ্ধসমাজের প্রথম উপাদেয় পালা-গান, যাহাতে পুরাতন "বৌদ্ধ গান ও দোঁহা"র ধারা কিছু না কিছু রক্ষিত আছে বলিয়া মনে হয়। নবরাজ পণ্ডিতের জন্ম ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি এবং মৃত্যু মাত্র ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী। অগগসারের উপসম্পদা (ভিক্ষু-ব্রত গ্রহণ) ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং দেহত্যাগ ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে। রামচন্দ্র ও অগ্‌গসারের জীবন যেমন দীর্ঘ, তেমনই কর্ম্মবহুল ও ঘটনাবহুল। অপর তিন জনের জীবন দীর্ঘ না হইলেও অমূল্য। বাংলায় বৌদ্ধগ্রন্থপ্রণেতারূপে ধর্ম্মরাজ পাঁচ জনের মধ্যে সকলেরই পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সর্ব্বানন্দ সকলেরই পরবর্ত্তী।

"নীতিরত্ন", "বৌদ্ধালঙ্কার", "শিক্ষাসার", "প্রকৃত সুখী কে ?" "প্রাথমিক বৌদ্ধশিক্ষা", "প্রসন্নজিতোপাখ্যান" ও "পালি ব্যাকরণ" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা পণ্ডিত নবরাজ বড়ুয়া-বিরচিত "বুদ্ধ-পরিচয়ে"র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা অংশে গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়া শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবির লিখিয়াছেন, "ছাত্রবৃত্তি পড়িবার সময় হইতেই তাঁহার প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের বিকাশ হইতে থাকে। 'সদ্ভাবশতক' তাঁহাদের পাঠ্য ছিল এবং ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন সুযোগ্য ৺আচার্য্য কাশীশ্বর গুপ্ত তাঁহাদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারই সৎশিক্ষাপ্রভাবে এবং 'সদ্ভাবশতক' পাঠে বালক নবরাজ বাক্‌সংযম ও সত্যভাষণে অভ্যস্ত হইয়া পড়েন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মন ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট ছিল। এখন এই সৎগুরুপ্রভাবে তাঁহার ধার্ম্মিক হইবার বাসনা বাড়িয়া গেল। এই সময়ই তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ

৺কাশীমোহন মুন্সির সহায়তায় 'উবুকশীল' নামে বৌদ্ধদের নিত্যাবশ্যকীয় একটি পুস্তিকা প্রচার করেন।" এই পরিচয়ের মধ্যে কোথায়ও ভুলক্রমে পণ্ডিত ধর্ম্মরাজের অথবা ফুলচন্দ্র বড়ুয়ার উল্লেখ করা হয় নাই।

ধর্ম্মরাজ, নবরাজ, অগ্গসার, রামচন্দ্র এবং সর্ব্বানন্দ জীবিতকাল হিসাবে সমসাময়িক হইলেও বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থপ্রণেতারূপে ধর্ম্মরাজ শুধু যে নবরাজের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা নহে; তিনি বহুগুণে শক্তিশালী এবং দক্ষ লেখকও বটেন। তাঁহাদের দুই জনেরই আদর্শ চরিত্র, সদ্ধর্ম্মে গভীর আস্থা এবং গ্রন্থ রচনায় ও কার্য্যে উভয়েই লোকশিক্ষক। পণ্ডিত নবরাজের পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে, "সাধু নবরাজ যে বিশ্বাসপূত নীরব জীবনের আভাস দিয়া গিয়াছেন, ঐরূপ জীবনের পরিচয় অল্প স্থানেই পাইয়াছি। মুখে কথা নাই, হাতে কাজ আছে, বাহিরে কোন আড়ম্বর নাই, অন্তরে বিশ্বাস ভক্তি জমিয়া জমিয়া শান্তিনিকেতনে পরিণত হইতেছে, সংসারের প্রতি আসক্তি বা স্পৃহা নাই, অন্তরে মহাবৈরাগ্যের উদার চরিত্র পবিত্র ও উজ্জ্বল হইতেছে। কঠোর আত্মসংযমে মহাদেবত্বের অভ্যুদয় হইতেছে—ইহা দেখিয়াছি শুধু নবরাজের অস্ফুট মহাজীবনে। অস্ফুট বলি এই জন্য—তাহা ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানে সম্যক্‌রূপে ফুটে নাই। জাগিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সম্যক্‌রূপে জাগিতে পারে নাই।" নিতান্ত উচ্ছ্বসিত হইলেও এজাতীয় মন্তব্য কম-বেশী দুই-চারিজনের পক্ষেই প্রযুক্ত হইতে পারে। তবে নবরাজকৃত "বুদ্ধ-পরিচয়ে"র উপসংহারে তিনি যে 'আত্ম-নিবেদন' রচনা করিয়াছেন, তাহা এই বিংশ শতাব্দীর পাঠকের পক্ষে অত্যন্ত সেকেলে, নিতান্ত মেয়েলী, পাঁচমিশুলী ও বেমানান। ইহার প্রথম সাতটি শ্লোকে আছে শুধু সদ্য বিধবার বৈষ্ণবী বিরহবিলাপ।

"কোথা গেলে ওহে প্রভু বুদ্ধ ভগবান!
এ দাসেরে সঙ্গী কেন না কৈলে তখন?
সে কালে আমার কথা কেন না স্মরিলে?
কিরূপে থাকিব আমি এই ভবানলে!
তুমিই ত মম প্রভু জীবনের ধন।
সে ধন বিহনে কিসে ধরিব জীবন!
কি হবে আমার গতি ওহে দয়াময়?
ডুবে গেল শোক দুঃখে এ মম হৃদয়।
হায় রে! এ মুখে আর বাক্য নাহি সরে।
মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়ে যেন গেল চির তরে।"

ইহার ৮ম ও ৯ম শ্লোকে ঋষিপ্রব্রজ্যা ও ভিক্ষু-প্রব্রজ্যার মধ্যে আচারগত গোলযোগ ঘটিয়াছে।

"কাষায় বসন কবে করিয়া ধারণ।
নগর নগরান্তরে করিব ভ্রমণ!

বন্য ফলমূলে করে জীবন তোষিব।
ভিক্ষা হেতু দ্বারে দ্বারে কখনি ভ্রমিব॥"

কিন্তু পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে দেখা যাইবে, উহার মধ্যে বৌদ্ধভাবধারার কেমন এক সুন্দর অভিব্যক্তি আছে।

"পর্ব্বতকন্দরে কিম্বা গহন কানন।
সিংহ ব্যাঘ্র সনে কবে হইবে মিলন!
তোমার বিশুদ্ধ ধর্ম্ম করিয়া কীর্ত্তন।
দেশ দেশান্তরে কবে হবে তৃপ্ত মন॥"

তালপুট স্থবির তাঁহার অতুলনীয় প্রাচীন গীতিগাথার প্রথম দুই গাথায় বৈরাগ্যসূচক খেদোক্তি করিয়াছেন:—

কদা নু'হং পব্বতকন্দরাসু একাকিয়ো অদ্দুতিয়ো বিহস্সং
অনিচ্চতো সব্বভবং বিপস্সং—তং মে ইদং তং নু কদা ভবিস্সতি!
কদা নু'হং ভিন্নপটন্ধরো মুনি কাসাববত্থো অমমো নিরাসযো
রাগঞ্চ দোসঞ্চ তথেব মোহং হন্ত্বা সুখী পবনগতো বিহস্সং।
"কদা আমি পর্ব্বতকন্দরে একা অদ্বিতীয় করিব বিহার
অনিত্য সকল ভব হেরি—
সে মোর এ' শুভদিন, তাও যে কবে হবে!
কদা আমি ছিন্নপট্টধারী মুনি কাষায়বসন অমম নিরাশয়
রাগ দ্বেষ তথা মোহ নাশি' সুখী উপবনগত করিব বিহার।"

উদ্ধৃত শ্লোকের দ্বিতীয়টিতে বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকবি ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের দেশবিখ্যাত "বুদ্ধদেবচরিত" নাটকের "চল ভাই দেশ বিদেশে ঘরে ঘরে করি গান" পদযুক্ত শেষ গানটির প্রতিধ্বনি আছে।

আবুরখিল গ্রামের দক্ষিণ ঢাকাখালী পল্লীবাসী কালীচরণ ও পরমার পঞ্চম বা সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মরাজ তাঁহার সময়ে শুধু বৌদ্ধসমাজে নয়, সারা বাংলা দেশে পালি ভাষায় ও সাহিত্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। বাংলা ভাষায়ও তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল, শব্দসম্পদ্‌ও অসাধারণ। নবরাজের ন্যায় তিনি বাল্যে ও কৈশোরে একজন কৃতী ছাত্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলেন। সে কালের পক্ষে ইংরাজী ভাষায়ও তাঁহার অধিকার কম ছিল না। তিনি চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের এণ্ট্রান্স ক্লাস হইতে নির্ব্বাচন-পরীক্ষা না দিয়া পালি ভাষা ও ত্রিপিটক অধ্যয়নের জন্য সিংহলে যান এবং তথায় দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল ঐ ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করেন। পরে স্বদেশে ফিরিয়াও কলিকাতা হইতেই পাথেয়ের পক্ষে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া, উক্ত বিষয়ে তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি শ্যামরাজ্যে গমন করেন এবং সেখানে পালি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নে তিন বৎসর অতিবাহিত করিয়া স্বদেশে ও স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন তাঁহার বয়স ছাব্বিশ কিম্বা সাতাশ বৎসর মাত্র। ঐ বৎসরেই

পাঁচখাইন গ্রামের ৺ কাশীনাথ বড়ুয়ার জ্যেষ্ঠা কন্যা নবকুমারীর সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তখন হইতেই তিনি বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থ প্রণয়নে ব্রতী হন।

ধর্ম্মরাজকৃত প্রথম বৌদ্ধ গ্রন্থ 'সুত্র নিপাত' পালি সুত্ত-নিপাতের "সরল ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ"রূপে ২৪৩০ বুদ্ধাব্দে, ১২৪৮ মগাব্দে, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় গ্রন্থ "ধর্ম্ম-পুরাবৃত্ত" পূর্ব্বোক্ত "মঘা খমুজা"রই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত ও মার্জিত বাংলা সংস্করণ। তৃতীয় গ্রন্থ "সিঙ্গালকসুত্ত" পালি সিঙ্গালোবাদসুত্তেরই বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত সংস্করণ এবং শেষ গ্রন্থ "সিঙ্গালকসূত্র" উহারই বাংলা অনুবাদ, যাহা ১২৫১ মগাব্দে, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। চতুর্থ গ্রন্থ "হস্তসার", ১ম ভাগ, ২৪৩৬ বুদ্ধাব্দে, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত এবং ২৪৭৯ বুদ্ধাব্দে, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্ম্মুদ্রিত হয়। পঞ্চম গ্রন্থ "শ্যামাবতী" পালি উদেনবথু অবলম্বনে রচিত। ষষ্ঠ গ্রন্থ "জ্ঞানসোপান", উহার পাণ্ডুলিপি মূল গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর হস্তগত করিয়া আবুরখিলবাসী জনৈক ভিক্ষু "জ্ঞানের আলোকে জ্ঞানসোপান" নাম দিয়া নিজের নামেই ছাপাইয়াছিলেন। সপ্তম গ্রন্থ "সত্যসার", অষ্টম গ্রন্থ "হস্তসার" ২য় ভাগ, নবম গ্রন্থ "হস্তসার" ৩য় ভাগ এবং দশম গ্রন্থ "মাতৃদেবী"। ইহাদের কোনটীই মুদ্রিত হয় নাই এবং পাণ্ডুলিপিও উধাও হইয়াছে।

পালিভাষায় ধর্ম্মরাজের কি অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল এবং বাংলা সাহিত্যেই বা তাঁহার চিরস্থায়ী দান কি, তাহা বিচার করিতে গেলে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ সুত্ত-নিপাতের পদ্যানুবাদ "সুত্র-নিপাত"ই যথেষ্ট। অধুনা শ্রীমৎ ভিক্ষু শীলভদ্র উহার যে গদ্যানুবাদ করিয়াছেন, তাহা মূলের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও গাম্ভীর্য রক্ষা করিতে পারে নাই। পালি ত্রিপিটকের মধ্যে সুত্তনিপাতের ন্যায় শক্ত বই নাই বলিলেও চলে। সাবলীল গতিতে মূলের শব্দবিন্যাস ও অর্থ বজায় রাখিয়া সুত্তনিপাত পদ্যে ভাষান্তরিত করা দুরূহ কাজ, তাহা ধর্ম্মরাজ কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। পয়ার, একান্তর মিল পয়ার, লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘত্রিপদী, এই চারিটী ছন্দের ব্যবহার যেমন ধর্ম্মরাজের এই পদ্যানুবাদে, তেমন তাঁহার অন্যান্য রচনাতে। বলা অনাবশ্যক যে, কবি সর্ব্বানন্দের পূর্ব্বে "গোজেনের লামা" ব্যতীত অপর সকল বৌদ্ধ রচনার মধ্যে মাত্র এই চারিটী ছন্দেরই ব্যবহার দৃষ্ট হয়। শূন্যপুরাণ, ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি ও ধর্ম্মমঙ্গলজাতীয় বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের রচনার ধারাই যেন চট্টগ্রামের বৌদ্ধগণের রচনার মধ্যে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে।

সুত্তনিপাতের পদ্যানুবাদে যে ভাবে ধর্ম্মরাজের অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে প্রশংসার্হ কবিত্বশক্তিও প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাহা প্রদত্ত নমুনাগুলি হইতে সহজে অনুমান করা যাইতে পারে।

১। সুন্দরিকভারদ্বাজসূত্র (পয়ার)

ভগবান্ বলে,—'অতএব হে ব্রাহ্মণ।
তোমাকে শিখাব ধর্ম্ম, কর হে শ্রবণ॥

গোত্রের বিষয় না করিবে জিজ্ঞাসন।
জিজ্ঞাসিবে বিষয় কেবল আচরণ ॥
সত্য বটে কাষ্ঠ হতে অগ্নি উৎপাদন।
হীন কুলে জন্মে হেন শিষ্ট মুনি জন ॥

২। সভিয়সূত্র (পয়ার)

নমো নমো নমো আর্য্য নমো নরোত্তম।
সুরনরলোকে নাহি কেহ তব সম ॥
তুমি বুদ্ধ তুমি শাস্তা তুমি মারজিত।
তুমি মুনি বিশ্বত্রাতা ভুবনবিদিত ॥
তৃষ্ণার ছেদনে তুমি হয়ে নিজে পার।
হাতে ধরি জ্ঞাতিগণে করিতেছ পার ॥
ভবে পুনর্জন্ম হেতু পদার্থনিচয়।
তুমি মহাবীর হস্তে সব হৈল ক্ষয় ॥
রিপুগণ তব হস্তে পাইল বিলয়।
নরমধ্যে নরসিংহ তুমি মহাশয় ॥
নির্ম্মল কমলে নীর না লাগে যেমন।
ভালমন্দে লিপ্ত তুমি না হও কখন ॥

৩। শেলসূত্র (লঘু ত্রিপদী)

যিনি ভাগ্যবান্, যিনি যশস্বান্,
শ্রীমান্ যে মহাজন।
আমার ভবন, সশিষ্যে ব্রাহ্মণ !
করিয়াছি নিমন্ত্রণ ॥
ওহে মাননীয়, জটিল কেনিয়,
বল কি হে তুমি।
"হাঁ গো ওহে শেল, বলি হেন বোল,
তিনিই পরম বুদ্ধ ॥
তবে মনে শেল, ভবে উপজিল,
চিন্তা করে মনে মন।
'বুদ্ধ' এই রব, ত্রিভবে উদ্ভব,
হয়ে থাকে কদাচন ॥"

৪। ব্রাহ্মণ ধার্ম্মিকসূত্র (দীর্ঘত্রিপদী)

বলিল ব্রাহ্মণগণ, "রীতিনীতি পুরাতন,
ব্রাহ্মণগণের ছিল যাহা।

যদি নহে কষ্টকর, হে গৌতম বিশ্বেশ্বর,
বর্ণনা করুন শুনি তাহা ॥
পুরাতন ঋষিগণ, করি আত্ম-সংযমন,
করি আরো তপঃ আচরণ।
পঞ্চেন্দ্রিয়ামোদ সার, করি সবে পরিহার,
আত্মসুখ করিত চিন্তন ॥
পশু আদি ধান্য ধন, না ছিল কাঞ্চন ধন,
পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণ সদনে।
ধ্যান ছিল ধান্য ধন, ধ্যানই পরম ধন,
রক্ষিত যা অতীব যতনে ॥
প্রস্তুত করিয়া অন্ন, ভিক্ষুকে প্রদান জন্য,
রাখিত গৃহস্থ দরজায়।
জানি তাহা দ্বিজগণ, বিশ্বাস করিয়া মন,
গ্রহণ করিত সবে তায় ॥
বিবিধ বরণ বাস, নানাবর্ণ শয্যাবাস,
সহ দেশবাসী নরগণ।
সমস্ত প্রদেশবাসী, ধনবান্‌গণ আসি',
করিত সে ব্রাহ্মণ পূজন ॥
অবধ্য অদমনীয়, অজেয় অলঙ্ঘনীয়,
ছিল পূর্ব্বতন দ্বিজগণ।
গিয়া কার দরজায়, ব্রাহ্মণ যদি দাঁড়ায়,
নাহি বিরোধিত কোন জন ॥"

ধনিয়সুত্ত সুত্তনিপাতের অন্তর্গত একটি বিশিষ্ট সূত্র, ইহার ভাষা সহজ সরল সুন্দর অথচ গভীর ভাবদ্যোতক এবং ইহা এ দেশের প্রাচীন পল্লীজীবনের শান্ত ও সুখদ চিত্রাবহ। ধর্ম্মরাজের অনুবাদের পর এই সূত্রের আরও তিনটি পদ্য অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা ১৩১৫ সালের আষাঢ়-সংখ্যা "ভারতী" পত্রিকায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্বর্গত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর উহার দ্বিতীয় অনুবাদ প্রকাশ করিলে প্রথম বর্ষ "জগজ্জ্যোতিঃ" পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় উহার তীব্র সমালোচনা হয় এবং তৃতীয় সংখ্যায় স্বর্গত কবিধ্বজ গুণালঙ্কার মহাস্থবির উহার তৃতীয় অনুবাদ এবং "তরুণ বৌদ্ধ" পত্রিকায় রাঙ্গুনিয়া ঘাটচেক গ্রামবাসী শ্রীমান্ মুনীন্দ্রপ্রিয় তালুকদার, এম্ বি, উহার চতুর্থ বা শেষ অনুবাদ প্রকাশ করেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, শেষোক্ত দুই অনুবাদে আমার যৎকিঞ্চিৎ সহায়তা ছিল। প্রথম ও তৃতীয় অনুবাদের কিয়দংশ তুলনা করিলে দুইয়ের পার্থক্য জানা যাইবে।

সুত্রের তৃতীয় গাথার অনুবাদ :—

(১) ধর্ম্মরাজকৃত :—

ধনীয় গোপাল কহে সম্বোধি' আকাশ।
গোচারণে জন্মিয়াছে আশাতীত ঘাস॥
নাহি তথা মশক দংশক উপদ্রব।
নিরাপদে বিচরণ করে গাভী সব॥
যদ্যপি কখন হয় বৃষ্টি বরিষণ।
অক্লেশে সহিতে পারে মম গাভীগণ॥
অতএব, হে আকাশ! শুন হে বচন।
ইচ্ছা হয় যদি তব কর হে বর্ষণ!

(২) গুণালঙ্কারকৃত :—

ধনিয় গোপ :—

"অন্ধক মশক নাহি হেথা নদীতীরে,
জাত তৃণে গরুগুলি চরিয়া বিচরে।
আসিলেও বৃষ্টি এরা করিবে সহন,
যদি চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

বাসিষ্ঠসূত্রের মধ্যে লোকপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপদের অন্তর্গত ব্রাহ্মণবর্গের বহু গাথা আছে। ধর্ম্মরাজের "সূত্র-নিপাত" গ্রন্থে আমরা উহাদের প্রথম আদর্শ পদ্যানুবাদ পাই। পরবর্ত্তী কালে কবি সর্ব্বানন্দ, দৌলতপুর হিন্দু একাডেমির ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র, পার্ব্বত্যচট্টগ্রামের অবসরপ্রাপ্ত জেলা স্কুল ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল মুচ্ছুদ্দী (মুৎসুদ্দি) এবং ফেণী কলেজের পালি-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বড়ুয়া-প্রমুখ অনেকেই পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। উহার গদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন সুলেখক চারুচন্দ্র বসু মহাশয়। ইংরেজী ভাষায় জেমস্ গ্রে ও মোক্ষমূলর-প্রমুখ বহু কৃতী পুরুষ উহার গদ্য অনুবাদ প্রকাশ করিলেও বর্ত্তমানে উড্‌ওয়ার্ড-কৃত পদ্যানুবাদই সব চেয়ে সমাদৃত। ধর্ম্মপদের বাঞ্ছিত গদ্যানুবাদ এখনও সম্ভব হয় নাই। ধর্ম্মরাজকৃত দুইটি গাথার অনুবাদ নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি :—

অক্রোধী যে জন, সাধুকর্ম্মবিভূষিত।
শান্ত, দান্ত, ধাম্মিক, বাসনা-বিবর্জ্জিত॥
চরম শরীর যিনি কোরেছে ধারণ।
তাঁহাকেই বলি আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ॥
পদ্মপত্রে জলবিন্দু লিপ্ত যেন নয়।
সূচ্যগ্রে সর্ষপ যেন স্থির নাহি হয়॥
এতাদৃশ কামভোগে নির্লিপ্ত যে জন।
তাঁহাকেই বলি আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ॥

পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি, ধর্ম্মরাজের "ধর্ম্ম পুরাবৃত্ত" পূর্ব্ববর্ত্তী "মঘা খমুজা"রই পরবর্ত্তী মার্জ্জিত বাংলা সংস্করণ। একদিন ছিল, যখন চট্টলবাসী বৌদ্ধগণের ঘরে ঘরে উহার পুথি ছিল এবং তাহা অতি সমাদরে পঠিত হইত। ইহার ঐতিহাসিক বিশেষত্ব এই যে, প্রথমতঃ, আরাকানরাজের আধিপত্যের আমল হইতে চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম যে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল এবং এখনও যাহা তিরোহিত হয় নাই, তাহার এক নিখুঁত চিত্র তাহাতে আছে। দ্বিতীয়তঃ, উহারই রচনার মধ্যে আমরা বর্ম্মা ভাষা ত্যাগ করিয়া বাংলা ভাষায় মঘা মাগধী বা পালি ভাষায় নিবদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থসমূহকে প্রকাশ করিবার মূল প্রচেষ্টা দেখি। সাহিত্যবিশারদ মৌলবী আব্দুল করিম সাহেব উহার মাত্র একখানি পুথির দুখানি পাতা পাইয়াছেন। আমার কাছে ইহার তিনখানি পুথি আছে। মদীয় পূজ্যপাদ শিক্ষক স্বর্গত ধর্ম্মবংশ মহাস্থবিরের সংগ্রহ হইতে যে পুথিখানি পাইয়াছি, তাহা ১২১২ মগাব্দে, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। ধর্ম্মরাজের পূর্ব্ববর্ত্তী "গুরুঠাকুরী" যুগের ইহাই পূর্ব্বোক্ত চারি ছন্দে বাংলায় আদি বৌদ্ধ রচনা ও ধর্ম্মগ্রন্থ। খমুজা বর্ম্মিজ শব্দেরই বাংলা বানান, ইহার অনুযায়ী পালি শব্দ অপদান বা অবদান। বিবিধ পুণ্যানুষ্ঠানের বিভিন্ন সুফল বর্ণনা করিয়া লোকসমাজকে পুণ্যকার্যে উৎসাহিত করাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহাতে গভীর জ্ঞানের কথা কিছুই নাই। ইহার ভণিতা অংশ হইতে প্রমাণিত হয় যে, ঐ সময়ে স্থানীয় বৌদ্ধগণের বিশ্বাস ছিল যে, বাড়বকুণ্ডের সান্নিধ্যে পবিত্র চন্দ্রনাথ পাহাড়ে নাগরাজ বাসুকি ভগবান্ বুদ্ধের এক কেশধাতু আনিয়া উহার উপর এক চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বদেশ অনুপাম, চাটিগ্রাম যার নাম (১)
চন্দ্রশীকর সেই স্থান।
সেই গিরিতে (২) পুণ্য যথ, তাহা না কহিব কথ,
[বর্ণনাতে না হয় বাখান (৩)]॥
নিকটে দাবের কুণ্ড (৪), অগ্নি জলে প্রচণ্ড,
তাতে স্নান করে নর লোকে।
যেই জনে করে স্নান, সেই পাএ পরিত্রাণ,
দেবলোকে জাএ মনসুখে (৫)॥
আর এক আছে হ্রদ, প্রবেশে পাতাল পথ,
মারুত উঠএ বহুশএ।
পূর্ব্বে জেদি দ্বিজ দানা খমুজাতে আছে জানা,
বিস্তারিয়া বঙ্গালাতে কহে॥

১। পাঠান্তর, চাডিগ্রাম রাষ্ট্র নাম। ২। গীরিতে। ৩। আদর্শ পুথি, পূর্ব্বে ছিল শিল-কাজা পাঠান্তর, পূর্ব্বে দিল কায়াভাগ করি। ৪। বারবকুণ্ড। ৫। আদর্শ পুথি মনসুখে।

দ্বিজ দানা পদতলে,　তথা বণী আছে চুলে (১),
　অস্তি (২) সব করি দিল ভাগ (৩)।
শিরে (৫) এক রাখি ছিল,　ইন্দ্র তাহা হরি নিল,
　এই তক্ত (৪) জানিল সব নাগ ॥
তবে ত বাসুকি ফণি (৫),　হ্রদ করি' মেদনি (৬),
　দ্বিজ থাকি (৬) দন্ত হরি নিল।
নিআ সে বাসুকিরাজ,　মনে মনে চিন্তে কাজ,
　"চুন্দা" নামে সেই জেদি (৭) দিল ॥
সেই ত হইআছে হ্রদ　জানে (৮) সবে শাস্ত্র মত,
　শ্রবণেতে অমৃতের গাথা।

প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে "ওঁ নমঃ গনেশাঅ, নমঃ সরস্বতি, অথ মঘা খমুজা পুস্তক লীখ্যতে" বলিয়া গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। প্রারম্ভে তিনি 'প্রভু নিরঞ্জন'কে প্রণাম করিয়াছেন, যিনি ত্রিভুবনের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের কারণ। এই নিরঞ্জন প্রভু বুদ্ধ নহেন, ইনি পরমেশ্বর; যিনি ব্রহ্মারূপে প্রজা সৃজন, বিষ্ণুরূপে পালন ও শিবরূপে সংহার করেন। তিনি সাংখ্য-প্রকৃতির রজোগুণে বিশ্বের সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে স্থিতি ও তমোগুণে বিনাশ সাধন করেন। গ্রন্থের উপসংহার অংশে লিখিত আছে:

"ধন জন সব মিছা, সত্য কিছু নএ।
মিছা কাজে লোক সবে মোর মোর কএ ॥
জীবন কুসুম ফুল সম্পদ নিস্ফল।
মিছা কাজে লোক সব হৈআছে পাগল ॥
বুজীআ চাহত সবে হএ কি না হএ।
মঘা ভাসা ভাঙ্গিআ বাঙ্গালা ভাসে কএ ॥
খমুজার ধর্ম্মকথা অমৃতের ধার।
হএ কি না হএ চাহ করিআ বিচার ॥

"গুরুঠাকুরী" যুগে "মঘা খমুজা"র অজ্ঞাত রচয়িতার অব্যবহিত পরেই যশস্বী লেখক ফুলচন্দ্রের অভ্যুদয় হয়। তাঁহার জন্মস্থান আবুরখিলের পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত নোয়াপাড়া গ্রাম, যাহা কবিবর ৺নবীনচন্দ্র সেনের এবং 'বাল্মীকির জয়' ও The cosmic dust লেখক ৺রজনীকান্ত সেনের জন্মে ধন্য হইয়াছে। ফুলচন্দ্র প্রথম জীবনে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়া প্রৌঢ়ে গৃহী হইয়াছিলেন। পালি ও বাংলা, এই দুই ভাষায় সমান অধিকার লইয়া তাঁহার সমকক্ষ পণ্ডিত ঐ অন্ধকার-যুগে এ দেশে দ্বিতীয় আর কেহ ছিল না।

১। থাএত রাখিয়াছিলে। দানা দ্রোণ। ২। অস্থি। পাঠান্তর, যার সব। ৩। সীরে। ৪। তক্ত= তত্ত্ব। ৫। ফণী। ৬। মেদিনী। ৭। চৈত্য। ৮। জান।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মা রাজা ধরমবক্স খাঁর রূপে গুণে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, ব্যক্তিত্বে চরিত্রে, ধর্ম্মপ্রাণতায় ও দূরদর্শিতায় অলোকসামান্যা পত্নী অক্ষয়কীর্তি রাণী কালিন্দী ১৮৪৪ সালে "মৃত স্বামীর যাবতীয় সম্পত্তির সরবরাহকারিণী"র পদ লাভ করিলেন। তিনি চট্টগ্রামের সংঘ-সংস্কারক আরাকান-বাসী সংঘরাজ ও হারবাঙর কৃতী গুণামেঝর অথবা কৃতবিদ্য হরি (হারিচাঁদ ?) ঠাকুরের শ্রীমুখে "সম্বুদ্ধের চরিতামৃতকাহিনী" শুনিয়া সদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তিনি "বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য ১২৭৬ বাঙ্গালার ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ চৈত্র দিবসে" পাহাড়তলী গ্রামে পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত মহামুনির অনুকরণে উত্তর রাঙ্গুনিয়ার রাজনগরে শ্রীশ্রীশাক্যমুনিবিগ্রহ স্থাপন করিয়া, তাহা এক অপূর্ব্ব পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত করিলেন। সর্ব্বাগ্রে বড়ুয়াদের মধ্যে প্রচলিত বর্ম্মিজ অক্ষরে লিখিত এবং দুর্ব্বোধ্য বর্ম্মিজ অন্বয় (অনেক) যুক্ত বা বিযুক্ত সতেরটী পালি সূত্ত সংগ্রহ করাইয়া তিনি বর্ম্মিজ হইতে ঈষৎ রূপান্তরিত চাক্‌মা অক্ষরে লিখাইলেন। ঐ সংগ্রহই চাক্‌মা বৌদ্ধ সমাজে "আগর তারা" নামে পরিচিত ও সমাদৃত হইল। তার পর তিনি ভাবিলেন, কি উপায়ে রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায়[১] নিত্য পাঠ করিতে পারে, বাংলায় এরূপ অমিয়বুদ্ধচরিত রচনা করাইয়া বিতরণ করা যায়। এই দুরূহ কার্য্যের জন্য ফুলচন্দ্রের নামোল্লেখ হইলে তিনি তাঁহাকে স্বগ্রাম হইতে ডাকাইয়া আনিলেন। পালি ধাতুবংসের সরল পদ্যানুবাদ করাই স্থির হইল। উহার রচনাকার্যে ফুলচন্দ্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নের এবং বেতাগী গ্রামবাসী সহৃদয় নীলকমল দাস গণেশের কার্য করিলেন। অনুবাদ-গ্রন্থকে "বৌদ্ধরঞ্জিকা" নাম দেওয়া হইল। কেহ কেহ বলেন, ফুলচন্দ্রের গদ্য অনুবাদ এবং নীলকমলের পদ্যরচনার ফলেই "বৌদ্ধরঞ্জিকা" রচিত হয়, যাহা চট্টগ্রামবাসী বড়ুয়াদের ঘরে ঘরে "তাধুয়াইং পুথি" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং যাহার সামান্য সামান্য ভিন্নপাঠযুক্ত বহু পাণ্ডুলিপি বড়ুয়া ও চাক্‌মা সমাজ হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। রাণী কালিন্দীর একান্ত বাসনা ছিল, তিনি তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে এই অমিয়বুদ্ধচরিত ছাপাইয়া উহার এক হাজার কপি বিতরণ করিয়া যাইবেন। তাঁহার সে মহদিচ্ছা উত্তরকালে তাঁহার পৌত্র সদ্ধর্ম্মসেবী ভুবনমোহন রায় কতকাংশে পূর্ণ করিয়াছিলেন। 'চাক্‌মা জাতি"র কৃতী লেখক সতীশচন্দ্র ঘোষের ভাষায় বলিতে গেলে "ইহাতে বুদ্ধদেবের জন্মবিবরণ হইতে ধর্ম্মপ্রচার, নির্ব্বাণ ঘোষণা এবং পরিশেষে প্রিয়তম শিষ্য আনন্দের উপর যাবতীয় ভার ন্যস্ত করিয়া তিরোভাব ইত্যাদি সমুদয় কথা সরল পদ্যে বর্ণিত হইয়াছে।"

রচনা হিসাবে "বৌদ্ধরঞ্জিকা" অনেকাংশে উন্নত হইলেও তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী "মঘা থমুজ্ঞা"রই ধুরবাহী; ইহাতেও সেই চারিটী ছন্দের প্রাচুর্য। ইহার লঘুত্রিপদীতে রচিত "কল্পতরুর বর্ণনা" যেমন সরল ও সুন্দর, তেমনই কবিত্বব্যঞ্জক :—

১। পুরাকালেও পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারতের পরিবর্ত্তে জাতক-গ্রন্থ এবং বাল্মীকির রামায়ণের পরিবর্ত্তে বেস্‌সন্তর জাতক রচিত হইয়াছিল।

"তরু মনোহর, দেখিতে সুন্দর, কাঞ্চন সদৃশ অঙ্গ।
বহু পল্লবিত, অতি সুশোভিত, বিহঙ্গাদি করে রঙ্গ॥
কুসুম সৌরভে, অলি মধুলোভে, পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জে কথ।
কুকিলে কুহরে, ময়ুরি ময়ুরে, বিহরয়ে অবিরত॥
সরসি সারসে, আছে রঙ্গরসে, শামাপাখি কত শত।
সারীস্থক সুখে, বিরহে কৌতুকে, সংখ্যা বা করিব কত॥"

"মঘা থমুজ্জা" এবং "বৌদ্ধরঞ্জিকা" এই দুই পূর্ব্বযুগের বাংলা বৌদ্ধগ্রন্থের প্রধান অপূর্ণতার মধ্যে আমরা দেখি, বর্ম্মিজ উচ্চারণ-বিকৃত পালি নাম ও পরিভাষাগুলি তাহাতে আছে, যথা—আনন্দের স্থানে 'আনাইংদা', চেতিয়র (চৈত্যের) স্থানে 'জেদি', মহাথেরর স্থানে ম্মাথে, কস্সপর (কাশ্যপর) স্থানে খাচবা, ককুচ্ছন্দর (ককুৎসন্ধর) স্থানে থাকুচান্দ।

ঐ যুগে ফুলচন্দ্র কবিত্বের সহিত ভিক্খু পাতিমোক্খের গদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন, যাহা পাদিমুখ নামে পরিচিত ও আদৃত হয়। পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত গুরামন ঠাকুর (গৌরমোহন তালুকদার) তাঁহার ১২৪৯ মগাব্দে, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত এক পুথিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, ফুলচন্দ্র পাহাড়তলী মহানন্দ বিহারে বসিয়া "পাদিমুখ" প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন[১]। পরে চট্টল বৌদ্ধসমাজের নেতৃস্থানীয় পূজ্যপাদ হরগোবিন্দ মুচ্ছদ্দী ও পাহাড়তলীবাসী পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র বড়ুয়া একত্রে উহার এক মার্জ্জিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও তাঁহার "বুদ্ধদেবচরিত" গ্রন্থে পাতিমোক্খের সরল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ সকল প্রচেষ্টার পূর্ণ পরিণতি হয় ধীরপ্রজ্ঞ পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য-সঙ্কলিত ভিক্খু ও ভিক্খুনীপাতিমোক্খে। ফুলচন্দ্রের অনুবাদের দোষ হইল, তিনি পালি শব্দের উপযুক্ত বাংলা পরিভাষা দিতে পারেন নাই, নচেৎ তিনি যাঁহাদের জন্য লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের বহু উপকারে আসিয়াছিল। উদ্ধৃত নমুনা হইতে তাঁহার গদ্যরচনার পরিচয় মিলিবে :—

"৪১। গ্রাস মুখের দ্বারের নিকট নেওয়ার পূর্ব্বে হাক্ করিবে না। ৪২। মুখে গ্রাস দিবার সময় অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিবে না। ৪৩। মুখে গ্রাস দিয়া কথা কহিবে না। ৪৪। মুখে গ্রাস ক্ষেপণ করিয়া খাইবে না।"

ধর্ম্মরাজকৃত 'হস্তসার' ১ম ভাগ, নিত্যপাঠ্য গ্রন্থরূপে বাংলার প্রতি বৌদ্ধগৃহে স্থান পাইয়াছিল। ত্রিশরণ, পঞ্চশীল, অষ্টশীল, দশশীল, মঙ্গলসূত্র, রত্নসূত্র ও করণীয় মৈত্রীসূত্র প্রভৃতি বৌদ্ধগৃহস্থের উপযোগী পাঠ ও সূত্রসমূহ সান্বয় ব্যাখ্যা এবং সরল গদ্য ও পদ্যানুবাদ সহ উহাতে সন্নিবেশিত ছিল। এই 'হস্তসার' পড়িয়া বাংলার বৌদ্ধ নরনারী তাঁহাদের অবশ্য-প্রতিপাল্য ধর্ম্মের মহিমা ও উন্নত নৈতিক আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। ইহাতে বৌদ্ধ

১। আবুরখিলবাসী আত্মীয় বিশ্বম্ভর বড়ুয়াও স্বগ্রামবাসী তিন জন পথপ্রদর্শকের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া শ্রদ্ধাসহকারে ফুলচন্দ্রের গুণের কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মরাজের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের গৌরব প্রচারিত হইয়াছিল। যতদিন 'হস্তসার' নামটি থাকিবে, ততদিন ধর্ম্মরাজের পুণ্যস্মৃতি বাংলার বৌদ্ধসমাজে দেদীপ্যমান থাকিবে।

ধর্ম্মরাজের 'হস্তসার' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এবং 'গুরুঠাকুরী' যুগের শেষ ভাগে পাহাড়তলী গ্রামবাসী স্বর্গত শরু পণ্ডিত (শরচ্চন্দ্র বড়ুয়া) পদ্যাকারে 'মহামঙ্গলসূত্র' ছাপাইয়াছিলেন "বৌদ্ধমঙ্গল" নামে। ইনিও ভিক্ষুব্রত ছাড়িয়া পরে গৃহী হইয়াছিলেন। যে বৎসর হস্তসারের প্রথম ভাগ মুদ্রিত হয়, ঐ বৎসরেই অগ্গসার তাঁহার উপাদেয় প্রথম বই "বুদ্ধভজনা" প্রণয়ন করেন। পরবর্ত্তী কালে হস্তসারের অভাব পূরণের জন্য বর্দ্ধিত আকারে সমণপিয়সীলি বহুসূত্ত পুন্নানন্দ সামী রত্নমালা, আন্ধারমাণিকগ্রামবাসী শ্রীমৎ বিমলানন্দ ভিক্ষু সদ্ধর্ম্মদীপিকা এবং রেঙ্গুন বুদ্ধিষ্ট মিশনের প্রতিষ্ঠাতা বৈদ্যপাড়াগ্রামবাসী শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির সদ্ধর্ম্মরত্নাকর প্রণয়ন করেন। নবরাজকৃত উবুকশীল এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র-লাল মুৎসুদ্দিকৃত উপোসথসহচর এই শ্রেণীরই গ্রন্থ। প্রথমোক্ত দুইটী গ্রন্থে আমারও যৎকিঞ্চিৎ সহযোগিতা ছিল। ধর্ম্মরাজ ও নবরাজের শুদ্ধ গদ্য রচনা সমস্তই বিদ্যাসাগরী।

ধর্ম্মরাজ-প্রণীত গ্রন্থগুলি পালি সুত্তপিটকের ধারায় বিরচিত হয়। যথা থমুজ্জার ধারা পালি অপদান-সাহিত্যের। বংসজাতীয় সাহিত্যের ধারায় ফুলচন্দ্রের বৌদ্ধরঞ্জিকার এবং বিনয়পিটকের ধারায় পাদিমুখ গ্রন্থের উৎপত্তি। অভিধম্মপিটকের ধারায় এদেশে গ্রন্থ প্রণয়নের পক্ষে রামচন্দ্র ডাক্তারই পথ-প্রদর্শক।

তাঁহার জীবনেতিহাসে আমরা দেখি, আশৈশব সদ্ধর্ম্মে তাঁহার অহৈতুকী রতি, বাল্যে ও কৈশোরে বিদ্যাভ্যাস ও ব্রহ্মচর্য পালন, যৌবনে কবিরাজি ও ডাক্তারীতে অধীতবিদ্যতা, যৌবনে ও প্রৌঢ়ে দক্ষতা, ক্ষিপ্রতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কৃতিত্বের সহিত সামরিক ও সিভিল মেডিক্যাল বিভাগে চাকুরী, ক্রমশঃ পদোন্নতি, বহুদর্শিতা এবং রুগ্ন ও আর্ত্তের চিকিৎসা ও সেবা, এবং বার্দ্ধক্যে ধ্যানসমাধি, সমাজ-সংস্কার, লোকশিক্ষা ও গ্রন্থ-প্রণয়ন। তাঁহার ঋষিতুল্য জীবনে দৃঢ় সঙ্কল্প, বিপুল উৎসাহ, নির্ভীক সৎসাহস, নির্লোভ হৃদয়, পাপবিরত ও প্রলোভনজয়ী চিত্ত, সূক্ষ্ম দর্শন ও দূরপ্রসারী দৃষ্টি ছিল। শ্রামণের ও ভিক্ষু অবস্থায় উপাধ্যায় ফুলচন্দ্র মহাস্থবিরের সান্নিধ্য ও সঙ্গ লাভ এবং কর্ম্মজীবনে বাঙ্গালোরে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনগণের চিকিৎসা ও পরিচর্যা, দ্বিতীয় আফগান-যুদ্ধের সময় উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশে বিভিন্ন সামরিক হাসপাতালে নির্ভয়ে কর্ত্তব্য সম্পাদন এবং পেলিটুয়ায় অস্থায়ী ভাবে দীর্ঘ সাত বৎসর সিভিল সার্জ্জন ও জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাজ করিয়াও ধর্ম্মসাধনার জন্য অকাতরে ঐ উচ্চ পদত্যাগ, উহাদের প্রত্যেকটিই আমাদের কাছে স্মরণীয় অবদান। তিনি তাঁহার জীবনে পর পর বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া কৃতিত্বের সাহত সমস্ত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু সব চেয়ে তাঁহার বড় কৃতিত্ব হইল এই যে, তিনি চরিত্রপরীক্ষায় জয়মাল্য পাইয়াছিলেন।

বৌদ্ধপ্রধান এবং অভিধর্ম্ম ও ধ্যান শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র ব্রহ্মদেশে যাইতে পারিলে তাঁহার জীবনের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে বিশ্বাস করিয়া তিনি রাওলপিণ্ডি হইতে সুযোগ নিয়া তথায়

ট্রান্সফার নিয়াছিলেন। ঐ দেশে তিনি অন্যূন দশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অবসর সময়ে বৌদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ ও ধ্যানমার্গে উন্নীত সায়াদ(আচার্য্য)গণের সাহচর্য্য লাভ এবং তাঁহাদের সহিত অভিধর্ম্মাদি নিগূঢ় বিষয়ের আলোচনা করিয়া, তাঁহার শেষ কার্য্যস্থান হইয়াছিল আকিয়াবের পার্ব্বত্য মহকুমার প্রধান শহর পেলিটুয়া। এই স্থানে অবস্থানকালেই ইংরাজীতে বিখ্যাত পালি ব্যাকরণ-প্রণেতা ডাক্তার থাড়ুয়াইংএর পিতৃদেবের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন, যিনি আকিয়াবের যেমন অভিধর্ম্মে, তেমনই ধ্যানসমাধিতে পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারই নিকট কর্ম্মস্থান (ধ্যেয় বিষয়) গ্রহণ করিয়া তিনি কেয়ক্ত পোকতলীর শ্মশানে অনপ্রাণধ্যানে প্রবৃত্ত হন। ঐ সময়ে পাহাড়তলীবাসী ধ্যানপ্রিয় বিপ্রদাস মুচ্ছুদ্দী এবং সদ্ধর্ম্মসেবী মদীয় পিতৃব্য ধনঞ্জয় তালুকদার তাঁহার বাসাহারের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উহারই পরিণতিতে তিনি ক্রমশঃ চাকুরীতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া লোভনীয় সরকারী পদ পরিত্যাগ করিয়া অভিধর্ম্ম ও ধ্যানসমাধি বিষয়ে নিপুণতা লাভের জন্য ব্রহ্মদেশের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন।

রামচন্দ্র তাঁহার স্বগ্রামে অবস্থানকালে পরিণত বয়সে শিশু-চিকিৎসা, বড়ুয়াদের ইতিহাস ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ে এক একখানি এবং বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে চারিখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শেষোক্ত বিষয়ে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ "শ্রমণ কর্ত্তব্য" ১২৬৩ মগাব্দে, ১৯৩১ সালে, দ্বিতীয় গ্রন্থ "অভিধর্ম্মার্থসংগ্রহ" ১২৭২ মগাব্দে, ১৯৪১ সালে, তৃতীয় গ্রন্থ "নির্ব্বাণ দর্শন কর্ম্মস্থান" পরবর্ত্তী বর্ষে মুদ্রিত হয়। তাঁহার চতুর্থ গ্রন্থ মহাসতিপট্‌ঠান সুত্তের বাংলা অনুবাদ এখনও মুদ্রিত হয় নাই। বিনয়পিটকের ধারায় "শ্রমণ কর্ত্তব্য" এবং অভিধর্ম্ম ও সুত্রপিটকের ধারায় অবশিষ্ট বইগুলি লিখিত হয়।

অভিধর্ম্ম ও ধ্যানসমাধি মনোবিজ্ঞানসম্মত ও নীতি-প্রধান হীনযান বৌদ্ধধর্ম্মের অতি নিগূঢ় ও জটিল বিষয়। মূল অভিধর্ম্মপিটকের বইগুলি দেখিলে মনে হইবে, যেন উহাতে কতকগুলি দুরূহ শব্দের বিন্যাস ও সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নাই। পারিভাষিক শব্দের তালিকার পর পৃষ্ঠাকে পৃষ্ঠা চলিয়াছে অর্থনির্দ্দেশ বা অর্থবিভাগ। এহেন জটিল বিষয়গুলিকে বাংলার পাঠকগণের নিকট সুবোধ্য করিবার দুঃসাহস লইয়াই রামচন্দ্র তাঁহার গ্রন্থপ্রণয়নকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা যেমন সম্পূর্ণ সফল হয় নাই, তেমন সম্পূর্ণ নিষ্ফলও হয় নাই। প্রতি চেষ্টার ইতিহাসে প্রগতির ক্রম আছে। তাঁহার অকৃতকার্য্যতাও ক্রমে আমাদিগকে কৃতকার্য্যতার পথে আনিয়াছে। তাঁহার প্রধান ব্যর্থতার কারণ ছিল, পালি পরিভাষার অনুযায়ী বাংলা পরিভাষার অভাব। এই ব্যর্থতা আলোচ্য বিষয়ের তাৎপর্য্য নহে, তাহা উহার বিশদ আলোচনায় ও খুঁটিনাটিতে।

সতিপট্‌ঠানের অনুযায়ী বাংলা শব্দ স্মৃতি-প্রস্থান কিংবা স্মৃতি-উপস্থান। ইহা বুদ্ধ-উপদিষ্ট ধ্যানযোগের ব্যাকরণ। অনপ্রাণ সাধনার মূল প্রাণায়াম অভ্যাস। পূর্ব্বাচরিত প্রাণায়ামের মধ্যে বুদ্ধ যোগ করিলেন—স্মৃতির অনুশীলন। যখন যাহা করিতেছি, যখন যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, অনুভব করিতেছি, চিন্তা করিতেছি, যখন যাহা উৎপন্ন হইতেছে,

তখনই তাহা সেই সেই ভাবেই জানিতে হইবে। কাজেই এই স্মৃতির সহিত যুক্ত আছে অপর একটি প্রয়োজনীয় শব্দ, যথা—সম্প্রজ্ঞান, অর্থাৎ যথাযথ জানা। জহুরী সহজে রত্ন চিনিতে পারেন। বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর বিহার ও সভার প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর কৃপাশরণ মহাস্থবিরের অনুরোধে আমি ছাত্রাবস্থায় সতিপট্ঠানসুত্তের যে সামান্য অনুবাদ পুস্তকাকারে ছাপাইয়াছিলাম, অনায়াসে তাহার সারমর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন শ্রেষ্ঠ অজপা নামসাধক, বিজয়কৃষ্ণের একান্ত অনুগত শিষ্য, অমূল্য "শ্রীশ্রীসদ্গুরুপ্রসঙ্গ"-প্রণেতা স্বনামধন্য ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ।

পালি অভিধর্ম্ম সাহিত্যের চরম পারিভাষিক গ্রন্থ আচার্য্য অনুরুদ্ধকৃত অভিধম্মত্থসঙ্গহ। ইহাকে আশ্রয় করিয়া সিংহলে পোরাণ টীকা ও বিভাবনী টীকা প্রণীত হয় এবং পরবর্ত্তী কালে ব্রহ্মদেশে এক বিরাট্ অভিধর্ম্ম-সাহিত্য গড়িয়া উঠে। আধুনিক যুগে ইহার শেষ স্বাধীন ভাষ্যকার ব্রহ্মদেশের বিশ্ববিশ্রুত বৌদ্ধাচার্য্য লেডিসড, যিনি মগ্গঙ্গদীপনী প্রভৃতি বহু মৌলিক গ্রন্থের প্রণেতা। গভীর গবেষণাপূর্ণ ভূমিকা ও টীকা টিপ্পনী সহ ইংরেজী ভাষায় উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া লেডিসডের শিষ্যস্থানীয় আরাকানবাসী সোয়েজান অঙ্গ মরিয়াও অমর হইয়াছেন। পালি টেক্স্ট সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ অধ্যাপক রীজ্ ডেভিড্সের বিদুষী পত্নী মিসেস্ রীজ্ ডেভিড্সই অভিধর্ম্মনিহিত বৌদ্ধ চিন্তা ও জ্ঞানের প্রচারের পক্ষে প্রতীচ্যে পথ-প্রদর্শক। রামচন্দ্রের পর প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি অনেকাংশে সুবোধ্য করিয়া অভিধর্ম্মার্থসংগ্রহ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু রামচন্দ্রই ত এ বিষয়ে বাংলায় পথ-প্রদর্শক। মুৎসুদ্দি মহাশয়ও এতটা কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিতেন না, যদি তিনি ব্রহ্মদেশে থাকিয়া পালি ও বর্মিজ ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ না করিতেন এবং ইংরেজীতে প্রকাশিত অভিধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ ও সন্দর্ভগুলি অধ্যয়ন করিতে না পারিতেন। লেডিসড-প্রণীত মগ্গঙ্গদীপনী প্রভৃতি দু একটি বইএর ছায়ামাত্র অবলম্বনে আকিয়াবের চিকিৎসাব্যবসায়ী বীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া বাংলা ভাষায় "আর্য্যাষ্টাঙ্গিকমার্গ" নাম দিয়া একটি ছোট বই ছাপাইয়াছিলেন। যদিও তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, পুস্তকনিহিত তত্ত্বকথাগুলি তাঁহার ধ্যানলব্ধ জ্ঞান, বস্তুতঃ তাহা অলীক না হইলেও নিতান্ত আস্পর্দ্ধার কথা।

পালি অভিধর্ম্ম-সাহিত্যে যাহা এখন আমরা দর্শনশাস্ত্র বা ম্যাটাফিজিক বলিয়া জানি, তাহার অতি অল্পই আছে। অভিধর্ম্মার্থসংগ্রহ-বর্ণিত শমথ ও বিদর্শন ভাবনা ঠিক দার্শনিক চিন্তা নহে, যেহেতু তাহাতে যুক্তিতর্কের অবতারণা নাই, অধ্যাত্মসাধনাই ইহার উদ্দেশ্য। পালি অভিধর্ম্মের চারি বিষয়বস্তু, যথা—চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্ব্বাণ।

মনোবিজ্ঞানসম্মত অর্থেই অভিধর্ম্মের পরমার্থ। ইহাতে আছে বিশ্লেষণ ও অনেকগুলি 'ধরাবাঁধা' কথা, উহাদের যথার্থ দার্শনিক বিচার নাই বলিলেও চলে।

যেমন ভগবদ্গীতায় প্রকৃতির তম ও রজোগুণ অতিক্রম করিয়া এবং উহার সত্ত্বগুণ বাড়াইয়া অধ্যাত্মযোগসাধন দ্বারা আপন চরিত্র গঠন ও সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ পুরুষকে প্রকৃতির সান্নিধ্য হইতে মুক্ত করিবার কথা আছে অথবা জৈনশাস্ত্রে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর গুণস্থানে

আরোহণ করিয়া ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ, এই চারিটি কষায় ও কর্মক্লেশ হইতে আত্মাকে অব্যাহতি দেওয়ার কথা আছে, তেমনই পালি অভিধর্মে লোভ, দ্বেষ ও মোহ, এই তিন অকুশল মূল হইতে চিত্তকে বিমুক্ত করিয়া, কুশলমূল ক্রমে বর্দ্ধিত করিয়া, না-দুঃখ না-সুখ বেদনার পথে চিত্তকে চালিত করিয়া, শমথ বা যাবতীয় ক্লেশের উপশম সাধন করা এবং সকল জাগতিক বস্তুর অনিত্যতা, দুঃখ ও অসারতা দেখিয়া বিদর্শন ভাবনার পথে চালিত করিয়া, যাহাতে চিত্ত কিছুতেই ক্লেশ ও অকুশলের অভিমুখী হইতে না পারে, তাহার সদুপায় বিধান করা। চব্বিশটি প্রত্যয় বা কার্য্যকারণ সম্বন্ধের ভাবে চিত্ত চৈতসিক এবং নামরূপের জটিল ও স্থূলসূক্ষ্ম সম্বন্ধগুলি অনুভব করিয়া এবং জ্ঞানতঃ বুঝিয়া যে যে সম্বন্ধে আমরা সুখদুঃখ ও কুশলাকুশলের অধীন হই, ঐ সকল সম্বন্ধ বর্জ্জন করিয়া, যে যে সম্বন্ধে আমাদের চিত্ত, স্বভাব ও চরিত্র অধোগমনের পথে না গিয়া উর্দ্ধগামী ও সমুন্নত হয়, তাহার মনোবিজ্ঞানসম্মত ও ধ্যানসুলভ উপায় দ্বারা তদনুযায়ী ইন্দ্রিয় ও বলগুলির উৎকর্ষ সাধন করা। আভিধম্মিক রামচন্দ্রের আবহাওয়া "গুরুঠাকুরী", রচনা "বিদ্যাসাগরী" এবং ভাষা বহু স্থানে দুরূহ, তথাপি তাঁহার মূল বক্তব্য বিষয়গুলি অস্পষ্ট নহে[১]।

সুদর্শন বিহার ও পালি টোলের প্রতিষ্ঠাতা অগ্‌গসার মহাস্থবিরের তথা চট্টগ্রাম শহরের বৌদ্ধবিহার-প্রতিষ্ঠাতা নীরব কর্ম্মী ও উদারচেতা ভগীরথ ডাক্তারের জন্মে হোয়ারাপাড়া গ্রাম ধন্য হইয়াছে। "বুদ্ধভজনা" প্রকাশের পর অগ্‌গসার তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ সানুবাদ "গাথাসংগ্রহ" সঙ্কলন করেন ১২৫৬ মগাব্দে, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলা অর্থ সহ তৃতীয় গ্রন্থ পালি শব্দসংগ্রহ প্রণীত হয় ১২৬০ মগাব্দে, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। চতুর্থ গ্রন্থ সিংহলী পূজাবলীর গদ্যানুবাদের রচনাকাল ১২৭৫ মগাব্দ, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ। এবং পঞ্চম গ্রন্থ সানুবাদ ধম্মপদ-অট্‌ঠকথার সঙ্কলন কাল ১২৭৮ মগাব্দ, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ। বলা আবশ্যক যে, অগ্‌গসারের রচনাও সর্ব্বাংশে "বিদ্যাসাগরী"। এ স্থলে পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র বড়ুয়াকৃত "প্রেতসূত্র"ও উল্লেখযোগ্য।

প্রগতির ধারায় ফুলচন্দ্রের আরব্ধ কার্য্যের পরিণতির প্রয়োজন ছিল এবং এই বাঞ্ছিত পরিণতি সাধিত হইয়াছে কবি সর্ব্বানন্দের লেখনীতে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় এবং উহাদের পরিবর্ত্তে বাংলার বৌদ্ধগণ প্রত্যহ পাঠ করিতে পারে, এমন এক অমিয়বুদ্ধচরিতের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন রাণী কালিন্দী এবং ফুলচন্দ্রের "বৌদ্ধরঞ্জিকা" অনেকাংশে ঐ অভাব দূর করিয়াছিল "গুরুঠাকুরী" যুগে। "বিদ্যাসাগরী" যুগে "বুদ্ধপরিচয়" রচনা করিয়াছিলেন নবরাজ। "নবীন সেনী" যুগে লেখনী হাতে লইলেন সর্ব্বানন্দ, যিনি বহুস্মৃত সমণ পুন্নানন্দের ভাষায় বলিতে গেলে "আমাদের মধ্যে অদ্বিতীয় মনস্বী, কবি ও লেখক।" ইংরেজ কবি সার্ এডুইন্ আর্ণল্ড-বিরচিত "দি লাইট্ অব এসিয়া"র অত্যুৎকৃষ্ট বাংলা পদ্যানুবাদরূপে "জগজ্জ্যোতিঃ" এবং উহারই সাধারণ

১। শেরপুরের জমিদার মদীয় সতীর্থ শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরীর অর্থানুকূল্যে কৃত পুন্নানন্দ সামীর "বিশুদ্ধিমার্গ" সম্বন্ধেও এই মন্তব্য প্রযুজ্য।

পাঠকের উপযোগী সংস্করণরূপে "শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃত" রচনার সমৃদ্ধিতে ও গৌরবে সর্ব্বানন্দের কবিপ্রতিভা উদ্ভাসিত হইল। একটি পালি অভিধানের প্রয়োজনও অনুভূত হইয়াছিল। নবরাজ ঐ অভাব মোচনের জন্য অমরকোষের আদর্শে সিংহলদ্বীপে রচিত অভিধানপ্পদীপিকার এক বাংলা সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পরে শীলক গ্রামবাসী জ্ঞানানন্দ স্বামী (মহেন্দ্রলাল ভিক্ষু) ২৪৫৭ বুদ্ধাব্দে, ১৯১৩ সালে উহার এক সুন্দর বাংলা সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগে শুধু অমরকোষজাতীয় কোষগ্রন্থের দ্বারা অনুভূত অভাব দূর হইবে না দেখিয়া সর্ব্বানন্দ রিচার্ড চিল্ডার্স-কৃত ডিক্সনারী অবলম্বনে পালি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে শব্দগুলি সজ্জিত করিয়া একটি পালি অভিধান প্রণয়ন করেন। "জগজ্জ্যোতিঃ"র পাণ্ডুলিপি সর্ব্বানন্দের সুযোগ্য পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টগ্রামস্থ বুদ্ধিষ্ট অর্ব্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নিকট আমানত রাখিয়া কিছু টাকা কর্জ লইয়াছিল। আমার সংবাদ, বঙ্কিম তাহার দেয় ঋণ পরিশোধ করে নাই, অথচ উক্ত ব্যাঙ্কে গচ্ছিত পাণ্ডুলিপির সন্ধানও মিলিতেছে না, এ বলে ওর কাছে, সে বলে এর কাছে। পালি অভিধানের পাণ্ডুলিপিও পরহস্তগত হইয়াছে।

দি লাইট্ অব্ এসিয়া এবং দি লাইট্ অব্ দি ওয়ারল্ড নাম দিয়া এডুইন আর্ণল্ড্ যে দুইখানি অমিয়চরিত কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহাদের প্রথমটী বাংলা পদ্যানুবাদরূপেই রচিত হইয়াছিল নবীনচন্দ্র সেনের "অমিতাভ" এবং দ্বিতীয়টীর অনুপ্রেরণায় রচিত হইয়াছিল তাঁহার "অমৃতাভ" বা চৈতন্যচরিত। ভগবান্ বুদ্ধ শুধু এসিয়ার আলো এবং যীশু খ্রীষ্টই জগতের আলো—আর্ণল্ডের এই তুলনাগত প্রভেদে মনোব্যথা পাইয়া সর্ব্বানন্দ "জগজ্জ্যোতিঃ" নাম দিয়াই তাঁহার প্রথমোক্ত চরিতকাব্যের পদ্যানুবাদ করিলেন, যাহার পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া নবীনচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "সর্ব্বানন্দ, তুমি তোমার জগজ্জ্যোতিঃ লিখিবে জানিলে আমি আমার 'অমিতাভ' লিখিতাম না।"

আর্ণল্ডের "এসিয়ার আলো"র বিষয়বস্তু ও রচনা অতি সুন্দর এবং তাঁহার এই মনোহর চরিতকাব্য পড়িয়া সারা বিশ্বের শিক্ষিত সমাজ বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু মূলের তুলনায় সর্ব্বানন্দের অনুবাদ কোন অংশে ন্যূন নহে। ইহাতেও মূলের অনুরূপ শব্দবিন্যাস ও ব্যঞ্জনা, ছন্দের স্বচ্ছন্দ গতি ও মধুর ঝঙ্কার, সারল্য ও গাম্ভীর্য এবং বর্ণনা ও ভাবের চমৎকারিত্ব আছে। তথাপি ইহা অনুবাদগ্রন্থ এবং ইহার ছন্দও মিত্রাক্ষর পয়ার, যদিও তাহা মূলের ধ্বনিতরঙ্গ-হিল্লোলে হিল্লোলিত। আমার বেশ স্মরণ আছে, তিনি তাঁহার অনুবাদগ্রন্থে দীর্ঘ ভূমিকার পরিবর্ত্তে শুধু এই কথাটীই লিখিয়াছিলেন—"সুন্দর বস্তুর ছায়াও সুন্দর।" কথাটীতে বস্তুগত দোষ আছে; কেন না, সুন্দর বস্তুর ছায়া সুন্দর না হইতেও পারে। উহাতে বস্তুগত দোষ থাকে না, উহা নির্ভুল যদি আমরা তাঁহার ছায়া শব্দে বুঝি আদর্শে প্রতিবিম্বিত চিত্র। ইহাই তাঁহার লক্ষিত অর্থ। এই অর্থ গ্রহণ করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, তাঁহার উক্তি যথার্থ। যিনি পূর্ণ অর্থাবহ কোন সত্যকে পূর্ণাবয়বে অথচ একটি "ছোট্ট কথায়" এত সুন্দর করিয়া ব্যক্ত করিতে পারেন, তিনি নিশ্চয় 'উঁচুদরের' কবি ও লেখক।

সর্ব্বানন্দ তাঁহার অনুবাদগ্রন্থটিকে তাঁহার স্বর্গত পিতৃদেবের স্মৃতি-অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কাজেই এই উৎসর্গ অংশের কবিতা তাঁহার মৌলিক রচনা। ইহার চরণগুলি ঠিক আমার মনে পড়িতেছে না। তবে তিনি ইহাতে তাঁহার পিতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"পিত! তুমি আজ আর নরদেহে বর্ত্তমান নহ। এখন আমি তোমাকে সমগ্র বিশ্বে দেখি (তোমা হেরি বিশ্বময়)। তোমার শুষ্কপ্রায় ডালে এক শাখাপল্লব মঞ্জুরিত হইয়া (মঞ্জুরিল) যে ফুলটী ফুটিল, তাহা তোমারই পবিত্র স্মৃতির অর্ঘ্যরূপে অর্পণ করিলাম।"

কল্পিত ভাবটী যেমন সুন্দর ও মহান্, ইহার প্রকাশভঙ্গীও তেমন মনোহর। প্রকৃত কবিত্ব না থাকিলে এমন ভাবোদ্দীপক রচনা সম্ভব নহে।

গ্রন্থের উপসংহার অংশের কবিতাও তাঁহার মৌলিক রচনা। ইহাতে তিনি তাঁহার ধৃষ্টতার জন্য ভগবান্ বুদ্ধের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছেন :

"ক্ষমা কর, ক্ষমা কর ধৃষ্টতা আমার,
নগণ্য প্রতিভা মম মাপিল তোমার।"

ধৃষ্টতার কারণ এই যে, তাঁহার নগণ্য কবিপ্রতিভা বুদ্ধের অপার করুণার পরিমাণ করিতে গিয়াছে, অর্থাৎ উহার অসীমতা ও অপরিমিততা ঘুচাইয়াছে। কবির এই ক্ষমা ভিক্ষার পশ্চাতে আছে মহাভারতকার ও পুরাণ-উপপুরাণকার ব্যাসপ্রোক্ত দুইটী শ্লোক, যাহাতে তিনিও জগদীশ্বরের নিকট কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহার তিন অপরাধ, যেহেতু তিনি তাঁহার ধ্যানে, স্তবস্তুতি ও বর্ণনাবৈচিত্র্যের দ্বারা ভগবানের নিরাকারত্ব, অনির্ব্বচনীয়তা ও সর্ব্বব্যাপিত্ব দূর করিয়াছেন :

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতম্।

"জগজ্জ্যোতিঃ"র শেষ শ্লোকের প্রথম চরণে কবি নব উষার, অর্থাৎ ভগবান্ বুদ্ধের অপার করুণাসিঞ্চিত ও অতুল মহিমামণ্ডিত ভাবী বিশ্বের, ধীর আগমনের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া (হের ওই আসিতেছে উষা), উহার দ্বিতীয় চরণে যেন বেদান্তের ভাবেই বলিতে গিয়াছেন, তখন তাঁহার জীবন অনন্ত সাগরে মিশিয়া যাইবে (মিশে যাবে অনন্ত সাগরে)। কবির এই শেষের উক্তির পশ্চাতেও আর্যভারতের দার্শনিক ঋষিমুখ-বিনিঃসৃত উপনিষদের অমৃতবাণী :

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। (মুণ্ডক, ২-৩-৮)

"গুরুঠাকুরী" যুগের "বৌদ্ধরঞ্জিকা"র পূর্ণ পরিণতি "নবীন সেনী" যুগের "শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃত", যাহার মাত্র প্রথম খণ্ড গ্রন্থকার ছাপাইতে পারিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি খৈয়াখালীগ্রামবাসী শ্রীমৎ রমেশচন্দ্র মহাস্থবির সযত্নে নিজের কাছে

রাখিয়াছেন। বৈষ্ণব গ্রন্থ "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে"র নামানুকরণেই "শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃত" কাব্যের নামকরণ। কবি সর্ব্বানন্দের "শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃত" কাব্যে মহাকবি অশ্বঘোষের কাব্যাদর্শ ও ধর্ম্মভাব অতি সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় পরিস্ফুট হইয়াছে, যদিও ইহাতে মাত্র পূর্ব্বোক্ত চারিটি ছন্দেরই ব্যবহার আছে এবং এই কারণে ইহা গুরুঠাকুরী বৌদ্ধরঞ্জিকার সন্ততিই রক্ষা করিয়াছে।

অশ্বঘোষ এবং সর্ব্বানন্দ, দুই বৌদ্ধকবির ভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম মুখ্যতঃ শরণাগতি এবং বুদ্ধ ও বৌদ্ধের মধ্যে উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ। শরণাগতির মূল উৎস ভক্তি অর্থে ভাগবতী তদ্‌গতচিত্ততা, তচ্চিন্তা ও তৎপরায়ণতা। উভয়েই পরাশ্রয়ে, অর্থাৎ ত্রিশরণপ্রভাবে নির্ব্বাণ-মুক্তিকামী। অতএব উভয়ের পশ্চাতে আছে ভগবদ্গীতার শ্রীবাসুদেবোক্ত অধ্যাত্মযোগ ও ভক্তিযোগ। বুদ্ধচরিতে অভিশাপের বালাই নাই, অদৃষ্টবাদিতা নাই, অকুশলমূলতা নাই। সংস্কৃত কবি অশ্বঘোষের ভাবেই বাংলার কবি সর্ব্বানন্দ বোধিসত্বের আবির্ভাবে আদর্শ শাক্যরাজ্যের বর্ণনা দিয়াছেন :—

"শান্তি প্রেমবাক্য আজ, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মাঝ,
সর্ব্বজীবে করে উচ্চারণ ;
কটুভাষা নাহি মুখে, সকলে পরম সুখে,
বুদ্ধগুণ করিল কীর্ত্তন॥
শত্রু মিত্র সম হল, শত্রুতা ঘুচিয়া গেল,
শত্রু মিত্র সঙ্গে সমস্বরে।
কাঁপাইয়া নভস্তল, করি সবে কোলাহল,
বুদ্ধগুণ গায় চরাচরে।"

মহাভারত-বর্ণিত যাদব-আদর্শ ও পঞ্চপাণ্ডব-আদর্শের প্রতি বৌদ্ধ জাতককারের নিতান্ত বিরাগ। সে জন্য বাসুদেব বোধিসত্বরূপে সম্মানিত হন নাই এবং কুরুরাজ্যাদর্শের প্রবর্ত্তক যুধিষ্ঠিরগোত্রীয় রাজা অর্জুনকেও কাশীর রাজকুমারী কৃষ্ণার প্রণয়াসক্ত বিনিন্দিত পঞ্চ পাণ্ডবের অর্জ্জুন হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। কাজেই ঐ দুই আদর্শের উপর খড়্গহস্ত হওয়া আধুনিক বৌদ্ধকবি সর্ব্বানন্দের পক্ষে স্বাভাবিক। তিনি "শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃতে"র সূচনা-ভাগে লিখিয়াছেন :—

"জারজ পাণ্ডববংশ অধর্ম্মী কৌরব,
পানদোষে কলুষিত পাপিষ্ঠ যাদব।
নানাবিধ দোষে দোষী ক্ষত্রিয় সকল,
শুধু শাক্যবংশ ছিল নিষ্পাপ নির্ম্মল।"

তথাপি যেমন রচনা, বর্ণনারীতি ও ভাবের দিক্ হইতে জাতক-সাহিত্যে এবং অশ্বঘোষের কাব্যদ্বয়ে সংস্কৃত মহাভারত ও রামায়ণের প্রভাব সুস্পষ্ট, তেমনই সর্ব্বানন্দের বুদ্ধচরিতামৃতের পশ্চাতে আছে কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ, যাহা বাংলার বঙ্গভাষাভাষী

বৌদ্ধগণের গৃহে গৃহে পঠিত হইত দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি। নবীন সেনের প্রভাবও অস্পষ্ট নহে। তাঁহার "কাঁপাইয়া নভস্তল" বাক্যের পশ্চাতে আছে "পলাশীর যুদ্ধে"র "কাঁপাইয়া নভস্তল, কাঁপাইয়া গঙ্গাজল"।

প্রাচীন মহাভারতে কৃষ্ণমহিমা কীর্ত্তন এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অবতারবাদের প্রভাবও সর্ব্বানন্দ এড়াইতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

"শুধু লোকশিক্ষা আর সত্ত্ব পরিপাক,
মানব উদ্ধার হেতু নাশিয়া বিপাক,
ভুবনের হর্ত্তা কর্ত্তা হইয়া আপনি,
লোকশিক্ষা হেতু শুধু এসেছ ধরণী।"

(শ্রীশ্রীবুদ্ধঃ, ১ম খঃ, পৃঃ ৬৭)

প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যের কোথাও বুদ্ধকে বিশ্বের হর্ত্তা কর্ত্তা বলা হয় নাই ; কারণ, তাহা বৌদ্ধচিন্তার বিপরীত ধারণা। ভগবান্ বুদ্ধ ভুলক্রমেও কৃষ্ণবাসুদেব অথবা প্রভু যীশুর ন্যায় নিজেকে অপরের ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া ব্যক্ত করেন নাই ; তিনি শুধু পথ-প্রদর্শক। ঐ যুক্তি আছে গুপ্ত-যুগের মহাভারতের সভাপর্ব্বে (৩৮-২৩) কৃষ্ণ সম্পর্কে :—

কৃষ্ণ এব হি লোকানাং উৎপত্তিরপি চাব্যয়ঃ।
কৃষ্ণস্য হি কৃতে বিশ্বমিদং ভূতং চরাচরম্॥

ইহা নিশ্চিত যে, কবি সর্ব্বানন্দ মহাভারতাদি-প্রভাবিত অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৌদ্ধতন্ত্র-সাহিত্য হইতেই উদ্ধৃত রচনার অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন। প্রমাণস্বরূপে একল্লবীর-চণ্ড-মহারোষণ-তন্ত্রের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে, যাহাতে বুদ্ধের মুখে নিম্নোক্ত উক্তিটী দেওয়া হইয়াছে :—

সর্ব্বোঽহং সর্ব্বব্যাপী চ সর্ব্বকৃৎ সর্ব্বনাশকঃ।
সর্ব্বরূপধরো বুদ্ধো হর্ত্তা কর্ত্তা প্রভুঃ সুখী॥
যেন যেনৈব রূপেণ সত্ত্বা যাস্তি বিনেয়তাং।
তেন তেনৈব রূপেণ স্থিতোঽহং লোকহেতবে॥[১]

সর্ব্বানন্দ বাংলায় বুদ্ধ-কীর্ত্তন এবং বৌদ্ধগান রচনা সম্পর্কেও পথ-প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার "শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃত" রচনার পূর্ব্ব হইতেই বাংলার বৌদ্ধসমাজে বুদ্ধ-সংকীর্ত্তন ও বৌদ্ধ গান রচনা আরম্ভ হইয়াছিল। ঠেগরপুণি গ্রামবাসী হ্রেফ মগধ বেস্‌সন্তরজাতকের উপাখ্যান অবলম্বনে সে কালের যাত্রার ধরণে "উইচান্দ্রা" নাটক লিখিয়াছিলেন গুরুঠাকুরী ভাষায়। উহাতে কয়েকটী গানও সন্নিবেশিত ছিল। পাশ্চাত্যযুগে তাহারই পরিণতিতে পাহাড়তলীবাসী শ্রীমান্ কিরণবিকাশ মুৎসুদ্দি উন্নত ধরণে পঞ্চাঙ্ক নাটক "বেস্‌সন্তর" রচনা

১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Government Collection, Vol. I, ১৩৪।

করেন, যাহা "সংঘশক্তি" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১২৫৭ মগাব্দে, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আবুরখিলবাসী আত্মীয় ৺ বিশ্বম্ভর বড়ুয়া অনেকগুলি "বুদ্ধ-সংকীর্ত্তন" রচনা করেন, যাহাদের একটিও মুদ্রিত হয় নাই। চট্টগ্রাম শহরে মাঘোৎসবে গীত ব্রাহ্মসংকীর্ত্তনের প্রভাবে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি ও পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র বড়ুয়া কতকগুলি বুদ্ধ-সংকীর্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে রাঙ্গুনিয়া গ্রামের গুরুদাস কবিরাজও দুই একটি সংকীর্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন স্থানীয় কুমোরদের অনুকরণে। বীরেন্দ্র দাদার রচনায় ছিল সঙ্গীতের অভাব ও গদ্যের শুষ্কতা। তাঁহার রচিত এক সংকীর্ত্তনের প্রথম পদ ছিল :

"তোরা আয় রে পুরবাসিগণ, সবে করি বুদ্ধ-সংকীর্ত্তন।"

গোবিন্দচন্দ্রের রচনা কিছুটা সঙ্গীতের অভিমুখী হইলেও, তাহাতে পাই কষ্টকল্পনা ও সোজাসুজি আখ্যানের ভাব। উদাহরণ স্থলে :

"আজি শাক্যসিংহ চলে রে, আজি শাক্যসিংহ চলে রে,
জীবগণের উদ্ধার তরে।
পরিহরি রাজপুরী পিতামাতা সবারে,
মুকুলিতা স্বর্ণলতা দণ্ডসুতা ছেড়ে রে।"

গুরুদাস কবিরাজের রচনায় ছিল বুদ্ধের নাম-মাহাত্ম্য প্রচার, যথা :—

"অঙ্গুলিমাল ব্যাধ ছিল হে,
ওরে নামের গুণে তরে গেল,—কি মধুর নাম !"

ঐ ধারায় মতিলাল দাদা (৺মতিলাল তালুকদার) তাঁহার ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বৌদ্ধধর্ম্মমূলক ক্ষুদ্র দৃশ্যকাব্য "শীলরক্ষিতে"র প্রস্তাবনায় ঈষৎ উন্নত ধরণে নিম্নোদ্ধৃত গান বা কীর্ত্তনটী রচনা করিয়াছিলেন :

"আয় রে ভাই সবে মিলে বুদ্ধনামের গুণ গাই।
বুদ্ধনামে খঞ্জ চলে মৃতদেহে জীবন পাই ॥
নিরবাণ সুধার ভাণ্ডার, নিরবাণ শান্তির আগার,
বুদ্ধনামের গুণে চল, সেই নিত্যধামে যাই।
তথা নিত্য শান্তি ভাই,—
রোগ শোক মনস্তাপ তথা নাহি পাই।
ঐ নামতরুর শান্তি-ছায়ায় চল রে জীবন জুড়াই ॥"

আমার বিশ্বাস, মতিলাল দাদার দ্বিতীয় গানটিতে হুবহু বীরেন্দ্র দাদার চরিত এক বিশিষ্ট সংকীর্ত্তনের পদগুলির সদ্ব্যবহার করা হইয়াছে, যথা :—

"এস দয়াময়ে পূজি ভকতি-কুসুম লইয়ে।
হৃদয়ে হৃদয়ে এস রে মিলায়ে পড়ি তাঁর পদে লোটায়ে।
দয়াময় তিনি দয়ার আলয়, বিপদের বন্ধু সম্পদ-আশ্রয়।
শুভ আশীর্ব্বাদ মাগিগে উভয়ে নব প্রেমভূষা পরিয়ে ॥

সূর্য্যরশ্মি কিংবা বিমলচন্দ্রিকা নারে আলোকিতে হৃদয়-কণিকা—
পারে শুধু তাঁর কৃপালোকে একা আলোকিতে হৃদি-আলয়ে।
এ আশীর্ব্বাদ কর হৃদয়-রঞ্জন, পেয়ে সুদুর্ল্লভ তনয়-রতন।
পাই যেন মোরা শান্তিনিকেতন যাব যবে ভব ত্যজিয়ে।"

বীরেন্দ্র দাদার "মাগিগে সবাই"র স্থানে "মাগিগে উভয়ে" এবং "ধরম-রতন" স্থানে "তনয়-রতন" বসাইয়াই মতিলাল দাদার গানটী রচিত। বীরেন্দ্র দাদার "পারে শুধু তাঁর কৃপালোকে একা" পদটীর পশ্চাতে ছিল ব্রাহ্মধর্ম্মের "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্" সত্যটী। পালি অধ্যাপক শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া তাঁহার এক অভিভাষণে সাতবাড়িয়াবাসী শিক্ষক শ্রীযুক্ত সঞ্জীব চৌধুরীরও কিছু কৃতিত্ব আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই অভিমতও প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, কেহ যদি সাধনরস উৎসারিত করিতেন, তবে কীর্ত্তন অভিব্যঞ্জনার মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারিতেন।

শুনিয়াছি, উনাইনপুরবাসী জন্মেজয় পণ্ডিত (শ্রীযুক্ত জন্মেজয় বড়ুয়া) অনেকগুলি বুদ্ধ-সংকীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন। উহাদের নমুনা যাহা পাইয়াছি, তাহাতে মনে হয়, তাঁহার রচনার ধরণ অনেকাংশেই "গোবিন্দপণ্ডিতী"। পাহাড়তলীর মোহন মাস্টার (শ্রীযুক্ত মোহনচন্দ্র বড়ুয়া) বুদ্ধের জন্ম, বিবাহ, সন্ন্যাস ও মারবিজয়, এই চারি স্তরে বিন্যস্ত করিয়া স্বরচিত প্রথম খণ্ড "বুদ্ধসংকীর্ত্তন" ছাপাইয়াছেন[১]। তাহা আমার হাতে এখনও আসে নাই। কেবল লোকমুখে জানিতে পারিয়াছি, তাঁহার রচনাভঙ্গী ও সুর সমস্তই বৈষ্ণব ধরণের। বৌদ্ধসঙ্গীতাচার্য পাঁচখাইননিবাসী উপেন্দ্রলাল চৌধুরীও বিভিন্ন সুরে ও রাগ-রাগিণীতে কতকগুলি বৌদ্ধগান বাঁধিয়াছিলেন অনেকটা বাংলা থিয়েটার ও বৈঠকের ধরণে। তাঁহার রচিত গানগুলি বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার অধিবেশনগুলিতে বৌদ্ধ বালকসমিতি দ্বারা প্রায়ই গীত হইত। ডি. এল. রায়ের ধরণে ও সুরে রচিত দুইটী আধুনিক বৌদ্ধ গানের কথা আমি জানি, একটি বীরেন্দ্র দাদার, যাহা "জগজ্জ্যোতিঃ" পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় এবং অপরটি আমার, যাহা "বিশ্ববাণী" পত্রিকার ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রথমটির প্রথম পদ: "বাজাও সকলে আশার রাগিণী গাও রে সকলে আশার গান" এবং শেষের পদ: "জাগিবে জাগিবে তাহারা জাগিবে হইলে শুধু তারা আগুয়ান।" দ্বিতীয়টীর প্রথম পদ: "উঠিল বিশ্বে সাম্য মন্ত্র গাহিতে সামবেদ।"

আমার চন্দননগর অবস্থানকালে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নারায়ণ-চন্দ্র দের সনির্বন্ধ অনুরোধে ১৩২৯ সালে পাঁচ ছয়টী বৌদ্ধগান রচনা করি স্বাধীনভাবে। তাহাদের একটি হইল বৌদ্ধ জাগরণগীতি :—

"সুপ্ত ভারতে লুপ্ত গৌরব উঠিল পুনঃ জাগিয়া।
শুভ্র উষার স্নিগ্ধ কিরণ পূরিল বিশ্ব ভাতিয়া॥

১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বড়ুয়া-রচিত "শ্রীশ্রীসিদ্ধার্থচরিতামৃত গীতা", ১ম ভাগ সর্ব্বানন্দের "শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃত" এবং মোহন মাষ্টারের "বুদ্ধসংকীর্ত্তন" দ্বারা প্রভাবিত।

জয় জয় জয়, ভেরী নিনাদয়, মেদিনী উঠে কাঁপিয়া।
অভয় অভয়, উঠে বিশ্বময়, স্থল-জল-ব্যোম ব্যাপিয়া॥
ভুবন-চক্রে বায়ু-তরঙ্গ নাচে হিল্লোল তুলিয়া।
গর্জে সিন্ধু নাচে উর্মি কল্লোল সাথে মিলিয়া॥"

এখন দেখিতেছি, আমার এই বৌদ্ধ জাগরণ-গীতি এবং মতিলাল দাদার গান ও কীর্ত্তন-যুক্ত "শীলরক্ষিত" নাটিকার বিষয়বস্তু সমস্তই সুললিত ভাষা পাইয়াছিল সর্ব্বানন্দের শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃতে, বুদ্ধের মহিমা কীর্ত্তনে—

"কি সুখ সময়, হইল উদয়, অযুত ব্রহ্মাণ্ডে আজ।
নাচে দেবগণ, পুলকিত মন, পরিয়া বিচিত্র সাজ॥
গেল মৃত্যুভয়, শোকতাপচয়, আনন্দে কাটাব কাল।
মোহ যাবে দূরে, এ ভবসংসারে, ছিড়িবে মায়ার জাল॥
কিবা শুভদিন, হইল বিলীন, হিংসাদ্বেষ শান্তিজলে।
'অহিংসা' এ বাণী, কি মধুর ধ্বনি, গাইবে সকলে মিলে॥
কেহ না হিংসিবে, কেহ না কাঁদিবে, সকলে শান্তিতে রবে।
জাতিভেদ দ্বেষ, হইল নিঃশেষ, ভাই ভগ্নী সবে ভবে॥
নাহিক ঘাতক, সকলি পালক, ঘুচিল শমনভয়।
জয় জয় জয়, শ্রীবুদ্ধের জয়, হিংসা দ্বেষ হ'ল ক্ষয়॥"

বৌদ্ধ গান ও অধ্যাত্মগীতিগাথার ধারা বহু প্রাচীন। ভারতীয় আর্যসংস্কৃতির ইতিহাসে ঋক্ ও সামের পরেই পালি থের-থেরী গাথার স্থান। এই গীতিগাথাসমূহে তালপুট এবং আম্রপালীর গাথাগুলি সুর তাল ও লয়যুক্ত অধ্যাত্মভাবের গান। আমরা দীঘনিকায়ের সক্কপঞ্হ সুত্তে বীণাযোগে স্বর্গীয় গায়ক পঞ্চশিখ-গীত একটি দীর্ঘ দ্ব্যর্থক গান পাই, যাহার প্রথম দুই পদে আছে :—

বন্দে তে পিতরং ভদ্দে তিম্বরুং সুরিয়বচ্চসে,
যেন জাতাসি কল্যাণী আনন্দজননী মম।

যেমন ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দরে" বিদ্যাপক্ষে ও কালীপক্ষে বচনগুলির দ্বিবিধ অর্থ, তেমন উদ্ধৃত গানে তিম্বরুপক্ষে ও সদ্ধর্মপক্ষে পদগুলির দুইটী স্বতন্ত্র অর্থ।

আমরা সম্বুলাজাতকে পাই, নির্জনবনস্থিত আশ্রমে বিশ্বের সকলের নিকট শরণভিখারিণী দানবহস্তমুক্তা ও স্বামিপরিত্যক্তা সতী রাজদুহিতা সম্বুলার করুণগীতি :—

সমণে ব্রাহ্মণে বন্দে সম্পন্নচরণে ইসে।
রাজপুত্তং অপস্সন্তী তুম্হম্হি সরণংগতা॥
বন্দে সীহে চ ব্যগঘে চ যে চ অঞ্ঞে বনে মিগা।
রাজপুত্তং অপস্সন্তী তুম্হম্হি সরণংগতা॥

বন্দে ভাগীরসিং গঙ্গং বসন্তিনং পটিগ্‌গহং।
রাজপুত্তং অপস্‌সন্তী তুম্‌হম্‌হি সরণংগতা ॥

থের-থেরীগাথার ধারায় বহু শতাব্দী পরে রচিত হয় গবড়া, অরু, গুঞ্জরী, পটমঞ্জরী, দেবক্রী, দেশখ, ভৈরব ও কামোদ ইত্যাদি বিবিধ রাগে দ্ব্যর্থক ও অধ্যাত্মভাবদ্যোতক বহু পাদাচার্যের বৌদ্ধ সহজিয়া মতের গান, যাহাতে আমরা পাই যেমন একদিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রারম্ভ, তেমনই অপর দিকে হিন্দী ও উড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের আদি। সরহপাদ গুঞ্জরী-রাগে গাহিলেন :—

অপনে রচি রচি ভবনির্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা ॥
অম্ভে ন জানহুঁ অচিন্ত জোই
জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেষো ॥ ধ্রুপদ ॥

উড়িষ্যার গড়জাত অঞ্চলের মহিমাধর্মী বৈষ্ণবগণ গুপ্ত মহাযানী বৌদ্ধ কি না বলা শক্ত, কারণ, তাঁহাদের "অর্জুন বুদ্ধ হৈলে জীব, পরম হৈলে কৃষ্ণ" উক্তিতে 'বুদ্ধ' অর্থে বদ্ধ। তবে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর প্রদত্ত পাঠ শুদ্ধ হইলে, তাঁহাদের ভজনগীতিতে বৌদ্ধ সহজিয়া মতের গানের ধারা অব্যাহত আছে বলিতে হয় :—

"চাহি কলিমধ্যরে ভকতে ছন্তি রহি
বুদ্ধ অবতার রূপ দর্শন না পাই।
বিহারমণ্ডলে শূন্যগাদি তুলাইবে
সে অলেখ প্রভু ধুনিকুণ্ডে গুপ্ত নিবে।
মায়ারূপে বুদ্ধ অবতারে নরদেহী
ভক্তজনহিতে ভক্ত উদ্ধারিবে পাই।"

এই ভজনপদগুলির মধ্যেও আমি দেখি, 'বুদ্ধ' শব্দটী বস্তুতঃ 'বদ্ধ', "মায়াবদ্ধ" অর্থেই ব্যবহৃত এবং তাহাতে কৃষ্ণের নরদেহধারী অবতাররূপের কথাই আছে। বুদ্ধের সহিত মায়ারূপের সম্বন্ধ কল্পনা নিতান্ত অবৌদ্ধজনোচিত। আমরা পূর্বে "মঘাখমুজা" আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, প্রভু নিরঞ্জন বা অলেখ বুদ্ধ নহেন; তিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা ঈশ্বর এবং তাঁহার সহিতই প্রকৃতি বা মায়ার সম্বন্ধ। এই সত্যটী প্রাচীন বৌদ্ধগানের ধারায় রচিত সাধু শিবচরণের "গোজেনের লামা"তেও সুস্পষ্ট, যথা :

"গোজেন মেইয়া (ঈশ্বরের মায়া) উদ (অন্ত) নেই,
বুঝি পারি কে ভাই সেই ?
পরম বৃক্ষে ভর দিয়া (দেহ ধারণ করিয়া)
বুঝি পারে কে তোর মেইয়া (মায়া)!"

যতই না কেন বৌদ্ধ চিন্তা ও বেদান্তের ধারা একত্রে মিলিত হউক, বৌদ্ধরা জানে কোন্‌টা কি। কাজেই গোলে হরিবোল দিয়া একের সহিত অপরের গোলযোগ ঘটাইলে চলিবে কেন? এই ভাবেই সর্ব্বানন্দ এবং বাংলার অন্যান্য বৌদ্ধ কবি ও লেখকগণের ভাবধারা গ্রহণ করা আবশ্যক।

"জগজ্জ্যোতিঃ" ও "শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃত" ব্যতীত কবি সর্ব্বানন্দের "ঋষি-সন্দর্শন" নামে অপর একটা অপ্রকাশিত পদ্যরচনার সংবাদ পাই। "সন্দর্শন"-জাতীয় রচনার ধারাও আমরা বাংলার বৌদ্ধ কবি ও লেখকগণের মধ্যে দেখি। "ঋষি-সন্দর্শনে"র পূর্ব্বে নবরাজ-রচিত "মহাবোধিসন্দর্শন" এবং পরে "তরুণ বৌদ্ধ" পত্রিকায় প্রকাশিত অনুজ ৺দীনেন্দ্র-কুমারের "মহামুনি সন্দর্শনে" শীর্ষক সুন্দর কবিতাটি।

পাঁচরিয়ার অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ বিপিন মাষ্টারের (৺বিপিনচন্দ্র বড়ুয়ার) সম্পাদকত্বে এবং পরে নিজ সম্পাদকত্বে "বৌদ্ধ পত্রিকা"র প্রচার ও পরিচালন সর্ব্বানন্দের কৃতিত্বের পরিচায়ক। তখন তিনি ছিলেন চটুল বৌদ্ধ-সমিতির বিরুদ্ধবাদী মোক্তার সর্ব্বানন্দ। উক্ত পত্রিকার জন্মকাল ১৯০৬ সাল এবং পরমায়ু মাত্র দুই বৎসর। ইহাতেই ধারাবাহিকভাবে তাঁহার "জগজ্জ্যোতিঃ" প্রকাশিত হইতেছিল। "বৌদ্ধ পত্রিকা"র কঠোর মন্তব্য ও টিপ্পনীর ঠেলায় স্থানীয় বৌদ্ধ-সমিতি সতীশ কাকার (সর্ব্বজনপ্রিয় সতীশচন্দ্র বড়ুয়ার) সম্পাদকত্বে সমিতির পূর্ব্ব মুখপত্র "বৌদ্ধবন্ধু"কে পুনর্জ্জীবিত করিতে বাধ্য হইলেন। এ স্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক, বাংলার বৌদ্ধগণের নবজাগরণের আদিতে তাঁহাদের অবিসম্বাদিত নেতা সাতবাড়িয়াবাসী কৃষ্ণ নাজির (কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী)ই উহার জনক ও পরিচালক। তখন উহার পর পর বাংলা ও ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হইত। "বৌদ্ধবন্ধু" বহু বার মরিয়া বহু বার বাঁচিয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বী "বৌদ্ধ পত্রিকা"র সঙ্গে মরিয়া বহুদিন পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভার মুখপত্ররূপে প্রকাশিত দীর্ঘকালস্থায়ী জগজ্জ্যোতিঃর প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে পুণ্ণানন্দ স্বামীর সম্পাদকত্বে পুনর্জ্জীবিত হইয়া আবার অন্তর্দ্ধান করে বিপক্ষের সঙ্গে সঙ্গে। পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে তাহা আবার শ্রীযুক্ত জয়দ্রথ চৌধুরী ও শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার বড়ুয়ার যুক্ত-সম্পাদকত্বে পুনর্জ্জীবন লাভ করে বঙ্গীয় বৌদ্ধ-সমিতি-পরিচালিত "জাগরণী"র প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে এবং বর্ষকালের মধ্যেই পুনরায় অস্তমিত হয় "জাগরণী"কে মোহনিদ্রাবিভোর করিয়া, এমন কি, অধ্যাপক শ্রীমান্ প্রকৃতিরঞ্জন বড়ুয়ার সুলিখিত 'পাপলোভাতু'র গল্পটি সহ। খ্যাতনামা রাজদূত (রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর)-স্থাপিত বুদ্ধিষ্ট টেক্সট সোসাইটির বহু-তথ্যপূর্ণ জর্ণেল, অনাগারিক ধর্ম্মপাল-স্থাপিত মহাবোধি সোসাইটির মুখপত্র "দি মহাবোধি", আমার ও নেপালবাসী ধর্ম্মাদিত্য ধর্ম্মাচার্যের যুক্ত-সম্পাদকত্বে পরিচালিত এবং রেঙ্গুন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত "বুদ্ধিষ্ট ইণ্ডিয়া", শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির-স্থাপিত রেঙ্গুন বুদ্ধিষ্ট মিশনের মুখপত্র "সংঘশক্তি", করলনিবাসী ৺নগেন্দ্রলাল বড়ুয়া ও বৈদ্যপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী চৌধুরীর সম্পাদকত্বে প্রকাশিত "বৌদ্ধবাণী", আবুরখিলবাসী শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র বড়ুয়া-সম্পাদিত "উদয়" এবং শ্রীযুক্ত (অধুনা রায় বাহাদুর) ধীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া ও

৺গজেন্দ্রলাল চৌধুরীর যুক্ত-সম্পাদকত্বে পরিচালিত "সম্বোধি" প্রভৃতি সমস্তই কৃষ্ণচন্দ্রের "বৌদ্ধবন্ধুর" পরবর্ত্তী।

"বৌদ্ধ পত্রিকা"য় প্রকাশিত সর্ব্বানন্দের মন্তব্য ও টিপ্পনীতে চট্টল বৌদ্ধগণের চমক ভাঙ্গিয়াছিল, সকলেই যেন ঔৎসুক্য ও উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিত—না জানি এবার কাহার পালা। "লালদীঘির পাড়ে ত্রিমূর্ত্তির আবির্ভাব", "বেণী আর কোষে ফটিকচাঁদ কোষাধ্যক্ষ", "কোথায় সে দিনের রসিকতা আর কোথায় এ দিনের রসিকতা", ইত্যাদি হেঁয়ালিপূর্ণ উক্তিগুলির কটাক্ষ কাহার প্রতি ছিল, তাহা স্থানীয় বৌদ্ধ পাঠকসহজে অনুমান করিতে পারিতেন। ইহাতে সর্ব্বানন্দের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অনুসন্ধিৎসা ও সৎসাহসের পরিচয় ছিল।

সর্ব্বানন্দ মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। বৌদ্ধছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা সেকালে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া চট্টগ্রাম কলেজে এল্-এ ক্লাসে পড়েন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। কলেজে দুই বৎসর পড়িয়া তিনি নিলেন দারোগাগিরি, তাহা ছাড়িয়া নিলেন মহামুনি মধ্য-ইংরেজী স্কুলের মাষ্টারী এবং শেষে তাহা ছাড়িয়া শহরে করিতে গেলেন মোক্তারী। দারোগা সর্ব্বানন্দ উগ্রপ্রকৃতি ও ক্রোধী, মাষ্টার সর্ব্বানন্দ কঠোর ও কোমল এবং মোক্তার সর্ব্বানন্দ অন্যায়বিরোধী ও স্পষ্টবাদী। নির্ভীকতা এবং সত্যবাদিতাই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তিনি একাধারে ছিলেন রুদ্র ও শিব। তবে দারোগা ও মোক্তার সর্ব্বানন্দ দিয়া কবি সর্ব্বানন্দের অন্তর্জীবনের পরিচয় হয় না। কবি ছিলেন বহু উর্দ্ধে, বুদ্ধের নিতান্ত অনুগত ভক্ত ও সেবক।

তথাপি তাঁহার কবিজীবনের যোগসূত্র ছিল সুদূর অতীতের সঙ্গে। আমরা জাতক গ্রন্থে, ললিতবিস্তর ও বুদ্ধচরিত প্রভৃতি প্রচীন বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে যে সকল বর্ণনা ও ভাববৈচিত্র্য পাই, ঠিক তাহা পাই তাঁহার রচনার মধ্যে। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ এত অল্প যে তাহা নাই বলিলেও চলে। অতএব তাঁহার লেখা এবং ভাবধারাও পুরাতনী। বাংলা গদ্যরচনায় তাঁহার প্রতিভা সামান্য। তাঁহার রসিকতার মধ্যে পাই ব্যঙ্গোক্তি ও বিরক্তিকর তীব্রতা; তেমন সরসতা ও নির্বিকারচিত্ততা উহাতে নাই। বুদ্ধাদর্শ তাঁহার মানসচক্ষে সব চেয়ে উজ্জ্বল হইলেও তিনি বৌদ্ধ-চিন্তাকে অপর ভাবধারা হইতে সর্ব্বক্ষেত্রে পৃথক্ করিয়া দেখিতে পারেন নাই। কাজেই প্রগতির ধারায় এ সকল অভাব ও ত্রুটি পূরণের জন্য অপর লেখক, কবি ও সাহিত্যিকের প্রয়োজন ছিল। সেই সন্ধিক্ষণে বাংলার বৌদ্ধ সমাজে উদিত হইলেন শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল মুচ্ছদ্দী।

বীরেন্দ্র দাদার যুগকে বলা যাইতে পারে বাংলার বৌদ্ধসাহিত্যের এক নবযুগ। তিনি তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে রচনাপটুতার জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তখনকার চট্টগ্রাম কলেজ ও কলেজাধীন স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল-প্রমুখ শিক্ষকগণের চরিত্রবিচারে। যদিও পূজনীয় শিক্ষকগণের চরিত্রবিচারজনিত অপরাধের জন্য তিনি পরজীবনে লজ্জিত, তথাপি ইহাই

তাঁহার প্রথম কবিতা রচনা বলিয়া তাঁহারই অনুমতিক্রমে বিনীতভাবে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি ১৮৯৬ সালে লিখিয়াছেন :—

"এ কে সেন লার্নেড ম্যান বাক্যবাণ বিষম,
এস্ কে রায় ফিস্‌ফিসায় ভীরুতায় পরম।
রেবতীর মতি ধীর শান্ত ভদ্র গম্ভীর,
বেণী ব্রাহ্ম মৈত্রী সাম্য স্বাধীনতা লাভার।
বি কে মিত্র কৃষ্ণগাত্র অঙ্কশাস্ত্রে নিপুণ,
উমাকান্ত অতি শান্ত বয়সেও প্রাচীন।
পি লস্কর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরে অল্পেতে,
কে কে চক্র কুব্জ বক্র ঘৃণা জাগে ভেট্‌কিতে।
কৃষ্ণদাস বারমাস রোগারোগা চেহারা,
পূর্ণ দত্ত নিয়োজিত সপ্তমেতে তাহারা।
দুর্গাদাস অত্যুচ্চাশ বিনয়ের আগার,
আমিরালী একা খালি মোস্‌লেম মাষ্টার।"

তাঁহার রচিত 'আমার সংকল্প', 'বাসনা' ও 'জীবন' শীর্ষক চারিটি কবিতা আমি পড়িয়াছি। চারিটিই জগজ্জ্যোতিঃ পত্রিকার ১ম ও ২য় ভাগে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি তাঁহার কবি-প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছি 'জীবন' নামীয় দুইটি চতুর্দ্দশপদী কবিতায়। বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনই প্রথম চতুর্দ্দশপদী কবিতার রচয়িতা। বীরেন্দ্র দাদার বিষয়-বস্তু মাইকেল হইতে স্বতন্ত্র। তাঁহার প্রথম কবিতায় আছে বৌদ্ধ সন্ততির সত্যতা, যাহাতে ব্যক্তিগত জীবনধারার অর্থ ও পরিণতি সম্ভব হয়। দ্বিতীয় কবিতায় আছে মানবজীবন ও চরিত্রের বিকাশ পদ্মের উপমায়। এই উপমা ও উদ্দিষ্ট সুন্দর ভাবটি বুদ্ধের উপদেশে সুলভ হইলেও, কবিতায় তাঁহার প্রকাশভঙ্গী ও বর্ণনারীতি নূতন ও হৃদয়গ্রাহী।

জীবন

(১)

দৃষ্টির সীমান্তে হেথা সুনীল গগন
ঢলিয়া পড়েছে নীল আকাশের গায়।
এথা শিলাময় তীরে শিলাময় শৈল
ধরি দেবীমূর্ত্তি বুকে কিবা শোভা পায়।
সে দিগন্ত কোল হ'তে শকতি দুর্জ্জেয়
তরঙ্গের মাঝ দিয়া তরঙ্গ আকারে,
উঠিয়া মিলিয়া পুনঃ মিলিয়া উঠিয়া
আসিছে মিলিছে এই শৈলময় তীরে—

কহিয়ে আমারে,—যেন বুঝি মনোভাব,
"জীবন এমন তব জীবন এমন,
মোহ চক্রবাল হ'তে লভিয়া জনম,
এই তরঙ্গের মত উঠিয়া পড়িয়া
চলিয়াছে অবিরাম, বহু জন্ম পরে
আপনি মিলিয়া যাবে নির্ব্বাণের তীরে।"

(২)

সরোবরে পঙ্কমাঝে লভিয়া জনম
যেমন পঙ্কজ ওই ধীরে ধীরে ধীরে
শিকড়, মৃণাল, পত্র, পাপড়ি, কোরক
একে একে সন্তর্পণে করিয়া সঞ্চয়,
নিরমল বারিরাশি করি অতিক্রম,
উদার আলোক-রাজ্যে, উন্মুক্ত অনিলে
ফুটাইয়া আপনারে বিতরে সুবাস
চারিদিকে, ধরি হৃদে উষার শিশির,
তেমনি জীবন অবিদ্যার অন্ধকারে
লভিয়া জনম, সাধু কর্ম্মে সাধু কর্ম্ম
করিয়া যোজনা অপ্রমত্তে, দিনে দিনে,
বিকাশি আপনা জ্ঞানালোকে প্রেমানিলে।
করে দয়া বিতরণ ভুলিয়া আপনা,
নিরন্তর রাখি হৃদে অহিংসা করুণা।

তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে এবং সমসময়ে বাংলার বৌদ্ধদের মধ্যে অনেকে গদ্য প্রবন্ধ ও বই লিখিয়াছেন, কিন্তু এ জাতীয় রচনা সাহিত্যে স্থান পায় না। উদাহরণ স্থলে, খুল্লমাতামহ কালীকিঙ্কর মুচ্ছদ্দী গদ্যে বহু সামাজিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা নিস্তরঙ্গ, উহাতে রচনা-বৈশিষ্ট্য নাই। বীরেন্দ্র দাদা "বৌদ্ধবন্ধু" ও "জগজ্জ্যোতিঃ" পত্রিকায় কয়েকটী গদ্য প্রবন্ধ ছাপাইয়াছেন। তাঁহার তিনটী রচনা প্রসিদ্ধ, যথা, চট্টগ্রাম বৌদ্ধ-সমিতির এক বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, এবং "সুবর্ণ মন্দির" ও "সর্ব্ব ধর্ম্ম অনাত্মা" শীর্ষক প্রবন্ধ। উক্ত অভিভাষণ সম্বন্ধে "ধীরমতি" পিতৃব্য শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ বড়ুয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এই: "ইহার ভাষা আড়ম্বরহীন, স্বচ্ছ, প্রবাহমানা ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট; এ রচনা-প্রণালী সুন্দর, বিশুদ্ধ ও মর্য্যাদাসম্পন্ন; বর্ণনাভঙ্গী নিতান্ত আধুনিক; সর্ব্বোপরি সাজাইবার সুন্দর কৌশল ইহাতে আছে। অতি অল্প-সংখ্যক লোকই এই গুণের অধিকারী।" এই সুচিন্তিত মন্তব্যের অনুকূলে বীরেন্দ্র দাদার "সুবর্ণ

মন্দির" সন্দর্ভের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইব। তিনি ইহার উপসংহার অংশে লিখিয়াছেন : "মন তখন লোভহীন, দ্বেষহীন, জ্ঞানময় হইয়া উঠে। বাহ্য ঘটনা তখন আর তাহাকে হেলাইতে পারে না। মন বুঝিয়াছে, সমুদয় অনিত্য, কাহার প্রতি লোভ করিব, সকলেই দুঃখ ভোগ করিতেছে,—আর দ্বেষ করিয়া কাজ নাই। অসত্যে মোহিত হইব না। দুঃখময় সংসারের দুঃখ লাঘব করিব, সকলকেই দয়ার শীতল ছায়ায় ঢাকিয়া রাখিব। এইরূপে সমস্ত দিনের সমস্ত চিন্তা জুড়াইয়া আর একটা নিত্য সত্য শান্তিরাজ্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া, সাধু-জীবন, প্রেম-জীবন যাপনের নিমিত্ত নবীন বল সঞ্চয় করিয়া আরো ভালবাসিবার জন্য, আরো জীবহিত করিবার জন্য বৌদ্ধ নরনারী স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই পুণ্যমূর্ত্তি স্বর্ণ মন্দিরের পুণ্যময় ছায়াতলে দাঁড়াইয়া, জীবনের এক পুণ্যময় মুহূর্ত্তে এই পুণ্যদৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমার প্রাণও গাহিতে পারিয়াছিল :—

উঠ—এস ভাই ; এথা নাহি উঠে ধূলা,
ফুলবাস বহিছে সুন্দর ;
জীবন হইবে তব আনন্দের মেলা
শান্তিময়ী প্রেমের নির্ঝর।"

রেবতী কাকার অভিমত অনুযায়ী আরও দুইটী গদ্যরচনা পাই ঐ সময়ে গগন কাকার দুইটী ছোট লেখাতে। দুইটীই "জগজ্জ্যোতিঃ" পত্রিকার প্রথম ভাগে প্রকাশিত হয়। একটীর নাম "কি লিখিব ছাই ভস্ম"; দ্বিতীয়টী "বুড়দাদার পত্র"। প্রথমটীর শেষভাগে কাকা লিখিয়াছেন : "যে ভাষায় ভাষ্য লিখিয়া বুদ্ধঘোষ অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, যাহা মহাজন-বাক্য বলিয়া অর্চ্চিত হইত, এখন তাহা মৃতভাষা। সেই দেবভাষা আজ উচ্চমূল্যে শ্বেতদ্বীপ হইতে ক্রীত হইয়া থাকে। তাই বলি, আজ ভারত অন্তরতলে সেই ভস্মরাশি রাখিয়াছিলেন বলিয়া তাহার গৌরব পৃথিবীব্যাপ্ত। সেই ভস্মরাশির কিয়দংশ চিরমলয়ানিলসঞ্জাত সিংহল-দ্বীপে রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া তাহাও একটী পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়া আছে। রজতশুভ্র রাজনিকেতন হইতে এই ভস্মরাশি বক্ষে করিয়া রাজপুত্র মহেন্দ্র ও রাজকন্যা সংঘমিত্রা উর্ম্মিমালা অতিক্রম করিয়া এই রম্যদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া এখনও মহাবংস উজ্জ্বল অক্ষরে গৌরব কীর্ত্তন করিতেছে। তাই কবি গাহিয়াছেন—

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ ভাই,
পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।"

বীরেন্দ্র দাদার গদ্যপদ্য সকল রচনাই বৌদ্ধ কিংবা বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে। যদিও ইংরেজী এবং বাংলা সাহিত্যের সহিত তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় ছিল, তিনি বৌদ্ধগণ্ডী ছাড়াইয়া বিশেষ কিছুই লিখিতে যান নাই। এই সংকীর্ণ গণ্ডী পরিহারের পথে কালীকিঙ্কর মুচ্ছদ্দী-লিখিত "চট্টল উল্লাস" এবং মতিলাল দাদার কবিতাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ণানন্দ স্বামী মতিলাল দাদার পরিচয়প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার কবিত্বশক্তি-উন্মেষের মূলে ছিল একদিকে পিতৃ-গুণ এবং অপর দিকে বীরেন্দ্র দাদার ছোট ভাই রাজেন্দ্রলাল মুচ্ছদ্দীর সহিত প্রতিযোগিতা।

আমরা পূর্ব্বে তাঁহার ক্ষুদ্র দৃশ্যকাব্য "শীলরক্ষিতে"র বিষয় আলোচনা করিয়াছি, যাহার উপাখ্যান-অংশ তিনি শীলকবাসী কবিরাজ ৺নগেন্দ্রলাল বড়ুয়ার "বৌদ্ধ কাহিনীসংগ্রহ" হইতে পাইয়াছিলেন। ইহার একটী উক্তি হৃদয়স্পর্শী :—

"যেমন সবার প্রাণ উহারো তেমন।
যেই প্রাণ দিতে নারি, কেমনে কাড়িয়ে
স্বেচ্ছায় লইব তাহা, বলুন রাজন্!"

তাঁহার রচিত কবিতাগুলি সমস্তই "নবীন সেনী"। "অবকাশরঞ্জিনী"র নামের সঙ্গে মিলাইয়াই তিনি তাঁহার কবিতাসংগ্রহের নামকরণ করিয়াছিলেন "অবসরতোষিনী"। ইহার মাত্র একটী কবিতা আমার ভাল লাগিয়াছে,—'উদ্যান ভ্রমণ, প্রথম দিবস ও দ্বিতীয় দিবস'। কবি-কল্পনার সাথে প্রকৃতির সকল বস্তু ও জীব নিরীক্ষণ করিয়া সকলের মধ্যে সৌন্দর্য ও শিক্ষণীয় বিষয় দেখিয়াছিলেন। পরে তিনি ব্রহ্মদেশে গিয়া "ব্রহ্মসুন্দরী" নামে এক কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে। ইহার প্রারম্ভে তিনি বাগেদবীর আরাধনা করিলেন, যাহাতে ব্রহ্মদেশের নরনারীর ব্যভিচার ও কুৎসিত জীবন বর্ণনা করিয়া ঐ বিষয়ে দেশবাসীকে সাবধান করিতে পারেন। ইহাতে বাণী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন নাই এবং তাঁহার প্রথম সর্গ শেষ না হইতেই তাঁহার কাব্যরচনা বন্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মজাতির সব কিছুতে কুৎসিতদর্শী "ব্রহ্মসুন্দরী"র ১ম সর্গের রচয়িতা 'উদ্যান ভ্রমণে' প্রকৃতির সর্ব্বত্র সৌন্দর্যদর্শী কবির প্রেতমূর্ত্তি মাত্র।

তাঁহার পরে বাংলার বৌদ্ধসমাজে দুই একজন সামান্য সামান্য কবি দেখা দিলেন, যাঁহাদের প্রতিভার বিকাশ হইতে পারিল না পরমায়ুর অভাবে। আমরা তাঁহাদের রচনায় বৌদ্ধ এবং অপর বিষয়ের প্রতি সম অনুরাগ দেখি। আমার জানিত দুই জন বৌদ্ধকবি এই নূতন পথের পথিক, প্রথম, আবদুল্লাপুরবাসী হরিশ্চন্দ্র বড়ুয়া, যাঁহার রচিত কতকগুলি কবিতা "বৌদ্ধবন্ধু"তে প্রকাশিত হয়; দ্বিতীয়, সাতবাড়িয়াবাসী সহপাঠী বিমলবিনোদ বড়ুয়া, যাঁহার 'উচ্ছ্বাস', 'ভিক্ষুগণের প্রতি', 'জীবন সংগীত', 'বর্ষকথা', 'বুদ্ধত্ব', 'আশা' ইত্যাদি নানা বিষয়ে রচিত ছোট বড় কবিতাগুলি "জগজ্জ্যোতিঃ" পত্রিকার প্রথম বর্ষ হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। অন্যান্য বিষয়ের প্রতি তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্য থাকিলেও, বিমলবিনোদের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য যে, তাঁহার বৌদ্ধ-বিষয়ক 'বুদ্ধত্ব' কবিতাটীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট :—

"শান্ত-স্নিগ্ধ-তরুছায়ে দাঁড়ায় আপনহারা—
গভীর ভাবনাবশে আধেক নয়ন মুদি'
চিন্তিল যুবক যোগী—কেন ব্যাধি, মৃত্যু, জরা,
এ অনন্ত জগতের কোথা অন্ত কোথা আদি?"

মহিম দাদার (শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন বড়ুয়া), রেবতী কাকার, আমার এবং অপূর্ব্বরঞ্জনের বি-এ ও এম-এ পাশের দিন হইতে বাংলার বৌদ্ধ সমাজে ও সাহিত্যে পাশ্চাত্য যুগের সৃষ্টি হয়, যাহার বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খল অধ্যায়ে শিক্ষিত বৌদ্ধদের অনেকেই বহির্মুখী। পূর্ব্ব ও পরের

মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছে পূর্ব্ব প্রিয় ছাত্র ও আত্মীয় শীলকনিবাসী কবি ও লেখক শ্রীমান্ মুনীন্দ্রলাল বড়ুয়া, এম্-এ। "সিদ্ধার্থের সাধনা", "করুণা", "মিনুটির স্বপ্ন" (তরুণ বৌদ্ধ), "জুমিয়া সঙ্গীত", "রবিকল্যাণ—রবীন্দ্রনাথের প্রতি", "ধর্ম্মপদ হইতে অনুবাদ" (দেশ), "নারীর আবরণ", "অঙ্গুলিমাল", "অর্দ্ধকাশী", "অনোমা", "ভিক্ষু", "লীলাময়ী", "রবীন্দ্র মহাপ্রয়াণে", "বুদ্ধের জীবনের কয়েকটী ঘটনা", "কালি ও কলম" (সংঘ-শক্তি) পথ"ও "শেষ দীক্ষা" (বঙ্গশ্রী) তাহার রচিত কবিতাবলী। "অকৃতজ্ঞ" (তরুণ বৌদ্ধ) "মহাস্থবির কালীকুমার" ও "বৌদ্ধগার্হস্থ্য ধর্ম্মের আদর্শ" (সংঘ-শক্তি), "নাট্যাচার্য অমৃতলাল" (শ্যামবাজার এ-ভি-স্কুল ম্যাগাজিন) এবং "বুদ্ধবর্ণিত স্বাধীন জাতির আদর্শ" (দেশ) তাহার গদ্য রচনাবলী। বীরেন্দ্র দাদা ও গগন কাকার গদ্যের সন্ততিস্বরূপে তাহার "অমৃতলাল" প্রবন্ধ পাই ;—

"মানুষের স্বভাবধর্ম্মে অনুভূতিই প্রধান। যাহার অনুভব করিবার ক্ষমতা নাই, তাহার হৃদয়ে ঔদার্য ও প্রসারতা মোটেই স্থান পায় না। অনুভূতি না থাকিলে মানুষ অপরের হৃদয় জয় করিতে পারে না। সেই জন্য যাহারা নির্ম্মল, কঠোর, সহানুভূতি বা সমবেদনা যাহাদের চিত্ত স্পর্শ করে না, তাহারা বাস্তবিকই এ পৃথিবীতে বড়ই একা ও দীন।"

আবুরখিলবাসী শ্রীমান্ শশাঙ্কবিমল বড়ুয়া স্বগ্রামের পথ-প্রদর্শকত্রয়কে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন : "হে চিরজীবিত, চির অমর দার্শনিক ডাক্তার রামচন্দ্র, পণ্ডিত ধর্ম্মরাজ ও কবিবর সর্ব্বানন্দ! তোমরা আমাদের লহ লহ প্রণাম, লহ অভিবাদন, লহ হৃদয়ের অর্ঘ্য, অন্তরের শ্রদ্ধা, প্রাণের কুসুম ও নয়নাশ্রুর অঞ্জলি।......লঙ্কা-বিজয়ী রাবণজয়ী রামচন্দ্র অপেক্ষা জীবন-যুদ্ধে বিজয়ী তৃষ্ণাজয়ী রামচন্দ্র হীন কিসে? সংগ্রামে সহস্র সহস্র সৈন্যকে জয় করার চেয়ে নিজকে নিজে জয় করা শ্রেয় নহে কি? সত্যব্রতী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অপেক্ষা প্রাণী ইত্যাদি পাপবিরত সর্ব্ববিষয়ে সংযত সত্যব্রতী ধর্ম্মরাজের স্থান নীচে হইবে কেন? সদানন্দ সর্ব্বানন্দ অপেক্ষা দিব্যলোকবিহারী দিব্যানন্দপ্রচারী কবি সর্ব্বানন্দও বা কম কিসে?" নবযুগের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ সমাজে সাহিত্যরচনার প্রচেষ্টাগুলিকে প্রধানতঃ ছয়টী ধারায় বিভক্ত করা চলে, যথা, (১) গদ্য ও পদ্য অনুবাদ, (২) অপর গ্রন্থের সংক্ষেপ কিম্বা বিস্তার, (৩) সংগ্রহ, (৪) বিবিধ ব্যাখ্যা ও সন্দর্ভ, (৫) প্রতিবাদ ও সমালোচনা এবং (৬) মৌলিক রচনা। মাতুল শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুৎসুদ্দির "জাপানী বৌদ্ধসম্প্রদায়", শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবিরের "মিলিন্দ প্রশ্ন" ও "স্থবির গাথা", ৺জ্যোতিপাল ভিক্ষুর "উদান", শ্রীমৎ মুণীন্দ্রপ্রিয় (প্রজ্ঞানন্দ) ভিক্ষুর "মহাবর্গ", শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবিরের "কচ্চায়ন", "বালাবতার" ও "প্রাতিমোক্ষ", শ্রীমৎ আর্যবংশ ভিক্ষুর "সুবোধালঙ্কার" এবং শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিরের "ভক্তি শতক" প্রথম ধারার অন্তর্গত। শ্রীমৎ ধর্ম্মতিলক ভিক্ষুর "সারসংগ্রহ" ও "কায়বিজ্ঞান" এবং শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোকস্থবির-কৃত "গৃহিকর্ত্তব্য", "ভিক্ষুকর্ত্তব্য", "দানমঞ্জরী" ও "ধর্ম্ম সংহিতা" প্রভৃতি দ্বিতীয় ধারার অন্তর্গত। ৺কবিধ্বজ গুণালঙ্কারের "ধর্ম্মপ্রসঙ্গ", ৺কালীকুমার মহাস্থবিরের

"চন্দ্রকুমার জাতক", কবিরাজ শ্রীযুক্ত তারকবন্ধু বড়ুয়ার "নাগলীলা" এবং শ্রীমান্ বিমলানন্দ ভিক্ষুর "বেশ্বন্তর" প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষুর "বুদ্ধের অভিযান", শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবিরের "প্রজ্ঞাভাবনা", শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র বড়ুয়ার "শান্তিপদ" ও "প্রজ্ঞাদর্শন", রাউজাননিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র বড়ুয়ার "নামরূপ", ৺ধনঞ্জয় বড়ুয়ার "কর্ম্মফল" এবং শ্রীমৎ জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের "পালি প্রবেশ" প্রভৃতি চতুর্থ ধারার সহিত যুক্ত। "নারায়ণ" পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-লিখিত "বৌদ্ধধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ (বড়মামা ৺দক্ষিণারঞ্জন মুৎসুদ্দি-লিখিত) এবং "শনিবারের চিঠি"তে রায় বাহাদুর ৺দীনেশচন্দ্র সেনের "শ্যামল ও কজ্জল" গল্প বইয়ের সমালোচনা পঞ্চম ধারার অন্তর্গত। বাগ্মী ৺সুরেন্দ্রলাল মুচ্ছদ্দী-রচিত বৌদ্ধ-নাটিকা, শ্রীমান্ (অধুনা অধ্যাপক) সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া-রচিত "পরশমণি" নামক ছোট নাটক, মোক্তার শ্রীযুক্ত কিরণবিকাশ মুৎসুদ্দি-প্রণীত "বেস্‌সন্তর" নাটক ও কবিতা, পণ্ডিত ৺অনন্তকুমার বড়ুয়া-রচিত "সম্বোধি" শীর্ষক কবিতাটি, শ্রীযুক্ত বসুভূতি মুৎসুদ্দী, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল বড়ুয়া বি-এল, ৺নিবারণচন্দ্র বড়ুয়া বি-এ এবং মেসো মহাশয় শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী চৌধুরী-রচিত বিবিধ কবিতা, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দির "মাতৃপূজা ও মানবধর্ম্ম", পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের "অন্ধের দৃষ্টি" এবং জ্যোতির্ম্মালার (শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী রায় চৌধুরীর) "সন্ধানে", "বিলাত দেশটা মাটীর" ও 'শকুন্তলার স্বপ্ন' এই তিনটি উপন্যাস পঞ্চম ধারার অন্তর্গত। বিদ্যাবিনোদের "অন্ধের দৃষ্টি" বস্তুতঃ তাঁহার আত্মজীবনী, ইহাতে ভাষা ও ভাবের সামঞ্জস্য অতি অল্প। জ্যোতির্ম্মালার কবিতাগুলির কল্পনা ও বর্ণনাভঙ্গী যেমন সুন্দর, ভাবগুলি তেমনই অস্পষ্ট।

যদি বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ-অবদান প্রগতির ধারা বর্ণনা করিতে গিয়া প্রত্যেক গুণীর গুণের সঙ্গে সঙ্গে দোষও প্রদর্শন করিয়া থাকি, তাহার কৈফিয়ৎ জীবনারম্ভেই ত সাদির "দি স্কলার" কবিতার "অধ্যয়ন" শীর্ষক অনুবাদে দিয়া রাখিয়াছি :—

"অতীতের সহবাসে যাপি এ জীবন
যখন যে দিকে চাই
কেবল দেখিতে পাই
প্রাচীনের গতপ্রাণ সাধু মহাজন।"
"তাঁহাদের লয়ে মম কল্পনা চিন্তন
বহুকালগত ভবে করি বিচরণ ;
তাঁহাদের গুণে ভজি,
কেবল দোষেরে ত্যজি,
আশা ভয় সকলই তাঁদের মতন।"

আমার এই সামান্য বিবৃতিতে হয় ত বহু কৃতী কবি, ধার্মিক, সাহিত্যিকের নামোল্লেখ করি নাই। সে অপরাধ আমার অনিচ্ছাকৃত। এ ক্ষেত্রে আমার কৈফিয়ৎ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্ত্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তার এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয়—উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।"

বাংলার মুষ্টিমেয়, দুঃখদৈন্যগ্রস্ত ও অসহায় বৌদ্ধগণ গত একশত বৎসরের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা কম শ্লাঘার বিষয় নহে। তাঁহাদের পশ্চাতে এক দীর্ঘ আর্যসংস্কৃতির অবদান না থাকিলে তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহা করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। যদি তাঁহাদের মধ্যে খুব বড় কবি, লেখক, সাহিত্যিক কিম্বা দার্শনিক না জন্মাইয়া থাকেন, তাহাতে লজ্জিত হইবার কিছু নাই, কারণ, সারা বাংলায়, ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীতেও বা এই সকল গুণীব্যক্তি সংখ্যায় কয়জন! "আমরা এ ভাবে যাত্রা করিয়া এ পর্যন্ত আসিয়াছি, কিন্তু আমাদের চলার পথ শেষ হয় নাই। এবং কখনও শেষ হইবে না, আমরা চলিতেই থাকিব ধীর মন্থর গতিতে, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প ও চিন্তার নব নব আদর্শরূপ রচনা করিতে করিতে"—এই ভাবটী সতত স্মরণ রাখিয়া অগ্রসর হইলেই বাংলার বৌদ্ধগণের তথা আর সকলের প্রগতির ধারা অব্যাহত থাকিবে।*

* ১৯৪৬।৫ই মার্চ্চ আবুরখিল গ্রামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চট্টগ্রাম-শাখা কর্ত্তৃক আহুত বিশেষ অধিবেশনে পঠিত সভাপতির অভিভাষণ।

রচনাপঞ্জী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত

অমৃতলাল বসু

জন্ম : ১৭ এপ্রিল ১৮৫৩ মৃত্যু : ২ জুলাই ১৯২৯

১। **হীরকচূর্ণ নাটক।** ১২৮২ সাল (১ জুন ১৮৭৫)। পৃ. ৬৮।
প্রথম সংস্করণের পুস্তকের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম "By an Actor" ছিল।

২। **চোরের উপর বাটপাড়ি** (প্রহসন)। ১২৮৩ সাল (১১ নবেম্বর ১৮৭৬)। পৃ. ৩৪।...গ্রেট ন্যাশনাল ১৮৭৫।

৩। **তিলতর্পণ।** (৪ জানুয়ারি ১৮৮১)। পৃ. ৪৩

৪। **ব্রজলীলা** (নাট্যরাসক)। ১২৮৯ সাল (৩০ নবেম্বর ১৮৮২)। পৃ. ২৩।

৫। **ডিস্‌মিশ** (প্রহসন)। ১২৮৯ সাল (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩)। পৃ. ৩১।...বেঙ্গল ১২৮৯।

৬। **চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে।** ইং ১৮৮৪ (?)...ষ্টার ১৬ এপ্রিল ১৮৮৪।
১৩০৪ সালে 'ব্রজলীলা' ও 'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে' একত্রে প্রকাশিত হয়।

৭। **বিবাহ বিভ্রাট।** ১২৯১ সাল (৯ ডিসেম্বর ১৮৮৪)। পৃ. ৬৯।...ষ্টার ১২৯১।

৮। **নিমাইচাঁদ** (গল্প)। (২২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯)। পৃ. ২৪।

৯। **তাজ্জব ব্যাপার** (গীতিরঙ্গ)। ১২৯৭ সাল (২ আগষ্ট ১৮৯০)। পৃ. ৩০।

১০। **তরুবালা** (সামাজিক নাটক)। ১২৯৭ সাল (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১)। পৃ. ১৪৭।
...ষ্টার।

১১। **বিলাপ!** বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন। ১২৯৮ সাল (২২ আগষ্ট ১৮৯১)। পৃ. ২৬।...ষ্টার ৬ ভাদ্র ১২৯৮।

১২। **রাজা বাহাদুর** (সং—রং)। ১২৯৮ সাল (ইং ১৮৯২)। পৃ. ৪৮।...ষ্টার বড়দিন ১৮৯১।

১৩। **কালাপানি** বা হিন্দুমতে সমুদ্র যাত্রা। ১২৯৯ সাল (ইং ১৮৯৩)। পৃ. ৫১।...ষ্টার ১১ পৌষ ১২৯৯।

১৪। **বিমাতা বা বিজয়-বসন্ত** (পারিবারিক নাটক)। ১৩০০ সাল (ইং ১৮৯৩)। পৃ. ১৫১।...ষ্টার ১১ ভাদ্র ১৩০০।

১৫। **বাবু** (সামাজিক নক্সা)। ১৩০০ সাল (২৭ জানুয়ারি ১৮৯৪)। পৃ. ৯১।...ষ্টার ১৮ পৌষ ১৩০০।

১৬। **একাকার।** ১৩০১ সাল (১৯ জানুয়ারি ১৮৯৫)। পৃ. ৯৫।...ষ্টার ১১ পৌষ ১৩০১।

১৭। **বৌ-মা** (সামাজিক নক্সা)। ২৫ পৌষ ১৩০৩ (১১ জানুয়ারি ১৮৯৭)। পৃ. ১০০। ...ষ্টার ১১ পৌষ ১৩০৩।

১৮। **অবলা বল** (উপন্যাস)। (২৭ আগষ্ট ১৮৯৭)। পৃ. ১২৫

১৯। **চঞ্চলা** (উপন্যাস)। (২৭ আগষ্ট ১৮৯৭)। পৃ. ১৬২।

২০। **গ্রাম্য-বিভ্রাট** (সামাজিক নক্সা)। মাঘ ১৩০৪ (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮)। পৃ. ১১৬।...ষ্টার ১৮ পৌষ ১৩০৪।

২১। **হরিশ্চন্দ্র** (পৌরাণিক নাটক)। ১৩০৬ সাল (ইং ১৮৯৯)।

২২। **সাবাস আটাশ** (নক্সা)। আশ্বিন ১৩০৬ (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০০)। পৃ. ৬৫। .. ষ্টার ৭ আশ্বিন ১৩০৬।

২৩। **কৃপণের ধন** (প্রমোদ-প্রহসন)। ১৩০৭ সাল (৯ জুন ১৯০০)। পৃ. ৮০।...ষ্টার ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭।

২৪। **আদর্শ-বন্ধু** (নাটক)। বৈশাখ ১৩০৭ (৫ আগষ্ট ১৯০০)। পৃ. ২১৪।...ষ্টার ১৬ বৈশাখ ১৩০৭।

২৫। **যাদুকরী** (পঞ্চরং)। ১৫ পৌষ ১৩০৭ (৩০ জানুয়ারি ১৯০১)। পৃ. ৭৮।...ষ্টার ১০ পৌষ ১৩০৭।

২৬। **বৈজয়ন্ত-বাস**। মাঘ ১৩০৭ (২ ফেব্রুয়ারি ১৯০১)। পৃ. ১৭।...ষ্টার। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গ-গমন উপলক্ষে লিখিত।

২৭। **নবজীবন** (মাতৃপূজা ও রাজভক্তির উচ্ছ্বাসপূর্ণ একাঙ্ক নাট্যলীলা)। ১৩০৮ সাল (২৫ মার্চ ১৯০২)। পৃ. ৩৫।...ষ্টার ১ জানুয়ারি ১৯০২।

২৮। **অবতার** (প্র-পরা-অপ-সং-হসন্)। মাঘ ১৩০৮ (২ এপ্রিল ১৯০১)। পৃ. ৯০+১। ...ষ্টার ২৫ ডিসেম্বর ১৯০১।

২৯। **অমৃত-মদিরা** (কবিতা)। কার্ত্তিক ১৩১০ (২০ অক্টোবর ১৯০৩)। পৃ. ২৯০।

৩০। **সাবাস বাঙ্গালী** (সামাজিক নক্সা)। ১৩১২ সাল (২৮ জানুয়ারি ১৯০৬)। পৃ. ৬২।...ষ্টার ১০ পৌষ ১৩১২।

৩১। **খাস-দখল** (নাট্যলীলা)। ? (২৮ এপ্রিল ১৯১২)। পৃ. ১৪৩।...ষ্টার ১৭ চৈত্র ১৩১৮।

৩২। **নব-যৌবন** (নাটিকা)। ? (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪)। পৃ. ২১১।...মিনার্ভা ২০ ডিসেম্বর ১৯১৩।

৩৩। **বিষবৃক্ষ** (নাট্য-রূপ)। ? (২৩ মার্চ ১৯২৫)। পৃ. ১৯১।

৩৪। **চন্দ্রশেখর** (নাট্য-রূপ)। ? (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৫)। পৃ. ১৭২।

৩৫। **রাজসিংহ** (নাট্য-রূপ)। ? (১৮ মে ১৯২৬)। পৃ. ১৮৮।

৩৬। **কৌতুক-যৌতুক** (নক্সা ও গল্প)। ১৩৩৩ সাল (১২ জুন ১৯২৬)। পৃ. ২৫৬।

সূচী :— আমের ধুমধাম, পণ্ডিত ডাক্তার, কৌলিক দুর্গোৎসব, শারদা-মঙ্গল, ঘোদ্‌-দা, বিদ্যা "অমূল্য ধন", বৃন্দার আনন্দ, মাতৃভক্তি, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে, বিশ্বকর্ম্মা পূজা, কবির ভাব এসেছে, হিন্দুর নব নামকরণ, ষষ্ঠীর প্রভাত, প্রতাপের গল্প, উমাকান্তের গল্প, গো-গোল-যোগ, ইলিশ, নলের নব কলেবর, বিষম সমস্যা, আগমনী, থিয়েটারের পিসু, প্রেমের আবেগ।

৩৭। **ব্যাপিকা-বিদায়** (প্রমোদ-প্রহসন)। ? (ইং ১৯২৬)। পৃ. ৮২।···মিনার্ভা ২৫ আষাঢ় ১৩৩৩।

৩৮। **দ্বন্দ্বে মাতনম্‌** (হাস্যোৎসব)। কার্ত্তিক ১৩৩৩ (১৭ নবেম্বর ১৯২৬)। পৃ. ৫০।··· ষ্টার ২৪ কার্ত্তিক ১৩৩৩।

৩৯। **যাজ্ঞসেনী** (নাটক)। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ (ইং ১৯২৮)। পৃ. ১৭৬।···মিনার্ভা ২২ বৈশাখ ১৩৩৫।

পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়। আশ্বিন ১৩৩০ (ইং ১৯২৩)।

বিপিনবিহারী গুপ্ত এই পুস্তকের ৬৩-১৩৬ পৃষ্ঠায় ১৩২২-২৩ সালে অমৃতলাল কর্ত্তৃক বিবৃত স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

অমৃত-গ্রন্থাবলী, ১—৪ ভাগ। ইং ১৯০৬-৭, ১৯১১।

অমৃতলালের জীবিতকালে বসুমতী কার্য্যালয় এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন। গ্রন্থাবলীর ২য় ভাগে মুদ্রিত নাট্যরাসক 'সতী কি কলঙ্কিনী বা কলঙ্ক-ভঞ্জন' প্রকৃতপক্ষে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা ('শনিবারের চিঠি', আশ্বিন ১৩৫২ দ্রষ্টব্য)।

গ্রন্থাবলীর চতুর্থ ভাগে মুদ্রিত 'সম্মতি-সঙ্কট', বিরাট বৃহস্পতি, বাহবা বাতিক ও আরও কয়েকটি রচনা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই ; এগুলি কোন-না-কোন সাময়িক পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। সম্মতি-সঙ্কট দুর্গাদাস দে-সম্পাদিত 'মজ্‌লিস' পত্রের ১ম বর্ষে (মাঘ ও ফাল্গুন ১২৯৭) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদিত : 'বীণার ঝঙ্কার', সচিত্র (নির্ব্বাচিত গীত, রঙ্গরস প্রভৃতি)। ১৩১৯ শ্রীপঞ্চমী।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

অমৃতলালের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধাদি বহু রচনা 'বিভা' (১২৯৪), 'অনুসন্ধান' (১৩০১), 'চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ' (১৩০১), 'ভারতী' (১৩১২, ১৩৩০, ১৩৩২), 'নাট্য-মন্দির' (১৩১৭, ১৩১৯-২০), 'বঙ্গবাণী' (১৩২৯,১৩৩১-৩২), 'সচিত্র শিশির' (১৩৩১-৩৩) 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' (১৩২৩), 'মাসিক বসুমতী' (১৩২৯-৩৬), 'বার্ষিক বসুমতী' (১৩৩২-৩৪) প্রভৃতি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ; ইহার অনেকগুলি এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

জন্ম : ১ এপ্রিল ১৮৭৬ মৃত্যু : ৬ জানুয়ারি ১৯১৬

১। **উষা** (গীতি-নাট্য)। ? (১ মার্চ ১৮৯৩)। পৃ. ৬৯।
কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড আছে। 'উষা' 'অমর-গ্রন্থাবলী'তে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

২। **মানকুঞ্জ** (গীতিনাট্য)। ১৩০০ সাল (১১ এপ্রিল ১৮৯৪)। পৃ. ২৭
অমরেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্তের নিকট ইহার এক খণ্ড দেখিয়াছি। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে এই গীতি-নাট্যখানি 'শ্রীরাধা' নামে প্রকাশিত হয়।

৩। **কাজের খতম** (বড়দিনের পঞ্চরং)। ইং ১৮৯৮ (১৫ ডিসেম্বর)। পৃ. ৫০।
...ক্লাসিক ২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৭।

৪। **নির্ম্মলা** (গীতিকাব্য)। চৈত্র ১৩০৫ (ইং ১৮৯৯)। পৃ. ১৩৮।
...ক্লাসিক ২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৮।

৫। **শ্রীকৃষ্ণ** (গীতিনাট্য)। ভাদ্র ১৩০৬ (ইং ১৮৯৯)। পৃ. ৪৬।
...ক্লাসিক থিয়েটার ২৬ আগষ্ট ১৮৯৯।
সমাজপতি-স্মৃতি-সমিতি পুস্তকালয়ে ইহার এক খণ্ড আছে।

৬। **মজা** (সামাজিক নক্সা)। ১৩০৬ সাল (৩ মার্চ ১৯০০)। পৃ. ৭৪।
...ক্লাসিক ১ জানুয়ারি ১৯০০।

৭। **ফটিক জল** (নাটিকা)। ইং ১৯০২ (?)।...ক্লাসিক ১২ এপ্রিল ১৯০২।

৮। **শ্রীরাধা** (গীতি-নাট্য)। ১৩১১ সাল (২ জুন ১৯০৪)। পৃ. ২৭।...ক্লাসিক ১০ জুলাই ১৯০৪।
ইহা 'মানকুঞ্জ' গীতিনাট্যের নামান্তর।

৯। **শিবরাত্রি** (পৌরাণিক গীতি-নাটিকা)। ১৩১১ সাল (১০ মার্চ ১৯০৫)। পৃ. ২৪।
...ক্লাসিক ৪ মার্চ ১৯০৫।

১০। **ঘুঘু** (নক্সা)। ? (২০ মে ১৯০৫)। পৃ. ৩৪।...গ্রাণ্ড থিয়েটার ২০ মে ১৯০৫।

১১। **বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ** বা Partition of Bengal (নাট্যরূপক)। ? (১২ আগষ্ট ১৯০৫)। পৃ. ৭।...গ্রাণ্ড থিয়েটার ৯ আগষ্ট ১৯০৫।*

১২। **প্রণয় না বিষ?** (নাটক)। ইং ১৯০৫ (?)। পৃ. ৬৩।...ক্লাসিক থিয়েটার ২৩ ডিসেম্বর ১৯০৫।

---

* এই পুস্তিকার মলাট বা আখ্যাপত্রে প্রকাশ :—"২৪শে শ্রাবণ ১৩১২ বুধবার গ্রাণ্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।" 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' পুস্তকে (পৃ. ৫৪৩) এই রূপকের প্রথম অভিনয়কাল ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ বলা হইয়াছে, ইহা ঠিক নহে। কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এই পুস্তিকার এক খণ্ড আছে।

ইহার আখ্যানভাগ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রণয়-পরিণাম' উপন্যাস হইতে গৃহীত। আখ্যাপত্রহীন এক খণ্ড 'প্রণয় না বিষ?' শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থ-সংগ্রহে দেখিয়াছি। নাটকখানি অমর-গ্রন্থাবলীতে স্থান লাভ করে নাই।

১৩। **এস যুবরাজ** (রূপক)। ইং ১৯০৫ (?)।...ক্লাসিক ৩০ ডিসেম্বর ১৯০৫।

১৪। **দলিতা-ফণিনী** (নাটিকা)। জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫ (৭ মে ১৯০৮)। পৃ. ১২৩।...
মিনার্ভা ৩০ নবেম্বর ১৯০৭।

১৫। **কেয়া মজেদার** (প্রমোদ রঙ্গনাট্য)। পৌষ ১৩১৫ (৮ জানুয়ারি ১৯০৯)।
পৃ. ৫৩।...ষ্টার ২৫ ডিসেম্বর ১৯০৮।

১৬। **আশা-কুহকিনী** (ঐতিহাসিক নাটিকা)। পৌষ ১৩১৬ (২ ফেব্রুয়ারি ১৯১০)।
পৃ. ৭২।...ষ্টার ২৫ ডিসেম্বর ১৯০৯।

১৭। **জীবনে-মরণে** (নাটিকা)। ১৩১৮ সাল (২৪ নবেম্বর ১৯১১)। পৃ. ১০৮।...
গ্রেট ন্যাশনাল ১৭ জুন ১৯১১।
রবীন্দ্রনাথের "দালিয়া" গল্প অবলম্বনে রচিত।

১৮। **অভিনেতৃ-কাহিনী** (জীবনী)। ১৩২১ সাল (২০ জুন ১৯১৪)। পৃ. ১২৮।
এই সচিত্র জীবনী অমরেন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে গিরিশচন্দ্র, মনোমোহন বসু, মহেন্দ্রলাল বসু, সুকুমারী দত্ত, তারাসুন্দরী, ধর্ম্মদাস শূর, তিনকড়ি, সুশীলাবালা, দানি বাবু প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবনকথা আছে।

১৯। **অভিনেত্রীর রূপ** (উপন্যাস)। ? (২২ সেপ্টেম্বর ১৯১৪)। পৃ. ২৫৪

২০। **প্রেমের জেপ্‌লিন** (রঙ্গনাট্য)। ? (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫)। পৃ. ৪৫।...
ষ্টার ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫।

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

২১। **কিস্‌মিস্‌** (রঙ্গনাট্য)। ১৩২৫ সাল (ইং ১৯১৮)। পৃ. ৪৮।...ষ্টার ৩ মে ১৯১৩।

২২। **আদর** (উপন্যাস)। অগ্রহায়ণ ১৩২৭ (ইং ১৯২০)। পৃ. ৯৫।
ইহা প্রথমে "সমাজচিত্র" নামে 'সৌরভ' পত্রে (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩০২) এবং পরে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'অমর-গ্রন্থাবলী'তে মুদ্রিত হইয়াছিল।

২৩। **ভ্রমর** (নাটক)। ? (ইং ১৯৩৯ ?)। পৃ. ১৪৯।
বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র নাট্য-রূপ।

২৪। **ইন্দিরা** ও **কমলাকান্ত** (নাট্যাকারে গ্রথিত)। ? (১ জুন ১৯৪০)।
পৃ. ১৫৯

অমর-গ্রন্থাবলী :— ১৩০৯ সালে (১০ মে ১৯০২) প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে অমরেন্দ্রনাথের 'দুটী প্রাণ' (গীতিনাট্য), 'থিয়েটার' (প্রহসন), 'চাবুক' (প্রহসন), ও 'দোল-লীলার গীতাবলী' প্রথম মুদ্রিত হয় ; এগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

১৩১৩ সালে (জুলাই-আগষ্ট ১৯০৬) বসুমতী কর্তৃক দুই খণ্ডে প্রকাশিত অমর-

গ্রন্থাবলীতে 'আদর' (উপন্যাস) ও 'হরিরাজ' (ঐতিহাসিক নাটক) অতিরিক্ত স্থান পাইয়াছে। 'হরিরাজ' নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর রচনা, ১৩০২ সালে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়; ইহাকে অমরেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় একাধিক-বার-প্রকাশিত 'অমর-গ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত হয় নাই।

বসুমতী-প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর পরবর্ত্তী একটি সংস্করণে অমরেন্দ্রনাথের 'রোকশোধ' ও 'বড় ভালবাসি' সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হইয়াছে।

সাময়িক-পত্র সম্পাদন

শৈশব হইতেই অমরেন্দ্রনাথ কবিতা লিখিতেন। ১৩০১ সালের মাঘ ও ১৩০২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'জন্মভূমি' পত্রে তাঁহার রচিত দুইটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হীরেন্দ্রনাথেরও অনেক কবিতা জন্মভূমিতে স্থান পাইয়াছিল।

'সৌরভ'।—রচনাদি প্রকাশের সুবিধার জন্য অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে সম্পাদক করিয়া এবং নিজে সহকারী সম্পাদক হইয়া ১৩০২ সালের শ্রাবণ মাস হইতে 'সৌরভ' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই, তিন সংখ্যা বাহির হইয়াই বন্ধ হইয়া যায়। 'সৌরভে' গিরিশচন্দ্রের কয়েকটি রচনা ছাড়া, অমরেন্দ্রনাথের অনেক রচনা—প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস, নকশা প্রভৃতি—স্থান পাইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ দত্তের সৌজন্যে আমরা এই তিন সংখ্যা 'সৌরভ' দেখিয়াছি।

'নাট্য-মন্দির'।—১৩১৭ সালের শ্রাবণ মাস হইতে অমরেন্দ্রনাথ 'নাট্য-মন্দির' নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। চতুর্থ বর্ষের (১৩২০ সাল) অগ্রহায়ণ সংখ্যা পর্য্যন্ত তিনি এই পত্রের সহিত যুক্ত ছিলেন।

অমরেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে দুইখানি সাপ্তাহিক নাট্য-পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথমখানি 'রঙ্গালয়', ১ম সংখ্যার তারিখ—১ মার্চ ১৯০১; দ্বিতীয়খানি 'থিয়েটার', প্রথম সংখ্যার তারিখ—১০ জুলাই ১৯১৪। এই উভয় পত্রেই অমরেন্দ্রনাথের কোন কোন রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

রেখ-মন্দিরের বিবর্ত্তন

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

ওড়িষায় পুরী অথবা ভুবনেশ্বরের মন্দিরের গড়ন যে ধরণের, শিল্পশাস্ত্রের ভাষায় তাহাকে রেখ-দেউল বলে। ফার্গুসন ইহাকে 'ইণ্ডো-এরিয়ান' জাতীয় মন্দির বলিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ ইহাকে শিখর, নাগর বা কলিঙ্গ নামেও অভিহিত করিয়াছেন। যাঁহারা রেখ-মন্দিরের আকৃতিগত বিবর্ত্তন সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত অনুসন্ধানের জন্য তাঁহারা প্রধানত একটি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনী লিখিবার সময়ে যেমন তাঁহার জন্মের সন-তারিখ লইয়া আরম্ভ করিতে হয়, এবং বংশ-পরিচয় দিতে হয়, রেখ-মন্দিরের ইতিহাসের সম্পর্কেও তেমনই অনেকে প্রথমে ইহার উদ্ভব কোথায় হইয়াছিল এবং কি করিয়া ইহার বর্ত্তমান আকৃতি দাঁড়াইল, প্রথমে সেই সমস্যার সমালোচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অগণিত রেখ-দেউলের মধ্যে কয়েকটির গায়ে শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। সকল ক্ষেত্রে যে মন্দির-নির্ম্মাতা স্বীয় নামধাম খোদাই করিয়া দিয়াছেন, তাহা নয়, বরং বহু ক্ষেত্রে মন্দির নির্ম্মাণের পরে কোন ব্যক্তিবিশেষ হয় ত মন্দিরের সংস্কার করিয়া স্বীয় কীর্ত্তির প্রমাণ স্বরূপ কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল শিলালিপি হইতে মন্দিরের প্রথম নির্ম্মাণকাল না পাইলেও আমরা ইহা অন্তত কত দিনের পুরানো, তাহা জানিতে পারি। ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ সন-তারিখ জানা মন্দিরগুলিকে পর পর সাজাইয়া, তাহাদের লক্ষণ বিচার করিয়া, কালবশে ক্রমশ মন্দিরের রূপে কি কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বহু সাধকের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে এই উপায়ে আমাদের রেখ-মন্দিরের বিবর্ত্তনের সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা জন্মিয়াছে। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ফার্গুসন, হাভেল, কুমারস্বামী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্সি ব্রাউন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের কীর্ত্তি আমাদের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এতদ্ভিন্ন রমাপ্রসাদ চন্দ, স্টেলা ক্রামরিশ, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, সরসীকুমার সরস্বতী প্রভৃতি পণ্ডিতগণও উপরোক্ত গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া রেখ-মন্দিরের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞানের যে-সকল নূতন ভাণ্ডার উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের নিকটেও ঐতিহাসিকগণের ঋণ কম নয়।

১৯২২ সালে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণায় রত থাকিয়া ওড়িষায় ভ্রমণকালে রেখ-মন্দিরের সম্বন্ধে প্রথম আমার কৌতূহল জাগ্রত হয়। সেই সময়ে রেখ-মন্দিরের বিভিন্ন অংশের নাম কি, কেমন করিয়া তাহা গড়া হয়, অর্থাৎ মন্দিরের শরীরতত্ত্ব সম্পর্কে জানিবার জন্য আগ্রহ হয়। ফার্গুসনের পুস্তক যত্নসহকারে পড়িবার ফলে রেখ-মন্দিরের বিবর্ত্তনের সম্বন্ধে কিছু ধারণা হইলেও আমি যাহা খুঁজিতেছিলাম, সে সম্বন্ধে পর্যাপ্ত সংবাদ পাই না। তখন যে পুস্তকে প্রথম রেখ-মন্দিরের বিষয়ে নূতন আলোকের সন্ধান পাইলাম, তাহা ৺মনোমোহন

গঙ্গোপাধ্যায়-রচিত Orissa and her Remains—Ancient and Medieval (1912)। সেই পুস্তকের সহায়তায় দীক্ষাগ্রহণ করিয়া আমি ওড়িয়া শিল্পিগণের সাহায্যে শিল্পশাস্ত্র এবং মন্দিরের তত্ত্ব আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করি। ক্রমশ বুঝিতে পারি যে, রেখ-মন্দির শুধু ওড়িষাতেই আবদ্ধ নয়, এমন কি, ইহার উদ্‌ভবও সম্ভবত এই প্রদেশে হয় নাই। কোথায় উদ্‌ভব হইয়াছিল, তাহা উপস্থিত বলা কঠিন হইলেও আমরা দেখিতে পাই, প্রাচীন কাল হইতেই ওড়িষায় রেখ-মন্দির এক বিশেষ আকৃতি লাভ করিয়াছিল। সেই রূপের সহিত অপরাপর প্রদেশের রূপ তুলনা করিবার জন্য তখন রেখ-মন্দিরের সন্ধানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করি। ক্রমে ক্রমে বিহার ও ছোটনাগপুর, সংযুক্ত প্রদেশ, পঞ্জাব, রাজপুতানা, বোম্বাই, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ এবং বাংলাদেশের পশ্চিমাংশে নানাবিধ স্থানীয় লক্ষণবিশিষ্ট রেখ-মন্দিরের সঙ্গে পরিচয় ঘটে।* কয়েকটি অঞ্চল আমার এখনও অদেখা আছে, যথা—গুজরাট, আলমোড়া, নেপাল, আসাম এবং হায়দ্রাবাদ রাজ্যের দক্ষিণাংশ। সেই সকল স্থানে পর্যবেক্ষণ সমাপ্ত হইলে রেখ-মন্দিরের স্থানীয় বিকাশ সম্বন্ধে জ্ঞান আরও পরিপূর্ণ হইবে। যাহাই হউক, ভারতের নানা স্থান পরিদর্শনকালে উপলব্ধি করিলাম যে, অসংখ্য রেখ-দেউলের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক মন্দিরের দেহেই শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। তখন প্রচলিত গবেষণারীতি ভিন্ন অপর কোনও উপায়ে মন্দিরের বিবর্ত্তন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা যায় কি না, সে-বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করি।

নৃতত্ত্বের গবেষণায় কর্ম্মিগণকে দরিদ্র, অশিক্ষিত, বনবাসী জাতিসমূহের আচার ব্যবহার, সমাজ-পদ্ধতি, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত নানাবিধ উপাদান বা আয়োজনের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হয়। মানব সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত এই সকল বস্তুর সন-তারিখ দেওয়া থাকে না; অথচ এক বিশেষ গবেষণা-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সংস্কৃতির কোন্ অঙ্গ প্রাচীন, কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত নূতন, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করেন। এই ভাবে মানুষের তৈয়ারি অস্ত্রশস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া হাঁড়িকুড়ি, এমন কি, পূজা পার্ব্বণের রীতি পর্য্যন্ত কালবশে কিরূপে কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া বিবর্ত্তিত হইয়াছে, পণ্ডিতগণ তাহা অনেকাংশে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এবং যে সকল প্রাচীন সভ্যতার ক্ষেত্রে মাটি খুঁড়িয়া পুরানো বসতির স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেখানে উপরে বর্ণিত গবেষণার দ্বারা লব্ধ সিদ্ধান্ত সত্য কি না, তাহা যাচাই করিবারও ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। আমেরিকাতে উইসলার, ক্রোবর, স্পিয়ার, নেলসন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এক পদ্ধতি অনুসারে গবেষণা করিয়া, আবার খনন-পদ্ধতির সাহায্যে লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা তাহার সত্যাসত্য যাচাই করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ফলে আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতার রূপ এবং বিবর্ত্তন সম্পর্কে বহু নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে।

১৯২৪ সালে ভারতবর্ষের বসন্ত উৎসব, অর্থাৎ হোলি বা দোলযাত্রার ইতিহাস সম্পর্কে

* প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩৮; আশ্বিন, ১৩৩৮; অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮; মাঘ, ১৩৩৮; ভাদ্র, ১৩৪০; বৈশাখ, ১৩৪১ দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া আমি আশাতীত ফল লাভ করি। ইহার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া রেখ-মন্দিরের গবেষণাতেও সেই পদ্ধতি বা কৌশলটি প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা হয়। ফার্গুসন, কুমারস্বামী অথবা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মন্দির-বিবর্তনের প্রাচীন গবেষণা-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন, আমার মনে হয়, স্বতন্ত্র গবেষণা-পদ্ধতির দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিলে উভয়ের তুলনার দ্বারা আমার সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য যাচাই করা সহজে সম্ভব হইবে। এই কাজে এখনও ইচ্ছামত সাফল্য লাভ করিতে পারি নাই; তবু আপনাদের মত পণ্ডিতসমাজে অপরিপক্ক ফল পরিবেশন করিতে সাহসী হইয়াছি। আপনারা আজ আমাকে কৃপা করিয়া স্মরণ করিয়াছেন, তাই আমার এই দুঃসাহস। নতুবা নৃতত্ত্বের যে গবেষণা-পদ্ধতি আমি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি, তাহার জন্য সম্যক্ তথ্য আহরণের দুই আনা মাত্রাও আমার পক্ষে আজও সম্ভব হয় নাই। ইহা বিনয়ের বশে আপনাদিগকে বলিতেছি না; পদ্ধতিটি বর্ণনা করিলে এবং ওড়িষায় বিশেষভাবে কিরূপে আমি ইহা প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা বলিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন—ইহার জন্য কত তথ্যের প্রয়োজন, এবং রেখ-মন্দিরের বিবর্তন সম্বন্ধে কি আশ্চর্য তত্ত্বের সন্ধানই না আমরা ইহার সহায়তায় লাভ করিতে পারি।

ওড়িয়া শিল্পিগণ মন্দির দেহকে মানব-দেহের সমতুল বলিয়া মনে করেন। মানুষের মত মন্দিরের মধ্যেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র প্রভৃতি বর্ণভেদ আছে; এবং মানবশরীরের মত মন্দিরেরও পাদ, জংঘা, গণ্ডী (=দেহের মধ্যভাগ), বেকি (=গলা), খপুরি (=খর্পর) প্রভৃতি বিভিন্ন অংশ আছে। প্রথমে আমাকে মন্দিরের শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণের বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হয়। ওড়িষার বিভিন্ন মন্দিরের পাদ কি ভাবে রচিত হইয়াছে, তাহাদের জংঘা কত প্রকারের হয়, গণ্ডীতে কি কি অলংকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার গড়ন কেমন ভাবে করা হয়, বেকি, আমলক, খপুরি এবং শীর্ষদেশের আকৃতি কত রকমের হইতে পারে, সেই বিষয়ে মনোনিবেশ করি। ইহার পর এক একটি বিশেষ লক্ষণযুক্ত পাদ বা গণ্ডী, বিসম বা বাড় ধরিয়া কোন্ কোন্ মন্দিরে তাহা পাওয়া যায়, মানচিত্রের উপরে তাহা অঙ্কিত করিতে থাকি।

উদাহরণস্বরূপ, যে মন্দিরের বাড় ত্রি-অঙ্গবিশিষ্ট*, তাহা মানচিত্রে লিখিবার সময়ে দেখা গেল যে, শুধু ওড়িষায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না। দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর জেলায় আইহোলি এবং পট্টাদকল গ্রামদ্বয়ে, হিমালয়ের কাংড়া জেলায়, রাজপুতানার মরুভূমির মধ্যে ওসিঁয়া গ্রামে ঐরূপ বাড়বিশিষ্ট মন্দির আছে। অবশ্য প্রতি ক্ষেত্রে কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য দেখা যায় বটে, কিন্তু উপরের সকল স্থানেই ত্রি-অঙ্গবিশিষ্ট বাড়যুক্ত মন্দির রহিয়াছে। তেমনই আবার পাভাগ তিন অথবা চার অথবা পাঁচ কাম বিশিষ্ট, তাহার মানচিত্র অঙ্কন করি। কোন কোন

* এই সকল শব্দের অর্থবোধের জন্য Canons of Orissan Architecture (1932) পুস্তকখানি দ্রষ্টব্য। তৎসহ 'কণারকের বিবরণ' (১৩৩৩) হইতেও সাহায্য পাওয়া যাইবে।

মন্দিরের সম্মুখভাগে রাহা অতিমেলিত হয় এবং সেখানে গোলাকার ভো-র মধ্যে নৃত্যশীল শিবের বিশেষ কোন মূর্ত্তি খোদিত থাকে। এই লক্ষণ কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, তাহাও মানচিত্রে লিখি। বহু মন্দিরের বিসম পগ-বিভক্ত নয়, অনেকগুলি আবার পগ-বিভক্ত, উভয়ের অবস্থান মানচিত্রে সাজাই। কোন কোন রেখ-মন্দিরের রাহা উপরে শৃঙ্গপ্রায় হইয়া আমলককে স্পর্শ করিয়া থাকে; এই লক্ষণটিকেও মানচিত্রে সাজাইয়া ফেলি। এইরূপ চেষ্টার দ্বারা ক্রমশ উপলব্ধি করিলাম যে, রেখমন্দিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন লক্ষণগুলি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এলোমেলোভাবে দেখা যায় না, বরং তাহাদের ব্যাপ্তিতে কতকগুলি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

ত্রি-অঙ্গ বাড় উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্ব-ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে। আমলকচুম্বী শৃঙ্গ-প্রায় রাহা যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতানা, মধ্যভারত হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে বিজাপুর জেলা পর্যন্ত শাখা বিস্তার করিয়াছে। পঞ্চাঙ্গ বাড় ওড়িষা এবং মানভূমের একটি মন্দিরে দেখা যায়। হিমালয়, রাজপুতানা বা বুন্দেলখণ্ডে মন্দিরের গড়ন উঁচু করিবার ফলে সেখানেও বাড়কে দুই বা তিন জাংঘে বিভক্ত করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সেরূপ বাড়ের সহিত ওড়িষার পঞ্চাঙ্গ বাড়ের মধ্যে কিছু তারতম্য লক্ষিত হয়। একই প্রয়োজনের বশে দুই ক্ষেত্রে বাড়ে অনুরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে; এবং দুইটির জন্য পৃথক্ ব্যাপ্তির মানচিত্র রচনা করিতে হইবে। নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রেও আমরা অনুরূপ বিবর্তনের (parallel evolution) প্রমাণ কোথাও কোথাও পাইয়া থাকি।

যাহাই হউক, মানচিত্রের সাহায্যে রেখ-মন্দিরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যাপ্ত বা বিস্তারের তুলনা করিয়া আমরা পরীক্ষা করি, কোন্ লক্ষণ ভারতব্যাপী, কোন্‌টির ব্যাপ্তি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ, কোন্‌টি বা ক্ষুদ্র সীমারেখার দ্বারা আবদ্ধ। নৃতত্ত্বের গবেষণার ফলে মোটামুটি স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সমশ্রেণীর লক্ষণ-নিচয়ের মধ্যে যদি একটি বহুব্যাপ্ত হয় তাহার উৎপত্তিও অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালে সংঘটিত হইয়াছিল, এবং তাহার তুলনায় যে লক্ষণটি সংকীর্ণ দেশে আবদ্ধ, তাহার উৎপত্তি অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালে হইয়াছিল, এরূপ মনে করা সংগত।

এই সূত্র অনুসারে ওড়িষার মন্দির-বিবর্ত্তনের যে ধারাটি ক্রমশ চোখের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে, তাহা এইবার বর্ণনা করি। প্রথমে ত্রি-অঙ্গ বাড়বিশিষ্ট, মধ্যম অথবা অতিমেলান বিশিষ্ট ছামু-রাহা-সংযুক্ত, অবিভক্ত বিসম-সমন্বিত রেখ-মন্দির ওড়িষায় রচিত হইত। তাহার পাদ তিন কামযুক্ত এবং কুম্ভের পরিবর্ত্তে নোলিসংযুক্ত। গণ্ডী ত্রিরথ; কনিক বহুবিস্তৃত। ঐরূপ কনিক কদাকার দেখাইতে পারে বলিয়া মধ্যভাগে উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত একটি অংশ খাঁজ কাটিয়া দেওয়া হইত। ভূমি-আঁলা গোলাকার না হইয়া চতুষ্কোণের মত ছিল; মস্তকে কলসের পরিবর্ত্তে লিঙ্গাকার এক বস্তু থাকিত; শাস্ত্রানুযায়ী ইহার কোনও নাম এখনও পাওয়া যায় নাই। গর্ভ হইতে জলনিকাশ একটি নাগমূর্ত্তির হস্তে ধৃত কলসের ভিতর দিয়া হইত।

মন্দিরের গর্ভের তুলনায় উচ্চতা ৩।০ গুণ হইতে ৪ গুণের কাছাকাছি হইত। মন্দিরের অন্তর মুদ-যুক্ত ছিল না, নীচে হইতে বেকির তল পর্য্যন্ত লহরী-সংযুক্ত ছিল।

পরবর্ত্তী কালে মন্দিরের উচ্চতা ক্রমে বাড়িতে লাগিল, হয় ত যজমানের ঐশ্বর্য বাড়িয়াছিল এবং শিল্পিগণেরও দক্ষতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ছোট মন্দির যে কৌশলে গড়া চলে, বড় মন্দিরের বেলায় তাহার ইতরবিশেষ করিতে হয়। ফলে মন্দির যত উঁচু হইতে লাগিল, ভিতরে গড়নেও সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। প্রথমে একটি চওড়া পাথরের পাটা দিয়া গর্ভের উপরে দুইটি বিপরীত দেওয়ালের মধ্যে বাঁধন দেওয়া হইত। পাশের ফাঁক পাৎলা পাৎলা পাথরের পাটা দিয়া মুদ্রিত করা হইত। পরে কিন্তু দুই দেওয়ালের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত অংশটি কয়েক খণ্ড মোটা চওড়া পাথরের সাহায্যে বুজাইয়া দেওয়া হইত। শিল্পীদের ভাষায় ইহার নাম গর্ভমুদ। ক্রমে গর্ভমুদ এবং বেকির মধ্যে রত্নমুদ নামে আরও একটি কামরা দেখা দিল। তাহার পর আবার বড় বড় পাথরের পাটার পরিবর্ত্তে লহরীসংযুক্ত একাধিক মুদের (corbelled arches instead of broad slabs of stone) ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল।*

মন্দিরের অন্তর-গঠনে যেমন পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে লাগিল, মন্দিরের উচ্চতা যেমন গর্ভের অনুপাতে তিনগুণ হইতে পাঁচগুণ বা ততোধিক সংখ্যায় পৌছিল, তেমনই আবার বাহিরের সাজেও ক্রমশ নানাবিধ পরিবর্ত্তন দেখা দিতে লাগিল। পাদ তিনকাম হইতে চারকাম, চারকাম হইতে পাঁচকামে দাঁড়াইল। নোলি ক্রমে কুম্ভে রূপান্তরিত হইল, জংঘাকে বান্ধনার দ্বারা বিভক্ত করা হইল; বিস্তৃত দেহকে ত্রিরথের পরিবর্ত্তে পঞ্চ, সপ্ত অথবা নবরথে বিভক্ত করা হইল; বিসম পগবিভক্ত হইল। এইরূপ নানা পরিণতির মধ্য দিয়া মন্দিরের ক্রমবর্দ্ধমান উচ্চতা বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল।

উপরে যে পদ্ধতির অতি ক্ষীণ আভাস আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছি, তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে প্রথমে প্রতি মন্দিরের শিল্পশাস্ত্রানুসারে বিশ্লেষণের প্রয়োজন। তৎপরে মন্দিরগুলিকে সম্ভব হইলে থিওডোলাইট যন্ত্রের সাহায্যে মাপা প্রয়োজন। ৺মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ভিন্ন অপর কেহ ভারতবর্ষে এই পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানি না। তাঁহার প্রদর্শিত বিশ্লেষণপদ্ধতি গ্রহণ করিয়া আমি সামান্য সেক্সট্যাণ্ট, এব্নীর হ্যাণ্ড-লেভেল ও ফিতার সাহায্যে ওড়িষার কিছু মন্দির মাপিয়াছি। এরূপ যন্ত্রের সাহায্যে একা দ্রুত মাপের কাজ সারিলে ভুল হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবু না মাপা অপেক্ষা কিছু মাপও ভাল, ইহা স্মরণ করিয়া সেক্সট্যাণ্ট-লব্ধ অঙ্কের সাহায্যে শিল্পশাস্ত্রানুযায়ী মন্দিরগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুপাত নির্দ্ধারণ করিয়াছি। তাহার ফলে বিবর্ত্তনের যে আভাস অতি অস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহাই আপনাদের মত সুধী জনের সম্মুখে জ্ঞাপনের সুযোগ লাভ করিয়া আজ নিজেকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে করিতেছি।

* 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৪৩শ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ. ৯১ দ্রষ্টব্য।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রতি রেখ-মন্দিরকে শিল্পশাস্ত্রানুসারে তন্ন তন্ন ভাবে বিশ্লেষণ করা আবশ্যক হইয়াছে। তৎপরে প্রতি অঙ্গ এবং প্রত্যঙ্গের লক্ষণ ধরিয়া, এমন কি, বিভিন্ন অঙ্গের অনুপাত কোন্ কোন্ মন্দিরে কিরূপ, তাহা দেখিয়া, ব্যাপ্তিসূচক মানচিত্রে লিখিতে হইবে। সেই ব্যাপ্তি-চিত্রগুলিকে পরস্পরের সহিত তুলনা করিলে আমরা ক্রমে বুঝিতে পারিব, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রেখ-মন্দিরের মধ্যে কালক্রমে কোন্ লক্ষণের পর কোন্ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার পরেই আরম্ভ হইল কঠিন কাজ। লক্ষণের পর লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, মন্দিরের দেহে রূপান্তর সাধিত হইতেছে, এইটুকু জানিয়াই আমরা প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারি না। রূপান্তরের হেতু কি, তাহাও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। ওড়িষায় একটি কারণের আভাস দিয়াছি : মন্দির কালবশে উচ্চ হইতেছে, বিস্তৃত হইতেছে, এবং তাহারই সহিত সংগতি রাখিয়া উহার অন্তর এবং বহিরঙ্গ রূপান্তরিত হইতেছে। ওড়িষার সমাজে ধনসঞ্চার হইয়াছিল, রাজা ছোট মন্দিরের পরিবর্তে বড় মন্দির গড়িবার জন্য হয় ত শিল্পীকে নির্দেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাই যে সবটুকু নয়, আমরা তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাই।

শিল্পিগণ বড় মন্দির রচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মন্দিরের বৃহৎ রূপের ভিতর দিয়া, অর্থাৎ শিল্পের ভাষার সাহায্যে তাঁহারা কতকগুলি ভাবকেও প্রকাশ করিতেন। খাজুরাহোর মন্দিরের শিল্পীও ওড়িষার মত সু-উচ্চ মন্দির গড়িতেন, কিন্তু তাহার শিল্পগত ব্যাখ্যানবস্তু ছিল ওড়িষার শিল্পিগণের ব্যাখ্যানবস্তু হইতে স্বতন্ত্র। ওড়িষার শিল্পী বিশ্বের মধ্যে যে বিশাল সর্ব্বব্যাপী, মানবজীবনের সর্ব্বরসগ্রাহী সৌন্দর্য্য ফুটিয়া ওঠে, তাহাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু খাজুরাহোর শিল্পী তৎপরিবর্তে অপরিণত যৌবনচাপল্যে উদ্বেল ভাবধারাকে মন্দিরের সাহায্যে রূপায়িত করিয়াছিলেন।* তাহার ফলে মন্দিরের দেহে, রেখায়, অলংকারে কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা ওড়িষায় সচরাচর দেখা যায় না। ওড়িষার শিল্পিগণ মন্দিরদেহে উর্দ্ধগামী রেখাকে আশ্রয় করিলেও ধরিত্রীর সহিত মন্দিরের সংযোগকে কখনও ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। তাঁহারা অঙ্গশিখরগুলিকে কখনও মূল রেখ-মন্দিরের রেখাকে আচ্ছাদিত করিতে দেন নাই। গম্ভীর গতির সহিত তাল রাখিয়া, বরং তাহার গাম্ভীর্য্যকে আরও পরিপুষ্ট করিবার জন্যই অঙ্গশিখর ব্যবহৃত হইয়াছে। ফলে ওড়িষার রেখ-মন্দিরে যে গাম্ভীর্য্য, প্রশান্তি ও দৃঢ়তার ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা খাজুরাহোর অতিরিক্ত শিখর-মণ্ডিত, পিষ্টের পর পিষ্ট, পাভাগের পর পাভাগ, জঙ্ঘার পর জঙ্ঘাসমন্বিত চঞ্চল গতিবিশিষ্ট, যৌবনসুলভ অসহিষ্ণুতার ভাবযুক্ত কাণ্ডারিয়া মহাদেবের মন্দিরে কখনও পাওয়া যায় না।

আমার বলার তাৎপর্য্য এই যে, মন্দিরের রূপের বিবর্তন শুধু গঠন-কৌশলের প্রয়োজনবশেই সাধিত হয় নাই, ক্ষেত্রবিশেষে শিল্পীর শিল্পানুভূতির প্রভেদের কারণেও তাহার তারতম্য

* ইহার জন্য "নবীন ও প্রাচীন" (১৩৩৭), পৃ. ৩০-৩৯ ; "প্রবাসী", কার্ত্তিক, ১৩৪০, পৃ. ১২-১৭ ; *The Visva-Bharati Quarterly*, Aug, 1935, পৃ, ৫৭-৬৪ ; ঐ, Nov, 1935, পৃ. ৭৩-৭৫ ; *4 Arts Annual, 1936-37*, পৃ. ২০-২৫ দ্রষ্টব্য।

ঘটিয়াছে। অতএব সারা ভারতের রেখমন্দিরগুলিকে মাপিবার পর, বিশ্লেষণ, তুলনা এবং ব্যাপ্তিপরীক্ষার সাহায্যে আমরা যেমন তাহার বহিরঙ্গের বিবর্ত্তনের চিত্রটি প্রকাশ করিব, তেমনই আবার গূঢ় মর্ম্মকথার সম্বন্ধেও আমাদিগকে সজাগ থাকিতে হইবে। কোথাও হয় ত রূপবিবর্ত্তনের কারণ হইল মন্দিরকে আরও উঁচু করিয়া গড়ার আকাঙ্ক্ষা; কোথাও বা পাথরের পরিবর্ত্তে ইট ব্যবহারের ফলে রূপভেদ ঘটিয়াছে; আবার কোথাও হয় ত দেখা যাইবে, শিল্পের অন্তর্নিহিত ভাবধারার তারতম্যের কারণে বহিরঙ্গে বিশেষ বিশেষ বিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।*

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রেখ-দেউলের বিবর্ত্তনের সমগ্র চিত্রটি যখন বহু ঐতিহাসিকের চেষ্টার দ্বারা গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে, তাহার পর ফার্গুসন, হাভেল, কুমারস্বামী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের পদ্ধতি অনুসারে লব্ধ সিদ্ধান্তের তুলনা করিয়া আমরা বুঝিতে পারিব, নৃতত্ত্বে ব্যবহৃত গবেষণাপদ্ধতির সার্থকতা কতটুকু। হয়ত তখন দেখা যাইবে যে, উল্লিখিত মহাত্মগণের বহু পরিশ্রমলব্ধ অমূল্য ইতিহাসরচনাকে আমাদের চেষ্টার দ্বারা কিছু নূতন তথ্যসঙ্কলনের ফলে আরও পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে। সেইটুকু কাজে সমর্থ হইলে নিজের পরিশ্রমকে আমরা সার্থক বলিয়া মনে করিতে পারিব।†

---

* *The Calcutta Review*, Oct, 1935, পৃ, ২৫-২৮ দ্রষ্টব্য।

† ১৪ই বৈশাখ ১৩৫৩, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার বিতরণী সভায় পঠিত।

বালবলভীভুজঙ্গ ভট্ট ভবদেব

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ

চতুর্বদনসদ্মস্থ-চতুর্ব্বেদকুটুম্বিনে।
দ্বিজামুষ্ঠেয়-সৎকর্ম্মসাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ॥

বঙ্গদেশে সামবেদীয় বিবাহাদি-সংস্কারের অনুষ্ঠানকালে এখনও ঘরে ঘরে ভবদেব-রচিত কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতির উদ্ধৃত মনোহর মঙ্গলাচরণ-শ্লোক আবৃত্তি করিয়া পুরোহিতগণ কুশণ্ডিকাদি যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। শ্লোকটি ব্রহ্মার নমস্কারস্বরূপ। ভারতীয় সাধনার বিচিত্র ইতিহাসে ব্রহ্মা কোন উপাসক-সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতা নহেন—তিনি দ্বিজানুষ্ঠেয় বেদোক্ত সৎকর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ বলিয়াই ভবদেব বিষ্ণুভক্ত[1] হইয়াও তাঁহার বন্দনা করিয়াছেন। নবদ্বীপের "নবদ্বৈপায়ন" স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন চেষ্টা করিয়াও ভবদেবপদ্ধতির সংশোধন-কার্য্যে সফলকাম হইতে পারেন নাই। রঘুনন্দনের "সংস্কারতত্ত্ব" ও "সংস্কারপ্রয়োগতত্ত্বে"র পরিবর্ত্তে ভবদেবপদ্ধতিই প্রতি গৃহে প্রচার লাভ করিয়াছিল। আট শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন প্রচারলাভ ভারতীয় অন্য কোন স্মার্ত্ত গ্রন্থকারের ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। সৌভাগ্যক্রমে ভট্ট ভবদেবের সম্বন্ধে বহু তথ্য কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছে এবং স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহার উৎকৃষ্ট বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন (J. A. S. B., 1912, pp. 333-48)। বর্ত্তমানে নূতন গবেষণার ফলে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রবন্ধের পরিপূরণ এবং সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে।

ভবদেবের গ্রন্থপঞ্জী

১। **তৌতাতিতমততিলকম্ঃ** কাশীর সরস্বতীভবন গ্রন্থমালায় এই গ্রন্থ সম্প্রতি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। কুমারিল ভট্টের "তন্ত্রবার্তিক" (অর্থাৎ মীমাংসাদর্শনের ১।২ হইতে ৩।৪ পাদ পর্য্যন্ত) গ্রন্থের উপরি ইহা একটি প্রকরণগ্রন্থ—ধারাবাহিক টীকা নহে। মীমাংসাশাস্ত্রীয় অধিকরণসমূহের পঞ্চাঙ্গ-পরিপূর্ণ অতিবিশদ ব্যাখ্যা এবং স্থানে স্থানে প্রভাকরসম্প্রদায়ের মতখণ্ডন এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার বাহিরে ভবদেবের পাণ্ডিত্য-খ্যাতি এই গ্রন্থের উপরই দীর্ঘকাল সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গদেশে ভট্ট-মীমাংসা ও প্রভাকর-মীমাংসার পঠন-পাঠনা প্রচলিত ছিল এবং এক সময়ে রাঢ়দেশই প্রভাকরসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে পরিগণিত ছিল। প্রকরণপঞ্চিকাকার শালিকানাথ এবং

১। প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণের প্রারম্ভে ভবদেব 'বাসুদেবে'র নমস্কার এবং তিলকগ্রন্থে বিষ্ণু ও সরস্বতীর বন্দনা করিয়াছেন। তদীয় সুহৃৎ বাচস্পতির প্রশস্তিলিপিতেও বাসুদেবের বন্দনা ও ভবদেবনির্ম্মিত নারায়ণ-মন্দিরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুতরাং ভবদেব বৈষ্ণব ছিলেন সন্দেহ নাই।

"নয়রত্নাকর"কার মহামহোপাধ্যায় চন্দ্র বাঙ্গালী ছিলেন।[২] প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে (রচনা-কাল প্রায় ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ) "দক্ষিণরাঢ়া"-নিবাসী অহঙ্কার কাশীতে আসিয়া যে দর্পোক্তি করেন, তন্মধ্যে তৎকালীন বঙ্গদেশীয় শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থিগণের একটি মূল্যবান্ পাঠ্য পুস্তকতালিকা লিপিবদ্ধ আছে—যাহার অধ্যাপনা কাশী অঞ্চলে প্রচলিত ছিল না।

অহো মূর্খবহুলং জগৎ।

নৈবাশ্রাবি **গুরোর্**মতং ন বিদিতং **তৌতাতিতং** দর্শনং
তত্ত্বং জ্ঞাতমহো ন **শালিক**গিরাং **বাচস্পতেঃ** কা কথা।
সূক্তির্নৈব **মহোদধের**ধিগতা **মাহাব্রতী** নেক্ষিতা
সূক্ষ্মা বস্তুবিচারণা নৃপশুভিঃ স্বস্থৈঃ কথং স্থীয়তে। (২য় অঙ্ক)

এই শ্লোকে "গুরু"-মতের প্রথম উল্লেখ দ্বারা প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের টীকাকার নাণ্ডিল্লগোপ (নির্ণয়সাগর-সংস্করণ দ্রষ্টব্য) এ স্থলে গ্রন্থরাজির অতি প্রামাণিক বিবরণ দিয়াছেন (৩য় সং, পৃ. ৫৩)। প্রভাকর গুরুর গ্রন্থদ্বয় "নিবন্ধন" ও "বিবরণ"। তদুপরি শালিকানাথের টীকাদ্বয় "ঋজুবিমলা" ও "দীপশিখা"। মহোদধি হইলেন "শালিকনা(থ)-সহব্রহ্মচারী গুরুমতে নিবন্ধনকর্ত্তা **ভবনাথ**-বৎ"—তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম "সিদ্ধান্তরহস্যম্"। মহাব্রত হইলেন "ভট্টমতানুবর্ত্তী মহোদধি-প্রতিপ্রস্পর্দ্ধী **ভবদেব**-বৎ।" টীকাকারের সময়েও (১৬শ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম পাদে) ভট্টমতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকাররূপে ভবদেবের নাম প্রসিদ্ধ ছিল এবং টীকার ভাষা হইতে মনে হয়, ভবনাথ ও ভবদেব সমকালীন ও পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ভবদেবের ন্যায় ভবনাথও বাঙ্গালী হওয়া বিচিত্র নহে। ভবনাথের "নয়বিবেক" গ্রন্থের তর্কপাদ মুদ্রিত হইয়াছে (মাদ্রাজ সং, ১৯৩৭), গ্রন্থমধ্যে শ্রীকর (পৃ. ২৭১), মহোদধি (পৃ. ২৭১), মহাব্রত (পৃ. ২৭৩) ও বাচস্পতির (পৃ. ২৭৫) নাম পাওয়া যায়। মৈথিল স্মার্ত্ত বাচস্পতি মিশ্রের সময়ে (খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে) ভবদেবের এই গ্রন্থ পরম প্রমাণরূপে পরিগণিত ছিল। বাচস্পতির বিচারবহুল "দ্বৈতনির্ণয়" গ্রন্থে পাওয়া যায়:—"ইতি চেন্ন, **তৃতীয়াধ্যায়-ভবদেব**-বিরোধাৎ, তথা চ ভবদেবফক্কিকা…" (দারভাঙ্গা সং, পৃ. ১৩)।

২। কাব্যপ্রকাশের টীকাকার চণ্ডীদাস (খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) এক স্থলে লিখিয়াছেন:— "যদি তু প্রাভাকরৈঃ সার্দ্ধং বিজিগীষুকথাকণ্ঠদুর্দ্দুরো দেহস্তদা তামেব মৃগয়িতুং **রাঢ়াদি**রাষ্ট্রং গচ্ছেতি।" (কাব্যপ্রকাশ-দীপিকা, রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির G. 3783 সংখ্যক পুঁথির ৭ ক পত্র, পঞ্চমোল্লাস) চণ্ডীদাস উৎকলবাসী ছিলেন। কুসুমাঞ্জলির টীকাকার (কাশ্মীরনিবাসী) বরদরাজ উদয়নোক্ত "গৌড়মীমাংসক"কে "পঞ্চিকাকারঃ" (কুসুমাঞ্জলিবোধনী, কাশী সং, পৃ. ১২৩) অর্থাৎ শালিকানাথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্র "নয়রত্নাকর" গ্রন্থে পরিচয় দিয়াছেন:— "অসৌ চন্দ্রঃ শ্রীমানকৃত নয়রত্নাকরমিমং, নিবন্ধং **পোশালী**কুলকমল-কেদারমিহিরঃ।" (H. P. Sastri : Nepal Cat. I, p. 113) "পোশালী" রাঢ়ীয় কাশ্যপগোত্র শ্রোত্রিয়বংশ, বর্ত্তমানে পুষিলাল নামে পরিচিত। এই চন্দ্ররচিত 'অমৃতবিন্দু' প্রকরণ বিধিবাদ ও অপূর্ব্ববাদ বিষয়ে গঙ্গেশের অন্যতম উপজীব্য ছিল।

গ্রন্থারম্ভে ভবদেব লিখিয়াছেন :—

অজিতা নৈব সুবোধা, সংক্ষিপ্তং নাঽ**নুপদম্** অতো লোকাঃ।
(বি-)হতোৎসাহা জাতা ন জানতে তন্ত্রটীকার্থম্। ৪ শ্লোক

অর্থাৎ তন্ত্রবার্ত্তিকের তৎকালপ্রচলিত প্রাচীন টীকাদ্বয়ের একটি দুর্ব্বোধ এবং অপরটি বিস্তৃত ছিল। তজ্জন্য সংক্ষেপে অথচ উচিত বাক্যবিন্যাসে ("উচিতসুবর্ণোপরচিতমল্লং চ" ৫ম শ্লোক) ভবদেব এই "তিলক" গ্রন্থ লিখিয়াছেন। পরিতোষ মিশ্র-রচিত অজিতাগ্রন্থের পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে (R. 368 প্রভৃতি)। ইহাই বোধ হয়, তন্ত্রবার্ত্তিকের প্রাচীনতম টীকা। "অনুপদ" গ্রন্থ অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে, ইহা পূর্ব্বোক্ত মহাব্রত-রচিত হইলেও হইতে পারে। ভবদেবের এই গ্রন্থে কতিপয় নূতন তথ্যের উল্লেখ আছে। আমরা দুইটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

(ক) দৃশ্যন্তে চাত্রত্বেপি বেদব্যবহারিণামেব ধর্ম্মবোধেঽনাচারাঃ স্মৃতিবিরুদ্ধাঃ। যথা দাক্ষিণাত্যব্রাহ্মণীনামনুমরণম্। তথা চ স্মরন্তি,

মৃতানুগমনং নাস্তি ব্রাহ্মণ্যা ব্রহ্মশাসনাৎ।
ইতরেষান্তু বর্ণানাং স্ত্রীধর্ম্মোঽয়ং ব্যবস্থিতঃ। (পৃ. ১০০)

(খ) দুর্গোৎসব এব বরাটাদৌ (? **রাঢ়াদৌ** হইবে) জম্বাললীলানুষ্ঠানং, **বঙ্গ-পাশ্চাত্যানাং** তু চৈত্রশুক্লচতুর্দ্দশ্যামেব। (পৃ. ১২৩)

জম্বাললীলা অর্থাৎ পঙ্কোৎসব এখনও বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে দুর্গাপূজার সময়ে অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু চৈত্রশুক্লচতুর্দ্দশী অর্থাৎ মদনচতুর্দ্দশীর উৎসব বর্ত্তমানে লোপ পাইয়াছে।

২। **প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্ :** বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে ইহা একটি আকর বটে। ভবদেব এই গ্রন্থে এক স্থলে মাত্র "জিকনে"র মত উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ. ১০২), কিন্তু শূলপাণি প্রায়শ্চিত্তবিবেক গ্রন্থে জিকনের সন্দর্ভ বহু বার (অন্ততঃ ২৩ বার) উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভবদেব এই গ্রন্থে যে সকল পূর্ব্বতন নিবন্ধকারের নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে "ধারেশ্বর" (পৃ. ৮২) অর্থাৎ ভোজদেব ব্যতীত সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়—জিকন, বালক, বিশ্বরূপ (পৃ. ৮২) ও শ্রীকর। এই বিশ্বরূপ একজন অনতিপ্রাচীন নিবন্ধকার এবং যাজ্ঞবল্ক্যের সুপ্রাচীন টীকাকার বিশ্বরূপাচার্য্য হইতে পৃথক্। দুই জনকে অভিন্ন ধরিয়া অনেকেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। জিকন ব্যতীত বাঙ্গালার এই সকল প্রাচীন নিবন্ধকারের নাম জীমূতবাহনও তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, জীমূতবাহনের দায়ভাগ অধ্যাপনাকালে নবদ্বীপের কোন কোন অধ্যাপক একটি প্রাচীন প্রবাদের উল্লেখ করিতেন যে, শ্রীকর জীমূতবাহনেরই পিতৃস্বসাপতি ছিলেন এবং বিশ্বরূপও তাঁহার নিকট-আত্মীয় ছিলেন। এই শ্রীকর—ভবনাথ, গঙ্গেশ প্রভৃতি দ্বারা উল্লিখিত (ভট্টমতাবলম্বী) কুজশক্তিবাদী মীমাংসকাচার্য্য শ্রীকর হইতে অভিন্ন হইতেও পারেন।

৩। **সম্বন্ধবিবেক**ঃ এই ক্ষুদ্র নিবন্ধও মুদ্রিত হইয়াছে (New Indian Antiquary, Vol. VI., No. 8), রঘুনন্দন ও কামরূপীয় পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ (প্রেতকৌমুদী, পৃ. ১৫৭) এই গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং পুষ্পিকায় যথাযথ ভবদেবের উপাধি "বাল-বলভী-ভুজঙ্গ" লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং ভবদেবের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

৪। **কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি**ঃ এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ বহু বার মুদ্রিত হইলেও ইহার কোন প্রামাণিক সংস্করণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিত রামনাথ বিদ্যা-বাচস্পতি "সংস্কারপদ্ধতিরহস্য" নামে এই গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। (L. 2177, রচনাকাল ১৫৪৪ শক = ১৬২২-৩ খ্রীঃ) এই গ্রন্থোক্ত ভবদেবের কতিপয় মত গৌড়ীয় স্মার্ত্তসম্প্রদায়ে বিতর্কের অবতারণা করে। একটি স্থল উল্লেখযোগ্য। ভবদেবের মতে "পাহি নো অগ্ন এনসে স্বাহা" প্রভৃতি মন্ত্রদ্বারা প্রায়শ্চিত্তহোমের ব্যবস্থা আছে এবং প্রকৃতকর্ম্মের বৈগুণ্যসমাধানার্থ "শাট্যায়ন" হোম করিতে হয়। উভয় স্থলেই ভবদেবের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী গোভিলভাষ্যকার ভট্ট-নারায়ণ তীব্রভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছেন। যথা, "অত্র কেচিদ্‌যজ্ঞতন্ত্রানভিজ্ঞাঃ পাহি নো অগ্ন এনসে স্বাহেত্যাদিকং প্রায়শ্চিত্তমধিকং কুর্ব্বন্তি, তৎ তেষাং বাল-ক্ষেড়িতবদনর্থকং মন্যামহে। কুতঃ? শ্রুতাবিহ চ তস্যানুপদেশাৎ। যদপি শাট্যায়নকং কুগ্রন্থান্তরম্ অপপাঠভূতমধীয়তে, তদপ্যপ্রমাণম্। কুতঃ? অনার্ষেয়ত্বাচ্চ পরিশিষ্টমধ্যান্তঃপাতিত্বাসংভবাচ্চ তস্য।" (গোভিলভাষ্য, কলিকাতা সংস্কৃতগ্রন্থমালা সং, পৃ. ২২৩-৪) ভবদেবের সুপ্রসিদ্ধ উপাধি বালবলভীভুজঙ্গের উপর কটাক্ষ করিয়াই এ স্থলে "বাল-ক্ষেড়িতবৎ" লিখিত হইয়াছে সন্দেহ নাই এবং 'কুর্ব্বন্তি' ও 'অধীয়তে' পদের বর্ত্তমান কালে প্রয়োগদ্বারা সূচিত হয় যে, ভবদেবের জীবদ্দশায়ই ভট্ট নারায়ণ ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। ভট্ট-নারায়ণও সুতরাং গৌড়দেশীয় বলিয়াই অনুমান করা যায়। রঘুনন্দন এ স্থলে ভট্ট-নারায়ণের মতই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিথিতত্ত্বের দুর্গোৎসব-প্রকরণের শেষে পাওয়া যায়:—"যত্তু প্রকৃতবৈগুণ্যদোষপ্রশমনায় শাট্যায়নহোমাভিধানং ভবদেবভট্টসম্মতং, তন্ন, তস্মাদপি মহাপ্রামাণিকৈর্ভট্টনারায়ণচরণৈর্গোভিলভাষ্যে তদপ্রমাণী-কৃতত্বাৎ......।" উভয়ের প্রামাণ্য বিষয়ে তারতম্যের কোন সূত্র পাইয়াই রঘুনন্দন উক্তরূপ স্পষ্টোক্তি করিয়া থাকিবেন, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। পরিশিষ্টপ্রকাশ ও সময়প্রকাশকার "কাঞ্জিবিল্লীয়" নারায়ণোপাধ্যায় ভট্ট-নারায়ণ হইতে পৃথক্ এবং পরবর্ত্তী।

৫। ভবদেবের বহুতর গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইল **ব্যবহার-তিলক**। মিসরু মিশ্র, বাচস্পতি মিশ্র, নব্যবর্দ্ধমান প্রভৃতি মৈথিল এবং রঘুনন্দন (ব্যবহার-তত্ত্বে) প্রভৃতি গৌড়ীয় বহু গ্রন্থকার এই গ্রন্থের প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই গ্রন্থের প্রতিলিপির সন্ধান পাইয়াছিলেন (Proc. A. S. B., May 1869, p. 130), কিন্তু এখনও ইহা অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ভবদেব-রচিত 'দত্তকতিলকে'র যে পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা প্রামাণিক নহে (প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণের Introd. pp. 2-3 দ্রষ্টব্য)।

৬। ভবদেবের অপর প্রসিদ্ধ অথচ অধুনাবিলুপ্ত গ্রন্থের নাম **নির্ণয়ামৃত**। এই মূল

গ্রন্থের সহিত পার্থক্য সূচনার জন্য রঘুনন্দন "পাশ্চাত্য-নির্ণয়ামৃত" গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। 'পাশ্চাত্য' বিশেষণ হইতেই প্রতিপন্ন হয়—মূল গ্রন্থটি গৌড়ীয়। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে অনিরুদ্ধ-রচিত "কর্ম্মোপদেশিনী" গ্রন্থের একটি প্রতিলিপি আছে (Eggeling : I. O. Cat. pp. 474-5 ; পত্রসংখ্যা ১-৮২); তাহার সহিত সংযুক্ত দুইটি পৃথক্ গ্রন্থ আছে—একটি কোন অজ্ঞাতনামা (মৈথিল ?) গ্রন্থকারের শুদ্ধিপ্রকরণ (পত্রসংখ্যা ৮২-১১৪) এবং অপরটি সুপ্রাচীন গৌড়ীয় স্মার্ত্ত বলভদ্র-রচিত "অশৌচসার" (পত্রসংখ্যা ১১৫-২৪)। শুদ্ধিপ্রকরণের এক স্থলে আছে—**নির্ণয়ামৃতে ভবদেবভট্টঃ** (৮৪ ক পত্র)। রঘুনন্দন-রচিত "আহ্নিকাচারতত্ত্বে"র একটি প্রতিলিপির পার্শ্বে নিম্নলিখিত সন্দর্ভ আমরা পাইয়াছিলাম :—

"তথা চ **ভবদেবীয়নির্ণয়ামৃতে** স্মৃতঃ
রাত্রেঃ পশ্চিমযামস্য মুহূর্ত্তো যস্তৃতীয়কঃ।
স ব্রাহ্ম ইতি বিজ্ঞেয়ো বিহিতঃ সম্প্রবোধনে।" (প্রথম পত্রে)

নির্ণয়ামৃতের বচন মলমাসতত্ত্ব, শুদ্ধিতত্ত্ব, তিথিতত্ত্ব, কৃত্যতত্ত্ব ও শ্রাদ্ধতত্ত্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

৭। **তিথিনির্ণয় :** এই বিলুপ্ত গ্রন্থের বচন রায়মুকুট-রচিত "স্মৃতিরত্নহারে" উদ্ধৃত হইয়াছে (I. H. Q., XV11, p. 460)। যথা,

ভবদেবেনাপি তিথিনির্ণয়ে উক্তম্ (৩৪ ক পত্র)।

তথা চ **তিথিনির্ণয়ে ভবদেবেন** ·······(১৫০ খ পত্র)।

এই গ্রন্থ নির্ণয়ামৃতের পরিচ্ছেদও হইতে পারে।

৮। নিশ্চল কর-রচিত চক্রদত্তসংগ্রহটীকায় **ভবদেবীয়গন্ধশাস্ত্রের** উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পুনার ১৮৯৫-১৯০২ সনের ৬২০ সংখ্যক পুথির ২৫০ ক ও ২৩২ ক পত্র দ্রষ্টব্য। প্রশস্তিকারের মতে ভবদেব জ্যোতিষাদিশাস্ত্রেও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

বালবলভীভুজঙ্গ উপাধি

ভবদেবের উপলভ্যমান গ্রন্থে এবং কুলপ্রশস্তিতে তাঁহার বিচিত্র উপনাম বালবলভীভুজঙ্গ লিখিত আছে। পদটির অর্থ দুরূহ। অনেকের মতে "বালবলভী" ঐ নামের স্থানবিশেষ হইতে অভিন্ন—রামচরিতে তাহার উল্লেখ আছে। ভবদেব তৎস্থানের অধিবাসী বলিয়া এই উপাধি ধারণ করেন। কিন্তু স্থাননামের সহিত অব্যবধানে সংযুক্ত 'ভুজঙ্গ' শব্দ কোন সদর্থেই প্রযুক্ত হইতে পারে না। বারবিলাসিনী কিম্বা ঐরূপ কোন পদ ব্যবধানে থাকা আবশ্যক। কাব্যপ্রকাশের কোন কোন টীকাকার অজ্ঞতাবশতঃ অভিনবগুপ্তপাদকে ভবদেবের উক্ত উপাধির পর্য্যায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, গুপ্তপাদ শব্দ সর্পবাচক ভুজঙ্গের সমার্থক। শ্রীবৎসলাঞ্ছন ভট্টাচার্য্যরচিত কাব্যপ্রকাশের সারবোধিনী টীকায় আছে,—"অভিনবগুপ্তপাদা ইতি চ তস্য বালবলভীভুজঙ্গ ইতি নাম। তদেব ভঙ্গ্যন্তরেণ উক্তং যথা

তৌতাতিতা ইতি।" (কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির ৫৪৬ সং পুথির ২৯ ক পত্র)। কমলাকর ভট্টও লিখিয়াছেন, "অভিনবগুপ্তপাদা ইতি বলভীভুজঙ্গ-নাম্নো ভবদেবস্য সংজ্ঞা, বহুবচনশ্রীপদাভ্যাং সংমতত্বমুক্তম্।" (কাশী সং, ৮ পত্র) ভীমসেন দীক্ষিতকৃত কাব্যপ্রকাশের 'সুধাসাগর' টীকায় বালবলভীভুজঙ্গ পদের রহস্য বিবৃত হইয়াছে:—"ইদমত্র রহস্যম্। পুরা কিল কাচিৎ বলভী পঠতাং বহূনাং ব্রাহ্মণবালানামধ্যয়নশালা আসীৎ। তত্র পঠন্ কশ্চিদ্‌-গৌড়বালোঽতিসৌবুধ্যান্মুখরত্বাচ্চ নিখিলবালানাং ভয়প্রদত্বেন বালবলভীভুজঙ্গ ইতি গুরুণা ব্যপদিষ্টঃ স চাচার্যতামুপগত ইতি সকলরহস্যাভিজ্ঞঃ শ্রীবাগ্‌দেবতাবতারো (মম্মটঃ) গূঢ়ং তন্নাম অভিনবগোপানসীগুপ্তপাদঃ ইতি বৈদগ্ধ্যমুখেনাভিব্যনক্তীতি। অতএব মধুমত্যাং রবিভট্টাচার্য্যৈরুক্তম্—অভিনবপদেন ধ্বনিটীকাকর্তৃপুরাণ-গুপ্তপাদলিখনবিরোধোঽত্র ন দেয়ঃ ইতি।" (চৌখাম্বা সং, পৃ. ১২১) অর্থাৎ কোন অধ্যাপক-গৃহের বলভীতে অর্থাৎ উচ্চতম কক্ষে বালকদের অধ্যয়নশালা ছিল। পঠদ্দশায় ভবদেব তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে গুরুর নিকট এই পদবী লাভ করেন। এই ব্যাখ্যার অনেকাংশে সমর্থন ভবদেবের নিজের উক্তি হইতেই পাওয়া যায়। তৌতাতিতমততিলকের প্রারম্ভে আছে:—

> মামধ্যয়নদশায়ামুবাচ বাচং দশি (?) স্বপ্নে।
> বালবলভীভুজঙ্গাপরনামা ত্বমসি ভবদেব॥
> তেনায়মুদ্যমো মে বিদ্যাদর্পান্ন জাতু সংজাতঃ।
> তস্মাদিহাবধানং বিধাতুমধিকুর্ব্বতে সুধিয়ঃ॥ (২-৩ শ্লোক)

'দাশি' পদটি অর্থহীন। সম্পাদক 'দেবী' পাঠ অনুমান করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, 'দেশিকঃ' পাঠ হইবে। শ্লোকানুসারে পঠদ্দশায় স্বপ্নে ভবদেব এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভুজঙ্গ শব্দ দ্বারা এখানে বিদ্যাদর্প কিম্বা ভীতি সূচিত হয় নাই। সহাধ্যায়ী বালকদের উপর অনুকম্পামূলক প্রভুত্বই সূচিত হইয়াছে—পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। তদনুরোধে রচিত হওয়ায় গ্রন্থে পাণ্ডিত্যবিজৃম্ভণ অপেক্ষা সরল বিবৃতিই অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহ যে, বালবলভী পদে কোন স্থাননাম গৃহীত হয় নাই।

ভবদেবপ্রশস্তির নূতন সম্বাদ

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত প্রিন্সেপ সাহেব ভবদেবের কুলপ্রশস্তির পাঠোদ্ধার করেন (J. A. S. B., 1837, pp. 88-97)। তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছিলেন যে, এই প্রস্তরলিপি কাঁহার দ্বারা উপহৃত হইয়াছিল জানিতে পারা যায় নাই (We cannot discover by whom the stone was presented to the Society. p. 88)। ঐ বৎসরই প্রস্তরটি ১৮:০ খ্রীষ্টাব্দে General Stewart কর্তৃক ভুবনেশ্বর হইতে আনীত প্রস্তরদ্বয়ের অন্যতর ভ্রমে ভুবনেশ্বরমন্দিরে প্রেরিত এবং সংযোজিত হইয়া শতাব্দব্যাপী এক বিচিত্র ঐতিহাসিক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল। ১০০ বৎসর পরে এই ভ্রম ধরা পড়িয়াছে—ভবদেবের

কুলপ্রশস্তি ভুবনেশ্বরমন্দিরের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কবর্জ্জিত বটে (Proc. Indian Hist. Congress, Calcutta, 1939, pp. 287-315)। ভবদেবপ্রশস্তি বঙ্গদেশেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সম্প্রতি এ বিষয়ে অভিনব তথ্য অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সংক্ষেপে তাহার বিবরণ লিখিত হইল। নবদ্বীপরাজগুরু রঘুমণি বিদ্যাভূষণ নদীয়া জিলার বহিরগাছিনিবাসী ছিলেন। তাঁহার গৃহস্থিত হস্তলিখিত পুস্তকরাশির মধ্যে পুরাতন পুরু বিলাতী কাগজে লিখিত ভবদেবপ্রশস্তির পাঠ আবিষ্কৃত হয়। কাগজটি ৪ টুক্‌রা হইয়াছিল, মধ্যের একটি টুক্‌রা পাওয়া যায় নাই। কাগজটির জলছাপ Portal & Bridget। লিপিপাঠের পর পাঠোদ্ধারকারী তিনটি স্বরচিত শ্লোকে নামধাম লিখিয়া অতি মূল্যবান্ তথ্য সূচনা করিয়াছেন।

ইত্যেষা কবিরাজিরাজরচিতা রম্যা সুপদ্যাবলী
পাষাণোপরি ভট্টপাদবিদুষাং সদ্বংশকীর্ত্ত্যুত্তরা।
ঢক্কায়াং পুরি পার্থিবেন কৃতিনা পদ্যার্থজিজ্ঞাসুনা
চানীতা বুধবর্য্যসংসদি মুদা সন্দর্শিতাপ্যাদরাৎ।
রাজাজ্ঞয়া রাজপুরস্কৃতেন শ্রীরাজচন্দ্রদ্বিজপণ্ডিতেন।
উদ্ধারিতাস্ত্রিংশতুরীয়সংখ্যাঃ শ্লোকাস্তু শেষশ্চ বিলুপ্তবর্ণঃ।
ধরাধীশ্বরনির্ণীতগুণিসংসদি সাম্প্রতং।
সংপ্রেষ্যন্তে সুবোধার্থী পঞ্চস্বত্রাস্তি সংশয়ঃ।

প্রথম শ্লোকে "পাটিসেনকৃতিনা" লিখিত ছিল, পরে 'পার্থিবেন'রূপে পরিবর্ত্তন করা হয়। J. D. Paterson এক সময়ে ঢাকার জজ ছিলেন (১৭৯১-৯৫ খ্রীঃ মধ্যে)। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পর তাঁহার কর্ম্মস্থল আমরা জানিতে পারি নাই। ১৭৮১ খ্রীঃ হইতে তিনি মুর্শিদাবাদ ছিলেন। Asiatic Researches, Vol. 1X (1807) এ ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার এক প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির গৃহে তাঁহার চিত্র রক্ষিত আছে। ঢাকা অবস্থানকালে তিনিই (সম্ভবতঃ ১৭৯১-৯৫খ্রীঃ মধ্যে) ভবদেবের প্রস্তরলিপি আবিষ্কার করিয়া পাঠোদ্ধারের জন্য জজ পণ্ডিত রাজচন্দ্র তর্কালঙ্কারের হস্তে অর্পণ করেন। উক্ত রাজচন্দ্র দীর্ঘকাল ঢাকা-প্রবিন্সিয়েল কোর্টের পণ্ডিত ছিলেন এবং ঐ পদে অবস্থানকালে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গী হন (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৫০)। তাঁহার নিবাস ছিল নদীয়া জেলার বেলগড়ে মালিপোতা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১০২ সংখ্যক কুলগ্রন্থের মধ্যে একটি পৃথক্ পত্রে তাঁহার নামধাম সহ "সাং বাঙ্গলাবাজার" লিখিত আছে। ঠিক কোন্ সময়ে উক্ত প্রস্তরখণ্ড সোসাইটিতে অর্পিত হয়, নির্ণয় করার উপায় নাই। সোসাইটির শিলালিপি-সংগ্রহে ইহার ক্রমিক সংখ্যা ২ ("marked NO 2") এবং প্রথম লিপিটির উপহারকাল ১৭২৩ শকাব্দ (১৮০১-২খ্রীঃ) বলিয়া জানা যায় (J.A. S.B., Vol. VI., p. 663)। সুতরাং অনুমান হয়, প্রায় ১৮০২-৩ খ্রীষ্টাব্দে ভবদেবপ্রশস্তি সম্ভবতঃ উক্ত Paterson কর্ত্তৃক সোসাইটিতে প্রেরিত হইয়াছিল। প্রিন্সেপ সাহেবের প্রায় ৪০ বৎসর

পূর্ব্বে উক্ত মহাপণ্ডিত রাজচন্দ্র তর্কালঙ্কার শিলালিপিটির প্রায় বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধার করিয়া অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার পাঠ যথাযথ মুদ্রিত হইল। তিনি স্বয়ং পাঁচ স্থলে সংশয়াপন্ন ছিলেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়॥ গাঢ়োপগূঢ়কমলাকুচকুম্ভপত্র-মুদ্রাঙ্কিতেন বপুষা পরিরিপ্সমানঃ মালুপ্যতামভিনবা বনমালিকেতি বাগ্‌দেবতোপহসিতোস্তু হরিঃ শ্রিয়ে বঃ॥

বাল্যাৎ প্রভৃত্যহরহর্যদুপাসিতাসি বাগ্দেবতে তদধুনা ফলতু প্রসীদ। বক্তাস্মি ভট্ট-ভবদেবকুলপ্রশস্তিসূক্তাক্ষরাণি রসনাগ্রমধিশ্রয়ে ত্বা॥ (পরে শ্রয়েথাঃ করা হয়)

সাবর্ণস্য মুনের্মহীয়সি কুলে যে জজ্ঞিরে শ্রোত্রিয়াস্তেষাং শাসনভূময়ো জনিগৃহং গ্রামাঃ শতং সন্তু তে। আর্য্যাবর্ত্তভুবাং বিভূষণমিহ খ্যাতস্তু সর্ব্বাগ্রিমো গ্রামঃ সিদ্ধল এব কেবলমলঙ্কারোস্তি রাঢ়াশ্রিয়ঃ॥

সৎপল্লবঃ স্থিতিময়ো দৃঢ়বদ্ধমূলঃ শাখাগ্রলগ্নমুখরদ্বিজশালিতশ্রীঃ। ন গ্রন্থিলো ন কুটিলঃ সবলঃ সুপর্ব্বা সর্ব্বোন্নতঃ সুখমিহ প্রসসার বংশঃ॥

তদ্বংশোত্তংসমণেঃ শ্রীদাতাপি (×) তাপণপ্রতি(মঃ)। ভব ইব বিদ্যাতত্ত্বপ্রভবঃ প্রবভূব ভবদেবঃ॥ (৬-১৫ শ্লোকের পাঠ নাই) যন্মন্ত্রশক্তিসচিবঃ স চিরং চকার রাজ্যং সুধর্ম্মবিজয়ী হরিবর্ম্মদেবঃ। তন্নন্দনে চলতি যস্য চ দণ্ডনীতিবর্ত্মানুগা বহলকল্পলতেব লক্ষ্মীঃ॥

সৎপাত্রস্য মহাশয়স্য কমলাধারস্য যস্য ক্ষমাম্বিভ্রাণস্য গুণাম্বুধেরকলিতস্যাম্বর্ন দীনাত্মনঃ। মর্য্যাদামহিমপ্রসাদশুচিতাগাম্ভীর্যধৈর্য্যস্থিতিপ্রায়াঃ প্রায়শ এব বাক্‌পথমতিক্রান্তাস্তদস্তে গুণাঃ॥

মহাগৌরীকীর্ত্তিঃ স্ফুরদসিকরালা ভুজলতা রণক্রীড়া চণ্ডীরিপুরুধিরচর্চ্চা রণভুবঃ। মহালক্ষ্মীমূর্ত্তিঃ প্রকৃতিললিতাস্তা গির ইতি প্রপঞ্চঃ শক্তীনাং যমিহ পরমেশং প্রথয়তি॥

যদ্‌ব্রহ্মতেজসি বলীয়সি মন্দবীর্য্যাঃ খদ্যোতপোতকরণিং তরণিস্তনোতি। উচ্চৈরুদঞ্চতি যদীয়যশঃশরীরে জাতস্তুষারশিখরী নন্থ জাম্বুদগ্ধঃ॥

ব্রহ্মাদ্বৈতবিদামুদাহরণভূরুদ্ভূতবিদ্যাদ্ভুতস্রষ্টা ভট্টগিরাং গভীরিমগুণপ্রত্যক্ষদৃশ্বা কবিঃ। বৌদ্ধাম্ভোনিধিকুম্ভসম্ভবমুনিঃ পাষণ্ডবৈতণ্ডিকপ্রজ্ঞাখণ্ডনপণ্ডিতোয়মবনৌ সর্ব্বজ্ঞ লীলায়তে॥

সিদ্ধান্ততন্ত্রগণিতার্ণবপারদৃশ্বা বিশ্বাদ্ভুতপ্রসবিতা ফলসংহিতাসু। কর্ত্তা স্বয়ং প্রথয়িতা চ নবীনহোরাশাস্ত্রস্য যঃ স্ফুটমভূদপরো বরাহঃ॥

যো ধর্ম্মশাস্ত্রপদবীষু জরন্নিবন্ধানন্ধীচকার রচিতোচিতসৎপ্রবন্ধঃ। স্বব্যাখ্যয়া বিশদয়ন্মু-নিধর্ম্মগাথাঃ স্মার্ত্তক্রিয়াবিষয়সংশয়মুন্মমার্জ্জ॥

মীমাংসায়ামুপায়ঃ স খলু বিরচিতো যেন ভট্টোক্তনীত্যা যত্র ন্যায়াঃ সহস্রং রবিকিরণসমা ন ক্ষমন্তে তমাংসি। কিং ভূম্না সীম্নি সাম্নাং সকলকবিকলাস্বাগমেষ্বর্থশাস্ত্রেষ্বায়ুর্ব্বেদাস্ত্রবেদপ্রভৃতিষু কৃতধীরদ্বিতীয়োয়মেব॥

যস্য খলু বালবলভীভুজঙ্গ ইতি নাম নাদৃতং কেন। মীমাংসয়াপি সপুলকমাকর্ণিতোদ্গীতং॥

দংষ্ট্রালদুষ্টভুজগব্রণমোহরাত্রি-প্রত্যূষতূর্য্যনিনদৈরিব মন্ত্রবর্ণৈঃ। যো জীবয়ন্ জগদশেষম-ভূদপূর্ব্বমৃত্যুঞ্জয়ো গরলকেলিষু নীলকণ্ঠঃ॥

রাঢ়ায়ামজলাস্থ জাঙ্গলপথগ্রামোপকণ্ঠস্থলী-সীমাস্থ শ্রমমগ্নপান্থপরিষৎ-প্রাণাশয়প্রীণনঃ। যেনাকারি জলাশয়ঃ পরিসরস্নাতাভিজাতাঙ্গনা-বক্ত্রাজপ্রতিবিম্বমুগ্ধমধুপীশূন্যাজিনীকাননঃ॥

তেনায়ং ভগবান্ ভবার্ণবসমুত্তারায় নারায়ণঃ শৈলঃ সেতুরিব প্রসাধিত-ধরাপীড়ঃ প্রতিষ্ঠাপিতঃ। যঃ প্রাচীবদনেন্দুনীলতিলকো লীলাবতংসোৎপলং ভূমেভূর্তলপারিজাতবিটপী সঙ্কল্পসিদ্ধিপ্রদঃ॥

তেন প্রাসাদ এষ ত্রিপুরহরগিরিস্পর্দ্ধয়া বর্দ্ধিতশ্রীঃ শ্রীমান্ শ্রীবৎসলক্ষ্মা হরিরিব বিহিতো বিস্ফুরচ্চক্রচিহ্নঃ। জিত্বা যোধৈর্জ্জয়ন্তং বিয়তি বিতনুতে বৈজয়ন্তীবিলাসান্ কৈলাসেনাভিলাষং কলয়তি গিরিশো যস্য সংলক্ষ্য লক্ষ্মীং॥ ন্যবীবিশদেষ্মনি তত্র বিষ্ণোঃ স নির্ভরং গর্ভগৃহান্তরেষু। নারায়ণোঽনন্তনৃসিংহমূর্ত্তীর্বিধাতৃবক্ত্রেম্বিব বেদবিদ্যাঃ॥

এতস্মৈ হরিমেধসে বসুমতীবিশ্রান্তবিদ্যাধরীবিভ্রান্তিন্দধতীঃ শতং স হি দদৌ শারঙ্গ-শাবাদৃশঃ। দগ্ধস্যোগ্রদৃশা দৃশৈব দিশতীঃ কামস্য সংজীবনং কারাঃ কামিজনস্য সঙ্গমগৃহং সঙ্গীতকেলিশ্রিয়াং॥

প্রাসাদাগ্রে স খলু জগতঃ পুণ্যপাণ্যৈক(×)-বীথীং চক্রে বাপীং মরকতমণিস্বচ্ছ-স্বচ্ছায়তোয়াং। মধ্যে বারিপ্রতিকৃতিমিষাদ্দর্শয়ন্তীব তাদৃগ্ বিষ্ণোর্ধামাদ্ভুতমহিকুলস্যাধিকং বা চকাস্তে॥

ব্যধিতবিবুধধাম্নঃ সীম্নি সংসারসারং স খলু নিখিলনিত্যানন্দনিস্যন্দপাত্রং। ত্রিভুবন-জয়খিন্নানঙ্গবিশ্রামধাম প্রথিতরতিবিভাবস্থানমুদ্যানরত্নং॥

তস্যৈব প্রিয়সুহৃদা দ্বিজাগ্রিমেণ শ্রীবাচস্পতিকবিনা কৃতা প্রশস্তিঃ। আকল্পং শুচিসুরধামমৃত্তিকীর্ত্তিরধ্যাস্তাং জঘনমিয়ং সুপদ্যকাঞ্চী॥

যশসি ধিয়ং বাসবলভীভুজঙ্গমনাম্নো ভট্টশ্রীভবদেবস্য॥

প্রশস্তির বর্ত্তমান পাঠের সহিত (Ins. of Bengal, pp. 32-35) উদ্ধৃত পাঠ তুলনা করিলে খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে সুপণ্ডিত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের লিপিপাঠে অপূর্ব্ব সাফল্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। প্রিন্সেপ কিম্বা তদীয় দক্ষিণহস্ত কমলাকান্ত বিদ্যা-লঙ্কারও এত দূর সাফল্য লাভ করেন নাই। রামচন্দ্রই বঙ্গদেশে এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক বলিয়া চিরস্মরণীয় হইবেন।

প্রশস্তিটির "ঢক্কাপুরী"তে প্রথম "আনয়নে"র এই নূতন সম্বাদ হইতে ইহার আবিষ্কারস্থান সম্বন্ধে অভিনব আলোচনা কর্ত্তব্য হইয়াছে। ১৭৯১-৯৫ খ্রীঃ মধ্যে জজ্ পাটিসেন সাহেব ইহা আনিয়াছিলেন। তৎকালে Judge ও Magistrate সংযুক্ত পদ ছিল এবং তাঁহাকেই জিলা পরিদর্শন করিতে হইত। Collector পৃথক্ পদ ছিল। সুতরাং অনুমান করা চলে যে, ঢাকা জিলার মধ্যেই কোন স্থানে ইহা আবিষ্কৃত হইয়া উক্ত সাহেব কর্ত্তৃক ঢাকা শহরে আনীত হইয়াছিল। তখন Asiatic Society স্থাপিত হইয়াছে এবং রামচন্দ্র তাঁহার পাঠোদ্ধার যে "ধরাধীশ্বরনির্ণীতগুণিসংসদি" প্রেরণ করেন, তাহা উক্ত Society হওয়াই সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় অঞ্চলে এই প্রস্তরখণ্ড আবিষ্কৃত হইয়া থাকিলে কলিকাতা ডিঙ্গাইয়া ঢাকায় আনা অসম্ভব

বলিয়া মনে হয়। প্রশস্তির মধ্যেই আমাদের অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়। ষোড়শ শ্লোকের শেষার্দ্ধ এই—"তন্নন্দনে বলতি যস্য চ দণ্ডনীতিবর্ত্মানুগা বহলকল্পলতেব লক্ষ্মীঃ।" 'চলতি' অপেক্ষা 'বলতি' (বল্ প্রাণনে ধাতু হইতে) পাঠ সাধীয়ান্। 'যস্য' পদের অন্বয় লক্ষ্মীর সহিত নহে, পরন্তু দণ্ডনীতিবর্ত্মে'র সহিত। ভবদেবের নীতিপথ অনুবর্ত্তন করিয়া রাজ্যলক্ষ্মী হরিবর্ম্মদেবের তনয়ে সজীব অবস্থান করিতেছেন। 'বলতি' পদের বর্ত্তমানকালে প্রয়োগ হইতে বুঝা যায়, প্রশস্তিরচনাকালে উক্ত রাজতনয় জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার সর্ব্বজনবিদিত নাম উল্লেখ করা অনাবশ্যক ছিল। ভবদেবও তখন মন্ত্রিত্ব করিতেছিলেন—নিশ্চয়ই উত্তর-রাঢ়ে তাঁহার পৈতৃক ভূমি হইতে নহে, পরন্তু হরিবর্ম্মের রাজধানী "বিক্রমপুরে" বসিয়াই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমন্দিরও বিক্রমপুরেই অবস্থিত ছিল, অন্যত্র নহে। ২৬ ও ২৭ শ্লোকদ্বয়ের মূল বাক্য হইল, "রাঢ়ায়াং যেন জলাশয়ঃ অকারি তেনায়ং শৈলঃ নারায়ণঃ প্রতিষ্ঠাপিতঃ।" অর্থাৎ যিনি **রাঢ়দেশে** জলাশয় করিয়াছিলেন, তিনিই **এই** মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই বাক্যের অন্বয় প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, মন্দিরটির অবস্থান রাঢ়দেশের মধ্যে হইতেই পারে না, রাঢ়বহির্ভূত দেশেই ছিল। ২৭ শ্লোকের "অয়ং" এবং ২৮ শ্লোকের "এষ" পদ হইতে বুঝা যায়, মন্দিরের অবস্থান তৎকালে সর্ব্বজনবিদিত ছিল। যদি তাহা রাঢ়ে হইত, তবে ২৬ শ্লোকের 'বিধেয়াংশে' রাঢ়ার উল্লেখ ব্যাকরণদুষ্ট এবং অন্বয়রহিত হয়। ১৬ শ্লোকের সহিত একান্বয় করিলে সন্দেহ থাকে না যে, মন্দিরটি রাজধানী বিক্রমপুরেই অবস্থিত ছিল। ভবদেবের পিতামহ বঙ্গরাজের মন্ত্রী ছিলেন (১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ৩ পুরুষ যাবৎ তাঁহারা বঙ্গের অধিবাসী। কিন্তু আদিভূমির মর্য্যাদা তাঁহারা রক্ষা করিয়াছিলেন। ভবদেবের কীর্ত্তিগণনায় তজ্জন্যই নিজ-রাজ্য 'বঙ্গে'র বাহিরে রাঢ়দেশে জলাশয় করার উল্লেখ রহিয়াছে। ভবদেব প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমূর্ত্তির বর্ণনায় একটি বিশেষণপদ আছে "**প্রাচী**-বদনেন্দুনীল-তিলকঃ" (২৭ শ্লোক)। বাঙ্গালীর রচনায় প্রাচী বলিতে উত্তররাঢ় অপেক্ষা বিক্রমপুর অর্থই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইবে। ভবদেবের বিপুল পাণ্ডিত্য ও ঐশ্বর্য্য সুতরাং বিশেষভাবে বিক্রমপুরেরই লুপ্তোদ্ধৃত কীর্ত্তিরূপে গ্রহণযোগ্য।

ভবদেবের অভ্যুদয়কাল

স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিচারপূর্ব্বক খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ (১০৫০-১১০০খ্রীঃ) ভবদেবের অভ্যুদয়কাল নির্ণয় করিয়াছেন। ইহা প্রায় অভ্রান্ত। ভবদেব ধারেশ্বর ভোজদেবের (১০১০-৫৫খ্রীঃ) নাম করিয়াছেন, সুতরাং ১০৭৫খ্রীঃ তাঁহার অভ্যুদয়কালের উর্দ্ধতন সীমা ধরা যায়। পক্ষান্তরে বিজয়সেন কর্ত্তৃক বিক্রমপুর অধিকারের পূর্ব্বেই তাঁহার কুলপ্রশস্তি রচিত হয়, তখন তাঁহার উন্নতি চরম সীমায় পৌছিয়াছে। ১১৫০খ্রীঃ তাঁহার অভ্যুদয়কালের অধস্তন সীমা ধরা যায়। হরিবর্ম্মের কালনির্ণয় ইহা সমর্থন করিবে

সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে হরিবর্ম্মা জাতবর্ম্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও অব্যবহিত পরবর্ত্তী এবং সামলবর্ম্মার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা বলিয়া ধরা হয় (Hist. of Bengal, 1, pp. 200-304)। তাঁহার অন্যূন ৪৬ বৎসরব্যাপী সুদীর্ঘ রাজত্বকাল ১০৫০-১১২৫ খ্রীঃ মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে। কালচক্রটীকার পুঁথির লিপিকাল "মহারাজাধিরাজ-শ্রীমৎহরিবর্ম্মদেবপাদীয় সম্বৎ ৩৯। সূর্য্যগত্যা আষাঢ়দিনে ২৯॥" Des. Cat. of Buddhist Mss., A. S. B., p. 79) ইহার পর ভিন্নহস্তে তিনটি দুরূহার্থ শ্লোক লিখিত আছে ঃ

ষট্‌চত্বারিংশতি গতে বৎসরে হরিবর্ম্মণঃ।
মাঘস্য কৃষ্ণসপ্তম্যাং একাদশদিনে গতে ॥
মৃতয়া চুঞ্চুদুকয়া গৌর্য্যা স্বপ্নেন দৃষ্টয়া।
কনিষ্ঠাঙ্গুলিমাদায় পৃষ্টয়েদমুদিরিতম্ ॥
পূর্ব্বোত্তরে দিশো ভাগে বেংগনত্যাস্তথা কূলে।
পঞ্চত্বং ভাষিতবতঃ সপ্তসম্বৎসরৈরিতি ॥

শ্রদ্ধেয় ডক্টর ভট্টশালী মহাশয় এই লিপির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার সহিত আলোচনায় শ্লোকত্রয়ের এইরূপ অর্থ আমাদের নিকট প্রতিভাত হইয়াছে। গ্রন্থের স্বত্বাধিকারীর আত্মীয়া "গৌরী" নাম্নী কোন রমণী স্বপ্নে মৃতা চুঞ্চুদুকানাম্নী অপর রমণীর দর্শন পাইয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি ধরিয়া তাহাকে (চুঞ্চুদুকাকে) প্রশ্ন করায় (পৃষ্টয়া, চুঞ্চুদুকয়া পদের বিশেষণ) ইহা পাঠ করা হয়। হরিবর্ম্মার ৪৬ অতীত বৎসরে অন্য মাঘের ১১ দিবসে কৃষ্ণা সপ্তমীতে ৭ বৎসরে ৫ বার পড়া হইল। "মাঘের ১১ তারিখ কৃষ্ণা সপ্তমী" প্রতি বৎসর ঘটে না—সুতরাং ইহার গণনা দ্বারা হরিবর্ম্মার রাজ্যারম্ভের একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ হস্তগত হইল। ১১০০-১১৫০খ্রীঃ মধ্যে তিনটি মাত্র বৎসরে মাঘের ১১ তারিখে কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি ঘটিয়াছিল—১১০০, ১১১৯ ও ১১৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি সৌর মানে ১১ মাঘ কৃষ্ণা সপ্তমী যথাক্রমে ৪০ দণ্ড, ৪২ দণ্ড ও ৩ দণ্ডব্যাপী ছিল। '৪৬ গতে বৎসরে' অর্থ বর্ত্তমান ৪৭ বৎসর। কিন্তু "একাদশ দিনে গতে" অর্থ মাঘের ১২ তারিখ নহে; কারণ, বঙ্গদেশে সৌর মান "অতীত"-রূপেই গণিত হয়। আমাদের ১১ মাঘ পশ্চিমাঞ্চলে ১২ মাঘ। উক্ত তিনটি বৎসরের মধ্যে ১১১৯ সনই গ্রহণযোগ্য সন্দেহ নাই। তদনুসারে **১০৭২ খ্রীষ্টাব্দে হরিবর্ম্মার রাজ্যারম্ভ** পাওয়া যায় এবং ভবদেবের অভ্যুদয়কাল ১০৭৫-১ ২৫ সন মধ্যে নিঃসংশয়ে নির্ণয় করা যায়।[৩] জীমূতবাহন তাঁহার সমসাময়িক, কল্পতরুকার লক্ষ্মীধর কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী এবং বিজ্ঞানেশ্বরও সমসাময়িক। একমাত্র স্মৃতিমঞ্জরীকার গোবিন্দরাজ ইঁহাদের সকলেরই পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। গোবিন্দরাজও বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া অনুমান করার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে।

৩। ১১৩৮ সন গ্রহণ করিলে হরিবর্ম্মার রাজ্যারম্ভ হয় ১০৯১ সনে এবং ভবদেবের অভ্যুদয়কাল হয় ১০৯০-১১৪০ সন। ইহাও অসম্ভব নহে, কিন্তু সামলবর্ম্মাকে তাহা হইলে হরিবর্ম্মার পূর্ব্বে স্থাপন করিতে হয়।

ভবদেবের কুলপরিচয়

ভবদেবের কুলপ্রশস্তির ৩-১৩ শ্লোকে তাঁহার কুলপরিচয় ও উর্দ্ধতন ৭ পুরুষের নামমালা লিখিত আছে। রাঢ়ান্তর্গত 'সিদ্ধল' গ্রাম তাঁহার বংশের আদিস্থান এবং তিনি সাবর্ণ গোত্রীয় ('সাবর্ণি' নহে) ছিলেন। তাঁহার পিতামহের সঙ্গে বোধ হয় এই বংশেরই অপর একটি শাখা বঙ্গে আশ্রয় নিয়াছিলেন। ভোজবর্ম্মার বেলাবশাসনে রাজার শাস্ত্যাগারাধিকৃত যজুর্ব্বেদী এই শাখার পরিচয় প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত তথ্য লিখিত হইয়াছে—বংশটি "মধ্যদেশবিনির্গত উত্তররাঢ়ায়াং সিদ্ধলগ্রামীয়"। রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্রে সাবর্ণ গোত্র সিদ্ধল-গাঞি যথাযথ উল্লিখিত হইয়াছে এবং "মধ্যদেশবিনির্গত" পদে কুলশাস্ত্রোক্ত কান্যকুব্জ প্রবাদের সমর্থনও পাওয়া যাইতেছে। রাঢ়ীয় শ্রেণীর গাঞিগুলি যে রাঢ়দেশের মধ্যেই অবস্থিত কুলস্থান হইতে উদ্ভূত, তাহাও প্রমাণিত হইতেছে। ভবদেবের উর্দ্ধতন ৭ম পুরুষ আদি "ভবদেব" গৌড়াধিপতির নিকট শাসনগ্রাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন (৭ শ্লোক)। ভবদেবের জন্মাব্দ ১০৫০ খ্রীঃ ধরিয়া এবং এক পুরুষের গড়পড়তা ৩৫ বৎসর ধরিয়া (সা-প-প, ১৩৪৮, পৃ. ১১৮) আদি ভবদেবের জন্মাব্দ হয় ৮৪০ খ্রীঃ। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক গৌড়নৃপ সুতরাং নারায়ণপাল হওয়া সম্ভব। সিদ্ধলগ্রামীদের আদিপুরুষ আদি ভবদেব হইতে অন্ততঃ ৪।৫ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী হইবেন। সুতরাং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের 'গাঞি' উৎপত্তির কাল পালবংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে হওয়াই সম্ভব।

সিদ্ধলগ্রামী শ্রোত্রিয়বংশ এখন অত্যন্ত বিরল। আমরা একটি মাত্র বংশের সন্ধান পাইয়াছি। ত্রিবেণীর পালধিবংশীয় জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মাতামহ বাসুদেব ব্রহ্মচারী সিদ্ধলগ্রামী ছিলেন। এই ব্রহ্মচারিবংশ এখনও বিদ্যমান আছে। কুলগ্রন্থেও সিদ্ধলগ্রামীর উল্লেখ অত্যন্ত বিরল। অবসথী চট্ট দোকড়ির সন্তান জয়পতির পৌত্র ও গোপালের পুত্র ভৈরব সম্বন্ধে লিখিত আছে, "ততঃ কন্যা সিদ্ধলগ্রামীতপনেন নীতা হানিঃ।" [(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১০২ সং পুথির ২৪৫ খ পত্র)] কুলীনের কন্যাগ্রহণ সমৃদ্ধি সূচনা করে। বিক্রমপুর অঞ্চলে সিদ্ধলগ্রামী শ্রোত্রিয় এখনও বিদ্যমান আছে কি না অনুসন্ধানযোগ্য। ভট্ট ভবদেবের বংশধারা এখনও আত্মবিস্মৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকিতে পারে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে কিছু নূতন তথ্য প্রকাশিত হইল, তাহা সবই পুথি আলোচনার ফলে। কলিকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে পরিমাণ হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ সঞ্চিত হইয়াছে, ভারতবর্ষের কিম্বা পৃথিবীর অন্য কোন একটি স্থানে এত পুথি আছে কি না সন্দেহ। আমরা নিজ অভিজ্ঞতা হইতে জোর করিয়াই বলিতে পারি, এই সকল পুথির মধ্য হইতে অজ্ঞাতপূর্ব্ব বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া বাঙ্গলার এবং ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নিত্য নূতন আলোকপাত করিবে। কিন্তু কলিকাতায় সংস্কৃতপুথি আলোচনাকারী গবেষক প্রায় নাই বলিলেই চলে এবং এ ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর ঘরের জিনিষ পরের হাতে চলিয়া যাওয়ার উপক্রম

হইয়াছে। কলিকাতার পুথি হইতেই বহু বিদেশী পণ্ডিত নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন। এ বিষয়ে বাঙ্গলার শিক্ষিতসম্প্রদায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বাঙ্গলার মুখ রক্ষা করুন, ইহাই আমাদের কামনা। উপসংহারে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে রক্ষিত ভবদেবের কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতির একটি ১৭১৫ শকের প্রতিলিপিতে যে বিচিত্র 'পুষ্পিকা' পাওয়া যায়, তাহা উদ্ধৃত হইল : (Des. Cat. Smriti., p. 465)—"ইতি বালবড়ভীভুজঙ্গ-ভুজাভিমতবিপক্ষপ্রতিবৈনতেয়-পাষণ্ডখণ্ডননাগরিগোত্তক-বাচস্পতিশরণ-কেলিনীলকণ্ঠ-ভট্ট-শ্রীভবদেব…।" এ স্থলে পাঁচটি পদবীর মধ্যে চারিটিতে তিনি ভুজঙ্গ, গরুড়, নাগরিকোত্তম (? অর্থাৎ পুলিশ-কমিশনর) ও নীলকণ্ঠ অর্থাৎ ময়ূরের সহিত তুলিত হইয়াছেন। "বাচস্পতি-শরণ" পদে যদি কুলপ্রশস্তিকার তদীয় সুহৃৎ কবি বাচস্পতির আশ্রয় অর্থ হয়, তাহা হইলে আশ্চর্য্যের কথা যে, এত আধুনিক পুথিতে তাহার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। ভবদেবের এই গ্রন্থ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে বিদ্যমান আছে, কিন্তু এইরূপ অদ্ভুত পুষ্পিকা অন্য কোন পুথিতে পাওয়া যায় কি না অনুসন্ধানযোগ্য।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

দ্বিপঞ্চাশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

১৩৫২

প্রবন্ধ-সূচী

২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা

শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৫৩শ ভাগ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ

সহকারী সভাপতি

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট্, সি, আই, ই	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ	শ্রীরায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল
শ্রীরাজশেখর বসু, এম-এ	শ্রীহরিহর শেঠ
ডক্টর শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, এম-বি, ডি-এস্-সি	শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, বি-এ
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, বি-এ	শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ,

পত্রিকাধ্যক্ষ ঃ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, এম-এ

গ্রন্থাধ্যক্ষ ঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ ঃ কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, এম-এ

চিত্রশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, এম-এ, বি-এল

পুথিশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু, বি-এসসি, জি-ডি-এ, আর-এ শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী, আর-এ

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, এম-এ, ২। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, ৩। শ্রীঅমল হোম, ৪। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, এম-এ, ডি-লিট্ এণ্ড ফিল্, ৫। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল, ৬। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, এম-এ, ৭। রেভারেণ্ড ফাদার এ দোঁতেন, এস্-জে, ৮। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৯। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১১। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, এম-এ, ১২। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, ১৩। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, এম-এ, ১৪। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ,বি-এল, ১৫। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ১৬। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৭। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৮। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ১৯। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, এম-এ,২০। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এসসি, ২১। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, ২২। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক, ২৪। শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, ২৫। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৬। শ্রীরাধানাথ দাস।

৫৩শ, ১ম ও ২য় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা
৫৩শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা
১৩৫৩

বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চা

(প্রাক্‌শিরোমণি যুগ)

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

নব্য ন্যায়ের ইতিহাসে চারিটি সুনির্দ্দিষ্ট যুগের পরিকল্পনা করা যায়। উদয়নাচার্য্য হইতে গঙ্গেশ উপাধ্যায় পর্য্যন্ত প্রথম যুগ প্রায় ২৫০ বৎসরব্যাপী (১১০০-১৩৫০ খ্রীঃ সন) এবং গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই যুগের বিবরণ সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুরূহ। দ্বিতীয় যুগ গঙ্গেশ হইতে শিরোমণি পর্য্যন্ত। গদাধরের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী তৃতীয় ও চতুর্থ যুগের বিবরণ আংশিক ভাবে অনেকেই অবগত আছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দ্বিতীয় যুগের অর্থাৎ শিরোমণির পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় বাঙ্গালী মহানৈয়ায়িকের বিবরণ সংগৃহীত হইল। শিরোমণির যুগান্তকারী গ্রন্থ অনুমানদীধিতির রচনাকাল নির্ণীত হইলে এই যুগের অধস্তন সীমা পাওয়া যাইবে। আমরা এক প্রবন্ধে (সা-প-প, ১৩৫০, পৃ ১৪-১৫) শিরোমণির গ্রন্থরচনাকাল ১৫০০-১৫১০ সন বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম। নিম্নলিখিত প্রমাণ-বলে ইহা কিঞ্চিৎ সংশোধন করিয়া ১৫০০ সনকেই শিরোমণির রচনাকালের শেষ সীমা বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। অনুমানদীধিতির বহু স্থলে পাঠভেদ বিদ্যমান আছে এবং প্রাচীন টীকাকারদের মধ্যে তজ্জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে। হেত্বাভাস-প্রকরণের অসিদ্ধিগ্রন্থে শিরোমণিকৃত অসিদ্ধির সিদ্ধান্ত লক্ষণ দীধিতির প্রচলিত পাঠানুসারে এই :—

উচ্যতে। সাধারণ্যকথিতাসাধারণ্যানুপসংহারিত্বভিন্নং জ্ঞানস্য বিষয়তয়া পরামর্শবিরোধিতাবচ্ছেদকং রূপমসিদ্ধিঃ। (ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যাংশেও পাঠভেদ আছে, বাহুল্য বোধে উদ্ধৃত হইল না)।

এ স্থলে জগদীশ তর্কালঙ্কার স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন :—উচ্যত ইত্যনন্তর**মস্মৎসম্প্রদায়-সিদ্ধঃ পাঠো** লিখ্যতে। (জাগদীশী, চৌখাম্বা সংস্করণ, পৃ. ১১৮৪) এই পাঠই গদাধর-সম্মত বটে ; বুঝা যায়, গদাধরের গুরু হরিরাম তর্কবাগীশ এবং জগদীশের গুরু রামভদ্র সার্ব্বভৌম এক সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন।[১]

১। ৺ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে হরিরাম 'সম্ভবতঃ' রামভদ্রের পুত্র ছিলেন। (নব্যভারত, ১৩০৫, পৃ. ৪৮৪ ও ১৩০৭, পৃ. ১৮২) ইহা নিষ্প্রমাণ উক্তি হইলেও বর্ত্তমানে আলোচনার অযোগ্য নহে। সম্প্রদায়ের সাম্য ও আবির্ভাবকাল বিবেচনা করিলে উক্ত অনুমানের যৎকিঞ্চিৎ সমর্থন পাওয়া যায়।

অপর সম্প্রদায়ের পাঠ যথা,—সাধারণ্যাসাধারণ্যভিন্নং তজ্জ্ঞানস্য বিষয়তাপরামর্শ বিরোধিতাবচ্ছেদকরূপমসিদ্ধিঃ। এই পাঠ ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের সম্মত (জাগদীশী, পৃ. ১১৮৪ পাদটীকা এবং অস্মন্নিকটে রক্ষিত ভাবানন্দীর ২৫৬খ হইতে ২৫৯খ পত্র দ্রষ্টব্য)। এই স্পষ্ট সম্প্রদায়ভেদ সত্ত্বেও আমাদের দেশের নৈয়ায়িকগণ জগদীশকে যে ভবানন্দের ছাত্র বলিতেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। শেষোক্ত পাঠ ভবানন্দের গুরু[২] কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম-রচিত দীধিতিপ্রসারিণী গ্রন্থেও গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণদাসের গ্রন্থে এ স্থলে সম্পূর্ণ এক অভিনব বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিরোমণির উক্ত 'নিকৃষ্ট' লক্ষণ ব্যাখ্যা করার পূর্বে "ইতঃ প্রাচীনপাঠানুসারেণ ব্যাখ্যা" বলিয়া দীধিতির এক সুদীর্ঘ সন্দর্ভের উপর কৃষ্ণদাস যথাযথ টীকা করিয়াছেন।[৩] দীধিতির এই সন্দর্ভ প্রায় সমস্ত প্রতিলিপিতেই বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা একটি মাত্র প্রতিলিপিতে দীধিতির এই চিরলুপ্ত সন্দর্ভ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৬৮১ সংখ্যক সংস্কৃত পুথির ১০৯-১১১ পত্র)। ইহাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, কৃষ্ণদাস এই টীকাংশের দুই স্থলে প্রাচীনতর টীকা-সম্মত পাঠান্তর উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন :—

অত্র চ ক্বচিৎ পুস্তকে…ইতি পাঠঃ, তত্র চ · ইতি ভাবার্থং বর্ণয়ন্তি, তন্ন…। বস্তুতস্তথা পাঠঃ প্রামাদিক এব (৩১০খ পত্র)।

অনুপাদেয়শ্চ পক্ষ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ। স তু প্রামাদিক এব…। (৩১২খ পত্র)।

২। কৃষ্ণদাস যে ভবানন্দের গুরু ছিলেন, তাহার প্রমাণ আমরা প্রবন্ধান্তরে উল্লেখ করিয়াছি (সা-প-প, ১৩৫০, পৃ. ৯৯)। সম্প্রতি দৃঢ়তর প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভবানন্দরচিত "অনুমানালোকসার" নামে পক্ষধর মিশ্রের অনুমানখণ্ডের টীকা-গ্রন্থ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। কাশীর সরস্বতীভবনে একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি (পত্রসংখ্যা ৫৩ মাত্র) আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। ১১ পত্রে তাঁহার গুরুর একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে—"**অত্র গুরবঃ,** ঘটত্বমিত্যাদৌ ক্লৃপ্তশক্তেরেব প্রকৃতার্থলাভঃ। তত্র হি ঘটেতরাবৃত্তিত্বে সতি সকলঘটবৃত্তিত্ব-প্রকারেণ ঘটত্বমুপস্থাপ্যতে। তত্র ঘটপদাদেব ঘটস্য লাভঃ…ইত্যাহুঃ।" এই সন্দর্ভ অবিকল কৃষ্ণদাসরচিত দীধিতিপ্রসারিণী হইতে গৃহীত (অনুমানখণ্ড, সোসাইটী সং, পৃ. ১০-১১)। সুতরাং কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমই ভবানন্দের গুরু ছিলেন সন্দেহ নাই। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার দীধিতিপ্রতিবিম্ব গ্রন্থে নামোল্লেখ না করিয়া কৃষ্ণদাসের এই সন্দর্ভই তীব্র ভাষায় খণ্ডন করিয়াছেন—"বালভাষিতমিদমতিমনোহরমিব ভাসমানমপি ব্যাকরণস্মৃতিবিরোধাৎ ধর্ম্মস্মৃতি-বিরুদ্ধমশ্লীলভাষণমিব নিবারণীয়মেব।" (কাশীর পুথি, ১৫খ পত্র) কৃষ্ণদাস সুতরাং রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কারের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন (সা-প-প, ১৩৫০, পৃ. ৪৬-৮ দ্রষ্টব্য)।

৩। কৃষ্ণদাসের অনুমানদীধিতিপ্রসারিণীর পুথি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ছিল, কিন্তু তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। পুণার একটি সুপ্রাচীন প্রতিলিপি (B. O. R. I. No. 263 of 1895-1902, লিপিকাল ১৬৬২ সম্বৎ ও ১৫২৮ শক অর্থাৎ ১৬০৬ খ্রীঃ) আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। ৩০৯ক হইতে ৩১২খ পত্রে টীকা দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে টীকাকারদের পৌর্ব্বাপর্য্য ও রচনাকাল আলোচনা করিলে দেখা যায়, জগদীশই ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ এবং অনুমান, জাগদীশীর রচনাকালের অধস্তন সীমা ১৬০০ সন।[৪] জগদীশ নিজগ্রন্থে মথুরানাথ তর্কবাগীশের মত খণ্ডন করিয়াছেন; একটি স্থল নির্দ্দিষ্ট হইল: সিদ্ধান্তলক্ষণপ্রকরণে মথুরানাথের টীকাংশ—"ইদমিতি দ্রব্যস্য ধর্ম্মিণি তাদাত্ম্যেন গুণকর্ম্মণোঃ সাধ্যতাভ্রমনিরাসায় ইদমিতি পক্ষনির্দ্দেশঃ।" (দীধিতি-মাথুরী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথি, ৯৮-৯ পত্র—এই ব্যাখ্যা কৃষ্ণদাস কিংবা ভবানন্দ-সম্মত নহে) জগদীশ 'যত্তু' বলিয়া ইহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন (চৌখাম্বা সং, পৃ. ২১৩)। মথুরানাথ রামভদ্রের ছাত্র (সা-প-প, ১৩৫১, পৃ. ৭০-১) এবং ভবানন্দের পরবর্ত্তী। ভবানন্দের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী কৃষ্ণদাসের রচনাকাল সুতরাং কিছুতেই ১৫৫০ সনের পরে নহে (সা-প-প, ১৩৫০, পৃ ১০১ দ্রষ্টব্য)। কৃষ্ণদাস অসিদ্ধিগ্রন্থীয় দীধিতির "প্রাচীন" পাঠ এবং তন্মধ্যে পাঠান্তর ও ব্যাখ্যান্তর উল্লেখ করায় বুঝা যায়, শিরোমণির সহিত তাঁহার ব্যবধান ন্যূনকল্পে ৫০ বৎসর হইবে। শিরোমণির গ্রন্থরচনাকাল সুতরাং ১৪৯০-১৫০০ সন মধ্যে অবধারিত হয় এবং নিঃসন্দিগ্ধরূপে তিনি মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের এক পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। তাঁহাকে চৈতন্যের সহাধ্যায়ী ধরিয়া নবদ্বীপ-বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাকাল যে ১৫১৪ সন বলিয়া অনুমিত এবং দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা একান্তভাবে ভ্রান্ত এবং প্রমাণহীন।[৫]

৪। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত পুথিসংগ্রহমধ্যে একটি জাগদীশী সামান্য-লক্ষণাগ্রন্থের প্রতিলিপিতে লিপিকাল ও পুষ্পিকা পাওয়া যায়:—(৩০খ পত্রে, ইতি সকল-নবদ্বীপাধ্যাপকাগ্রগণ্য-মহামহোপাধ্যায়শ্রীযুত জগদীশতর্কালঙ্কারভট্টাচার্য্যবিরচিতা দ্বিতীয়মণি-দীধিতিপূর্ব্বখণ্ডটিপ্পনী সমাপ্তা॥ শরত্রিপুরবৈরিদৃক্-শরপরেন্দুসংখ্যে শকে, রবৌ নভসমাগতে হরিতিথৌ সিতে পক্ষকে। অলেখি কবিবিষ্ণুনা গুরুপদাব্জসংসেবিনা, দ্বিতীয়মণিদীধিতি-প্রথমখণ্ডটীকা শ্রমাৎ॥ শ্রীবিষ্ণুদেবশর্ম্মণঃ পুস্তকং স্বাক্ষরঞ্চ॥ ইহার অর্থ, ১৫৩২ শকাব্দের শ্রাবণ শুক্লা একাদশী অর্থাৎ ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জুলাই। কীথ সাহেবও লিখিয়াছেন, "Jagadisa is to be dated about A. D. 1600" (I. O. II, p. 555; Bodleian Cat., 1, App. p. 74; Logic and Atomism p. 38). কিন্তু তখনও এইরূপ নির্দ্দেশের কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই।

৫। বালীনিবাসী তদানীন্তন স্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত সর্ব্বপ্রথম এক প্রবন্ধে রঘুনাথ কর্ত্তৃক মিথিলাজয়ের এই তারিখ অনুমান করেন (Transactions of the Bengal Social Science Association, Vol. I, 1867, p. 82)। রঘুনাথ চৈতন্যের সহাধ্যায়ী ও সমবয়স্ক এবং প্রায় ৩০ বৎসর বয়সে মিথিলা জয় করেন, এই মাত্র যুক্তি অবলম্বিত হইয়াছিল। পরে Mookerjee's Magazineএ (Sept., 1872, p. 130) ইহা পুনর্লিখিত হয়। বিদ্যাভূষণ মহাশয় (Hist. of Indian Logic, p. 464) তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে স্থান দান করিয়া এই তুচ্ছ নির্দ্দেশকে অযথা গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

১। বাসুদেব সার্ব্বভৌম

রঘুনাথ শিরোমণির গুরু বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রাক্‌শিরোমণি যুগের একজন অতি প্রসিদ্ধ মহাপণ্ডিত ছিলেন। রঘুনাথ যে তাঁহার ছাত্র ছিলেন, তদ্বিষয়ে উৎকৃষ্ট লিখিত প্রমাণ আমরা এত দিনে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কাররচিত 'অনুমানদীধিতি-প্রতিবিম্ব গ্রন্থের খণ্ডিতাংশেই বহুতর স্থলে সার্ব্বভৌমের গ্রন্থ হইতে বচনাদি উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে পাঁচ স্থলে তাঁহাকে শিরোমণির গুরুরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা,

দ্বন্দ্বস্তু ভেদাদিতি (অনুমিতিপ্রকরণে)। ননস্যাভেদোঽপ্রসক্তঃ কিমিতি নিষিধ্যতে। অতএব এবংবিধবিষয়োপি দ্বন্দ্বে কর্ম্মধারয়োচ্ছেদ এব এতদ্‌গুরুভিরাশঙ্ক্য যত্রাভেদে তাৎপর্য্যং তত্র কর্ম্মধারয়ো যত্র তু ভিন্নোপাধিমদ্ধর্ম্মিণি ভেদাভেদৌদাসীন্যেন যুগপদুপস্থিত্যা ক্রিয়ান্বয়ে তাৎপর্য্যং তত্র দ্বন্দ্ব ইতি পরিষ্কৃত ইতি চেন্ন...(১৭ ক পত্র)। ইহা অবিকল সার্ব্বভৌম-রচিত "অনুমানমণিপরীক্ষা" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত (ন চৈবং কর্ম্মধারয়োচ্ছেদঃ। যত্রাভেদে...দ্বন্দ্বঃ। ৪ক পত্র)।

অনুমিতিত্বজাত্যাশ্রয়করণত্বমেবানুমানলক্ষণং তদেব চ ইতরভেদানুমিতৌ হেতুকার্য্যং তাদৃশজাত্যবচ্ছিন্নস্যেতরভেদজ্ঞাপনায়ৈবোক্তানুমিতিলক্ষণমিতি স্বগুরূক্তং তৎকরণমনুমান-মিতি মণিবিরুদ্ধমিত্যুপেক্ষিতম্। (৪৮ক পত্র) ইহাও অবিকল সার্ব্বভৌমবচনের অনুবাদ (ধূমপ্রাগভাবাদিত্যত্র বৈয়র্থ্যপক্ষে তু অনুমিতিত্বং জাতিস্তদাশ্রয়করণত্বং হেতুকার্য্যম্। তাদৃশজাত্যবচ্ছিন্নস্য ইতরব্যাবৃত্তিজ্ঞাপনায়ৈব হি উক্তানুমিতিলক্ষণোপযোগঃ। ১০ পত্র)।

আমরা বাহুল্য বোধে বাকী তিনটি স্থল (ইতি তদ্‌গুরবঃ ৪৮খ, ইতি স্বগুরূক্তং ৪৯ক ও ইতি গুরূক্তং ৪৯খ) উদ্ধৃত করিলাম না। তত্তৎস্থলেও আমরা মিলাইয়া দেখিয়াছি, সার্ব্বভৌমবচনেরই অনুবাদ করা হইয়াছে।

এই নবাবিষ্কৃত প্রমাণবলে কতিপয় সন্দিগ্ধ বিষয়ে এখন সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হইয়াছে। প্রথমতঃ, খণ্ডনভূষামণিকার রঘুনাথ শিরোমণি হইতে ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন, এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। খণ্ডনভূষামণিকার সার্ব্বভৌমকে "পরমগুরু" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (সা-প-প, ১৩৪৯, পৃ ১২৫)। দ্বিতীয়তঃ, রঘুনাথ শিরোমণি পক্ষধর মিশ্রের কিম্বা অপর কাঁহারও ছাত্র ছিলেন না—রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কারের ভাষা হইতে ইহা প্রতিপন্ন হয়। বিদ্যালঙ্কার মিশ্রমতও অনেক স্থলে উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহাকে গ্রন্থকারের গুরু বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। উভয়ে শিরোমণির গুরু হইয়া থাকিলে মিশ্রকে বাদ দিয়া কেবল সার্ব্বভৌমকে একক গুরু-গৌরবে মণ্ডিত করার অর্থ হয় না, "এতৎপ্রথমগুরুভিঃ" প্রভৃতি পদে অনায়াসে তাহা সূচনা করা যাইত। তৃতীয়তঃ, **রঘুনাথ অধ্যয়নের জন্য মিথিলায় যান নাই।**[৬] চৈতন্যের সহাধ্যয়নের ন্যায় ইহাও একটি কল্পিত আখ্যায়িকা

৬। ন্যায়ের একটি পুথির মধ্যে পৃথক্ এক পত্রে নবদ্বীপের সারস্বত ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে ১৩টি প্রশ্ন লিখিত আছে। সম্ভবতঃ নবদ্বীপে অধ্যয়নকালে কোন ছাত্রের অনুসন্ধিৎসা ইহার

মাত্র পণ্ডিতসমাজে প্রচার লাভ করিয়াছে। সার্ব্বভৌমের বহু পূর্ব্ব হইতেই নব্য ন্যায়ে "গৌড়ীয়" মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এ বিষয়ে দুইটি নূতন প্রমাণ উল্লিখিত হইল। মৈথিল ভৌয়ালকুলোদ্ভব গোপীনাথ ঠক্কুর-রচিত মণিসার গ্রন্থের অনুমানখণ্ড ত্রিবাঙ্কুরে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে বহু স্থলে "গৌড়"মতের খণ্ডন দৃষ্ট হয় (পৃ. ৭, ১১, ৪৫, ৪৮, ৮৫ ও ৯৯ দ্রষ্টব্য)—এই মতগুলি শিরোমণি, সার্ব্বভৌম কিম্বা প্রগল্‌ভাচার্য্যের গ্রন্থে পাওয়া যায় না, তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কিম্বা সমকালীন অপর কোন গৌড়ীয় গ্রন্থকারের বিলুপ্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই। গোপীনাথ পক্ষধর মিশ্রের পরবর্ত্তী এবং শিরোমণির সমকালীন। কারণ, নবদ্বীপের ৪০৯ ল-সংএর গ্রন্থতালিকায় (সা প-প, ১৩৫০, পৃ. ১৪) আমরা "শব্দ-গোপীনাথে"র উল্লেখ দেখিয়াছি।[৭] মধুসূদন ঠক্কুর-রচিত আলোককণ্টকোদ্ধার গ্রন্থের অনুমানখণ্ডেও প্রগল্‌ভের নাম ব্যতীত বহু স্থলে "গৌড়াস্তু" বলিয়া বচন উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে (কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির ১৫৭২ সং পুথির ২।১।১, ২৩।১, ২৮।২, ৩।১, ৭১।২, ৮১।১, ৯১'২ এবং ১০৩।২ পত্র দ্রষ্টব্য)। তন্মধ্যে একটি (৩।১ পত্রে) সার্ব্বভৌমের কূট-ঘটিত ব্যাপ্তিলক্ষণ, দুইটি (২৮।২ ও ৭১।২ পত্রে) দীধিতি হইতে গৃহীত এবং বাকী পাঁচটি বিলুপ্ত-গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

অনুমানমণিপরীক্ষা

সার্ব্বভৌমের দুইটি গ্রন্থ মাত্র এযাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তত্ত্বচিন্তামণির অনুমান খণ্ডের আদ্যন্ত খণ্ডিত টীকা এবং বেদান্তপ্রকরণ অদ্বৈতমকরন্দের টীকা। প্রথমটি কাশীর সরস্বতী-ভবনে রক্ষিত এবং তত্রত্য অধ্যক্ষের কৃপায় আমরা সম্যক্ পরীক্ষা করিতে পারিয়াছি। ইহা নাগরাক্ষরে লিখিত, পত্রসংখ্যা ৪-২০৫ (মধ্যে দুইটি পত্র নাই, ১১২-১৩), অনুমিতি হইতে বাধপ্রকরণের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত (সোসাইটী সং, পৃ. ৯৭৪ পর্য্যন্ত) গিয়াছে। কিন্তু মধ্যে

মূল। শেষ প্রশ্নটি এই—"রঘুনাথ শিরোমণি কি কেবল বিচার করিতে কিম্বা পাঠ করিতে মিথিলায় যান ?" সুতরাং শিরোমণি পাঠ করিতে মিথিলায় যান নাই, এইরূপ প্রবাদও পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত ছিল। ৺শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় ১২৯৯ সনে মিথিলা গিয়াছিলেন। তিনি একটি কিম্বদন্তী শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, মিথিলাধিপতি ভৈরব সিংহের রাজত্ব-কালে তৎখনিত এক বৃহৎ জলাশয়োৎসর্গে "নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি (কাণাভট্ট) আগমন করিয়াছিলেন।" (ভারতী, পৌষ ১৩০৮, পৃ ২৮৮) পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেবের গ্রন্থের ১ম সংস্করণে প্রায় অনুরূপ প্রবাদ লিখিত হইয়াছে (সা-প-প, ১৩৫০, পৃ. ১২)।

৭। গোপীনাথের কুলপরিচয় ("ভৌয়ালকুলোদ্ভব") বিদেশী লেখকের হস্তে বিকৃত হইয়া নানাবিধ অদ্ভুত আকারে পরিণত হইয়াছে—'গোঘোট', 'সোমসূত' (মাদ্রাজ ও ত্রিবাঙ্কুরের পুথিতে) প্রভৃতি। কাশীর সরস্বতীভবনে "শব্দমণিসারে"র পুথিতে আমরা উদ্ধৃত বিশুদ্ধ পাঠ দেখিয়াছি। গোপীনাথের কালনির্ণয়ে এ যাবৎ সকলেই ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়াছেন।

অবয়বপ্রকরণের টীকা সম্পূর্ণ বাদ পড়িয়াছে। হেত্বাভাসপ্রকরণের প্রারম্ভে একটি মনোহর মঙ্গলাচরণ-শ্লোক আছে (১৮৩ খ পত্র) :

হৃদ্ব্যোমকমলাসীনং তত্ত্বসাধকমদ্ভুতং।
অনাভাসং পরং ধাম ঘনশ্যামমহং ভজে ॥

মহাপ্রভুর সংস্পর্শে আসার বহু পূর্ব্বেই সার্ব্বভৌমের হৃৎকমলে ঘনশ্যাম বিরাজমান ছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ নূতন একটি তথ্য বটে। অনেকেই অদ্বৈতমকরন্দের টীকায় তাঁহার উৎকট অদ্বৈত-মত দেখিয়া বিভ্রান্ত হইবেন ; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বাহ্য দার্শনিক মত বুদ্ধির বিলাসের জন্য এবং সভায় পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য যে ব্যক্তি অবলম্বন করেন, তিনিই আন্তরিক অনুষ্ঠানকালে স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। শঙ্করাচার্য্যও "শাক্ত" ছিলেন, এইরূপ প্রমাণ এখন প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সার্ব্বভৌমের এই টীকাগ্রন্থের নাম প্রতিলিপিটির উপরে এবং পুথির তালিকায় "সারাবলী" বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। গ্রন্থমধ্যে কুত্রাপি এই নাম নাই। পরন্তু ১১৪ক পত্রে "(বিশে) ষস্ত প্রত্যক্ষমণিপরীক্ষায়াং বোধ্যঃ", ১০৫ক পত্রে "তন্নিরাসঃ প্রত্যক্ষ-মণিপরীক্ষায়াং দ্রষ্টব্যঃ", ১৭৫খ পত্রে উক্ত নিয়মে তর্কস্তু শব্দমণিপরীক্ষায়ামপূর্ব্ববাদে দ্রষ্টব্যঃ" প্রভৃতি উক্তি দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম "অনুমানমণি-পরীক্ষা।" ইহা দীধিতি অপেক্ষা আয়তনে অনেক বড় এবং মূলের বিস্তৃত ব্যাখ্যাসম্বলিত, দীধিতির বহু অংশের ন্যায় কেবল বিষমপদব্যাখ্যা নহে। সার্ব্বভৌমের প্রমাণপঞ্জী এ স্থলে সংগৃহীত হইল।

আচার্য্য (১৬২।২ প্রভৃতি) কিরণাবলী (৩৯।২)
কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ (১০৫।২)
খণ্ডন (৪।১)
গুরুচরণ (৮.২ প্রভৃতি, ১৫ বার) টীকাকার (৮।১, ১০.২)
তত্ত্ববোধকার (১০০।১)
দর্পণ (৫০।১)
দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশ (১৭৯।১) নরসিংহ (৫৩।১, ৫৭।২)
নিবন্ধ (১১০।২, ১৮৭-৮, ১৯১।২)
পরিমল (এষ পরিমলললিতঃ পন্থাঃ ২৬।১)
প্রকাশ (১৯২।১)
প্রত্যক্ষপরীক্ষা (৪।১)
প্রত্যক্ষমণিপরীক্ষা (১০৫।১, ১১৪।১, ১ ৪।১)
প্রমাণপ্রকাশ (১৩।২)
প্রমাণভাস্কর (১২৯.২)

প্রমাণোদ্দ্যোত (৬।১)
প্রমেয়তত্ত্ববোধ (১৭৪।১, ১৯৩'২)
প্রমেয়প্রকাশ (১৬৯।১)
প্রমেয়ভাষ্য (১৪৬।১)
প্রাভাকর (৫।১, ৫৬.১ প্রভৃতি)
মণিকণ্ঠ (৩২।১ প্রভৃতি, ১০ বার) মহার্ণব (৫৭।২)
মিশ্র (৩৬।১, ৪৭।১, ৭৯।১, ১৭৭।১)
যজ্ঞপতি (২৯।১ হইতে, ৫২ বার)

রত্নকোষকার (৯৪'২)
লীলাবতীকার (১৮৮।১)
লীলাবতীপ্রকাশ (১১৩।২)
লীলাবত্যুপায় (৭২।২)
বর্দ্ধমান (৪৫।২ প্রভৃতি, ৫ বার)
বার্ত্তিক (৮।১)
শব্দমণিপরীক্ষা (৮০।১, ১৬৮।১, ১৭৫।২)
সোঙ্গড় (১৩।১, ১৩১।১, ২০৫।১)

সার্ব্বভৌমের ভাষা হইতে বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ের উপর তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা সূচিত হয়—"ইতি শ্রীবর্দ্ধমানচরণোন্নীতঃ পন্থাঃ" (১৪৫।১), "অত্র শ্রীবর্দ্ধমানানুগৃহীতো মণিকৃতঃ পন্থাঃ" (১৪৮।১)। পক্ষান্তরে যজ্ঞপতির উপর তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন, তাঁহার মত তিনি ৫২ বারই খণ্ডন করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে ব্যঙ্গোক্তি করিতে ছাড়েন নাই—"অত্র যজ্ঞপতিঃ তৎপ্রতারিতশ্চ" (৬৬।১), "তৎ কো যজ্ঞপতেরন্যঃ প্রাজ্ঞম্মন্যো ভাষেত," "ইতি যজ্ঞপতি-পাম্বপর্য্যটিতঃ পন্থাঃ" (১৫০।১)। যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ের মত প্রায় একই সময়ে তিন জন মহানৈয়ায়িক খণ্ডন করেন—প্রগল্‌ভাচার্য্য, যজ্ঞপতির ছাত্র পক্ষধর মিশ্র এবং বাসুদেব সার্ব্বভৌম। তন্মধ্যে সার্ব্বভৌমের খণ্ডনের ভাষাই তীব্রতম হইয়াছে। যজ্ঞপতির পুত্র "নরহরি উপাধ্যায়" দূষণোদ্ধার নামক গ্রন্থে এই তিন জনেরই উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নরহরি স্বয়ং পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র ছিলেন।[৮] সার্ব্বভৌম চারি বার "মিশ্র"-

---

৮। বিগত অর্দ্ধশতাব্দীমধ্যে পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতির অভ্যুদয়কাল লইয়া অনেক বিচারালোচনা হইয়াছে। নরহরি-বিরচিত "দূষণোদ্ধার" গ্রন্থের অনুমানখণ্ড (বরোদা ও তাঞ্জোরে পুথি আছে) পরীক্ষা করিয়া আমরা পূর্ব্বতন বহু মনীষীর পণ্ড শ্রম দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। নরহরির গ্রন্থ প্রধানতঃ তাঁহার "গুরুচরণে"র প্রতি উত্তর। এই গুরুচরণ যে পক্ষধর মিশ্র, তাহা অনুমানালোকের সন্দর্ভ মিলাইলে অনায়াসে বুঝা যায়। তদ্ভিন্ন নরহরি একাধিক বার প্রগল্‌ভ ও সার্ব্বভৌমের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই মিশ্র সুপ্রসিদ্ধ পক্ষধর মিশ্র নহেন। আলোক গ্রন্থের মত কিম্বা সন্দর্ভ কুত্রাপি সার্ব্বভৌম উল্লেখ করেন নাই। নরহরির প্রচেষ্টা হইতেও বুঝা যায়, সার্ব্বভৌম ও পক্ষধর মিশ্র সমকালীন ছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সম্ভবতঃ তাঁহারই বচন সার্ব্বভৌম উক্ত স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে (ভারতবর্ষ, ১৩৪৭, চৈত্র, পৃ. ৪২৫) সার্ব্বভৌমের গুরুর পরিচয় অজ্ঞাত বলিয়া লিখিয়াছিলাম। সৌভাগ্যের বিষয়, অদ্য আমরা তৎসম্পর্কে মূল্যবান্ তথ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি। অনুমিতিলক্ষণে সার্ব্বভৌম তাঁহার গুরুর একটি দীর্ঘ সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন (৮।২ হইতে ৯।২ পত্র), তাহার প্রথমাংশ এই :—**অত্রাস্মদ্‌গুরুচরণাঃ**, সাধ্যতাবচ্ছেদকপ্রকারেণ প্রকৃতসাধ্যব্যাপ্ত্যবগাহি-পক্ষতাবচ্ছেদকপ্রকারক-পক্ষতোপরক্ত-পক্ষধর্ম্মতাবগাহি-**জন্যজ্ঞানজন্যোঽসাক্ষাৎকার্য্যশাব্দোঽনুভবোঽনুমিতিরিত্যর্থঃ** ....ইত্যাহুঃ। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার অনুমানদীধিতিপ্রতিবিম্ব গ্রন্থে অনুমিতিপ্রকরণে চক্রবর্ত্তিলক্ষণের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দীধিতির 'যাং কাঞ্চিদনুমিতিব্যক্তিমাদায়' বচনের ব্যাখ্যাশেষে লিখিয়াছেন (৪২।১ পত্র) :—

"তস্মাজ্জন্যতজ্জন্যোঽসাক্ষাৎকার্য্যশাব্দোঽনুভবোঽনুমিতিরিতি **বিশারদ**-শারদামনুস্মৃত্যেবেদমিতি।" (পার্শ্বে একটি টিপ্পনী আছে—জন্যং যৎ তৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানং তেন জন্যঃ।) সুতরাং **সার্ব্বভৌম তাঁহার পিতা নরহরি** বিশারদের নিকটই নব্য ন্যায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং **অধ্যয়নের জন্য মিথিলায় যান নাই**। পিতাকে গুরুরূপে উল্লেখ করা নৈয়ায়িকসমাজে অজ্ঞাত নহে। বর্দ্ধমানোপাধ্যায় কতিপয় স্থলে 'গুরুচরণাস্তু' বলিয়া গঙ্গেশের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সার্ব্বভৌমের সময় পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন নৈয়ায়িকের উদ্ভব হয় নাই। তিনি স্বয়ং ষড়্‌দর্শনে কৃতবিদ্য ছিলেন। তৎপুত্র বাহিনীপতির পিতৃবন্দনা-শ্লোকেও সার্ব্বভৌমের বেদান্ত, ন্যায়বৈশেষিক ও মীমাংসাশাস্ত্রে পারদর্শিতা কীর্ত্তিত হইয়াছে (শব্দালোকোদ্দ্যোতের প্রথম শ্লোক) :—

> নৈগমে বচসি নৈপুণং বিধেঃ, সার্ব্বভৌমপদসাভিধং মহঃ।
> জীর্ণতর্কতনুজীবনৌষধং, জৈমিনের্জয়তি জঙ্গমং যশঃ॥

বঙ্গদেশেও তখন বেদান্তের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। অদ্বৈতমকরন্দের টীকায় পিতৃপরিচয়স্থলে নরহরি বিশারদকে "বেদান্তবিদ্যাময়াৎ" বিশেষণে মণ্ডিত করা হইয়াছে। নব্য ন্যায়ের টীকা রচনা করিলেও বেদান্তেই সার্ব্বভৌমের স্বরস ছিল বুঝিতে হইবে। খণ্ডনভূষামণিকার দ্বারা উদ্ধৃত শ্লোকে সার্ব্বভৌম শঙ্কর মিশ্র ও বাচস্পতি মিশ্রের উপর "ব্রহ্মাস্ত্র" নিঃক্ষেপ করিয়াছেন (সা-প-প, ১৩৫৯, পৃ. ১২৫) :—

> বাচস্পতিশঙ্করয়োর্গৌতমকৃতবুদ্ধিশাস্ত্রগর্ব্বিতয়োঃ।
> নির্ব্বাপয়ামি গর্ব্বমেকং ব্রহ্মাস্ত্রমাদায়॥

মহাপ্রভুর সংস্পর্শে আসিয়া তিনি যে শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার বেদান্ত-মতে আসক্তি পরিস্ফুট :—[১]

> জ্ঞাতং কাণভুজং মতং পরিচিতৈবান্বীক্ষিকী, শিক্ষিতা
> মীমাংসা, বিদিতৈব সাঙ্খ্যসরণির্যোগে বিতীর্ণা মতিঃ।
> **বেদান্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং**, কিন্তু স্ফুরন্মাধুরী-
> ধারা কাচন নন্দসূনুমুরলী মচ্চিত্তমাকর্ষতি॥ (পদ্যাবলী, ৯৯ শ্লোক)

কিন্তু বঙ্গদেশে নব্য ন্যায়ের প্রথম প্রবর্ত্তকরূপেই সার্ব্বভৌমের নাম চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং তাঁহার বেদান্তাদি শাস্ত্রে রচিত গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। অদ্বৈতমকরন্দের টীকা নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং তাহার পুথি বর্ত্তমানে পুরীধামে আছে কি না সন্দেহ।

কাশীর সরস্বতীভবনে "শব্দমণিপরীক্ষা" (২৮-৫৩ পত্র) নামে একটি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। সার্ব্বভৌমের ভ্রাতুষ্পুত্র সুবিখ্যাত "বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্যে"র গ্রন্থালয়ে ইহা রক্ষিত ছিল। বিদ্যানিবাসের বংশধারা কাশীতে বিলুপ্ত হইলে ইহা কাশীবাসী নৈয়ায়িক চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন সংগ্রহ করেন এবং ক্রমে ৺হরিহর শাস্ত্রীর হস্তগত হয়। ইহাতে গ্রন্থকারের নাম নাই। খুব সম্ভবতঃ ইহাও সার্ব্বভৌম-রচিত এবং অপূর্ব্ববাদ হইতে শব্দখণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত। আমরা রচয়িতার বিষয়ে এখনও নিঃসন্দেহ হইতে না পারায় এই মূল্যবান্ গ্রন্থের বিবরণ দিতে বিরত থাকিলাম। আমাদের নিকট সার্ব্বভৌমের শব্দখণ্ডটীকার একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র (৩ পত্র) রক্ষিত আছে; পুষ্পিকা যথা, "ইতি শ্রীমহামহোপাধ্যায়সার্ব্বভৌম-কৃতা বেদলক্ষণটিপ্পনী"। ইহা রামভদ্রী টীকা হইতে পৃথক্ বটে।

সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ অবস্থানকালে অর্থাৎ (জয়ানন্দের মতে চৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে) তত্ত্বচিন্তামণির টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার রচনাকাল ১৪৭০-৮০ সনের পরে যাইবে না। তৎকালে তাঁহার বয়স ৩০।৪০ হইতে ন্যূন হইবে না। কারণ, ধ্রুবানন্দের "মহাবংশাবলী" (পৃ. ১২৯) এবং অন্যান্য বহু রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে লিখিত আছে, সার্ব্বভৌমের পুত্র "জলেশ্বর বাহিনীপতি" খড়দহ মেলের বিখ্যাত কুলীন কামদেব পণ্ডিতের পুত্র সুধাকরের কন্যা বিবাহ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। এই বিবাহের সময় ১৫০০ সনের পূর্ব্বে, পরে হইবে না। বাহিনীপতির দশ কন্যা ছিল, তন্মধ্যে অন্ততঃ একজন জামাতার নামও (ঘোষালবংশীয় হৃদয়) মহাবংশাবলীতে লিখিত হইয়াছে (পৃ. ১৩৯)। বাহিনীপতির জন্ম ১৪৬০-৭০ সনে ধরিয়া সার্ব্বভৌমের জন্মাব্দ হয় অনুমান ১৪৩০-৪০ সন মধ্যে এবং প্রায় ১৪৫০ সনে সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে তাঁহার পিতার নিকট নব্য ন্যায় অধ্যয়ন করেন। মিথিলা হইতে তৎকর্ত্তৃক গ্রন্থ মুখস্থ করিয়া আনয়নের কথা সম্পূর্ণ অলীক।

৯। মহাপ্রভুর অলৌকিক প্রভাব বর্ণনাকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় প্রায়শঃ সার্ব্বভৌম অপেক্ষা প্রবোধানন্দের মনীষারই বেশী উল্লেখ করিয়া থাকেন। অথচ তৎকালীন বিদ্বৎগোষ্ঠীতে পাণ্ডিত্যপ্রতিভায় সার্ব্বভৌমের নিকট প্রবোধানন্দ অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি ছিলেন।

২। প্রগল্‌ভাচার্য্য

সার্ব্বভৌম ব্যধিকরণপ্রকরণে লিখিয়াছেন (১৪।১ পত্র) :—

উক্তানাস্তু, সাধ্যাভাববতি যদ্‌বৃত্তৌ প্রকৃতানুমিতিবিরোধিত্বং নাস্তি তত্ত্বং লক্ষণমাহুঃ। তন্ন, সাধ্যাভাববতীত্যস্য বৈয়র্থ্যাং সর্ব্বস্যৈব সাধ্যাভাববত্ত্বাৎ। কিং চানুমিতিবিরোধিত্বম্ অনুমিতিপ্রতিবন্ধকজ্ঞানবিষয়ত্বং তদভাবঃ স্বরূপসন্নেবানুমিতিনিয়ামকো ন তু জ্ঞায়মানোপযোগী ব্যাপ্তিঘটকঃ। ইহা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের একটি প্রসিদ্ধ কল্প দীধিতিগ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছে এবং মিথিলার কোন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। মথুরানাথ ভিন্ন দীধিতির টীকাকারগণ সকলেই ইহা "প্রগল্‌ভে"র লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ স্থলে দীধিতিতে প্রগল্‌ভের অপর দুইটি লক্ষণও খণ্ডিত হইয়াছে। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, সার্ব্বভৌম উক্ত স্থলে প্রগল্‌ভের মতে দোষ দিয়াছেন—"**সার্বভৌমস্য চ প্রগল্‌ভমতদূষণং** সাধ্যাভাবপদবৈয়র্থ্যং…।" (প্রতিবিম্ব, ৭৯।২ পত্র) সুতরাং প্রগল্‌ভাচার্য্য সার্ব্বভৌমের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। প্রগল্‌ভ বারেন্দ্রশ্রেণী লাহিড়ীবংশের বিখ্যাত কুলীন ছিলেন। (সা-প-প, ১৩৪৭, পৃ. ৭১-৭৩)। তাঁহার সম্বন্ধে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, সংক্ষেপে লিখিত হইল। তিনি কাশীতে পঠন-পাঠন করিয়াছেন—তাঁহার বেদান্তাধ্যাপকের নাম "অনুভবানন্দ"। তদ্রচিত "খণ্ডনদর্পণ"গ্রন্থের একটি মূল্যবান্ পুষ্পিকা যথা, "ইতি শ্রীজ্ঞানানন্দভগবৎপাদশিষ্য-শ্রীমদনুভবানন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীপ্রগল্‌ভাচার্য্যস্য কৃতৌ খণ্ডনদর্পণে বিদ্যাসাগরাচার্য্যাদিকৃতখণ্ডনোপায়াদিসংগ্রহে পরপ্রকাশখণ্ডন-স্বপ্রকাশব্রহ্মস্থাপনপরিচ্ছেদঃ।" (কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজের পুথি, ২ ।২ পত্র) অনুমানপরিচ্ছেদের শেষে একটি মঙ্গলাচরণ-শ্লোক আছে—

অনেন জগতাং নাথঃ প্রীণাতু মধুসূদনঃ।
শ্রীবিশ্বেশ্বরভূমৌ যঃ কাশ্যাং মোক্ষপ্রদঃ শিবঃ॥

সুতরাং তিনি কাশীতেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার "পরমগুরু" জ্ঞানানন্দ 'বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী'-কার প্রকাশানন্দের গুরু ছিলেন। এই প্রকাশানন্দ সুতরাং প্রায় ১৪৫০ সনেই কাশীর বৈদান্তিকগোষ্ঠীর নায়ক ছিলেন এবং তাঁহার সহিত চৈতন্য-পার্ষদ প্রবোধানন্দের অভেদকল্পনা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। খণ্ডভূষামণির এক স্থলে "অত্র প্রকাশানন্দ-সরস্বতীশ্রীপাদাঃ" বলিয়া বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলীর বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (কলিকাতার পুথি, ১০৭।২ পত্র)। প্রগল্‌ভাচার্য্যের ন্যায়গুরু ছিলেন তাঁহার পিতা 'নরপতি মহামিশ্র'—"পিতুর্নরপতের্ব্যাখ্যাং হৃদি কৃত্বা" (প্রত্যক্ষচিন্তামণি ও দ্রব্যপ্রকাশের টীকায়)। ইহার অর্থ হইল এই যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তত্ত্বচিন্তামণির পঠনপাঠন বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়াছিল।

কাশীতে প্রগল্‌ভাচার্য্যের নব্যন্যায়সম্প্রদায় প্রায় একশতাব্দীকাল গৌরবের সহিত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান ছাত্র "জগদ্‌গুরু" বলভদ্র মিশ্র দ্রব্যপ্রকাশের "বিমল" নামক টীকার প্রারম্ভে তাঁহার গুরুর নাম করিয়াছেন—"মত্বা তর্কবিচারচঞ্চুরমনঃ শ্রীমৎ-প্রগল্‌ভাৎ গুরোঃ।" বলভদ্রও বাঙ্গালী ছিলেন, এইরূপ প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার ও

তদীয় পুত্র পদ্মনাভ মিশ্রের বিবরণ পৃথক্ প্রবন্ধে উল্লেখযোগ্য—বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর চিরবিলুপ্ত কীর্ত্তির মধ্যে তাঁহাদের গ্রন্থরাজি সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিল। প্রগল্ভের গ্রন্থরচনাকাল শতাব্দীর তৃতীয় পাদে (১৪৫০-৭৫ মধ্যে) স্থাপন করিতে হইবে। মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের সমকক্ষরূপে কাশীর বাঙ্গালী পণ্ডিত প্রগল্ভ এবং নবদ্বীপের সার্ব্বভৌম দুই জন দিক্‌পাল ছিলেন। প্রগল্ভের অনুমানখণ্ডের টীকায় ৭ স্থলে "মিশ্রাস্তু" বলিয়া বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (কাশীর পুথি, ১৪৮।২, ১৫৭।১, ১৬৭।২, ১৭৪।১, ১৮২।২, ১৮৪।২ ও ১৮৬।১ পত্র দ্রষ্টব্য)—তিনি পক্ষধর মিশ্র হইতে পৃথক্। উপমানখণ্ডের টীকা প্রায় কোন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকই রচনা করেন নাই। প্রগল্ভরচিত উপমানসংগ্রহ নামক টীকার কতিপয় প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে পূর্ব্বতন টীকার অত্যন্তাভাব তিনিও অনুভব করিয়া লিখিয়াছেন :—

> উপায়াঃ প্রত্যক্ষে চরমমনুমানে চ কৃতিভিঃ
> কৃতাঃ শব্দে চিত্রং ন বিলিখনমস্ত্যেষ্ কিমপি।
> ন চোচ্ছ্বাসোপ্যত্রোপমিতিকরণেহকারি গহনে
> নিরালম্বে কিঞ্চিল্লিখতি ভুবি যঃ সোত্র বিরলঃ॥
> তত্র প্রবৃত্তস্য গুরূপদেশমাত্রৈকবিত্তস্য মমোৎসুকস্য।
> টীকাং বিধাতুং ভবতু প্রসন্না বাণী যথা পূর্ণমনোরথস্য॥

(উপমানসংগ্রহ, সোসাইটির G. 1752 পুথি লিপিকাল ১৬৪৩ বিক্রমাব্দ)।

৩। নরহরি বিশারদ

সার্ব্বভৌম তদীয় গ্রন্থে ১৫ স্থলে নানাপ্রকরণে তত্ত্বচিন্তামণির উপর তাঁহার গুরুর ব্যাখ্যা-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কারের উক্তিবলে প্রতিপন্ন হয়, তাঁহার পিতা নরহরি বিশারদই এই গুরু। তিনিও তত্ত্বচিন্তামণির টীকা রচনা করিয়াছিলেন. মৌখিক উপদেশমাত্র ঐ সকল স্থলে উদ্ধৃত হয় নাই। এক স্থলে (৭৯-৮০ পত্রে) "গুরবস্তু" বলিয়া উদ্ধৃত বচনের উপর "কস্যচিৎ দূষণং···নিরস্তং" হইয়াছে। অপর এক স্থলে (১০৭ পত্রে) পাওয়া যায়, 'যচ্চ তৈরুক্তং (পূর্ব্ববাক্যে "গুরুচরণৈঃ" আছে), যদ্ব্যাবৃত্ত্যানুমিতিবিরোধী সাধ্যসাধনসংবন্ধাভাবঃ স উপাধিরিত্যাদিলক্ষণত্রয়ং, অত্র কশ্চিদ্বক্তি···।" এতদ্দ্বারাও স্পষ্ট লিখিত গ্রন্থই সূচিত হয়, মৌখিক উপদেশ হইলে "ইত্যাদিলক্ষণত্রয়ং" পদটি নিরর্থক হইয়া পড়ে। অনুমানখণ্ড ব্যতীত প্রত্যক্ষখণ্ডেও তাঁহার টীকা রচিত হইয়াছিল। সার্ব্বভৌমের ভ্রাতুষ্পুত্র (কাশীনাথ) বিদ্যানিবাসরচিত অতিদুর্লভ চিন্তামণিটীকার প্রত্যক্ষখণ্ডে তিন স্থলে বিশারদের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (কাশীর পুথি, ৪৬।১, ৫১।২ ও ৬০।১ পত্র দ্রষ্টব্য)। এই গ্রন্থ নবদ্বীপে ১৪৫০ সনের পূর্ব্বেই রচিত হইয়া থাকিবে। তিনি মিথিলার যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ের সমকালীন ছিলেন সন্দেহ নাই ; কারণ, যজ্ঞপতির পুত্র নরহরি স্বগ্রন্থে সার্ব্বভৌমের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সময়ে গৌড়দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী ছিলেন।

সার্ব্বভৌমের পুত্র বাহিনীপতি তাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া পিতামহের প্রভাব ও বংশবিস্তৃতি সূচনা করিয়াছেন :—

কংশরিপোরবতারে বংশে বৈশারদে জাতম্।

উত্তংসং খলু পুংসাং তং বন্দে সার্ব্বভৌমাখ্যম্॥ (শব্দালোকোদ্দ্যোতের ২ শ্লোক)

বিশারদের পারিবারিক বহুতর নূতন তথ্য আমরা কুলগ্রন্থে পাইয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা বিবৃত হইল না। তিনি প্রায় ১৪০০ সনে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাপ্রভুর জন্মের পূর্ব্বে বার্দ্ধক্যে কাশী গমন করিয়াছিলেন—"বিশারদ নিবাস করিলা বারাণসী" (জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল)। তাঁহার স্মৃতি-নিবন্ধ হইতে বহু বচন হরিদাস তর্কাচার্য্য (সা-প-প, ১৩৪৭, পৃ. ৫২), গোবিন্দানন্দ, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত্ত গ্রন্থকারগণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। হরিদাস-উদ্ধৃত একটি অতিমূল্যবা'ন্ সন্দর্ভ হইতে জানা যায়, তাঁহার স্মৃতিগ্রন্থ ১৩৯৭ শকাব্দের (১৪৭৬ সনের) পরে বার্দ্ধক্যে রচিত হইয়াছিল এবং গৌড়-সুলতান বারবক সাহ তাঁহার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

৪। শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী

দীধিতির অনুমিতিপ্রকরণে এবং ব্যধিকরণ-প্রকরণে টীকাকারগণের ব্যাখ্যানুসারে "চক্রবর্ত্তী"-লক্ষণ উদ্ধৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে "চক্রবর্ত্তী" উপাধি বৈয়াকরণদের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল এবং বর্ত্তমানে অনেকেই অবগত নহেন যে, ১৫শ হইতে ১৭শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গলার নৈয়ায়িকসমাজে "ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী" অর্থাৎ সংক্ষেপে "চক্রবর্ত্তী" উপাধি বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল।[১০] আমরা শতাধিক "ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী" উপাধিধারী পণ্ডিতের নাম পাইয়াছি, তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার গদাধর। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কারই প্রতিবিম্বগ্রন্থে শিরোমণি-উদ্ধৃত চক্রবর্ত্তীর উপরিলিখিত পূরা নামটি উদ্ধার করিয়া অতি মূল্যবান্ তথ্য কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন (৭৪।২ পত্র)। অনুমানখণ্ড ব্যতীত প্রত্যক্ষখণ্ডেও এই ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তীর টীকা রচিত

১০। ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে নৈয়ায়িকগণের সর্ব্বসাধারণ "ভট্টাচার্য্য" উপাধি সর্ব্বশেষে না বসিয়া তত্তদুপাধিবিশেষের অব্যবহিত পূর্ব্বে বসিত। "ভট্টাচার্য্য-বিশারদাৎ নরহরেঃ" (অদ্বৈতমকরন্দের টীকা), "ভট্টাচার্য্যসার্ব্বভৌমং" (সনাতন গোস্বামীর বৈষ্ণব-তোষিণী), "ভট্টাচার্য্যশিরোমণিভিঃ" (ভবানন্দ). "ভট্টাচার্য্যচূড়ামণিতনয়ঃ" (রামভদ্র), "ভট্টাচার্য্যসার্ব্বভৌমরামভদ্রেণ ধীমতা" (রামভদ্রের সমাসবাদ), "ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তি-রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুং" (যাদবব্যাসের মঞ্জরীসার) প্রভৃতি প্রয়োগ প্রণিধানযোগ্য। সংক্ষেপকালে "ভট্টাচার্য্য" পদটি সর্ব্বত্র বর্জ্জিত হইয়া বিশারদ, সার্ব্বভৌম, শিরোমণি প্রভৃতিরই বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সুতরাং এই যুগের "চক্রবর্ত্তী" উপাধি উপেক্ষার বিষয় নহে। গদাধরের সময়ে "চক্রবর্ত্তী" উপাধির বিপর্য্যয় সাধিত হওয়ায় তাঁহার "ভট্টাচার্য্য" উপাধিমাত্র প্রচার লাভ করে।

হইয়াছিল। কারণ, বিদ্যানিবাসও প্রত্যক্ষখণ্ডের টীকায় তিন স্থলে "ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তিনঃ" বলিয়া সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন (২০।১,৩০।১ ও ৬২।১ পত্রে)। ব্যধিকরণগ্রন্থে যে চারি জনের সন্দর্ভ দীধিতিকার উদ্ধৃত করিয়াছেন—চক্রবর্ত্তী, প্রগল্‌ভ, মিশ্র ও সার্ব্বভৌম—তন্মধ্যে কালানুযায়ী উৎকৃষ্ট ক্রম সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তদনুসারে চক্রবর্ত্তী মহারথি-ত্রয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী এবং বিশারদের সমকালীন ছিলেন ধরা যায়। সৌভাগ্যক্রমে বহু কুলগ্রন্থে নরহরি বিশারদের এক ভ্রাতার নাম আমরা পাইয়াছি "শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী" এবং তিনিই যে আমাদের আলোচ্য গ্রন্থকার, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীনাথ নাম, চক্রবর্ত্তী উপাধি এবং বিশারদের সমকালীনতা—অন্য কোন পণ্ডিত-গোষ্ঠীতে এই তিনটির সমাবেশ একত্র পাওয়া যাইবে না। অধিকাংশ কুলগ্রন্থে ভ্রাতাদের ক্রমনির্দ্দেশ আছে—"বিশারদ-ভট্টাচার্য্য-শ্রীনাথচক্রবর্ত্তী-শ্রীকান্তপাণ্ডিতাঃ।" অর্থাৎ শ্রীনাথ বিশারদের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত একটি মাত্র কুলপঞ্জীতে (১৬৫।১ পত্রে) কিন্তু পাওয়া যায়—"শ্রীনাথচক্রবর্ত্তি-বিশারদভট্টাচার্য্য-শ্রীকান্তাঃ।" শ্রীনাথ তদনুসারে ভ্রাতাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ইঁহারা সকলেই নবদ্বীপনিবাসী ছিলেন, আপাততঃ এইরূপ অনুমান করাই সঙ্গত। শ্রীনাথের অধস্তন বংশধারার উল্লেখ কোন কুলপঞ্জীতে এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

৫। বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতি

বাসুদেব সার্ব্বভৌমই ভ্রাতাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার এক ভ্রাতা বিদ্যা-বাচস্পতির উপাধিটি মাত্র চৈতন্যসম্প্রদায়ে এবং অধিকাংশ কুলপঞ্জীতে উল্লিখিত হইয়াছে। সনাতন গোস্বামীর গুরুকীর্ত্তনশ্লোকে প্রথম গুরু সার্ব্বভৌম এবং দ্বিতীয় গুরুই বিদ্যাবাচস্পতি —"ভট্টাচার্য্যসার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্।" তিনিও তত্ত্বচিন্তামণির টীকা রচনা করিয়াছিলেন। কারণ, তৎপুত্র বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্যরচিত চিন্তামণির টীকায় প্রামাণ্য-বাদাংশে তিন বার "অস্মৎপিতৃচরণাঃ" বলিয়া সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে (২৯-৩০, ৩২।১, ও ৫৬।২ পত্র দ্রষ্টব্য—প্রথম সন্দর্ভটি দীর্ঘ)। তদ্ভিন্ন বিদ্যানিবাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহানৈয়ায়িক রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি শব্দালোকের রৌদ্রী টীকায় এক স্থলে একটি দুর্লভ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন— "প্রয়োগো হেতুভূতো যস্যাংতত্ত্বজ্ঞানস্যেতি ব্যুৎপত্ত্যা শাব্দপ্রমোপস্থিতৌ তজ্জন্যং যস্যেতি বহুব্রীহিণা শাব্দপ্রমাকরণত্বমেব উক্তলক্ষণার্থ **ইত্যস্মৎপিতামহচরণাঃ**।" (পুণার পুথি, ১০।২ পত্র)। রুদ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বনাথ পঞ্চাননও শিরোমণিকৃত আখ্যাতবাদের টীকায় এক স্থলে "ইতি ত্বস্মৎপিতামহচরণাঃ" বলিয়া বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (পুণার পুথি, ২৭।১ পত্র)। সুতরাং শব্দখণ্ডেও বিদ্যাবাচস্পতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের উপর রত্নগর্ভভট্টাচার্য্যরচিত "বৈষ্ণবাকূতচন্দ্রিকা" নামক টীকা বহু কাল হইল মুদ্রিত হইয়াছে। রত্নগর্ভ খুব সম্ভবতঃ বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি এক "বিদ্যাবাচস্পতির" বচনানুসারে টীকা রচনা করিয়াছিলেন—"ভতো বিদ্যাবাচস্পতিবচনদীপাবলিমতা" (শেষে ১ শ্লোক)। রত্নগর্ভের

এই গুরু আমাদের আলোচ্য বিদ্যাবাচস্পতি হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। তিনি তৎকালের একজন অতিশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন সন্দেহ নাই। রুদ্র ন্যায়বাচস্পতির "ভ্রমরদূত" কাব্যের শেষে তাঁহার অতি উজ্জ্বল বর্ণনা পাওয়া যায় :—

যোঽভূদ্‌গৌড়ক্ষিতিপতিশিখারত্নঘৃষ্টাঙ্ঘ্রিরেণু-
র্বিদ্যাবাচস্পতিরিতি জগদ্‌গীতকীর্ত্তিপ্রপঞ্চঃ।

বিদ্যাবাচস্পতির প্রকৃত নাম সম্বন্ধে এখন বিতর্কের অবসান হওয়া কর্ত্তব্য। নগেন্দ্রনাথ বসুকৃত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', ১ম ভাগ ১ অংশের ১ম সংস্করণে (১৩০৫ সনে মুদ্রিত, পৃ. ২৯৫-৬) আখণ্ডলবংশ মুদ্রিত হয়। তন্মধ্যে মনোহর শ্লোকে লিখিত আছে, কেশবের পুত্র নরহরি বিশারদ প্রভৃতি এবং বিশারদের দুই পুত্র বাসুদেব ও রত্নাকর (বিদ্যাবাচস্পতি)। ২য় সংস্করণেও (১৩১৮ সন, পৃ. ২৪৮-৪৯) ইহাই অবিকল মুদ্রিত হয়। এই বংশলতাটি কোন চক্রান্তকারীর জঘন্য কৃত্রিমতার পরিচায়ক; বসু মহাশয় স্বয়ং চক্রান্তের মধ্যে নাও থাকিতে পারেন। রাণাঘাটনিবাসী ৺সাতকড়ি ঘটকসংগৃহীত কুলপঞ্জিকা হইতে ইহা গৃহীত বলিয়া লিখিত হইয়াছে (পৃ. ২৩৬ পাদটিপ্পনী)। নরহরির এক ভ্রাতা ধনঞ্জয় মিশ্রের পৌত্র হইলেন স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন—ইহা অসম্ভব। কারণ, স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য ১৫০০ সনের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন নাই। নলডাঙ্গা রাজশাখার আদিধারাটিও কৃত্রিম (ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪৭, পৃ. ৪২৮-৯ দ্রষ্টব্য)। আমরা এ যাবৎ যতগুলি কুলপঞ্জীতে সার্ব্বভৌমের বংশধারা লিপিবদ্ধ পাইয়াছি (সংখ্যা প্রায় ২০ হইবে), সর্ব্বত্র বিশারদের পিতার নামই "রত্নাকর" লিখিত আছে, কুত্রাপি তাহার ব্যতিক্রম দেখি নাই। পিতামহ-পৌত্রের এক নাম বঙ্গদেশে প্রচলিত নাই। কুলপঞ্জীসমূহে সার্ব্বভৌম প্রভৃতির উপাধি মাত্রই লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। সৌভাগ্যবশতঃ দুইটি পুথিতে পূরা নাম লিপিবদ্ধ আছে, তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল :—"রত্নাকরস্য · তৎসুতা চক্রপাণি-নরহরিবিশারদ-মীনকেতন-নারায়ণ শ্রীনাথ-শ্রীকণ্ঠাঃ। বিশারদস্য···তৎসুতা বসুদেবসার্ব্বভৌম-কৃষ্ণবিদ্যাবিরিঞ্চি-**বিষ্ণুবিদ্যাবাচস্পতি**-চণ্ডীদাসাঃ। (বঙ্গীয় সা-প-পু, ২১০২ সং পুথি, ১৩১।২ ক্রোড়পত্র)। রাজসাহী মিউজিয়ামে রক্ষিত পুথিতে (১১৮।২ পত্রে) পাঠ-ভেদ এই :—চক্রপাণি-নরহরি-মীনকেতন···শ্রীকান্ত-বিসারদাঃ···বাসুদেবসার্ব্বভৌম কৃষ্ণানন্দ বিদ্যানন্দনিধি :—**বিষ্ণুদাষবিদ্যাবাচস্পতি**-পণ্ডীদাষাঃ। (কুলপঞ্জীমাত্রই কিরূপ লিপিদোষবহুল, ইহা তাহার একটি নিদর্শন।) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে উল্লিখিত অতিদুর্লভ "বিদ্যাবিরিঞ্চি"-উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তির নামনির্দ্দেশই এ স্থলে কুলপঞ্জীর অকৃত্রিমতার প্রমাণ বলিয়া ধরা যায়। দীর্ঘকাল যাবৎ বিদ্যাবাচস্পতির রত্নাকর নামই প্রবন্ধপুস্তকাদিতে গৃহীত হইয়া আসিতেছে; আমরা তজ্জন্য তাহার অমূলকতা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিলাম।

৬। পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর

অতি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। ইহার বিবরণ আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি (সা-প-প, ১৩৪৭,

পৃ. ১৫৯-১৫৮)। তিনিও তত্ত্বচিন্তামণির একজন টীকাকার (ঐ, পৃ. ১৫২) এবং শিরোমণির পূর্ব্ববর্ত্তী। তাঁহার পিতা "শ্রীকান্ত পণ্ডিত" এবং পিতামহ "রত্নাকর" (ঐ, পৃ. ১৫৮)। সুতরাং তিনি সার্ব্বভৌমেরই পিতৃব্যপুত্র সন্দেহ নাই। কুলপঞ্জীতে তাঁহার পিতার "পণ্ডিত" উপাধিটি যথাযথ লিপিবদ্ধ থাকায় তাঁহার পরিচয় জ্ঞাত হওয়া সম্ভব হইল। বঙ্গদেশে একই সময়ে রত্নাকরের পুত্র শ্রীকান্ত পণ্ডিত দুই জন থাকার সম্ভাবনা নাই। বরিশাল, কাশীপুরনিবাসী পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগরের পিতা-পিতামহের নাম জানা যায় না। তিনি ভিন্ন ব্যক্তি এবং ভিন্নবংশীয় (কাশ্যপ গোত্র, চট্টবংশীয়) ছিলেন সন্দেহ নাই, যদিও স্থানীয় ইতিহাসে তাঁহাকেই কলাপের প্রসিদ্ধ টীকাকার হইতে অভিন্ন ধরা হইয়াছে। (বৃন্দাবনচন্দ্র পূততুণ্ডের চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস, পৃ. ৬০-৮২)।

৭। পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য

দীধিতির অনুমিতিগ্রন্থে অনুমানস্বরূপ প্রস্তাবে মূলের "তচ্চেতি" বাক্যের ব্যাখ্যায় একজন পূর্ব্বটীকাকারের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—"অনুমিতের্জ্ঞানাকরণকজ্ঞানত্বেন প্রত্যক্ষমিতিমধ্য-নিবেশে তৎকরণস্যাপি প্রত্যক্ষপ্রমাণান্তর্ভাবঃ স্যাদিতি তন্নিরস্যতি তচ্চেতীত্যাপি কশ্চিৎ।" এ স্থলে একজন মাত্র টীকাকার রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার প্রতিবিম্বগ্রন্থে পূর্বতন টীকাকারের নামটি লিখিতে বিস্মৃত হন নাই—"পুরুষোত্তমভট্টাচার্য্যমতং লিখতি, অনুমিতেরিতি।" (৪৮।১ পত্র) কেবল তাহাই নহে, যাঁহারা এ স্থলে পুরুষোত্তমমতে শিরোমণির অস্বরস উদ্ভাবন করিয়াছেন, "মৎসরাঃ" বলিয়া তাঁহাদের দোষ দেখাইয়া বিদ্যালঙ্কার স্বয়ং উপসংহার করিয়াছেন, "নাস্ত্যেব বাঽস্বরসঃ।" অনুমান হয়, রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার পুরুষোত্তমের আত্মীয় ছিলেন। অনুমিতি-লক্ষণে মিশ্রমতের আলোচনায় দীধিতিতে আছে, "পরেতু পক্ষধর্ম্মতেত্যত্র পক্ষতাবিশেষণং ইত্যাদি।" বস্তুতঃ কিন্তু পক্ষধর মিশ্রের আলোক টীকায় 'পক্ষতাবিশেষণং' এইরূপ কোন স্পষ্টোক্তি নাই। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার পূর্ব্বে এক স্থলে প্রসঙ্গক্রমে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "ন চ বক্ষ্যমাণপক্ষতাজন্যস্বরূপবিশেষণাভাবাদেব নাতিব্যাপ্তিরিতি বাচ্যং, **পুরুষোত্তম-ভট্টাচার্য্যীয়ং**-হেতন্মতং তৈস্ত (মিশ্রৈঃ) তন্ন দত্তম্। যদি চ তদ্দীয়তে…।" (১৮।২ পত্র) সুতরাং এখানেও বিদ্যালঙ্কার অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুরুষোত্তমের পরিচয় অজ্ঞাত। ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী'তে কাঞ্জিলালবংশীয় এক পুরুষোত্তমের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তিনি বিদ্যাবাচস্পতির জামাতা ছিলেন—"বিদ্যাবাচস্পতেঃ কন্যা বাঢ়া চ পুরুষোত্তমৈঃ" (পৃ. ১১৫, পুথির বিশুদ্ধ পাঠ দেখিয়া ছন্দোদুষ্ট অশুদ্ধ পাঠ সংশোধিত হইল)। উভয় পুরুষোত্তম অভিন্ন হওয়া অসম্ভব নহে।

৮। কবিমণি ভট্টাচার্য্য

বিদ্যানিবাস প্রত্যক্ষখণ্ডের মঙ্গলবাদের টীকায় অজ্ঞাতপূর্ব্ব এই নৈয়ায়িকের "শিষ্ট"-লক্ষণ শ্রদ্ধা সহকারে উদ্ধৃত করিয়াছেন :—"কবিমণিভট্টাচার্য্যাস্তু, যাবদ্দোষানস্তসংসর্গাভাববত্ত্বং তত্ত্বং, তেন নাতিব্যাপ্তির্ন বা ঈশোঽলক্ষ্যঃ। পুরুষত্বঞ্চ বাচ্যমতো নাচেতনেঽতিব্যাপ্তিরিত্যাহুঃ।"

(২২।১ পত্র)। ইঁহার পরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অবসথী চট্টবংশীয় দিগম্বরপ্রকরণ বিজয়-পুত্র মুকুন্দের কুলবিবরণে পাওয়া যায়, "মুকুন্দস্য…ততঃ কন্যা **কবিমুনিভট্টেন** নীতা" (বঙ্গীয়-সা-প, ২১০২ সং পুথির ২৬২।১ পত্র)। উভয়ে অভিন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। কুলগ্রন্থোক্ত কবিমণি কিন্তু বিদ্যানিবাসের সমকালীন। কারণ, উক্ত মুকুন্দের ভ্রাতা কৃষ্ণাই সার্ব্বভৌমপুত্র বাহিনীপতির এক কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।

৯। কাশীনাথ বিদ্যানিবাস

এই বিখ্যাত পণ্ডিত নিঃসন্দেহ শিরোমণির বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। আইন্-ই-আকবরীতে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের মধ্যে ইঁহার নাম আছে (I. H. Q., XII., p. 35)। ১৪৮০ শকাব্দে (১৫৫৮ সনে) ইনি "সচ্চরিতমীমাংসা" রচনা করেন—খণ্ডিত প্রতিলিপি বরোদায় রক্ষিত আছে। ১৫১০ শকেও (১৫৮৯ সনে) তিনি জীবিত ছিলেন, কৃত্যকল্পতরুর এক পুথি তাঁহার জন্য তখন লিখিত হইয়াছিল। লিপিকার "শূদ্ররবিচন্দ্র" তৎকালে বিদ্যানিবাসের দিগন্তব্যাপী কীর্ত্তি ও সম্মানের পরিচয় একটি মনোহর আর্য্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

সর্ব্বজগতীপ্রতিষ্ঠিতভট্টাচার্য্যৌঘমৌলিরত্নানাং।
নৈয়তকালিকপুস্তকমেতদ্বিদ্যানিবাসানাম্॥ (L. 2183)

তৎকালে তিনি কাশীধামে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, শিরোমণি এক স্থলে তাঁহার পিতা বিদ্যানিবাসের 'বিবক্ষা' উদ্ধৃত করিয়াছেন (সা-প-প, ১৩৫০, পৃ. ১৫)। সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, তিনি যৌবনারম্ভে অতি অল্প বয়সেই তত্ত্বচিন্তামণির টীকা রচনা করিয়া অলৌকিক প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন এবং শাস্ত্রোক্ত প্রায় ১২০ বৎসর পরমায়ু পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যক্ষখণ্ডের যে টীকাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে শিরোমণির নাম কিম্বা সন্দর্ভ পাওয়া যায় না। এই মূল্যবান্ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইহা বঙ্গাক্ষরে লিখিত, পত্রসংখ্যা ৬৮, মঙ্গলবাদ হইতে জ্ঞপ্তিবাদ পর্য্যন্ত উপলব্ধ। লিপিকাল যথা, শুভমস্তু শকাব্দা ১৫০৫ ২৬ মাঘ, মহোপাধ্যায় শ্রীবিদ্যানিবাসভট্টাচার্য্যস্য পুস্তকমিদং শ্রীকৃষ্ণদাসঘোষেণ লিখিতমিতি। প্রারম্ভ যথা,

মনঃসমাকর্ষণমূলমন্ত্রঃ সিদ্ধাঞ্জনং সম্ভ্রমসপ্রচারে।
জীবাতুরাভীরকৃশোদরীণাং জীয়ান্মুরারের্ম্মুরলীনিনাদঃ॥
সানন্দং ত্রিদশৈঃ সকৌতুকমুমাসখ্যা গণৈঃ সাদ্ভুতং
সাকূতং গিরিকন্যয়া সচকিতং চেতোভুবা বীক্ষিতাঃ।
তৎফুল্লৈকসরোরুহোদরমিলদ্‌ভৃঙ্গালিভঙ্গীভৃতাং
পান্তু ত্বাং শশিশেখরস্য গিরিজাবক্তে দৃশাং বিভ্রমাঃ॥
বিশারদতনূজস্য বিদ্যাবাচস্পতেঃ সুতঃ।
বিদ্যানিবাসস্তনুতে চিন্তামণের্ব্বিবেচনম্॥

পূর্ব্বোক্ত বিশারদাদির নামোল্লেখ ব্যতীত ইহাতে "অস্মদুপাধ্যায়াস্তু" (৪ বার, ৬।১, ৪১।১-২

ও ৫৩।১ পত্র), উপাধ্যায়াস্তু (২০।২), তত্ত্বালোককৃতঃ (৪০।১), ত্রিসূত্রীনিবন্ধ (৩।২), ত্রিসূত্রীপ্রকাশ (২৪), দর্পণোক্তং (২৪), মিশ্রাস্তু (২৫, ২৮, ৩১, ৩৫, ৩৭, ৪১), প্রভাকৃতঃ (৫৫।২, ৫৭।১), প্রভাকর (৫২।১), যজ্ঞপতি (৪১।১, ৪৩।১), ভাষ্য (৪১ প্রভৃতি), "বর্দ্ধমান-গঙ্গাদিত্যানুমতঃ" (৫৩।১), শশধর (২২।১), শোন্দড় (৪৯।২) এবং "সার্ব্বভৌম-চরণাঃ" (২০।১) বলিয়া বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। মিশ্র এখানে পক্ষধর মিশ্রই বটে। ৫১।২ পত্রে "ইতি শ্রীবিশারদচরণা বদন্তি" বাক্যের ভাষা দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, গ্রন্থরচনাকালে বিশারদ অতি বার্দ্ধক্যাবস্থায় জীবিত ছিলেন এবং খুব সম্ভবতঃ ১৫৯০ সনের কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তখন তাঁহার বয়স অনধিক ২৫ হইবে। তৎকালে সম্ভবতঃ তিনি নবদ্বীপেই বাস করিতেন। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের অল্প পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম পুরী হইতে বারাণসী গিয়া বাস করেন। তৎপূর্ব্বে এই পরিবার স্থায়িভাবে কাশীর অধিবাসী ছিলেন বলিয়া প্রমাণ নাই।

নগেন বসুর উদ্ধৃত কৃত্রিম কুলপঞ্জীর শ্লোকে বিদ্যানিবাসের প্রকৃত নাম নাই, কিন্তু সংসৃষ্ট বংশলতায় "কাশীনাথ" নাম মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা রাজসাহীর কুলপঞ্জীতে "কাশীনাথ বিদ্যানিবাষ" এবং পরিষদের পুথিতে "কাশী বিদ্যানিবাস" নাম দেখিয়া তাহা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিলাম। কাশীতে বিদ্যানিবাসের কীর্ত্তিকথা এবং কুলপঞ্জীতে বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত পারিবারিক কথা অপ্রাসঙ্গিক বোধে বিবৃত করিলাম না। বিদ্যানিবাসের একটি বংশধারা সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত অবস্থায় এখনও পূর্ব্ববঙ্গে জীবিত আছে।

উল্লিখিত নয় জন মহানৈয়ায়িক ব্যতীত আরও বহুতর নৈয়ায়িক বঙ্গদেশে শিরোমণির পূর্ব্বে ছিলেন, যাঁহাদের নাম ও গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। কালক্রমে পুথি আলোচনার ফলে কতিপয় নাম আরও আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। সার্ব্বভৌমের গ্রন্থে প্রায় অগণনীয় পূর্ব্বব্যাখ্যাবচন 'কশ্চিৎ,' 'কেচিৎ,' 'অন্যে,' 'উত্তানাঃ' প্রভৃতি নির্দ্দেশপূর্ব্বক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং "ইতি মূর্খপ্রলাপঃ" (২৫।১), "তদুন্মত্তভাষিতং" (১১৮১), "কশ্চিদ্-বিপশ্চিন্মন্যো" (৯৮।২) প্রভৃতি ভাষায় বহুতর সমকালীন ও পূর্ব্বকালীন নৈয়ায়িকের উপর আক্রমণ আছে। ইঁহাদের অনেকেই বাঙ্গালী ছিলেন সন্দেহ নাই। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন মলমাসতত্ত্বে বহু স্থলে শিরোমণির বচন উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। অথচ শ্রাদ্ধতত্ত্বে ও একাদশীতত্ত্বে শব্দখণ্ডের একটি বিচারে—অব্যয়পদানুবাদে তু বিভক্তের্নানুবাদকতা—প্রমাণস্বরূপ লিখিয়াছেন, "এবমেব ঈশান-ন্যায়াচার্য্যাঃ।" এ স্থলে সহজেই অনুমিত হয়, ঈশান ন্যায়াচার্য্য শিরোমণির পূর্ব্ববর্ত্তী একজন পরম প্রামাণিক নৈয়ায়িক ছিলেন। অনুসন্ধান করিলে এইরূপ নাম গ্রন্থান্তরেও দুষ্প্রাপ্য হইবে না।

নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ শতাধিক বর্ষ যাবৎ নব্য ন্যায়ের ইতিবৃত্তমূলক অনেক গল্প শিষ্য-পরম্পরায় প্রচারিত করিয়াছেন এবং তাহাই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পণ্ডিতসমাজে বদ্ধমূল

হইয়াছে। শিরোমণি সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন, এই একটি মাত্র তথ্য ব্যতীত গল্পগুলি প্রায় সর্ব্বাংশে অমূলক ও কাল্পনিক বলিয়া এক্ষণে নির্ণীত হইতেছে।

প্রবন্ধোক্ত নয় জন পণ্ডিতের মধ্যে প্রগল্ভ বারেন্দ্রশ্রেণীয়, পুরুষোত্তম ও কবিমণির পরিচয় সন্দেহযুক্ত। বাকী ছয় জনই বিশারদ ও তাঁহার ভ্রাতৃগোষ্ঠী অর্থাৎ রাঢ়ীয় বন্দ্যবংশীয়। ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই বংশধারার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা অক্ষুণ্ণ ছিল। বাঙ্গলার সারস্বত ইতিহাসে এত দীর্ঘকালব্যাপী একটিমাত্র পরিবারের অপূর্ব্ব অবদান তুলনারহিত সন্দেহ নাই।

রচনাপঞ্জী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত

(ক) বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়

জন্ম : ? ; মৃত্যু : ১৩০১

১। **মেঘনাদ ব্যঙ্গকাব্য**। (১ আগষ্ট ১৮৭৮)। পৃ. ৩২

২। **আচাভুয়ার বোম্বাচাক** (সামাজিক নক্সা)। ? (১০ আগষ্ট ১৮৮০)। পৃ. ৮৪

৩। **অহল্যা-হরণ** (পৌরাণিক নাট্য-গীতি)। (ইং ১৮৮১)। পৃ. ৩২

৪। **রাবণ-বধ** (পৌরাণিক দৃশ্য-কাব্য)। মাঘ ১২৮৮ (২ মার্চ ১৮৮২)। পৃ. ১০৪

৫। **দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর** (নাটক)। ১২৯১ সাল (১৪ মে ১৮৮৪)। পৃ. ১০৪

৬। **রাজসূয় যজ্ঞ** (পৌরাণিক নাটক)। (৮ ডিসেম্বর ১৮৮৫। পৃ. ৮৫

৭। **প্রভাস-মিলন** (পৌরাণিক গীতিনাট্য)। কার্ত্তিক ১২৯৪ (১৩ নবেম্বর ১৮৮৭)। পৃ. ৬২

৮। **সীতা-স্বয়ম্বর** (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)। (১৫ এপ্রিল ১৮৮৮)। পৃ. ৭০

৯। **নন্দবিদায়** (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)। ভাদ্র ১২৯৫ (৭ নবেম্বর ১৮৮৮)। পৃ. ৭৪

১০। **পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ** (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)। অগ্রহায়ণ ১২৯৫ (ইং ১৮৮৮)। পৃ. ৬৩

১১। **জন্মাষ্টমী**। (২০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯)। পৃ. ৬৩

১২। **মোহশেল** (চম্পুনাট্য)। (৫ মার্চ্চ ১৮৯২)। পৃ. ২০

১৩। **খণ্ডপ্রলয়**। (১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩)।

১৪। **মুই হ্যাদু**। (পঞ্চরং)। ১৩০০ সাল (১৩ জানুয়ারি ১৮৯৪)। পৃ. ৫৫

১৫। **মিলন** (সামাজিক নাটক)। ১৩০০ সাল (ইং ১৮৯৪ ?)। পৃ. ১৪৮

১৬। **হরি-অন্বেষণ** (পৌরাণিক নাট্যগীতি) ১৩০১ সাল (ইং ১৮৯৪ ?)। পৃ. ৬৪

১৭। **যমের ভুল** (পঞ্চরং)। ১৩০১ সাল (২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৪)। পৃ. ৪৫

১৮। **রক্ত-গঙ্গা**। ১৩০২ সাল (২৩ অক্টোবর ১৮৯৫)। পৃ. ২৮

১৯। **ধ্রুব**। ৫ আশ্বিন ১৩০৩ (ইং ১৮৯৬)। পৃ. ৭৫

২০। **নবরাত্রি** (পঞ্চরং)। ১ জানুয়ারি ১৮৯৭। পৃ. ৬৩

২১। **নরোত্তম ঠাকুর** (ধর্ম্মমূলক দৃশ্যকাব্য)। ২০ পৌষ ১৩০৩ (ইং ১৮৯৭)। পৃ. ১২৮

গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩):—পাণ্ডব নির্ব্বাসন, দুর্য্যোধন-বধ, রাবণ-বধ, নন্দবিদায়, প্রভাস মিলন, বৃন্দাবন দৃশ্যাবলী, অক্রুর সংবাদের গীত, সুভদ্রাহরণ, কুমার-সম্ভব নাটকের গীত, বাণ-যুদ্ধ, মেঘনাদ ব্যঙ্গকাব্য।

দ্বিতীয় ভাগ :—ভীষ্ম-মহিমা, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, রাজসূয় যজ্ঞ, সীতা-স্বয়ম্বর, গোলোক বিহার, ব্যাসকাশী, আচাভুয়ার বোম্বাচাক, পরিক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, অহল্যাহরণ।

(খ) অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জন্ম : ২০ জুলাই ১৮৭৫ ; মৃত্যু : ১৫ মে ১৯৩৪

১। **রঙ্গিলা** (কৌতুক নাটিকা)। ১৩২১ সাল (২৫ ডিসেম্বর ১৯১৪)। পৃ. ৬৮।
...মিনার্ভা, ১১ পৌষ ১৩২১।
পুস্তকের আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই।

২। **আহুতি** (প্রেম ও ধর্ম্মমূলক নাটক)। চৈত্র ১৩২১ (৫ মার্চ ১৯১৫)। পৃ. ৯৮।
...মিনার্ভা, ২২ ফাল্গুন ১৩২১।
'সাইন্ অব দি ক্রসে'র ছায়াবলম্বনে লিখিত। গ্রন্থকার "নিবেদনে" লিখিয়াছেন :—
"নাটক প্রণয়নে এই আমার প্রথম উদ্যম।"

৩। **শুভদৃষ্টি** (সামাজিক নাটক)। শ্রাবণ ১৩২২ (৫ ডিসেম্বর ১৯১৫)। পৃ. ১৫২।
...মিনার্ভা।
'Lady of Lions' অবলম্বনে লিখিত।

৪। **রামানুজ** (ধর্ম্মমূলক নাটক)। ১৩২৩ সাল (১৭ জুলাই ১৯১৬)। পৃ. ২০৪।
...মিনার্ভা, ৩১ আষাঢ় ১৩২৩।

৫। **উর্ব্বশী** (পৌরাণিক গীতিনাট্য)। ? (২১ মে ১৯১৯)। পৃ. ১১৪ ।...ষ্টার, ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬।

৬। **দুমুখো সাপ** (কৌতুক নাটিকা)। ? (২০ আগষ্ট ১৯১৯)। পৃ. ৯১।
...ষ্টার, ২৪ শ্রাবণ ১৩২৬।
উইলিয়ম কন্গ্রীভের The Double Dealer অবলম্বনে।

৭। **রাখী-বন্ধন** (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩২৭ সাল (৮ জুলাই ১৯২০)। পৃ. ১১৬ ।...ষ্টার, ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭।
ইবসেনের The Warriors at Helgeland অবলম্বনে।

৮। **ছিন্ন-হার** (সামাজিক নাটক)। ১৩২৭ সাল (২২ সেপ্টেম্বর ১৯২০)। পৃ. ২০৭ ।...ষ্টার, ৫ ভাদ্র ১৩২৭।

৯। **বাসবদত্তা** (প্রাচীন চিত্র)। ফাল্গুন ১৩২৭ (১১ মার্চ ১৯২১)। পৃ. ১৬৯।
...ষ্টার, ২ মাঘ ১৩২৭।

১০। **অযোধ্যার বেগম** (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (১০ ডিসেম্বর ১৯২১)। পৃ. ১৭৫ ।...ষ্টার, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩২৮।

১১। **অপ্সরা** (গীতি-নাটিকা)। ভাদ্র ১৩২৯ (৮ সেপ্টেম্বর ১৯২২)। পৃ. ৩৬।
...ষ্টার, ২ ভাদ্র ১৩২৯।

১২। **সুদামা** (ভক্তিমূলক গীতিনাটক)। ? (১৫ নবেম্বর ১৯২২)। পৃ. ৭৫।
...ষ্টার, ৬ আশ্বিন ১৩২৯।

১৩। **ভদ্রা** (গার্হস্থ্য উপন্যাস)। বৈশাখ ১৩৩০ (২৫ মে ১৯২৩)। পৃ. ১৭৬।

১৪। **কর্ণার্জ্জুন** (সচিত্র পৌরাণিক নাটক)। ? (২৯ জুলাই ১৯২৩)। পৃ. ১৭৭। ...আর্ট থিয়েটার, ষ্টার রঙ্গমঞ্চে, ১৫ আষাঢ় ১৩৩০।

১৫। **ইরাণের রাণী** (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (১২ জানুয়ারি ১৯২৪)। পৃ. ১০০।...আর্ট থিয়েটার, ষ্টার রঙ্গমঞ্চে, ১৭ পৌষ ১৩৩০।
"ইংরাজী নাটক অবলম্বনে।"

১৬। **বন্দিনী** (নাটক)। পৌষ ১৩৩১ (২৮ ডিসেম্বর ১৯২৪)। পৃ. ৯৪।... আর্ট থিয়েটার লিঃ, ষ্টার রঙ্গমঞ্চে, ১০ পৌষ ১৩৩১।

১৭। **শ্রীকৃষ্ণ** (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ (১৫ মে ১৯২৬)। পৃ. ২৩৮। ...ষ্টার।

১৮। **চণ্ডীদাস** (প্রেম-ভক্তিমূলক নাটক)। ? (২৫ ডিসেম্বর ১৯২৬)। পৃ. ১২৪। ...ষ্টার, ১০ পৌষ ১৩৩৩।

১৯। **শ্রীরামচন্দ্র** (পৌরাণিক নাটক)। ? (১৯ জুলাই ১৯২৭)। পৃ. ২০৪। ...আর্ট থিয়েটার, মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে, ১৬ আষাঢ় ১৩৩৪।

২০। **মগের মুলুক** (ঐতিহাসিক নাটক)। (১০ ডিসেম্বর ১৯২৭)। পৃ. ৬৮।

২১। **পুষ্পাদিত্য** (গীতিনাট্য)। (২৪ ডিসেম্বর ১৯২৭)। পৃ. ১০৪।

২২। **ফুল্লরা** (পৌরাণিক নাটক)। ? (৭ ডিসেম্বর ১৯২৮)। পৃ. ১৪৬।...ষ্টার, ৪ কার্ত্তিক ১৩৩৫।

২৩। **মন্ত্রশক্তি** (সামাজিক নাটক)। ? (১ মার্চ ১৯৩০)। পৃ. ১৮৪।...আর্ট থিয়েটার, ষ্টার রঙ্গমঞ্চে, ৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬।
শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর উপন্যাস হইতে নাটকাকারে রূপান্তরিত।

২৪। **শকুন্তলা** (পৌরাণিক নাটক)। ? (ইং ১৯৩০ *)। পৃ. ১৬০।...ষ্টার।

২৫। **মুক্তি** (প্রহসন)। ? (১০ জুন ১৯৩১)। পৃ. ৪৭।...আর্ট থিয়েটার, ষ্টার রঙ্গমঞ্চে, ১৬ পৌষ ১৩৩৭।

২৬। **শ্রীগৌরাঙ্গ** (ভক্তিমূলক নাটক)। আশ্বিন ১৩৩৮ (১ অক্টোবর ১৯৩১)। পৃ. ১৭৯।...ষ্টার, ২ আশ্বিন ১৩৩৮।

২৭। **পোষ্যপুত্র** (সামাজিক নাটক)। চৈত্র ১৩৩৮ (১১ এপ্রিল ১৯৩২)। পৃ. ১৬৯।...আর্ট থিয়েটার, ষ্টার রঙ্গমঞ্চে, ২৮ ফাল্গুন ১৩৩৮।
শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর উপন্যাস হইতে নাটকাকারে রূপান্তরিত।

২৮। **বিদ্রোহিণী** (নাটক)। অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ (২ ডিসেম্বর ১৯৩২)। পৃ. ১২৮। ...আর্ট থিয়েটার, ষ্টার রঙ্গমঞ্চে, ১৯ কার্ত্তিক ১৩৩৯।

২৯। **রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর** (আত্মকথা)। শ্রাবণ ১৩৪০ (ইং ১৯৩৩)। পৃ. ১৯৫।

৩০। **মা** (সামাজিক নাটক)। ১৪ পৌষ ১৩৪০ (১ জানুয়ারি ১৯৩৪)। পৃ. ১৬৭। ...নাট্যনিকেতন, ১ পৌষ ১৩৪০।
শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর উপন্যাস হইতে নাটকাকারে বিরচিত।

* ১৩৩৭ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে'র "সাহিত্য-সংবাদ" দ্রষ্টব্য।

ভূষণকার ও ভূষণমত

শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর

নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ে 'ন্যায়সার'কার ভাসর্বজ্ঞের স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার গ্রন্থের পঠন-পাঠন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল এবং উহার অন্যূন অষ্টাদশখানি টীকাগ্রন্থ[১] রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ন্যায়ভূষণনামক তাঁহার স্বকৃত টীকা[২] অন্যান্য টীকাগ্রন্থ, এমন কি, মূল ন্যায়সারকেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অতিক্রম করিয়াছিল। গুণরত্ন সূরি এবং মলধারী রাজশেখর সূরি ন্যায়ভূষণকে ন্যায়সারের সমস্ত টীকার মধ্যে প্রাধান্য দিয়াছেন। বস্তুতঃ পরবর্তী গ্রন্থকারেরা ন্যায়ভূষণের মতই উদ্ধার এবং খণ্ডন করিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলেই ন্যায়সারের নাম করেন নাই। ইহাকে তৎকালে ন্যায়ভূষণসূত্র এবং ভাসর্বজ্ঞকে ন্যায়ভূষণসূত্রকার[৩] বলা হইত। ন্যায়সারপদপঞ্চিকাকর্তা বাসুদেব ন্যায়ভূষণকে মহাসাগরের[৪] সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তিনি ন্যায়ভূষণ ভূষণ[৫] নামক ভূষণগ্রন্থের একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন। পুনা হইতে প্রকাশিত ন্যায়সারের ভূমিকায় দেবধর বলেন, বাসুদেবই ভূষণকার। কিন্তু রাঘব ভট্টের টীকা[৬] এবং প্রকাশমান অন্যান্য প্রমাণ হইতে ভাসর্বজ্ঞই যে ভূষণকার, ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যাইবে। ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ন্যায়সারপদপঞ্চিকায় বাসুদেবের গ্রন্থের নাম 'ন্যায়ভূষণভূষণ'রূপেই গৃহীত হইয়াছে।

১। ভাসর্বজ্ঞ-প্রণীতে ন্যায়সারে অষ্টাদশ টীকাঃ তাসু মুখ্যা ন্যায়ভূষণাখ্যা [।] ন্যায়কলিকা জয়ন্তরচিতা [।] ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতর্কশ্চ। ষড়্দর্শনসমুচ্চয়বৃত্তি [Bibl. Ind.] গুণরত্ন। এখানে ন্যায়কলিকা এবং ন্যায়-কুসুমাঞ্জলির সহিত ন্যায়সারের কোন সম্বন্ধ নাই। ষড়্দর্শনসমুচ্চয়বৃত্তির পাঠে গোলমাল থাকায় মহামহোপাধ্যায় ৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় গ্রন্থ দুইখানিকে ন্যায়সারের টীকা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। উভয় গ্রন্থই প্রকাশিত হইয়াছে।

> ভাসর্বজ্ঞো ন্যায়সারতর্কসূত্রবিধায়কঃ
> ন্যায়সারাভিধে তর্কে টীকা অষ্টাদশ স্ফুটাঃ
> ন্যায়ভূষণনাম্নী তু টীকা তাসু প্রসিদ্ধিভাক্।
>
> ষড়্দর্শনসমুচ্চয়, রাজশেখর।

২। ভূষণে তু ভাসর্বজ্ঞেরজ্ঞানস্য যোগাদেরিতি ব্যাকুর্বত্তিরীদৃশ এব পাঠঃ কণ্ঠতোঽপি প্রতিষ্ঠিত ইতি—P. V. Vaidya's Notes on Nyāyasāra, পৃ. ২।

৩। যদপি ন্যায়ভূষণসূত্রকারেণোক্তম্... স্যাদ্বাদমঞ্জরী [Ed. Dhruva, Intro. p. Lvi]

৪। ন্যায়ভূষণমহাম্বুধৌ বুধা যেঽলমাবিচরিতুং ন জানতে
তৎকৃতে কৃতিরিয়ং ময়া কৃতা ন্যায়সারপদপঞ্চিকাভিধা।— ন্যায়সার, পুনা, পৃ. ৯৮।

৫। প্রতিজ্ঞাবিশেষহান্যাদয়োঽস্মাভির্ভূষণভূষণেঽভিহিতাঃ। ন্যায়সার, ত্রিভেন্দ্রম, পৃঃ ৮১।

৬। পাদটীকা ২।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্তও ন্যায়ভূষণ প্রকাশিত হয় নাই। ইহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান পরবর্তী দার্শনিক গ্রন্থসমূহে ইতস্তত উদ্ধৃত অংশসমূহেই নিবদ্ধ। স্বর্গত দালাল মহাশয় ন্যায়ভূষণের একখানি পুঁথি দেখিয়াছিলেন। উহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি ভাসর্বজ্ঞের প্রকৃত নাম ভাবসর্বজ্ঞ বলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি উক্ত পুঁথির বিবরণ অথবা প্রাপ্তিস্থানের উল্লেখ না করিলেও ন্যায়ভূষণ যে ভাসর্বজ্ঞেরই অন্যতম রচনা, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত মত ব্যক্ত করিয়াছেন[৭]।

বিভিন্ন গ্রন্থে ন্যায়ভূষণ হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি 'ন্যায়ভূষণকারঃ', 'ভূষণকারঃ', 'ভূষণীয়াঃ', 'ভূষণঃ', অথবা 'ভূষণমতম্' এইরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী Six Buddhist Nyāya Tracts গ্রন্থের ভূমিকায় চারি জন ভূষণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়ভূষণ নামক মীমাংসাগ্রন্থ এবং কণাদন্যায়ভূষণ ব্যতীত অন্য দুইখানি গ্রন্থ অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। কিরণাবলী এবং তার্কিকরক্ষায় উক্ত ভূষণ-মতের উপর নির্ভর করিয়া ন্যায়ভূষণ নামক ন্যায়সূত্রের কোন বৃত্তি ছিল, ৺বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদের এই অনুমান এবং তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমোদন সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ, উদ্ধৃত প্রত্যেকটি অংশই ন্যায়সারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু ন্যায়ভূষণ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে এ বিষয়ে নিশ্চিত কোন কথা বলা যাইবে না।

এ পর্যন্ত যতগুলি গ্রন্থে ভূষণমত উদ্ধৃত দেখা গিয়াছে, তন্মধ্যে রত্নকীর্তিকৃত (৯৪০-১০০০ খৃঃ অব্দ) অপোহসিদ্ধি ও ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি এবং উদয়নাচার্য-(৯৮৪ খৃঃ অব্দ) কৃত কিরণাবলী সর্বপ্রাচীন। বাদিদেব সূরির (১১৪৭ খৃঃ অব্দ) স্যাদ্বাদরত্নাকর, বল্লভাচার্যের (১২শ শতাব্দী) ন্যায়লীলাবতী, বরদরাজের (১১৫০ খৃঃ অব্দ) তার্কিকরক্ষা, মাধবাচার্যের (১৩৩১-১৩৯১ খৃঃ অব্দ) সর্বদর্শনসংগ্রহ, জয়সিংহ সূরির (১৩৬৫ খৃঃ অব্দ) ন্যায়তাৎপর্যদীপিকা, ভট্ট রাঘবকৃত ন্যায়সারবিচার, জ্ঞানপূর্ণকৃত খণ্ডনখণ্ডখাদ্যবিদ্যাসাগরী, মল্লিনাথকৃত তার্কিকরক্ষানিষ্কণ্টকা, বেঙ্কটনাথকৃত তত্ত্বমুক্তাকলাপ এবং ভট্ট দিনকরকৃত মুক্তাবলী-প্রকাশেও ভূষণমত উদ্ধৃত হইয়াছে। তালিকাটী অসম্পূর্ণ। যদৃচ্ছাক্রমে বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ কালে দৃষ্ট ভূষণমতগুলিই এখানে সংগৃহীত হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থগুলিতে অধিকাংশ স্থলেই খণ্ডনের উদ্দেশ্যে ন্যায়ভূষণের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে ন্যায়দর্শনে ভূষণকারের দান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হইতে পারে না। কারণ, বিরুদ্ধবাদীরা সাধারণতঃ প্রকরণ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে দুর্বল যুক্তিগুলি উদ্ধার করিয়া খণ্ডন করিয়া থাকেন। অনেক সময় মূল গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় না থাকায় পরম্পরাপ্রাপ্ত ভ্রান্ত মতও অন্যের উপর আরোপ করিতে দেখা যায়। যাহা হউক, বিভিন্ন গ্রন্থে ভূষণের মত বলিয়া উল্লিখিত বিষয়গুলি এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি—ইহাতে ভূষণমত বুঝিবার কিছু সুবিধা হইতে পারে।

৭। Introduction to Gaṇakārikā, G. O. S.

রত্নকীর্তি

রত্নকীর্তি বলেন, সূর্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ হইলে তাহা দ্বারা আলোকিত সমস্ত বস্তুরই প্রত্যক্ষের প্রসঙ্গ হইবে, ইহা ভূষণের মত[৮]।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধমতে প্রতীত্যসমুৎপাদ স্বীকার করিলে যে সন্নিকর্ষদ্বারা দণ্ড সূত্র প্রভৃতি কুত্রাপি সম্বদ্ধ হয়, সেই একই সন্নিকর্ষ ভিন্নদেশস্থিত পুরুষ এবং স্ফটিকে দণ্ডী সূত্রী প্রভৃতি ব্যবহারের কারণ কেন হইবে না[৯]?

অপর এক স্থলে ন্যায়ভূষণমতে যেখানে অসিদ্ধ হেত্বাভাস, রত্নকীর্তির মতে তাহা বিরুদ্ধ।[১০]

ভূষণমতে স্থির পদার্থে প্রথম কার্যোৎপাদনকালেই পরবর্তী কার্যোৎপাদনের স্বভাব বর্তমান থাকে। সুতরাং প্রথম ক্ষণেই সমস্ত কার্য করুক, বৌদ্ধদের এই আপত্তি 'আমি বন্ধ্যার পুত্র' এই বাক্যের মত স্ববচনবিরোধী। ভাবী কার্যোৎপাদনস্বভাববস্তু বর্তমানে কার্য করিবে কিরূপে? নীলদ্রব্যের কারণ হইতে পীতদ্রব্য কোন দিনই উৎপন্ন হইবে না।[১১]

উদয়ন

উদয়ন বলেন, ভূষণমতে 'লক্ষণ' 'চিহ্ন' এবং 'লিঙ্গ' এই তিনটী শব্দ সমানার্থক।[১২] টীকাকার বর্ধমান এই প্রসঙ্গে বলেন, লক্ষণ মাত্র কেবলব্যতিরেকী হইয়া থাকে। কিন্তু ভূষণকার উহাকে অন্বয়ব্যতিরেকী ধরিয়াছেন।[১৩] অন্যত্র উদয়ন বলেন, বৈশেষিকসম্মত

৮। যচ্চাত্র ন্যায়ভূষণেন সূর্যাদিগ্রহণে তদুপকার্যাশেষবস্তুরাশিগ্রহণপ্রসঞ্জনমুক্তং তদভিপ্রায়ানবগাহনফলম্। অপোহসিদ্ধিঃ, পৃ ১১।

৯। যৎ পুনরত্র ন্যায়ভূষণোক্তং ন হ্যেবং ভবতি। যয়া প্রত্যাসত্ত্যা দণ্ডসূত্রাদিকং প্রসর্পতি ক্বচিন্নান্যত্র সৈব প্রত্যাসত্তিঃ পুরুষস্ফটিকদণ্ডিসূত্রিত্বাদিব্যবহারনিবন্ধনমস্তু কিং দণ্ডসূত্রাদিনা? ঐ, পৃ ১৫।

১০। অথ [ক্ষণভঙ্গপক্ষে সামর্থ্যাপ্রতীতিরূপো] দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ তদাহুস্তি তাবৎ সামর্থ্যপ্রতীতিঃ সাচ ক্ষণিকত্বে যদি নোপপদ্যতে তদাবিরুদ্ধং বক্তুমুচিতম্। অসিদ্ধমিতি তু ন্যায়ভূষণীয়ঃ প্রায়ো বিলাপঃ। ক্ষণভঙ্গসিদ্ধিঃ, পৃ. ৩১।

১১। ন্যায়ভূষণোঽপি লপতি প্রথমকার্য্যোৎপাদনকালে হি উত্তরকার্যোৎপাদনস্বভাবঃ। অতঃ প্রথমকাল এবাশেষাণি কার্যাণি কুর্যাদিতি চেৎ তদিদং মাতা মে বন্ধ্যেত্যাদিবৎ স্ববচনবিরোধাদযুক্তম্। যো হ্যুত্তরকার্যজননস্বভাবঃ স কথমাদৌ তৎ কার্যং কুর্যাৎ। ন তর্হি তৎকার্যকরণস্বভাবঃ। নহি নীলোৎপাদনস্বভাবঃ পীতাদিকমপি করোতীতি। পৃ. ৫৮ এবং ৪১।

১২। যৎ পুনরাহ ভূষণো লক্ষণং চিহ্নং লিঙ্গমিতি পর্যায়াঃ, তদসৎ। কিরণাবলী (Bibl Indica) পৃ. ১৯৭।

১৩। লক্ষণস্তু কেবলব্যতিরেকিত্বম্। অবিদুষা ভূষণেনান্বয়ব্যতিরেকিত্বমভ্যুপেত্যাপাদিতং দূষণমুপন্যস্তমিতি যৎপুনরিতি। কিরণাবলীপ্রকাশ, ঐ, পৃ. ১৯৭।

কর্মপদার্থ গুণপদার্থের অন্তর্ভুক্ত।[১৪] এই মতটি দার্শনিকসমাজে বহু পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন মীমাংসাচার্য বাদরি এই মতাবলম্বী ছিলেন, ইহা মণ্ডনমিশ্রকৃত ভাবনাবিবেকের উম্বেককৃত টীকা পাঠে বুঝা যায়।[১৫] পরবর্তী কালে লীলাবতীকণ্ঠাভরণ,[১৬] মুক্তাবলীপ্রকাশ[১৭] এবং তার্কিকরক্ষার টীকা নিষ্কণ্টকায়[১৮] ভূষণের এই মতটী উল্লিখিত হইয়াছে। ন্যায়কুমুদচন্দ্রকার কোন নাম না করিয়া পরপক্ষের এই মতটীর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন, কোন কর্মে আলোকযুক্ত অবয়বিদ্রব্যের সংযোগ এবং বিভাগপরম্পরা ব্যতীত অন্য কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না। এই সংযোগ বিভাগ-পরম্পরা উৰ্দ্ধদেশে নিয়ত হইলে তাহাকে উৎক্ষেপণ এবং অধোদেশে নিয়ত হইলে তাহাকে অপক্ষেপণ বলে।[১৯] সংখ্যা পরীক্ষাকালে উদয়ন, ভূষণের অপর একটী সন্দর্ভের উল্লেখ ও বিচার করিয়াছেন। উক্ত মতে স্বরূপাভেদকে একত্ব, এবং স্বরূপভেদকে দ্বিত্ব বলা হইয়াছে।[২০] শঙ্করমিশ্র স্বীয় বৈশেষিকসূত্রোপস্কারে এই ভূষণমতটী অবিকল উদ্ধার করিয়াছেন।[২১] পরে তিনি এই সম্বন্ধে ভূষণের মতান্তরের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, সমুচ্চয়কে একত্ব এবং অসমুচ্চয়কে অনেকত্ব বলে।[২২] এখানে উদয়নের গ্রন্থে ভূষণকারের নামোল্লেখ নাই। ন্যায়-লীলাবতীকারও বলিয়াছেন,—ভূষণকার দ্বিত্বাদিব্যবহারের জন্য স্বতন্ত্র দ্বিত্বাদিসংখ্যা স্বীকার করিতেন না। তাঁহার মতে একত্ব সমুচ্চয় অথবা অপেক্ষাবুদ্ধি বৈচিত্র্য হইতেই দ্বিত্বাদি ব্যবহার উপপন্ন হয়।[২৩] ইহার সমালোচনা করিয়া উদয়ন

১৪। তস্মাদ্‌বরং ভূষণঃ কর্মাপি গুণস্তল্লক্ষণযোগাৎ। কিরণাবলী, চৌখাম্বা, পৃ. ১৬০।

১৫। দ্রব্যগুণয়োর্ব্রীহ্যরুণিম্নোর্যাগক্রয়রূপয়োর্ধাতুবাচ্যসংযোগবিভাগরূপক্রিয়য়োঃ……… ভাবনাবিবেক, পৃ. ৪২।

১৬। ভূষণমতে চ কর্মণো গুণত্বেন……চৌখাম্বা, পৃ. ৯৪।

১৭। সংযোগাপেক্ষয়া কর্মণোঽতিরিক্তত্বং নাস্তীতি ভূষণমতম্ [জীবানন্দ] পৃ. ১৩।

১৮। কর্মাপি গুণ ইতি ভূষণঃ [পণ্ডিত] পৃ. ১৪১।

১৯। সালোকাবয়বিদ্রব্যসংযোগবিভাগব্যতিরেকেণ নাপরং কিঞ্চিৎ কর্ম প্রতীয়তে উৰ্দ্ধপ্রদেশালোকাবয়বিদ্রব্যসংযোগবিভাগপরম্পরাহি উৎক্ষেপণমুচ্যতে। এবমপক্ষেপণাদাবপি বক্তব্যমিত্যন্যে। [M.C. Jain Series] ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮২।

২০। স্বরূপাভেদ একত্বং স্বরূপভেদস্তু নানাত্বং দ্বিত্বমিতি ভূষণঃ। কিরণাবলী, চৌখাম্বা, পৃ. ১৯২।

২১। স্বরূপাভেদ একত্বং…স্বরূপভেদো দ্বিত্বাদিকমিত্যপি ভূষণমতম্…কলিকাতা, পৃ. ৩১১।

২২। সমুচ্চয়াসমুচ্চয়াবেকত্বানে[ক]ত্বে ইতি চেৎ? কিরণাবলী, চৌখাম্বা, পৃ. ১৩৩।

২৩। ননু তথাপি দ্বিত্বাদিকং ন সিধ্যতি। একত্বসমুচ্চয় এব তদ্ব্যবহারোপপত্তেঃ… ধূমজ্ঞানস্য বিষয়াভেদেঽপি শক্তিবৈচিত্র্যাৎ [স্বভাববৈচিত্র্যাদিতি প্রকাশঃ] ধূমবিষয়কদহনজ্ঞানজনকত্ববৎ তন্নিবন্ধন এব দ্বিত্বাদিব্যবহারোঽস্তু। পৃ. ৩১৩-৩১৫।

বলেন, তোমারও সংখ্যাবিশেষের উৎপত্তির জন্য অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে বিশিষ্ট কিছু [দ্বিত্বাদি] স্বীকার করিতে হইবে।[২৪]

ন্যায়লীলাবতীকার বলেন, ভূষণমতে অনধ্যবসায় বলিয়া কোন জ্ঞান নাই। উহা অসমুচ্চিত নানাবিষয়ক, অতএব সংশয়ের অন্তর্ভুক্ত।[২৫] উদয়ন এই মতের খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন, সংশয় হইতে অনধ্যবসায় পৃথক্ জ্ঞান।[২৬] স্যাদ্বাদরত্নাকরেও উক্ত ভূষণমত খণ্ডিত হইয়াছে।[২৭] ন্যায়সার গ্রন্থে ভাসর্বজ্ঞ নিজেই বলিয়াছেন, সমান অনবধারণত্ব থাকায় উহ এবং অনধ্যবসায় সংশয় হইতে পৃথক্ নহে।[২৮]

বাদিদেব

অন্ধকার স্বতন্ত্র দ্রব্য কি না, এ সম্বন্ধে নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক সম্প্রদায়ে বহু আলোচনা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ভূষণ বলেন যে, ভাবপদার্থ যে কারণকূটের সাহায্যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহার অভাবও সেই কারণকূটের সাহায্যেই প্রত্যক্ষ হইবে। এই নিয়ম অনুসারে আলোক-প্রত্যক্ষের কারণকূটই অন্ধকার-প্রত্যক্ষে যথেষ্ট বলিয়া অন্ধকার আলোকের অভাব ব্যতীত কিছুই নহে। প্রাচীন নৈয়ায়িক শঙ্করও এই মত পোষণ করিতেন।[২৯]

বাদিদেব বলেন, মুক্ত আত্মার সুখ এবং সুখের অনুভূতি আছে, ইহা স্বীকার করিয়া ভূষণ জৈনমতেরই অনুসরণ করিয়াছেন।[৩০] ন্যায়সার গ্রন্থের অন্তিম সূত্রদ্বয়ে এই মত উক্ত

২৪। ত্বয়াপি সংখ্যাবিশেষোৎপত্তয়েঽপেক্ষাবুদ্ধের্বিশেষোঽভ্যুপগন্তব্যঃ, কিরণাবলী, চৌখাম্বা, পৃ. ১৯৩।

২৫। অনধ্যবসায়োঽপি···অসমুচ্চিতনানাবিষয়ঃ সংশয় এব ইতি ভূষণঃ, ন্যায়লীলাবতী, চৌখাম্বা, পৃ. ৪৫১-২।

২৬। অত এবায়ং সংশয়াদ্ভিদ্যতে, কিরণাবলী, চৌখাম্বা, পৃ. ২৬৯।

২৭। নম্বয়মনধ্যবসায়ঃ সংশয়ান্ন বিশিষ্যতে বিশেষানবধারণাত্মকত্বাৎ ইতি তু ন তর্কণীয়ম্। স্বরূপভেদাৎ। অনবস্থিতানেককোটিসংস্পর্শিত্বং হি সংশয়স্য স্বরূপম্। সর্বথা কোট্য-সংস্পর্শিত্বং চানধ্যবসায়স্যেতি মহাননয়োর্ভেদঃ। স্যাদ্বাদরত্নাকর, (Y.V. Jaina Series), ৬৪।

২৮। অনবধারণত্বাবিশেষাদূহানধ্যবসায়য়োর্ন সংশয়াদর্থান্তরভাবঃ, ন্যায়সার, [Bibl. Ind.] পৃ. ২।

২৯। যচ্চ শঙ্করন্যায়ভূষণকারাবাচক্ষাতে যো হি ভাবো যাবত্যা সামগ্র্যা গৃহ্যতে তদভাবোঽপি তাবত্যৈবেত্যালোকগ্রহণসামগ্র্যা গৃহ্যমাণং তমস্তদভাব এব। স্যাদ্বাদরত্নাকর, পৃ. ৮৩২।

৩০। ভূষণোঽপি মোক্ষে সুখতৎসম্বেদনসনাথমাত্মানমাতিষ্ঠমানোঽস্মদনুচর এব। ঐ, পৃ. ১১১৪।

হইয়াছে।[৩১] বলা বাহুল্য, মতটী অতি প্রাচীন। ন্যায়ভাষ্যে বাৎস্যায়ন উহার সমালোচনা করিয়াছেন।[৩২] এই উপলক্ষ্যে বাদিদেব ভূষণ হইতে যে কয়টী কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা ন্যায়সারের ভাষার সঙ্গে অবিকল মিলিয়া যায়।[৩৩] বেঙ্কটনাথ ন্যায়পরিশুদ্ধিগ্রন্থে মোক্ষ-সম্বন্ধে ভূষণকারের মতটী উদ্ধার করিয়াছেন।[৩৪]

চক্ষুর উদ্ভূত রূপ নাই। ইহাদ্বারা কিরূপে অর্থপ্রকাশ সম্ভবপর? এই প্রশ্নের উত্তরে ভূষণ বলেন, অর্থপ্রকাশে প্রদীপাদির প্রকাশ চক্ষুর সহায়ক হয়। অদৃষ্টবশতঃ যাহাদের চক্ষুর উদ্ভূত রূপ আছে, তাহারা অর্থপ্রকাশের জন্য বাহ্য দ্রব্যের অপেক্ষা করে না। কোন কোন নিশাচর প্রাণীর নয়নরশ্মি প্রত্যক্ষ দেখা যায়।[৩৫] এখানে ভূষণ প্রচলিত ন্যায়মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।[৩৬]

বল্লভাচার্য

ভূষণ কালিক পরত্ব এবং অপরত্বের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে বহুতর তপনপরিস্পন্দব্যবহিত জন্মত্ব কালিক পরত্ব ব্যবহারের কারণ। সেইরূপ অল্পতর তপন-পরিস্পন্দব্যবহিত জন্মত্ব কালিক অপরত্ব ব্যবহারের কারণ। ভূষণ জিজ্ঞাসা করেন, উহা ব্যতীত কালিক পরত্ব এবং অপরত্বের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিলে 'মধ্যত্ব' স্বীকারেই বা আপত্তি কি?[৩৭]

৩১। তৎ সিদ্ধমেতৎ নিত্যসংবেদ্যম্। অনেন সুখেন বিশিষ্টা আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ পুরুষস্য মোক্ষ ইতি। ন্যায়সারঃ, Bibl. Indica. পৃ. ৪১।

৩২। ন্যায়ভাষ্য ১. ১. ২২।

৩৩। ন চক্ষুর্ঘটয়োঃ কুড্যাদেরিব সুখসংবেদনয়োর্বিষয়বিষয়িসম্বন্ধপ্রত্যনীকস্যাধর্ম-সুখাদেঃ সংসারাবস্থায়াং সম্ভাবাৎ তন্নাশে চ মুক্তাবস্থায়াং ভবতি সুখসংবেদনয়োঃ সম্বন্ধঃ। কুড্যাদিনাশে চক্ষুর্ঘটসম্বন্ধবদিতি—স্যাদ্বাদরত্নাকর, পৃ. ১১১৪। তুলনীয়:—ন্যায়তাৎপর্যদীপিকা (Bibl. Indica) পৃ. ২৮৯ এবং ন্যায়সার (Ed. Vaidya) পৃ. ৩১, ১৫-১৮ পংক্তি।

৩৪। অতএব হি ভূষণমতে নিত্যসুখসংবেদনসিদ্ধিরপবর্গে সাধিতা—চৌখাম্বা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭।

৩৫। যত্তু ভূষণেনাবভাষে কথমনুদ্ভূতরূপাণামর্থপ্রকাশকত্বমিতি চেৎ ন প্রদীপাদিপ্রকাশ-সহিতানাং তদুপপত্তেঃ অতএব যেষামদৃষ্টসামর্থ্যাদুদ্ভূতরূপা নায়না রশ্ময় উৎপন্নাস্তেষাং বাহ্যপ্রকাশনিরপেক্ষা এবার্থং প্রকাশয়ন্তি। যথা নক্তঞ্চরাণাম্। তথাচ কেষাঞ্চিন্নক্তঞ্চরাণাং নায়না রশ্ময়ঃ প্রত্যক্ষেণ দৃশ্যন্তে। স্যাদ্বাদরত্নাকর। পৃ. ৩২২।

৩৬। নক্তঞ্চরাণাং নয়নরশ্মিদর্শনাচ্চ। ন্যায়সূত্র, ৩. ২. ৪৪।

৩৭। ন চ পরাপরত্বসিদ্ধিরপি। বহুতরতপনপরিস্পন্দান্তরিতজন্মত্বেনৈব তদুপপত্তেঃ অন্যথা মধ্যমত্বস্যাপি স্বীকারপ্রসঙ্গাদিতি ভূষণঃ। ন্যায়লীলাবতী, চৌখাম্বা, পৃ. ২৮৩।

বল্লভাচার্য ভূষণমতে পরত্ব এবং অপরত্বের লক্ষণ দুইটীও উদ্ধার করিয়াছেন। এই মতে পূর্বোৎপন্নত্ব পরত্ব এবং পশ্চাৎ উৎপন্নত্ব অপরত্ব, ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে বল্লভ বলেন, এখানে কেবল কণাদমতটীই অনূদিত হইয়াছে।[৩৮]

ন্যায়লীলাবতীকার বলেন, ভূষণ কারণ এবং অকারণের বিভাগ হইতে উৎপন্ন বিভাগ স্বীকার করেন না। উক্ত বিভাগের উদাহরণ যথা, অঙ্গুলি তরুবিভাগ হইতে হস্ত তরুবিভাগ। এখানে অঙ্গুলি হস্তের কারণ। ভূষণ জিজ্ঞাসা করেন, এই বিভাগের প্রমাণ কি? উত্তরে বলা হইয়াছে,—বিভক্তবুদ্ধিই প্রমাণ। ভূষণমতে তাহা অসিদ্ধ। অর্থাৎ অঙ্গুলি তরু বিভাগ হইতে হস্ত তরুবিভাগ হয়। এইরূপ প্রত্যয় অসিদ্ধ। যদি বল, বিভক্ত বুদ্ধি ব্যতীত বিভাগ হয়, তবে অঙ্গুলিকর্ম দ্বারা শরীরকর্ম হয়, ইহাই বা বলিবে না কেন? কারণ, অঙ্গুলিজনিত বিভাগ হইতে শরীর তরুসংযোগ নাশ উৎপন্ন হয়।[৩৯] এই সম্পর্কে বৈশেষিক সূত্রোপস্কারে শঙ্কর মিশ্র [ভা]সর্বজ্ঞের একটী যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন।[৪০]

বরদরাজ

তার্কিকরক্ষা গ্রন্থে বরদরাজ নিগ্রহস্থান সম্বন্ধে ভূষণকারের কয়েকটি মত উদ্ধার করিয়াছেন। বাদী কর্তৃক তিন বার উচ্চারিত হইলেও প্রতিবাদী ও সভ্যবৃন্দ কেহই বাদীর উক্তির অর্থ বুঝিতে না পারিলে অবিজ্ঞাতার্থনামক নিগ্রহস্থান হয়।[৪১] ভূষণকার বলেন, সভ্যগণের অনুজ্ঞা হইলে বাদী তাঁহার বক্তব্য আরও বেশী বার বলিতে পারিবেন।[৪২]

ন্যায়বাক্যে অবয়ব প্রয়োগের শাস্ত্রসিদ্ধ ক্রম লঙ্ঘন করিলে অপ্রাপ্তকাল নিগ্রহস্থান হয়।[৪৩] ভূষণমতে নিয়মকথায় অর্থাৎ যে স্থলে বাদী প্রতিবাদী শাস্ত্রীয় ক্রম করিবেন না

৩৮। যত্তু ভাসর্বজ্ঞীয়মতং পূর্বোৎপন্নত্বং পরত্বং পশ্চাদুৎপন্নত্বমপরত্বমিতি তৎ কণভক্ষপক্ষমাত্রবিজৃম্ভিতম্। ঐ, পৃ. ৪০৫-৬।

৩৯। তথা কারণাকারণবিভাগজন্যবিভাগঃ। যথা অঙ্গুলিতরুবিভাগাৎ পাণিতরুবিভাগঃ। নম্বত্র কিং প্রমাণম্? বিভক্তবুদ্ধিরিতি চেৎ? ন। তদসিদ্ধেঃ। অন্যথা কর্মাপি কিং নাঙ্গুলিকর্মজং স্যাদিতি ভূষণঃ। ঐ, পৃ ৮৫৬।

৪০। আশ্রয়াশ্রিতপরম্পরাসংযোগস্যৈব ব্যধিকরণকর্মনাশ্যত্বাভ্যুপগমাদিতি সর্বজ্ঞেন যদুক্তং তদপি ন যুক্তম্। কলি. পৃ. ৩২৯।

৪১। পরিষৎপ্রতিবাদিভ্যাং ত্রিরভিহিতমপ্যবিজ্ঞাতমবিজ্ঞাতার্থম্। ন্যায়সূত্র, ৫. ২. ৯।

৪২। পরিষদনুজ্ঞোপলক্ষণং ত্রিরভিধানমিতি ভূষণকারঃ। তার্কিকরক্ষা (পণ্ডিত), পৃ. ৩৩৭।

৪৩। অবয়ববিপর্যাসবচনমপ্রাপ্তকালম্। ন্যায়সূত্র, ৫. ২. ১১।

বলিয়া পূর্বেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, সেই স্থলেই উক্ত নিগ্রহস্থান হইবে, অন্যত্র নহে।[৪৪] টীকাকার জয়সিংহ স্থরিও ভূষণমতের অনুবর্তন করেন।[৪৫]

যদি বাদীর বাক্য বুঝিবার পর প্রতিবাদীর উত্তর স্ফূর্ত না হয়, তবে তিনি 'অপ্রতিভা' দ্বারা নিগৃহীত হন।[৪৬] এই সম্বন্ধে উদ্দ্যোতকর বলেন, "প্রতিবাদী যদি বাদীর বাক্যার্থ বুঝিয়া এবং তাহারই অনুবাদ করিয়া উত্তর করিবার সময় নিজের অহঙ্কার ও বাদীর প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশক কোন শ্লোক পাঠ করেন অথবা ঐ ভাবে অন্য কাহারও বার্তার অবতারণা প্রভৃতি করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার যে উত্তর স্ফূর্তি হয় নাই, ইহা বুঝা যায়। কারণ, উত্তরের স্ফূর্তি হইলে তিনি কখনই উত্তর না বলিয়া শ্লোকপাঠাদি করেন না।[৪৭] ভূষণ এবং অন্যান্য অনেকে বলেন, শ্লোক প্রভৃতি পাঠ করিলে অর্থান্তর, অপার্থক প্রভৃতির প্রসঙ্গ হওয়ায় প্রতিবাদী তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেই অপ্রতিভা নিগ্রহস্থান হইবে।[৪৮]

বাচস্পতি তাৎপর্যটীকায় উদ্দ্যোতকরের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, অর্থান্তরনিগ্রহস্থানে অবজ্ঞা প্রকাশ হয় না। কিন্তু অপ্রতিভায় হয়।[৪৯]

বাচস্পতির উত্তরটী লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি কি ভূষণকারের পূর্বোক্ত মত জানিতেন? তাহা হইলে ভূষণকার বাচস্পতির পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক হইয়া পড়েন। রাঘব ভট্ট বলেন, ন্যায়সার গ্রন্থেই ত্রিলোচন গুরুর মতের পরোক্ষ উল্লেখ রহিয়াছে।[৫০] সুতরাং ভূষণকার বাচস্পতি মিশ্রের বিদ্যাগুরু ত্রিলোচনের পূর্ববর্তী হইতে পারেন না।

৪৩। ভূষণকারস্তু বিপর্যয়েনার্থপ্রতীতিসম্ভবাদপশব্দবন্নিয়মকথায়ামেবৈতন্নিগ্রহস্থানমিতি মন্যন্তেস্ম। তার্কিকরক্ষা, পৃ. ৩৪১।

৪৫। ইদং চ নিগ্রহস্থানং নিয়মকথায়ামেব ন ত্বনিয়মকথায়াম্। ন্যায়তাৎপর্যদীপিকা, (Bibl. Ind.) পৃ. ১৯৯।

৪৬। উত্তরস্যাপ্রতিপত্তিরপ্রতিভা। ন্যায়সূত্র, ৫. ২. ১৮।

৪৭। ন্যায়দর্শনটিপ্পনী, মহামহোপাধ্যায় ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ব. সা. প. পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৪৬৪। শ্লোকাদিপাঠাদিভিরবজ্ঞাং দর্শয়ন্নোত্তরং প্রতিপদ্যত ইতি তদপ্রতিভা নিগ্রহস্থানং মূঢ়ত্বাৎ। ন্যায়বার্তিক, ২য় খণ্ড, (কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ), পৃ. ১১৯১।

৪৮। ভূষণকারাদয়স্তু শ্লোকাদিপাঠে অর্থান্তরাপার্থকাদিপ্রসঙ্গাৎ তূষ্ণীম্ভাবমেবাপ্রতিভানিগ্রহস্থানমাহুঃ। তার্কিকরক্ষা, পৃ. ৩৫১।

৪৯। অর্থান্তরে হি নিগ্রহস্থানে প্রসঙ্গানুপ্রসক্তং তৎসিদ্ধ্যর্থতাব্যাজেনাবতারয়তা ন প্রকৃতাবজ্ঞানং ক্রিয়তে ইহ ত্ববজ্ঞানম্ এতাবতা ভেদোপন্যাসঃ। তাৎপর্যটীকা, কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ, পৃ. ১১৯১।

৫০। দ্রষ্টব্য History of Indian Logic, পৃ. ৩৫৮ এবং অন্যে তু সন্দেহদ্বারেণাপরানষ্টাবুদাহরণাভাসান্ বর্ণয়ন্তি। ন্যায়সার (Bibl. Ind.) পৃ. ১৩।

বাচস্পতির নির্দিষ্ট কাল 'বস্বঙ্কবসুবৎসর'কে বিক্রমাব্দ বলিয়া অনুমান করা হয়।[৫১] সুতরাং ৮৪১ অথবা ৮৪২ খৃঃ অব্দে বাচস্পতি মিশ্র জীবিত ছিলেন। এবং ঐ সময়ে ভাসর্বজ্ঞের মত কাশ্মীর হইতে মিথিলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। অবশ্য এই অনুমান দৃঢ়তর প্রমাণসাপেক্ষ।

আমাদের বিষয়বস্তুতে ফিরিয়া আসা যাউক। স্বপক্ষে পরাপাদিত দোষ স্বীকার করিয়া পরপক্ষে [সমান] দোষ প্রসঞ্জনের নাম মতানুজ্ঞা।[৫২] এ সম্বন্ধে ভূষণকার বলেন, যিনি স্বপক্ষের দোষ উদ্ধার না করিয়া কেবল পরপক্ষে দোষ প্রসঞ্জন করেন, তিনি প্রতিপক্ষের প্রদর্শিত দোষ স্বীকার করিয়া মতানুজ্ঞাদ্বারা নিগৃহীত হন।[৫৩] এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, ভূষণ সূত্রব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ে একমত হইলেও 'পরপক্ষে সমান দোষ প্রসঞ্জনের' কথা বলেন নাই। পক্ষান্তরে ভাষ্যকার উহার উপর জোর দিয়াছেন।[৫৪]

মাধবাচার্য্য

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য্য শব্দনিত্যতাবাদী মীমাংসকের মত ব্যাখ্যায় ভূষণমত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, শব্দ নিত্য হইলে সর্ব্বদা উপলব্ধি অথবা অনুপলব্ধির প্রসঙ্গ হয়। মূল ন্যায়সার গ্রন্থেই এই কথাটি দেখা যায়।[৫৫]

জয়সিংহ সূরি

ন্যায়সারের অন্যতম টীকাকার জয়সিংহ ন্যায়তাৎপর্য্যদীপিকায় কয়েকটী ভূষণমতের উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়সার, ১.১ সূত্র-ব্যাখ্যায় জয়সিংহ ভূষণমত উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, সম্যক্‌ত্ব শব্দের অর্থ তথাভূতার্থনিশ্চয়স্বভাবত্ব। এবং অসম্যক্‌ত্ব শব্দের অর্থ তদ্বিপরীতানুভবস্বভাবত্ব।[৫৬]

সংশয়লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভূষণ বলেন, যাঁহারা কেবল উপলব্ধির দ্বারা শব্দে

৫১। History of Indian Philosophy—Das Gupta. Vol. II. পৃ. ১০৭ এবং ন্যায়পরিচয়—জাতীয় শিক্ষা-সমিতি, ২য় সংস্করণ, ভূমিকা, পৃ. ৪৭-৮।

৫২। স্বপক্ষে দোষাভ্যুপগমাৎ পরপক্ষে দোষপ্রসঙ্গো মতানুজ্ঞা, ন্যায়সূত্র, ৫ ২।২০।

৫৩। ভূষণকারঃ পুনরেবং ব্যাখ্যাতবান্। যস্তু স্বপক্ষে দোষমনুদ্ধৃত্য কেবলং পরপক্ষে দোষং প্রসঞ্জয়তি সতু পরাপাদিতদোষাভ্যুপগমাৎ পরমতমনুজানাতীতি মতানুজ্ঞয়া নিগৃহ্যতে। তার্কিকরক্ষা, পৃ. ১৫৩।

৫৪। ভবৎপক্ষেঽপি সমানো দোষঃ। ন্যায়ভাষ্য, ৫।২।২০।

৫৫। যো হি নিত্যত্বে সর্ব্বদোপলব্ধ্যানুপলব্ধিপ্রসঙ্গো ন্যায়ভূষণকারোক্তঃ সোঽপি ধ্বনি-সংস্কৃতস্যোপলম্ভাভ্যুপগমাৎ প্রতিক্ষিপ্তঃ। Govt. Oriental Series, পুনা, পৃ. ২৭৮-৯। তুলনীয়—সর্ব্বদোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গশ্চ। ন্যায়সার (Bibl. Ind.) পৃ. ২৯।

৫৬। ভূষণকারস্তু তথাভূতার্থনিশ্চয়স্বভাবত্বং সম্যক্‌ত্বম্। তদ্বিপরীতানুভবস্বভাবত্বম-সম্যক্‌ত্বমিতি সম্যক্‌ত্বাসম্যক্‌ত্বস্বরূপমাহ। ন্যায়তাৎপর্য্যদীপিকা, পৃ. ৫৬।

স্থায়িত্ব এবং কেবল অনুপলব্ধির দ্বারা স্বর্গ ঈশ্বর প্রভৃতির অভাব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত খণ্ডনার্থ উপলব্ধি এবং অনুপলব্ধিকে পৃথক্ ভাবে সংশয়ের কারণ বলা হইয়াছে।[৫৭]

পদার্থগুলির মধ্যে তর্কের পৃথক্ গণনার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া ভূষণ বলেন, বাদ, জল্প ও বিতণ্ডার প্রয়োগবৈশিষ্ট্যের জন্যই তর্ক পৃথক্ ভাবে গৃহীত হইয়াছে।[৫৮]

ভাসর্বজ্ঞ বিপর্যয়ের দুইটী উদাহরণ দিয়াছেন। যাঁহারা স্বপ্নজ্ঞানকে প্রমাণফল, স্মৃতি, সংশয় প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন, তাঁহাদের মত খণ্ডন এবং সকল বিপর্যয় সংগ্রহ করিবার জন্য দ্বিতীয় উদাহরণটী গৃহীত হইয়াছে, ইহা ভূষণের বক্তব্য।[৫৯]

জয়সিংহ ইতরখ্যাতি নিরাস সম্বন্ধীয় আলোচনা ভূষণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জানিবার উপদেশ দিয়াছেন।[৬০]

ন্যায়সার গ্রন্থে অভাবের দুইটি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে [ন্যায়সার, ১. ৩৭-৩৮]। ভূষণ বলেন, বিশেষ্য বিশেষণ সম্বন্ধ নিয়ত না থাকায় দুইটী উদাহরণেরই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।[৬১]

'অনুমানসূত্র (ন্যায়সার, ২.১) ব্যাখ্যাবসরে জয়সিংহ ভূষণকারের অপর একটী মতের সন্ধান দিয়াছেন। কোন কোন বৌদ্ধ পণ্ডিত বলিতেন, অর্থসম্বন্ধবশতঃ ভ্রান্তিও প্রমা বলিয়া গণ্য। ভূষণ বলেন, ভ্রান্তি কখনও প্রমা হইতে পারে না। ইহা দেখাইবার জন্যই সূত্রে 'সম্যক্' এই পদটী গৃহীত হইয়াছে।[৬২]

আনন্দপূর্ণ

খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের বিদ্যাসাগরী টীকায় আনন্দপূর্ণ ভূষণকারের নামে ন্যায়সার হইতে পাঁচটী সূত্র উদ্ধার করিয়াছেন।[৬৩] উক্ত গ্রন্থে অন্যত্র বিরুদ্ধ হেত্বাভাস সম্বন্ধীয় বিচারপ্রসঙ্গে ভূষণকারের মত উদ্ধৃত হইয়াছে।[৬৪] উহার ভাষাও ন্যায়সারের অনুরূপ।

৫৭। ভূষণকারস্তু যে উপলব্ধিমাত্রেণ শব্দে স্থায়িত্বমনুপলব্ধিমাত্রেণ—স্বর্গেশ্বরাদীনামসত্ত্বং চেচ্ছন্তি তন্মতপ্রতিক্ষেপার্থমুপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যোঃ পৃথক্ সংশয়হেতুত্বমিত্যুচিবান্। ঐ, পৃ. ৬৪।

৫৮। ভূষণকারস্তু বাদাদিপ্রবৃত্তিবিশেষণার্থং তর্কঃ পৃথগুপদিষ্ট ইত্যাচষ্টেতি। ঐ, পৃ. ৬৫।

৫৯। ভূষণকারস্তু যে স্বপ্নজ্ঞানং প্রমাণফলস্মৃতিসংশয়াদিভ্যোঽর্থান্তরমিচ্ছন্তি তন্মতপ্রতিক্ষেপার্থং সকলবিপর্যয়সংগ্রহার্থঞ্চ দ্বিতীয়মুদাহরণমিত্যুদাহার্ষীৎ। ঐ, পৃ. ৬৭।

৬০। ইতরখ্যাতিনিরাসো ভূষণাদিশাস্ত্রেভ্যো জ্ঞেয়ঃ। ঐ, পৃ. ৬৭।

৬১। ভূষণকারস্তু বিশেষণবিশেষ্যভাবস্যানিয়তত্বাৎ উভয়থাপ্যুদাহরণং যুক্তমিত্যাহ। ঐ, পৃ. ৮০।

৬২। ভূষণকারস্তু ভ্রান্তিরপ্যর্থসম্বন্ধতঃ প্রমেতি শাক্যমত-ব্যুদাসায় সম্যগিতি পদং ভ্রান্তেঃ প্রমাণত্বাযোগাদিত্যাহ। ঐ, পৃ ৮৭।

৬৩। ন্যায়সার, ৩।২-৬ সূত্র ; খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, চৌখাম্বা, পৃ. ১৫৬।

৬৪। বিপর্যয়-ব্যাপ্তত্বেন নিশ্চিতো বিরুদ্ধো হেত্বাভাস ইতি বচনাৎ পক্ষবিপক্ষয়োরেব বর্তমানো বিরুদ্ধ ইতি ভূষণকৃতাং পক্ষস্যাপ্যর্থতো ন ভেদঃ। খণ্ডন, চৌখাম্বা, পৃ. ৮৪১।

তত্ত্বমুক্তাকলাপের পঞ্চম সরে বেঙ্কটনাথ অদ্রব্যভূত বুদ্ধি নিত্য, এই ভূষণমতটী উদ্ধার করিয়াছেন।[৬৫] কোন্ যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া ভূষণকার বুদ্ধিকে নিত্য বলিয়াছেন, তাহা বুঝা শক্ত। ন্যায়সারে উপলব্ধিসমা জাতি ব্যাখ্যাকালে ভাসর্বজ্ঞ বরং বুদ্ধিকে অনিত্যই বলিয়াছেন।[৬৬] তবে প্রচলিত ন্যায়-বৈশেষিক মতে ঈশ্বরের বুদ্ধি নিত্য।

পরবর্ত্তী কালে ভাসর্বজ্ঞ অথবা ভূষণকারের মত একদেশিমত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।[৬৭]

৬৫। ন্যায়ভূষণকারাশ্চ বুদ্ধেরদ্রব্যভূতায়া নিত্যত্বমাহুরিত্যদ্রব্যসরে বক্ষ্যতে। তত্ত্বমুক্তা-কলাপটীকা, অভিনবরঙ্গনাথ, মহীশূর, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৬।

৬৬। ন্যায়সার, আগমপরিচ্ছেদ, সূ ১০০।

৬৭। ন্যায়ৈকদেশিনো ভূষণীয়াঃ নিষ্কণ্টকা (পণ্ডিত) পৃ. ৫৬।

বিদ্যাপতির শিবগীত

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার

মিথিলাকোকিল মহাকবি বিদ্যাপতি ঠাকুরের পরিচয় বাঙ্গালীর নিকট নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। আজ চারি পাঁচ শতাব্দী যাবৎ তাঁহার মধুর গীতলহরী সমস্ত বঙ্গভূমি প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছে। বহু দিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর এ ধারণাই ছিল না যে, বিদ্যাপতি বাঙ্গালী নহেন—মিথিলাবাসী। আজকাল যদিও এ সংশয় দূর হইয়াছে, তথাপি তাঁহার জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র খর্ব্ব হয় নাই। পরন্তু বাঙ্গালীরা বিদ্যাপতিকে এরূপ ভাবে আপনার করিয়া লইয়াছে যে, কখনও তাঁহাকে বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য কিছু ভাবিতেই পারে না। বাঙ্গালা ও মিথিলা উভয় প্রদেশের লোকই বিদ্যাপতিকে নিজেদের জাতীয় কবি বলিয়া মনে করেন। বাঙ্গালার চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ কেবল ভাবে নহে—ভাষায়, ছন্দে এবং সুরেও বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বকালে মিথিলা সংস্কৃতচর্চ্চার, বিশেষতঃ ন্যায়শাস্ত্র চর্চ্চার জন্য বিশেষ বিখ্যাত ছিল এবং বঙ্গদেশ হইতে বহু ছাত্র ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার্থ মিথিলায় যাইতেন। মনে হয়, তাঁহাদের দ্বারাই বিদ্যাপতির মধুর পদাবলী বাঙ্গালায় আনীত হয়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই সকল গান শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন; সুতরাং তাঁহার প্রেম-ধর্ম্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাপতির লোকপ্রিয়তাও অনেক বাড়িয়া গেল। এইরূপে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় বিদ্যাপতির গান বাঙ্গালায় আমদানী হইতে থাকে এবং অন্যান্য কবিগণ তাঁহারই অনুকরণে পদ্য রচনা করিতে থাকেন।

শিবগীত

বিদ্যাপতি বাঙ্গালীদের নিকট সুপরিচিত হইলেও তাঁহারা তাঁহাকে কেবল বৈষ্ণব কবি বলিয়াই জানেন। কিন্তু বাস্তবিক বিদ্যাপতি অসাম্প্রদায়িক কবি ছিলেন। তাঁহার রাধাকৃষ্ণের পদ যেরূপ বিশাল, তাঁহার হরগৌরীবিষয়ক পদও সেরূপ বিশাল। তিনি যে দুর্গার ভক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার সংস্কৃত গ্রন্থ 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' হইতেই বুঝা যায়।

কিন্তু বিদ্যাপতির শিবগীতগুলি বাঙ্গালায় বৈষ্ণব পদের ন্যায় লোকপ্রিয়তা লাভ করে নাই। অনেকে জানেন না যে, তাঁহার রচিত শিবগীত আছে এবং তাহাও কাব্য-সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার বিদ্যাপতি-পদাবলীর বিরাট্ সংগ্রহে সর্ব্বপ্রথম কিছু হরগৌরীবিষয়ক পদাবলী বাঙ্গালা লিপিতে প্রকাশিত করেন। কিন্তু আমি কিছু কাল মিথিলাতে বাস করিয়াই জানিতে পারি যে, এরূপ আরও বহু বিদ্যাপতির শিবগীত এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে, যাহা বাঙ্গালায় এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ইহা জানিতে পারিয়া আমি ঐ সকল গান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই। অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে এ কার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেন। ফলতঃ তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে এ সংগ্রহ প্রকাশিত করা কখনও সম্ভব হইত না।

মিথিলার শিবগীতগুলি 'নাচারী' ও 'মহেশবাণী' নামে পরিচিত। বিদ্যাপতির পর সুবংশলাল, কুমর, জয়মঙ্গল, পুলকিত প্রভৃতি কবিগণ আরও অনেক নাচারী রচনা করেন। বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষে মিথিলার স্ত্রীলোকেরা এইরূপ অনেক গীত গাহিয়া থাকে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও এরূপ অনেক গান জানেন, কিন্তু আধুনিক শিক্ষিতদের দ্বারা অবজ্ঞাত হইয়া এইগুলি ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত কতগুলি আধুনিক নাচারী এবং হিন্দী গানও পাওয়া যায়, সুতরাং কোন্‌টা যথার্থ বিদ্যাপতির রচনা, নির্ণয় করা কিছু কঠিন।

বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদে আদিরস ও করুণ রসের প্রাধান্য, সেইরূপ তাঁহার হরগৌরীর পদে বাৎসল্য, করুণ, হাস্য ও অদ্ভুত রসের এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। শিব বিবাহ করিতে আসিয়াছেন বুড়া বলদে চড়িয়া—তাঁহার হাতে ত্রিশূল, গলে রুদ্রমাল, পরণে বাঘছাল, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম বিলেপিত ও সঙ্গে ভূত প্রেত। এই অদ্ভুত বর দেখিয়া প্রতিবেশিনীগণ বড়ই কৌতুক অনুভব করিল এবং নানা ভাবে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল, আবার সাপের ফোঁস-ফোঁসানিতে ভয়ে পলাইয়া গেল। কিন্তু ভোলানাথ আপন ভাবে বিভোর—তাহাদের উপহাসে মোটেই লজ্জিত হইলেন না। কবি মহাদেবের বেশভূষা ও গতিবিধি লইয়া রঙ্গরস করিতেছেন, কিন্তু তিনিই যে গৌরীর আরাধ্য দেবতা ও ত্রিভুবনের ঈশ্বর, তাহা কখনও বিস্মৃত হন নাই। তাই পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন—'গৌরী উচিত বর পাওল,' 'ইহোথিকা ত্রিভুবননাথ' ইত্যাদি।

বরের রূপগুণ দেখিয়া এবং আদরের মেয়ে গৌরীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মাতা মেনকার বিলাপ বড়ই হৃদয়স্পর্শী—'কথিলে গৌরী হমর কোখি জন মলি, কথিলে ভেল বিবাহ গে মাই। দুধ পিয়ায় গৌরী ধিয়া পোসলহুঁ, রহতহুঁ আশ লগায়, গে মাই। কমলক ফুল সন গৌরী হমর ছথি সভকক প্রাণ আধার গে মাই। সে গৌরী কোনা তপোবন জায়তী মরব জহর বিষ খায় গে মাই।' শিবের মা, বাপ, ভাই কেহ নাই, গৌরী শ্বশুরালয়ে গিয়া কিরূপে দিন কাটাইবে?

হরকে মায় বাপ নহি থিকইন
নহি ছৈন সোদর ভায়।
মোর ধিয়া জে সাখুর জায়তী
বৈসতী ককর লগ জায়।

আবার,
ঘর নহি ধন নহি ভাই সহোদর
জাতিক কোন বিচার।......
সাসু সসুর নহি ননদ জেঠৌনী
জায় বৈসতী ধিয়া কেকর ঠহিয়া।

শুধু তাহাই নহে, সেখানে গিয়া গৌরীকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হইবে এবং ত্রুটি হইলেই তিরস্কার শুনিতে হইবে।

ঘাস কাটি লায়তী বসহা চরৈতী
কুচতী ভাঙ্গ ধতুর।...
সাস সসুর সুখ নে জানতী
উপরাগ সুনি নিত কানতী।

শঙ্করের ঘরে গিয়া পার্ব্বতীর কিরূপ অবস্থা হইল, তাহা কবি একটী করুণ গানে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। শিব ভিক্ষা মাগিয়া সামান্য কিছু ধান লইয়া আসিয়াছেন, ব্যাঘ্রচর্ম্মে তাহা রৌদ্রে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও বৃষ খাইয়া ফেলিয়াছে। ভাতের জল চড়াইয়া দিয়া গৌরী চাউল ধার করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু নগরের লোক এমনই যে, কেহ ধারও দিল না। সন্ধ্যার সময় যখন সদাশিব আসিবেন, তখন তাঁহাকে কি দিয়া বুঝাইবেন?

মাঁগি চাঁগি লায়লা সদাশিব তামা দুই ধান,
বাঘছাল দেলৈন্হি পসারি সেহো বসহা খুঁজি খায়লহে।
অদহন দেলৈন্হি চড়ায় পাঁইচ লাবয় গেলী হে।
কেহন নগরকের লোককি পাঁইচ নহিঁ দেল কহে।
আদহন দেলৈন্হি উতারি বৈসলি মন ভারিয়ে হে
সাঁঝখন আওতা সদাশিব কি লয় বুঝায়ব হে।

সাংসারিক দুরবস্থা দেখিয়া পার্ব্বতী শিবকে কৃষিকর্ম্ম করিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু সংসারে অনভিজ্ঞ ও নির্লিপ্ত সদাশিব কিরূপে সব কাজ পণ্ড করিয়া ফেলিলেন, তাহাও দুই একটি হাস্যরসপূর্ণ গানে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কবি ভোলেন নাই যে, শঙ্করের এই দারিদ্র্য সম্পূর্ণ তাঁহার নিজেরই ইচ্ছাকৃত। তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী, দাতা, বাস্তবিক তাঁহার কোনই অভাব নাই।

আর নিরধন ভোরা, আপনে ভিখারী বিলহ নহি থোড়া,
ফড়ি কচোরা হর ঈশ্বর বোলাবে, ভগতজন সবে কোটি কোটি দেবে।
সবকেঁ ওঢ়াবে ভোলা সাত সাত দোসাররা, আপ ওঢ়ে মৃগছালরা।
সবকেঁ খিয়াবে ভোলা পাঁচ লাক বনবা, আপ খায় ভাঙ্গ ধতুসরা।

ভাষা ও বানান

যে সকল বাঙ্গালী পাঠক বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, শিবগীতের ভাষা তাহা অপেক্ষা কিছু স্বতন্ত্র ধরণের। কৃষ্ণগীতের ভাষা অনেকটা বাঙ্গালার মত, কিন্তু শিবগীতের ভাষা বিশুদ্ধ মৈথিলী। ইহার কারণ, বঙ্গদেশে বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদ-সকল অনেকটা বিকৃত ও বঙ্গভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে। তবে নগেন্দ্র বাবু মিথিলায় প্রচলিত বিশুদ্ধ পাঠের যে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলেও

বাংলাপাঠে বিশেষ প্রভেদ ধরা পড়িবে না। মিথিলায় প্রচলিত পাঠ—"হমর দুখক নহি ওর", বাঙ্গালায় "আমার দুঃখের নাহি ওর"। কতকগুলি কৃষ্ণগীতের শব্দ (মিথিলায় প্রচলিত গানেও) যথার্থ বাঙ্গালা (যথা, ডাকে ডাহুকী)। ইহার দুইটী কারণ হইতে পারে—(১) বিদ্যাপতির উপর জয়দেবের মধ্য দিয়া বাঙ্গালা প্রভাব পড়িয়াছিল; অথবা (২) বাঙ্গালায় বিদ্যাপতির কৃষ্ণগীত যেরূপ সুরক্ষিত হইয়াছিল, মিথিলায় সেরূপ হয় নাই এবং মিথিলাতেও গানগুলি অনেকাংশে বাঙ্গালা পুথি দৃষ্টে পুনর্লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালার নিকট এই ঋণ মিথিলাবাসীরা অকপটে স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, বাঙ্গালীরাই বিদ্যাপতির গৌরব রক্ষা করিয়াছেন এবং বাঙ্গালীদের জন্যই তাঁহারা বিদ্যাপতিকে পুনরায় চিনিতে পারিয়াছেন।

আমার এই সংগ্রহের কতকগুলি গান পুরাতন পুথি দৃষ্টে পাইয়াছি, কতকগুলি আমার ছাত্রদের সাহায্যে (গ্রামের বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকদের নিকট হইতে) পাইয়াছি, কিছু আধুনিক মুদ্রিত পুস্তকে* পাইয়াছি এবং কিছু নগেন্দ্রবাবুর সংগ্রহ হইতে পাইয়াছি। পুথি ও মুদ্রিত পুস্তকগুলি প্রায়ই দেবনাগরী লিপিতে লিখিত। মৈথিলী লিপিতে লিখিত পুথি আজকাল দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে। মৈথিলী ভাষার অক্ষর ও বানান বাঙ্গলারই অনুরূপ, কিন্তু দেবনাগরী অক্ষরে শুদ্ধ বানান বিকৃত হইয়া হিন্দীর আকার ধারণ করিয়াছে।

হিন্দীতে ঈকার ও ঊকারের ব্যবহার অত্যন্ত বেশী। তাই 'দুই' স্থলে 'দুঈ', 'চললি' স্থলে 'চললী' পাঠ দেখা যায়। আবার বাঙ্গালা পুথিতে সংস্কৃত মূলানুযায়ী 'ভনহি' স্থলে 'ভণহি', 'সুমু' স্থলে 'শুমু', 'কুশল' স্থলে 'কুষল', 'তুঅ' স্থলে 'তুয়', 'জখন' স্থলে 'যখন' পাঠ দেখা যায়। মিথিলার প্রাচীন পুথিতে ণ, শ, ষ ও সএর প্রয়োগ অতি বিরল, তাই 'শিব' স্থলে 'সিব', 'নারায়ণ' স্থলে 'ন রা এ ন' দেখা যায়। আবার 'বএস', 'জোবন,' 'সরীর' পাঠও আছে। কিন্তু এ বিষয়ে সকল পুথিতে সামঞ্জস্য নাই। শিব, নারায়ণ, বয়স, যৌবন প্রভৃতি পাঠও দেখা যায়। এ জন্য এবং উপরোক্ত বানানগুলি বাঙ্গালা লিপিতে অত্যন্ত বিসদৃশ হইবে ভয়ে আমি তৎসম শব্দগুলির রূপ অবিকৃত রাখিলাম। অন্যান্য স্থলে আমি ঐ সকল পুথির বানানেরই অনুসরণ করিয়াছি। মৈথিলী ভাষাকে চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালা করি নাই। বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ ব নাই, সুতরাং অসমীয়ার অক্ষর দ্বারা তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি, যথা—বুঢ়বা। আবার বাঙ্গালায় ন্+হ যুক্তাক্ষর নাই, সে স্থলে 'হ্ন' অক্ষর প্রচলিত। কিন্তু তাহা হ্+ন অশুদ্ধ বলিয়া করলন্হি, আয়লন্হি প্রভৃতি শুদ্ধ বানানই রাখিলাম।

---

* রামকৃষ্ণ বেণীপুরী-সম্পাদিত "বিদ্যাপতি," ভোল ঝা-সংগৃহীত "মিথিলা-গীত-সংগ্রহ," কালীকুমার দাস-সম্পাদিত "মৈথিলী গীতাঞ্জলি," রঘুবর সিংহ-প্রকাশিত "মহেশবাণী" এবং গণেশ ঝা-সম্পাদিত "মহেশবাণী"। ভকী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকুমার দাস মৈথিলবাচস্পতি মহাশয় আমার বিশেষ পরিচিত এবং স্বয়ং "কুমর" ভণিতায় বহু গানের প্রণেতা।

উপসংহার

ভবিষ্যতে অন্যান্য কবিগণের শিবগীত, রামগীত, কৃষ্ণগীত প্রভৃতিও প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা আছে। বর্ত্তমান সংগ্রহে বিশুদ্ধ শিবগীত ছাড়াও কিছু গান দৃষ্ট হইবে। যথা—দেবীস্তব, গঙ্গাস্তব, রামগীত, বৃদ্ধ বয়সের গান, যোগ ও উচিতী। বিদ্যাপতির যে সব গান বাঙ্গালা দেশে অজ্ঞাত, তাহারই প্রচার করা এই সংগ্রহের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিবাহের পর স্ত্রীলোকেরা জামাতাকে বশ করিবার জন্য যে সকল গান গাহে, তাহার নাম যোগ (অর্থাৎ জাদু) এবং জামাতার স্তুতির জন্য যে সকল গান গাহে, তাহার নাম উচিতী (অর্থাৎ উচ্চতা)। বহু যোগ ও উচিতী গানে বিদ্যাপতির ভণিতা আছে এবং তন্মধ্যে কতকগুলি বাস্তবিক শিববিবাহ-সম্পর্কিত। লোকসাহিত্য হিসাবে যে ইহাদের বিশেষ মূল্য আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

আমার ইচ্ছা, বিদ্যাপতির শিবগীতগুলি তাঁহার কৃষ্ণগীতের মতই বাঙ্গালায় প্রচলিত হয়। কিন্তু উহাদের সুর বাঙ্গালীদের নিকট অপরিচিত। এই সকল গানে নাচারী, ঐজন, তিরহুতি প্রভৃতি কয়েকটী বিশেষ সুর অবলম্বিত হয়।

যুগলস্তব

১ অর্দ্ধনারীশ্বরস্তব

জয় জয় শঙ্কর জয় ত্রিপুরারি।
জয় অধ পুরুষ জয়তি অধ নারী॥
আধ ধবল তনু আধা গোরা।
আধ সহজ কুচ আধ কটোরা॥
আধ হাড়মাল আধা গজমোতী।
আধ চানন শোভে আধ বিভূতি॥
আধ চেতন মতি আধা ভোরা।
আধ পটোর আধ মুঞ্জ ডোরা॥
আধ যোগ আধ ভোগবিলাসা।
আধ পিধান আধ নগবাসা॥
আধ চান্দ আধ সিন্দুর শোভা।
আধ বিরূপ আধ জগলোভা॥

ভনে কবিরঞ্জন বিধাতা জানে।
ছুই কএ বাঁটল এক পরানে ॥

১। অধ=আধ=আধা। কটোরা—বাটি (অর্থাৎ বাটির ন্যায়)। চানন—চন্দন। ভোরা—ভোলা, বিভোর। পটোর—পট্টবস্ত্র। মুঞ্জডোরা—মুঞ্জ ঘাসের ডোরা বা কটিবন্ধ। বিরাপ—বিরূপ। কবিরঞ্জন—বিদ্যাপতির উপাধি। কএ—কায়ে।

২ হরিহরস্তব

ভল হরি ভল হর ভল তুঅ কলা।
খনে পীতবসন খনহি বঘছলা ॥
খনে পঞ্চানন খনে ভুজ চারি।
খনে শঙ্কর খনে দেব মুরারি ॥
খনে বৃন্দাবন চরাইয় গায়।
খনে ভীখ মাগথি ডমরু বজায় ॥
খনে যমুনাতট লেখি মহাদান।
খনে ঝাড়ীখণ্ড মেঁ ধরথি ধেয়ান ॥*
এক শরীর লেল ছুই বাস।
খনে বৈকুণ্ঠ খনহি কৈলাস ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি বিপরীত বাণী।
জো নারায়ণ সো শূলপাণি ॥

২। ভল—ভাল। তুঅ—তোমার। কলা—কৌশল, লীলা। বঘছলা—বাঘছাল। ঝাড়ীখণ্ড—ছোটনাগপুর অঞ্চল, ৺বৈদ্যনাথ এই অঞ্চলে অধিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহাকে ঝাড়ীখণ্ডনাথ বলে। কাঁথ—কাঁধের। বোকান—ঝুলি। ভরু—ভরিয়া।

৩ দেবীস্তব

জয় জয় ভৈরবী অসুরভয়াউনি পশুপতি ভাবিনী মায়া।
সহজ সুমতি বর দিঅ ও গোসাউনি অনুগতি গতি তুঅ পায়া ॥
বাসর রৈণি শবাসন শোভিত চরণ, চন্দ্রমণি চূড়া।
কত ওক দৈত্য মারি মুঁহ মেলল কত ও উগিলি কৈল কূড়া ॥
সামর বরণ নয়ন অনুরঞ্জিত জলদ যোগ ফুল কোকা।
কট কট বিকট ওঠ পুট পাড়রি লিধুর ফেন উঠ ফোকা ॥

---

* খনে গোবিন্দ ভয় লিয় মহাদান।
খনহি ভসম ভরু কাঁথ বোকান ॥ ইতি পাঠান্তর।

ঘন ঘন ঘনয় ঘুঘুর কত বাজয় হন হন কর তুঅ কাতা।
বিদ্যাপতি কবি তুঅ পদ সেবক পুত্র বিসরু জনু মাতা॥

৩। ভয়াউনি—ভীতিজনক। গোসাউনি—গোস্বামিনী, দেবী। ভাবিনী—পত্নী। সহজ…পায়া—তোমার শরণই আমার গতি, বর দাও—যেন স্বাভাবিক সুগতি হয়। বাসর রৈণি—দিনরাত। কত ওক—কত। মেলল—নিক্ষেপ করিল। উগিরি কৈল কুড়া—উদ্গিরণ করিয়া জড় করিল। সামর—শ্যামল। কোকা—কোকনদ। জলদ…কোকা—যেন মেঘে পদ্ম ফুটিয়াছে। ওঠ পুট—ওষ্ঠ পুট। পাঁড়রি—পাটল বর্ণ। লিধুর—রক্ত। ফোকা—ফোস্কা, বুদ্বুদ। ঘুঘুর—ঘুঙ্ঘুর। কাতা—খড়্গ। জনু—না। বিসরু জনু—বিস্মৃত হইও না।

৪

জয় জয় ভগবতী জয় মহামায়া।
ত্রিপুরসুন্দরি দেব করু দায়া॥
দালিম কুসুম সম তুঅ তনু ছবি।
তখনে উদিত ভেল জনি রবি॥
ধনুশর পাশ অঙ্কুশ হাত।
তেতিস কোটি দেব নাব মাথ॥
চন্দিন উপমা ন পাও।
কামরমনী দাসী পদ দাও॥

৪। দায়া—দয়া। ছবি—রং, ছটা। জনি—যেন। নাবমাথ—নতমস্তক। চন্দিন—চাঁদ। কামরমনী…দাও—(তোমার রূপ) কামপত্নী রতিকে দাসীপদ দান করে।

৫

জয় জয় ভগবতী ভীমা ভবানী।
চারি বেদে অবতরু ব্রহ্মবাদিনী॥
হরিহর ব্রহ্মা পুছইত ভরমে।
একও ন জানে তুঅ আদি মরমে॥
ভনই বিদ্যাপতি রায় মুকুটমণি।
জীবও রূপ নারায়ণ নৃপতি ধরণী॥

৫। অবতরু—অবতীর্ণ হইয়াছে। পুছইত ভরমে—জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়ায়। একও—এক জনও। মরমে—মর্ম্ম।

৬

বিদিতা দেবী বিদিতা হো অবিরল কেনা সোহন্তী।
এ কানেক সহস কো ধারিনী অরিরঙ্গা পুরনন্তা॥

কজ্জল রূপ তুঅ কালী কহিঅ উজ্জল রূপ তুঅ বাণী।
রবিমণ্ডল পরচণ্ডা কহিঅ গঙ্গা কহিঅ পানী॥
ব্রহ্মা ঘর ব্রহ্মাণী কহিঅ হরঘর কহিঅ গোরী।
নারায়ণ ঘর কমলা কহিঅ কে জানে উতপতি তোরী॥
বিদ্যাপতি কবিবর ইহো গাওল যাচক জনকে গতি।
হাসিনী দেবীপতি গরুড় নারায়ণ দেবসিংহ নরপতি॥

৬। বিদিতা—প্রকাশমানা, জ্ঞাতা। হো—হও। সোহন্তী—শোভমানা। অবিরল—ঘন। একানেক—একে অনেক। সহস—সহস্র। অরিরঙ্গা—শত্রুর যুদ্ধক্ষেত্র। পুরনন্তী—পূর্ণকারিণী। উজ্জল—সাদা। বাণী—সরস্বতী। পরচণ্ড—প্রচণ্ড। উতপতি—উৎপত্তি। যাচক জনকে গতি ··দেবসিংহ নরপতি—হাসিনী দেবীর পতি রাজা গরুড়-নারায়ণ দেবসিংহ যাচকগণের গতি।

৭

আদি ভবানী বন্দি তুঅ পাএ।
তুঅ সুমিরত তুরত দুখ জায়॥
সিংহ চঢ়লি মৈয়া যোগিনী বেশ।
বাঘছাল পহিরণ লেল পরিবেশ॥
সিংহ চঢ়লি মৈয়া পৈসলি রণ ধায়।
তখনুক কহিনী কহল নহি জায়॥
বাম লেল খপর দহিন লেল কাঁতি।
বধয় চললি অসুর নিশি রাতি॥
মারল অসুর গাঁথল গ্রিবহার।
বিছি বিছি পহিরল রুদ্রক মাল॥
রক্তে ভিজলি মৈয়া মারলি অসুর।
জঙ্ঘে পুঞ্জ জাঙ্ঘ সারি পৈর নুপূর॥
চুহু চুহু শোণিত পীউল লক্ষ ধার।
দস্তক শব্দে মহিমা অপার॥

৭। পাএ—পা। সুমিরত—স্মরণ করিতে। পহিরণ—পরিধান। পরিবেশ—প্রবেশ। পৈসলি—প্রবেশ করিল। খপর—খর্পর। কাঁতি—খড়্গ। গ্রিবহার—গ্রীবার (গলার) হার। জঙ্ঘে পুঞ্জ জাঙ্ঘ—তোমার জঙ্ঘাদেশে (অসুরদের) জঙ্ঘাসকল পুঞ্জীকৃত? পীউল—পান করিল। কছনী কাছি—কাপড়ের আঁচল কাছিয়া। ভাউরি—যুদ্ধে ভ্রমণ। টরি—কাঁপিয়া। দাহিন ভেলি—কৃপালু হইয়া।

ক্রমশঃ

২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা
শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৫৩শ ভাগ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ

সহকারী সভাপতি

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট্, সি, আই, ই
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ
শ্রীরায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল
শ্রীরাজশেখর বসু, এম-এ
শ্রীহরিহর শেঠ
ডক্টর শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, এম-বি, ডি-এস্-সি
শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, বি-এ
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, বি-এ
শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ,

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ
গ্রন্থাধ্যক্ষ : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কোষাধ্যক্ষ : কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, এম-এ
চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, এম-এ, বি-এল
পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু, বি-এসসি, জি-ডি-এ, আর-এ
শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী, আর-এ

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, এম-এ, ২। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, ৩। শ্রীঅমল হোম, ৪। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, এম-এ, ডি-লিট্ এণ্ড ফিল্, ৫। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল, ৬। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, এম-এ, ৭। রেভারেণ্ড ফাদার এ দোঁতেন, এস্-জে, ৮। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৯। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১১। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, এম-এ, ১২। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, ১৩। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, এম-এ, ১৪। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ,বি-এল, ১৫। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ১৬। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৭। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৮। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ১৯। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, এম-এ, ২০। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এসসি, ২১। ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল, ২২। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক, ২৪। শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, ২৫। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৬। শ্রীরাধানাথ দাস।

৫৩শ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

সূচী

নবাবিষ্কৃত রাত-শাসন*

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ত্রিপুরা জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত "কৈলাইন" নামক গ্রামে বিগত ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই তাম্রশাসনটি আবিষ্কৃত হয়। উক্ত গ্রাম কুমিল্লা নগরী হইতে প্রায় ১৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং লালমাই স্টেশন হইতে প্রায় ১৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। গ্রামটির সীমা অতিক্রম করিয়াই চাঁদপুর মহকুমার আরম্ভ। গ্রামের প্রাচীনতার নিদর্শনস্বরূপ একটি পূর্ব্ব-পশ্চিম লম্বা 'মঘপুষ্করিণী' এবং অপর এক পুকুর হইতে প্রাপ্ত একটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি বিগুমান আছে। 'পাঁচকড়ার বাড়ী' নামে একটি পরিত্যক্ত ভিটি হইতে মাটি তুলিতে যাইয়া গ্রামস্থ জনৈক মুসলমান ৪-৫ হাত মাটির নীচে তাম্রপট্টটি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিছুকাল পরে ঐ গ্রামের শ্রীযুত চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহার ঐতিহাসিক মূল্য উপলব্ধি করিয়া প্রশংসনীয় উদ্যোগ সহকারে তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত শ্রীযুত পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সম্বাদ জ্ঞাপন করায় মূল্যবান্ বস্তুটির উদ্ধার সম্ভব হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছি, কিছুকাল পূর্ব্বে জনৈক গ্রাম্য কবিরাজ প্রায় ৬ সের ওজনের একটি তাম্রপট্ট জ্বালাইয়া ঔষধে লাগাইয়াছে! বর্ত্তমান শাসনটি ঐরূপ অসদ্‌গতি প্রাপ্ত না হইয়া যে লোকলোচনের গোচর হইতে পারিয়াছে, তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে শ্রীযুত চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য।

১৯৪৬ সনের জানুয়ারি মাসে আমরা পুলিন বাবুর প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইয়া তাম্রপট্টটি দেখিবার জন্য ডক্টর শ্রীযুত বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয়ের গৃহে গিয়াছিলাম। তখনও শাসনটি সম্যক্ পরিষ্কৃত হয় নাই। পাঠোদ্ধারের পূর্ব্বে তৎকালে ডক্টর বড়ুয়া দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে শ্রীধারণ নাম দেখিয়া লোকনাথ-শাসনের জীবধারণের সহিত তাহার সম্বন্ধ

---

* ১৩৫৩ সনের বৈশাখের 'ভারতবর্ষে' (পৃ. ৩৬৯-৭৪) 'সমতটের রাত রাজবংশ' শীর্ষক প্রবন্ধে ডক্টর শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সরকার এম্-এ, পি-আর্-এস্, পি-এইচ-ডি মহাশয় এই তাম্রশাসনের প্রথম ১৮ পঙ্‌ক্তির পাঠ সংশোধনপূর্ব্বক উদ্ধৃত করিয়া নাতি-সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনায় ঐতিহাসিকোচিত অভিনিবেশ ও যুক্তি-বিচারের অবতারণা থাকিলে বর্ত্তমান প্রবন্ধের আবশ্যকতা ছিল না। বর্ত্তমান প্রবন্ধটি ১৩৫৩ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়ের শীঘ্র প্রকাশের প্রতিশ্রুতি সম্বৎসরমধ্যেও প্রতিপালিত হইল না দেখিয়া আমরা ইহা প্রকাশ করিতেছি।

কল্পনা করিতেছিলেন, যদিও ইহা বৈন্যগুপ্তের শাসন কি না, সে চিন্তাও তাঁহার মনে ছিল।[১] তৎকালে আমরা বিষয়ান্তরে মগ্ন থাকায় পাঠোদ্ধারে সাহায্য করার জন্য তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। বিগত মে মাসে পুলিন বাবুর নিকট হইতে পরীক্ষার জন্য তাম্রশাসনটি আনিয়াছিলাম।

পাঠোদ্ধার :—শাসনলিপির মোট পঙ্‌ক্তিসংখ্যা ৪৯—সম্মুখে ২৮ পঙ্‌ক্তি, পশ্চাদ্ভাগে ২১ পঙ্‌ক্তি। আমরা কোনরূপ সংশোধন না করিয়া যথাযথ সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত করিতেছি। শেষাংশ সুখপাঠ্য নহে এবং অনেক স্থলেই পাঠে সন্দেহ থাকিয়া গেল।

১। ওঁ স্বস্তি বিলসন্তি যস্য শশ্বদ্দিতিসুতদমনেন বিক্রমোদ্গারাঃ স্স জয়তি হরিরেকার্ণবমধ্যোদ্ধৃতমেদিনীভারঃ ॥ প্রজ্ঞাতিশয়বিশো-

২। ধিতগুণরাশৌ দুগ্ধসিন্ধুবদ্ধৌতা যস্য শ্রীরপি সশ্রীঃ স শ্রীশ্রীধারণো জয়তি ॥ অথ মত্তমাতঙ্গশতসুখবিগাহ্যমানবিবিধতীর্থয়া নৌভি-

৩। রপরিমিতাভিরুপরচিতকূলয়া পরিকৃতাদভিমতনিম্নগামিন্যা ক্ষীরোদয়া সর্ব্বতোভদ্রকাদ্দেবপর্ব্বতা-চ্ছ্রীমৎসমতটেশ্বরপাদানু-

৪। ধ্যাতাঃ কুমারামাত্যা অধিকরণঞ্চ গুপ্তানাটন-পটলায়িকয়োর্ব্বিষয়পতী[২] অধিকরণঞ্চ বোধয়ন্তি বিদিতম-

৫। স্তু বো নিরুপমগুণগণৌঘশালিনি জগদুদয়স্থিতিনিরোধবিবিধপ্রপঞ্চ-ধামনি বিবুধসত্তমে শতমখশত্রুশাতনব্যস-

৬। নবিলসিতায়তৌ ভগবতি পুরুষোত্তমে পরময়া বিনিবেশিতাশয়শ্রদ্ধয়া শব্দবিদ্যাদিবিবিধসময়পরিগমজনিত স্বক-

৭। স্বকগুণবিশেষঘনঘটিতবুদ্ধিরবিকলশক্তিত্রিতয়সম্পদুদগতো যথারুচি প্রবর্ত্তিতষাড়্‌গুণ্যগোচরশ্চাপচক্রবিক্রো-[৩]

৮। ড়িত ইব গতঃ কলাসু কৌশলমনতিশয়সুন্দরমতিমধুরচিত্রগীতেরুৎ-পাদয়িতা কবিরপরিমিতগোহিরণ্যভূমিপ্র-

১। বর্ত্তমান শাসনলিপির পাঠোদ্ধারের পর ইহাঁর প্রসঙ্গে বৈন্যগুপ্তের উল্লেখ সর্ব্বথা পরিবর্জনীয় ছিল। কিন্তু ডক্টর সরকার তাঁহার প্রবন্ধের মুখবন্ধে অনর্থক আড়ম্বর সহকারে বৈন্যগুপ্তের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া শ্রদ্ধেয় ডক্টর বড়ুয়াকেও পঙ্কলিপ্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন।

২। বিষয়পতী, এখানে দ্বিবচনান্ত পাঠই মূলে আছে। বিষয়পতীন্-রূপে সংশোধন করার কোন হেতু নাই।

৩। ডক্টর সরকার নিপীড়িত পড়িয়াছেন, তাহা প্রকৃত নহে।

৯। দানপুণ্যকীর্ত্তেরসমসমপ্রতাপোপনতসামন্তচক্রস্য সুগৃহীতনাম্নো দেবস্য সমতটেশ্বরশ্রীজীবধারণরাতভট্টা-

১০। রকস্য সূনুরুদিতোদিতকুলায়ামপরিমিতপ্রজাধারিণ্যাং সাক্ষাদিব বসুন্ধরায়ামগ্রমহিষ্যামুৎপন্নঃ শ্রীবন্ধুদেব্যাং প্রসাদা-

১১। তিশয়সুমুখেন পিত্রা স্বয়মর্পিতাধিরাজ্যঃ পিতেব পালয়িতা[৪] জগতো বুদ্ধিনিগ্রহাদনভিমতপ্রাণনিগ্রহে মনুরপর ই-

১২। ব পরমকরুণাশ্রয়ঃ কুলবসতিরিব সত্বসম্পদো জন্মভূমিরিব প্রিয়বচন-জাতস্য গজতুরগসতত্তপীড়ন-

১৩। ক্রমোচিতশ্রমবলিততনুবিভাগরম্যদর্শনঃ পরমবৈষ্ণবোনেক-প্রাণিকোটী-শতসহস্রজীবিতস্য প্রদায়কতয়া

১৪। পরমকারুণিকো মাতাপিতৃপাদানুধ্যাতঃ প্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দঃ সমতটেশ্বরঃ শ্রীশ্রীধারণরাতদেবঃ কুশলী

১৫। পিতৃচরণশুশ্রূষৈকশীলস্য বিজিতচক্ষুরাদিকরণগ্রামতয়া[৫] বিনয়স্যেব মূর্ত্তিমতো হস্ত্যশ্বপ্রহরণবিদ্যা-

১৬। ভিরনুগতশব্দবিদ্যাপরিশ্রমস্যাপযা (+পিত+) পিতৃপিতামহ-ক্রমো-চিতপ্রবয়সঃ শ্রীযেব নায়কগুণসম্পদা স[৬]

১৭। সমাপূর্যমাণসন্ততেরাজ্ঞাশতপ্রাপিণো যুবরাজপ্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দশ্রীবল-ধারণরাতভট্টারকস্য

১৮। মুখেন স্ফুটচিত্রবল্গুভাষিণা সমাদিশতি স্ম। বিজ্ঞাপিতম্মহাসন্ধি-বিগ্রহাধিকৃতশ্রীজয়নাথেন যৎকিঞ্চি-

১৯। ল্লোকদ্বিতয়সুখনিবন্ধনঙ্কর্ম্ম কর্ত্তব্যমস্মাদৃশৈস্তৎসর্ব্বম্প্রসা (+দা+) দেব-পাদানামেতন্মূলত্বাদাশয়শ্চ বিদিতো বৎসলঃ পাদী-

২০। যো যথা জন্মশতমপ্যনুগ্রহীতুমিচ্ছতি লোকমনুজীবিনমতোর্থম্ কথ্যতে (?) পাদীয়সংবিধানসংব্যপেক্ষণম্পুণ্যক্রিয়া-

২১। ণাস্তেনার্হসি ভূম্যাঃ স্তোকয়া প্রসাদঙ্কর্ত্তুন্তামহমবাপ্য প্রীতপ্রীতবুদ্ধি-রপগতসংসারদোষনির্ম্মলস্বাসংসক্তস্বা-

---

৪। ডক্টর সরকার (অ)পগতো পড়িয়াছেন, তাহা ঠিক নহে।

৫। ডক্টর সরকারের করণারামতয়া পাঠ শুদ্ধ নহে।

৬। স একটি অতিরিক্ত উৎকীর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

২২। পি সংসক্তস্য জগতি মহাকরুণয়া সর্ব্বজ্ঞস্য ভগবতস্তথাগতোরত্নস্য গন্ধধূপদীপমাল্যাম্বুলেপনার্থস্তদুপদিষ্ট-

২৩। মাগর্গস্য ধর্ম্মস্য লেখনবাচনার্থমার্যসঙ্ঘস্য চ চীবরপিণ্ড-পাতাদিবিবি-ধোপচারার্থমধিগতবিদ্যানামপি ব্রাহ্মণার্যা-

২৪। ণাম্পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রবর্ত্তনার্থং মাতাপিত্রোরাত্মনঃ পুত্রপৌত্রসন্ততের্জ্জগতশ্চ পুণ্যোপচয়ার্থম্বিভজ্য প্র(+দ+)দামিতি বিজ্ঞাপন-

২৫। য়ানয়া যুক্ততরমাবেদিতমিতি প্রসন্নমানসৈঃ পঞ্চবিংশতিরস্মাভি-র(স্য) ক্ষেত্রপাটকাঃ প্রসাদীকৃতাস্তে যূয়মস্মৎকটক-

২৬। শাসনসনাথমারোপ্য শ্রীতাপতাম্রস্প্রযচ্ছত তানিতি পিতৃচরণপ্রসাদাদ-বাপ্তস্য সমতটাদ্যনেকদেশাধিরাজ্যস্যাস্ট-

২৭। মে সম্বৎসরে শ্রাবণমাসস্য তিথৌ সিতসপ্তম্যাং শ্রাবিতনির্জ্জাতা-য়ামাজ্ঞায়াং সীমলিঙ্গানি দাতুং লিখিতে বিষয়পতাবধিকরণেন

২৮। তৎপ্রতিলিখিতকদর্শনেন ভবন্তি সীমলিঙ্গানি যত্র॥ গুপ্তীনাটনে খডোব্বালোকাএতুবা (?) পাটকোরখল্লুযু দণ্ডানা-

পশ্চাদ্ভাগে

২৯। স্প্রাপিণামষ্টাদশানাম্পাটকানাং সীমলিঙ্গানি যত্র পূর্ব্বেণ দশগ্রামে নায়বিড্ডিকাবিল্লভঙ্গাননৌপৃ-

৩০। থ্বীশ্রীক্ষেত্রং নিক্রান্তবপ্রবিষ্টকভঙ্গাননৌপৃথ্বীশ্রীডক্ষেল্লনৌস্থিরবেগা-ক্ষেত্রাণি দক্ষিণেন নৌস্থিরবেগা প-

৩১। শ্চিমেন দ্বিস্খলিকা নদী উত্তরেণাপি দ্বিস্খলিকা নদী নায়বড্ডিকাবিল্লশ্চ॥ নিধানী-খাডোব্বা-রঙ্কুপৌত্তকে বপ্প-

৩২। যশঃপ্রাপিণাং পঞ্চানাং পাটকানাং প্রথমখণ্ডে পূর্ব্বেণ তীরদেশীয়তাম্রং দক্ষিণেন নৌশিবভোগা পশ্চিমেন

৩৩। স্বতাম্রং উত্তরেণার্দ্ধত্রিকশতকুলপুত্রকাণাং ক্ষেত্রং দ্বিতীয়ে পূর্ব্বেণ স্বতাম্রং দক্ষিণেন দণ্ডজয়সেনক্ষেত্রং প-

৩৪। শ্চিমেনাদ্বাগঙ্গা উত্তরেণার্দ্ধত্রিকশতকুলপুত্রকানা(ং) ক্ষেত্রং। পটলায়িকা-করলকোটেপি বহিঃক্ষেত্রপাটক-

৩৫। দ্বয়স্য পূ(+র্ব্বে+)ণ দেবীমঠতাম্রস্প্রবিষ্টকপুস্কবলোঞ্চমপশ্চিমালৌ (?) সব্যজনেন মিত্রবলবিহারতাম্র-

৩৬। মাদিত্যমণ্ডপো নৌদণ্ডকশ্চ দক্ষিণেন কাঞ্চীরকপুষ্করিণী নৌদণ্ডকশ্চ পশ্চিমেন নৌদণ্ডকঃ

৩৭। প্রবিশ্য ঈষদ্ব্যঞ্জনেন গণ্ডদেবমেডোঞ্চপূর্ব্বালী নিষ্ক্রান্তকব্যঞ্জনেন বিষ্কনাদী (?) মল্লকর্ম্ম-

৩৮। কারাণাং ক্ষেত্রং সব্যঞ্জনেন নিষ্ক্রম্য মহাকায়স্থভাস্করচন্দ্রতাম্রমুদ্রেণ করলবিহারনৌস্কগুহারাদ (?)

৩৯। ত্রভঙ্গেন চ সব্যঞ্জনশ্রীতাপসধনদেবক্ষেত্রঞ্চেতি এবমবধৃতসীমানঃ পঞ্চ-বিংশতিপাটকা ইতি পূরি-

৪০। তে মহতি ভূতে (?) বিভজ্য প্রতিপাদিতা ইতি গৌরবাৎ যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলমিতি স্বদানপা-

৪১। লাপেক্ষয়াপ্যপরিলিখিতৈরিমে দানেনুমোদনবিধৌ পরিপালনীয়া মোক্ষে-পভাবগণৈরুচিতানুভাবাঃ শ্লো-

৪২। কা মুনেরপি পরাশরবংশকেতোর্ব্বাব্যা সদা ভুবনরক্ষণবদ্ধকত্রে্তি ॥ বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিস্সগরাদিভি-

৪৩। র্যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং ॥ ষষ্টিম্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদ আক্ষেপ্তা চানুমন্তা

৪৪। চ তান্যেব নরকে বসেৎ ॥ স্বদত্তাম্পর(+দ+)ত্তাম্বা যো হরেত বসুন্ধরাং স বিষ্ঠায়াঙ্কৃমিভূর্ত্বা পিতৃভিস্সহ পচ্যতে ॥

৪৫। বিভাগশ্চায়ং ভগবতো রত্নত্রয়স্য রঙ্কুপ্রোতকস্তত্রার্দ্ধপাটকো ভিক্ষদস্য খড্ডোব্বালোকা ব্রাহ্মণার্য্যাণাং ভিক্ষ-

৪৬। দস্য তত্রাপি পঞ্চপাটকাঃ করলকোট্টপাটকদ্বয়ঞ্চ ভোক্তৃণাম্ব্রাহ্মণানা-মেয়ানি পদানি চ ভট্টদিবাকর

৪৭। তস্য পঞ্চপদানি ॥ ভট্টভুবঃ প ৫ ॥[৭] ভট্টবৎসঃ প ৫। বলীবর্দ্দযশাঃ বৃষভযশাস্তয়োঃ প ৫ ॥ ভট্টভদ্রঃ প ৫

৪৮। ॥ ভট্টললিতঃ প ৫ ॥ কুরমণঃ প ৫। আলোকঃ প ৫ ॥ বলীবর্দ্দচন্দ্রঃ প ৩। চন্দ্রস্বামিনঃ প ২। সাধারণঘো-

৪৯। ষঃ প ২ ॥ পশুপতেঃ প ৫ ॥

৭। খড়্গ-শাসনের দ্বিতীয় খণ্ডে মাস-তারিখের দ্বিতীয় অঙ্কের সহিত বর্ত্তমান সংখ্যাঙ্কটির মিল আছে। ৺গঙ্গামোহন লস্কর তাহা ৫ পড়িয়াছিলেন। ডক্টর বসাকের মতে ৫ কিম্বা ৮।

ব্যাখ্যা ও আলোচনা :—এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শাসনলিপি হইতে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া বাঙ্গলার প্রাচীন ইতিহাসের এক তমোময় যুগের উপর মূল্যবান্ আলোকপাত করিয়াছে। আমরা অতিসংক্ষেপে তাহার আলোচনা সূচিত করিতেছি। সর্ব্বাগ্রে ইহার কালনির্ণয় আবশ্যক। ত্রিপুরার লোকনাথ-শাসন রচনাকালে (৬৬৩-৪ খ্রীঃ) রাত-শাসনোক্ত শ্রীধারণের পিতা জীবধারণ জীবিত ছিলেন। সুতরাং শ্রীধারণের অষ্টম রাজ্যাঙ্ক কিছুতেই ৬৭৫ সনের পূর্ব্বে যাইবে না। শ্রীধারণের পুত্র যুবরাজ বলধারণ তৎকালে 'প্রবয়াঃ' (১৬ পঙ্‌ক্তি) অর্থাৎ প্রবীণ বয়স্ক এবং তদীয় 'সন্ততি'গণও নায়কোচিত গুণসম্পদে বর্দ্ধমান ছিল (১৭ পঙ্‌ক্তি)। সুতরাং রাতলিপির কাল নিঃসন্দেহে প্রায় ৭০০ সন নির্ণয় করা যায়, কিছু পরেও হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বে নহে। রাতলিপির জ-অক্ষরের রূপ লোকনাথ-লিপির পরবর্ত্তী। পক্ষান্তরে ইহা এখন নিঃসন্দেহে অবধারণ করা যায় যে, খড়্গবংশীয় দেবখড়্গ রাতবংশের পরবর্ত্তী। খড়্গশাসনের আ-কার, ই-কার, ঈ-কার, ঐ-কার, জকার প্রভৃতির রূপ নিশ্চিতই রাতলিপির পরবর্ত্তী। রাতশাসনের আবিষ্কারের ফলে দেবখড়্গের কালনির্দ্দেশ ৭৫০ সনের পূর্ব্বে হয় না। এতদনুসারে সেঙ্-চি-বর্ণিত সমতটেশ্বর 'রাজভটে'র সহিত দেবখড়্গের পুত্র 'রাজরাজভটে'র অভেদকল্পনা সর্ব্বাংশে পরিত্যাগ করিতে হইবে। পূর্ব্বে যাঁহারা বিচারপূর্ব্বক ইহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতই সমীচীন প্রতিপন্ন হইতেছে। সেঙ্-চির মতে সমতটাধিপতির নাম ছিল Hoh-lo she-po-t'a অর্থাৎ 'হর্ষভট'—ইহা কেন 'রাজভট'রূপে পরিবর্ত্তনীয়, আমরা ঠিক বুঝি না। আর, রাজভটের সহিতও রাজরাজভট্টের কোনই সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। প্রথম খড়্গশাসনে ভূমিদান "রাজরাজভট্টস্যায়ুষ্কামার্থং" (১৩ পঙ্‌ক্তি) হইয়াছিল। ইহার একমাত্র সমীচীন ব্যাখ্যা এই যে, ধর্ম্মশীল লেখক পুরদাস যুবরাজের প্রতি স্নেহ-গৌরব সূচনার জন্য 'ভট্টারক' কিম্বা নাটকীয় 'ভট্টিনী' পদের ন্যায় ভট্ট পদ প্রয়োগ করিয়াছেন—ইহা কিছুতেই যুবরাজের নামের অংশ হইতে পারে না। সুতরাং সেঙ্-চির হর্ষভট কিম্বা রাজভটের সহিত উক্ত যুবরাজের কোনই সম্পর্ক নাই। উভয়ে অভিন্ন হইলে দ্বিতীয় শাসনে "তৎসুতো রাজভট্টঃ" না লিখিয়া "তৎসুতো রাজরাজঃ" লিখিত হইত না (৬-৭ পঙ্‌ক্তি)। লোকনাথের ন্যায় দেবখড়্গও এক 'বৃহৎ পরমেশ্বরে"র উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং উভয়েই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত। রাত-শাসনের সহিত তুলনায় খড়্গশাসনের মুদ্রা, রচনা, লিপিলেখা প্রভৃতি সবই নিকৃষ্ট এবং ভ্রমসঙ্কুল। এতদ্দ্বারাও উভয় বংশের তারতম্য এবং রাত-বংশেরই সর্ব্ববিষয়ে উৎকর্ষ সূচিত হয়।[৮]

৮। রাজভটের মায়া কাটাইতে না পারায় ডক্‌টর সরকারের সমস্ত প্রবন্ধটি প্রমাদগ্রস্ত ও শিথিল-যুক্তি হইয়াছে। একবার লিখিলেন, খড়্গবংশের রাজত্বকাল ৭ম শতাব্দীর শেষে ও ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে, এই মতই 'সমীচীন' (পৃ ৩৭০)। আবার লিখিলেন,

আমরা স্থানীয় অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম, লোকনাথ-শাসনটি ত্রিপুরাধিপতির জমীদারীর ম্যানেজার Mcminn সাহেব ময়নামতীর Settlement Camp হইতে আনিয়া কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠাইয়াছিলেন। সুতরাং ময়নামতী অঞ্চলেই ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উক্ত শাসনদত্ত "অটবীভূখণ্ডে"র পূর্ব্বসীমা 'কণামোটিকাপর্ব্বত' ময়নামতী পাহাড়েরই একটা 'মুড়া' (মোটিকাশব্দের অপভ্রংশ, মুণ্ডশব্দের নহে) হইবে, পার্ব্বত্য ত্রিপুরার কোন মুড়া নহে। কারণ, সীমানির্দ্দেশমধ্যে অন্য কোথায়ও পর্ব্বতের উল্লেখ নাই। ইহা ঠিক হইলে লোকনাথ-শাসনের কিছু কাল পরে জীবধারণের সমতটেশ্বরত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, পূর্ব্বে নহে। শশাঙ্ক-হর্ষ-ভাস্করবর্ম্মার তিরোধানের পর দেশব্যাপী অরাজকতার সময়ে অজ্ঞাতকুলশীল জীবধারণ স্বপ্রতিভাবলে সমতটে আধিপত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন—ইহা একপ্রকার নিশ্চিতরূপেই রাত-লিপি হইতে উদ্ধার করা যায়। কিন্তু কোন কোন 'সামন্ত' ও 'বিষয়পতি'র সহিত তাঁহার সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। সমতটের যে অংশে বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই অংশে সম্ভবতঃ সেঙ্-চির রাজভট জীবধারণের বশ্যতা তখনও স্বীকার না করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

জীবধারণের দুইটি সঙ্ঘর্ষের বিবরণ লোকনাথ-শাসনে প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত শাসনের ৭-৯ শ্লোকের অর্থ পরিস্ফুট নহে। আমরা একটি অভিনব ব্যাখ্যা দিতেছি। ৭ম শ্লোকে লোকনাথের স্তুতিচ্ছলে লিখিত আছে—"যস্মিঞ্ছ্রীপরমেশ্বরস্য বহুশো যাতং ক্ষয়ং সৈনিকং।" এই পরমেশ্বর স্বয়ং জীবধারণ হওয়াই সম্ভব। তিনি বহু সৈন্যক্ষয় করিয়াও অটবীভূখণ্ডের অধিপতি লোকনাথকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। তৎপর, "তুল জ্যে জয়তুঙ্গবর্ষসমরে সদ্যঃপ্রয়োগোর্থিতো" (৮ম শ্লোক, সদ্যঃপ্রয়োগার্থিনাং পাঠ মূলানুগত কিম্বা বিশুদ্ধ নহে বলিয়া মনে হয়) অর্থাৎ জীবধারণ জয়তুঙ্গবর্ষের সহিত সমরে লোকনাথের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং লোকনাথও সদ্যঃ তাহা প্রদান করিয়া তাঁহাকে জয়মণ্ডিত

রাতবংশ ও খড়্গবংশ উভয়ই ৭ম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রাজত্ব করেন (পৃ. ৩৭২) এবং "ই-সিঙের সমতট আগমনের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে খড়্গবংশীয় বৌদ্ধরাজা দেবখড়্গ রাতবংশ দমন করিয়া সমতটে আধিপত্য স্থাপন করেন।" (পৃ. ৩৭৩) অর্থাৎ ই-সিঙের (৬৭১-৯৫) কিছু পূর্ব্বে সেঙ্-চি ও রাজভট, তৎপূর্ব্বে দেবখড়্গ, তৎপূর্ব্বে শ্রীধারণ ও তৎপূর্ব্বে জীবধারণ, সুতরাং ৬৫০ সনের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়েন এবং রাত-খড়্গ সংঘর্ষ তাহা হইলে শশাঙ্ক-হর্ষ-ভাস্করবর্ম্মার জীবদ্দশায়ই সংঘটিত হয়। পরিশেষে ডক্টর সরকার রাতবংশকে খড়্গ-বংশের সামন্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন (পৃ. ৩৭৩)! খড়্গবংশের উন্নত খড়্গের আঘাতে অভিনব রাতবংশের মাথা তুলিবার সাধ্য নাই, "সমতটাদ্যনেকদেশাধিরাজ্য" খড়্গাঘাতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ডক্টর সরকার তাঁহার প্রবন্ধ 'সুদীর্ঘ করিতে' না চাহিয়া (পৃ. ৩৭০।১) মাত্র ৪ পৃষ্ঠায় শেষ করিয়াছেন। তাঁহার এই আত্মসংযমের ফলে আমরা এই জাতীয় অনেক মূল্যবান্ যুক্তিপরম্পরা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

করেন। ফলে, জীবধারণ সন্তুষ্ট হইয়া "যস্মৈ দদৌ স্ববিষয়ং সহ সাধনেন, শ্রীপট্টপ্রাপ্তকরণায় বিহায় যুদ্ধং।" (৯ম শ্লোক) পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কাঁহার কি সাধনং সহ বিষয়দানের অধিকার আছে? "জয়তুঙ্গ" নামে সমতটের অন্তর্গত একটি বিষয় ছিল। কেম্‌ব্রিজের একটি পুথিতে যে সকল বৌদ্ধমূর্ত্তির চিত্র অঙ্কিত আছে, তন্মধ্যে একটির বর্ণনা হইল—"সমতটে জয়তুঙ্গলোকনাথঃ" (Fouche : Iconographie, p. 200)। সুতরাং জয়তুঙ্গবর্ষ ব্যক্তিবিশেষের নাম না ধরিয়া বিষয়ের নামরূপে ধরা যায়। রাত-শাসনের উক্তিবলে ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় যে, জীবধারণের জীবদ্দশায়ই বিষয়পতিদের সহিত ঐরূপ সঙ্ঘর্ষ সম্পূর্ণ শেষ হইয়াছিল এবং সমতটাদি নানা দেশের নিষ্কণ্টক আধিরাজ্য শ্রীধারণ 'পিতৃচরণপ্রসাদে' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লক্ষ্য করিতে হইবে, লোকনাথ-শাসনের 'গজলক্ষ্মী'-মুদ্রায় প্রথম শুধু "কুমারামাত্যাধিকরণস্য" লিখিত ছিল, পরে "লোকনাথস্য" লিখিত হয়। কিন্তু রাতশাসনের মুদ্রায় "শ্রীমৎসমতটেশ্বরপাদানুধ্যাতস্য কুমারামাত্যাধিকরণস্য" অঙ্কিত আছে। রাজার নাম অঙ্কিত ছিল না, পরে লক্ষ্মীর দক্ষিণ পার্শ্বে অতিক্ষুদ্রাক্ষরে "শ্রীশ্রীধারণরাতস্য" কোন প্রকারে উৎকীর্ণ হইয়াছে। অনুমান হয়, গুপ্তসাম্রাজ্য হইতে পৃথক্ হওয়ার পূর্ব্বেকার মুদ্রাই লোকনাথ ব্যবহার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে রাতশাসনের মুদ্রানির্ম্মাণকালে সমতট স্বাধীন হইয়াছে। সুতরাং উভয় শাসনের মধ্যে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

রাতশাসনের রচয়িতার নাম পৃথক্ উল্লিখিত হয় নাই। শাসনটি 'শব্দবিদ্যা'-বিৎ যুবরাজ বলধারণরাতের মুখ হইতে প্রচারিত হইয়াছিল এবং যুবরাজ 'স্ফুটচিত্রবক্তভাষী' ছিলেন (১৮ পঙ্‌ক্তি)। সুতরাং অনুমান হয়, স্বয়ং যুবরাজই শাসনের পাঠ রচনা করিয়াছিলেন। 'পরমবৈষ্ণব' রাজার শাসনারম্ভে দুই শ্লোকে বিষ্ণুবন্দনা আছে। দ্বিতীয় শ্লোকে শ্লেষ অলঙ্কার দ্বারা রাজা শ্রীধারণ ব্যতীত শ্রীধারণ অর্থাৎ লক্ষ্মীধর বিষ্ণুরও বন্দনা আছে। শ্লেষ ও অনুপ্রাসের সহযোগে এই মনোহর আর্য্যাটি গৌড়ীয় রীতির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণরূপে গ্রহণযোগ্য। আবিষ্কৃত অন্যান্য তাম্রশাসনের তুলনায় বর্ত্তমান শাসনের পাঠ ও বিষয় নির্দ্দেশ বৈশিষ্ট্য আছে—ইহাতে তৎকালীন শাসনপদ্ধতির বিভিন্ন বিভাগের একটা স্ফুট চিত্র পাওয়া যায়, যাহা অন্যত্র দুর্লভ। প্রথমতঃ মহাসন্ধিবিগ্রহাধিকারী জয়নাথ রাজাকে নিবেদন করিলেন (১৮-২৪ পঙ্‌ক্তি)—"আমাদের যা কিছু পুণ্যকার্য্য দেবপাদের অনুগ্রহসাপেক্ষ; জন্মে জন্মে অনুজীবির প্রতি পাদীয় বাৎসল্য জানিয়া কিছু ভূমি প্রার্থনা করি, তাহা পাইয়া আমি রত্নত্রয়ের জন্য এবং ব্রাহ্মণার্য্যগণের পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রবর্ত্তনের জন্য বিভাগ করিয়া প্রদান করিব" ('প্রদামিতি' সংশোধন করিয়া 'প্রদদামীতি' কিম্বা 'প্রদাস্যামীতি' পড়িতে হইবে)। শাসনে রত্নত্রয়ের অধিষ্ঠান কোন বিহারের উল্লেখ নাই। জয়নাথ নিঃসন্দেহ বৌদ্ধ ছিলেন এবং বৈষ্ণবরাজার প্রীতির জন্য একসঙ্গে উভয় ধর্ম্মের পুণ্যকার্য্য করিতে চাহিয়াছেন। অনুমান হয়, স্বয়ং জয়নাথই রাজধানীতে বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লক্ষ্য করিতে হইবে, প্রদত্ত ভূমির বিভাগস্থলেও শুধু রত্নত্রয়ই উল্লিখিত হইয়াছে। অথচ ব্রাহ্মণার্য্যগণের নামের সম্পূর্ণ সূচি ও প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ সাবধানে

লিখিত হইয়াছে। রাজা তদীয় কুমারামাত্যগণ (গৌরবে বহুবচন নহে) ও অধিকরণকে আদেশ করিলেন, "এই যুক্তিযুক্ত বিজ্ঞাপনের পর আমরা প্রসন্নচিত্তে ২৫ পাটক ক্ষেত্র দান করিলাম। তোমরা ('যূয়ং' অর্থাৎ কুমারামাত্য ও অধিকরণ) আমাদের কটকের শাসন সহ তপ্ত তাম্রে লিখিয়া তাহা প্রদান কর।" রাজার এই আদেশ অষ্টম সম্বৎসরের শ্রাবণ শুক্লা সপ্তমী তিথিতে পড়িয়া শুনাইয়া প্রচারিত হইলে পর ('শ্রাবিতনির্জাতায়াং') অধিকরণ বিষয়পতিকে ভূমির সীমা নির্দ্দেশ করিতে লিখিলেন এবং তাহার প্রতিলিখিতক (অর্থাৎ উত্তর) পাইয়া সীমা লিপিবদ্ধ হয় (২৭-৪০ পং)। শেষাংশে (৪০-৪৯ পং) দানপালন ও অনুমোদনের বাক্য এবং ভূমির বিভাগ লিখিত হইয়াছে।

রাজার আদেশটি স্পষ্টতঃ তাঁহার 'কটক' অর্থাৎ রাজধানী হইতে প্রচারিত হয়—কটক শব্দের অন্যতম প্রসিদ্ধ অর্থ "সেনায়াং রাজধান্যাং চ" (হেমচন্দ্রের অনেকার্থসংগ্রহ)। এ স্থলে রাজধানীর নাম পরিচয় লিখিত হয় নাই। কুমারামাত্যগণ ও অধিকরণ যে স্থান হইতে বিষয়পতিদ্বয়কে সম্বোধন করিয়াছেন—ক্ষীরোদানদী-পরিবেষ্টিত দেবপর্ব্বত —তাহাই সমতটেশ্বরের কটক অথবা রাজধানী সন্দেহ নাই। রাজার আদেশ তদীয় 'পাদানুধ্যাত' কুমারামাত্য ও অধিকরণ রাজকটক হইতে পৃথক্ স্থানে বসিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এইরূপ কোন সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান তাম্রলিপি হইতে যে সকল নূতন তথ্য পাওয়া যাইতেছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ হইল রাতবংশীয় সমতটাধিপতি ৩ পুরুষের নাম—জীবধারণ (পত্নী বন্ধুদেবী), পুত্র শ্রীধারণ এবং তৎপুত্র যুবরাজ বলধারণ —এবং তদ্ভিন্ন সমতটের তৎকালীন রাজধানীর নাম ও অবস্থান। এই রাজধানীর বর্ণনায় জয়স্কন্ধাবার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শব্দের পরিবর্ত্তে বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম একটি অভিনব পদ প্রযুক্ত হইয়াছে "সর্ব্বতোভদ্রকাং"। সমতটের অন্তর্গত ক্ষীরোদাবেষ্টিত দেবপর্ব্বতের অবস্থান নির্ণয় সহজসাধ্য। কুমিল্লানগরীর পশ্চিমে ১০ মাইলব্যাপী লালমাই-ময়নামতীর অনুচ্চ পাহাড় চারি দিকেই সমতলভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই পাহাড়ের সংলগ্ন পশ্চিম দিকে পাইটকারা পরগণা মধ্যে "ক্ষীর" (অথবা গ্রাম্য ভাষায় 'খিরি') নদীর প্রাচীন খাত এখনও বিদ্যমান আছে। ইহার উৎপত্তিস্থান ও প্রবাহ এখন নূতন করিয়া গবেষণার বিষয় হইয়াছে। প্রবাদ অনুসারে প্রাচীন কালে ইহা একটি বিশাল নদী ছিল এবং সমুদ্রগামী জাহাজ এই নদীর মধ্য দিয়া ময়নামতী পাহাড়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত আসিত। বর্ত্তমানে ইহার ক্ষীণ ধারা বড়কান্তার দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া গৌরীপুরের নিকট মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহাই যে তাম্রশাসনোক্ত "ক্ষীরোদা" নদী, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ স্থানীয় প্রবাদে লুপ্ত নদীটির নামের রূপান্তর "ক্ষীরদ" ছিল (প্রতিভা, ১৩১৯, পৃ. ৬১৮) যে নদীতে শত শত মত্ত মাতঙ্গ নানা তীর্থে অবগাহন করিত, অথচ যাহা সমতটের অন্তর্গত এবং নাম দ্বারাই পার্ব্বত্য গোমতী নদী হইতে পৃথক্, তাহা পার্ব্বত্য ত্রিপুরার অনতিদূরবর্ত্তী অবশ্যই হইবে। এই নদী লালমাই পাহাড়ের পূর্ব্বদিকেও প্রবাহিত ছিল এবং সম্ভবত কোন উপত্যকার মধ্য দিয়া পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়াছিল। লালমাই পাহাড়ের ধ্বংসাবশে

যাঁহারা পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা কেহ কেহ অবগত থাকিতে পারেন যে, ময়নামতী টিলার প্রায় ৩½ মাইল দক্ষিণে পাহাড়ের পূর্ব্ব উপকণ্ঠে "আনন্দরাজার বাড়ী" বলিয়া পরিচিত একটি বিশিষ্ট ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। এই বাড়ীতে আরোহণ করার পথে একটি ক্ষুদ্র খাত পার হইতে হয়—খাতটি ঘুরিয়া রাজবাড়ীর পশ্চিম ধারে গিয়াছে। স্থানীয় লোকে ইহাকেই "ক্ষীর" নদী বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সুতরাং "আনন্দরাজার বাড়ী"র ধ্বংসাবশেষই পূর্ব্বকালে দেবপর্ব্বত বলিয়া পরিচিত ছিল বুঝা যায়। ইহার আশ্চর্য্য-জনক সমর্থন পাওয়া যায়। বর্ত্তমান শাসনে দেবপর্ব্বতকে "সর্ব্বতোভদ্রক" নামে পরিচিত করা হইয়াছে। মানসার-গ্রন্থানুসারে (৯ম অধ্যায়) "সর্ব্বতোভদ্র" অষ্টবিধ গ্রামের অন্যতম। অমরকোষে (২।২।১০) ইহা একপ্রকার রাজভবন এবং টীকাকার সর্ব্বানন্দের মতে তাহা "বিহারাকৃতি"। বরাহমতে ইহা চতুর্দ্বার-সমন্বিত, আলিন্দযুক্ত এবং "সমন্ততো বাস্ত"। ভোজরাজের যুক্তিকল্পতরুতে "ভবিষ্যোত্তর" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত রাজানুসারে দ্বাদশবিধ রাজ-গৃহের অন্যতম সর্ব্বতোভদ্রের এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ—

> দ্বৌ রাজহস্তাবায়ামে পরিণাহে তথৈব চ।
> ইত্যয়ং সর্ব্বতোভদ্রঃ শুক্রশ্চাস্যাধিদেবতা ॥
> দানবা রক্ষকাশ্চৈব পূজ্যাস্তে চাত্র যত্নতঃ।
> চতুর্দ্দশাস্য দ্বারাণি কৃষ্ণচিত্রাবৃতানি চ ॥
> পীতপট্টাবৃতো হ্যেষঃ সর্ব্বানিষ্টবিনাশনঃ।
> অত্র স্থিত্বা মহীপালঃ সর্ব্বান্ শত্রূন্ নিকৃন্ততি ॥

(যুক্তিকল্পতরু, ১ম সং, পৃ. ৩৮-৯)

দেবপর্ব্বত নামক কটককে "সর্ব্বতোভদ্রক" বলার তাৎপর্য্য এই যে, ইহা সমান দীর্ঘ প্রস্থ তাদৃশ "সর্ব্বতোভদ্র" গৃহময় ছিল, কিম্বা ইহা দেখিতে সর্ব্বতোভদ্রের মত ছিল। পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাই সমীচীন। বিগত যুদ্ধের সময় লালমাই পাহাড়ের বহু মুড়া ইষ্টকরাশির জন্য খনিত হয় এবং তাহার ফলে কয়েকটি ধ্বংসাবশেষের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে। "আনন্দ রাজার বাড়ী"টি এই প্রকারে একটি সর্ব্বতোভদ্র-জাতীয় বিরাট্ বৌদ্ধবিহার ছিল বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। (B. C. Law Volume, Part II, Poona, p. 220 দ্রষ্টব্য) ইহার এক একটি ভুজ প্রায় এক ফার্লঙ্গ অর্থাৎ ৬৫০ ফুট দীর্ঘ।

এই ধ্বংসাবশেষ হইতে আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের বৃষলাঞ্ছন মুদ্রার অনুরূপ বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটি মুদ্রায় "পটিকের্য" লিখিত আছে (ঐ প্রবন্ধের Plate V দ্রষ্টব্য)। অক্ষরগুলি প্রায় রাত-শাসনের লিপির অনুরূপ, কিন্তু ট-কারের আকৃতি বিভিন্ন এবং পরবর্ত্তী। অনুমান হয়, ৮ম শতাব্দীতে রাতবংশের পরে এই অঞ্চল চন্দ্রবংশের অধীনে আসে এবং অভিনব 'দেবপর্ব্বত' নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া 'পটিকের' নাম (পুনঃ)

প্রবর্ত্তিত হয়। পটিকের নগরের নাম বটে—রাতশাসনের প্রমাণবলে অন্ততঃ কিয়ৎকালের জন্য ইহা সমতটমণ্ডলের অন্তর্ভূত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।[৯]

রাত-শাসনের আবিষ্কারের ফলে সমতটের রাজধানী "বড়কান্তা"য় ছিল বলিয়া যে মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাংশে পরিত্যাগ করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, খড়্গাশাসনের 'জয়কর্ম্মান্তবাসকাৎ' পদে কর্ম্মান্ত-শব্দের পূর্ব্বে জয়-শব্দের প্রয়োগদ্বারাই বুঝা যায়, কর্ম্মান্ত শব্দ স্কন্ধাবারের ন্যায় জাতিবাচক পদ, বিক্রমপুরাদির ন্যায় সংজ্ঞাবাচক নহে। দ্বিতীয়তঃ, এক ত্রিপুরা জেলায়ই বড়কান্তা ছাড়া বহু গ্রাম বিদ্যমান আছে, যাহার শেষে 'কান্তা' শব্দ সংযুক্ত আছে। মেহার পরগণায় 'কামতা' নামে জোয়ার ও গ্রাম বিদ্যমান আছে। ঐ অঞ্চলেই একটি গ্রামের নাম 'দেওকান্তা'। লালমাই পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তের নিকটে দুইটি ঠিক্ 'জয়কামতা' গ্রামই বিদ্যমান আছে। তদ্ভিন্ন আশকান্তা, নয়কান্তা প্রভৃতি বহু গ্রামের নাম পাওয়া যায়। যশোহর জেলায় 'কামতা' নামে গ্রাম আছে—৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ রাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সুতরাং 'কর্ম্মান্ত' নামে কোন রাজধানীর অস্তিত্ব প্রমাণসিদ্ধ নহে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রোক্ত কর্ম্মান্ত পদই রাজকীয় শস্যাগার অথবা যন্ত্রাগার অর্থে এই সকল গ্রামের নামমধ্যে ঢুকিয়াছে। বড়কাম্তায় আবিষ্কৃত নর্ত্তেশ্বরলিপির 'কর্ম্মান্তপাল' শব্দ ও অর্থশাস্ত্রোক্ত 'কার্ম্মান্তিক' (২।৪।১৬) পদের পর্য্যায়রূপে গ্রহণীয়, কর্ম্মান্তনামক কোন রাজধানীর নাম যুক্ত নহে।

যে গ্রামে তাম্রশাসনটি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা "দোল্লাই" নামক পরগণার অন্তর্গত। এই পরগণাটি এখনও স্থানে স্থানে জলাভূমিতে পরিপূর্ণ এবং শাসনের সীমানির্দ্দেশ অংশে যেরূপ নৌ-ঘটিত শব্দের বাহুল্য তদ্দারা বুঝা যায়, প্রদত্ত ভূমি এই পরগণারই অন্তর্ভূত ছিল। প্রাচীন দলীলপত্রে পরগণার নাম "দোল্লাই" কিম্বা "ডোর্ল্লাই"রূপে লিখিত পাওয়া যায়। ১০৮২ হিজরি সনের সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের এক সনদেও "দোর্‌লাই" (Dorlai) নাম

৯। ডক্টর সরকারের মতে শাসনোক্ত দেবপর্ব্বত সমতটের রাজধানী নহে, পরন্তু তাহার অন্তর্গত প্রদেশবিশেষের শাসনকেন্দ্র মাত্র (পৃ. ৩৭১) কিম্বা একটি গিরিদুর্গ। পার্ব্বত্য ত্রিপুরার "দেবতামুড়া"র সহিত ইহার অভেদ কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু নিবিড় পার্ব্বত্য অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, গোমতী নদীর (ক্ষীরোদানদীর নহে) তটস্থ (কিন্তু তদ্দারা পরিবেষ্টিত নহে) দেবতামুড়া সমতটের অন্তর্গত দেবপর্ব্বত কোন প্রকারেই হইতে পারে না। সমতটের সমতটত্বই একান্তভাবে নষ্ট হইয়া যায় এবং হিউএন-সেঙ্ প্রভৃতি প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। তাঁহার প্রবন্ধে ত্রিপুরাধিপতি অমরমাণিক্য (১৫৯৭—১৬১১) ও ধন্যমাণিক্যের (১৪৩৯—১৫১৫, ধনমাণিক্য নহে) নাম ও রাজত্বকাল উল্লেখ করার (পৃ. ৩৭১ ও ৩৭৩) কোনই সার্থকতা ছিল না, তদ্দারা ত্রিপুরার ইতিহাস সম্বন্ধে কেবল অজ্ঞতাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। অভিষেকমুদ্রাদির প্রমাণবলে ঐ দুই রাজার রাজত্বকাল যথাক্রমে ১৫৭৭—৮৬ এবং ১৪৯০—১৫২৫ সন বহু পূর্ব্বেই নির্ণীত হইয়াছে।

গৃহীত হইয়াছে। সরকার সোণারগাঁর অন্তর্গত এই প্রাচীন পরগণার নাম আইন্-ই-আকবরীতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ পরগণার অন্যতম আদি জমীদার "দিলাওয়ার খাঁর" নামানুসারে ইহা "দিলাওয়ারপুর" নামে পরিচিত ছিল কিম্বা সংলগ্ন "নারায়ণপুর" পরগণার কুক্ষিগত হইয়াছিল। দোল্লাই নামটি প্রাক্‌মুসলমান যুগের প্রাচীন নাম বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান শাসনে একটি বিষয়ের (অর্থাৎ পরগণার) নাম আছে "পটলায়িকা"। ১১৫৬ শকাব্দীয় দামোদরদেবের মেহার-শাসনে "সমতটমণ্ডলান্তর্গত পরণায়ি-বিষয়" পটলাইকা হইতে অভিন্ন সন্দেহ নাই। মেহারশাসনে ল ও ণ দেখিতে প্রায় একরূপ—সুতরাং 'পরলায়ি' পাঠই বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। পটলায়িকা হইতে "পোর্লাই" এবং তাহা হইতে বর্ণবিকারদ্বারা দোর্লাই হওয়া অসম্ভব নহে। অপর বিষয়ের নাম "গুপ্তীনাটন"। সিংহেরগাঁও পরগণার অন্তর্গত "গুপ্টী" গ্রাম হয় ত তাহার স্মৃতি বহন করিতেছে। কৈলাইনের অনতিদূরে "আড্ডা" অথবা "আড্যা" গ্রাম ও তৎসংলগ্ন একটি খাল আব্বাগঙ্গা হইতে অভিন্ন মনে হয়। শাসনোল্লিখিত অন্যান্য নাম এখনও বাচিয়া আছে কি না, স্থানীয় গবেষণা-সাপেক্ষ।

সীমানির্দ্দেশের দুই স্থলে "দণ্ডানাং প্রাপিণাং" এবং "বপ্‌যশঃ প্রাপিণাং" পাটকের বিশেষণরূপে পাওয়া যায়। দেবখড়্গের দ্বিতীয় শাসনেও দুই স্থলে (বুদ্ধমণ্ডপপ্রাপি ও চাটপ্রাপি) এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ বর্ত্তমানে তত্তৎস্থান পর্য্যন্ত ব্যাপী (reaching up to) না করিয়া তত্তৎব্যক্তি কিম্বা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য করাই সমীচীন। শাসনের শেষে ১৩ জন দানীয় ব্রাহ্মণের নাম আছে—নামগুলি বৈচিত্র্যপূর্ণ। ৫ জন ভট্ট উপাধিধারী অর্থাৎ কৃতবিদ্য। পূর্ব্ববঙ্গের পূর্ব্বপ্রান্তে ঐ স্বাধীন যুগে ব্রাহ্মণের মধ্যেও John Bullএর অভাব ছিল না। বলীবর্দ্দযশাঃ, বৃষভযশাঃ ও বলীবর্দ্দচন্দ্র তিনটি বিচিত্র নাম বটে। ব্রাহ্মণের মধ্যে সাধারণ ঘোষ নামটিও অসাধারণ। বাঙ্গালীর সাধের 'বড়বাবু'র পদটিও "মহাকায়স্থ"রূপে ঐ প্রাচীন যুগেও প্রচলিত ছিল (৩৮ পঙ্‌ক্তি)। ব্রাহ্মণদের প্রাপ্যাংশের বিবরণমধ্যে 'পদ' নামক (ভূমি-) পরিমাণের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। তের জন ব্রাহ্মণের 'নেয়' মোট পদসংখ্যা ৫২। ইহার সহিত পাটকের কিরূপ সম্বন্ধ বুঝা যায় না। 'নেয়' পদদ্বারা ভূমিপরিমাণ না বুঝাইয়া লাভাংশও বুঝাইতে পারে। সীমানির্দ্দেশমধ্যে "অর্দ্ধত্রিকশতকুলপুত্রকানাং" একটি অদ্ভুত পদ দুই বার উল্লিখিত হইয়াছে। বোধ হয়, কুলপতির অধীন কুলপুত্রক অর্থাৎ সম্ভ্রান্তবংশীয় মাণবকদের জন্য পৃথক্ প্রতিষ্ঠান ও ভূদানের সূচনা ইহাতে পাওয়া যায়। সীমানির্দ্দেশ মধ্যে 'স্বতাম্র' (অর্থাৎ স্বকীয় তাম্রশাসন দ্বারা প্রদত্ত ভূমি) প্রভৃতির সঙ্গে এক স্থলে 'তীরদেশীয়-তাম্রের উল্লেখ আছে। ইহা স্বতাম্র অর্থাৎ সমতটেশ্বর-প্রদত্ত শাসন হইতে পৃথক্ ধরিতে হইবে। 'তীরদেশ' তাহা হইলে সমতট হইতে পৃথক্ বলিতে হয়, যদিও "সমতটাদ্যনেক-দেশাধিরাজ্য" বিশেষণ হইতে শ্রীধারণের ঐ দেশের উপর সাময়িক আধিপত্য সূচিত হয়। তৎকালে লৌহিত্য নদই সমতট অঞ্চলের প্রধান নদী এবং তাহার উভয় তীর লইয়া একটি

পৃথক্ 'দেশ' বা রাজ্যের অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। হর্ষ-শশাঙ্ক-ভাস্করবর্ম্মার অব্যবহিত পরবর্ত্তী অরাজকতার কালে সমতটের বিভিন্ন অংশ কিয়ৎকাল স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল বুঝা যায়। এই সময়েই সম্ভবতঃ হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি সমতট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ভূমির বিভাগ স্থলে "ভিক্ষদে"র নাম দুই বার উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ব্যক্তিবিশেষের নাম না হইয়া একটি রাজকীয় কর্ম্মচারীর পদ বলিয়া মনে হয়। ভিক্ষ্ ধাতুর এক অর্থ লাভ—যিনি দানভাজন ব্যক্তিদের লভ্যাংশ বিভাগ করিয়া বিতরণ করিতেন, তাঁহাকেই সম্ভবতঃ ভিক্ষদ-পদে অভিহিত করা হইয়াছে এবং প্রদত্ত ভূমির একটি বিশিষ্ট অংশ তাঁহার বৃত্তিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান শাসনোক্ত রাজবংশের 'রাত' উপাধিটি অভিনব। বাঙ্গালার কায়স্থ-সমাজে 'রাউত' ও 'রাহা' উপাধি বিদ্যমান আছে, ত্রিপুরা জেলায়ও পাওয়া যায়। ইহাই রাত-বংশের পরিণতি কি না বিবেচ্য।

মোট ২৫ পাটক ক্ষেত্রের মধ্যে ১৮ পাটক 'দণ্ডানাং' অর্থাৎ দণ্ডাধিকারীদের 'প্রাপি' অর্থাৎ প্রাপ্য ছিল—দণ্ডজয়সেন শব্দেও (৩৩ পং) দণ্ডাধিকারী পদই সংক্ষেপে দণ্ডরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ৫ পাটক বপ্পযশঃ নামক ব্যক্তিবিশেষের প্রাপ্য ছিল এবং অবশিষ্ট ২ পাটক 'বহিঃক্ষেত্র' অর্থাৎ কাহারও প্রাপ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল না। এক পাটকের পরিমাণ বৈন্যগুপ্ত-শাসনোক্ত প্রমাণবলে ৪০ দ্রোণাবাপ অর্থাৎ দ্রোণ। পূর্ব্ববঙ্গে কুল্যবাপের প্রয়োগ নাই এবং কোন শাসনেও পাওয়া যায় নাই। গুপ্তীনাটন বিষয়ে অবস্থিত মোট ২৩ পাটক ভূমির বর্ণনায় খাড়োব্বা, রঙ্কুপৌত্তক প্রভৃতি আপাততঃ গ্রামনাম বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বিভাগস্থলে রঙ্কুপ্রোতক ও খড্ডোব্বালোকাঃ যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে গ্রামনাম না হইয়া শস্যক্ষেত্রের বর্ণনাত্মক কি না সন্দেহ হয়। সীমা বর্ণনায় নৌ-ঘটিত শব্দের প্রাচুর্য্য দেখিয়া মনে হয়, প্রদত্ত ভূমি 'বিল্ল'জাতীয় নিম্নক্ষেত্রই ছিল। দোল্লাই পরগণার স্থানে স্থানে এখনও এইরূপ বিল ও জলাভূমি বিদ্যমান আছে।[১০]

১০। ডক্টর সরকারের প্রবন্ধে বহুতর নিষ্প্রমাণ উক্তি স্থান লাভ করিয়াছে। ইহাদের সকলের স্বরূপপ্রকাশ ও আলোচনা অনাবশ্যক। কিরূপ অনবহিত চিত্তে তিনি লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, তাহার একটি মাত্র নিদর্শন প্রদর্শিত হইল। তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন—"শীলভদ্র সমতটের যে ব্রাহ্মণ রাজবংশে জন্মিয়াছিলেন, উহাই কি কইলান লিপির রাত রাজবংশ?" (পৃ. ৩১২।২) হিউএন্-সঙ্গের সহিত সাক্ষাৎকালে শীলভদ্র অতিবৃদ্ধ ছিলেন, কোন কোন চীনদেশীয় প্রামাণিক উক্তি অনুসারে তৎকালে তাঁহার বয়স ছিল ১০৬ বৎসর (H. M: Vaisesika Philosophy, 1917, p. 10)। অর্থাৎ তাঁহার জন্মাব্দ প্রায় ৫৩০ সন এবং তিনি রাত-বংশীয় হইলে রাত-শাসন অবশেষে বৈন্যগুপ্তের রাজত্বকালীনই হইয়া পড়ে!

পরিশিষ্ট

বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পর ডক্টর ভট্টশালী মহাশয় (যাঁহার অকস্মাৎ পরলোক-প্রাপ্তিতে বাঙ্গালার শিক্ষিতসমাজ আজ শোকগ্রস্ত) রাতশাসন সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ মুদ্রিত করিয়াছেন (I. H. Q., Vol. XXII, pp. 169-71)।[১১] তন্মধ্যে কতিপয় অভিনব মতবাদ বিবৃত হইয়াছে। আমরা সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিতেছি। লোকনাথশাসনের কালনির্দ্দেশস্থলে তিনি "দ্বিশতাধিকে" পাঠ আবিষ্কার করিয়াছেন। অর্থাৎ উক্ত শাসন ২৪৪ গুপ্তাব্দে (৫৬৩-৪ খ্রীঃ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল। শাসনোক্ত 'সুব্বুঙ্গ' বিষয় তাঁহার মতে বর্ত্তমান কাছার অঞ্চল এবং কামরূপাধিপতি ভূতিবর্ম্মাই (ভাস্করবর্ম্মার বৃদ্ধপ্রপিতামহ) সম্ভবতঃ লোকনাথের "পরমেশ্বর" ছিলেন। লোকনাথ-শাসনের এই অভিনব কালনির্দ্দেশ ঠিক হইলে ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিতে হইবে। লোকনাথ-শাসনটি বর্ত্তমানে কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। আমরা মূল শাসনে এবং তাহার প্রতিলিপিতে "দ্বিশতাধিকে" পাঠ উদ্ধার করিতে অসমর্থ। আশা করি, বিশেষজ্ঞগণ শাসনটি পরীক্ষা করিয়া নূতন পাঠোদ্ধারের শুদ্ধাশুদ্ধি ও ফলাফল বিচার করিয়া প্রকাশ করিবেন। অক্ষরতত্ত্বের প্রমাণানুসারে কালনির্দ্দেশ সকল সময়ে নির্ভরযোগ্য না হইলেও রাতশাসনের অক্ষর যে শশাঙ্ক ও ভাস্কর-বর্ম্মার তাম্রশাসনের পূর্ব্ববর্ত্তী কিম্বা সমকালীন নহে, ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভাস্করবর্ম্মার শ জ প্রভৃতি অক্ষর পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং লোকনাথের নূতন কালনির্দ্দেশ সন্দেহনির্ম্মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত রাতশাসন সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত আলোচনার পুনর্বিচার অনাবশ্যক। আর, ভাস্করবর্ম্মার রাজ্যারোহণের মাত্র ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহের রাজত্বকাল নির্দ্দেশ করা যায় না। সুতরাং ভূতিবর্ম্মার বরগঙ্গালিপির সম্বৎ ২৩৪ কিম্বা ২৪৪ গুপ্তাব্দ না হইয়া অভিনব কোন কামরূপাব্দ কি না বিবেচ্য।

১১। আমরা অবগত আছি, রাতশাসন সম্বন্ধে একটি নাতিক্ষুদ্র বাঙ্গলা প্রবন্ধও তিনি "ভারতবর্ষে" প্রকাশের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

রচনাপঞ্জী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

১৮৬১—১৯৩০

'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাসিম,' 'ফিরিঙ্গী বণিক্' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে সুপরিচিত।

১৩০২ সাল (ইং ১৮৯৫) হইতে তিনি মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় রীতিমত ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৩০২ সালে তাঁহার লিখিত "সিরাজদ্দৌলা"র প্রথমাংশ রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'সাধনা'য় (ভাদ্র-কার্ত্তিক) ও "সীতারাম" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্যে' (মাঘ-চৈত্র) প্রকাশিত হয়। অতঃপর তাঁহার রচনার সন্ধান প্রধানতঃ 'সাহিত্য', 'ভারতী', 'প্রদীপ', 'উৎসাহ', 'ঐতিহাসিক চিত্র', 'বঙ্গদর্শন', 'প্রবাসী', 'বঙ্গভাষা', 'মানসী', 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' ও 'ভারতবর্ষে'র পৃষ্ঠায় মিলিবে। মাতৃভাষায় রচিত এই সকল রচনার অতি অল্পমাত্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে; অধিকাংশই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাগুলি একত্র করিয়া একটি সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিলে তাঁহার স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হইবে। এই কার্য্য অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য করিবার আশায় আমরা বিভিন্ন সাময়িক-পত্রের সাহায্যে তাঁহার একটি নির্ভরযোগ্য কালানুক্রমিক রচনাপঞ্জী সঙ্কলন করিয়া দিলাম। এই তালিকাকে কেহ যেন চরম বলিয়া গ্রহণ না করেন; কারণ, সকল রচনার সন্ধান হয় ত আমরা পাই নাই।

১৩০৩,	বৈশাখ	...	'সাহিত্য'	...	কাঙ্গাল হরিনাথ
	ভাদ্র	...	"	...	পৌণ্ড্রবর্দ্ধন
	কার্ত্তিক	...	"	...	মন্বন্তর
	ফাল্গুন	...	"	...	গোলাম হোসেন
	চৈত্র	...	'ভারতী'	...	হস্তলিখিত সাময়িক-পত্র
১৩০৪,	বৈশাখ, শ্রাবণ-আশ্বিন,				
	অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন		'সাহিত্য'	...	রাণী ভবানী
	জ্যৈষ্ঠ	...	"	...	দুর্ভিক্ষ না অন্নকষ্ট?
	কার্ত্তিক	...	"	...	কাজির বিচার
	মাঘ-চৈত্র, বৈশাখ-				
	আষাঢ় ১৩০৫		'প্রদীপ'	...	লাল পল্টন
	মাঘ	...	'উৎসাহ'	...	বাঙ্গালা ভাষার লেখক

১৩০৫,	বৈশাখ, আষাঢ়	'সাহিত্য'	... মহারাজ রামকৃষ্ণ
	আষাঢ় ...	"	... সেকালের 'কলিকাতা গেজেট'
	বৈশাখ ...	'উৎসাহ'	... পুণ্যাহ
	আষাঢ় ...	"	... হেষ্টিংসের শিক্ষানবিশী
	পৌষ-ফাল্গুন ...	'ঐতিহাসিক চিত্র'	... সম্পাদকের নিবেদন
		"	... 'রিয়াজ্-উস্-সালাতিন' (উপক্রমণিকা)
		"	... নবাবিষ্কৃত [মাধাই নগরে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেন দেবের] তাম্রশাসন
	পৌষ ...	'প্রদীপ'	... হিন্দু-সমুদ্রযাত্রা
	জ্যৈষ্ঠ ...	'ভারতী'	... ঢাকা
	আষাঢ় ...	"	... পট্টবস্ত্র
			... প্রসঙ্গ কথা
	শ্রাবণ ...	"	... বস্ত্ররঞ্জন-বিদ্যা
	অগ্রহায়ণ ...	"	... এণ্ডি
১৩০৬,	চৈত্র (১৩০৫)-জ্যৈষ্ঠ	'ঐতিহাসিক চিত্র'	... 'চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত' কবি নবীনচন্দ্র সেনের ভূমিকা সহ (সমালোচনা)
			... তাম্রশাসন সমালোচনা
			... নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন
	আষাঢ়-ভাদ্র ...	"	... নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্য
	জ্যৈষ্ঠ ...	'প্রদীপ'	... বালি দ্বীপের হিন্দুরাজ্য
	মাঘ ...	"	... সেকাল
	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ...	'উৎসাহ'	... খুকুমণির ছড়া (সমালোচনা)
	আষাঢ়-মাঘ ...	"	... শাহ আলম
১৩০৭,	ফাল্গুন ...	'প্রদীপ'	... অল্-বেরুণী
	পৃ. ১৪ ...	'উৎসাহ'	... চৈনিক তীর্থযাত্রী
	পৃ. ৪৩ ...	"	... গুজব
	পৃ. ৯১, ১২৪, ১৮৭	"	... ফা হিয়ান
	পৃ. ২৪২	"	... 'রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' (সমালোচনা)
	পৃ. ৩৪৮	"	... শিক্ষা-সমস্যা
১৩০৮,	ভাদ্র ...	'প্রদীপ'	... 'কথা' (সমালোচনা)
	পৌষ ...	"	'গাজি মিয়ার বস্তানি' (সমালোচনা)

১৩০৮,	মাঘ ও ফাল্গুন	‘প্রদীপ’	… ‘দেবীযুদ্ধ’ (সমালোচনা)
	অগ্রহায়ণ …	‘বঙ্গদর্শন’	… ‘বাঙ্গালার ইতিহাস। নবাবী আমল।’ (সমালোচনা)
	চৈত্র …	”	গৌড়ীয় হিন্দু সাম্রাজ্য। উপক্রমণিকা
	জ্যৈষ্ঠ	”	… বাঙ্গালী
	অগ্রহায়ণ-পৌষ	”	… ‘খিচুড়ী’ (সমালোচনা)
	অগ্রহায়ণ-চৈত্র, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩০৯…	‘প্রবাসী’	… ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ
১৩০৯,	ভাদ্র …	‘উৎসাহ’	… ‘রঙ্গিনী’ (সমালোচনা)
	জ্যৈষ্ঠ …	‘বঙ্গদর্শন’	… গৌড়ের পূর্ব্বকাহিনী
	আষাঢ় …	”	… পঞ্চগৌড়েশ্বর জয়ন্ত
	শ্রাবণ …	”	… পঞ্চ পাল-নরপাল
	ভাদ্র …	”	… যবন
	আশ্বিন …	”	… রাজতরঙ্গিণী
	ভাদ্র …	‘প্রবাসী’	… কপিলবস্তু
	আশ্বিন …	”	… পাটলিপুত্র
	বৈশাখ …	”	… ভারত শিল্প-সম্ভার
১৩১০,	ভাদ্র …	‘সাহিত্য’	… অব্যক্তানুকরণ
	চৈত্র …	”	… মুসলমান-শিক্ষাসমিতি
	ভাদ্র …	‘প্রদীপ’	… ‘রাঘব-বিজয় কাব্য’ সমালোচনা
	ভাদ্র, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ,	‘বঙ্গদর্শন’	… বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়
	পৌষ	”	… শ্রমণ
১৩১১,	বৈশাখ …	‘সাহিত্য’	… কবিকল্পদ্রুম
	জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ	‘বঙ্গদর্শন’	… ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য
	কার্ত্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ১৩১১; জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ১৩১২	”	… রামায়ণের রচনাকাল
	অগ্রহায়ণ …	”	… ব্রাহ্মণ
	কার্ত্তিক …	‘ঐতিহাসিক চিত্র’	… দান-সাগর
	অগ্রহায়ণ …	”	… ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব
১৩১২,	বৈশাখ …	‘বঙ্গদর্শন’	… প্রাচ্য সত্যনিষ্ঠা
	শ্রাবণ …	”	… সাহিত্য ও ব্যাকরণ

১৩১২,	কার্ত্তিক ...	'বঙ্গদর্শন'	... মর্ম্মচ্ছেদ
	পৌষ ...	,,	... নবজীবন
	কার্ত্তিক ...	'ভাণ্ডার'	... প্রশ্নোত্তর (পৃ. ২৬৮)
১৩১৩,	পৌষ ...	'বঙ্গদর্শন'	... সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের বিশেষত্ব
	ভাদ্র ...	'বঙ্গভাষা'	... কাব্য-সমালোচনা
	অগ্রহায়ণ ...	,,	... 'তারাবাই' (সমালোচনা)
	পৌষ-ফাল্গুন ...	,,	... ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ
	বৈশাখ ...	'ভাণ্ডার'	... প্রশ্নোত্তর (পৃ. ৪১)
১৩১৪,	অগ্রহায়ণ-পৌষ	'বঙ্গভাষা'	... কর্পূর-মঞ্জরী
	মাঘ ...	,,	... রামায়ণ-তত্ত্ব
	আষাঢ়, শ্রাবণ, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, চৈত্র ১৩১৪। বৈশাখ-আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্বিন ১৩১৫ ...	'বঙ্গদর্শন'	... গৌড়-কাহিনী
	চৈত্র ...	'প্রবাসী'	... আদিনা
	ভাদ্র ...	,,	... গৌড়-দুর্গ
	শ্রাবণ ...	,,	... গৌড়ীয় ধ্বংসাবশেষ
	আশ্বিন ...	,,	... গৌড়ীয় নগরোপকণ্ঠ
	কার্ত্তিক ...	,,	... পুরাতন মালদহ
	অগ্রহায়ণ ...	,,	... পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সংক্ষিপ্ত পুরাবৃত্ত
	আষাঢ় ...	,,	... লক্ষ্মণাবতী
	মাঘ ...	,,	... হজরত পাণ্ডুয়া
	বৈশাখ ...	'ঐতিহাসিক চিত্র'	... বাঙ্গালীর ইতিহাস
	ভাদ্র-আশ্বিন ...	,,	... খুরশিদ জাঁহানামা
১৩১৫,	আশ্বিন ...	'জাহ্নবী'	... বাঙ্গালীর ইতিহাস
	শ্রাবণ ...	'বঙ্গদর্শন'	... উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন
	কার্ত্তিক ...	,,	... গৌড়-তত্ত্ব
	অগ্রহায়ণ ...	,,	... প্রাচ্য ভারত
	বৈশাখ ...	'প্রবাসী'	... পাণ্ডুয়ার কীর্ত্তিচিহ্ন
	কার্ত্তিক ...	,,	... উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্বসংগ্রহ
	অগ্রহায়ণ ...	,,	... একডালা-দুর্গ
	মাঘ ...	,,	... লক্ষ্মণসেনের পলায়ন-কলঙ্ক
	শ্রাবণ-আশ্বিন ...	'রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্বানুসন্ধান

১৩১৫, মাঘ-চৈত্র 'রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' বাভ্রবী কায়া
১৩১৬, পৌষ-চৈত্র ... 'বঙ্গদর্শন' ... শ্রীমূর্ত্তি-বিবৃতি
মাঘ ... 'প্রবাসী' ... উৎকল-চিত্র
অগ্রহায়ণ ... 'মানসী' ... খণ্ডগিরি
শ্রাবণ-আশ্বিন 'রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিসৎ-পত্রিকা' বোধিসত্ত্ব লোকনাথ
১৩১৭, বৈশাখ ... 'সাহিত্য' ... বঙ্গ-পরিচয়
ভাদ্র ... " ... ধীমানের ভাস্কর্য্য
মাঘ, জ্যৈষ্ঠ (১৩১৮) " ... দেশের কথা
ফাল্গুন ... 'মানসী' ... উদয়গিরি
১৩১৮, কার্ত্তিক ... 'সাহিত্য' ... নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন
চৈত্র ... " ... ভারতীয় শিল্পাদর্শ
শ্রাবণ, ভাদ্র ... 'জাহ্নবী' ... গৌড়-কাহিনী
কার্ত্তিক ... 'মানসী' ... নাট্যাভিনয়
বৈশাখ ... 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন' বিশ্বকর্ম্মা
ভাদ্র, আশ্বিন ... " ... সারনাথ
১৩১৯, বৈশাখ ... 'সাহিত্য' ... ভারতশিল্পের ইতিহাস
জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ। আষাঢ়-
শ্রাবণ, কার্ত্তিক (১৩২০) " ... সাগরিকা
পৌষ ... " ... প্রত্নবিদ্যা
ফাল্গুন ... " ... উড়িষ্যা ও তাহার ধ্বংসাবশেষ
চৈত্র ... " ... গৌড়-কবি সন্ধ্যাকর নন্দী
চৈত্র ... 'মানসী' ... ভারতশিল্পের বর্ণপরিচয়
কার্ত্তিক ... " ... কান্তকবির স্মৃতি-সম্বর্দ্ধনা
১৩২০, বৈশাখ ... 'সাহিত্য' মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন
জ্যৈষ্ঠ ... " ... গৌড়-কবি মনোরথ
... ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন
[প্রশস্তি-পাঠ]
আষাঢ় ... " ... গৌড়-কবি চতুর্ভুজ
... মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ
ভাদ্র ... " ... তন্ত্র-পরিচয়
অগ্রহায়ণ ... " ... ভারত স্থাপত্য
১৩২১, বৈশাখ ... 'সাহিত্য' ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ
আশ্বিন ... " ... মহিষমর্দ্দিনী

১৩২১,	কার্ত্তিক	'সাহিত্য'	ঐতিহাসিক রচনা-কৌতুক
	অগ্রহায়ণ	,,	ঐতিহাসিক রচনা-গরজ
	আষাঢ়	'মানসী'	'পাষাণের কথা' (সমালোচনা)
১৩২৩,	বৈশাখ	'সাহিত্য'	বাঙ্গালীর আদর্শ
	জ্যৈষ্ঠ। অগ্রহায়ণ ১৩২৭	,,	গঙ্গবংশানুচরিতম্
	মাঘ-চৈত্র	,,	বরেন্দ্র-খনন-বিবরণ
	বৈশাখ	'মানসী ও মর্ম্মবাণী'	কলিকাতা অবরোধ
	ফাল্গুন	,,	বাঙ্গালীর জীবন-বসন্তের স্মৃতি-নিদর্শন
	চৈত্র	,,	আলেকজান্দারের অভিযান
	বৈশাখ	'ভারতী'	অন্ধকূপহত্যা
	জ্যৈষ্ঠ	,,	'নূরজহান' (সমালোচনা)
	আষাঢ়	'প্রতিভা'	মধ্যযুগে বঙ্গদেশ
১৩২৪,	আশ্বিন	'সাহিত্য'	সিন্ধু (কবিতা)
	বৈশাখ	'মানসী ও মর্ম্মবাণী'	বৌদ্ধ কলাবিদ্যা
১৩২৭,	ফাল্গুন চৈত্র	'সাহিত্য'	সুরেশ-স্মৃতি
১৩২৮,	বৈশাখ	'সাহিত্য'	কোন্ পথে ?
	কার্ত্তিক	,,	গঙ্গা-দেবী
	চৈত্র	,,	'বাঙ্গালীর বল' (সমালোচনা)
১৩২৯,	শ্রাবণ, ভাদ্র	'সাহিত্য'	ভারত-শিল্পতত্ত্ব
	ফাল্গুন	'ভারতবর্ষ'	ভারত-শিল্পচর্চ্চার নববিধান
	চৈত্র	,,	বঙ্গভাস্কর্য্য-নিদর্শন
	আশ্বিন	,,	ভারত চিত্রচর্চ্চা
১৩৩০,	বৈশাখ	'বঙ্গবাণী'	পাহাড়পুর
	পৌষ	'ভারতবর্ষ'	'পোলাও' (সমালোচনা)
১৩৩১,	১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১	'সচিত্র শিশির'	অর্দ্ধেন্দুশেখর
	ভাদ্র	'প্রাচী'	প্রাচ্যশিল্প সম্বর্দ্ধনা
১৩৩২,	মাঘ	'মানসী ও মর্ম্মবাণী'	শেষ দেখা [জগদিন্দ্রনাথ রায়]
১৩৩৩,	অগ্রহায়ণ	'ভারতবর্ষ'	আতঙ্ক-নিগ্রহ
১৩৩৪,	ফাল্গুন	'মানসী ও মর্ম্মবাণী'	মানব-সভ্যতার আদি উদ্ভব-ক্ষেত্র
১৩৩৫,	কার্ত্তিক	'ভারতবর্ষ'	শাক্যবুদ্ধ—বোধিদ্রুম

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

১৩৩৭,	আষাঢ়	'ভারতবর্ষ'	ভৌগোলিক তথ্য

চৌরপঞ্চাশিকা

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

বঙ্গ সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে অনেকেই 'চৌরপঞ্চাশৎ' বা 'চৌরপঞ্চাশিকা' এই নামের সহিত সুপরিচিত। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর কয়েকটি সংস্করণে সানুবাদ 'চৌরপঞ্চাশৎ' কাব্য ভারতচন্দ্র-রচিত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায়* দেখান হইয়াছে যে, এই সানুবাদ 'চৌরপঞ্চাশৎ' কাব্য ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনন্দকুমার দত্ত শ্রীকাশীনাথ সার্ব্বভৌম-রচিত টীকা অবলম্বনে রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের সহিত এই পুস্তকের কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা এক্ষণে মূল 'চৌরপঞ্চাশৎ' সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

'চৌরপঞ্চাশৎ' বা 'চৌরপঞ্চাশিকা' কাব্য একটী আদিরসাত্মক শ্লোকসমষ্টি। ইহার একটি শ্লোকের সহিত অপর শ্লোকের সম্বন্ধ নাই; অমরুশতক, শৃঙ্গারশতক প্রভৃতি কাব্যের ন্যায় ইহার শ্লোকগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও প্রত্যেকটি অন্যটীর অপেক্ষা না করিয়াই স্বয়ং-সম্পূর্ণ। কোন নায়ক প্রণয়িনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার সহিত অতিবাহিত সুখ-মুহূর্ত্তগুলির বর্ণনা করিতেছেন, ইহাই কাব্যের বিষয়বস্তু।

এই কাব্যের রচয়িতা কে, তাহা লইয়া বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে প্রচলিত 'চৌরপঞ্চাশৎ' কাব্য 'বিদ্যাসুন্দরম্' কাব্যের পরিশিষ্টরূপে প্রচারিত এবং সকল শ্লোকই দ্ব্যর্থবোধক; পণ্ডিতগণ ইহার কালীপক্ষে ও বিদ্যাপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্যত্র ইহাকে 'বিহ্লনকাব্য' নামক একটি আদিরসাত্মক কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস যে, এই 'বিহ্লনকাব্য' বিখ্যাত কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিত বিহ্লনের রচিত। কিন্তু ইহা যে বিহ্লনের নিজের রচিত নহে, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। পূর্ব্বোল্লিখিত 'ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় দেখান হইয়াছে যে, বিহ্লনের জীবনীর সহিত কাব্যে বর্ণিত ঘটনার সামঞ্জস্য করা যায় না। এতদ্ব্যতীত উত্তর-ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত দুইটি বিভিন্ন কাব্যের উপাখ্যানের নায়ক বিহ্লন হইলেও নায়িকা, নায়িকার পিতামাতা, ঘটনাস্থল প্রভৃতি সকলই বিভিন্ন। আমরা পাঠকগণের সুবিধার জন্য সেই বিষয়ের পুনরবতারণা করিতেছি।

উত্তর-ভারতে প্রচলিত 'বিহ্লনকাব্য' নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে মুদ্রিত 'কাব্যমালা'র ত্রয়োদশ গুচ্ছকের অন্তর্গত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে এই ভাবে কাহিনীটী লিখিত আছে :—

---

* ভূমিকার এই অংশ সম্পাদকদ্বয় মল্লিখিত প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপির সাহায্যে রচনা করিয়াছিলেন।

গুর্জ্জরদেশে মহিলপত্তন নামক এক নগরীতে বীরসিংহ নামে এক নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তিনি অবন্তীনৃপতির কন্যা সুতারাকে বিবাহ করিয়া পাটরাণী করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে 'শশিকলা'নাম্নী এক পরম রূপবতী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। রাজা তাঁহাকে সুশিক্ষিতা করিবার জন্য কাশ্মীরবাসী কবি বিহ্লনকে নিযুক্ত করেন। সুপুরুষ বিহ্লনের নিত্য সাহচর্য্যে রাজকুমারী তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হন এবং গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহিতা হন। অন্তঃপুররক্ষিগণ রাজকন্যার এই গোপন প্রেমের কথা জানিতে পারিয়া রাজার কর্ণগোচর করে; কিন্তু রাজা তাহা প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই। পরে কবি স্বয়ং রাজপুরোহিতের নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিয়া রাজার সমীপে রাজকন্যার পাণি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। ক্রুদ্ধ নৃপতি চৌর কবিকে শূলে চড়াইয়া বধ করিতে আদেশ দিলেন। বধ্যভূমিতে নীত হইয়া কবি রাজকন্যার সহিত অতিবাহিত সুখমুহূর্ত্তগুলির কল্পনা করিয়া পঞ্চাশটী শ্লোক রচনা করেন। তাহাই 'চৌরপঞ্চাশৎ' কাব্য।

দাক্ষিণাত্যের কাহিনীটী* এইরূপ,—পঞ্চালদেশে লক্ষ্মীমন্দির নামে এক নগরে মদনাভিরাম নামক এক রাজার 'মন্দারমালা'নাম্নী এক মহিষীর গর্ভে যামিনীপূর্ণতিলকা নাম্নী পরমাসুন্দরী এক কন্যা জন্মে। রাজা কন্যার শিক্ষার নিমিত্ত বিহ্লন নামক এক রূপবান্ পণ্ডিতকে কন্যার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। পাছে কন্যা বিহ্লনের রূপ দেখিয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হন, এই আশঙ্কায় মন্ত্রিগণের পরামর্শে রাজা, শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে এক জবনিকা অন্তরাল করিয়া দিলেন। এবং রাজকন্যাকে বলা হইল, শিক্ষক অন্ধ এবং বিহ্লনকে বলা হইল, ছাত্রী কুষ্ঠরোগগ্রস্তা। একদা পূর্ণিমা-রজনীতে কবি পূর্ণচন্দ্রের শোভা দেখিয়া তদুদ্দেশ্যে এই শ্লোকটী রচনা করিয়া আবৃত্তি করিলেন,—

জাতং সুজন্ম বিফলং ভুবনে নলিন্যাঃ।
দৃষ্টং যয়া ন বিমলং তুহিনাংশুবিম্বং॥

অর্থাৎ, 'নলিনীর পৃথিবীতে জন্মই বৃথা, যেহেতু সে বিমল হিমাংশুবিম্বকে দেখিতে পায় না।' ইহা শুনিয়া রাজকন্যা শ্লোক রচনা করিলেন,—

হৃষ্টানি কোকমিথুনানি ভবন্তি যৈশ্চ
সূর্য্যাংশুভির্জ্জগদিদং নিখিলার্থমেতি।
সম্পূর্ণতাপি শশিনশ্চ হি নিষ্ফলৈব
দৃষ্টা যয়া ন নলিনী পরিপূর্ণরূপা॥

অর্থাৎ, 'যে সূর্য্যাংশু সকল দেখিয়া চক্রবাকমিথুন সকল হৃষ্ট হয়, সেই সূর্য্যকিরণ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ যাহা কিছু সকলই লাভ করে, কিন্তু চন্দ্র সম্পূর্ণ রূপ প্রাপ্ত হইলেও তাহা নিষ্ফল; কারণ, সে পরিপূর্ণরূপা নলিনীকে দেখিতে পায় না।'

---

* উত্তর-ভারতের কয়েকটি পুথিতে এই জবনিকান্তরালস্থ প্রেম-কাহিনীটী অতিরিক্ত শ্লোকসংযুক্ত করিয়া কাব্যান্তর্গত করা হইয়াছে।

এই কবিতা শুনিয়া কবি ও রাজকন্যা উভয়েই বুঝিলেন যে, তাঁহারা এত দিন প্রতারিত হইয়াছেন। রাজকন্যা যবনিকা সরাইলেন ও উভয়ে উভয়কে দেখিয়া প্রেমে পড়িলেন। ক্রমে এই প্রেমের কাহিনী রাজার কর্ণগোচর হইল এবং কবির মৃত্যুদণ্ডাদেশ হইল। বধ্য-ভূমিতে কবি 'চৌরপঞ্চাশৎ' রচনা করিলেন।*

সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর কাব্যেও বধ ভূমিতে সুন্দর কর্তৃক 'চৌরপঞ্চাশৎ' রচনার কথা আছে। 'চৌরপঞ্চাশিকা'র বঙ্গদেশীয় টীকাকার শ্রীরাম তর্কবাগীশ এই পঞ্চাশতের আদিতে ও অন্তে কয়েকটী শ্লোক জুড়িয়া দিয়া সংক্ষেপে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের বিষয়বস্তুটী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতেও লিখিত আছে, রাজা সুন্দরকে বধ করিতে উদ্যত হইলে তিনি পঞ্চাশ শ্লোকে বিদ্যার সহিত সুখ বর্ণনাচ্ছলে কালিকার স্তুতি করেন। সেই স্তবে তুষ্ট হইয়া দেবী সুন্দরের জিহ্বায় আশ্রয় করিয়া রাজার মুখ হইতে বলাইয়া দিলেন—'ইনিই বিদ্যার পতি।' সুন্দর তখন রাজাকে বলিলেন,—রাজন্, আপনি আপনার কথা রক্ষা করিয়া ধর্ম্মভাজন হউন। রাজা তখন বিদ্যার সহিত সুন্দরের বিবাহ দিলেন।

পঞ্চাশিকার সকল সংস্করণেই শেষ শ্লোকে নায়িকার পিতার কোন অঙ্গীকারের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে—

"অদ্যাপি নোজ্‌ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
শেষো [কূর্ম্মো] বিভর্তি ধরণীং খলু মস্তকেন [পৃষ্ঠকেন]।
অম্ভোনিধির্বহতি দুঃসহ[দুর্বহ]বাড়বাগ্নিং
অঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥"

বিহ্লন-কাব্যে কিন্তু এই অঙ্গীকারের কথা নাই, কিন্তু বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দরে আছে,—

"প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিনিবে যেই
পতি হবে সেই সে তাহার।"

[ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী, ২১৩]

"প্রতিজ্ঞা করিল এই ভূপতির বালা।
যে জন বিচারে জিনে তারে দিবে মালা॥" [কৃষ্ণরাম]

রামপ্রসাদ বিদ্যার বিষম ধনুকভাঙ্গা পণ ব্যতীত রাজার মুখ দিয়া সুন্দরকে 'জামাই' বলিয়া স্বীকার করাইয়াছেন,—

"রাজা বলে, মিথ্যাবাক্যছলে কায নাই।
মসানে কাটহ শীঘ্র তস্কর জামাই॥"

এই ত গেল চৌরপঞ্চাশতের উৎপত্তির কাহিনী। এখন দেখা যাউক, এই বিহ্লন-রাজকন্যাঘটিত প্রেমের কাহিনীর মূলে কতখানি সত্য আছে। আমরা কবি বিহ্লনকৃত 'বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত' কাব্যের শেষ সর্গ হইতে তাঁহার জীবনীর অনেক বিবরণ জানিতে পারি।

* মল্লিখিত প্রবন্ধ 'বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান' দ্রষ্টব্য ['আজকাল', বাসন্তী সংখ্যা, ১৩৫১]

বিহ্লন কাশ্মীরদেশে প্রবরপুর নগরের নিকটবর্ত্তী খোনমুখগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম জ্যেষ্ঠকলশ ও মাতার নাম নাগাদেবী। কাশ্মীরে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া বিহ্লন কাশ্মীররাজ কলশের রাজত্বকালে (১০৮০-৮৮ খ্রীঃ) দেশ ভ্রমণে নির্গত হন [রাজতরঙ্গিণী, ৭।৯৩৬]। কাশ্মীর হইতে বাহির হইয়া তিনি মথুরা, বৃন্দাবন, কান্যকুব্জ, প্রয়াগ, বারাণসী ও অযোধ্যা পরিদর্শন করেন এবং চেদীরাজ কর্ণের রাজসভায় কবি গঙ্গাধরকে পরাস্ত করেন। বিহ্লনের ধারাধিপতি ভোজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা পূর্ণ হয় নাই।* সোমনাথ দর্শন করিয়া তিনি ভোজের অদর্শনজনিত দুঃখ দূর করেন। বিহ্লন গুর্জ্জররাজধানী অনহিলবাড়ে গিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ সেখানে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেন নাই। কারণ, তিনি গুর্জ্জরদিগের বেশভূষা ও আচারের নিন্দা করিয়াছেন।† এই সময়ে অনহিলবাড়ের রাজা ছিলেন ভীমদেব। বিহ্লন তথা হইতে সমুদ্রপথে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। চালুক্য নৃপতি ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্ল বিহ্লনকে 'বিদ্যাপতি' উপাধি দিয়া তাঁহার সভাকবি করিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ বিহ্লন-কাব্যের 'মহিলপত্তন' যদি 'অনহিলপত্তন' বা 'অনহিলবাড়' হয়, তবে সেই স্থানে বীরসিংহ নামে কোন নরপতি ছিলেন কি না দেখা যাউক। আমরা 'রাসমালা' হইতে জানিতে পারি, অনহিলবাড়ে চাপোৎকটবংশীয় বৈরীসিংহ নামে এক নৃপতি রাজত্ব করিতেন। কিন্তু তিনি ৯২০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। বিক্রমাঙ্ক ত্রিভুবনমল্ল পরমার্ডি ১০৭৮—১১২৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার সভাকবি বিহ্লন বৈরীসিংহের সমসাময়িক হইতে পারেন না।‡ কবি নিজ স্ত্রী সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিতে পারেন না।

বিহ্লন-কাব্যের রচনাকাল নির্দ্দেশের আর একটী প্রমাণ পাওয়া যায়—ইহার অন্তর্গত কয়েকটী শ্লোক হইতে। বিহ্লন ও শশিকলার সুরত-বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি কয়েকটী রতিবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন—(১) সম্পুটিত, (২) পীড়িতক, (৩) পদ্মাসন, (৪) দোলা এবং (৫) নাগরিক। এতদ্‌ব্যতীত 'স্ত্রীনৈপুণং' ও 'পুরুষায়মানা' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা পুরুষায়িত বন্ধসমূহের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে' সম্পুটক, পীড়িতক ও পদ্মাসন বন্ধের উল্লেখ পাই। কিন্তু দোলা বা নাগরিক বন্ধের উল্লেখ বাৎস্যায়নে নাই। বাৎস্যায়ন ব্যতীত লব্ধপ্রতিষ্ঠ কামশাস্ত্রকার হইতেছেন কোক্কোক।

* সম্ভবতঃ সেই সময়ে ভোজ পরলোকগমন করিয়াছিলেন।

† "কক্ষাবন্ধং বিদধতি ন যে সর্বদৈবাবিশুদ্ধাস্তদ্ভাবন্তে কিমপি ভজতে যজ্জুগুপ্সাস্পদত্বম্।
তেষাং মার্গে পরিচয়বশাদর্জিতং গুর্জরাণাং যঃ সন্তাপং শিথিলমকরোৎ সোমনাথং
বিলোক্য॥" [বিক্রমাঙ্কদেবচরিতম্, ১৮।৯৭]

‡ এই প্রসঙ্গে 'ঐতিহাসিক রহস্যে' (১৮৭৯।৩—পৃঃ ৭৪-৫) রামদাস সেন-লিখিত 'বিদ্যাপতি বিহ্লন' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—পত্রিকাধ্যক্ষ।

তাঁহার রতিরহস্যে 'নাগরক'-বন্ধের উল্লেখ আছে, কিন্তু দোলা-বন্ধের উল্লেখ নাই। কোক্কোকের ও রতিরহস্যের রচনাকাল পণ্ডিতগণের মতে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক। পদ্মশ্রী-বিরচিত নাগরসর্ব্বস্ব কামশাস্ত্রের আর একটী প্রাচীন গ্রন্থ। কিন্তু রতিরহস্যের ন্যায় তাহার সমাদর ছিল বলিয়া বোধ হয় না। নাগরসর্ব্বস্বে অবশ্য 'নাগরক' ও 'দোলা' উভয় বন্ধের উল্লেখ আছে। নাগরসর্ব্বস্বের রচনাকাল আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ। রুদ্রকৃত স্মরদীপিকায় নাগরক ও দোলান্বিত-বন্ধের উল্লেখ আছে। রুদ্রকৃত স্মরদীপিকার রচনাকাল ঠিক নির্ণীত না হইলেও দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে নহে। এই সকল হইতে স্পষ্টই মনে হয়, বিহ্লনকাব্য কখনও বিহ্লনের রচিত হইতে পারে না। ইহা বিহ্লনের রচিত হইলে বিহ্লন কামসূত্রেরই মতানুসরণ করিতেন। নাগরসর্ব্বস্ব বা রতিরহস্য প্রভৃতি অর্ব্বাচীন গ্রন্থকে তিনি কখনই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না।

অধিকন্তু বিহ্লন-কাব্যটী একটী কাল্পনিক উপাখ্যান, সুতরাং বিহ্লনের রচিত নহে, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা ইহার প্রথম শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

"ধ্যাত্বা গণেশমখিলাগমসারভূতং
শ্রীশারদাং সুরনমস্কৃতপাদপদ্মাম্।
কিঞ্চিৎ স্বকীয়মতিসংস্ফুরিতেন নব্যং
কাব্যং করোমি বিদুষাং সুখবোধনার্থং ॥"

অর্থাৎ অখিলসারভূত গণেশকে ও সুরগণ কর্ত্তৃক বন্দিত পাদপদ্ম যাঁহার, সেই শারদাকে ধ্যান করিয়া বিদ্বান্‌গণের সুখবোধনার্থ নিজকল্পনাপ্রসূত একটী নব্য কাব্য রচনা করিতেছি। এই স্থানে "কিঞ্চিৎ স্বকীয়মতিসংস্ফুরিতেন" শব্দে এই কাব্যের কাল্পনিকত্ব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'বিহ্লনকাব্য'টী বিহ্লনের রচিত নহে। বিহ্লনের মৃত্যুর পর অপরাপর কয়েকটী কবি তাঁহাকে নায়ক করিয়া বিভিন্ন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন* এবং তাঁহারা 'চৌরপঞ্চাশিকা' নামক ক্ষুদ্র কাব্যটীকে নিজ নিজ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন অথবা চৌরপঞ্চাশতের পরিপূরক হিসাবে 'বিহ্লনকাব্য' বা 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' রচিত হইয়াছিল।

এখন দেখা যাউক, চৌরপঞ্চাশৎ বিহ্লনের রচনা কি না। বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত বিদ্যাসুন্দর নামক সংস্কৃত কাব্যের রচয়িতা বররুচি বলিয়া পরিচিত এবং তিনি আপনাকে বিক্রমাদিত্যের সভাকবি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই বররুচি কে, এ সম্বন্ধে আমরা

* বেঙ্কটেশ্বর ষ্টীম প্রেস হইতে মুদ্রিত রামকৃষ্ণকৃত গুরুপরম্পরাচরিত্রের উত্তরার্দ্ধে (২।১১) কতিপয় শ্লোকে বিহ্লন ও শশিকলার প্রেমকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে কিন্তু 'চৌরপঞ্চাশিকা' নাই।

এখন আলোচনা করিব না।* কারণ, তিনি যিনিই হউন না কেন, 'চৌরপঞ্চাশৎ' তিনি রচনা করেন নাই। ডক্টর সল্‌ফ্‌ কর্তৃক প্রকাশিত 'চৌরপঞ্চাশিকা'র কাশ্মীর-সংস্করণে কাব্যের পরিচয়ে লেখা আছে—"অথ চৌরীসুরতপঞ্চাশিকা পণ্ডিতবিহ্লনকৃতা" এবং প্রারম্ভে দুইটী শ্লোক আছে, তাহার সহিত পঞ্চাশিকার কোন সম্বন্ধ নাই। তাহার দ্বিতীয় শ্লোকটী উদ্ধৃত করিতেছি।

"অয়ি কিমনিশং রাজদ্বারে সমুদ্ধর কন্ধরে
কুবলয়দলস্নিগ্ধে বিমুঞ্চসি লোচনে।
অমররমণীলীলা বল্গদ্‌বিলোচনবাগুরা-
বিষয়পতিতো ন ব্যাবৃত্তিং করিষ্যতি বিহ্লনঃ॥"

ইহা হইতে স্বতঃই মনে হইতে পারে যে, বিহ্লনই এই কাব্যের রচয়িতা এবং তিনি যেন স্বর্গগমনোন্মত্ত হইয়া ইহা রচনা করিয়াছেন। অপর দিকে চৌরপঞ্চাশিকা এই নাম হইতে চৌর নামক কোন ব্যক্তি যে এই কাব্যের রচয়িতা, তাহা মনে করা অযুক্তিসঙ্গত হইবে না। চৌর শব্দের অর্থ তস্কর ধরিয়া সম্ভবতঃ বিহ্লন-কাব্য প্রভৃতি রচনা হইয়াছিল। অথচ চৌর কবি এবং বিহ্লন একই ব্যক্তি নহেন, তাহা মনে করিবার হেতু আছে।

চৌর নামক কোন কবি অতি প্রাচীন কাল হইতে বিখ্যাত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহার নাম আমরা বহু সুভাষিতের সহিত সংযুক্ত দেখিতে পাই এবং জয়দেব তাঁহার প্রসন্ন-রাঘব নাটকের প্রারম্ভে চৌরকবি সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—

"যস্যাশ্চোরশ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপূরো ময়ূরো" ইত্যাদি। চৌরকবি সম্বন্ধে আরও শ্লোক আছে—

'কবিরমরঃ কবিরমরুঃ কবী চোরময়ূরকৌ"

এবং "মাঘশ্চোরো ময়ূরো মুররিপুরপরো ভারবিঃ সারবিদ্যঃ।" এতদ্ব্যতীত ভোজ তাঁহার 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' নামক অলঙ্কারগ্রন্থে পঞ্চাশিকা হইতে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভোজরাজ বিহ্লনের দাক্ষিণাত্য গমনের কিছু পূর্ব্বে সম্ভবতঃ পরলোকগমন করিয়াছিলেন† এবং পণ্ডিতগণ মনে করেন, বিহ্লনের সাহিত্য-সেবার কাল একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ। সুতরাং তিনি বিহ্লনের কাব্য হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত জক্কন নামক এক তেলেগু কবি তাঁহার 'বিক্রমার্কচরিত' নামক কাব্যে কবিপ্রশস্তিতে বিহ্লন ও চৌরকে স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ধনঞ্জয়ের 'দশরূপ' নামক অলঙ্কারগ্রন্থে চৌরপঞ্চাশতের একটী শ্লোক কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে উদ্ধৃত হইয়াছে।‡

* বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান ['আজকাল', বাসন্তী সংখ্যা, ১৩৫১]

† ভোজরাজের রাজ্যকাল ১০১৮—১০৬৩ খ্রীষ্টাব্দ।

‡ ধনঞ্জয় খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

ইহা হইতে প্রমাণ হয়, চৌর কবি ও বিহ্লন এক ব্যক্তি নহেন। দুঃখের বিষয়, চৌর কবি সম্বন্ধে আমরা বর্ত্তমানে ইহার অধিক কিছু জানি না ও তাঁহার রচিত অপর কোন কাব্যের নামও অবগত নহি। তবে তিনি যে বিহ্লনের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এইবার দেখিব, 'চৌরপঞ্চাশৎ' কাব্য কোথায় কি আকারে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ বঙ্গদেশে প্রচারিত সংস্কৃত 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের পরিশিষ্টরূপে আমরা চৌরপঞ্চাশিকার পঞ্চাশটী শ্লোক দেখিতে পাই। ইহার কয়েকটী মাত্র বিভিন্ন বাঙ্গালী কবি তাঁহাদের রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই শ্লোকগুলির দুইটী করিয়া অর্থ করা হইয়াছে এবং তজ্জন্য আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হইয়াছে। বঙ্গদেশে প্রচারিত 'চৌরপঞ্চাশৎ' কাব্যের দুইটী বিখ্যাত টীকার সহিত আমরা পরিচিত। একটীর নাম 'কাব্যসন্দীপনী', তাহা শ্রীরাম তর্কবাগীশ ১৭২৮ শকাব্দে (১৮০৬ খ্রীঃ) রচনা করেন ও অপরটীর রচয়িতা কাশীনাথ সার্ব্বভৌম, তাঁহারই টীকা অনুসারে নন্দকুমার দত্ত চৌরপঞ্চাশতের বাঙ্গলায় কালীপক্ষে ও বিদ্যাপক্ষে কবিতায় ব্যাখ্যা করিয়া ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত গণপতি শর্ম্মা, রামোপাধ্যায় ও বাসবেশ্বর নামক তিনটী অপেক্ষাকৃত প্রাচীন টীকাকারের নাম আমরা জানিতে পারি।

ভারতচন্দ্রের সময় চৌরপঞ্চাশতের এইরূপ দ্ব্যর্থবোধক টীকা বিদ্যমান ছিল। কারণ, তিনি বলিতেছেন—

"চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া
পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অভয়া ভাবিয়া।
শুনি চমকিত লোক শুনি চমকিত লোক
কহিছে ভারত তার গোটাকত শ্লোক॥" [বিদ্যাসুন্দর, পৃ. ১৩৭]

পুনরায়

"লজ্জা পেয়ে বীরসিংহ অধোমুখ হয়।
সভাজন কহে চোর মানুষ ত নয়॥
ভূপতি বুঝিলা মোর বিদ্যারে বর্ণয়।
মহাবিদ্যাস্তুতি করে গুণাকর কয়॥
দুই অর্থ কহি যদি পুথি বেড়ে যায়।
বুঝিবে পণ্ডিত চোরপঞ্চাশী টীকায়॥" [বিদ্যাসুন্দর, পৃ. ১৩৯]

বঙ্গদেশে প্রচলিত চৌরপঞ্চাশৎ ব্যতীত অন্যান্য চৌরপঞ্চাশতে যে পাঠ আছে, তাহার সম্ভবতঃ কেহ এইরূপ দ্ব্যর্থবোধক টীকা করেন নাই।

কাশ্মীর-সংস্করণে সর্ব্বসমেত ৫৩টী শ্লোক আছে। তাহার মধ্যে প্রথম দুইটীর সহিত চৌরপঞ্চাশিকার কোন সম্বন্ধ নাই। অপর দুই সংস্করণে অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দর ও বিহ্লন-

কাব্যান্তর্গত পঞ্চাশিকার শ্লোকগুলির সংখ্যা ৫০। বিভিন্ন পঞ্চাশিকায় বিভিন্ন শ্লোক আছে। তাহার মধ্যে কোন্ শ্লোক কোন্ সংস্করণে আছে, তাহার একটী তুলনামূলক তালিকা দেওয়া গেল।

এই তিনটী সংস্করণের মধ্যে মিলাইলে দেখা যায়, মাত্র পাঁচটী শ্লোক সম্পূর্ণভাবে তিন সংস্করণেই আছে। বঙ্গীয় সংস্করণের তৃতীয় শ্লোকটীর প্রথমার্দ্ধ কাশ্মীর-সংস্করণের ৩৬ শ্লোকের* প্রথমার্দ্ধের সহিত মিলে; এই অংশ বিহ্লন-কাব্যে নাই। অপরার্দ্ধ কাশ্মীর-সংস্করণের পঞ্চম শ্লোকের এবং বিহ্লন-কাব্যের ষষ্ঠ শ্লোকের শেষার্দ্ধ। এই শ্লোকগুলি নিম্নলিখিত ভাবে বিভিন্ন সংস্করণে দৃষ্ট হয়।

(ক)

বঙ্গীয়	১	২	৩	১০	১১	৫০
কাশ্মীর	১	৩	৩৬।৫	৩৫	৩৩	৫৪
বিহ্লন-কাব্য	১	৪	—।৬	৫	৩	৫০

(খ) এতদ্ব্যতীত কাশ্মীর-সংস্করণের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি বঙ্গীয় সংস্করণে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে রহিয়াছে—

কাশ্মীর	৫১	৫২	৩৫	৩৩	৪০	৩৯	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৫৩	৫০	৪৯
বঙ্গীয়	৮	৯.১০	১১	১৬	১৭	১৮	২১	২২	২৪	২৩	২৯	৩৬	৩৭	৪৩	৪৪	৪৬

(গ) সেইরূপ কাশ্মীর-সংস্করণের কতকগুলি শ্লোক বিহ্লনকাব্যে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে দৃষ্ট হয়—

কাশ্মীর	৪	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
বিহ্লনকাব্য	২	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৬	১৪	১৫	১৭	১৮	১৯	২০	২২	২১	২৪	২৩	২৫	২৬

কাশ্মীর	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২
বিহ্লনকাব্য	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩৪	৩২

কাশ্মীর-সংস্করণের ৩৪ এবং ৩৬—৫৩ শ্লোক অপর দুই সংস্করণে নাই। বঙ্গীয় সংস্করণের ৪—৭, ১২—১৫, ১৯, ২০, ২৫—২৮, ৩০—৩৫, ৩৮—৪২, ৪৫ এবং ৪৭—৪৯ শ্লোক অপর দুই সংস্করণে নাই। এবং বিহ্লনকাব্যান্তর্গত পঞ্চাশিকার ৩৩—৪৯ শ্লোক অপর দুই সংস্করণে নাই।

শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের নিকট যে সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের পুথি আছে, তাহাতে চৌরপঞ্চাশতের ৫০টী শ্লোক ব্যতীত বিদ্যার মুখ দিয়া আরও ঐরূপ ৫০টী শ্লোক বলান হইয়াছে। ইহা চৌরপঞ্চাশতের পাণ্টা জবাব। বলা বাহুল্য, এই শ্লোক কয়টীই উক্ত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের আধুনিকতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

---

* আমরা Dr. Salf এর পুস্তকের প্রথম দুইটী শ্লোক বাদ দিয়া হিসাব করিয়াছি। বিহ্লন-কাব্যে পঞ্চাশিকার শ্লোকসংখ্যা ৭৫ হইতে ১২৪।

আমরা এক্ষণে বঙ্গভাষায় রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যগুলিতে উদ্ধৃত চৌরপঞ্চাশতের শ্লোকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। প্রথমতঃ কৃষ্ণরামের কাব্যে চৌরপঞ্চাশতের ৮টী শ্লোক উদ্ধৃত আছে। তাহার মধ্যে প্রথম ও শেষ শ্লোক দুইটী সকল বিদ্যাসুন্দরে ও পঞ্চাশিকায় আছে। প্রথম শ্লোকের শেষ পংক্তিটী "বিদ্যাং প্রমাদগণিতা[গুণিতা বা গলিতা]মিব চিন্তয়ামি [সংস্মরামি]"। ইহা কাশ্মীর সংস্করণের দ্বিতীয় শ্লোকের শেষ পংক্তি। ঐ সংস্করণের প্রথম শ্লোকের শেষ পংক্তি "মদল্লভাং সমদ-হংসগতিং স্মরামি"। এই "বিদ্যা" শব্দ এবং বিহ্লনের "বিদ্যাপতি" উপাধির সহিত 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যান রচনার কোন সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নহে। কৃষ্ণরামের উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকটী ভারতচন্দ্র ব্যতীত অপর দুইটী বিদ্যাসুন্দরে* আছে এবং অন্যান্য পঞ্চাশিকাতেও রহিয়াছে।† কৃষ্ণরাম-উদ্ধৃত তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোক কেবলমাত্র বলরামের বিদ্যাসুন্দরে আছে, অপর বিদ্যাসুন্দরে নাই। কৃষ্ণরামের উদ্ধৃত ষষ্ঠ শ্লোকটী কেবলমাত্র বলরামের কাব্যে আছে, অপর কোন পঞ্চাশিকাতেও ইহা নাই।‡ কৃষ্ণরামের উদ্ধৃত সপ্তম শ্লোকটী বলরাম ও ভারতচন্দ্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্র মাত্র তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। রামপ্রসাদ পাঁচটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—প্রথম ও শেষ শ্লোক, কৃষ্ণরামের উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোক ও বঙ্গীয় সংস্করণের ২৮ ও ৩৩ সংখ্যক শ্লোক। বলরাম কৃষ্ণরাম কর্তৃক উদ্ধৃত আটটী শ্লোক ব্যতীত আরও সাতটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে মুদ্রিত পুস্তকে একটী শ্লোকের অনুবাদমাত্র মুদ্রিত হইয়াছে, শ্লোকটী পুঁথিতে না থাকায় ভ্রষ্ট হইয়াছে।

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে, মূল চৌরপঞ্চাশিকা রচনার পর বহু কবি নিজ নিজ কাব্যে মূলের কয়েকটী শ্লোকের সহিত নিজ নিজ রচিত শ্লোক সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যাসুন্দরের কবি মূল হইতে মাত্র ২০টী শ্লোক লইয়া বাকী ৩০টী দ্ব্যর্থবোধক শ্লোক রচনা করিয়া দিয়াছিলেন এবং উক্ত উদ্ধৃত ২০টী শ্লোকও দ্ব্যর্থবোধক করিবার উদ্দেশ্যে আবশ্যকমত পরিবর্তন করিয়াছিলেন। মূল পঞ্চাশিকা আদিরসাত্মক কবিতা। তাহাতে কালীমাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা আদৌ ছিল না। বিহ্লন-কাব্যের রচয়িতাও অনুরূপভাবে তাঁহার কাব্যের মধ্যে মূল পঞ্চাশতের ৩৪টী শ্লোক লইয়া বাকী ১৬টী শ্লোক স্বয়ং রচনা করিয়া দিয়াছিলেন।

---

* রামপ্রসাদ ও বলরাম।

† "অদ্যাপি তাং শশীমুখীং" ইত্যাদি।

‡ "অদ্যাপি তাং যদি পুনঃ শ্রবণায়তাক্ষীং পশ্যামি দীর্ঘবিরহজ্বলিতাঙ্গযষ্টিম্।
অঙ্গৈরহং সমুপগুহ্য ততোঽতিগাঢ়ং প্রোন্মীলয়ামি নয়নে নতু তাং ত্যজামি॥"

বিদ্যাপতির শিবগীত

[৫৩শ বর্ষের ১ম-২য় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার

কছনী কাছি মৈয়া ভাউরি দেলি।
অঙ্গুঠাক শব্দ মেদনী টরি গেলি॥
ভনহি বিদ্যাপতি কালীক কেলি।
সদা রহব মৈয়া দাহিন ভেলি॥

৮

কোন ফুল হরিঅর কোন ফুল লাল।
কোন ফুল গাঁথব কালী গ্রিবহার॥
বেলি ফুল হরিঅর চমেলী ফুল লাল।
ওঢ়ুল ফুল গাঁথব কালী গ্রিবহার॥
সেহো হার পহিরথু কালিকা দেবি।
সেবকে অশীষ দেথু॥
পহিরি ওঢ়িয় মৈয়া ভয় গেলি ঠায়।
সূর্য্যক জ্যোতি মলিন ভেল জায়॥
ভনহি বিদ্যাপতি কালিক কেলি।
সদা রহব মৈয়া দাহিন ভেলি।

৮। হরিঅর—হরিদ্বর্ণ। ওঢ়ুল—রক্তজবা। পহিরথু—পরুন। দাহিন—দক্ষিণা, দয়ালু।

৯

কনকভূধরশিখরবাসিনি চন্দ্রিকাচয় চারু হাসিনি
দশনকোটি বিকাশবঙ্কিমতুলিতচন্দ্রকলে।
ক্রুদ্ধসুররিপুবলনিপাতিনি মহিষশুম্ভনিশুম্ভঘাতিনি
ভীতভক্তভয়াপনোদনপাটল প্রবলে॥
জয় দেবি দুর্গে দুরিতহারিণি দুর্গমারিবিমর্দ্দকারিণি
ভক্তিনম্রসুরাসুরাধিপমঙ্গলায়তরে।
গগনমণ্ডলগর্ভগাহিনি সমরভূমিষু সিংহবাহিনি

পরশুপাশকৃপাণশায়কশঙ্খচক্রধরে ॥
অষ্টভৈরবীসঙ্গশালিনি স্বকরকৃত্তকপালকদম্বমালিনি
দনুজশোণিতপিশিতবর্দ্ধিতপারণারভসে।
সংসারবন্ধনিদানমেচিনি চন্দ্রভানুকৃশানুলোচিনি
যোগিনীগণগীতশোভিতনৃত্যভূমিরসে ॥
জগতপালনজননমারণরূপকার্য্যসহস্রকারণ
হরিবিরিঞ্চিমহেশশেখরচুম্ব্যমানপদে।
সকলপাপকলাপরিচ্যুতি সুকবিবিদ্যাপতিকৃতস্তুতি
তোষিতে শিবসিংহ ভূপতি কামনাফলদে ॥

৯। কনকভূধর—সুমেরু পর্ব্বত। শায়ক—বাণ। পাটল—পটু। পিশিত—মাংস। দশনকোটি—দন্তপংক্তি। মঙ্গলায়তরে—মঙ্গলের আলয়। জগতবন্ধনিদান—সাংসারিক বন্ধনের মূল কারণ। কৃশানু—অগ্নি। বিরিঞ্চি—ব্রহ্মা। পরিচ্যুতি—মুক্তি।

গঙ্গাস্তব

১০

কত সুখসার পাওল তুঅ তীরে।
ছোড়ৈত নিকট নয়ন বহ নীরে ॥
কর জোড়ি বিনমওঁ বিমলতরঙ্গে।
পুনি দরসন হোয় পুনমতি গঙ্গে ॥
এক অপরাধ ছমব মোর জানী।
পদ পরসল মাতু তুঅ পানী ॥
কি করব জপ তপ যোগ অরু ধেয়ানে।
জনম কৃতারথ একহি সনানে ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সমদৌ তে হি।
অন্তকাল জনু বিসরব মোহি ॥

১০। বহ নীরে—জল বহে। বিনমওঁ—বিনয় করি, প্রার্থনা করি। ছমব—ক্ষমা করিবে। কৃতারথ—কৃতার্থ। সনানে—স্নানে। সমদৌ—প্রার্থনা করি। জনু—না।

১১

সুরসরি সেরি কিছুও ন ভেলা।
পুনমতি গঙ্গা ভগীরথ লয় গেলা ॥
জখন মহাদেব গঙ্গা কয়ল দানে।
সূন ভেল জটা ও মলিন ভেল চানে ॥

উঠবহ বণিয়া তেঁ হাট বজারে।
এহি পথ আওতা সুরসরি ধারে॥
ছোট মোট ভগীরথ ছিতনী কপারে।
সে কোনা লও তাহ সুরসরি ধারে॥
বিগ্যাপতি ভন বিমল তরঙ্গে।
অন্তে শরণ দেব পুনমতি গঙ্গে॥

১১। সুরসরি—সুরসরিৎ, গঙ্গা। পুনমতি—পবিত্র। কয়ল—করিলেন। স্থন—শূন্য। চানে—চন্দ্র। উঠবহ—উঠাও। বণিয়া—বণিক্। আওতা—আসিবে। ধারে—ধারা। ছিতনী কপারে—চেপ্টা মাথা। লও তাহ—লইয়া আসিবে।

১২

পুণিত গঙ্গাজী লয় ভগীরথ বেহাল।
জয় জয় গঙ্গাজীক ধার।
কেও নীপে আগু পাছু কেও পছু আর
ভগীরথ নিপৈত ছথি শিবক দুয়ার।
কেও জোহে অক্ষত চন্দন কেও বেলপাত্ত
ভগীরথ জোহৈত ছথি শিবজীক লাত।
কানি কানি ভগীরথ গঙ্গা মাঁগি লেল।
হাঁসি হাঁসি শিবজীজটা ফোলি দেল।
সমটু সমটু বস্তু সব বানিয়া হো বেকাল
এই বাটে আওতী সুরসরিধার।
ছোট ছথি ভগীরথ ছিতরল কপার
ইয়েহ মুনি লৌতাহ সুরসরিধার।
আগাঁ আগাঁ ভগীরথ দৌড়ল জাথি
পাঁছা পাঁছা সুরসরি সসরল জাথি।
ভনহি বিগ্যাপতি শুনু হে মহেশ
একবের হেরহু মিটত কলেশ।

১২। বেহাল—বিব্রত। নীপে—লোপ। জোহে—জোটায়। লাত—পদ। কানি কানি—কোনওরূপে। ফোলি—খুলিয়া। সমটু—সামলাও। বাটে—পথে। কলেশ—ক্লেশ।

১৩

ব্রহ্মকমণ্ডলুবাসসুবাসিনি সাগরনাগর গৃহবালে।
পাতকমহিষবিদারণকারণ ধৃতকরবালবীচিমালে ॥
জয় গঙ্গে জয় গঙ্গে, শরণাগতভয়ভঙ্গে ॥
সুরমুনিমনুজরচিতপূজোচিতকুসুমবিচিত্রিততীরে।
ত্রিনয়নমৌলিজটাচয়চুম্বনভূতিভূষিতসিতনীরে ॥
হরিপদকমলগলিতমধুসোদরপুণ্যপুণিতসুরলোকে।
প্রবিলসদমরপুরীপদদানবিধানবিনাশিতশোকে ॥
সহজদয়ালুতয়া পাতকিজননরকবিনাশনিপুণে।
রুদ্রসিংহনরপতিবরদায়ক বিদ্যাপতিকবিভণিতগুণে ॥

১৩। সাগরনাগর—সাগররূপী নাগর। বীচি—ঢেউ। মৌলি—মস্তক। ভূতি—বিভূতি। সিত—শুভ্র। সোদর—ন্যায়, মত। প্রবিলসদ্—বিলাসময়।

শিবস্তব

১৪

শিব হো উতরব পার কোন বিধি।
লোঢ়ব কুসুম তোড়ব বিলুপাত, পূজব সদাশিব গৌরীক সাথ।
বসহা চঢ়ল শিব ফিরথি মশান, ভাঙ্গিয়া জঠর দরদ হুঁন জান।
জপ তপ নহি কৈলহু নিত দান, বীত গেলা তিন পণ করইত আন।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনহ মহেশ, নিরধন জানি হরহুঁ কলেস ॥

১৪। উতরব—উত্তীর্ণ হইব। লোঢ়ব—তুলিব। তোড়ব—ছিঁড়িব। বসহা—বৃষভ। ভাঙ্গিয়া জঠর—পেটে ভাঙ্গ; বীত গেলা—অতীত হইয়া গেল। আন—অন্য। কলেস—ক্লেশ।

১৫

শিব শঙ্কর ভোলা।
দুখ মোরা দুরি করু জপব মৈঁ তোরা।
আগরক উথরী চন্দন মুশরা
গৌরা দাই কূটথি ভাঙ্গ ধথুরা ॥
বড়রে জতন শিব সেবলহুঁ তোরা।
লছ অপরাধ ছমা করু মোরা ॥

ভনহি বিদ্যাপতি সুনু জগদম্বা।
এহি কলি যুগ মেঁ তোহিঁ অবলম্বা॥

১৫। আগর—সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ, অগুরু। উখরী—উদূখল। মুশরা—মুষল। গৌরা—গৌরী। দাই—মেয়ে। ধথুরা—ধুতুরা। লছ—লক্ষ। ছমা—ক্ষমা।

১৬

কখন হরব দুঃখ মোর, হে ভোলানাথ।
দুখহি জনম ভেল দুখহি গমায়ব।
সুখ সপনহুঁ নহি ভেল, হে ভোলানাথ।
আছত চানন অগর গঙ্গাজল
বেলপাত তোহি দেব ; হে ভোলানাথ।
যদি ভব সাগর থাহ্ কতহুঁ নহি।
ভৈরব ধরু কর আয়ে, হে ভোলানাথ।
ভন বিদ্যাপতি মোর ভোলানাথ গতি
দেহু অভয় বর মোহি, হে ভোলানাথ।

১৬। গমায়ব—যাপিব। আছত—অক্ষত, ধান। অগর—অগুরু। থাহ—থই। ভৈরব ধরু কর আয়ে—হে ভৈরব, আসিয়া আমার হাত ধর।

১৭

বম বৈদ্যনাথ সিংহেশ্বর ঈশ্বর আর্জী লিজে ঝট দৈ।
দাতা দিগম্বর ওঢ়ত বাঘাম্বর চঢ়ত বয়েলপর ঝট দৈ।
ব্যাল বিশাল শোভন শির উপর গঙ্গা বহত হৈ লট দৈ।
ফিরত মাতঙ্গা ভূতন সঙ্গা চমকত চপলা চট দৈ।
খাক লপেটত জটা বঢ়াওত ডমরু বজাওত পট দৈ।
কুণ্ডী নিকালত সোঁটেসে রগরত পিবত ভাঙ্গ ঘোরি ঘট দৈ।
জো জন তেরা নাম পুকারত রহাঁ চলত হো ঝট দৈ।
করহু কৃপা ভক্তনকে উপর কাটহু সঙ্কট খট দৈ।
ভনহি বিদ্যাপতি সুন শির শঙ্কর একবের হেরহু ঝট দৈ।

১৭। আর্জী—প্রার্থনা। ঝট দৈ—শীঘ্র করিয়া। ওঢ়ত—পরেন। ভূতন—ভূতগণ। খাক লপেটত—ছাই মাখেন। কুণ্ডী—পাথরের বাটি। সোঁটা—ভাঙ্গ ঘোঁটা বেলের ডাল। ঘোরি—ঘুঁটিয়া। পুকারত—ডাকে।

মন্তব্য—এই গানটী আধুনিক ও নিম্নহস্তের রচনা বলিয়া মনে হয়।

১৮

তোঁহ প্রভু ত্রিভুবননাথ।
হে হর হম নিরুদেস অনাথ॥
করম ধরম তপহীনে।
পড়লহ পাপ অধীনে॥
বেড় ভাসল মাঝ ধারে।
ভৈরব ধরু করুয়ারে॥
সায়র সম দুখভারে।
অবহু করিয় প্রতিকারে॥
ভনহি বিদ্যাপতি ভানে।
সঙ্কট করিঅ তরানে॥

১৮। নিরুদেস—নিরুদ্দেশ। বেড়—ভেলা, নৌকা। ধার—স্রোত। ভৈরব—হে মহাদেব। করুয়ার—নৌকার হাল। সায়র—সাগর।

১৯

শিব শঙ্কর হে
ভলি অনুগতি ফল ভেলা।
এতয়ে সঙ্গতি এতি পরতর কোন গতি
মনোরথ মনহি রহুলা।
তোঁহে হোয়ব পরসন পাওব অমোল ধন
জনম বহলি এহি আশে।
যমহু সঙ্কট গুনু উপেখি হলহ জনু
সেওলা হে বড়ে পরয়াসে॥
শ্রবণ নয়ন গেল তনু অরসন ভেল
যদি তোহে হোয়ব পরসনে।
কি করব তহিখনে হয় গজ মণিধনে
ঝখইতে বেয়াকুল মনে॥
ইন চান গণ হরি কমলাসন
সবে পরিহরি হমে দেবা।
ভকত বছল প্রভু বাণ মহেশ্বর
ই জানি কইলি তুঅ সেবা॥

বিত্তাপতি ভন পুরহ হমর মন
ছাড়ও যমক তরাসে।
হরহ হমর দুখ তথিহু তোহর সুখ
সব হোয়ত তুঅ পরসাদে॥

১৯। এতয়ে—এখানে। এতি—এই। পরতর—পরকালে। পরসন—প্রসন্ন। অমোল—অমূল্য। বহলি—বহিল। যমহু সঙ্কট—মৃত্যুকালে। হলহ—যাইও। উপেখি হলহ জনু—উপেক্ষা করিয়া যাইও না। সেওলা—সেবা করিলাম। পরয়াসে—প্রয়াসে। তহিখনে—তখন। ঝখইতে—শোক করিতে। ইন চান গণ—ইন্দ্র, চন্দ্র ও গণপতি। দেবা—দেবতা। বছল—বৎসল। বাণ মহেশ্বর—বাণেশ্বর মহাদেব (ভৈরবা গ্রামস্থিত)। ছাড়ও—ছাড়ুক। তথিহু—তাহাতে।

২০

এ হর গোসাঞি নাথ তোহর শরণ কয়েলওঁ।
কিছু ন ধরব সবে বিসরব পছা জে জত কয়েলওঁ॥
কপট মহ পড়ু কলেরর গিলল মদন গোহে।
ভাল মন্দ সবে কিছু ন গুনল জনম বহল মোহে॥
কয়েল উচিত ভেল অনুচিত মনে মনে পচতাবে।
আবে কি করব শির পয় ধুনব গেল দিন নহি আবে॥
অপথ পথে চরণ চলাওল ভকতি মন দেলা।
পরধনী ধন মানস বাঢ়ল জনম নিফলে গেলা॥
চরিত চাতর মন বেয়াকুল মোর মোর অনুবন্ধা।
পূত কলত্ত সহোদর বন্ধুর অন্তকাল সবে ধন্ধা॥
ভন বিদ্যাপতি সুনহ শঙ্কর কইলি তোহর সেবা।
এতয়ে জে বরু করব ওতয়ে শরণ দেবা॥*

২০। গোসাঞি—গোসাঁই। কয়েলওঁ—করিলাম। ন ধরব—ধরিবে না। সব বিসরব—সব বিস্মৃত হইবে। পছা—পূর্ব্বে। কয়েলওঁ—করিয়াছি। মহ—মধ্যে। গোহে—গ্রাহে, হাঙ্গরে। বহল—বহিয়া গেল। কয়েল—করিলাম। পচতাবে—পশ্চাত্তাপ। পয়—পায়ে। ধুনব—খুঁড়িব। চলাওল—চালাইলাম। ভকতি—ভক্তিতে। পরধনী—পরস্ত্রী। ধন—পরধন। চরিত—চরিত্র। চাতর—চাতুরীতে। অনুবন্ধা—চেষ্টা। পূত—পুত্র। কলত্ত—কলত্র। ধন্ধা—সংশয়। এতয়ে—এখানে, ইহকালে। জে বরু করব—যাহা ভাল বোঝ, তাহা করিও। ওতয়ে—ওখানে, পরকালে।

---

* ভনে বিদ্যাপতি শুন মহেসর ভৈলক আননদেবা। চন্দন দেবিপতি বৈদ্যনাথগতি চরণশরণ মোহি দেবা।—পাঠান্তর।

২১

হর জনি বিসরব মো মমিতা।
হম নর অধম পরম পতিতা॥
তুঅ সন অধম উধার ন দোসর।
হম সম জগ নহি পতিতা॥
যমকে দ্বার জবাব কোন দেব।
জখন বুঝত নিজগুণ কর বতিয়া।
জব যম কিঁকর কোপি উঠাওত।
তখন কে হোত ধর হরিয়া॥
ভন বিদ্যাপতি সুকবি পুনিত মতি।
শঙ্কর বিপরীত বাণী।
অশরণ শরণ চরণ শির নাওল।
দয়া করু দিঅ শূলপাণি॥

২১। জনি—না। মো—আমার প্রতি। মমিতা—মমতা। সন—সমান। অধম উধার—অধমোদ্ধারী। কর বতিয়া—খোঁজ করিয়া। নিজগুণ কর বতিয়া—নিজের গুণের কথা জিজ্ঞাসা করিবে। কিঁকর—কিঙ্কর। ধর হরিয়া—রক্ষক। বিপরীত—বিপরীত স্বভাবের। নাওল—নত করিল।

২২

হে হর জানিনে ভেল গরু দরবার॥
অশরণ শরণ ধয়ল হম তোহি।
তেঁ দিন দিন দুরগতি ভেল মোহি॥
অবলা জানি বিসরল মোর।
ভাঙ্গ খায় সুতলাহ ভোর॥
দাতা হমর সিংহেশ্বর নাথ।
তনিক সেবা কয় ভেল হঁসনাথ॥
ভনহি বিদ্যাপতি সুনহ মহেশ।
আপন সেবককের মেটহ কলেস॥

২২। গরু—গুরু, কঠিন। তেঁ—তাহাতে। খায় খাইয়া। সুতলাহ ভোর—বিভোর হইয়া শুইলেন। তনিক—তাঁহার।

গৌরীর পূর্ব্বরাগ।

২৩

মাটি ভলি জোহিকহু আনলি বাণী।
শম্ভু আরাধয় চললি ভৱানী॥
আক ধুথুর ফুল দেল মোঞে জোহি।
জগত জনমি ডর ছাড়ল মোহি॥
যমকিঙ্কর মোর কি করত অঙ্গে।
রহ অপরাধী বলিয় সঙ্গে॥
জে সব কয়ল হর সবে মোর দোষে।
সে সব কয়ল হর তোহরি ভরোসে॥
ভনই ৱিস্তাপতি শঙ্কর সুনু।
অন্তকাল মোহি বিসরহ জনু॥

২৩। মাটি ভলি—ভাল মাটি। জোহিকহু—খুঁজিয়া। বাণী—সরস্বতী। আক—অর্ক, আকন্দ। ধুথুর—ধুতুরা। জোহি—খুঁজিয়া। মোহি—আমাকে। বলিয়—বলী, শিব। ভরোসে—ভরসায়। জনু—না। রহ…সঙ্গে—আমি অপরাধী হইলেও শিবের সঙ্গেই থাকি। জে সব…ভরোসে—যাহা করিলাম, সব আমার দোষ, সে সব তোমারই ভরসায় করিলাম।

২৪

অঞ্জলি ভরি ফুল তোড়ি লেল আনি।
শম্ভু অরাধয় চললি ভৱানী॥
জাতি যুথী তোড়ল মোঞে আওর বেলপাতে।
উঠিয় মহাদেৱ ভই গেল পরাতে॥
জখন হেরলি হরে তিনিহু নয়নে।
তাহি অৱসর গোরী পীড়লি মদনে॥
করতল কাঁপু কুসুম ছিড়িয়াউ।
ৱিপুল পুলক তনু ৱসন ঝপাউ॥
ভল হর ভল গোরী ভল ব্যবহারে।
জপ তপ দূর গেল মদন ৱিকারে॥
ভনই ৱিস্তাপতি ই রস গাৱে।
হর দরসন গোরী মদন সঁতাৱে॥

২৪। তোড়ি—ছিঁড়িয়া। অরাধয়—আরাধনা করিতে। জাতি, যুথী—পুষ্পবিশেষ। তোড়ল—ছিঁড়িলাম। পরাতে—প্রাতঃকাল। তিনিহু—তিন। পীড়লি—পীড়িতা হইলেন। ছিড়িয়াউ—ছড়াইয়া পড়িল। ঝপাউ—ঢাকা দিলেন। গোরী—গৌরী। সঁতাৱে—সন্তাপিত করিবে।

২৫

মালা গাঁথু হে গৌরী।
বন্তোলা কে পহিরাৱন মালা গাঁথু হে গৌরী।
নহি ঘর হম সুত চরখা কাটল নহিঁ বাঁটল হম ডোরী।
পৈঁচ উধার কহঁা সঁলায়ব নহি ঘর দাম ন কৌড়ী।
একসৌ আঠ রুদ্রকমালা সউঁসে সর্পক ডোরী।
নিগু´ণ বান্হ গেঁট দস বান্হল নাগ ফেঁচকে ভুরী।
মালা গাঁথি কয়ল তৈয়ারী লয় চলু শিরক দুআরী।
পারবতী পতিথিকা শিব শঙ্কর দেখি মাল মুসুকাই।
ভনহিঁ ৱিদ্যাপতি সুনুএ মনাইল ইহো পদথিক নিরবাণী।
জাতি পাঁতি একো নহি হিনকা তীন ভুবন কে জানী।

২৫। পহিরাৱন—পরাইতে। বাঁটল—পাকাইলাম। পৈঁচ উধার—ধার কর্জ্জ। কৌড়ী—কড়ি। সউঁসে—সমস্ত। গেঁট—গ্রন্থি। ফেঁচকে—ফণা। ভুরী—মালার প্রধান গ্রন্থি, যেখানে জপ শেষ হয়। মুসুকাই—হাসিলেন। ইহো…নিরবাণী—ইহা নির্ব্বাণের বা মোক্ষের পদ।

২৬

আজ অকামিক আয়ল ভেখধারী।
ভিখি ভুগুতি লয় চলনি কুমারী॥
ভিখিয়া ন লেয় বঢ়াৱয় রিষি।
বদন নিহারয় বিহুসি হসি॥
এহি ঠাম সখি সঙ্গে নিকহি অছলি।
ৱহি যেগিয়া দেখি মুরুছি পড়লি॥
দূর কর গুণপণ অরে ভেখধারী।
কাঁ দিঠি আওল রাজকুমারী॥
কেও বোল দেখয়ে দেহে জনু কাহু।
কেও বোল ওঝা আনি চাহু॥
কেও বোল যোগী আহি দেহে দহু আনি।
হুনি কি অভয় বরু জীৱও ভৱানী॥
ভনহি ৱিদ্যাপতি অভিমত সেৱা।
চন্দল দেৱী পতি বৈজল দেৱা॥

২৬। ভুগুতি—উপযোগী। রিষি—ঈর্ষা, রাগ। বিহুসি—মুচকি। কাঁ—কেন। দিঠি আওল—দৃষ্টি দিতে আসিল। নিকহি—ভালই। দেহে জনু—দিও না। হুনি কি অভয় বরু—উহার অভয় বরে। চন্দল—চণ্ডী। বৈজল—বৈদ্যনাথ। অভিমত সেৱা—সেবাই আমার অভিমত।

২৭

আগে মাই, আজু আচম্বিত আয় লাহ ভেখধারী ॥
আগে মাই, ভিখি ওনে লেই যোগী মুখহুনে বাজে।
ঘুমে ঘুমি আবে যোগী ধ্যান লগাবে ॥
এহিখন গৌরী হসইত ছলি।
আগে মাই, যোগী মুখ দেখিয়ে খসু মুরছলি ॥
আগে মাই, কেও কহে ওঝা গুণী আনি দেখাও।
কেও কহে যোগী য়হি বাহি নাচাও ॥
ভনহি বিগ্যাপতি সুনিয়ে মনাইনি।
ইহো নহি যোগী থিক ত্রিভুবন দানী ॥

২৭। আগে—ওগো। আগে মাই—মা গো। ভিখি—ভিক্ষা। ঘুমি—ঘুরিয়া। মুখহুনে বাজে—মুখেও (কিছু) বলে না। ধ্যান—মনোযোগ। হসইত ছলি—হাসিতেছিল। খসু মুরছলি—মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বাহি—বাঁধিয়া। মনাইনি—মেনকা।

২৮

এতয় কতয় আয়ল যতি গোরী অছ তপে।
রাজরে কুমারী বেটী ডরব দেখি সাপে ॥
তোড়ব মোয় জটাজুট ফোড়ব বোকানে।
হটল ন মান যতি হোয়ত অপমানে ॥
তিমু নয়ন হর বিষম জর দহমু।
উমা মোরি নমুমি হেরহ জমু ॥
ভনহি বিগ্যাপতি সুন জগমাতা।
ও নহি উমত ত্রিভুবন দাতা ॥

২৮। এতয় কতয়—এখানে কোথায়। অছ—আছে। তোড়ব, ফোড়ব—ছিঁড়িয়া দিব। হোয়ত—হইবে। তিমু—তিন। জর দহমু—জ্বালা জ্বলিতেছে। নমুমি—ছোট মেয়ে। হেরহ জমু—দেখিও না। উমত—উন্মত্ত।

২৯

পাহুন আয়ল ভবানী বাঘছাল।
বইসয় দিঅ আনি ॥
ধসহ চঢ়ল শিব বুঢ় আবে।
ধথুর গজায় ভোজন হনি ভাবে ॥

ভসম বিলপিত অঙ্গে।
জটা বসথি শির স্বরসরি গঙ্গে॥
হাড়মাল ফণিমাল শোভে।
ডমরু বজাও হর যুবতীক লোভে॥
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
ও নহি বুঢ়বা জগত কিসানে॥

২৯। পাহুন—অতিথি। বসহ—বৃষ। চঢ়ল—চড়িয়া। আবে—আসিয়াছে। গজায়—গাঁজা। হুনি—উঁহার। ভাবে—রুচে। জগত কিসানে—জগতের কৃষক, অর্থাৎ জগতের সৃষ্টিকর্তা।

৩০

দৌড়ি দৌড়ি ফিরতি ব্যাকুল গৌরী।
ইহী পথ দেখল যোগী দিগম্বর হে॥
দেখৈত বূঢ় সন বসৈত সভক মন।
হাসি হাসি ডমরু বাজাওত হে॥
দেখলোঁ মৈঁ দেখলোঁ বহীরে কৈলাস রে।
কি ত্রিশূল গলা রুদ্রমালা হে॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি স্বনু গৌরী পারবতী।
শিবজোঁ প্রকট ভেল গৌরীকে ধ্যানে হে॥

৩০। বসৈত সভক মন—সকলের মন বসে অর্থাৎ আকৃষ্ট হয়।

৩১

এ মা কহয়ে মোয় পুছো তোহি।
ওহি তপোবন তপসী ভেটল।
কুসুম তোড়য় দেল মোহি॥
আঁজলি ভরি কুসুম তোড়ল
জে জত অছল জহাঁ।
তিন নয়নে খনে মোহি নিহারয়
বইসলি রহলি জহাঁ॥
গরা গরল নয়ন অনল
শির সোভইনৃহি শশী।
ডিমি ডিমি কর ডমরু বাজয়
এ হে আয়ল তপসী॥

শির সুরসরি ভ্রমু কপালা
হাথ কমণ্ডলু গোটা।
বসহ চঢ়ল আয়ল দিগম্বর
বিভূতি কয়ল ফোঁটা॥
ভন রিষ্যাপতি সামিক নিন্দা
ন কর গৌরী মাতা।
তোহর সামী জগত ঈসর
ভুগুতি মুকুতি দাতা॥

৩১। কহয়ে—কহ, বল। মোয়ঁ—আমি। তোহি—তোমাকে। তোড়য়—ছিঁড়িতে। আঁজলি—অঞ্জলি। নিহারয়—দেখে। গরা—গলায়। সোভইন্হি—শোভা পাইতেছে। বিভূতি—ভস্ম। সামিক—স্বামীর। বইসলি রহলি—বসিয়াছিলাম।

৩২

জোগিয়া এক হম দেখল গে মাই।
অদভুত রূপ মোহি কহলো নে জাই॥
পাঁচ রদন তিন নয়ন রিশালা।
রসন বিহুন ওঢ়ন বাঘছালা॥
শির বহে গঙ্গ তিলক সোভে চন্দা।
হেরিয় সরূপ মেটল দুঃখ দ্বন্দা॥
জাহি জোগিয়া লয় রহলি ভরানী।
সেহ আনল বর কোন গুণ জানি॥*
কুল নাহি শিল নহি তাত ম্যাহতারী।
রয়স দিনক থিক লছ যুগ চারি॥
ভনহি রিষ্যাপতি শুনু মনাইঁনি।
এহো জোগিয়া থিক ত্রিভুরনদানী॥

৩২। কহলো নে জাই—কহা যায় না। বিহুন—বিনা। ওঢ়ন—পরণে। দ্বন্দা—সংশয়। তাত মাহতারী—পিতামাতা। লছ—লক্ষ। মনাইনি—মেনকা।

---

* এই পংক্তির কয়েকটী পাঠান্তর দৃষ্ট হয়—
১। মন আনল বর কোন গুণ জানি। (মন অর্থাৎ মৈনাক)।
২। সেহ জোগিয়া মাই আবি তুলানী। (অর্থাৎ আসিয়া হাজির)।
৩। সেহ জোগিয়া কে আয়ল জানি।
"শুনু মনাইঁনি" স্থলে "শুনু ভবানী" পাঠও আছে।

৩৩

জোগিয়া মন ভারই হে মনাইনি ॥
আয়লা বসহা চঢ়ি বিভূতি লগায় হে।
মন মোর হরলনি ডমরু বজায় রে ॥
সুন্দর গাত অজর পতি সে নাহে।
চিত সোঁ নহি ছুটথি জানথি কিছু টোনা হে ॥
তিনি নয়ন এক অগনিক জ্বালা হে।
মাল তিলক চান ফটিকক মালা রে ॥
ওহে সিংহেশ্বর নাথ থিকা মোর পতি হে।
বিদ্যাপতি কহ মোর গৌরী হর গতি হে ॥

৩৩। ভারই—ভাল লাগে। গাত—গাত্র। অজর পতি—মহাদেব, দেবপতি। নাহে—নাথ। টোনা—গুণ, জাদু। চিত সোঁ……টোনা হে—চিত্ত হইতে ছুটিতেছে না, সে কি কিছু জাদু জানে? তিনি—তিন। অগনিক—আগুনের।

৩৪

বসি ভেলী ভবানী জোগিয়া সঁ নৌরঙ্গিয়া সঁ ॥
ছোটী মোরী গৌরী কহল নহি মানথি।
হাসথি খেলথি সঙ্গ সাথিয়া সঁ ॥
কানথি খিজথি মায় মনাইনি।
কোন যোগ লাগল তপসিয়া সঁ ॥
অন্নো নহি খাথি নিন্দো নহি সুতথি।
কিয়ে বিধি লিখল মোরা ধিয়া সঁ ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি শুনিয়ে মনাইনি।*
গৌরীকে মন বসি বুঢ়রা সঁ ॥

৩৪। বসি ভেলী—মন বসিয়া গেল। নৌরঙ্গিয়া—নবরঙ্গিয়া, রসিক। সঁ—সহিত। কানথি—কাঁদে। খিজথি—শোক করে। নিন্দো—নিদ্রা। নিন্দো নহি সুতথি—নিদ্রা যায় না। ধিয়া—মেয়ে (আদরে), দুলালী। মনাইনি—মেনকা।

---

* সুবংশলাল ভন—ইতি পাঠান্তর।

৩৫

আগে মাই, সুরসরি তীর যোগী এক বৈসল
নাম ছৈন্হি তনিক মহেশ।
তনিকর ঘটনা বেরি বেরি অবইন
কহয়িত রর রর ভেষ ॥
আইহে মাইগণ হে পরোসিন
নারদ লাইয় বজায়।
কি আই হুনকর কুল মূল থিকন্হি
সে সব কহথু বুঝায় ॥
সম্পতি মেঁ এক বূঢ় বড়দ হৈন্হি
দুজে ছৈন্হ ভাঙ্গক ঝোরি।
কে নহি জানথি মহীতল হর থিকা
নহি ছৈন্হ তাত মাহতারী ॥
ভনহি রিদ্যাপতি সুনু এ মনাইনি
গাইন লারিয় বজায়।
শুভ শুভ কয় গৌরী বিবাহিতা
গাইয় মঙ্গল জায় ॥

৩৫। সুরসরি—গঙ্গা। বৈসল—বাস করে, বসতি স্থাপন করিয়াছে। ছৈন্হি—হয়। তনিক—তাঁহার। ঘটনা—ঘটকালী, বিবাহের সম্বন্ধ। বেরি বেরি—বার বার। অবইন—আসিতেছে। রর—সুন্দর। ভেষ—বেশ। পরোসিন—প্রতিবেশিনী। বজায়—ডাকিয়া। হুনকর—উঁহার। থিকন্হি—হয়। কহথু—বলুক। দুজে—দ্বিতীয়, দুই নম্বর। ঝোরি—ঝুলী। গাইন—গ্রামিনী বা গায়িকা। লারিয় বজায়—ডাকিয়া আন। জায়—যাইয়া।

ক্রমশঃ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রিপঞ্চাশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

১৩৫৩

প্রবন্ধ-সূচী

২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা

শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৫৪শ ভাগ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৫২শ ও ৫৩শ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ

সহকারী সভাপতি

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এম-এ, ডিলিট্, সি, আই, ই	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ	শ্রীরায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল
শ্রীরাজশেখর বসু, এমএ	শ্রীহরিহর শেঠ
ডক্টর শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, এমবি, ডি-এস্-সি	শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, বি-এ
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, বি-এ	শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ,

পত্রিকাধ্যক্ষ :	শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ
গ্রন্থাধ্যক্ষ :	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কোষাধ্যক্ষ :	কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, এম-এ
চিত্রশালাধ্যক্ষ :	শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, এম-এ, বি-এল
পুথিশালাধ্যক্ষ :	শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু, বি-এসসি, জি.ডি.এ, আর-এ   শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী, বি.এ., জি.ডি.এ. আর-এ

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, এম-এ, ২। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, ৩। শ্রীঅমল হোম, ৪। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, এম-এ, ডি-লিট্ এণ্ড ফিল্, ৫। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল, ৬। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, এম-এ, ৭। রেভারেণ্ড ফাদার এ দোঁতেন, এস্-জে, ৮। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৯। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১১। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, এম-এ, ১২। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, ১৩। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, এম-এ, ১৪। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ,বি-এল, ১৫। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ১৬। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৭। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৮। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ১৯। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, এম-এ, ২০। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এসসি, ২১। ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল, ২২। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক, ২৪। শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, ২৫। শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৬। শ্রীরাধানাথ দাস।

৫৪শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৫৪শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা
১৩৫৪

রায়মুকুট ও তাঁহার গুরুবংশ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "বৃহস্পতি রায়মুকুট" প্রবন্ধে (সা-প-প, ৩৮, পৃ. ৫৭-৬৪) তাঁহার সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে নূতন গবেষণার ফল ও রায়মুকুটের গুরুবংশের কীর্ত্তিকলাপ সংক্ষেপে লিখিত হইল।

নাম ও উপাধি :—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রায়মুকুট-রচিত অমরকোষটীকা পদচন্দ্রিকার একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি আছে (২২৯ সং পুথি, পত্রসংখ্যা ১৫২)। তাহা হইতে একটি পুষ্পিকা উদ্ধৃত হইল :—ইতি মহিন্তাপনীয়-কবিচক্রবর্ত্তি-রাজপণ্ডিত-পণ্ডিতসার্ব্বভৌম-কবিপণ্ডিতচূড়ামণি-মহাচার্য্য-রায়মুকুটমণি-শ্রীমদ্বৃহস্পতি-কৃতায়ামমরকোষপঞ্জিকায়াং পদ-চন্দ্রিকায়াং ভূমিবর্গঃ সমাপ্তঃ (১০১।২ পত্র)। পদচন্দ্রিকার অপরাপর পুথির পাঠে সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়—কবিপণ্ডিতচূড়ামণির পরিবর্ত্তে পণ্ডিতচূড়ামণি এবং রায়মুকুট-মণির পরিবর্ত্তে শুধু রায়মুকুট পাঠ আছে (I. H. Q, XVII, p. 467)। এই উপাধির বহর দেখিলে স্বতই মনে হয়, গ্রন্থকারের ন্যায় মহাপণ্ডিত বঙ্গদেশে আর জন্মায় নাই। গ্রন্থকারের নাম "বৃহস্পতি"। তাঁহার গুরুদত্ত উপাধি "মিশ্র" উদ্ধৃত পুষ্পিকায় নাই, কিন্তু গ্রন্থান্তরের পুষ্পিকায় আছে (ib. pp. 458-9)। "মহিন্তাপনীয়" কুলোপাধি বটে, রাঢ়ীয় শ্রেণী বাৎস্য গোত্রের অন্যতম গাঁঞি ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীতে "মহিন্ত্যা"রূপে উল্লিখিত পাওয়া যায় (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৪৭, পৃ. ৭০১)। বাকি ছয়টি উপাধি গ্রন্থকারের ক্রমপরিবর্দ্ধমান খ্যাতিপ্রতিপত্তির উজ্জ্বল দীপস্তম্ভের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অর্জ্জিত। তাঁহার প্রথম পৃষ্ঠপোষক (জগদত্তের পুত্র) রায় রাজ্যধর দুইটি উপাধি দিয়া তাঁহাকে মণ্ডিত করিয়াছিলেন—আচার্য্য ও কবিচক্রবর্ত্তী। স্মৃতিরত্নহারের প্রারম্ভে ৭ম শ্লোকে পাওয়া যায় :—

> আচার্য্য ইত্যভিমতং কবিচক্র(বর্ত্তীত্যাখ্যাপদ-) দ্বিতয়মধ্যগমস্ততো যঃ।
> স শ্রীবৃহস্পতিরিমং বহুসংগ্রহার্থৈর্নির্ম্মাতি নির্ম্মলমতিঃ স্মৃতিরত্নহারম্॥

দুঃখের বিষয়, স্বর্গত শাস্ত্রী মহাশয় রায় রাজ্যধরকে (রাজা গণেশের পুত্র) জালালুদ্দীনের সহিত অভিন্ন ধরিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। ইহার সংশোধন অন্যত্র দ্রষ্টব্য (I. H. Q., XVII, pp.456-8 and XVIII, pp. 75-76)। দুইটি টীকার পুষ্পিকায় "রাজ্যধরাচার্য্য" লিখিত হওয়ায় (ib., XVII, p. 458) বুঝা যায়, গ্রন্থকার উক্ত রাজপুরুষের আচার্য্য অর্থাৎ উপাধ্যায় ছিলেন। পরে, আচার্য্য উপাধিই মহাচার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। পদচন্দ্রিকার আরম্ভে ৮ম শ্লোকে লিখিত আছে, পণ্ডিতসার্ব্বভৌম উপাধিটি

"গৌড়াবনীবাসব" দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছিল—এই গৌড়াধিপতি বার্ব্বক সাহা (১৪৫৯-১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)১ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। গ্রন্থকারের "রায়মুকুট" উপাধি হইতে অনুমান হয়, তিনি মধ্যযুগে রাজার মন্ত্রিত্বও করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী :—"জল্লালদীননৃপতি"র সেনাপতি রায় রাজ্যধরের পোষকতায় তিনি প্রথম বয়সে বহু টীকাগ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মেঘদূতটীকা বোধবতী, কুমারসম্ভবটীকা সুবোধা, রঘুবংশটীকা বিবেক, মাঘটীকা নির্ণয়বৃহস্পতি ও স্মৃতিরত্নহার আবিষ্কৃত হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থের বিবরণ ও উপকরণরাজি অন্যত্র দ্রষ্টব্য (I. H. Q., XVII., pp. 456-65)। মেঘদূতটীকায় স্বরচিত কাব্যপ্রকাশপঞ্জিকার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে রঘুবংশটীকার একটি খণ্ডিত পুথি আছে (১০৬৪২ সংখ্যক, ২-৮৯ পত্র, ষষ্ঠ সর্গের আদিভাগ পর্য্যন্ত)। ইহাও বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। পুষ্পিকা যথা, (২৫।২, ৪২।১, ৫৭।২, ৭৩।২ ও ৮৬।২ পত্রে) "কবিচক্রবর্ত্তি-শ্রীবৃহস্পতিমিশ্রকৃতে রঘুবংশবিবেকে ব্যাখ্যা(ন)বৃহস্পতিনাম্নি…।" ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-ঘটিত বিচার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ব্যাকরণে রক্ষিতের নাম (২।১, ১৮।১, ৩৪।১, ৪৪।১ পত্রে) এবং অলঙ্কারশাস্ত্রে ভামহ, রুদ্রট, কণ্ঠাভরণ, কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি ভিন্ন একটি অভিনব গ্রন্থ "কাব্যপ্রদীপে"র নাম উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যপ্রদীপ মৈথিল গোবিন্দঠক্কুর-রচিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে পৃথক্। একটি বচন উদ্ধৃত হইল :—

কার্য্যহেতুনিষেধেপি যদি কার্য্যপ্রকাশনং।
তদা বিভাবনা প্রোক্তা তৎস্বরূপমিহোচ্যতে॥ ইতি **কাব্যপ্রদীপঃ**। (১০।১ পত্র)

পদচন্দ্রিকায়ও এই গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (I. H. Q. XVII, p. 470)—ইহা সম্ভবতঃ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের এক চিরবিলুপ্ত প্রামাণিক গ্রন্থ। অপর একটি দুর্লভ গ্রন্থের বচনও উদ্ধৃত হইল :—

যস্য গন্ধমুপাঘ্রায় পলায়ন্তে প্রতিদ্বিপাঃ।
তং গন্ধহস্তিনং বিদ্যাৎ পন্তেবিজয়াপহম্॥ ইতি **বালকাত্যায়নঃ** (৪৭।২পত্র)

ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, এই সকল গ্রন্থ রায়মুকুট, পণ্ডিতসার্ব্বভৌম প্রভৃতি উপাধি অর্জ্জনের পূর্ব্বেই প্রথম যৌবনে রচিত হইয়াছিল। ইহাদের পুষ্পিকায় কবিচক্রবর্ত্তী ও আচার্য্য ভিন্ন অপর কোন উপাধির উল্লেখ নাই। কিন্তু পদচন্দ্রিকার রচনাকালে তিনি অতি

১। বার্ব্বক সাহা ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন, এইরূপ প্রমাণ আছে। হরিদাস তর্কাচার্য্যের শ্রাদ্ধবিবেকটীকার এক স্থলে (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৫৯১ সংখ্যক সংস্কৃত পুথির ৩৪-৫ পত্রে) পাওয়া যায়—"তথা গৌড়প্রৌঢ়পরিবৃঢ়ে বারবকে রাজ্যং শাসতি সপ্তনবত্যধিকত্রয়োদশশতীমিতশকাব্দে…মীনসংক্রান্তাবেকস্মিন্নব্দে দ্বয়োঃ সংক্রান্তিশূন্যত্বং দৃষ্টমিতি বিশারদেনোক্তং।" ১৩৯৭ শকের মীনসংক্রান্তি ১৪৭৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে পড়িয়াছিল। তখনও বার্ব্বক সাহা "প্রৌঢ়" বয়সে জীবিত ছিলেন। ঐ শকাব্দের দুইটি মলমাস এবং একটি ক্ষয়মাস অতিদুর্ল্লভ জ্যোতিষ ঘটনা বটে।

বৃদ্ধ ছিলেন; কারণ, তখন তাঁহার বিশ্বাসরায় প্রভৃতি পুত্রগণ রাজার শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইয়া তুলাপুরুষ, ব্রহ্মাণ্ড, কল্পতরু প্রভৃতি মহাদান সম্পাদনপূর্ব্বক নানা শাস্ত্রে গ্রন্থ রচনা করাইয়া উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিলেন। বিখ্যাত মহাভারতটীকাকার অর্জ্জুন মিশ্র এই বিশ্বাসরায়ের আদেশেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন;—

গৌড়েশ্বরমহামন্ত্রি-শ্রীমদ্বিশ্বাসরায়তঃ।

লব্ধাস্থজ্ঞেন লিখিতা মোক্ষধর্ম্মার্থদীপিকা॥ (I. H. Q. ib, p. 466 দ্রষ্টব্য)।

নবাবিষ্কৃত পুথির দ্বারা এখন অবধারিত হইয়াছে যে, ১৩৯৬ শকে (১৪৭৪ সনে) পদচন্দ্রিকা রচিত হইয়াছিল; গ্রন্থমধ্যে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত ১৩৫৩ শকাব্দ গ্রন্থের রচনাকাল নহে। এই মূল্যবান্ পুথির পুষ্পিকা আমরা পূর্ব্বেই মুদ্রিত করিয়াছি (সা-প-প, ১৩৪৭, পৃ. ৫৩; সংশোধিত পাঠ I. H. Q., XVII, pp. 467-8 দ্রষ্টব্য। শেষাংশের পাঠ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনীয়—অহং বহির্যো মূঢ় ইদং পুস্তকং ময়া লিখিতং কিম্বা মম পুস্তকমিদমিতি গদতি তস্য গোবধব্রহ্মবধফলম্। সদ্বংশজাতং গুণকোটিনম্রং ধনুঃ কথং ক্ষত্রিয়সব্যহস্তে। শরঃ পরপ্রাণহরোপসব্যে সপক্ষযোগাদধমো গরীয়ান্॥ ১৬৩।২ পত্র।) স্মৃতিরত্নহারে তিথিবিবেক ও শ্রাদ্ধবিবেকের বহুতর বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা মিলাইয়া দেখিয়াছি, গ্রন্থদ্বয় শূলপাণি-রচিতই বটে। সুতরাং রায়মুকুটের এই স্মৃতিগ্রন্থের রচনাকাল ১৪৪০ সনের পূর্ব্বে যাইবে না এবং বর্ত্তমানে তাঁহার অভ্যুদয়কাল ১৪২৫-৭৫ সন মধ্যে নিঃসন্দেহে স্থাপন করা যায়।

রায়মুকুটের বাসগৃহ গঙ্গার পশ্চিম কূলে রাঢ় অঞ্চলে ছিল, এইরূপ অনুমান করা যায়। রায়মুকুট তাঁহার পিতা গোবিন্দের গুণকীর্ত্তনকালে একটি বিশেষণপদ দিয়াছেন—"গঙ্গা-পয়োঽম্বহবিগাহনহীনপঙ্কাৎ" (পদচন্দ্রিকার ৩য় শ্লোক, 'গঙ্গাপয়োলহরিগাহন' পাঠও আছে)। বুঝা যায়, তিনি নিত্য-গঙ্গাস্নায়ী ছিলেন। কিন্তু পদচন্দ্রিকায় তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, গঙ্গার পূর্ব্বকূল অপবিত্র স্থান:—

"ভারতবর্ষস্য প্রত্যন্তঃ প্রতিগতোঽন্তঃ প্রত্যন্তঃ শিষ্টাচাররহিতঃ **কামরূপবঙ্গাদির্ম্লেচ্ছঃ**।" (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথি, ৯৮।১ পত্র)

"নন্থ যদি পূর্ব্বসমুদ্রাবধিরার্য্যাবর্ত্তঃ তদা গঙ্গায়াঃ পূর্ব্বকূলমপি স্যাৎ। নৈবং, পূর্ব্বং কিল দেবীকোটসমীপে পশ্চিমে পূর্ব্বোদধিরাসীৎ তদপেক্ষা উক্তমিতি স্বামী।" (ঐ, ৯৮।২ পত্র) রায়মুকুটের অপরাপর বিবরণ পূর্ব্বতন প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য (I. H Q., XVII, pp. 456-71)।

রায়মুকুটের গুরুবংশ

মাঘটীকার প্রারম্ভে (H. P. Sastri: Nepal Cat., I, pp. 254-5) এবং রঘুবংশটীকার প্রারম্ভে ষষ্ঠ শ্লোকে (L. 2181) রায়মুকুট লিখিয়াছেন, তিনি স্বকীয় গুরু শ্রীধর মিশ্রের নিকট স্বয়ং 'মিশ্র' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ("সন্দর্ভশুদ্ধিমধিগম্য গিরাং গুরোর্যঃ শ্রীশ্রীধরাদ্বিশ্রুতমিশ্রপদঃ স্বমিশ্রাৎ") এই শ্রীধর মিশ্র কে? পদচন্দ্রিকায় শ্রীধরনামক একজন পূর্ব্বতন অমরকোষ-টীকাকারের বচন বহু স্থলে উদ্ধৃত

হইয়াছে (আনন্দরাম বরুয়া-সম্পাদিত অমরকোষ, পৃ. ৩৪, ৬৫, ৭৩, ১১৪ ও ১১৯ ; পরিষদের পুথি ১০৬।২ পত্র দ্রষ্টব্য)। তিনি অভিন্ন হইলেও হইতে পারেন। স্মৃতিরত্নহারের এক স্থলে (১৪৮।১ পত্রে) উল্লিখিত "শ্রীধরাহ্নিক" গ্রন্থও তাঁহার রচনা হইতে পারে। রায়মুকুটের গুরুর অভ্যুদয়কাল আনুমানিক ১৪০০-৫০ সন। ঐ সময়ে আমরা একজন "মহোপাধ্যায় শ্রীধর মিশ্রে"র নাম পাই এবং তিনিই রায়মুকুটের গুরু ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথিশালায় "শ্রীগর্ভচক্রচূড়ামণি"-রচিত শূদ্রাহ্নিকবিধি নামক গ্রন্থের একটি প্রাচীন প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। এই অতি দুর্লভ গ্রন্থের শেষাংশ ও পুষ্পিকা যথাযথ উদ্ধৃত হইল :—(৩৬০৬ সংখ্যক পুথির ৬৬।২ পত্র)

যদ্‌গ্রন্থবিস্তরভয়াদিহ কিঞ্চিদস্তদাখ্যাতমাহ্নিকবিধৌ ন ময়া বিধেয়ং।
শ্রীকেশবেন কবিনাখিলসজ্জনানামাচারতন্তদধুনা পরিভাবনীয়ং ॥
যোঽভূন্মিত্রকুলাগ্রণীঃ শুচরিতাপীযূষকুক্ষিম্ভরি-
বিদ্যাকেলিনিকেতন (?) কৃতধিয়ামশ্রান্তবিশ্রামভূঃ।
তস্য শ্রীযুতকেশবস্য বচসা শুদ্ধাকরঃ সাদরং
শ্রীগর্ভেণ কৃতোয়মাহ্নিকবিধিরা(স্তা)ৎ সতাং প্রীতয়ে ॥

ইতি মহোপাধ্যায়শ্রীমচ্ছ্রীধরমিশ্রাত্মজ-ভট্টাচার্য্যচক্রচূড়ামণি-শ্রীমচ্ছ্রীগর্ভবিরচিতঃ শূদ্রাহ্নিক-বিধিঃ সমাপ্তঃ। শ্রীঃ। যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো নাস্তি দোশকঃ। বৈদ্যশ্রীভুবনানন্দ-সেনস্য স্বাক্ষরমিদং শুভমস্তু শকাব্দাঃ। ১৪৬২॥ সুতরাং কেশব মিত্র নামক একজন বিদ্যোৎসাহী কায়স্থের নিদেশে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। প্রতিলিপির লেখনকাল ১৪৬২ শক (১৫৪০-৪১ খ্রীঃ) হইতে গ্রন্থরচনাকালের অধস্তন সীমা ১৫২৫ খ্রীঃ ধরা যায়। আমরা গ্রন্থকারের প্রমাণপঞ্জী সংগ্রহ করিয়া দিতেছি, তদ্দ্বারা তাঁহার অভ্যুদয়কাল অনুমান করা যাইবে।

অনিরুদ্ধ ভট্ট (২৩।২), অপিপাল (৩৩।২), আচাররত্নাকর (১৮।১), কল্পতরু (২৩।২ প্রভৃতি), কাশীখণ্ড (৫০।১), নারায়ণোপাধ্যায় (১৫।১), পরিশিষ্টপ্রকাশ (১৭।১, ৩৩।২), পারিজাত (১৭।১), মদনপারিজাত (১৮।১, ৩০।১, ৫০।১-২), রত্নাকর (৩৪।১), বর্দ্ধমানোপাধ্যায় (২৯।২), শ্রাদ্ধবিবেককৃৎ (১৫।১, ২১।১), শ্রীদত্ত (২৯।২, ৪৯।২), সোম মিশ্র (৩৩।২), স্মৃতিমঞ্জুষা (১৩।১—মঞ্জরী নহে), স্মৃতিসার (১৪।২, ৬১।২), হরিনাথ (৫০।১), হরিভক্তি (৩৯।২), হলায়ুধ (১৫।১ প্রভৃতি), হারীতব্যাখ্যাতারঃ (৫৭.২)।

গ্রন্থকার বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ের পরবর্ত্তী বাচস্পতিমিশ্রাদি মৈথিল স্মার্ত্তের নাম ও বচন উদ্ধার করেন নাই। শ্রাদ্ধবিবেককার শূলপাণিই তাঁহার প্রমাণপঞ্জীর মধ্যে আধুনিকতম। এতদনুসারে তাঁহার রচনাকাল প্রায় ১৪৫০ খ্রীঃ বলিয়া অনুমান করাই যুক্তিযুক্ত এবং তাঁহার পিতা শ্রীধর মিশ্রের অভ্যুদয়কাল ১৪০০-৫০ সন মধ্যে অনুমান করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে এ স্থলে শ্রীগর্ভের গ্রন্থাদি হইতে দুইটি প্রাচীন গৌড়ীয় স্মৃতিগ্রন্থের নাম ও বিবরণ সঙ্কলিত হইল।

হরিভক্তি গ্রন্থ :—শ্রীগর্ভ এই গ্রন্থ হইতে একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন :—"দেবোপরিধৃতং মস্তকোপরিধৃতং বামহস্তধৃতং অধোবস্ত্রধৃতং অন্তর্জ্জলক্ষালিতঞ্চ হরিভক্তি-সংগ্রহে নিষিদ্ধতয়া গণিতং।" (৩১।২ পত্র) সোসাইটির পুথিটির সহিত অপর দুইটি খণ্ডিত অজ্ঞাতনামা স্মৃতিগ্রন্থের অংশ রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে আহ্নিকাচারবিষয়ক গ্রন্থের ২৩।২ পত্রে "হরিভক্তিনাম্নি নিবন্ধে" বলিয়া উদ্ধৃত বচনটি অবিকল পাওয়া যায়। রঘুনন্দনের একাদশীতত্ত্বে (হরিনাথ স্মৃতিভূষণের সংস্করণ, পৃ. ১৬৮) ও আহ্নিকতত্ত্বে (পৃ. ৩৪) ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে এবং এক সময়ে হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের সহিত ইহাকে অভিন্ন ধরিয়া রঘুনন্দনের ভ্রান্তিমূলক কালবিচার হইয়াছিল (নবদ্বীপমহিমা, ১ম সং, পৃ. ১১১-২), যদিও বস্তুতঃ ঐ বচন শেষোক্ত বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায় না। শ্রীগর্ভের উল্লেখ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, এই হরিভক্তি গ্রন্থ প্রাচীনতর।

অপিপাল : শ্রীগর্ভের উদ্ধৃত বচনটি এই :—"যদপিপাল-কারিত-শূদ্রপদ্ধতৌ সোমমিশ্রেণোক্তং, ব্রহ্মাদিতর্পণং নমো ব্রহ্মা তৃপ্যতামিতি বাক্যেন শূদ্রৈর্ন কর্ত্তব্যং তৃপ্যতামিত্যস্য মন্ত্রত্বাৎ।" (৩৩।২ পত্র) অপিপালকারিত এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের চারিটি সুপ্রাচীন প্রতিলিপি এযাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। নবদ্বীপের পুথি (L. 1070, পত্রসংখ্যা ১১০) ১৪৪০ শকাব্দে অনুলিখিত। অপর একটি পুথি (L. 1980) ১৪৪২ শকে (সম্বতে নহে) অনুলিখিত—ইহার শেষ পৃষ্ঠার ছবি মুদ্রিত হইয়াছে (R. L. Mitra : *Notices of Sans. Mss.* vol V, Plate IV) : গৌড়ের "নীলকণ্ঠ" নামক এক প্রবীণ পণ্ডিতের আদেশে "নরহরি" কর্তৃক ইহা লিখিত হইয়াছিল। কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে দুইটি প্রতিলিপি রক্ষিত আছে, আমরা উভয়ই পরীক্ষা করিয়াছি। এই মূল্যবান্ গ্রন্থ সম্বন্ধে নূতন তথ্য সঙ্কলিত হইল। ৫৭৯১ সংখ্যক পুথির শেষ পত্রে (১৫৫।২) পাওয়া যায়—শ্রীবাণীনাথ মিত্র কর্তৃক ১৪৪৬ শকের ২২ আশ্বিন ইহা অনুলিখিত। একটি পৃথক্ পত্রে লেখকের উর্দ্ধতন ৭ পুরুষের নাম ১৯ শ্লোকে মনোহর ছন্দে কীর্ত্তিত হইয়াছে—"গৌড়ে রাঢ়াভূমির্ধন্যা, যস্যাং গঙ্গা মুক্তিবদান্যা।" ইত্যাদি। এই মিত্র-বংশের আদি-পুরুষ "হরিহর মিত্র" (৪ শ্লোক), তৎপুত্র সূর্য্য মিত্র (৬ শ্লো॰) ইত্যাদি। ইহাদের বাসস্থান রাঢ়ের অন্তর্গত "বহেড়াপপুরী"। শ্রীগর্ভোদ্ধৃত বচনটি ৩২।১ পত্রে যথাযথ পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধপ্রকরণের শেষে একটি পুষ্পিকা এই—ইতি শ্রীমদপিপালকারিতায়াং সোমমিশ্ররচিতায়াং শূদ্রপদ্ধতৌ শ্রাদ্ধপ্রকারাঃ সমাপ্তা ॥ অতঃপর অশৌচপ্রকরণের আরম্ভে নিম্নলিখিত শ্লোকে অপিপালের স্তুতি দৃষ্ট হয় :—

গঙ্গাম্ভঃপরিশুদ্ধমূর্ত্তিরনিশং বারেন্দ্রপালান্বয়াদ্
যঃ শ্রীমানপিপাল ইত্যুদিতবানিন্দুঃ পয়োধেরিব।
আরাধ্য শ্রুতবেদিনঃ সুবহুশস্তেন স্ববর্ণো চতঃ
শূদ্রাশৌচবিবেক এষ রচিতো মন্বাদিসারোক্তিতঃ ॥ (১২১।২ পত্র)

(১৫৬৫ সংখ্যক পুথিতে ৭১।১ পত্রে উল্লিখিত পুষ্পিকা নাই এবং শ্লোকটির পাঠভেদ আছে—পালান্বয়ে স…পয়োধাবিব। আপাত স্মৃতি…স্বধর্ম্মোচিতঃ…সারোক্তিভিঃ।) ২।১ পত্রে শ্লোকাকারে গ্রন্থের একটি বিষয়সূচি ("সংখ্যয়া সপ্তবিংশতিঃ") দৃষ্ট হয়। ১৫৬৫ সংখ্যক পুথি শাণ্ডিল্যগোত্রীয় নীলকণ্ঠদাসকর্তৃক ১৪৪২ শকে লিখিত—এই পুথিটি একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। প্রথম পুথির সূচি ইহাতে নাই এবং আদিতে ও মধ্যে কোন কোন প্রকরণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু শ্রাদ্ধপ্রকরণের আরম্ভে এই পুথিতে যে একটি শ্লোক ও গদ্যাংশ আছে, তাহা প্রথমোক্ত পুথিতে বাদ পড়িয়াছে। শ্লোকটি এই :—

যোসৌ শ্রাদ্ধক্রিয়াবানমলতরমতিঃ শূদ্র (ভূপালবংশঃ)
সংকর্ত্তা বাড়বানামতিশয়করুণাকৃষ্ট…।
(বা)রেন্দ্রঃ স্বঃস্রবন্তীতটবসতিরুপাদায় ভূরিস্মৃতিজ্ঞান্
স শ্রীমাঞ্ছূদ্রজাতে(র্বিরচয়তি) হিতং শ্রাদ্ধকর্ম্মাপিপালঃ॥ (৩০।২ পত্র)

সুতরাং বারেন্দ্র শ্রেণীর পালবংশীয় অপিপালের পৃষ্ঠপোষকতায় সোমমিশ্র কর্তৃক এই গ্রন্থ গৌড়দেশেই রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের মত রঘুনন্দনও প্রামাণিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (যজুর্ব্বেদিশ্রাদ্ধতত্ত্বে, জীবানন্দ সং, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৪ ও ৪৯৮, পুথির ৪৬।১ ও ৫১।১ পত্র দ্রষ্টব্য)। অপিপালের প্রমাণপঞ্জী এই :—কল্পতরু, ধর্ম্মাধ্যক্ষ (১১০।১ প্রভৃতি), ভট্টপাদ বার্ত্তিক (৮।১), মিতাক্ষরা (৪।২ প্রভৃতি), লক্ষ্মীধর (১১।১), শিবাগম (৫৩।১), শ্রাদ্ধদীপিকা (৮।১), শ্রীদত্ত (১০৫।১), স্মৃতিসমুচ্চয় (১০৮।১), হলায়ুধ (২৭।২), হারীতভাষ্য (৯৮।২)। অপিপালের কালনির্ণয় সহজসাধ্য। তাঁহার উদ্ধৃত বচনাদির মতে শ্রীদত্ত মতই আধুনিকতম। রত্নাকর, বর্দ্ধমানোপাধ্যায় প্রভৃতি পরবর্ত্তী মৈথিল গ্রন্থাদির উল্লেখ তাঁহার গ্রন্থে নাই। সুতরাং ১৩৫০ খ্রীঃ তাঁহার অভ্যুদয়কালের ঊর্দ্ধতন সীমা বলিয়া গ্রহণ করা যায়। পক্ষান্তরে রায়মুকুটের স্মৃতিরত্নহারে (১৮৩।২—১৮৪।১ পত্রে) তাঁহার বচন উদ্ধৃত হইয়াছে :—

"তথা সোমপদ্ধতৌ, ভবকোপাৎ পুরা জাতো ভৈরবো দমনাহ্বয়ঃ।
দাস্তাস্তেনাসুরাঃ পূর্ব্বে দানবাশ্চ মহাফলাঃ॥
প্রীতেনাথ শিবেনোক্তো বিটপো ভব ভূতলে।
মত্তমুত্তমম্ প্রাপ্য মস্তোগায় ভবিষ্যসি॥
পূজয়িষ্যন্তি যে মর্ত্ত্যা মাং তত্র পুষ্পবারিভিঃ।
তে যান্তি পরমং স্থানং দমন ত্বৎপ্রসাদতঃ॥
যে পুনর্ন করিষ্যন্তি দানবং পর্ব্ব মানবাঃ।
তেষাং পুণ্যফলং দত্তং ময়া তে চৈত্রমাসিকং॥"

এস্থলে অপিপালের শূদ্রপদ্ধতিই প্রকৃত গ্রন্থকর্তা সোমমিশ্রের নামে সোমপদ্ধতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উদ্ধৃত বচন ৩৭৯৪ সংখ্যক পুথির ৫৩।১ পত্রে পাওয়া যায়—"অথ দমনকবিধিঃ। শিবাগমে, হরকোপাৎ" ইত্যাদি। পাঠান্তরগুলি লিখিত হইল :—মহাবলা

...বিটপী...ভক্ত্যা দেবং ত্বৎপল্লবাদিভিঃ। তে যান্তি পরং...দামনং পর্ব্ব...। তেষাং তে চৈত্রমাসোত্থং দত্তং পুণ্যফলং ময়া। ১৫৬৫ সংখ্যক পুথিতে দমনকবিধি পরিত্যক্ত হইয়াছে। রায়মুকুটের স্মৃতিগ্রন্থ প্রায় ১৪৪০ সনে রচিত হয় (I. H. Q. XVII, p. 465)। সুতরাং উল্লিখিত পাঠভেদের কারণ বিবেচনা করিয়া ১৪০০ সন অপিপালের অধস্তন সীমা নির্ণয় করা যায়। ফলতঃ অপিপালের গ্রন্থ খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীর একটি গৌড়ীয় শ্রেষ্ঠ স্মৃতিগ্রন্থরূপে গ্রহণীয়। গ্রন্থকার সোমমিশ্র বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়।

শ্রীগর্ভের বিচিত্র উপাধি "ভট্টাচার্য্যচক্রচূড়ামণি" (সংক্ষেপে "চক্রচূড়ামণি") তাঁহাকে সমসাময়িক পণ্ডিতদের মধ্যে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং সহজেই নির্ণয় করা যায় যে, তাঁহার পুত্র এবং পৌত্রও দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় "গদানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ"-রচিত মহাভারতীয় বিরাটপর্ব্বের টীকার এক খণ্ডিত প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (১৭৫০ সংখ্যক পুথি, পত্রসংখ্যা মাত্র ২০)। গ্রন্থারম্ভে যে বিবরণ আছে, তদ্দ্বারা অনায়াসে তাঁহাকে প্রবন্ধোক্ত শ্রীগর্ভের পৌত্র বলিয়া ধরা যায়:—৩য় শ্লোকটি উদ্ধৃত হইল (Chakravarti : Des. Cat., Introd., p. XVIII দ্রষ্টব্য):—

> **শ্রীগর্ভ(শ্)চক্রচূড়ামণি**রজনি সতাং তৎসুত**শ্চক্রবর্ত্তি**
> **ভট্টাচার্য্যো**ঽতিচুঞ্চুঃ, সমজনি স **গদানন্দ** এতত্তনূজঃ।
> ধীরঃ **সিদ্ধান্তবাগীশ**পদমমুদধদ্ ভারতজ্ঞানদীপং
> প্রজ্ঞাবর্ত্তী বিচারানলবিমলমতাধারমাবিষ্করোতি ॥

এতদনুসারে শ্রীগর্ভের পুত্র "চক্রবর্ত্তি ভট্টাচার্য্য" ও অতিচুঞ্চু অর্থাৎ মহাপণ্ডিত ছিলেন এবং বুঝা যায়, শিরোমণি প্রভৃতির ন্যায় একমাত্র উপাধিদ্বারাই তাঁহার পাণ্ডিত্যযশঃ পরিব্যাপ্ত হয়।

গদানন্দের এই ক্ষুদ্র টীকাগ্রন্থ হইতে কিছু কিছু নূতন তথ্য জ্ঞাত হওয়া যায়। তাঁহার টীকা "বসন্ত রায়কৃত ভারতভূষণ" নামক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। বসন্ত রায়ের "রায়" উপাধি রায়মুকুটপুত্র বিশ্বাসরায়াদির ন্যায় মন্ত্রিত্বাদি রাজপুরুষবৃত্তি সূচনা করে। গদানন্দ প্রধানতঃ "টীকাচতুষ্টয়ে"র (১০।২, ১২।১ পত্র দ্রষ্টব্য) পাঠ ও ব্যাখ্যা পদে পদে উদ্ধৃত করিয়াছেন—দেবস্বামী, চতুর্ভুজ মিশ্র, বিমলবোধ ও অর্জ্জুন মিশ্র—এবং "স্বয়ং" বলিয়া বহু স্থলে স্বকৃত নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ একটি স্থল উল্লেখযোগ্য। অর্জুন বিরাটরাজ-পুত্রকে গাণ্ডীবের সম্বন্ধে বলেন, পার্থ ৬৫ বৎসর ইহা ধারণ করেন। এই উক্তির সামঞ্জস্য করিতে টীকাকারগণ বেগ পাইয়াছেন। গদানন্দের মতে "পার্থস্য জীবিতকালাপেক্ষয়ৈব ইদমুক্তম্" (১৭.২ পত্র)। পরে, অন্য মত উল্লেখ করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেন:—

> পূর্ব্বাপরবিরোধেন গ্রন্থাসংগতিরীদৃশী।
> নিপুণং ভাবয়ন্তিস্ত সমাধেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥
> নির্ম্মৎসরাঃ প্রকৃত্যৈব সন্তঃ সদ্‌গ্রহিলাষতঃ (?)।
> অণীয়সোঽনুগৃহ্নন্তু মতং মম বিপশ্চিতঃ ॥ (১৮।১ পত্র)

গদানন্দের প্রমাণপঞ্জী অকারাদিক্রমে সঙ্কলিত হইল, কেবল টীকা-চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্তাকার নাম পরিত্যক্ত হইল।

অমর (৬।২), অমরটীকা (৩।১, ১২।২), কল্পতরু ("পূজাকাণ্ডকল্পতরৌ ভবিষ্যপুরাণং" ৮।২), গোবর্দ্ধন ("কবর্গচতুর্থস্তু প্রামাদিক ইতি পুরুষোত্তমদেবগোবর্দ্ধনৌ"—সংহশব্দে টিপ্পনী ১২।২), জনমেজয় (হরিবংশটীকাকৃদ্ভির্ভট্টজনমেজয়াদিভিঃ ২।২, তস্মাদ্ভট্টজনমেজয়মতং সম্যক্ ১১।১), টীকা (২।১), তন্ত্রপ্রদীপ (কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া সপ্তম্যপবাদিকা ইতি তন্ত্রপ্রদীপঃ ২।১, খতেশব্দযোগেপি কচিদ্দ্বিতীয়েতি তন্ত্রপ্রদীপঃ ৫।১), দেবস্বামী (১২।১), পুরুষোত্তমদেব (১২।২), ভাষাবৃত্তিকৃৎ (৯।১), মেদিনি (২।১ প্রভৃতি বহু স্থলে, হ্রস্ব-ইকারান্ত বিশুদ্ধ পাঠ উল্লেখযোগ্য), রঘু (২।২, ১২।২), রত্নাকর (মাতামেকাদশীং বিগ্যাৎ স্বসাং তু দ্বাদশীং বিদুঃ ইতি রত্নাকরঃ ৩।২), রায় (অর্থাৎ রায়মুকুট, কণ্ঠশব্দস্তালব্য ইতি রায়াদয়ঃ ১০।১), বর্ণদেশনাদয়ঃ (১০।১), শব্দমহার্ণব (১২।১), শব্দার্ণব (১৭।১), শালিহোত্র (৮।১), সুভূতি (৫।২।, স্বামী (১।২), হড্ডচন্দ্র (৯।২), হারলতা (৬।১)।

টীকাকারদের মধ্যে অর্জুন মিশ্র (৭।২, ১৫।২) আধুনিকতম। অর্জুন মিশ্রের অভ্যুদয়কাল খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ। কারণ, রায়মুকুটপুত্র বিশ্বাসরায় তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পদচন্দ্রিকায় বিশ্বাসরায়ের সম্বন্ধে একটি উক্তি—"তত্তদ্গ্রন্থবিশেষনির্ম্মিতকৃতঃ কৃৎস্নেষু শাস্ত্রেষু তে"—হইতে অনুমান হয়, (১৪৭৪ সনে) পদচন্দ্রিকা রচনার পূর্ব্বেই অর্জুন মিশ্রের ভারতটীকা বিশ্বাসরায়ের প্রেরণায় রচিত হইয়াছিল। উদ্ধৃত প্রমাণপঞ্জীর অপর সকলেই প্রাচীনতর। সুতরাং গদানন্দের অভ্যুদয়কাল খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে স্থাপন করা যায়। দুঃখের বিষয়, পরিষদের খণ্ডিত পুথিটি বিরাটপর্ব্বের নীলকণ্ঠপঠিত ৫২ অধ্যায়ের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত গিয়াছে। গদানন্দ বহু পাঠান্তর উল্লেখ করিয়াছেন, বিরাটপর্ব্বের পাঠনির্ণয়ে তাহাদের উপযোগিতা আছে।

পরিশেষে রায়মুকুটের গুরুবংশের নামমালা ও আনুমানিক অভ্যুদয়কাল লতাকারে প্রদর্শিত হইল। বাঙ্গলার সংস্কৃতির ইতিহাসে এইরূপ শত সহস্র ছিন্ন শুষ্ক লতা অতীত সমৃদ্ধির বার্ত্তা বহন করিয়া বিভিন্ন পুথিশালার নির্জ্জন কক্ষে সহৃদয় পাঠকদের নিকট জীবন ভিক্ষা করিতেছে—বর্ত্তমান সঙ্কটকালে তাহাদের যে জীবন-সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহোপাধ্যায় শ্রীধরমিশ্র (১৪০০-৫০ খ্রীঃ)
|
শ্রীগর্ভ ভট্টাচার্য্য চক্রচূড়ামণি (১৪৩০-৮০)
|
চক্রবর্ত্তি ভট্টাচার্য্য (১৪৭০-১৫২০)
|
গদানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ (১৫০০-১৫৫০)

রচনাপঞ্জী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত

রমেশচন্দ্র দত্ত

(জন্ম : ১৩ আগষ্ট ১৮৪৮ ; মৃত্যু : ৩০ নবেম্বর ১৯০৯)

১। **বঙ্গবিজেতা** (উপন্যাস)। ১২৮১ সাল (১৬ ডিসেম্বর ১৮৭৪)। পৃ. ৩১৮।

২। **মাধবীকঙ্কণ** (উপন্যাস)। ১২৮৪ সাল (৪ জুলাই ১৮৭৭)। পৃ. ২০৭+টীকা।৵০।

৩। **জীবন-প্রভাত** (উপন্যাস)। ১২৮৫ সাল (৮ নবেম্বর ১৮৭৮)। পৃ. ৩০০।

৪। **জীবনসন্ধ্যা** (উপন্যাস)। ১২৮৬ সাল (৫ জুলাই ১৮৭৯)। পৃ. ২১৩।

৫। **শতবর্ষ**। ১২৮৬ সাল (১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯)। পৃ. ১০৪৬।

(বঙ্গবিজেতা, জীবন-সন্ধ্যা, মাধবীকঙ্কণ ও জীবন-প্রভাত একত্রে)

৬। **ঋগ্বেদ সংহিতা :** ইং ১৮৮৫-৮৭।

মূল সংস্কৃত (প্রথমোঽষ্টকঃ)। আশ্বিন ১২৯২ (ইং ১৮৮৫)। পৃ. ৭৬৪।

বঙ্গানুবাদ (১ম-৮ম অষ্টক)। ইং ১৮৮৫-৮৭।

৭। **হিন্দুশাস্ত্র**, ১-৯ ভাগ। (শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা সঙ্কলিত ও অনূদিত)।

১৩০০-১৩০৩ সাল (ইং ১৮৯৩-৯৭)।

প্রথম খণ্ড :—

১ম ভাগ—বেদসংহিতা	...	সত্যব্রত সামশ্রমী ও রমেশচন্দ্র দত্ত
২য় ভাগ—ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্	...	ঐ
৩য় ভাগ—শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্র	...	ঐ
৪র্থ ভাগ—ধর্ম্মশাস্ত্র	...	কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
৫ম ভাগ—ষড়্‌দর্শন	...	কালীবর বেদান্তবাগীশ

দ্বিতীয় খণ্ড :—

৬ষ্ঠ ভাগ—রামায়ণ	...	হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন
৭ম ভাগ—মহাভারত	...	দামোদর [মুখোপাধ্যায়] বিদ্যানন্দ
৮ম ভাগ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	...	ঐ
৯ম ভাগ—অষ্টাদশ পুরাণ	...	আশুতোষ শাস্ত্রী ও হৃষীকেশ শাস্ত্রী

৮। **সংসার** (উপন্যাস)। (৫ মে ১৮৮৬)। পৃ. ১৫৬।

৯। **সমাজ** (উপন্যাস)। ১৩০১ সাল (২৭ জুলাই ১৮৯৪)। পৃ. ২০২।

১০। **সংসার-কথা** (উপন্যাস)। ? (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১০)। পৃ. ৩৬১।

('সংসার'-এর পরিবর্ত্তিত সংস্করণ ; মৃত্যুর পরে প্রকাশিত)

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বাংলা রচনা

পুরাতন সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রমেশচন্দ্রের বহু বাংলা রচনা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এগুলির একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রদত্ত হইল :—

ঋগ্বেদের দেবগণ	'নবজীবন,' শ্রাবণ-কার্ত্তিক, মাঘ-চৈত্র ১২৯২ ; বৈশাখ ১২৯৩
হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস	'নব্যভারত', পৌষ ১২৯৭—বৈশাখ ১৩০০
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	'নব্যভারত', ভাদ্র ১২৯৮
কবি কালিদাস	'ভারতী ও বালক', পৌষ ১২৯৯
কবি ভবভূতি	'সাধনা', মাঘ ১২৯৯
উন্নতির যুগ	'সাধনা', চৈত্র ১২৯৯
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	'নব্যভারত', বৈশাখ ১৩০১
বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য ...	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১ম সংখ্যা ১৩০১
মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৩য় সংখ্যা ১৩০১
দুদিনের স্বদেশযাপন	'ভারতী', বৈশাখ ১৩০৭
ভারতবাসীদিগের দরিদ্রতা ও দুর্ভিক্ষের কারণ	'প্রভাত', ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭
হিন্দু দর্শন	'ভারতী', বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮
ভারতীয় দুর্ভিক্ষ (তাহার কারণ ও প্রতীকার)	'ভারতী', আষাঢ় ১৩০৮
ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি ...	'ভারতী', শ্রাবণ ১৩০৮
বঙ্গদেশে রাজস্ব বন্দোবস্ত	'ভারতী', পৌষ ১৩০৮
ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা	'ভারতী', ফাল্গুন ১৩০৮
ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল	'ভারতী,' বৈশাখ, আষাঢ় ১৩০৯
বারাণসী শিল্প-সমিতি	'ভাণ্ডার,' ফাল্গুন ১৩১২

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত গদ্য-রচনা

১৩৫১ সালের ৩য়-৪র্থ সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় দ্বিজেন্দ্রলালের গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা প্রকাশ করিয়াছি। তাঁহার পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত গদ্য-রচনাগুলি পুরাতন সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি এগুলি একত্র করিয়া 'চিন্তা ও কল্পনা' নামে ছাপিতে দিয়াছিলেন ; মুদ্রণকার্য্য অনেকটা অগ্রসরও হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে উহা শেষ পর্য্যন্ত সাধারণ্যে প্রচারিত হয় নাই। এই সকল রচনার মধ্যে কেবলমাত্র "কালিদাস ও ভবভূতি" তাঁহার মৃত্যুর পরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে ; বাকী রচনাগুলির কয়েকটি "চিন্তা ও কল্পনা" নামে

বসুমতী-প্রকাশিত 'দ্বিজেন্দ্র-গ্রন্থাবলী'তে স্থান পাইয়াছে। আমরা পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রলালের যতগুলি গদ্য রচনার সন্ধান পাইয়াছি, তাহার একটি তালিকা দিলাম :—

১২৮৯, চৈত্র	...	'আর্য্যদর্শন'	...	বাগ্মী ও সংবাদপত্র
১২৯০	...	'শক্তি'	...	নেতা ও নেতৃত্ব*
ভাদ্র	...	'নব্যভারত'	...	হৃদয় ও মন
পৌষ	...	"	...	প্রেম কি উন্মত্ততা ?
১২৯১-৯২	...	'পতাকা' (সাপ্তাহিক)	...	বিলাতের পত্র †
১৩০২, কার্ত্তিক	...	'ভারতী'	...	মানভিক্ষা
পৌষ	...	"	...	নূতন ও পুরাতন
মাঘ	...	"	...	বাঙ্গলার রঙ্গভূমি
চৈত্র	...	"	...	ইংরাজি ও বাঙ্গলা পোষাক
১৩০৩, বৈশাখ	...	"	...	ইংরাজি ও হিন্দু সঙ্গীত
১৩০৪, কার্ত্তিক	...	'জন্মভূমি' (পৃ. ৩৩৫-৩৮)	...	জীবনী (স্বরচিত)
১৩০৬, চৈত্র	...	'সাহিত্য'	...	গল্পের নমুনা
১৩১০, অগ্রহায়ণ	...	"	...	কীর্ত্তন
১৩১৩, আশ্বিন	...	"	...	একটি পুরাতন মাঝির গান (আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা)
কার্ত্তিক	...	'প্রবাসী'	...	কাব্যের অভিব্যক্তি
১৩১৪, বৈশাখ	...	'সাহিত্য'	...	উপমা
শ্রাবণ	...	"	...	জাতিভেদ
মাঘ	...	'বঙ্গদর্শন'	...	কাব্যের উপভোগ
১৩১৫, আষাঢ়	...	'সাহিত্য'	...	বিষম সমস্যা
মাঘ	...	"	...	নবীনচন্দ্র
১৩১৬, জ্যৈষ্ঠ	...	"	...	কাব্যে নীতি
মাঘ	...	'বঙ্গদর্শন'	...	মোহিনী (গল্প)
১৩১৭, শ্রাবণ	...	'নাট্য-মন্দির'	...	আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ
ভাদ্র	...	"	...	অভিনেতার কর্ত্তব্য

* ১৮৮৩ সনের ২৮এ অক্টোবর দ্বিজেন্দ্রলাল দেওঘরে 'সুরভি'-সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ বসুকে লিখিয়াছিলেন :—"I have written an article on নেতা and নেতৃত্ব in the শক্তি...It is in the last no. of the শক্তি."

† নবকৃষ্ণ ঘোষ-রচিত 'দ্বিজেন্দ্রলাল' (১৩২৩) ও দেবকুমার রায়চৌধুরী-রচিত 'দ্বিজেন্দ্র-লাল' (১৩২৪) পুস্তকে এই সকল পত্রের অধিকাংশই উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৩১৭, আশ্বিন-কার্ত্তিক	'বাণী'	...	'গোরা' (সমালোচনা)
পৌষ ...	'নব্যভারত'	...	সাহিত্যে আবর্জ্জনা
১৩১৮, শ্রাবণ ...	"	...	টাকের জয়
১৩২০, আষাঢ় ...	'ভারতবর্ষ'	...	সূচনা
শ্রাবণ ...	"	...	ছত্র-মহিমা (লেখনী চিত্র)
ভাদ্র ...	"	...	হরিপদর ধ্রুপদ শিক্ষা (নক্সা)

ইহা ছাড়া "অবরোধ-প্রথা" নামে একটি অসম্পূর্ণ রচনা দেবকুমার রায়চৌধুরী-প্রণীত 'দ্বিজেন্দ্রলালে' (পৃ. ৬৭৭-৮০) মুদ্রিত হইয়াছে।

অমৃতলাল বসুর পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

নাট্যগ্রন্থ ব্যতীত অমৃতলাল বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ, গল্প-উপন্যাস, কবিতা-গান প্রভৃতি রচনা করিয়া গিয়াছেন। দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই সকল রচনার কিছু কিছু 'অমৃত-গ্রন্থাবলী' ও 'কৌতুক-যৌতুকে' স্থান পাইয়াছে; অধিকাংশই এখনও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত। এই শ্রেণীর কয়েকটি রচনার নির্দ্দেশ দিতেছি :—

১৩১২ : বৈশাখ	... 'ভারতী'	...	নববর্ষ (কবিতা)
জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ-মাঘ	... "	...	ঘরের কথা (চিত্র)
১৩১৬ : আশ্বিন	... 'জন্মভূমি'	...	স্বপ্নলব্ধ (চিত্র)
১৩১৭ : শ্রাবণ-ফাল্গুন	... 'নাট্য-মন্দির'	...	রত্নাবলী (অনূদিত নাটক)
১৩১৮ : বৈশাখ	... "	...	গোকুল তুই ক্ষান্ত দে (নক্শা)
চৈত্র	... "	...	পতি-নির্ব্বাচন (রঙ্গগীতি)
১৩১৯ : শ্রাবণ-কার্ত্তিক, বৈশাখ '২০	"	...	আশার নেশা (নাটিকা)
১৩২১ : ফাল্গুন	... 'জাহ্নবী'	...	তালের তত্ত্ব (ব্যঙ্গ কবিতা)
চৈত্র	... "	...	গঙ্গাতটে (কবিতা)
১৩২৩ : আষাঢ়-শ্রাবণ	'মানসী ও মর্ম্মবাণী'		শিরোমণির তীর্থযাত্রা (নক্শা)
১৩২৭ : চৈত্র	... 'পল্লী-বাণী'	...	বসিরহাট বাণী সম্মিলনীর ৪র্থ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।
১৩২৯ : বৈশাখ	... 'মাসিক বসুমতী'		চরকা (স্মৃতিকথা)
আশ্বিন	... "	...	আত্ম-সমর্পণ (নক্শা)
অগ্রহায়ণ	... "	...	বঙ্গীয় নাট্যশালার পঞ্চাশৎ
অগ্রহায়ণ, পৌষ, ফাল্গুন।			বাৎসরিক জন্মোৎসব-সঙ্গীত।
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০	... "	...	স্বরাজ-সাধনা (প্রবন্ধ)

১৩২৯ :	৯ অগ্রহায়ণ	… 'মজলিস'	… বঙ্গীয় নাট্যশালার জন্মদিন
১৩৩০ :	শ্রাবণ-ভাদ্র	… 'ভারতী'	… নৈহাটিতে অনুষ্ঠিত ১৪শ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।
	শ্রাবণ	… 'মাসিক বসুমতী'	ঐ
	অগ্রহায়ণ	… ”	… পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রবন্ধ)
		… ”	… [সুরেন্দ্রনাথ] বিসর্জ্জন (প্রবন্ধ)
	মাঘ	… ”	… চোখ গেল (প্রবন্ধ)
১৩৩০ :	ফাল্গুন-চৈত্র। ১৩৩১—বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণ, কার্ত্তিক-ফাল্গুন	… 'মাসিক বসুমতী'	পুরাতন পঞ্জিকা (স্মৃতিকথা)
১৩৩১ :	ভাদ্র	… 'বঙ্গবাণী'	… পাঠাগারে বক্তৃতা
	১৮ আশ্বিন, ৮ কার্ত্তিক	… 'রূপ ও রঙ্গ'	… পুরাতন ফাইলের একখানি পাতা
	অগ্রহায়ণ	… 'মাসিক বসুমতী'	ফলার ফিলজফি (প্রবন্ধ)
	পৌষ	… ”	… হেল্‌ অর্ডিন্যান্স (প্রবন্ধ)
	বড়দিন ১৯২৪	… 'সচিত্র শিশির'	নটনীতি (কবিতা)
		… ”	… পত্রিকা ও নাট্যশালা (প্রবন্ধ)
	মাঘ	… 'মাসিক বসুমতী'	সারস্বত ব্রতকথা—মধুসূদন (প্রবন্ধ)
	ফাল্গুন	… ”	… আস্তাবোলে অমৃতলাল (কবিতা)
১৩৩২ :	শ্রাবণ	… ”	… আমার পূজা (প্রবন্ধ)
	শারদীয়া	… 'বার্ষিক বসুমতী'	দাম্পত্য-চণ্ডীপাঠ (ছড়া)
		… ”	… ১৯৭৫ (নক্‌শা)
	কার্ত্তিক-পৌষ, ফাল্গুন	… 'মাসিক বসুমতী'	গজুর ভজন (নক্‌শা)
	চৈত্র	… ”	… বীরভূমে অনুষ্ঠিত ১৭শ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির সূচনা-বচন।
	চৈত্র। ১৩৩৩ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	… ”	… রূপকথা (নক্‌শা)
	চৈত্র	… 'ভারতী'	… সেকালের কথা
১৩৩৩ :	শ্রাবণ-ভাদ্র, পৌষ-চৈত্র। ১৩৩৪ বৈশাখ, শ্রাবণ-আশ্বিন	… 'মাসিক বসুমতী'	হামিদের হিম্মৎ (উপন্যাস)
	শারদীয়া	… 'বার্ষিক বসুমতী'	শুভদিন (নূতন তাজ্জব ব্যাপার)
	কার্ত্তিক	… 'মাসিক বসুমতী'	আবোল-তাবোল (প্রবন্ধ)

১৩৩৩ : চৈত্র ... 'মাসিক বসুমতী' মজঃফরপুরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

১৩৩৪ : জ্যৈষ্ঠ ... " ... ভুবনমোহন নিয়োগী (প্রবন্ধ)

শারদীয়া ... 'বার্ষিক বসুমতী' ব্যারণ এণ্ড পিপলাই কোং (গল্প)

অগ্রহায়ণ-মাঘ, চৈত্র। ১৩৩৫ বৈশাখ-শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন। ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ ... 'মাসিক বসুমতী' যুবক-জীবন (উপন্যাস)

১৩৩৪ : পৌষ (?)—মাঘ ... 'উড়ো খই' ... ছুটির বৈঠক (গল্প)

ফাল্গুন ... 'মাসিক বসুমতী' খুলনা, বীণাপাণি সাহিত্য-সম্মিলনীর ৩য় বার্ষিক উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

১৩৩৫ : আশ্বিন-কার্ত্তিক ... " ... টুনটুনী (গল্প)

পৌষ ... " ... পৌষ-পার্ব্বণ (কবিতা)

চৈত্র ... " ... মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মেলনের ১৬শ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

১৩৩৬ : শ্রাবণ ... 'মাসিক বসুমতী' বরণীয় বাঙ্গালী-জীবন (প্রবন্ধ)

আশ্বিন ... 'পঞ্চপুষ্প' ... বসিরহাট—ধান্তকুড়িয়া

বাংলার পুরাতনের প্রতি অমৃতলালের অকৃত্রিম অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল। ১৩২২ সালের চৈত্র-সংক্রান্তিতে (ইং ১৯১৬) অনুষ্ঠিত জেলেপাড়ার সঙের ছড়াগুলি তিনিই রচনা করিয়া দিয়াছিলেন ; ইহার কয়েকটি 'অমৃত-গ্রন্থাবলী'র ৪র্থ ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে। ২১ অগ্রহায়ণ ১৩২৫ (ইং ১৯১৮) শোভাবাজারের গোপীনাথ-প্রাঙ্গণে জোড়াসাঁকো ও কাঁসারিপাড়া—দুই দলের মধ্যে হাফ-আখড়াই সঙ্গীত-সংগ্রাম হয়। অমৃতলাল জোড়াসাঁকোর পক্ষে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গানগুলি 'বীণার ঝঙ্কারে' (৭ম সং. পৃ. ৬০১-৬) স্থান পাইয়াছে।

ইংরেজী রচনা।—অমৃতলাল ইংরেজী রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। *Forward, Liberty, Servant* প্রভৃতি সংবাদপত্রের স্তম্ভগুলি অনুসন্ধান করিলে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাদির দর্শন মিলিবে। আমরা তাঁহার দুই-চারিটি ইংরেজী রচনার নির্দ্দেশ দিতেছি :—

The Calcutta Review August 1925 ... Step Aside

The Cal. Municipal Gaz. Third Anniversary ... No. 19-11-27 A Stroll in the Hogg Market.

Fourth Aniversary ... No. 17-11-28 Calcutta as I knew it once : Tales of a Grand-father.

আলোচনা

[সমতটেশ্বর শ্রীধারণরাতের তাম্রশাসন]

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-এইচ ডি

১৩৫৩ সালের বৈশাখ-সংখ্যা ভারতবর্ষে আমি "সমতটের রাতরাজবংশ" শীর্ষক এক প্রবন্ধে শ্রীধারণের অষ্টমরাজ্যবর্ষীয় নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের ঐতিহাসিক মূল্য বিচার করিয়াছিলাম। সম্প্রতি (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ৫৩শ ভাগ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪১-৫৪) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আমার ঐ প্রবন্ধের এক সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীধারণরাতের তাম্রশাসন সম্পর্কে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রধান কথা তাঁহার প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই আছে।—"সর্ব্বাগ্রে ইহার কালনির্ণয় আবশুক। ত্রিপুরার লোকনাথ-শাসন রচনাকালে (৬৬৩-৬৪ খ্রীঃ) রাতশাসনোক্ত জীবধারণ জীবিত ছিলেন। সুতরাং শ্রীধারণের অষ্টম রাজ্যাঙ্ক কিছুতেই ৬৭৫ সনের পূর্ব্বে যাইবে না। শ্রীধারণের পুত্র যুবরাজ বলধারণ তৎকালে প্রবয়াঃ অর্থাৎ প্রবীণবয়স্ক এবং তদীয় সন্ততিগণও নায়কগুণসম্পদে বর্দ্ধমান ছিলেন। সুতরাং রাতলিপির কাল নিঃসন্দেহে প্রায় ৭০০ সন নির্ণয় করা যায়; কিছু পরেও হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বে নহে।" এই প্রধান যুক্তির অনুপূরক হিসাবে ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রত্নলিপিতত্ত্বঘটিত যে দুই চারি কথা বলিয়াছেন, তাহার কোনই মূল্য নাই। যাহা হউক, উদ্ধৃত যুক্তির বলেই তিনি আমার সমুদয় মতামতকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ঐ যুক্তি কতটা গ্রাহ্য, পণ্ডিতেরা তাহার বিচার করুন। প্রথম কথা এই যে, ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দের তাম্রশাসনে লোকনাথ যদি প্রকাশ করেন যে, রাতবংশীয় জীবধারণের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল, তাহাতে শুধু ইহাই প্রমাণ হয় যে, ঐ সংঘর্ষ তাম্রশাসনের তারিখের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। কিন্তু উহা শাসনদানের দশ দিন, কি দশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা, তাহা অপ্রমাণিত থাকিয়া গেল। সুতরাং জীবধারণ ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, কি উহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বা পরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা মোটেই প্রমাণিত হইল না। কিন্তু ইহা হইতেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় সিদ্ধান্ত করিলেন যে, জীবধারণের পুত্র শ্রীধারণের অষ্টম রাজ্যবর্ষ "কিছুতেই ৬৭৫ সনের পূর্ব্বে যাইবে না।" দ্বিতীয়তঃ, যুবরাজ বলধারণ শ্রীধারণের পুত্র ছিলেন, এ কথা তাম্রশাসনে নাই। সুতরাং একটা প্রমাণসাপেক্ষ বিষয়কে প্রমাণিত সত্যরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং উহা যুক্তিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। তৃতীয় কথাটি আরও মারাত্মক। আচ্ছা, ধরিয়া লওয়া গেল যে, বলধারণ শ্রীধারণের পুত্র ছিলেন। কিন্তু বলধারণ পিতার রাজত্বের অষ্টম বৎসরে প্রবীণবয়স্ক ছিলেন এবং তদীয় সন্ততি নায়কগুণ-সম্পন্ন ছিলেন, ইহার সহিত আলোচ্য তাম্রশাসনের কালনির্ণয়ের সম্পর্কটা কি? ধরুন,

শাসনদানের সময় বলধারণের বয়স ৪৫ বৎসর এবং শ্রীধারণের বয়স ৭০ বৎসর ছিল, এবং জীবধারণ তখন বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার বয়স ৯৫ বৎসর হইত (অর্থাৎ ধরুন, তিনি ৮৭ বৎসর বয়সে মারা যান)। তাহাতে শ্রীধারণের অষ্টম রাজ্যবর্ষের তাম্রশাসন ৭০০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্ত্তী হইবে কেন ?

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমালোচনায় যুক্তিগত ত্রুটি ব্যতীত তথ্যগত অসংখ্য ভুল আছে। তিনি বলেন যে, 'সেংচি' 'ইচিঙে'র ভারত আগমনের পূর্ব্বে অর্থাৎ ৬৭১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে সমতটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহা সর্ব্বথা ভ্রান্ত। ইচিং ৭০০-৭১২ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে যে গ্রন্থ রচনা করেন, উহাতে সেংচির ভ্রমণ-বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে এবং বলা হইয়াছে যে, আনুমানিক ৬৫০-৭০০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে যে সকল চীন পরিব্রাজক ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন, সেংচি তাঁহাদের অন্যতম। সেংচি ৬৭১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে সমতটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহার কোনই প্রমাণ নাই।

সেংচির Ho-lo-she-po-t'aকে "রাজভট" মানিয়াও আমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কষাঘাতের পাত্র হইয়াছি ; কারণ, তাঁহার ধারণা এই যে, উহা "হর্ষভট" হইবে। অথচ ইহা একেবারেই আজগুবি এবং অসম্ভব। সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজকেরা যখন হর্ষবর্দ্ধন, রাজবর্দ্ধন (রাজ্যবর্দ্ধন), রাজপুর প্রভৃতি নাম লিখিতেন, তখন "হর্ষ" শব্দটিকে লিখিতেন Ho-li-sha এবং "রাজ" শব্দটিকে লিখিতেন Ho-lo-she. ইহার অকাট্য প্রমাণ হিউএন-সাঙের গ্রন্থে আছে।

আমি লিখিয়াছি যে, সম্ভবতঃ আদৌ বঙ্গের খড়্গ এবং সমতটের রাতবংশীয়গণ গৌড়-সম্রাটের সামন্ত ছিলেন ; হর্ষ এবং ভাস্করবর্ম্মার হস্তে গৌড়পতির পরাজয়ের সুযোগে ঐ সামন্তেরা প্রায় স্বাধীন রাজার ন্যায় তত্তদ্দেশ শাসন করিতে থাকেন। বোধ হয় জীবধারণের শাসনকালে রাতবংশীয়েরা পূর্ব্বোক্ত সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন ; তৎপুত্র শ্রীধারণের অষ্টম রাজ্যবর্ষের কিয়ৎকাল পরে (সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের মাঝামাঝি কোন সময়ে ; ধরুন, আনুমানিক ৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে) খড়্গ-বংশীয় দেবখড়্গ রাতবংশ উৎখাত করিয়া সমতট অধিকার করেন। পূর্ব্বোল্লিখিত অপরূপ যুক্তি ও আজগুবি ধারণাসমূহের জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমি সমস্তই ভুল বলিয়াছি। আমি ভুল, কি তিনি ভুল, পণ্ডিতেরা তাহার বিচার করুন। রাতবংশকে সামন্ত বলাতেও তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, দেখিতেছি। দুঃখের বিষয়, তিনি সামন্তত্বসূচক "প্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দ" কথাটির অর্থ লক্ষ্য করেন নাই। জীবধারণেরও যখন বাপপিতামহ অবশ্যই ছিলেন এবং তাঁহাদের সামন্তরাজ থাকিবারই যখন সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তখন শীলভদ্র কেন যে রাতবংশীয় হইতে পারিবেন না, ইহা আমার জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য। সকলেই জানেন যে, সংস্কৃত "রাজপুত্র"=প্রাকৃত "রাঅউত্ত", "রাউত্ত" হইতে আধুনিক "রাবত্", "রাউত" আসিয়াছে। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে "রাউত" "রাত" শব্দের পরিণাম! ইহা কিরূপে হইতে পারে জানি না।

উপরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমালোচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়মাত্র দেওয়া হইল। ইহা

ছাড়াও তাঁহার প্রবন্ধে নানা ভুল এবং লেখ-বিদ্যাবিষয়ক জ্ঞানাল্পতার বহু প্রমাণ আছে। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ত্রুটি এই যে, তাঁহার কাল্পনিক পাঠোদ্ধারের কু-অভ্যাস আছে। এই সকল বিষয় পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রত্যুত্তর

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১। রাত-শাসনের কালনির্ণয়ে ডঃ সরকার চার-পাঁচটি বিভিন্ন এবং অল্পবিস্তর বিরোধী মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এবার তন্মধ্যে একটি মত উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"শ্রীধারণের অষ্টমরাজ্যবর্ষের কিয়ৎকাল পরে (সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের মাঝামাঝি কোন সময়ে, ধরুন আনুমানিক ৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে) খড়্গবংশীয় দেবখড়্গ রাতবংশ উৎখাত করিয়া সমতট অধিকার করেন।" ইহার সমর্থনের জন্য এখন তিনি বলেন, লোকনাথলিপিকালে (অর্থাৎ ৬৬৪ সনে) জীবধারণ জীবিত ছিলেন না। কিন্তু তিনি স্বয়ং যে পূর্ব্বে লোকনাথ-লিপিকালে জীবমান ধরিয়াই জীবধারণের কাল সপ্তম শতাব্দীর "তৃতীয় পাদে" এবং শ্রীধারণের কাল "শেষ পাদে" নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৫৩, পৃ. ৩৭০।২), তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন। এইরূপে, তিনি স্বয়ং পূর্ব্বে বলধারণকে শ্রীধারণের পুত্র মনে করিয়াও (ঐ, পৃ. ৩৭৩।২) এখন তাহা "প্রমাণসাপেক্ষ বিষয়" বলিয়া বিপক্ষযুক্তির প্রতিরোধে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছেন! আর, বলধারণের ও তদীয় সন্ততিগণের শাসনোক্ত বিশেষণপদ হইতে ডঃ সরকারের পরিকল্পিত পথেই শাসনের কালনির্দ্দেশ সূচিত হয়। কিন্তু "প্রবয়াঃ" শব্দের অর্থ বৃদ্ধ ("প্রবয়াঃ স্থবিরো বৃদ্ধঃ," অমর) এবং শাস্ত্রমতে "বৃদ্ধঃ সপ্ততেরূর্দ্ধম্" (অষ্টাঙ্গহৃদয়ের পদার্থচন্দ্রিকাটীকা, পৃ. ৪৩৭ প্রভৃতি)। বলধারণের বয়স সুতরাং মাত্র ৪৫ না ধরিয়া অন্ততঃ পক্ষে ৬০-৭০ ধরা উচিত। ৬৭০ সনে দেবখড়্গ রাতবংশ উৎখাত করিয়া থাকিলে অন্ততঃ ঐ সনই শ্রীধারণের অষ্টম রাজ্যবর্ষ ধরিয়া এক পুরুষের গড়-পড়তা ২৫ বৎসর ধরিয়া (যদিও তাহা অভ্রান্ত নহে) এবং লোকনাথ-শাসনের "শ্রীপরমেশ্বরস্য" কিম্বা "শ্রীজীবধারণ" পদে "শ্রী"শব্দ মৃত ব্যক্তির গৌরবচিহ্ন ধরিয়াও, ৬৬২ সনে মৃত্যুকালে জীবধারণের বয়স হয় ন্যূন পক্ষে ১০২—প্রকৃতপক্ষে আরও অনেক বেশী হইবে। (অর্থাৎ শীলভদ্র ও জীবধারণ একেবারেই সমসাময়িক হইয়া পড়েন, যে শীলভদ্র রাতবংশীয় কেন হইতে পারিবেন না, তাহা এখনও ডঃ সরকারের জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য।) সুতরাং যুক্তিটি যে তাঁহার পক্ষে "আরও মারাত্মক" সন্দেহ নাই! যুক্তিটির দূরপ্রসারী ফলাফলের বিশদ ব্যাখ্যা উহ্য রহিল।

২। ই-সিঙের মৌলিক গ্রন্থদ্বয়ের রচনাকাল Dr. Takakusu বিশেষভাবে বিচার করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন (General Introd. pp. Liv-Lv), ই-সিঙের ভ্রমণকাহিনী প্রথম রচিত হয়, তৎপর পরিব্রাজকবিবরণী। ভ্রমণ-কাহিনীর ভূমিকাংশ ও পরিব্রাজকবিবরণী প্রায় একই সময়ে রচিত হইয়াছিল এবং শেষোক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্ট সর্ব্বশেষে রচিত হয়, কিন্তু ৬৯২ খ্রীষ্টাব্দের পরে নহে। সেঙ্-চির বিবরণী মূলাংশেই আছে, পরিশিষ্টে নহে। সেঙ-চি "প্রথমে" সমতটে আসেন এবং ই-সিঙ্ তাঁহার সমতটে মৃত্যু হওয়ার সম্বাদও লিখিয়াছেন (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩১, পৃ. ৭৯৫ : Chavannesকৃত ফরাসী অনুবাদ আমরা দেখি নাই ; ডঃ মজুমদারের সারসঙ্কলনই এ স্থলে আমাদের একমাত্র উপজীব্য)। সুতরাং সেঙ্-চির আগমনকাল ই-সিঙের "কিছু পূর্ব্বে" হওয়াই সম্ভব, সমসময়েও হইতে পারে। ডঃ সরকার Takakusuর মত অগ্রাহ্য করিয়া Bealএর এক পুরাতন মত (Life of Hiuen Tsiang, 1888, p. XVI) অনুসরণ করিয়া পরিব্রাজকদের ভারতাগমন-কাল ৬৫০-৭০০ সন ("latter half of the 7th century A.D.") ধরিয়াছেন। তর্কস্থলে তাঁহার মত স্বীকার করিলেও সেঙ্-চির সমতটে আগমন-কাল ই-সিঙের কিছু পূর্ব্বে ধরা কেন "সর্ব্বথা ভ্রান্ত", আমরা বুঝিলাম না।

৩। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে Wattersএর Yuan Chwang (II. 188) অধ্যয়নকালে আমাদের প্রশ্ন জাগিয়াছিল, Chavannes কর্তৃক গৃহীত "হর্ষভট" পাঠ শুদ্ধ করিয়া রাজভট পাঠ কেন হইবে। বর্ত্তমান সুযোগে প্রশ্নটি উত্থাপিত হওয়ায় ডঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের তথ্য-পূর্ণ প্রবন্ধ পাওয়া গেল এবং আশা করা যায়, ডঃ বাগ্‌চীর অভিমতও পাওয়া যাইবে। এ স্থলে আমাদের মূল যুক্তি যে 'রাজভট' পাঠ স্বীকার করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা ডঃ সরকারের লক্ষ্য হয় নাই।

৪। ডঃ সরকার রাতবংশকে শুধু সামন্ত নহে, পরন্ত খড়্গাদিগের সামন্ত বলায় আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম—"ক্ষুণ্ণ" হই নাই। "প্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দ" পদে যদি সামন্ত সূচিত হয়, "প্রতাপোপনতসামন্তচক্র," "অর্পিতাধিরাজ্য" ও "সমতটাদ্যনেকদেশাধিরাজ্য" পদে পরমেশ্বরও সূচিত হয়।

[হৈহয়-কুলের শার্য্যাত শাখা]

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ৫২ ভাগের ২৩ পৃষ্ঠায় ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার পার্জিটার সাহেবের মত খণ্ডন করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, হৈহয়-কুলের শার্য্যাত নামে কোন উপশাখা ছিল না। তিনি মৎস্যপুরাণের "শার্য্যাতা(ঃ)" স্থলে বায়ুপুরাণের "অসংখ্যাতা(ঃ)" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু পার্জিটারের গৃহীত "শার্য্যাতা(ঃ)" পাঠ-ই শুদ্ধ বলিয়া মনে করি।

মুদ্রিত পুরাণগুলিতে নামগুলি প্রায়ই লিপিকর-প্রমাদ-দুষ্ট। এই জন্য পাঠ আলোচনার পূর্ব্বে শার্য্যাত নাম সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯২ সূক্তের ঋষি হইতেছেন শার্য্যাত মানব অর্থাৎ মনুবংশীয় শার্য্যাত। ঋগ্‌বেদের সূক্তমধ্যে শার্য্যাতের নাম পাওয়া যায়।

আ স্মা রথং বৃষপাণেষু তিষ্ঠসি
শার্য্যাতস্য প্রভৃতা যেষু নন্দসে। ১।৫১।১২

হে ইন্দ্র! তুমি সোমপানার্থ রথে আরোহণ করিয়া গমন কর। যে সোমে তুমি হৃষ্ট হও, শার্য্যাত সেই সোম প্রস্তুত করিয়াছেন। (রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩৯।৭) দেখা যায় যে, ভার্গব চ্যবন মানব শার্য্যাতকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৩৪৩ অধ্যায়ে আছে যে, চ্যবন মুনি শর্য্যাতি রাজার যজ্ঞে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে যজ্ঞভাগ প্রদান করেন। বনপর্ব্বের ১২১ অধ্যায়ে পাওয়া যায়, চ্যবন শর্য্যাতি রাজার কন্যা সুকন্যাকে বিবাহ করেন। বিষ্ণুপুরাণেও (৪।১) ইহার উল্লেখ আছে। অগ্নিপুরাণের (২৭৪ অধ্যায়) মতে নহুষের এক পুত্রের নাম শর্য্যাতি। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বের ৩০ অধ্যায় অনুসারে মনুর পুত্র শর্য্যাতি। "শর্য্যাতির বংশে মহারাজ বৎসের জন্ম হয়। তিনি হৈহয় ও তালজঙ্ঘ নামে দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন। লোকে সেই হৈহয়কেই বীতহব্য নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকে।" (কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ)।

আমরা বেদ, ব্রাহ্মণ, মহাভারত ও পুরাণের প্রমাণে দেখিলাম যে, শার্য্যাত বা শর্য্যাতি নামে কেহ ছিলেন এবং তাঁহার সহিত হৈহয়-কুলের সম্পর্ক ছিল।

এক্ষণে পাঠ আলোচনা করা যাউক। মৎস্যপুরাণে "শার্য্যাতা"(ঃ), বায়ুপুরাণে "অসংখ্যাতা"(ঃ), ব্রহ্মপুরাণে "সুব্রতাঃ", পদ্মপুরাণে "সঞ্জাতা"(ঃ), হরিবংশে "সুজাতাঃ"। ডক্টর সরকার লিঙ্গপুরাণ এবং অগ্নিপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করেন নাই। লিঙ্গপুরাণের (৬৮ অধ্যায়) পাঠ "হর্য্যাতা"(ঃ)। অগ্নিপুরাণে আছে "স্বয়ংজাতাঃ"।

জয়ধ্বজাৎ তালজঙ্ঘস্তালজঙ্ঘাস্ততঃ (১) সুতাঃ ॥
হৈহয়ানাং কুলাঃ পঞ্চ ভোজাশ্চাবন্তয়স্তথা।
বীতিহোত্রাঃ স্বয়ংজাতাঃ শৌণ্ডিকেয়াস্তথৈব চ ॥ (২৭৪ অধ্যায়)

১। Asiatic Society of Bengalএর প্রকাশিত সংস্করণের পাঠ "তালজঙ্ঘাৎ" ভ্রান্ত।

এই পাঠগুলির মূল শুদ্ধ পাঠ শার্য্যাতা(ঃ) লিপিকর-প্রমাদে নানা রূপ ধারণ করিয়াছে। সুতরাং মুদ্রিত মৎস্যপুরাণের পাঠই ঠিক।

পার্জিটার সাহেব পঞ্চ উপশাখার নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন—বীতিহোত্র, শার্য্যাত, ভোজ, অবন্তি এবং তুন্তিকের। ডক্টর সরকার শার্য্যাতকে বাদ দিয়া তৎস্থলে তালজঙ্ঘকে গণনা করিয়াছেন। পার্জিটার তালজঙ্ঘকে এই পঞ্চ উপশাখার সাধারণ সংজ্ঞা বলিয়াছেন। কিন্তু ডক্টর সরকার তাহা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু অগ্নিপুরাণের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে আমরা দেখি যে, তালজঙ্ঘের পুত্রগণ তালজঙ্ঘ নামে খ্যাত এবং হৈহয়ের পঞ্চ কুল—ভোজ, অবন্তি, বীতিহোত্র, শার্য্যাত (পাঠ স্বয়ংজাত) এবং তুণ্ডিকের (পাঠ শৌণ্ডিকের)। অধিকাংশ পুরাণেই বীতিহোত্র পাঠ পাওয়া যাইতেছে সত্য; কিন্তু মহাভারতের বীতহব্য পাঠ শুদ্ধ হইলে বীতিহোত্র স্থলে "বীতহব্য" পাঠই গ্রহণীয় হইবে। বায়ুপুরাণের পাঠ বীরহোত্র; বিষ্ণুপুরাণের পাঠান্তর বীতহোত্র।

বিষ্ণুপুরাণের (৪.১১) মতে যদুর বংশ-তালিকা এইরূপ: যদু—সহস্রজিৎ—শতজিৎ—হৈহয়—ধর্ম্মনেত্র—কুন্তি—সাহঞ্জি—মহিষ্মান্—ভদ্রশ্রেণ্য—দুর্দম—ধনক—কৃতবীর্য্য—অর্জ্জুন—জয়ধ্বজ—তালজঙ্ঘ—বীতিহোত্র। বিষ্ণুপুরাণ-মতে তালজঙ্ঘের শত পুত্র এবং তাঁহারা তালজঙ্ঘ নামে খ্যাত—'তালজঙ্ঘস্য তালজঙ্ঘাখ্যং পুত্রশতমাসীৎ"। এইরূপ ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্ম, হরিবংশ, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, মৎস্য, পদ্ম এবং বায়ুপুরাণে।

অগ্নিপুরাণের (২৭৪ অধ্যায়) মতে এইরূপ: যদু—শতজিৎ—হৈহয়—ধর্ম্মনেত্র—সংহন—মহিমা—ভদ্রসেন—দুর্গম—কনক—কৃতবীর্য্য—অর্জ্জুন—জয়ধ্বজ—তালজঙ্ঘ—বীতিহোত্র।

পুরাণের বংশতালিকা মহাভারতের বংশতালিকা হইতে পৃথক্। কিন্তু মহাভারতের বংশ-তালিকায় শর্য্যাতি, হৈহয়। তালজঙ্ঘ, বীতহব্য—এই নামগুলি একত্র পাওয়া যাইতেছে, ইহা বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য।

সমস্ত দিক্ বিচার করিয়া আমরা বলিতে বাধ্য যে, পার্জিটার সাহেবের মতই ঠিক এবং ডক্টর সরকার ভুল করিয়াছেন। "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।"

———

চাটিগ্রামে পাঠান ও মঘরাজত্ব

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সোনারগাঁর স্বাধীন পাঠান নরপতি সুলতান্ ফখরুদ্দীন্ মুবারিক সাহ সর্ব্বপ্রথম চাটিগ্রাম জয় করিয়া পাঠান-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তৎপূর্ব্বে তাহা হিন্দু রাজার অধীন ছিল। দুঃখের বিষয়, চাটিগ্রামে হিন্দুরাজত্বের ঐতিহাসিক উপকরণ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। এ পর্য্যন্ত একটিমাত্র তাম্রশাসন তথায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। দামোদরদেবের এই মূল্যবান্ তাম্রশাসনটি অন্যান্য বহুতর লিপির সহিত কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। ৺ননীগোপাল মজুমদারের প্রামাণিক গ্রন্থে (Inscriptions of Bengal, III, pp. 158-163) পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ সহ ইহার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পারিদৃশ্যমান কতিপয় ভ্রমপ্রমাদ সংশোধন করা আবশ্যক। ১২৮০ সনের ৬ জ্যৈষ্ঠ এই তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়—চাটিগ্রাম সহরের নিকটবর্ত্তী নাসিরাবাদ গ্রামে নহে, পরন্তু "রামপুর" নামক পল্লীতে। বর্ত্তমান পাহাড়তলি স্টেশনের সংলগ্ন সুবিখ্যাত "ভেলুয়ার দীঘি"র দক্ষিণাংশে উক্ত পল্লীতে অবস্থিত ভাটের পুষ্করিণী পঙ্কোদ্ধার করিতে যাইয়া 'বদলা' নামক জনৈক মুছলমান ইহা প্রাপ্ত হয়। তদানীন্তন খাজাঞ্চি উমাচরণ রায় ইহা সংগ্রহ করিয়া কালেক্টার ক্লে (Clay) সাহেবের হস্তে প্রদান করেন। চাটিগ্রামের ঐতিহাসিক তারকচন্দ্র দাস ইহার আবিষ্কারবার্ত্তা ১২৮০ সনের ২১ আষাঢ়ের এডুকেশন গেজেটে প্রকাশ করেন এবং প্রথম পৃষ্ঠার একটি অশুদ্ধ পাঠোদ্ধারও মুদ্রিত করেন। এই তাম্রলিপির আবিষ্কার-প্রসঙ্গে উক্ত সাহেবের নামই বাঁচিয়া আছে, স্থানীয় প্রকৃত উদ্যোক্তাদের নাম লোপ পাইয়াছে। প্রথম পৃষ্ঠার ১০শ পঙ্‌ক্তির লুপ্তাংশে "কির্ম্মীরি"- (তাজ্বি) পাঠ হইবে। ৫ম শ্লোকের অনুবাদ ঠিক হয় নাই; শ্লোকটির অর্থ এই— "দামোদরদেবের উজ্জ্বল যশ পৃথিবীর সমস্ত কালিমা দূর করিতে গিয়া তাহা শেষ করিতে পারিল না, রিপুরমণীদের নয়নের (ভূপতিত) কজ্জলকণা (অনপনেয়) কালিমা-সার হইয়া লাগিয়া রহিল। আর, রিপুরাজাদের মুখস্থিত তৎকালীন কালিমাও (চিরস্থায়ী) নীলীরাগের ন্যায় মলিনতারই উৎকর্ষ বিধান করিতে লাগিল।" ষষ্ঠ শ্লোকে তাম্রশাসনের উপনেতা "গুণবর" নামক প্রধান মন্ত্রীর স্তুতি এবং ৭ম শ্লোকে মহামহত্তক "শ্রীমৎ-দত্তে"র প্রেরণায় ৫ দ্রোণ ভূমিদানের কথা আছে। দানভাজন দ্বিজের একটি বিশেষণ-পদ "ডাম্বারডামেহর্থিনে," অর্থাৎ ডাম্বারডাম নামক একপ্রকার ব্রহ্মত্রজাতীয় বৃত্তির উপযাচক। ডাম্বারডাম কোন গ্রামের নাম নহে। "যত্র ডাম্বারডামং কামনাপীণ্ডিয়াগ্রামে" (২৭-৮ পঙ্‌ক্তি) উক্তি হইতেও ঐরূপ অর্থই দাঁড়ায়। শব্দটি যাবনিক, সংস্কৃত কিম্বা বাঙ্‌লা নহে। আরাকানভাষা হইলেও হইতে পারে। ভূমির সীমামধ্যে একটি "লবণোৎসের"

উল্লেখ (২৮ পঙ্‌ক্তিতে) আছে বলিয়া মনে হয়। শাসনের প্রচারকাল ১১৬৫ শক (১২৪৩-৪ খ্রীঃ সন)। দামোদরদেবের নবাবিষ্কৃত মেহার-শাসন ১১৫৬ শকে চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ, অর্থাৎ দামোদরদেব ১২৩৪-৪৪+সনে সমতটের রাজা ছিলেন এবং তাঁহার রাজ্য অন্ততঃ চাঁদপুর হইতে চাটিগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল সন্দেহ নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয়, চাটিগ্রাম শাসনে ভুক্তি, মণ্ডল কিম্বা বিষয়ের উল্লেখ নাই, কেবল দুইটি গ্রামের উল্লেখ আছে—কামনপীণ্ডিয়াক ও কেতঙ্গপাল। মেহার-শাসনের প্রদত্ত ভূমি "পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির" অন্তর্গত "সমতটমণ্ডলে"র অন্তর্ভুক্ত "পরলায়িকাবিষয়ে" অবস্থিত ছিল (নবাবিষ্কৃত রাত-শাসনের পাঠ অনুসারে "পরণায়িকা" সংশোধন করিয়া "পরলায়িকা" পড়িতে হইবে)। আপাততঃ চাটিগ্রাম অঞ্চলও সমতটের অন্তর্গত একটি "বিষয়" ছিল বলিয়া মনে হয়, যদিও সমতট পদের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের দিকে লক্ষ্য করিলে চাটিগ্রামের ন্যায় পর্ব্বতবহুল দেশ তাহার বাহিরে পড়ে। মধ্যযুগের পরগণার ন্যায় তৎকালে সমতটাদিমণ্ডলের সীমাও বোধ হয় নির্দ্দিষ্ট থাকিত না—রাজাদের জয়-পরাজয়ের ফলে সীমার হ্রাস-বৃদ্ধি হইত সন্দেহ নাই।

চাটিগ্রামে সর্ব্বপ্রথম মুছলমান আগমনের বিবরণ চাটিগ্রামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুছলমান কবি মহম্মদ খাঁ-রচিত "মুক্তল হোছন" গ্রন্থের প্রারম্ভে কবির পিতৃমাতৃকুলের পরিচয়-প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ১০৫৬ হিজরি সনে এই গ্রন্থ রচিত হয়। গ্রন্থ-সমাপ্তির কাল কবি হেঁয়ালী করিয়া লিখিয়াছেন :—

> হিন্দুআনি তেরিখের শুন বিবরণ।
> বাণ বাহো (বাহু) সম অর্দ্ধ, আর বাণ শত॥
> বিংশ তিন দুন করি চাহ দিয়া দধি।
> পাঞ্চালিকা পূর্ণ হইল সে অব্দ অবধি॥
> সুরগুরু শেষ নিদগ্ধগুরু আগে।
> মিত্র হই কুমুদিনী প্রীতিবর মাগে॥
> হইয়া নক্ষত্ররূপ উড়ি গেল শশী।
> দশ দিক প্রসন্ন পাতকী তম নাশি॥
> মাধবী মাসের সপ্ত দিবস গঞ্জিল।

ইহার অর্থ—সম অর্দ্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বে উল্লিখিত মুছলমানি তারিখের দশ শতের সহিত 'বাণ বাহু' (৫২) সংযোগ করিয়া হয় ১০৫২ সন। আর ৫২৩ দ্বিগুণ করিয়া হইল ১০৪৬, তাহার সহিত 'দধি' (উদধি) অর্থাৎ ৭ যোগ করিয়া ১০৫৩ সন পাওয়া যায়। ১০৫২ সনের শেষে ও ১০৫৩ সনের প্রারম্ভে চৈত্র মাসের ৭ তারিখ বৃহস্পতি বারের শেষে দৈত্যগুরু শুক্র বারের পূর্ব্বে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। গণনানুসারে ৭ মার্চ ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ঘটিয়াছিল। তখনও চাটিগ্রাম মোগলরাজ্যের অন্তর্ভূত হয় নাই। সায়েস্তা খাঁর বিজয়ের পর চাটিগ্রামে যে শাসন-প্রণালী নূতন প্রবর্ত্তিত হয়, তন্মধ্যে উজীর কিম্বা নায়েব-উজীরের পদ নাই।

উজীর-পদাধিকারী সকলেই সুতরাং ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী। আরাকানের ইতিহাসে চাটিগ্রামের প্রধান রাজপুরুষকে উজীর সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। কবি মহম্মদ খাঁকে আমরা "নায়েব-উজীর" মহম্মদ খাঁর সহিত অভিন্ন ধরিতে পারি। চাটিগ্রামের "মুলুক-ছোয়াঙ্গ" নামক গ্রামে "মহম্মদ খাঁ নায়েব উজীরে"র পাকা মসজিদ ও নিষ্কর ভূমি বিদ্যমান ছিল। তাহার বিবরণ কালেক্টরীতে রক্ষিত আছে। জানা যায়, মহম্মদ খাঁ অপুত্রক ছিলেন—তাঁহার দৌহিত্রের দৌহিত্রগণ ১৮৪২ সনে লাখেরাজঘটিত বিবাদে লিপ্ত ছিলেন।

কবি প্রথমতঃ তাঁহার মাতামহকুলের বৃত্তান্ত-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, "কদল খাঁ গাজি" প্রথম "রিপু জিনি চাটিগ্রাম কৈলা নিজাধীন"। তাঁহার সঙ্গে "একাদশ মিত্র" ছিল, তন্মধ্যে মাত্র ২ জনের নাম কবি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—কবির মাতৃকুলের আদিপুরুষ "সেখ সরিফদ্দিন" এবং সুপ্রসিদ্ধ "বদর আলাম"। এই দ্বাদশ পীরের একসঙ্গে আগমনই নোয়াখালি ও চাটিগ্রামে প্রচলিত "বার আউলিয়া" প্রবাদের মূল। ইহাদের জনশ্রুতিমূলক নামমালা অনেকে মুদ্রিত করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত তিন নাম ব্যতীত একটাও প্রামাণিক নহে।[১] ইবন বতুতার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে পাওয়া যায়, সুলতান ফখরুদ্দীন অত্যন্ত ফকীরভক্ত ছিলেন

১। মুক্তুল-হোসেন পুথির বিবরণ মুন্সী আবদুল করিম-রচিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ১৫৭-৬০ দ্রষ্টব্য। মুন্সী সাহেবের নিকট রক্ষিত ১১১১ মঘী সনে (১৭৪৯ খ্রীঃ) লিখিত একটি প্রাচীন প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম। তাহার পাঠ অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। তারকচন্দ্র দাসগুপ্ত-রচিত "চট্টগ্রামের ইতিবৃত্তে" (১৩০৪ সন, পৃ. ৩-৪) বার আউলিয়ার নাম আছে—বদর আউলিয়া (পর্ত্তুগীজ জাতীয় ছিলেন?), বাজিদ বোস্তামি, সাহা মাদার, আবদুল কাদের জেলানী, মইনদ্দিন চিস্তিয়া, সাহাজঙ্গি, সরফদ্দিন বোয়ানি, সাহাবদ্দিন, সেখ ফরিদ, সাহা পির, মোছন আউলিয়া এবং সাহা সোন্দর। তন্মধ্যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ধর্ম্মবীরগণের চাটিগ্রামে আগমনের প্রবাদ সীতাকুণ্ডে রামচন্দ্রের আগমনের ন্যায় অমূলক। সম্প্রদায়-ভেদে নানা জনের নামে ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে—চাটিগ্রামে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত পাঁচ পীর, বিবি ফতেমা, খাজে খিজির প্রভৃতির নামেও দরগা বিদ্যমান আছে। ডঃ এনামুল হক্‌-কৃত "বঙ্গে সূফীপ্রভাব" গ্রন্থে বার ঔলিয়ার মধ্যে কাত্তাল, শাহ উমর, শাহ বদল, চাঁদ ঔলিয়া ও শাহ যযদ্‌এর নাম আছে। ইহাদের কয়েকজনের বিবরণ রাহাত আলী চৌধুরী-প্রণীত "বার আওলিয়া" গ্রন্থে (১৯২০ সনে মুদ্রিত) পাওয়া যায়। শাহ ওমর প্রকৃতই চাটিগ্রামের অতি প্রসিদ্ধ একজন পীর, কিন্তু তিনি অনেক পরবর্ত্তী কালের লোক। সম্রাট্ আওরঙ্গজেব ১১১৬ হিজ্‌রি সনে (১৭০৪ খ্রীঃ) সাহা ওমর ঔলিয়ার পুত্রবধূ ও পৌত্রদিগকে ২২৬ বিঘা ভূমি দান করেন, তাহার দলীলপত্র আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। চাটিগ্রামের বহুতর প্রাচীন পীর ও ফকীরের নাম আমরা সংগ্রহ করিয়াছি—ইহাদের কাঁহারও প্রকৃত বিবরণ মুদ্রিত হয় নাই। তারক-বাবুর গ্রন্থে সরফদ্দিনের উল্লেখ বিস্ময়জনক, তখনও মুক্তুল হোসেন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই।

এবং সায়দা (Shayda) নামক একজন ফকীরকে 'সাদকাওনে"র (Sadkawan শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন—ইহা চাটগাঁও হইতে অভিন্ন হইলে (Bhattasali: Early Independent Sultans of Bengal, pp. 135-54) বার আউলিয়ার অপর এক নাম পাওয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। কদল খাঁ প্রভৃতির আগমন ফখরুদ্দীনের রাজ্যকালের বেশী পূর্ব্বে হইতে পারে না। কারণ, ইহাদের জীবদ্দশায় পরে আগত মাহি-আছোয়ারের প্রপৌত্র রাস্তি খাঁ ১৪৭৪ সনে জীবিত ছিলেন। কদল খাঁর নাম "কদলপুর" প্রভৃতি গ্রামে বাঁচিয়া থাকিলেও স্থানীয় প্রবাদে লুপ্ত হইয়াছে—যদি "কাতাল পীর" তাঁহারই বিকৃত নাম বলিয়া বিবেচিত না হয়। বর্ত্তমান চট্টগ্রাম সহরের আন্দরকিল্লায় পীর বদরের আস্তানা বিদ্যমান থাকিয়া ৬০০ বৎসরের স্মৃতি বহন করিতেছে। ১৮৪৮ সনে ইহার নিষ্কর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদে তৎকালীন খাদিমগণ "আপত্য করে যে চটগ্রাম শহর জঙ্গল ও পৈরির বাস থাকা কালীন হিন্দুস্থানে সাহা গৌরির রাজত্ব সময় সাহা বদর পীর আওলিয়া সাহেব কেম সহর হইতে এ স্থান আগমনে পরমেশ্বর ধ্যানে বাস করত আবাদ ক্রমে" সরকারের আমলের পূর্ব্বের আমেলান ও বাদসাহা হইতে খয়রাত্ত পাইয়া খাদিমেরা "পোক্তা এক দরগাহা চৌদেওয়ার বেষ্টিত" স্থাপন করিয়াছিলেন। এই চিরন্তন প্রবাদ-বাক্যমধ্যে সাহা গৌরি অর্থাৎ মহম্মদ ঘোরির সমকালীনতার উল্লেখ অমূলক এবং পীর বদরের আদিস্থান (আরব দেশের অন্তর্গত) "কেম সহরের" উল্লেখ একটি নূতন সম্বাদ বটে। অপর একটি দলীলে দানভাজন ব্যক্তি ও দানকর্ত্তৃগণের একটি ধারাবাহিক নামমালা লিপিবদ্ধ আছে—"মৌরসান্ সেক হামিদ ও আবদুল করিম ও পীর মাহামুদ (ও) ছদরজ্জহা ও সেখ মাহাম্মদ ও সেক ছেবান্" প্রভৃতি খাদিম "সরকার বাহাদুরের আমলের পূর্ব্বে নওাব হোসেন সাহা বাদসা গাজি ও নওাব জাফর খাঁ ও নওাব অলি বেগ খাঁ ও সাহা ফিরূজ খাঁ ও নওাব রহমত খাঁর সনদ উপলক্ষে" ভূমি পাইয়াছিলেন। এই সকল সনদ গৃহদাহে বিনষ্ট হইয়াছিল। সিহাবদ্দীন তালিশের বিবরণেও পীর বদরের আস্তানার উল্লেখ আছে এবং তজ্জন্য মঘরাজা-প্রদত্ত ভূমিদানের কথা আছে। সম্ভবতঃ "সাহা ফিরূজ খাঁ" কোন মঘরাজার মুছলমানী নাম। /

কবি মহম্মদ খাঁর পিতৃবিবরণে পাওয়া যায়, "ছিদ্দিক-বংশীয়" মাহি আছোয়ার তাঁহার আদিপুরুষ। মাহি আছোয়ার অর্থাৎ মৎস্যারোহী একটি যৌগৈশ্বর্য্যসূচক উপাধি মাত্র। কবি তাঁহার প্রকৃত নামটি গ্রন্থমধ্যে কুত্রাপি উল্লেখ করেন নাই। "তারিখ-ই-হামিদী" গ্রন্থানুসারে (পৃ. ১১০-১১) তাঁহার প্রকৃত নাম "বক্তার" এবং তাঁহার বংশ চাটিগ্রামের সম্ভ্রান্ত মুছলমান পরিবারসমূহের শীর্ষস্থানে অবস্থিত ছিল। সুন্দীপ-ইতিবৃত্তে পাওয়া যায় (নব্যভারত, ১২৯৬, পৃ. ৩০৪), বক্তার অথবা বক্তিয়ার মাইসোয়ার প্রভৃতি ১২ জন আউলিয়া প্রথম সুন্দীপে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং তিনি একা সুন্দীপে থাকিয়া যান। এই অমূলক প্রবাদের উৎপত্তির কারণ, সুন্দীপের বিখ্যাত জমিদার আবুতোরাপ চৌধুরী মাহি আছোয়ার-বংশীয় ছিলেন। কবি মহম্মদ খাঁর বিবরণ অনুসারে মাহি আছোয়ার ও হাজি খলীল এই

দুই জন চাটিগ্রাম আসিলে কদল খাঁ, বদর আলাম প্রভৃতি ১২ জন তাঁহাদিগকে সমাদর করিয়া আনিয়াছিলেন। হাজি খলীলের সমাধি শ্রীহট্টে বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ তিনি চাটিগ্রাম থাকিয়া যান নাই। বার আউলিয়ার অন্যতম অপর একজন বিখ্যাত ফকীরের নাম "হজরত সাহা মছনদ আওলীয়া"। সায়েস্তা খাঁর চাটিগ্রাম বিজয়ের অব্যবহিত পরে নবাব বুজরগ্ উমেদ খাঁ ও দেওয়ান নরসিংহ দাস ১০৭৭ হিজরি সনে (১৬৬৬ খ্রীঃ) ঝিঅড়ি গ্রামে উক্ত আওলিয়ার দরগার জন্য মঘী ১০ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন। সনদের প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঝিয়ড়ি ও বটতলির এই বিখ্যাত দরগাহের উল্লেখে বর্ত্তমানে সর্ব্বত্র সাহা মছনদের পরিবর্ত্তে মোহছেনের নাম চলিতেছে (বার আওলিয়া, পৃ. ৫৬-৮)।

ফখরুদ্দীন হইতে বারবক্ সাহের রাজত্ব পর্য্যন্ত অন্যূন এক শত বৎসরের চাটিগ্রামের শাসনকর্ত্তাদের নাম জানা যায় না। বক্তার মাহি-আছোয়ারের প্রপৌত্র রাস্তি খাঁ কবি মহম্মদ খাঁর বর্ণনানুসারে "চাটিগ্রাম দেষপতি" অর্থাৎ প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন। চাটিগ্রাম ফতেয়াবাদের তথাকথিত আলাওলের দীঘির পারে রাস্তি খাঁর মসজিদ বিদ্যমান, ৮৭৮ হিজরী সনে (১৪৭৪ খ্রীঃ) সুলতান রুকমুদ্দীন বারবক সাহার রাজত্বে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার নিকটে যে নছরত সাহার দীঘি আছে, তাহা সুলতান হুসেন সাহা তনয়ের নাম বহন করিতেছে বলিয়া অনেকে লিখিয়াছেন। তাহা ঠিক নহে, ১৮শ শতাব্দীর প্রথম পাদে "নছরত সাহ" নামক ব্যক্তি "পাহাড় ও জঙ্গল- ইত্যাদি আবাদপূর্ব্বক" পাকা মসজিদ ও দীঘি দিয়াছিলেন। তাঁহার বংশ বহু কাল বিদ্যমান ছিল। রাস্তি খাঁর পুত্র মীনা খাঁ, তৎপুত্র গাভুর খাঁ—"যার কীর্ত্তি গৌড়দেশ ভরি।" তাঁহার সম্বন্ধে কবি এক স্থলে লিখিয়াছেন :—

"করিয়া বিষম রণ, জিনিলা ত্রিপুরাগণ, হেলায় পাঠানগণ জিনি।" ইত্যাদি। এই পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যা কেহ এ-যাবৎ করেন নাই। ত্রিপুরাধিপতি ধন্যমাণিক্যের সহিত হুসেন সাহের সঙ্ঘর্ষ এখানে সূচিত হইয়াছে বলিয়া আপাততঃ মনে হয়। কিন্তু পরাগলী মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বে ছুটি খাঁর পরিচয়-প্রসঙ্গে হুসেন সাহের তনয় নসরত সাহের রাজত্বকালেই ত্রিপুরা-বিজয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (সা-প-প, ১৩৩৪, পৃ. ১৬৪-৬৬)[২] রাজমালার মতে

২। স্বর্গত কৈলাসচন্দ্র সিংহ-সংগৃহীত একটি পরাগলী ভারতের পুথির দুইটি পাতা (২৫৮-৫৯) মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ২৫৮।২ পত্রে অনুশাসনপর্ব্বের পুষ্পিকার পর একটি মূল্যবান্ ও কৌতুকজনক তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে: "জে ঠাকুর সকলে পুস্তক পঠ আহ্মাকে মন্দ না বুলীবা শ্রীমাসীম খাএর আদরস ও রাজা খাএর আদরশ ও মাণিক্যবীবীর আদরশ এহি তিনের তিন আদরস জেরূপ আছে তেমত লিখিছি এহাতে গৌনহ না করিছি॥ এহি নিবেদীল—" মাসীম খাঁ সম্ভবতঃ পরাগলপুরের চৌধুরীবংশের আদিপুরুষ ইব্রাহিম খাঁর চতুর্থ পুত্র এবং প্রায় ১৭০০ সনের লোক। পুথিটির লেখক ও লিপিকালের উল্লেখ

হুসেন সাহের সৈন্য তিন বারই ধন্যমাণিক্যের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছিল (২য় লহর, পৃ. ২২-২৮)। ধন্যমাণিক্যের ১৪৩৫ শকাব্দের "চাটিগ্রামজয়ি" রজতমুদ্রার আবিষ্কার দ্বারা রাজমালার উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং গাভুর খাঁ নসরত সাহের সময়ে (১৫১৯-২৫ সন) বিদ্যমান ছিলেন ধরা যায় এবং ত্রিপুররাজের সহিত সংঘর্ষকালে গাভুর খাঁর পিতৃব্য-পুত্র ছুটি খাঁ সেনাপতি ছিলেন। কারণ, পরাগলী ভারতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, ছুটি খাঁর পিতা পরাগল খাঁ ছিলেন "রাস্তিখানতনয়" (সা-প-প, ১৩৩৪, পৃ. ১৬৬)। পরাগল ও তৎপুত্র ছুটি খাঁ যে বংশের একটি কনিষ্ঠ ধারা, তাহা "লস্কর" (অর্থাৎ সেনাপতি) উপাধি হইতেও প্রতিপন্ন হয়—তাঁহারা সমগ্র চাটিগ্রামের অধিপতি ছিলেন না। এই পরবর্ত্তী সংঘর্ষ সম্ভবতঃ ত্রিপুরাধিপতি ধন্যমাণিক্যের রাজত্বের শেষ ভাগে ঘটিয়াছিল। রাজমালায় ইহার উল্লেখ দৃষ্ট না হইলেও পরবর্ত্তী রাজা দেবমাণিক্যের (অভিষেক-মুদ্রা ১৪৪৮ শকাব্দ) বিবরণে পাওয়া যায় :—

"চাটীগ্রাম থানা রাখি আসিলেক দেষ।
জত রার্য্য পিতৃসত্ত আছিলেক পুনি।
সকল সাদিল সুখে সেই নৃপমনি॥ (প্রাচীন রাজমালা, ২৩।২ পত্র)

তদ্দ্বারা অনুমান হয়, ধন্যমাণিক্যের চাটিগ্রামে অধিকার কিছুকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। এবং দেবমাণিক্য নসরৎ সাহের মৃত্যুর পর চাটিগ্রাম পুনঃ জয় করিয়াছিলেন। অন্যথা ধারাবাহিক অধিকারস্থলে চাটিগ্রামে থানা রাখার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

গাভুর খাঁর কীর্ত্তিকথায় একটি বিস্ময়জনক তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, তিনি "হেলায় পাঠানগণ" জিনিয়াছিলেন। এই পাঠানগণ কে? সমসাময়িক পর্ত্তুগীজ বিবরণীতে পাওয়া যায়, প্রায় ঐ সময়ে চাটিগ্রামের দক্ষিণাংশে "খোদা বক্স খাঁ" নামক একজন পরাক্রান্ত জমীদার ছিলেন। ১৫২৮-৩৮ সনে তাঁহার সহিত তদীয় এক প্রতিবেশী জমীদার, পর্ত্তুগীজ ও চাটিগ্রামের অধিকারীর সংঘর্ষের কথা Campos-কৃত Portugese in Bengal (1919) গ্রন্থে (pp. 31-2, 42) দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে যে De Barrosএর মানচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আরাকান ও চাকমা রাজ্যের সংলগ্ন অথচ চাটিগ্রাম হইতে পৃথক্ খোদা বক্স খাঁর বিস্তৃত জমীদারী ('Estado do Codavascam") প্রদর্শিত হইয়াছে। গাভুর খাঁর সংঘর্ষ এই খোদা বক্স খাঁর সহিতই ঘটিয়াছিল বলিয়া নির্ণয় করা যুক্তিসঙ্গত। কবি-বর্ণিত গাভুর খাঁর পাঠান-পরাভব-বার্ত্তা ও পর্ত্তুগীজ-বর্ণিত খোদা বক্স খাঁর

নাই। ছুটি খাঁর বিবরণে (২৫৯ পত্রে) পাঠান্তরগুলি লিখিত হইল :—সর্ব্বদেব বন্দিয়া বন্দোম কবিগণ।...উপপ্লব নাই কোহ্ন...। ত্রিপুরা গড়েত গীয়া কৈল সন্বিধান।...দেবের নির্ম্মান সে জে অলংহন পুরী।...লস্কর পরাগল খানের তনয়।...সম্বাদে বিষয় দিল কুতুহলমতী।... জদপি অভয় দিল খান মহামতী। তথাপী আতঙ্ক বাঢ়ে ত্রিপুরানৃপতী। আপনা নৃপতি সম্বপিয়া সবিশেষ।...পণ্ডীতে মণ্ডীত সভা...।

প্রতিবেশীর সহিত সংঘর্ষ ("feud with a neighbouring chief"—ঐ, পৃ. ৩১) একই ঘটনা বলিয়া মনে হয়। লক্ষ্য করিতে হইবে, ছুটি খাঁ ও পরাগল খাঁর ন্যায় গাভুর খাঁও বিদ্বৎসেবী ছিলেন :—লইয়া পণ্ডিতগণ, শাস্ত্র শুনে অনুক্ষণ, রঙ্গ ঢঙ্গ কৌতুক অপার। কিন্তু রাস্তি খাঁ-তনয় পরাগল খাঁর সহিত গাভুর খাঁর অভেদ কল্পনা (বঙ্গলক্ষ্মী, আশ্বিন ১৩৩৭, পৃ. ৮৩) ভ্রমাত্মক।

গাভুর খাঁর পুত্র (?) "হামজা খাঁ মছ্‌লন্দ" ১৫৩৮ সনে জীবিত ছিলেন। কারণ, চাটিগ্রামের অধিকার লইয়া তাঁহার সহিতই খোদা বক্‌স খাঁর সংঘর্ষ হয় এবং পর্তুগীজরা হামজা খাঁর পক্ষাবলম্বন করেন। নামটি পর্তুগীজদের উচ্চারণ-দোষে "Amarzacao" রূপে পরিণত হইয়াছে (Campos p. 42)। সের শাহের প্রেরিত প্রতিনিধির সহিতও হামজা খাঁর বিরোধ হইয়াছিল। এই হামজা খাঁ হইতে পৃথক্ অপর এক জমীদার ঐ নামে ১০৯৩ হিজরী সনে জীবিত ছিলেন (তারিখ-ই-হামিদী, পৃ. ১২৮-৩২)।

হামজা খাঁর পুত্র **নসরত খাঁর** বর্ণনা সংশোধনপূর্ব্বক সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল। ইহা কবি মহম্মদ খাঁর রচনাশক্তির একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শনরূপে গ্রহণীয়।

তাহান নন্দনবর, রসে যেন রত্নাকর, ধর্ম্মে কর্ম্মে যেন বৃহস্পতি।
সুমেরুসদৃশ থির, পার্থসম মহাবীর, ঐশ্বর্য্যেতে দিলীপ যযাতি॥
বংশের প্রসিদ্ধিহেতু, নিজকুল জয়কেতু, জন্ম হৈলা প্রচণ্ডপ্রতাপ।
গান্ধারীনন্দন মানে, কর্ণ বলি যেন দানে, ভিক্ষুক জনের যেন বাপ॥
বিজয়ে বিজয়ী সম, বিপক্ষকুলের যম, চন্দ্রমুখ সুধা মধু হাস।
রূপে কামসমসর, ধীর সুললিত বর, পুরান্ত সকল নারী আশ॥
প্রজার পালক রাম, বাপ হোতে অনুপাম, বাহুবলে শাসিলেন্ত ক্ষিতি।
বান্ধব পালন প্রাণ, নসরত খান জান, তান পদে করম মিনতি॥

অন্যত্রও (৬১।১ পত্রে) কবি নসরত খাঁকে "বংশের অবতংস" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সৌভাগ্যবশতঃ চাটিগ্রামের অধিপতি এই নসরত খাঁর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। কবি মহম্মদ খাঁর প্রমাতামহ "ছদর্জ্জাহা" উপাধিধারী সাহা আবদুল ওহাব একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার সম্বন্ধে কবি উজ্জ্বল ভাষায় লিখিয়াছেন :—

গৌড়ধাম অধিপতি যাঁকে প্রশংসিলা। বার বাঙ্গালার পতি ইছা খান বীর।
ভিক্ষুক জনের প্রতি যাঁহাকে বলিলা॥ দক্ষিণকুলের রাজা আদম সুধীর॥
চাটিগ্রামপতি জান নসরত খান। স্নেহভাবে যাঁহাকে পূজন্ত নিতি নিতি।
আপনার প্রিয় সুতা দিলা যাঁর স্থান॥ যাঁহাকে প্রশংসা কৈলা মগধের পতি॥

সুপ্রসিদ্ধ ইশা খাঁর সমকালীন এই পরম পণ্ডিতের অভ্যুদয়কাল ১৬শ শতাব্দীর শেষপাদে[৩] এবং তাঁহার শ্বশুর নসরত খাঁর শাসনকাল ঐ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে নির্ণয় করা

৩। চাটিগ্রামের অন্তর্গত "পীরখাইন" গ্রামে "হজরত সাহা আবদুল ওহাব সদরজাহার

যায়। আরাকানের ইতিহাসে পাওয়া যায় (ছন্দমালালঙ্কার, রচিত "রবেঙ্-রাজওয়াঙ্-থছ্-ক্যম্", ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯), মঘ-রাজা মেঙ্-ছৌলহ (১৫৫৬-৬৪খ্রীঃ) চাটিগ্রামের "উজীর(র) নৌথরো খঙের" নিকট হইতে ১৫৬১-৬৩ সন মধ্যে উপঢৌকনাদি পাইয়া তাঁহার আনুগত্য গ্রহণ করেন। তৎপরবর্ত্তী রাজা ছক্যবদির (১৫৬৪-৭১খ্রীঃ) সহিত ঐ উজীরের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল (ঐ, পৃ. ৮১)। পর্তুগীজ বিবরণী হইতে পাওয়া যায়, চাটিগ্রাম সহরের অধিপতির (Retor বা Governor) সহিত পর্তুগীজদের সংঘর্ষ হইয়াছিল এবং তাঁহাদের হস্তে ঐ অধিপতি নিহত হইয়াছিলেন। ইহা ১৫৬৯ সনের শেষ ভাগে (কিম্বা ১৫৭০ সনের প্রারম্ভে) ঘটিয়াছিল। (Purchas His Pilgrims, vol. X. p. 137 : Campos, p 269) এই অধিপতি খুব সম্ভবত নসরত খাঁ।

নসরত খাঁর পুত্র **জালাল খাঁর** বর্ণনাটিও সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য :—

প্রণামি তাহান পদ, রচিব পাঞ্চালীপদ, তান পুত্র বলে হলধর।
চাটিগ্রাম দেশ কান্ত, পৃথিবী জিনি ধৈর্য্যবন্ত, গাণ্ডীবে অর্জ্জুন সমসর॥
শান্ত দান্ত গুণবন্ত মর্য্যাদার নাহি অন্ত, হৃদন্তে একান্ত কোপ গণি।
ক্ষোভন্ত করন্ত বল, নাশন্ত রিপুর দল, জলন্ত আনল হেন জানি॥
প্রশংসন্ত সর্ব্বদেশ, কীর্ত্তি গান্ত সবিশেষ, মহিষ মারন্ত এক শরে।
শৌর্য্যবন্ত বীর্য্যবন্ত, অনন্তকে কৈল অন্ত, এক শরে শার্দ্দূল সংহারে॥
সত্যবন্ত জিনি ধর্ম্ম, জ্ঞানবন্ত জীবসম, প্রজাক পালিলেন্ত ধর্ম্ম রাখি।

কবরগাহা"র জন্ম মির্জা মাহাম্মদ বাকর ভূমিদান করিয়াছিলেন। তাহার দলীলপত্র চাটিগ্রাম কালেক্টরীতে আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম। "লয়লা মজনু"র কবি দৌলত উজীরের পীর আছাওদ্দীন এই ছদরজাহার প্রপৌত্র ছিলেন (সা-প-প, ১৩০৭, বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১৩২০, পৃ. ১৪-১৬ ও নবনূর ১৩১০, পৃ. ২১৩-২৮ দ্রষ্টব্য)। কবি যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত মূল্যবান্ অথচ এ যাবৎ সম্যক্ আলোচিত হয় নাই। লয়লা মজনু রচনাকালে দিল্লীশ্বর ছিলেন আওরঙ্গ সাহা, আর চাটিগ্রাম অধিপতি ছিলেন (গৌড়ের অধীনতা দূর হওয়ার পর) "ধবল অরুণ গজেশ্বর" নেজাম সাহা। মোগল আমলের শাসক নবাব মহম্মদ নিজামুদ্দীন (১৭১৭-৫৯খ্রীঃ) হইতে পৃথক্ এই নেজাম সাহা নিঃসন্দেহ মঘরাজা চন্দ্রসুধর্ম্মার (১৬৫২-৮৪খ্রীঃ) নামান্তর। বুঝা যায়, শায়েস্তা খাঁর চাটিগ্রাম-বিজয়ের পূর্ব্বে চাটিগ্রাম সহরেরই নামান্তর ছিল "ফতেয়াবাদ", পরে ইসলামাবাদ হয়। কবির পূর্ব্বপুরুষ হোসেন সাহের (১৪৯৩-১৫১৯খ্রীঃ) প্রধান উজীর হামিদ খাঁ। মুক্তলহোসেনের প্রমাণবলে ছদরজাহারই বৃদ্ধপ্রপিতামহ ছিলেন। চাটিগ্রামের বদরমোকামের দলীলে তিনিই প্রথম দানভাজন (সেক হামিদ) এবং প্রথম দাতাও ছিলেন হোসেন সাহা। সম্ভবতঃ রাস্তি খাঁ তনয় মীনা খাঁর পরে কিম্বা স্থলে, অর্থাৎ গাভুর খাঁর পূর্ব্বে, হামিদ খাঁই চাটিগ্রামের অধিপতি ছিলেন।

মুখজ্যোতি পূর্ণচন্দ্র, হাস্য জিনি মকরন্দ, কোমল কমলদল আখি ॥
দশন মুকুতাপাতি অধর রঙ্গিম অতি, ভুরুযুগ টালনি দোলনী।
দীর্ঘ বাহু মধ্য চারু, গজখণ্ড দুই উরু, চরণ তরুণ কমলিনী ॥
নারীমুখপদ্মভৃঙ্গ, সমরে সদৃশ সিংহ, মধুবাণী সুধাসম হাস।
তেজি গুরুজনভীত, সকল কামিনীচিত, শ্যামঘন মিলিবার আশ ॥
কেহ বোলে কার ভয়, দেখি আইল কামরায়, কেহ বোলে কোথায় অনঙ্গ।
এহি মুখ পূর্ণশশী, কেহ বোলে নভোবাসি, কোথা চান্দ নাহিক কলঙ্ক ॥
কেহ বোলে দিনকর, কেহ বোলে বিদ্যাধর, কেহ বোলে না হয় সকল।
এহি সে জালাল খান সুরপতি পঞ্চবাণ, রূপে জিনিয়াছে (দেবদল) ॥
সে পদপঙ্কজরেণু, শিরে ধরি ফাগু জনু, রচিব পাঞ্চালী অনুপাম ॥ (৩।২-৪।১ পত্র)

কবি মহম্মদ খাঁর পরিশুদ্ধ রচনা-রীতি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। বর্ণনাটিতে একটিও যাবনিক শব্দ নাই। আরাকানের ইতিহাসে জলাল খাঁর শোচনীয় মৃত্যুর কথা লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। ঘটনাটি সংক্ষেপে লিখিত হইল। ত্রিপুরাধিপতি ধন্যমাণিক্য ১৪৩৫ শকাব্দে (১৫১৩খ্রীঃ) চাটিগ্রাম অধিকার করেন। তৎপর হইতে অমরমাণিক্যের রাজত্বকাল (১৫৭৭-৮৬খ্রীঃ) পর্য্যন্ত চাটিগ্রামে ত্রিপুরার আধিপত্য মোটামুটি অক্ষুণ্ণ ছিল। মঘরাজা সেকেন্দর সাহ ১৫৮৮ সনে অমরমাণিক্যকে পরাজিত করিয়া ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর অধিকার করিয়াছিলেন (প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫৩, পৃ. ৬০৫ দ্রষ্টব্য)। রাজমালায় পাওয়া যায় (২য় লহর, ৩৮ পৃ.), এই ত্রিপুর-মঘ-যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল বিদ্রোহী মঘ সামন্ত "আদম পাদশাহা"কে লইয়া। যুদ্ধের প্রথম ভাগে অমরমাণিক্যের এক পুত্রের মৃত্যু হইলে সেকান্দর সাহা সন্ধির প্রস্তাব করিয়া লিখিয়া পাঠান :—

রাম্বু ছকরুয়া ছিল আদম পাদসাহা।
তাহারে বান্দিয়া দেও আমি চাহি তাহা ॥ (প্রাচীন রাজমালা)

সুতরাং চাটিগ্রামের দক্ষিণভাগস্থিত রামু-চকরিয়ার এই অধিপতি নিঃসন্দেহ ছদরজাহার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক "দক্ষিণ কুলের রাজা আদম" হইতে অভিন্ন। মঘরাজা কর্ত্তৃক উদয়পুর অধিকারের পরও অমরমাণিক্য তেজঃপূর্ণ বাক্যে আশ্রিত আদমকে প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। অমরমাণিক্যের এই ক্ষাত্রতেজ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত।

পুনর্ব্বার মগরাজা লিখীল রাজারে। তোমি তাকে কি জানিবা মগধকুমার ॥
আদমকে ছাড়িয়া দেহ পৃত্তি হইবারে ॥ দৈবগতি এক পুত্র যুদ্ধেত পড়িছে।
নৃপতি লিখীল তবে ই কথা না হবে। আর দুই পুত্র মোর অখনেহ আছে ॥
শরণ লইছে আদম তাকে নাহি দিবে ॥ এহি সব মরিলে হ না দিব আদম।
ক্ষত্রিয় বংশেত জন্ম হইছে আমার। দুর্ব্বল হইছি আমি দৈবগতিক্রম ॥

(প্রাচীন রাজমালা, ৪৫।১ পত্র)

চাটিগ্রামে চক্রশালা অঞ্চলে "আদম ছাই"র দীঘি ও তৎসংক্রান্ত প্রবাদ এখনও বিদ্যমান আছে। ছন্দমালালঙ্করের আরাকান-ইতিহাসে (২য় খণ্ড, পৃ. ৯০) পাওয়া যায়, উক্ত সংঘর্ষকালে "চাইতাগঙের উজী(র) জলা ল্)" ত্রুঙ্-রাজার (অর্থাৎ ত্রিপুরাধিপতির) পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরাজয় হইলে ভয়ে প্রাণত্যাগ করেন। ৯৪৮ মঘাব্দের ৬ই "নেত্তৌ" বুধবার মঘরাজা সমারোহে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। মঘাব্দ "কার্ত্তিকাদি" ছিল এবং গণনানুসারে ১৫৮৫ সনের ১৭ নবেম্বর বুধবারই ঐ যুদ্ধযাত্রার তারিখ হয় এবং ১৫৮৬ সনের প্রারম্ভে (রাজমালার মতে চৈত্রমাসে) সেকান্দর সাহ উদয়পুর অধিকার করেন। অমরমাণিক্যের পুত্র রাজধরমাণিক্যের ১৫০৮ শকাব্দের অভিষেকমুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় ত্রিপুর-পরাজয়ের এই তারিখই প্রামাণিক প্রতিপন্ন হয়। দুর্গামণি-সংশোধিত রাজমালার তারিখ (পৃ. ৪২, চৈত্র ১৫১০ শক) এস্থলে ভ্রান্তিমূলক। প্রাচীন রাজমালার প্রকৃত পাঠ "কালনভ শরচন্দ্র শক চৈত্র মাসে" (অর্থাৎ ১৫০৬ শকাব্দ) স্থলে বোধ হয় "শৈলনভ" ছিল।

১৫৮৬ সন হইতে ১৬৬৬ সন পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৮০ বৎসরকাল চাটিগ্রামে মঘ-ফিরিঙ্গির অক্ষুণ্ণ প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত ছিল। জালাল খাঁর পুত্র "বিরাহিম খান" তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া নামে মাত্র "উজীর" ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কবির ভাষা হইতে ("শ্রীবিরহিম খান, তোহ্মাকে প্রণামি বহুতর।") বুঝা যায়, গ্রন্থ রচনাকালেও (১৬৪৬ সনে) তিনি জীবিত ছিলেন। আরাকানের ইতিহাসে এবং পাদ্রী ম্যানরিকের (Manrique) অপূর্ব্ব ভ্রমণ-কাহিনীতে পাওয়া যায়—মঘরাজার দ্বিতীয় পুত্রই সাধারণতঃ চাটগ্রামের অধিপতি নিযুক্ত থাকিতেন (Bengal : Past & Present, 1916, p. 162)। উক্ত পাদ্রীর আগমনের অল্প পূর্ব্বে (১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে) চাটিগ্রামের তৎকালীন অধিপতির মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি সম্ভবতঃ দুর্দ্দান্ত পর্ত্তুগীজ দস্যু গঞ্জালিসের সমকালীন (মঘরাজা সলিম সাহার—১৫৯৩-১৬১২ সন) দ্বিতীয় পুত্র Anoporao। Bocarro's Decada গ্রন্থে (p. 439) তাহাকে "Lords of the land of Dianga, Saquecela and Ramu" বলায় বুঝা যায়, সমগ্র চাটিগ্রামে তৎকালে তিনটি শাসনবিভাগ ছিল—দেয়াঙ্গ, চক্রশালা ও রামু। ম্যানরিকের সময়ে রামুতে পৃথক্ শাসক ছিল (Bengal : Past & Present, 1916, p. 229) এবং তাঁহার অবস্থানকালে চাটিগ্রামের নবনিযুক্ত অধিপতি পর্ত্তুগীজগণের অনিষ্টসাধনের জন্য ঢাকার নবাবের নামে পর্ত্তুগীজগণের ও চক্রশালার বাঙ্গালী অধিবাসিগণের ("The Bengalas residing in the territory of Sacassala," ibid. p. 227) দুইটি গুপ্ত সন্ধিপত্র জাল করিয়াছিলেন। মনে হয়, ১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই চাটিগ্রামের সহিত মঘ রাজাদের সম্পর্ক আরম্ভ হইলে তিন জন পৃথক্ মঘ প্রতিনিধি তিন স্থলে নিযুক্ত হইত। রামুর (এবং সম্ভবতঃ চক্রশালার) এইরূপ একজন প্রতিনিধি ছিলেন অমরমাণিক্যের আশ্রয়প্রাপ্ত আদম সাহা।

আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা

গত ১৩৫৪, ২১এ অগ্রহায়ণ দিবসে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি সার্ শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে বাঁকুড়া শহরে শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের উননবতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও তাঁহার গুণমুগ্ধ দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য এক বিশেষ অধিবেশনের অনুষ্ঠান হয়। সভার উদ্বোধনের পর সভাপতি মহাশয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের গলে পরিষদের পক্ষে সোনালি জরির মালা অর্পণ করিলে পর, পরিষদের পক্ষে অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য স্বরচিত নিম্নলিখিত মঙ্গলাচরণ-শ্লোক পাঠ করেন।

স্বস্তি ॥ জ্যোতিঃকোষ-পুরাণ-বেদবিষয়ৈরুদ্ভিজ্জবিদ্যাসু চ
যস্যার্যাস্য পরং প্রগাঢ়রচনৈঃ গৌড়াঃ গতাঃ গৌরবম্।
শ্রীবিদ্যানিধিরায়ভাজনমসৌ যোগেশচন্দ্রো ভবান্
মার্কণ্ডেয়নিভঃ সভাজিতসভো দৃষ্টোঽস্য হৃষ্টাঃ বয়ম্ ॥
ইয়ং প্রশস্তির্বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদ্‌গৃহাৎ।
দীনেশশর্ম্মরচিতা শতায়ুঃপূর্ত্তিশংসিনী ॥
শাকে গ্রহাব্ধিনাগেন্দৌ মার্গৈকবিংশবাসরে।
প্রীতয়ে ভবতামস্তু বাঁকুড়াপুরবাসিনাম্ ॥

অতঃপর স্থানীয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শ্রীরামশরণ ঘোষ মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। পরিষদের সম্পাদক শ্রীসজনীকান্ত দাস নিম্নোদ্ধৃত মানপত্র পাঠ করেন। একটি চন্দনকাষ্ঠের পেটিকায় স্থাপন করিয়া রেশমী কাপড়ে মুদ্রিত এই মান-পত্রটি বিদ্যানিধি মহাশয়ের হাতে দেওয়া হয়।

এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডক্টর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্‌বল্লভ, শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকমলকৃষ্ণ রায় যে বাণী পাঠাইয়াছিলেন তাহা পঠিত হয়।

আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি, এম. এ., এফ. আর. এম. এস., রায় বাহাদুর মহাশয়ের করকমলে—

হে জ্ঞানতাপস,

আজ আপনার জীবনসন্ধ্যায় সাহিত্যিক, সাহিত্যরসিক ও দেশপ্রেমিকদের পক্ষে আপনাকে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং আমাদের কর্মজীবনে আপনার আশীর্বাদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আমরা আপনার সংস্পর্শপূত বাঁকুড়াতীর্থে উপনীত হইয়াছি। আপনার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের অধিকাংশ কাল কঠোর জ্ঞানসাধনায় অতিবাহিত করিয়া আপনি যে-গৌরবময় আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা চিরদিনই আমাদের অনুকরণীয় হইয়া থাকিবে; আশীর্বাদ করুন, সেই আদর্শে আমরা যেন অনুপ্রাণিত হইতে পারি।

হে সত্যানুসন্ধী শিক্ষাব্রতী,

আপনার ঋষিতুল্য সরল পবিত্র জীবনযাত্রা, শিক্ষাদানে একনিষ্ঠ তৎপরতা, স্থানীয় সর্ববিধ জনহিতকর কার্যে পথপ্রদর্শন, আপনার প্রধান কর্মক্ষেত্র উড়িষ্যাপ্রদেশে চিরস্মরণীয়

হইয়াছে ; আপনি সেখানে বহু হৃদয়ে ভক্তির বেদীতে আজ প্রতিষ্ঠিত। আপনার স্বদেশবাসী বাঙালীকে মাতৃভাষায় দুরূহ বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য আপনার প্রথম জীবনের একক সাধনার কথা আজ আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি। আপনার অক্লান্ত লেখনী দীর্ঘকাল ধরিয়া কত বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশবাসীদের শিক্ষিত, উদ্বুদ্ধ ও সতর্ক করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিতে থাকিবে। বিজ্ঞানকে সাহিত্যের আধারে পরিবেশন করিয়া আপনি ভাবপ্রবণ বাঙালী জাতিকে নূতন পথে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগে বহুবিধ গবেষণা করিয়া আপনি মাতৃভাষায় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্বের নিখুঁত সত্যগুলি আপনার অপূর্ব প্রতিভাবলে বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ্‌ হইয়া উঠিয়াছে। আপনি বঙ্গভাষার মধ্য দিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে জাহ্নবীধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। আপনার এই সকল অমর কীর্তি স্মরণ করিয়া আমরা আপনাকে অভিনন্দিত করিতে আসিয়াছি।

হে অক্লান্তকর্মী বৈজ্ঞানিক,

শুধু বিজ্ঞানের তত্ত্বে নয়, ফলিত বিজ্ঞানেও আপনি এই দরিদ্র দেশকে সম্পদ্‌শালী করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। স্বদেশী-আন্দোলনেরও পূর্বে দেশীয় উদ্ভিজ্জ হইতে স্থায়ী রঞ্জকদ্রব্য প্রস্তুতের যে প্রণালী আপনি আবিষ্কার করিয়াছেন. আজ স্বাধীনতার দ্বারদেশে আসিয়া তাহার প্রয়োগে জাতীয় সম্পদ্‌-বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। আপনার কৃত কর্মের পুরস্কার আপনার স্বদেশ এবারে লাভ করিবে। দেশজননীর আশীর্বাদে আপনার জীবনের সাধনা ধন্য হইবে।

হে একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী,

আপনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শৈশব অবস্থা হইতে ইহার সহিত যুক্ত হইয়া আজ পর্যন্ত ইহাকে বিবিধ দানে পুষ্ট করিয়া আসিতেছেন। সেই দান "বাঙ্গালা ভাষা", "বাঙ্গালা শব্দকোষ" এবং অসংখ্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও অন্যান্য বহু গবেষণালব্ধ প্রবন্ধের মধ্যে বিধৃত থাকিয়া চিরদিন আপনার অমরকীর্তি ঘোষণা করিবে। আপনি এক জীবনে যাহা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া আমরা বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।

হে মহাভাগ,

প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে আপনি আমাদের কুলপতি—সহস্র সহস্র শিষ্যের গুরু। আমরা আপনাকে আমাদের ভক্তির অর্ঘ্য দিতে আসিয়াছি, আপনি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

॥ বন্দে মাতরম্‌ ॥

কলিকাতা
২১ অগ্রহায়ণ ১৩৫৪

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে
শ্রীসজনীকান্ত দাস
সম্পাদক

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক সম্বর্ধনার উত্তরে

আচার্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির ভাষণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সদস্য ও বাঁকুড়াবাসী বন্ধুগণ! আমি আপনাদিগকে সবিনয় নমস্কার করছি। আজ আপনারা সকলে সমবেত হয়ে আমার বহু সম্মান করলেন। আমি ধন্য হলাম। আমি কস্মিন্ কালে ভাবি নাই, আমি এতাদৃশ সমাদর পাব। পরিষৎ বঙ্গের মস্তিষ্ক। একদা পরিষদের সদস্য-সংখ্যা তিন সহস্রের অধিক ছিল। সেই পরিষদের স্যর যদুনাথ-প্রমুখ সদস্য এই শীতকালে রেলগাড়ীতে ভ্রমণের ক্লেশ উপেক্ষা ক'রে এখানে আমার সম্বর্ধনা করতে এসেছেন। আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি। অপর দিকে মনে হচ্ছে, আমি অপরাধী। সত্য বটে, আমি নিরলস হয়ে নানা বিষয় আলোচনা করেছি। কিন্তু কখনও মনে করি নাই, সে সবের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি হবে, অন্যের উপকার হবে। আমি অবসরকালে দশ বার বৎসর বাঙ্গালা ভাষার চর্চা করেছি। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। কারণ, আমার শিক্ষা, সংসর্গ, কার্য বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার অনুকূল ছিল না। আমি বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলাম। বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। কেন বাঙ্গালা শিক্ষায় রত হলাম, সে কথা বলছি।

১৩০১ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতি মিলে উহা প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৩০২ সালে আমি উহার সদস্য নির্বাচিত হই। সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস-লেখক রজনীকান্ত গুপ্ত পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি আমায় পত্র লেখেন। প্রথম বৎসরের পত্রিকায় দেখলাম, 'ইউরেনাস্' নামক গ্রহের সংস্কৃত নাম নিয়ে তর্ক চলেছে। দেখি, জব্বলপুর কলেজের গণিতের শিক্ষক অপূর্বচন্দ্র দত্ত একদিকে ও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার কর্তা মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর একদিকে তর্ক করছেন। একজনের মতে ইউরেনাসের নাম ইন্দ্র হওয়া উচিত; কারণ, গ্রীকপুরাণে ইউরেনাস দেবতার প্রথম রাজা। বেদের ইন্দ্রও দেবতার রাজা। অন্য জনের মতে, ভাষাতত্ত্বে ইউরেনাস ও বেদের বরুণ একই শব্দ, অতএব ইউরেনাসকে বরুণ বলাই উচিত। আমার কাছে দুইটি যুক্তিই নূতন ঠেকল। ইউরেনাসকে বাঙ্গালায় ইউরেনাস বা সংক্ষেপে 'ইউরেন' বলতে আপত্তি কি? অনেক বিচারের পর পাশ্চাত্য জ্যোতিবিদেরা এই নাম স্বীকার করেছেন। জ্যোতিবিদ্ হার্শেল, যিনি এই গ্রহের আবিষ্কর্তা, তিনি এই নাম দিয়েছেন। ইহার বৈদিক নাম রাখবার কি প্রয়োজন হ'ল। কিন্তু কেহ উত্তর দিলেন না।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি, পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন পরিষদের উদ্দেশ্য ছিল। বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অভাব ছিল। ১৩০২ সালে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রাসায়নিক

পরিভাষা প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন। কি নিয়মে রসায়নের মূল ও যৌগিক পদার্থের নাম রচনা কর্তব্য, তিনি প্রথমে সেই নিয়ম বিচার করেন। সে বিষয় কারও আপত্তি করবার ছিল না। কিন্তু তাঁর অসামান্য বুদ্ধি ও বহুজ্ঞান প্রয়োজনোপযোগী পরিভাষা প্রণয়নে ব্যর্থ হ'ল। তিনি নিজেই লিখেছিলেন, রসায়নশাস্ত্রের পরিপাটি পরিভাষার গুণেই ইহার উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে। তিনি সে পরিভাষা ত্যাগ ক'রে নূতন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত নাম প্রস্তাব করলেন। যেমন, অক্সিজেন 'দহক', অক্সাইড 'দগ্ধ', ক্লোরিণ 'হরিণ', ক্লোরিণ-অক্সাইড 'দগ্ধ-হরিণ', ইত্যাদি। এই নামটি দিন কয়েক সকলের কৌতুক উৎপাদন করত। সে সময়ে মেডিকেল ইস্কুলের ছাত্রেরা বাঙ্গালায় ডাক্তারি বিদ্যা শিখত। শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ মেডিকেল ইস্কুলের শিক্ষার কর্তা ছিলেন। তিনি আদেশ করলেন, ছাত্রদিকে রসায়ন-বিদ্যা ও কিঞ্চিৎ পদার্থ-বিদ্যা শিখতে হবে। কটকে মেডিকেল ইস্কুল ছিল, কিন্তু প্রথমে ইস্কুলে এই দুই বিদ্যা শিখাবার উপকরণ ছিল না। শিখাবার ভার আমার উপর পড়ে। ছাত্রেরা শনিবারে শনিবারে দুইটার পর কলেজে আসত। আমি বাঙ্গালায় বলতাম। ওড়িয়া ছাত্রেরা বাঙালী ছাত্রদের মত বাঙ্গালা বুঝত, কিন্তু পাঠ্যোপযোগী বই ছিল না। আমি "রসায়ন" নামে একখানি বই লিখি। সে বই ১৩০৪ সালে মুদ্রিত হয়। আমি সে বইতে ইংরেজী পরিভাষা নিয়েছিলাম। "প্রবাসী"র অগ্রজ "প্রদীপে" এই বইয়ের সমালোচনা বেরিয়েছিল। সমালোচক "নানান দেশে নানান্ ভাষা। বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা॥"—এই ভূমিকা ক'রে "দীনা বঙ্গভাষা"র জন্য খেদ করেছিলেন। তিনি নিজের নাম দেন নাই। রামানন্দবাবু "প্রদীপে"র সম্পাদক, তাঁকে পত্র লিখে জানলাম, ডক্টর্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় (পি. সি. রায়) সমালোচক, তিনি নাম দেন নাই, আমি সুযোগ পেলাম, উত্তরে লিখেছিলাম, "দীনা বঙ্গভাষা"র খেদ করবার যথার্থ কারণ আছে। বাজারে ইংরেজী-নামে ঔষধ বিক্রী হচ্ছে, কেহ তাদের বাঙ্গালা নাম রাখছে না। কয়েকজন বাঙালী "বেঙ্গল কেমিক্যাল্ এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্"—এই বিজাতীয় দুরুচ্চার্য অর্থহীন নামে এক সমবায় করেছেন। তাঁরা ঔষধ প্রস্তুত করছেন, কিন্তু সে ঔষধের নাম ইংরেজী! বঙ্গভাষা সত্য সত্যই দীনা। এত তর্কাতর্কির পরেও এক বিদ্বান্ পাণিনির সূত্র ধ'রে মূল পদার্থের নাম উদ্ভাবন করেছিলেন। আমি একা একদিকে, অন্য সকলে অপর দিকে ছিলেন। দ্রব্যের নাম সম্বন্ধে আমি ইংরেজীর পক্ষপাতী, কিন্তু গুণ ও ক্রিয়াবাচক শব্দের সংস্কৃত নাম প্রয়োগ ক'রে আসছি। আমি বহু শব্দ সংস্কৃতে সঙ্কলন কিম্বা রচনা করেছি। পরিষৎ-পত্রিকায় চারি পাঁচ শত দিয়েছি। আমার বইতে ও প্রবন্ধে আমার রচিত অনেক শব্দ আছে। "ভারতবর্ষে" 'বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি', "প্রবাসী"তে 'ইংরেজীর বাংলা' এই এই নামে রাজ্যশাসন ও পালন-সংক্রান্ত অনেক শব্দ চয়ন করেছি; অন্যের প্রয়োজনেও করেছি। সব শব্দ একত্র করলে বোধ হয় এক হাজারের কম হবে না।

প্রথম বৎসরেই সাহিত্য-পরিষৎ আর এক গুরুতর বিষয়ে মনোযোগী হয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, ইস্কুল ও কলেজে বাঙ্গালা শিক্ষা প্রবর্তিত না হ'লে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি

হবে না। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত গুপ্ত ও আর দুই সদস্য নিয়ে এক সমিতি করেছিলেন। সমিতি অনেক আলোচনা ও ইস্কুলের ও কলেজের অধ্যক্ষদিগের অভিমত সংগ্রহ ক'রে দুইটি প্রস্তাব স্থির করেন। একটি,—এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ছাত্রেরা বাঙ্গালায় ইতিহাস ভূগোল ও গণিতের প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে। অপরটি,—এফ-এ, বি-এ পরীক্ষার ছাত্রদিকে ইংরেজীর বাঙ্গালা ভাষান্তর ও বাঙ্গালা রচনা করতে হবে। তৎকালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার্থীকে ইংরেজীর বাঙ্গালা ভাষান্তর করতে হ'ত। কিন্তু তদ্দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা কিছুমাত্র হ'ত না। এই নূতন প্রস্তাব সম্বন্ধেও মতান্তর হয়েছিল। ইস্কুলের অনেক প্রবীণ শিক্ষক বাঙ্গালায় ভূগোল, ইতিহাস ও গণিত শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। কোন কোন কলেজের অধ্যক্ষদের মতে, এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উদ্দেশ্য যেমন ব্যর্থ হয়েছে, এফ-এ, বি-এ.তেও তেমন হবে। তথাপি পরিষদ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট উক্ত দুই প্রস্তাব পাঠালেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমটি গ্রহণ করলেন না। দ্বিতীয়টি গ্রহণ করলেন দশ পনর বৎসর পরে। কলেজের ছাত্রদের গল্প পড়া বেড়ে গেল ; কারণ, বাঙ্গালা রচনায় যোগ্যতা দেখাতে হবে। সোজা নয়, এক-শ নম্বর রাখতে হবে। দু'শ পৃষ্ঠার বই দুঘণ্টায় সমাপ্ত করতে লাগল। "তার পর কি হ'ল ? তার পর কি হ'ল ?" গল্পের বইয়ের পাতা উল্টাতে লাগল। ভাষা শিখল না। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের পাঠের নিমিত্ত কতকগুলি বই নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু ছাত্রেরা সে সব বই পড়ত না। স্যর আশুতোষ অল্পে তুষ্ট ছিলেন, কোন ছাত্র বাঙ্গালায় 'ফেল' হ'ত না। পরিষদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'ল। ১৩২১ সালে (ইং ১৯১৫) চৈত্র মাসে বর্ধমানের মহারাজা বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন নিমন্ত্রণ করেন। বঙ্গের সকল স্থান হ'তে প্রতিনিধি এসেছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্মেলন-পতি ও সাহিত্য-শাখা-পতি ছিলেন। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ইতিহাস-শাখার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত দর্শন-শাখার সভাপতি ছিলেন ; আমি ছিলাম বিজ্ঞান-শাখার। মহারাজার গোপালজীর মন্দিরের বৃহৎ প্রাঙ্গণে সভা বসেছে। দু-তিন হাজার লোকের সমাগম হয়েছে। শাস্ত্রী মশায় আমায় আদেশ করলেন, আমি প্রস্তাব করলাম, ইস্কুল কলেজে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য ব্যতীত অপর সকল বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় পঠন-পাঠন প্রবর্তিত হউক। বহুকাল হ'তে একটা তর্ক ছিল, বাঙ্গালায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া কঠিন। আমার মেডিকেল ইস্কুলের অভিজ্ঞতা ছিল ; আমি বলেছিলাম, মেডিকেল ইস্কুলের ছাত্রদিকে রসায়ন-বিদ্যায় কুড়িটি পাঠ নিতে হ'ত। এ নিমিত্ত ত্রিশ ঘণ্টা বা চল্লিশ ঘণ্টার অধিক সময় লাগত না। কিন্তু পাঠ্য বিষয় ছিল 'আই. এস. সি.'র রসায়ন তুল্য, কেবল কর্মাভ্যাস ছিল না। কলেজে প্রতি বৎসরে ষাটটি ক'রে দু'বৎসরে একশ' কুড়িটি পাঠ দিতে হ'ত। কিন্তু ছাত্রদের জ্ঞান ভাসা-ভাসা হ'ত, মেডিকেল ইস্কুলের ছাত্রদের জ্ঞান পাকা হ'ত। রসায়ন-বিদ্যার তুল্য সাঙ্কেতিক বিদ্যা আর একটিও নাই। বাঙ্গালা ভাষায় সে বিদ্যাশিক্ষা অক্লেশে হ'তে পারে। সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হ'ল, বিশ্ববিদ্যালয়ের গোচরীভূতও হ'ল। ইহার পঁচিশ বৎসর পরে ইং ১৯৪০ সালে স্যর আশুতোষের কর্তৃত্বে ইংরেজী ইস্কুলে বাঙ্গালা পঠন-পাঠন আরম্ভ হ'ল। আর আই-এ, বি-এ, ও এম-এ পর্যন্ত বাঙ্গালা সমাদৃত হ'ল। দেশের কালচক্র অতিশয় মৃদুগতি ।

রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ সংগ্রহ করেছিলেন। ১৩০৮ (ইং ১৯০১) সালে সাহিত্য-পরিষদ্ সেই তালিকা ছাপিয়ে সদস্যগণের নিকট পাঠিয়েছিলেন। পরিষদের সহকারী সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তফী সে তালিকার সঙ্গে এক নিবেদন-পত্রও দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য বাঙ্গালা ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ সঙ্কলন।" এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাঙ্গালা ভাষার যাবতীয় শব্দ সংগ্রহ করতে হবে। সদস্যগণ শব্দসংগ্রহ করলে পরিষদের অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। আমি পড়লাম, আর রেখে দিলাম। এ কাজ আমার নয়। তিন চার বৎসর পরে বিশ্রাম লাভের জন্য পুরী গিয়েছিলাম। সঙ্গে কোন বই ছিল না। সকালবেলা ভ্রমণ করে কাটত। অপরাহ্ণে কয়েকজন পণ্ডিত আসতেন; তাঁদের সহিত আলাপ ক'রে কাটত, কিন্তু মধ্যাহ্ন কাটে না, দিবানিদ্রার অভ্যাস নাই। একদিন মনে হ'ল, পরিষদ্ শব্দ সংগ্রহ করতে বলেছিলেন। আমি যত শব্দ জানি, লিখতে থাকি। যে শব্দ মনে আসতে লাগল, এক খাতায় লিখতে লাগলাম। ঘণ্টা দুই তিন লিখবার পর মনে হ'ল, অফুরন্ত শব্দ বর্গিত করে না লিখলে কি কাজে আসবে? পরদিন আবার নূতন খাতা ক'রে রান্নাঘর নিয়ে আরম্ভ করলাম। সেখানে কি কি শব্দ লাগে? 'মসলা', 'সরা', 'খুন্তী'; কিন্তু সন্দেহ হ'ল মাসলায় 'স' না 'শ', 'খুন্তী' না 'খন্তী'? ত-এ হ্রস্ব-ই না দীর্ঘ-ঈ? এ কাজ আমার সাধ্য নয়।

ইহার দু-এক বৎসর পরে বোম্বাইবাসী এক মরাঠী বন্ধুর পত্র পেলাম। তিনি বাঙ্গালা ভাষা শিখতে চান। তিনি বাঙ্গালা শিখবার বই চেয়েছেন। এমন কি বই আছে, আমি জানতাম না। কলিকাতার এক পুস্তক-বিক্রেতাকে লিখলাম। তিনি লিখলেন, এমন বই নাই। মাস কয়েক পরে ত্রিবাঙ্কুড়বাসী ও মালয়লমভাষী এক বন্ধু বাঙ্গালা ভাষা শিখবার বই পাঠাতে লিখলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বাঙ্গালা ভাষা লেখা সোজা কি না? আমি এর উত্তর জানি না। আমার আক্ষেপ হ'তে লাগল। আত্মনিন্দা আমায় পীড়িত করলে। কি আশ্চর্য! আমি বাঙ্গালা বই লিখেছি, প্রবন্ধ লিখেছি, বাঙালী ব'লে পরিচয় দিচ্ছি, আমি আমার মাতৃভাষার কিছুই জানি না। আমার মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি অজ্ঞানের ভক্তি, অকিঞ্চিৎকর! আমি বাঙ্গালা ভাষা শিখতে বসলাম। সংস্কৃত শব্দের ব্যাকরণ আছে, কোষ আছে। সে সকল শব্দ আমার বিবেচ্য 'ছল না। তদ্ব্যতীত যে সকল বাঙ্গালা শব্দ আমি জানতাম, সে সকল শব্দ বর্গে বর্গে ভাগ ক'রে এক এক খণ্ড কাগজে এক এক শব্দ লিখে যেতে লাগলাম। আমার নিজেরই আশ্চর্য বোধ হ'ল; আমি নিজের মন হতে প্রায় আট হাজার শব্দ লিখেছিলাম তার পর শব্দের উচ্চারণ, বানান ও অর্থ চিন্তা করলাম। এইরূপে আমার বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও শব্দকোষের উৎপত্তি হয়েছিল। কারও সাহায্য পাই নাই, কোষে কিছু কিছু ভুল রয়ে গেছে।

১৩১৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার অতিরিক্ত সংখ্যারূপে আমার ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায় ছাপা হয়েছিল। সে এক দীর্ঘ অধ্যায়। তাতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, প্রকৃতি, গতি, ব্যাপ্তি প্রভৃতি আলোচিত হয়েছিল। আজ আপনারা রাষ্ট্রভাষার কথা শুনছেন।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই প্রশ্ন আমার মনে হয়েছিল। আমি বাঙ্গালার সহিত হিন্দীর তুলনা ক'রে লিখেছিলাম, হিন্দী বহু লোকের ভাষা; কিন্তু হিন্দীর লিঙ্গানুশাসন সহজে আয়ত্ত হবার নয়। সে বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষা শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালা সাহিত্য যত সমৃদ্ধ, হিন্দী সাহিত্য তত নয়। আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পেয়েছিলাম, সে দিন আসবে, যে দিন আমাদিকে ভারত-ভাষা চিন্তা করতে হবে, আর হিন্দীর সহিত বাঙ্গালাকে লড়াই করতে হবে। অন্যান্য প্রদেশে বাঙ্গালা ভাষার প্রসার করতে পারলে আজ বাঙ্গালাকে ভারত-ভাষার আসনে বসাতে পারা যেত। আমি সতর্ক করেছিলাম; কিন্তু বাঙালী উদাসীন, কেহ সে কথা শুনলেন না। বাঙ্গালা ভাষা প্রসার সমিতির কার্যবিবরণ পড়তে পাই নাই।

বাঙ্গালা ভাষা শেখা সোজা, সে লৈখিক ভাষা, মৌখিক ভাষা নয়। বিশেষতঃ যাঁরা একটু সংস্কৃত জানেন, তাঁরা অতি অল্প দিনেই শিখতে পারেন। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য ভাষায় যত সংস্কৃত শব্দ আছে, অন্য কোন প্রদেশের ভাষায় তত নাই।

আমি এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণও পেয়েছি। ওড়িষ্যায় ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই বাঙ্গালা জানতেন, বিহারীও জানতেন, আসামীর ত কথাই নাই। একদা অনুসূয়া বাঈ নামে এক মারাঠী বিদুষী কটকে এসেছিলেন, তিনি কটকের সরকারী উকিল হরিবল্লভ বসুর বাড়ীতে উঠেছিলেন। সুভাষের পিতা জানকীনাথ বসু হরিবল্লভ বাবুর আত্মীয় ও 'জুনিয়র' ছিলেন। মহিলাটি সংস্কৃত ও তাঁর মাতৃভাষা মরাঠী ভিন্ন অন্য ভাষা জানতেন না। তিনি তথাকার দু' পাঁচ জনের সঙ্গে আলাপ করতে চান। এ এক আশ্চর্য, হরিবল্লভ বাবু আর কাহাকেও পেলেন না, আমাকেই ডেকে পাঠালেন। আমি সন্ধ্যার সময় গেলাম। মহিলাটি সংস্কৃতে প্রশ্ন করলেন, আমি ব্যাকরণ ভেবে ভেবে উত্তর দিলাম। এইরূপে দুই চারটি প্রশ্নের পর তিনি বুঝতে পারলেন, সংস্কৃতে কথা কওয়ায় আমার অভ্যাস নাই। তিনি বললেন, "আপনি বাঙ্গালায় বলুন, আমি সংস্কৃতে বলব।" আমি সাধু বাঙ্গালায় বলতে লাগলাম। আমার মনে আছে, তিনি বলেছিলেন, তিনি ভারতের নানা দেশ ঘুরেছেন, নানা ভাষা শুনেছেন; তিনি অন্য কোন ভাষা বুঝতে পারেন নাই, কিন্তু বাঙ্গালা বুঝতে পেরেছিলেন।

বাঙ্গালা ভাষা অক্লেশে কইতে পারা যায়, অক্লেশে বুঝতে পারা যায়, কিন্তু অক্লেশে বাঙ্গালা অক্ষর পড়তে, বিশেষত লিখ্‌তে পারা যায় না। বাঙ্গালা বর্ণ অর্থাৎ ভাষার ধ্বনি প্রায় পঞ্চাশ। কিন্তু পঞ্চাশটি অক্ষর শিখলে বাঙ্গালা লিখতে পারা যায় না। ব্যঞ্জনাক্ষর যোগে স্বরাক্ষর পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তিত স্বরাক্ষর গ'নলে চৌষট্টি অক্ষর পর্যাপ্ত হবার কথা। কিন্তু তা হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগের শব্দ লিখতে ও পড়তে শিশুকে কি কষ্ট পেতে হয়, যিনি দেখেছেন, তিনিই বুঝবেন। তথাপি কত বাঙ্গালা বই গুজরাতী ও হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে। অনুবাদকেরা প্রবাসী বাঙ্গালী নহেন। এ বিষয়ে রামানন্দবাবু অনেক জানতেন, আমি দুই এক দ্রাবিড় ভাষার কথা জানি। গত বৎসর মাদ্রাজ-বাসী ও তেলেগু-ভাষী এক শাস্ত্রী আমায় এক পত্র লিখেছিলেন। পত্রখানি ইংরেজীতে। নিজের পরিচয় দিতে লিখেছিলেন, তিনি আন্ধ্র। 'আন্ধ্র' শব্দটি বাঙ্গালা

অক্ষরে লিখেছিলেন। তদবধি তাঁর ছয়-সাতখানা পত্র পেয়েছি। আমি "প্রবাসী"তে কোন্ কালে কি লিখেছিলাম, তিনি পড়েছেন আর কোন কোন বিষয়ে তর্ক তুলেছেন। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে ইংরেজীর মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা অক্ষরে তেলেগু শব্দ লিখেছেন। কিন্তু অক্ষর দেখলেই বুঝতে পারা যায়, তিনি কষ্টে লিখেছেন। যেখানে আটকেছে, সেখানে নাগরী ধরেছেন। বাঙ্গালা ভাষার এই গৌরব অল্প দিনের নয়। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালোর হ'তে এক ব্যক্তি আমায় পত্র লিখেছিলেন। আমার বঙ্গবিদ্যালয়ের একখানা পাঠ্য পুস্তক ছিল। তিনি বইখানি কনাড়ী ভাষায় অনুবাদ করবার অনুমতি চেয়েছিলেন। তিনি নিশ্চয় অনেক পাঠ্য-পুস্তক দেখেছিলেন আর নিশ্চয় বাঙ্গালা যুক্তাক্ষরের কাঁটার বেড়ায় বিক্ষত হয়েছিলেন।

এই সব দেখে আমি বুঝলাম, বাঙ্গালা যুক্তাক্ষরের অনাবশ্যক জঞ্জাল দূর করতে না পারলে বাঙ্গালা-ভাষা শেখা সোজা বলতে পারি না। কিন্তু লোকে আমার উদ্দেশ্য বুঝলে না; ভাবলে, আমি অনাবশ্যক কিছু করতে বসেছি। অনেকে আমার প্রতি বিরক্ত হলেন, কোথাকার কে ওড়িষ্যায় থেকে বাঙ্গালা-ভাষার সর্বনাশ করতে বসেছে। ভাগলপুর সাহিত্য-সম্মেলনে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ণমালার অভিযোগ এনেছিলেন। শ্রোতারা খুব হেসেছিল। কিন্তু কেহ বলে নাই, অভিযোগটি মিথ্যা। আমি বর্ণমালা স্পর্শ পর্যন্ত করি নাই। কেহ বলে নাই, অক্ষরমালা আমার নিকট কৃতজ্ঞ। নিষ্পিষ্ট, সঙ্কুচিত, বিকলাঙ্গ কত অক্ষরকে আমি উদ্ধার করেছি। 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দবাবু আমার সহায় হয়েছিলেন। আমি যেমন অক্ষরে লিখতাম, তিনি তেমন ছাপাতে চেষ্টা করতেন। 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক জলধরবাবুও যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। কিন্তু "সাহিত্য"-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি নাম রেখেছিলেন "যোগেশ বানান"। রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। প্রথমে তিনি তর্ক করেছিলেন, পরে তিনি আমার ব্যাকরণ ও শব্দকোষ ছাপবার জন্য দশ বারটা নূতন টাইপ করিয়েছিলেন। গু, রু, রূ, শু পরিবর্তে গ্‌ু, র্‌ু, র্‌ূ, শ্‌ু লিখলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। স্যর জগদীশ বসুর কথা স্বতন্ত্র। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি বাঙ্গালা বানান বদলাতে চান?" আমি বললাম, "না, বানান নয়, গোটা-কয়েক অক্ষর।" এই কথাটা বুঝাতে ২৪।২৫ বৎসর লেগেছে। আপনারা দেখেছেন, আনন্দবাজার পত্রিকা কি অক্ষরে ছাপা হচ্ছে। শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার আমাকে লিখেছিলেন, "আপনার উদ্ভাবিত অক্ষরে 'আনন্দবাজার' ছাপাচ্ছি।" শ্রীযুত রাজশেখর বসু নূতন টাইপের চিত্র পাঠিয়ে আমার মত চেয়েছিলেন। একদা অনেকে আমাকে উপহাস করেছিলেন। আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হই নাই। আমি জানি, বাঙ্গালী তার মাতৃভাষাকে এত ভালবাসে, কেহ তার বাহনেও হাত দিলে রুষ্ট হয়। আর একটু অগ্রসর হ'লে মাত্র চৌষট্টি অক্ষর দ্বারা বাঙ্গালা শব্দ লিখতে পারা যায়।

পূর্বে বলেছি, চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমি ভারতভাষার কল্পনা করেছিলাম। সে ভারত-ভাষাকে এখন আমরা ভারত-রাষ্ট্রভাষা বলছি। বাঙ্গালাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হ'লে ইহার

লিখন ও পঠন সোজা করতেই হবে। ইহার সাহিত্য সমৃদ্ধ ও লোভনীয় করতে হবে। বাঙ্গালা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হউক না হউক, ইহাকে ভারত-কৃষ্টির ভাষা করতে চেষ্টা করুন। যেন সকল প্রদেশের লোক বাঙ্গালা পড়তে, বুঝতে ব্যগ্র হয়। শুনছি, পূর্ববঙ্গে উর্দু ভাষা চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। বাঙ্গালা দেশ দু-ভাগ হয়ে গেছে, সেটা মাটির ভাগ ; দেখবেন, যেন কৃষ্টির ভাগ না হয়। আজ বুঝতে পারছি, পঞ্চাশ বৎসর আগে কেন তর্ক হয়েছিল, 'ইউরেনাস্'এর বাঙ্গালা ইন্দ্র হবে, কি বরুণ হবে। বুঝতে পারছি, কেন রামেন্দ্রসুন্দর অক্সিজেন্‌কে অক্সিজেন্ বলতে পারেন নাই। আমাদের সাহিত্য ছাড়া আর কিছুই নাই। আমাদের সাহিত্যে বাঙ্গালী-জাতির হৃৎপিণ্ড নিহিত আছে। ইংরেজ দেশ শাসন করুক, কিন্তু আমাদের সাহিত্যকে তার অধীন করব না। এখন বাঙ্গালা ভাষা রাজকীয় ভাষা হয়েছে। এখন বাঙ্গালার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সুযোগ হয়েছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শ খর্ব হ'তে দিবেন না।

ভাষার যাহাতে বিশুদ্ধি ও সংযম রক্ষা হয়, সে বিষয়ে আপনারা সাবধান হবেন। তবেই এ ভাষা ভারত-কৃষ্টি-ভাষা হ'তে পারবে। সাহিত্য-পরিষৎ ভাষার শুদ্ধির প্রতি দৃষ্টি করেন নাই। রজনীকান্ত গুপ্ত ভাষাকে যথেচ্ছাচারিতা হ'তে রক্ষা করতে পরিষৎকে বলেছিলেন। তিনি অকালে পরলোকগমন না করলে এ বিষয়ে পরিষৎ কর্তব্য নির্ধারণ করতেন। সুরেশ সমাজপতির কশাঘাতে কেহ কেহ জর্জরিত হ'লেও ভাষার সৌষ্ঠব রক্ষিত হ'ত।

গোটা কয়েক উদাহরণ দিচ্ছি,—সংবাদপত্রে দেখছি tear gasএর বাঙ্গালা 'কাঁদুনে গ্যাস', যে কাঁদে, সে কাঁদুনে ; যে কাঁদায়, সে কাঁদানে (কাঁদানিয়া, কাঁদান্তে)। কিন্তু চোখের জল ফেলা আর কাঁদা এক কথা নয়। হর্ষেও চোখের জল পড়ে, কাঁদে না। "আগুনে বোমা ফেলেছে ;" কে এমন নির্বোধ আছে যে, একাজ করবে ? 'আগুনিয়া' বলতে কি আপত্তি ছিল ? আজকাল 'শিল্প' শব্দের অপ-প্রয়োগ হচ্ছে। শিল্প বস্তু-নির্মাণে। 'নৃত্য-শিল্প' হয় না,—হয় নৃত্য-কলা। কুটীর-শিল্প, অর্থ হয় কুটীর-নির্মাণ কর্ম। কৃষি-শিল্প, লবণ-শিল্প বিশ্বকর্মার হাতে, আমাদের হাতে নাই। 'গণ' শব্দের ছড়াছড়ি দেখতে পাই, গণ-শিক্ষা, গণ-আন্দোলন, গণ-মত, গণ-পরিষদ্ ইত্যাদি। কিন্তু যখন বলি, হে বন্ধুগণ, তখন বন্ধু নামে যে গণ আছে, তাকে উদ্দেশ করি। 'জন' আর 'গণ' এক অর্থ নয়। ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য যদি পরিষদ্ একটি পঞ্চক নিযুক্ত করেন, তাঁরা শব্দের এইরূপ অপপ্রয়োগ হ'তে ভাষাকে রক্ষা করতে পারবেন। তাঁরা ব্যাকরণ-ভুল, বানান-ভুলও দেখবেন, আর ধীরভাবে লেখকের ভুল সংশোধন ক'রে দেবেন। একাজ পরিষদ্ করলে কোন লেখকের ক্ষুব্ধ হবার কারণ থাকবে না। আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার মাঝে রয়েছি। আমাদিকে নূতন নূতন ভাব, অবস্থা, রাষ্ট্ররচনা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, ব্যবসায়, কলা, বাণিজ্য, ব্যাপার ইত্যাদি নানা বিষয় গ্রহণ করতে হচ্ছে। সে সকলের যোগ্য বাঙ্গালা প্রতিশব্দ ইচ্ছামাত্র মনে আসে না। পরিষদ্ প্রতিশব্দ সঙ্কলনে মনোযোগী হ'লে তাঁর গৌরব বৃদ্ধি হবে।

আপনাদিকে অনেক কথা শুনালাম। আপনারা উত্তম শ্রোতা। বয়স বৃদ্ধিতে বায়ু

বৃদ্ধি হয়, বাচালতা বৃদ্ধি পায়। সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে,—স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ, যে নিজের নামে প্রসিদ্ধ, সে ধন্য। আমি তাই। যোগেশচন্দ্র নাম পিতৃদত্ত বা মাতৃদত্ত নয়, নামটি স্বদত্ত। যখন আমার বয়স নয় বৎসর, তখন আমি এক বৎসরের জন্য বাঁকুড়ায় ছিলাম। সে সময়ে আমি আমার নাম নিজেই রেখেছি। সে এক কৌতুকের কথা। আমার এক অগ্রজ ছিলেন, তিনি আমার জন্মের ৮।১০ বৎসর পূর্বে মারা যান। এই কারণে আমার জন্ম হ'লে মা নাম রাখেন হারাধন। তাবৎকাল আমার নাম হারাধন ছিল। যখন বাঁকুড়ায় আসি, তখন দেখি, হারাধন আরও আছে। পিতার এক খানসামা (খাস চাকর) ছিল, তার নাম হারাধন। আদালত হ'তে এক চাপরাশী এসে আমাদের বাসায় থাকত। তারও নাম ছিল হারাধন।

পিতা পাল্কীতে কাছারী যেতেন। বাসার বেড়ের মধ্যে চারি জন বেহারা থাকত। তাদের একজনের নাম হীরা ছিল। কেহ 'হারাধন' ব'লে ডাকলে আমার কান খাড়া হ'ত। একদিন আমার ভারি রাগ হ'ল। মা বাড়ীতে। কাকে বলি, কি করি। পরদিন সকালবেলা পিতার খানসামা আমার খাবার নিয়ে এল। "খাব না, নিয়ে যা।" "কেন খাবে না?" "তোকে ব'লে কি হবে? খাব না।" পিতার কর্ণগোচর হ'ল, তিনি ডাকলেন। "কি হয়েছে? কেন খাবি না?" "আমি কি ওদের সমান?" "কাদের সমান?" সমুখে খানসামা দাঁড়িয়েছিল, দেখিয়ে দিলাম। ক্রমে ব্যাপারটা স্পষ্ট হ'ল। আর বাসার সকলে যত হাসে, আমি রাগে তত ফুলতে থাকি। পরে পিতা বললেন, আজ সন্ধ্যার আগে তোর নাম পাল্টান হবে; তুই যে নাম চাইবি, সেই নাম থাকবে। তখন বাঁকুড়ায় এক বঙ্গবিদ্যালয় ছিল। সন্ধ্যার আগে বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত দু-তিন ফর্দ কাগজে যত রকম নাম হ'তে পারে, তালিকা নিয়ে এলেন। মিটিং বসল। পণ্ডিত মশায় তালিকা হ'তে অক্ষয়, অভয়, অবিনাশ ইত্যাদি অকারাদি ক্রমে নাম পড়তে থাকেন আর আমার মুখের দিকে তাকান। বোধ হয় কোন অভিধান হ'তে তিনি এত নাম এনেছিলেন। অ আ ক খ ইত্যাদি শেষ ক'রে ম শেষ হ'ল। তিনি যে নাম পড়েন, মনে হ'তে লাগল, সে নাম শুনেছি কিম্বা হ'তে পারে। আমি কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়েছিলাম। রামায়ণে রাম, লক্ষ্মণ ইত্যাদি নাম মনে ছিল। পণ্ডিত মশায় 'যোগেশ' নাম পড়লেন। মনে হ'ল, এ নাম কারও নাই। আমি বললাম, আমার এই নাম হউক। পরদিন ইস্কুলের বহিতে আমার পুরাতন নাম কেটে নূতন নাম লেখা হ'ল।

বিভিন্ন বিসদৃশ অর্থে একটা শব্দ প্রয়োগ করলে অনর্থ ঘটতে পারে, এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আপনাদের বহু ধন্যবাদ করছি।

২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা
শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৫৪শ ভাগ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৫৪শ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এম. এ. ডি. লিট. সি. আই. ই.

সহকারী সভাপতি

শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ. ডি.লিট

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, এম. আর. এ. এস

মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী-বাহাদুর, এম. এ

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, এম. এ. পি-এইচ. ডি

শ্রীসুশীলকুমার দে, এম. এ, ডি. লিট

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম, এ

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, বি. এ.

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম. এ

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

পত্রিকাধ্যক্ষ ঃ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম. এ.

গ্রন্থাধ্যক্ষ ঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ ঃ কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এম. এ.

পুথিশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এম. এ.

চিত্রশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত এম. এ.

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু, বি-এসসি, জি.ডি.এ, আর-এ   শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী, বি.এ., জি.ডি.এ. আর-এ

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, এম-এ, ডি-লিট্ ও ফিল্, ২। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৩। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল, ৪। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ৫। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, এম-এ, ৬। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, ৭। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৯। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, এম-এ, ১০। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, বি. এ, ১১। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ. বি-এল, ১২। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, এম. এ, বি. এল, ১৩। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৪। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, এম-এ, ১৫। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি. এসসি, ১৬। রেভারেণ্ড ফাদার এ. দোঁতেন, এস্-জে, ১৭। শ্রীহিরণকুমার বসু, ১৮। শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম.এ. পি-এইচ. ডি, ১৯। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্. এ, ২০। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম, এ, ২১। শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক, বি.এ, ২২। শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, ২৩। শ্রীমন্মথনাথ বসু সরস্বতী, এম.এ. বি, এল, ২৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৬। শ্রীরাধানাথ দাস।

৫৪শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সূচী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত

দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী

দীনবন্ধু মিত্রের নাটক-প্রহসনাদি বিবিধ রচনা
বিস্তৃত ভূমিকা ও দুরূহ শব্দের অর্থ সহ।
সমগ্র গ্রন্থাবলী দুই খণ্ডে বাঁধানো······১৮৲

ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী

বিদ্যাসুন্দর, রসমঞ্জরী প্রভৃতি······৫৲

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-গ্রন্থাবলী

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইহার সাধারণ ভূমিকা ও সার্ শ্রীযদুনাথ সরকার ঐতিহাসিক
উপন্যাসের ভূমিকা লিখিয়াছেন
উত্তম কাগজে বড় অক্ষরে মুদ্রিত।
মূল্য : পাঁচ খণ্ডে বাঁধানো রাজ-সংস্করণ······৪০৲

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

কাব্য এবং নাটক প্রহসনাদি বিবিধ রচনা
সমগ্র গ্রন্থাবলী দুই খণ্ডে বাঁধানো······১৮৲
এই সকল গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত পুস্তকগুলি খুচরা কিনিতে পাওয়া যায়।

রামমোহন-গ্রন্থাবলী

১। সহমরণ পুস্তকাবলী···১৸০ টাকা। ২। চারি প্রশ্ন বিষয়ক আলোচনাদি···৩৷০ টাকা

দ্বিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলী

প্রথম খণ্ড—কাব্য-কবিতা-গান······১০৲

শকুন্তলা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-রচিত 'শকুন্তলা'র নির্ভরযোগ্য সংস্করণ ১৲

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

গ্রন্থকার—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, বহু চিত্রে সুশোভিত

১৭৯৫ হইতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের সখের ও সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাস। ইহাতে বাংলা নাট্যসাহিত্যের সূত্রপাত ও নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার বিবরণ সমসাময়িক উপাদানের সাহায্যে নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ৪৲ টাকা।

স্বপ্ন

গ্রন্থকার—শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

এই পুস্তকে স্বপ্নের সকল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে এবং কি করিয়া স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা যায়, তাহাও বিবৃত হইয়াছে। সাইকো-অ্যানালিসিস বা মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্রের মূল তত্ত্বগুলি একটি নূতন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা পাঠে স্বপ্ন সম্বন্ধে সাধারণের সকল কৌতূহল নিবৃত্ত হইবে। মূল্য ২॥০।

গৌরপদতরঙ্গিণী

সম্পাদক—মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত জগদ্বন্ধু ভদ্র-সঙ্কলিত এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্ত্তৃগণের রচিত প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। পুস্তকের ভূমিকায় ঐ সকল পদকর্ত্তাদের পরিচয় এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ঘণ্ট আছে। মূল্য পাঁচ টাকা।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত পরিসরে স্মরণীয় সাহিত্য-সাধকগণের জীবনী ও কীর্ত্তিকথা। এ-পর্য্যন্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ৬৯ খানি চরিত প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য আকারভেদে যথাক্রমে ।৹ ও ১৲

পাঁচ খণ্ডে বাঁধানো ৬৫ খানি পুস্তক ...... ৩৲

ন্যায়দর্শন (৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ)—মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ-সম্পাদিত। ... ১২।০

সংবাদপত্রে সেকালের কথা, সচিত্র, ২য় সংস্করণ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত, ১ম খণ্ড ... ৫৲, ২য় খণ্ড ... ৭৲

পালামৌ (ভ্রমণবৃত্তান্ত): সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২য় সংস্করণ) ... ৸০

রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৸০ আনা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত

বাংলার কবি ও কাব্য গ্রন্থমালা

১। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ... ৸০
২। বলদেব পালিত ... ৸০
৩। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১।০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৫৪শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা
১৩৫৪

মহীপালের নবাবিষ্কৃত বেলওয়া-লিপি

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি. এস্‌সি

গত ২০এ নভেম্বর ১৯৪৬ খ্রীঃ হিলি হইতে ১৬ মাইল পূর্বস্থিত দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত কশীগাড়ী নামক গ্রামস্থ একটি জমিদারী কাছারীর কর্ম্মচারী শ্রীমান্ বছির সরকার আমাকে পত্রদ্বারা জানায় যে, "ভাতছালার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম বেলওয়ায় খাড়ে সাওতাল নিজবাড়ীর উঠানস্থ উনান বড় করার সময় দুইটি বড় তামার পাত পাইয়াছে।" আমি তৎক্ষণাৎ তাহা চাহিয়া পাঠাই। এবং পরে তাহার মারফৎ আমার দাদা শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় উহা পাইয়া গত ১লা জানুয়ারী ১৯৪৭ খ্রীঃ আমাকে কলিকাতায় আনিয়া দিয়াছেন।

শাসন দুইটির আয়তন এক। প্রস্থে ১৩" ইঞ্চি এবং লম্বায় ১৪·৬" ইঞ্চি। এই লম্বার দিকেই রাজচিহ্নটি যুক্ত করা আছে। রাজচিহ্নের মাপ লম্বায় ৭·২" এবং পার্শ্বে ৫" ইঞ্চি। রাজচিহ্নটির শীর্ষদেশে একটি শঙ্খ, নীচে বৌদ্ধ ধর্ম্মচক্র, তার দুই পার্শ্বে মৃগদাব, তার নীচে দাতা রাজার নাম, তার নীচে পুষ্প-বদিকা। সবই অতি সুন্দর কারুকার্য্যদ্বারা মণ্ডিত ও বেষ্টিত। দুই পৃষ্ঠেই পদ্যগদ্যময় শাসন খোদাই করা। একটী শাসন মহীপালদেবের, অপরটী বিগ্রহপালদেবের।* যে বেলওয়া গ্রামে এই শাসন দুইটি পাওয়া যায়, সেখানে কিছু কিছু প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন ও দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামে ছয়ঘাটির বিল নামে একটি বিরাট্ দীঘি আছে। উহা দৈর্ঘ্যে অর্দ্ধ মাইল। আরও অনেক দীঘি এই গ্রামে আছে। স্থানে স্থানে ইষ্টকখণ্ড—উহার সংলগ্ন উচ্চ বাঁধান বেদীর মত পীরের দরগা। ইষ্টকগুলি ১০" ইঞ্চি স্কোয়ার ও এক ইঞ্চি পুরু। নিকটেই যে স্থলে তাম্রশাসনটি পাওয়া যায়, সেই খাড়ে সাওতালের বাড়ীর চতুর্দ্দিকে এক বিঘা জমি বেষ্টন করিয়া দুই হাত প্রস্থের পুরাতন প্রাচীর। ইহার ইটও ঠিক পূর্ববর্ণনার মত। নিকটেই ৩০ হাত প্রস্থ পরিখার চিহ্ন আছে। তাহার নিকট ইটের ঢিপি। তাহাতে বহু স্তূপ। নিকটেই মস্ত দীঘির পাড়ে প্রাচীন একটি ভগ্ন মন্দির আছে। মস্ত পরিখা-বেষ্টিত স্থানে গুদির ধাপ নামক প্রাচীন ভগ্নাবশেষ আমি ১৯৪৮ ফেব্রুয়ারি মাসে দেখিয়া আসিয়াছি।

* প্রথম শাসনটী বর্ত্তমানে প্রকাশিত হইল। পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যায় দ্বিতীয় শাসনটী প্রকাশের ইচ্ছা আছে। আলোচ্য শাসনের পাঠ ও অর্থ নিরূপণ বিষয়ে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত মহীপালের বাণগড়-লিপিবিষয়ক প্রবন্ধ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়-সম্পাদিত গৌড়লেখমালা গ্রন্থ ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে প্রচুর সাহায্য পাইয়াছি। দীনেশবাবু ও পত্রিকাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রবন্ধটী আগাগোড়া দেখিয়া দিয়াছেন এবং নানাভাবে পরামর্শ দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

মহীপালের যে তাম্রশাসনটি বহুদিন হইতে বঙ্গীয় বিদ্বৎসমাজে পরিচিত আছে, তাহা বাণগড় লিপি নামে আখ্যাত। উহা ১৩০৫ সালে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তার পর গৌড়লেখমালায় উহা সানুবাদ ছাপা হয়। এই শাসনটি মহীপালদেবের বিলাসপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রচারিত। উহাতে দেয় ভূমি ছিল পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিতে কোটীবর্ষবিষয়ে গোকলিকামণ্ডলান্তঃপাতী...। আর আমরা এই বেলওয়ার মহীপাল-শাসনে পাইতেছি—"শ্রীসাহসগণ্ডনগরসমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার হইতে" এবং দেয় ভূমি হইল—"ফাণিতবীথীসম্বন্ধ ·। পুণ্ডরিকামণ্ডলান্তঃ-পতী...। পঞ্চনগরীবিষয়ান্তঃপাতী...গণেশ্বরসমেত গ্রামপুষ্করিণীতে।" সুতরাং ইহা বাণগড়-লিপি হইতে পৃথক্ জয়স্কন্ধাবার বা বিজয়শিবিরের নাম করিতেছে এবং দেয় ভূমিও পৃথক্ 'মণ্ডল' ও 'বিষয়ের' অন্তর্গত হইতেছে।

উক্ত পঞ্চনগরী বিষয়ের উল্লেখ গুপ্ত আমলের বৈগ্রাম-লিপিতে আছে। সুতরাং ৫।৬ শত বৎসর ধরিয়া পঞ্চনগরীবিষয়টি যে একই নামে পরিচিত ছিল, তাহাতে কোন সংশয় নাই। ঐ পঞ্চনগরী পাঁচবিবির পূর্বনাম বলিয়া আমাদের ধারণা। এই ধারণার কারণ পৃথক্ প্রবন্ধে আমাদের বলিবার ইচ্ছা রহিল।
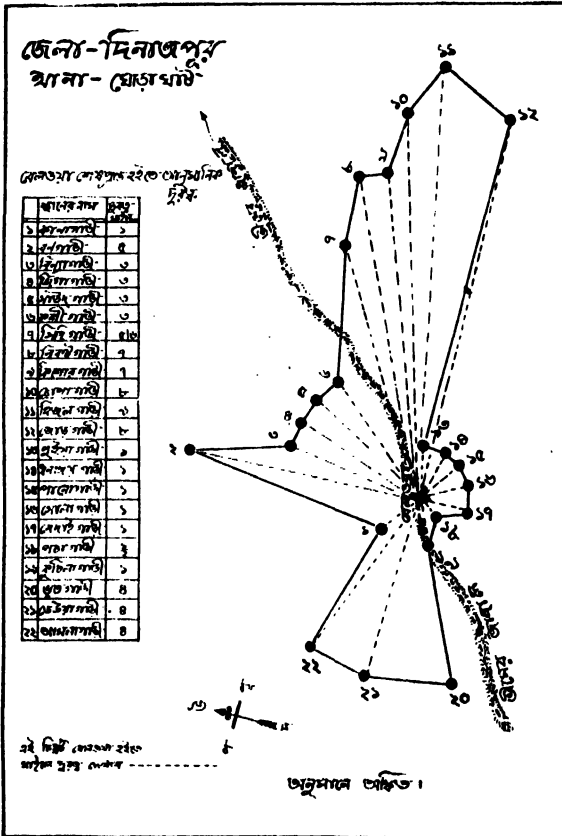
বেলওয়ার সন্নিকটে বহু গ্রামের নামের অন্তে 'গাড়ী' পাওয়া যায়।—যথা, পুঞ্রাগাড়ী, বল-গাড়ী, কেশরীগাড়ী ইত্যাদি। আমরা এরূপ ২২টি গ্রামের নাম সংগ্রহ করিয়াছি। সাহসগণ্ডের 'গণ্ড' শব্দই গাড়ীতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যদিও ঠিক এই নামের কোন গ্রাম নাই।

বেলওয়ার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাদের

মধ্যে বি এণ্ড এ রেলওয়ের দিনাজপুর জেলায় রেললাইনের পশ্চিমস্থিত বাণগড় (এখানে মহীপালের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে এবং বহু প্রাচীন কীর্তি আছে), দিবর দীঘি
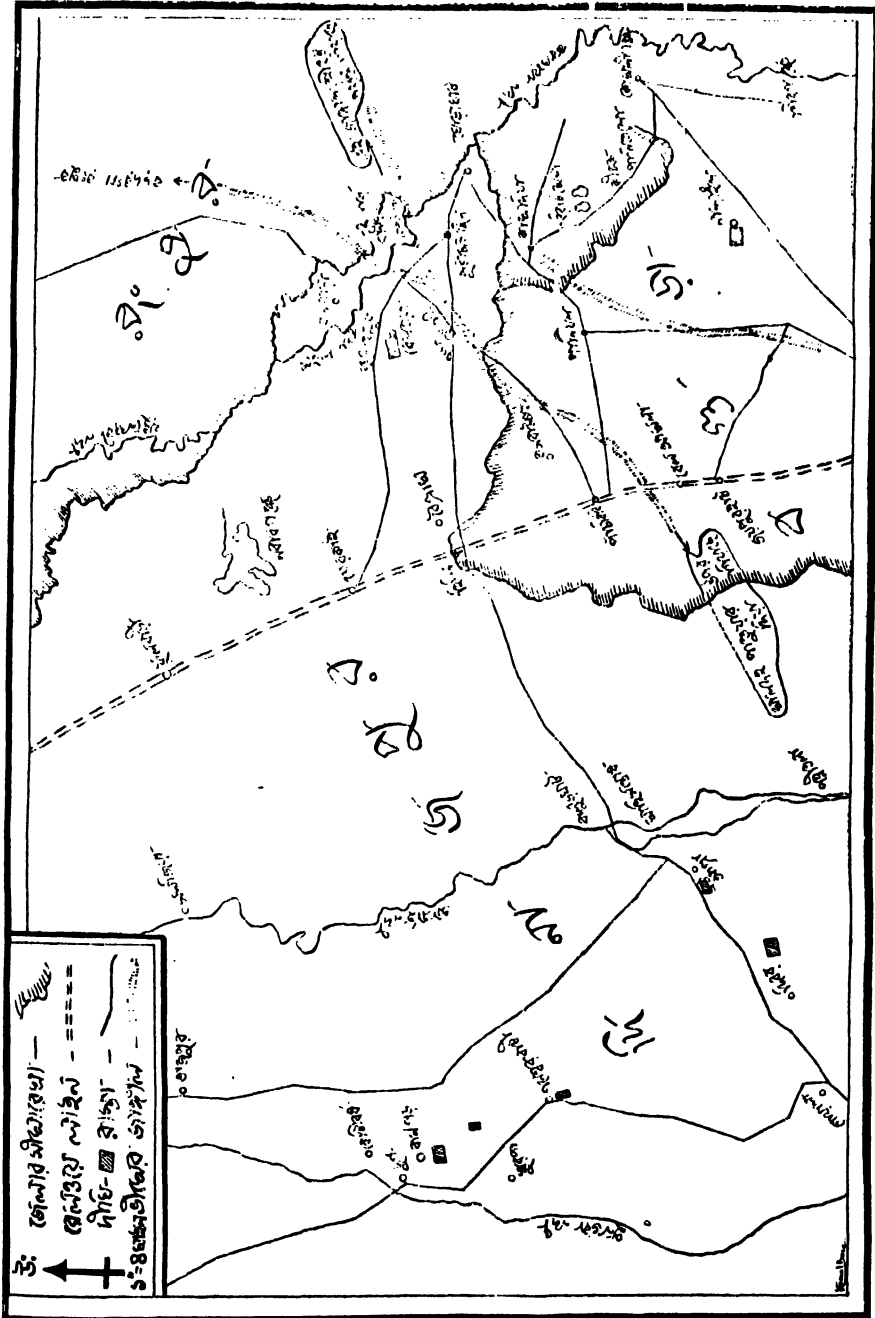
(এখানে দিব্যক-স্তম্ভ আছে), মাহিসন্তোষ (অনেক প্রাচীন চিহ্ন আছে), আগ্রা (প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ কর্তৃক রক্ষিত পর্বত) ও বেল আমলা (এখানে প্রাপ্ত চণ্ডী, সূর্য্য ও বাসুদেবমূর্তি বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতিতে রক্ষিত আছে) সম্বন্ধে অনেক আলোচনা ইতিপূর্বে হইয়াছে। গুপ্ত ও পাল-রাজাদের আমলের এই সকল চিহ্ন সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কিছু দিন হয়, রেললাইনের পূর্বস্থিত বৈগ্রাম (এখানে একটি গুপ্ত আমলের তাম্রশাসন ও শিব-মন্দির প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে), কশবা উচাই (এই অঞ্চলে অতিকায় বোধিসত্ত্ব লোকনাথমূর্তি ও ধাতুনির্ম্মিত চতুর্ভুজা 'শ্রী'মূর্তি পাওয়া গিয়াছে) ও ঘোড়াঘাট (কাটাদুয়ারের রাজার অরণ্যবেষ্টিত দুর্গ ছিল এবং পরে গাজী ইসমাইল কর্ত্তৃক অধিকৃত ও সহরে পরিণত হয়) প্রভৃতি কয়েকটি স্থান পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কিন্তু বেলওয়া অঞ্চলে এত দিন কোন ঐতিহাসিকের আলোচনার বস্তু ছিল না। কেবল বছির সরকারের সাহায্যে এই লেখকই প্রায় ১০ বৎসর পূর্বে একটি মূর্তির ভগ্নাংশ পাইয়াছিল। নক্সাতে দেখা যাইতেছে, ভীমের জাঙ্গালের কয়েকটি বেষ্টনী যেন এই স্থানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বেলওয়াতে পরিখা-বেষ্টিত উচ্চ পাহাড়সদৃশ প্রাচীন ইষ্টকময় স্থান দেখিয়াছেন এবং শ্রীমান্ বছির সরকার জানাইয়াছে যে, "বেলওয়া ও বলগাড়ীর মধ্যবর্তী রঘুনাথপুর গ্রামে প্রায় ২০০ বিঘা জমির চতুর্দ্দিকে উঁচু পাহাড়ের মত আছে * * * ঐ স্থানে জঙ্গলে একটি স্থান সন্দেহ করিয়া রাত্রিতে খুঁড়িয়া ইটের গাথনীযুক্ত স্থান দেখিতে পায় এবং পরে সাপ দেখিয়া পলাইয়া আসে।" বছির আরও লিখিয়াছে যে, "বেলওয়ার নয়ানদীঘিতে (এই গ্রামে বহুসংখ্যক দীঘি বিদ্যমান) ৩০ বৎসর আগে এক বিরাট্ দেবীমূর্তি সাঁওতালরা পাইয়াছিল। তাহা এখন ঘোড়াঘাটে এক গৃহে পূজিত হয়। বামনদীঘিতে মস্ত মস্ত শঙ্খ, ঘণ্টা, রেকাবী, পঞ্চপ্রদীপ ইত্যাদি পূজার জিনিষ পাওয়া গিয়াছিল।"

এই শাসনে বেলওয়া গ্রামের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু এই গ্রামে এই সঙ্গেই অন্য যে শাসন পাওয়া গিয়াছে, সেই বিগ্রহপালের শাসনটিতে আছে যে, উহার দানগ্রহীতা বেল্লাবাগ্রামনিবাসী ছিলেন।

মহীপালের বেলওয়া লিপির দত্ত ভূমির মাপ সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন উঠিতেছে। এত দিন নানা দানলিপি পাঠ করিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই পালরাজাদের আমলে "সর্বোচ্চ ভূমিমান হইতেছে কুল্য অথবা কুলবাপ, তার পর দ্রোণ বা দ্রোণবাপ এবং সর্বনিম্ন মান আঢ়বাপ।" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৮ বর্ষ, ১৮৫ পৃঃ)। কিন্তু মহীপালের বেলওয়া-লিপিতে আছে—দশোত্তর শতদ্বয় প্রমাণ, নবতদুত্তরচতুঃশত প্রমাণ, একপঞ্চাশদুত্তরশতপ্রমাণ। এই 'প্রমাণ' তাহা হইলে ভূমির অনুরূপ মাপ কি না, তাহা বিবেচ্য। মূল শাসনটির সম্মুখ-ভাগে ৩৩ পংক্তি ও পশ্চাদ্ভাগে ২৫ পংক্তি লিপি আছে।

মহীপালের নবাবিষ্কৃত বেলওয়া-লিপির সম্মুখ-ভাগ
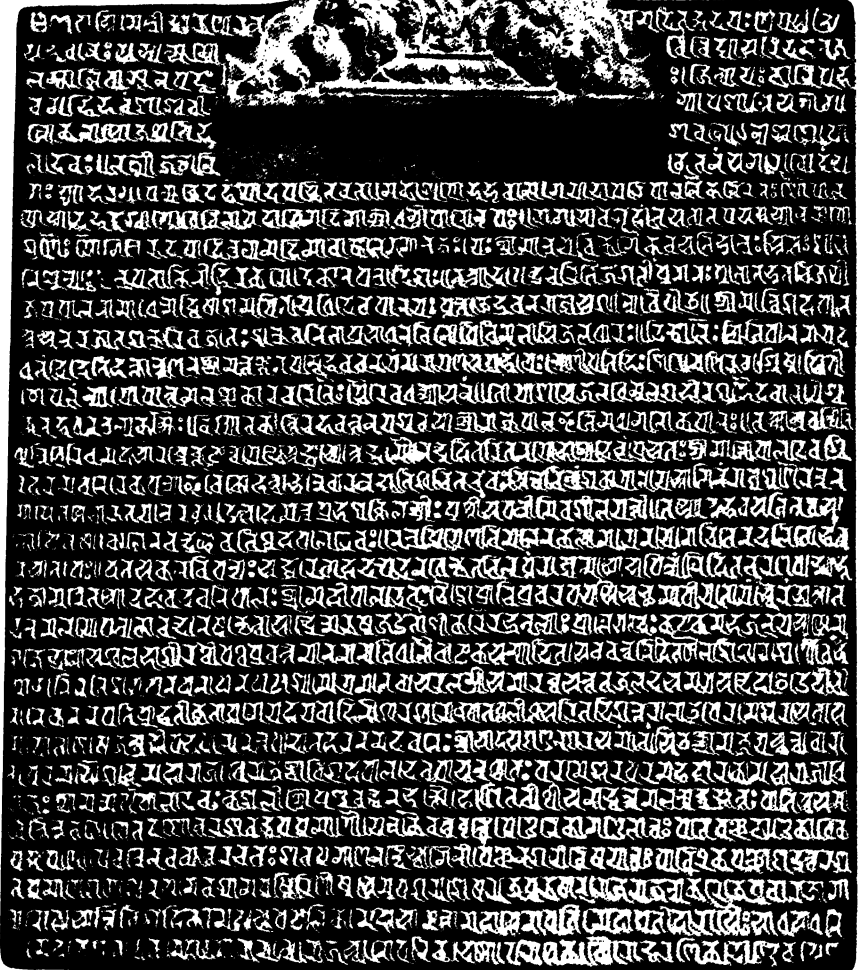
মহীপালের নবাবিষ্কৃত বেলওয়া-লিপির পশ্চাৎভাগ

লিপির পাঠ—সম্মুখ ভাগ

পংক্তি		
১	৮[১] ওঁ স্বস্তি। মৈত্রীম্‌কারুণ্যরত্ন	প্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেয়সীং ন[১]
২	সন্দধানঃ সম্যক্সম্বো-	ধিবিদ্যাসরিদ[ম]ল জ-
৩	লমক্ষালিতাজ্ঞানপঙ্ক	ঃ। জিত্বা যঃ কা[+মকা+) রিপ্রভ
৪	বমভিভবং শাশ্বতী	মপ্রাপ শান্তিং স শ্রীমা
৫	নোকনাথো জয়তি দ-	শবলোঽন্যশ্চ গোপা
৬	ল দেবঃ ॥* [১]	
	লক্ষ্মীজন্মনি-	কেতনং সম (+ক+) রো বোঢুং ক্ষ

ওঁ স্বস্তি। শ্রীমান্ লোকনাথ দশবল (বুদ্ধ) এবং অপর শ্রীমান্ গোপালদেব জয়যুক্ত হউন। (বুদ্ধ ও গোপালদেব) যাহার কারুণ্যরত্নে প্রমুদিতহৃদয় প্রিয়তমা মৈত্রীকে ধারণ করিয়াছিল, যাহার সম্যক্ সম্বোধিযুক্ত বিদ্যারূপ নদীর নির্মল জলে অজ্ঞানরূপ পঙ্ক বিদূরিত হইয়াছিল, যিনি (কাম) শত্রুর আক্রমণ পরাজিত করিয়া শাশ্বত শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। [১]

এই গোপালদেব হইতে শ্রীধর্মপাল নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মহিমা

১। মূল প্রশস্তি পাঠের বাহিরে বন্ধনীমধ্যে এই দুইটি অক্ষর আছে।

* দেখা যাইতেছে, এই শ্লোকে গোপালদেব লোকনাথ বুদ্ধদেবের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয়ে সমপর্যায়ভুক্ত বিবেচিত হইয়াছেন। এই রাজাদের আমলে দেখা যায় যে, ইহারা পূর্ব্বপুরুষ ও নিজ জীবনের শৌর্য্যবীর্য্যের প্রকাশক অনেক (অতিশয়োক্তি) করিতে সদাই প্রস্তুত। কিন্তু এরূপ আধ্যাত্মিক বিষয়ক গুণবর্ণনা অন্য কোন পালরাজাদের বিষয়ে প্রযুক্ত হয় নাই। গোপালের ঐতিহাসিক জীবনে ইহার সমর্থক কিছু ঘটনা ছিল কি না, যেমন অশোকের ছিল, তাহা আমাদের সন্ধানের বিষয়।

গোপালদেব-প্রদত্ত কোন তাম্রশাসন পাওয়া যায় নাই। এই শ্লোকটি গোপালের পঞ্চম পুরুষ নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপিতে প্রথম পাওয়া যায়।

† ধর্ম্মপালদেবের নিজ খালিমপুর-লিপি—এই "নৃপতিবৃন্দের অধীশ্বর একাকী সমগ্র বসুমতীর শাসনকার্য্য পরিচালন করিতেন।" "পৃথু, রাঘব, নল প্রভৃতি নরপালকে একত্র

পংক্তি

৭ মঃ ক্ষ্মাভরম্। পক্ষচ্ছেদভয়াদুপস্থিতবতামেকাশ্রয়ো ভূভৃতাম্।
মর্য্যাদাপরিপালনৈকনিরতঃ শৌর্য্যাল-

৮ য়োস্মাদভূদ্দুগ্ধাম্ভোধিবিলাসহাসিমহিমাশ্রীধর্ম্মপালো নৃপঃ॥ [২]
রামস্যেব গৃহীতসত্যতপসস্তস্যানুরূপো

৯ গুণৈঃ সৌমিত্রেরুদপাদি তুল্যমহিমা বাক্‌পালনামানুজঃ।
যঃ শ্রীমান্নয়বিক্রমৈকবসতির্ভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাস-

১০ নে শূন্যাঃ [শ]ক্রপতাকিনীভিরকরোদেকাতপত্রা দিশঃ॥ [৩]

[দুগ্ধাম্ভোধি বিলাস] ক্ষীরোদসমুদ্র-সৌন্দর্য্যকে উপহাস করিত। লক্ষ্মীর উদ্ভবস্থান বলিয়া ক্ষীরোদসমুদ্র "লক্ষ্মীজন্মনিকেতন," তিনিও রাজকুলে সমুদ্ভূত বলিয়া "লক্ষ্মীজন্মনিকেতন";—ক্ষীরোদসমুদ্র মকরপূর্ণ বলিয়া "সমকর"; তিনিও সমভাবে রাজকর গ্রহণ করিতেন বলিয়া "সমকর";—ক্ষীরোদসমুদ্র বিষ্ণুকে বহন করিতে সমর্থ বলিয়া "ক্ষ্মাভর-বহন-ক্ষম," তিনিও ধরাভার বহনে সমর্থ বলিয়া ক্ষ্মা ভরবহনক্ষম;—পক্ষচ্ছেদভয়ে শরণাগত [ভূভৃৎ] ধরাধারক পর্ব্বতসমূহের পক্ষে ক্ষীরোদসমুদ্র একমাত্র আশ্রয়, স্বপক্ষচ্ছেদভয়ে শরণাগত (ভূভৃৎ) নরপালগণের পক্ষে তিনিও একমাত্র আশ্রয়; ক্ষীরোদ সমুদ্র জলস্থলের [মর্য্যাদা] সীমা সংরক্ষণে নিরত, তিনিও লোকসমাজের [মর্য্যাদা] শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট-স্বধর্ম্ম-সংরক্ষণে একনিষ্ঠ;—[সন্ধ্যাসমাগমে সূর্য্যতেজঃ সমুদ্রগর্ভে অস্তমিত হয় বলিয়া] ক্ষীরোদসমুদ্র (শৌর্য্যালয়) সূর্য্য-কিরণের আধার, তিনিও বীরত্বের আধার [শৌর্য্যালয়] [২]

সত্যব্রত-পালন-পরায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ সৌমিত্রীর তুল্য মহিমসমন্বিত বাক্‌পাল নামে [এই রাজার] এক [অনুজ] ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নীতি এবং বিক্রমের নিবাস-স্থল ছিলেন; এবং জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার শাসনে অবস্থিত থাকিয়া, একছত্র-শাসন-সংস্থিত দশ দিক্ শত্রুপতাকিনী-শূন্য করিয়া দিয়াছিলেন। [৩]

দর্শনের ইচ্ছায় বিধাতা যেন নরপালকুলগৌরব-সংহারক ধর্ম্মপাল নামক নরপালকে কলিযুগে চিরচঞ্চল লক্ষ্মী-করিণীর বন্ধনোপযোগী মহাস্তম্ভরূপে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।" তার পর "কান্যকুব্জাধিপতি মহেন্দ্রের ভয়ে চক্ষু নিমীলন করা," "ইঙ্গিত মাত্র ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার এবং কীর প্রভৃতির রাজাদের প্রণতিপরায়ণ করান" ইত্যাদি অনেক বলবীর্য্যপ্রকাশক ঘটনার কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা এই তাম্রশাসনে আছে। কিন্তু [৩] নম্বর শ্লোকে ধর্ম্মপালের অনুজ বাক্‌পালের বীরত্ব ও ভ্রাতার সহায়তা করার যে বিবরণ আছে, তাহার কোন উল্লেখ ধর্ম্মপালের নিজের তাম্রশাসনে নাই। ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপালদেবের মুঙ্গের-লিপিতেও তাঁহার খুল্লতাত বাক্‌পালের ঐ কীর্ত্তিত্বের কোন বর্ণনা নাই। ঐ বর্ণনা প্রথম দেখিতেছি দেবপালের অনুজ জয়পালের পৌত্র নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপির চতুর্থ শ্লোকে। এত বিলম্বে ইহার উল্লেখের কারণ কি, তাহা বলা শক্ত। তবু একটু অনুমান করা যায়।

পংক্তি

তস্মাদুপেন্দ্রচরিতৈর্জ্জগতীং পুনানঃ পুত্রো বভূব বিজয়ী
১১ জয়পালনামা। ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা যুধি দেবপালে যঃ পূর্ব্বজে ভুবনরাজ্য[১]সুখান্য-
নৈষীৎ ॥ [৪]
শ্রীমান্বিগ্রহপাল-
১২ স্তৎসূনুরজাতশত্রুরিব জাতঃ শত্রুবনিতাপ্রসাধনবিলোপি
বিমলাসিজলধারঃ ॥ [৫]
দিক্‌পালৈঃ ক্ষিতিপালনায় দ-
১৩ ধতং দেহে বিভক্তান্ গুণা[২] (+|+) ন্

জয়পাল নামক বিজয়ী, উপেন্দ্রচরিত্র দ্বারা জগৎ যেমন পবিত্রীকৃত হইয়াছিল, সেইরূপ (পবিত্রকারী) তাঁহার পুত্র হইয়াছিল। ধর্ম্মদ্বেষীদের দমন করিয়া (যুদ্ধে পরাজিত করিয়া) পূর্বজাত দেবপালকে যিনি ভুবনরাজ্যসুখ ভোগ করাইয়াছিলেন [৪] *

তাঁহার অজাতশত্রুর ন্যায় পুত্র শ্রীমান্ বিগ্রহপাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বিমল অসিধার শত্রুবনিতাদের প্রসাধনবিলোপী (হইয়াছিল) [৫] †

ক্ষিতিপালনার্থ দিক্‌পালগণকর্ত্তৃক বিভক্ত গুণসমূহ আত্মশরীরে ধারণকারী, শ্রীমান্ ও প্রভুত্বশালী তাহার নারায়ণ (নামক) পুত্র হইয়াছিল। যিনি চরিত্র দ্বারা ন্যায়ানুসারে প্রাপ্ত ধর্ম্মাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং ভূপতিগণের শিরোমণির কান্তিদ্বারা যাঁহার পাদপীঠোপল আলিঙ্গিত হইত। [৬] ‡

১ সুখানোনৈষীৎ। ২ গুণান্।

* নারায়ণপাল স্বয়ং রাজা দেবপালের পৌত্র নহেন, রাজানুজ জয়পালের পৌত্র এবং তাঁহার এই পিতামহ জয়পাল রাজা দেবপালের পরম সহায়ক। বাক্‌পালও তেমনি বড় ভাই ধর্ম্মপালের পরম সহায়। ছোট ভ্রাতাদের বড় ভাইদের প্রতি ঐরূপ আনুগত্য ও সহায়তা দ্বারা প্রজাদের তুষ্টিসাধন রাজবংশের স্থায়িত্ব বিধান ও বিদ্রোহষড়যন্ত্রবিনাশের খুব সুবিধা হয়। সেই জন্য ভাইএ ভাইএ একাত্মতা দেখাইবার জন্যই সম্ভবত এই ভ্রাতৃপ্রেমের বর্ণনা পরবর্ত্তী কালে যোজিত হইয়াছে।

† এই বর্ণনায় যে কবিত্ব আছে, তাহা একালে অনেকের চিত্তে বিগ্রহপালের পরিবর্ত্তে যাহাদের প্রসাধন বিলুপ্ত হইয়াছিল, সেই বিধবাদের প্রতিই সহানুভূতি আনিবে। ঠিক এইরূপ রসপ্রদায়ী অন্য একটি শ্লোক দেখিতেছি মদনপাল দেবের মনহলি-লিপিতে তৃতীয় গোপালদেবের গুণবর্ণনায়। "প্রত্যর্থিপ্রমদাকদম্বকশিরঃসিন্দূরলোপক্রম-ক্রীড়াপাটলপাণিরেষ সুষুবে গোপালমুর্ব্বীভুজং।" অর্থাৎ প্রত্যর্থিগণের রমণীসমূহের শিরঃস্থিত সিন্দূর লোপক্রমরূপ ক্রীড়াদ্বারা যাঁহার হস্ত পাটল হইয়াছিল, সেই গোপাল। এইরূপ শ্লোক 'সে আমলের রাজাদের চিত্তবৃত্তির ছবি'—এ কথা কি বলা যায়? ইঁহারা দানধ্যান করিতেন দেখা যায়; বৌদ্ধ হইয়াও ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মাচরণ জন্য ভূমিদান করিতেন, মহাভারত পাঠ করিয়া রাজমহিষীকে শুনাইবার জন্য (মনহলির লিপি) ভূমিদান করিতেন, পূর্ব্বপুরুষদের তুষ্টিও ইঁহাদের খুব কাম্য ছিল। কিন্তু ইঁহারা সকলে বাহুদর্পের উপরেই জীবন প্রতিষ্ঠিত করিতেন, বোধ হইতেছে।

‡ নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপিতে আরও প্রভূত আত্মপ্রশংসা আছে। অপর পক্ষে মোনাহান সাহেব লিখিয়াছেন যে, "কান্যকুব্জাধিপতি মহেন্দ্রপাল বা মহেন্দ্রযুধের গয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রাপ্ত

পংক্তি

১৩ শ্রীমস্তুজ্জনয়াম্বভূব তনয়ং নারায়ণং স প্রভুং।
যঃ ক্ষোণীপতিভিঃ শিরোমণিরুচাশ্লিষ্টাঙ্ঘ্রি
পী

১৪ ঠোপলং ন্যায়োপাত্তমলঙ্করার চরিতৈঃ স্বৈরেব ধর্ম্মাসনং॥ [৬]
তোয়াশয়ৈর্জ্জলধিমূলগভীরগর্ভৈ (৫) র্দেবালয়ৈশ্চ

১৫ কুলভূধরতুল্যকক্ষৈঃ।
বিখ্যাতকীর্ত্তিরভবত্তনয়শ্চ তস্য শ্রীরাজ্যপাল ইতি মধ্যমলোকপালঃ॥ [৭]
তস্মাৎপূর্ব্বক্ষিতি-

১৬ ধ্রান্নিধিরিব মহসাং রাষ্ট্রকূটান্বয়েন্দোস্তুঙ্গস্যোত্তুঙ্গমৌলে-
র্দ্দুহিতরি তনয়ো ভাগ্যদেব্যাং প্রসূতঃ শ্রীমান্‌গোপালদেবশ্চি-

১৭ রতরমবনেরেকপত্ন্যা ইবৈকো ভর্ত্তাভূন্নৈকরত্নদ্যুতিখচিতচতুঃসিন্ধুচিত্রাংশুকায়াঃ॥ [৮]

(সেই নারায়ণপালদেবের) শ্রীরাজ্যপাল নামক ভূলোকপালক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অগাধ জলধিমূলতুল্য—গভীর গর্ভযুক্ত জলাশয়ের ও কুলাচলতুল্য সমুচ্চকক্ষযুক্ত দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন। [৭]

তাঁহার (ঔরসে) এবং* রাষ্ট্রকূটকুলচন্দ্র উত্তুঙ্গ-মৌলি তুঙ্গদেবের দুহিতা ভাগ্যদেবীর (গর্ভে) পূর্ব্বাচলোদিত তপনতুল্য গোপালদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক রত্ন-দ্যুতিখচিত চতুঃসিন্ধুবস্ত্রবিভূষিতা অনন্যানুরক্তা বসুন্ধরার একমাত্র ভর্ত্তা হইয়া দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। [৮]

শাসনাদি দ্বারা প্রমাণীকৃত হয় যে, তীরভুক্তি এবং মগধের কিয়দংশ নারায়ণপালের সময়ে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ পাদে অথবা দশম শতাব্দীর প্রথমে গৌড়রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহার শাসনাধীনে ছিল। (রামপ্রাণ গুপ্ত-প্রণীত 'প্রাচীন রাজমালা,' ৪৪৭ পৃঃ)। নারায়ণপালের সময় এই ভাবে পালবংশের গৌরব নিম্নগামী হইলেও তাঁহার সময়ে গৃহীত তাম্রশাসনের শ্লোকাবলীই দেখিতেছি, পরবর্ত্তী রাজাগণ আর পরিবর্ত্তন করেন নাই। হয় ত স্থানাভাব হেতু মাতৃপক্ষবিষয়ক বা অপর অধিক বর্ণনাকারী শ্লোক বাদ গিয়াছে, কিন্তু মূল শ্লোকগুলি তাঁহার পরের একাদশ রাজা (মদনপাল) পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ইহা নারায়ণপাল ও তৎসময়ের রাজকবির শ্লাঘার কারণ বটে।

* এই বংশীয়গণ পরবর্ত্তী রাজা রামপাল (পালবংশের চতুর্দ্দশ রাজা) যখন কৈবর্ত্ত রাজা ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন সহায়তা করিয়াছিলেন। History of Bengal, page 158।

পংক্তি

১৭ বং স্বামিনং রাজ্যগুণৈরনূন-

১৮ মাসেবতে চারুতয়ানুরক্তা।

উৎসাহমন্ত্রপ্রভুশক্তিলক্ষ্মীঃ পৃথ্বীং সপত্নীমিব শীলয়ন্তী॥ [৯]

তস্মাদভূব সবিতুর্বসু-

১৯ কোটীবর্ষী। কালেন চন্দ্র ইব বিগ্রহপালদেবঃ।

নেত্রপ্রিয়েণ বিমলেন কলাময়েন যেনোদিতেন দলিতো ভুব-

২০ নস্য তাপঃ। [১০]

হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদ[১]র্প[+।+]দনধিকৃতবিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যং।

নিহিতচরণপদ্মো ভূ-

২১ ভৃতাং[২] মূর্দ্ধ্নি তস্মাদভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ। [১১]

দেশে প্রাচি প্রচুরপয়সি স্বচ্ছমাপীয় তোয়ং স্বৈরং ভ্রান্ত্বা ত-

২২ দনু মলয়োপত্যকাচন্দনেষু।

কৃত্বা সান্দ্রৈর্মরুষু[৩] জড়তাং শীকরৈরভ্রতুল্যাঃ প্রালেয়াদ্রেঃ কটকমভজন্[৪] যস্য সেনা-

২৩ গজেন্দ্রাঃ॥ [১২]

উৎসাহশক্তি-মন্ত্রশক্তি-প্রভুশক্তিসম্পন্না রাজলক্ষ্মী, সুশীলার ন্যায়, বসুন্ধরা-সপত্নীর মন তুষ্ট করিয়া, চারুতরানুরাগে সেই রাজগুণবিভূষিত স্বামীর সেবা করিয়াছিলেন। [৯]

সূর্য্যদেব হইতে যেমন কিরণ-কোটিবর্ষী চন্দ্রদেব উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহা হইতে তেমন কালক্রমে বিগ্রহপালদেব* (উৎপন্ন) হইয়াছিল। এই নেত্রপ্রিয় বিমল কলাময়ের উদয়ে ভুবনের সন্তাপ বিদূরিত হইয়াছিল। [১০]

তাঁহার পুত্র শ্রীমহীপালদেব রণে বাহুদর্পে বিপক্ষদলকে নিহত করিয়া অনধিকৃত বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া রাজগণের মস্তকে চরণপদ্ম নিহিত করিয়া অবনিপাল হইয়াছিলেন। [১১]

তদীয় অভ্রতুল্য সেনাগজেন্দ্রগণ (প্রথমে) প্রচুর জলময় পূর্ব্বাঞ্চলে স্বচ্ছ জল পান করিয়া তাহার পর (তদনু) মলয়োপত্যকার চন্দনবনে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া ঘনীভূত শীকরোৎক্ষেপে মরুসমূহের জড়তা সম্পাদন করিয়া হিমালয়ের কটকদেশ উপভোগ করিয়াছিল। [১২]†

---

* এই রাজার সময় পালরাজ্যের আয়তন হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সম্ভবত এই জন্যই ইঁহার শৌর্য্যবীর্য্যের কোন বর্ণনা নাই, আছে তাঁহার কলাময় নেত্রপ্রিয়তার কথা।

১। দর্পাদনধিকৃত। ২। বাণগড়-লিপিতে আছে ভূভৃতাং। ৩। বাণগড়-লিপিতে 'তরুষু'। ৪। কটকম্ ভজন্।

† এই শ্লোকটি মহীপালের বাহুদর্পের খ্যাতি ঘোষণা করিতেছে। এবং পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের(?) বিবরণ দিতেছে। বাণগড়-লিপিতে এই শ্লোকটি [১১] সংখ্যক শ্লোকের স্থানে আছে। অর্থাৎ

পংক্তি

২৩ স খলু ভাগিরথীপথপ্রবর্ত্তমাননানাবিধনৌবাটকসম্পাদিতসেতুবন্ধনিহিত
শৈলশিখরশ্রেণীবিভ্র-

২৪ মাৎ

নিরতিশয়ঘনঘনাঘন[১]ঘটাশ্যামায়মানবাসরলক্ষ্মীসমারব্ধ-
সন্ততজলদসময়সন্দেহাৎ।

উদীচী

২৫ নানেকনরপতিপ্রাভৃতীকৃতাপ্রমেয়হয়বাহিনীখরখুরোৎখাত-
ধূলীধূসরিতদিগন্তরালাৎ।

যেখানে ভাগীরথীপথে প্রবর্ত্তমান নানাবিধ নৌবাটক দ্বারা সম্পাদিত সেতুবন্ধ নিহিত হওয়ায় শৈলশিখরশ্রেণী বলিয়া বিভ্রম হইতেছিল, নিরতিশয় ঘনমেঘবর্ণাশ্রিত বাসরলক্ষ্মীকে (দিন-শোভাকে) তমসাচ্ছন্ন করায় যেন জলদসময় সমাগত বলিয়া সন্দেহ হইতেছিল, যেখানে উত্তরাঞ্চলবাসী নরপতিপ্রদত্ত অসংখ্য হয় (অশ্ব) বাহিনীর খর খুরাঘাতে উৎখাত ধূলিরাশি দ্বারা দিগন্তরাল ধূসরিত হইতেছিল, যেখানে পরমেশ্বরের সেবার জন্য আগত অশেষ জম্বুদ্বীপ-ভূপালগণের অনন্ত পদভরে পৃথিবী মথিত হইতেছিল, সেই সাহসগণ্ডনগরের নিকট স্থাপিত*

সেখানে ইহা বিগ্রহপালদেবের সৈন্যদল সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। বেলওয়া-লিপিতে ইহা মহীপাল দখল করিলেন। কিন্তু মহীপালের পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি-লিপিতে আর এই শ্লোক মহীপালের কৃতিত্বের বর্ণনায় নিয়োজিত নাই, তাহা তখন [১৪] সংখ্যক শ্লোক হইয়া তৃতীয় বিগ্রহপালেরই কর্ম-তৎপরতার যেন নিদর্শক হইয়াছে (আমগাছি-লিপি)। কিন্তু এই শ্লোকটি অপহরণের দোষ তৃতীয় বিগ্রহপালের একার প্রাপ্য নহে। মহীপালের পিতামহ দ্বিতীয় গোপালদেবের জাজিলপাড়া-লিপিতে (শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র বর্ম্মন্ লিখিত প্রবন্ধ, ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৪৪) [১০] সংখ্যক শ্লোক হইয়া ইহা পূর্ব্বেই দ্বিতীয় গোপালদেবের কৃতিত্বের পরিচায়ক হইয়াছিল। ইহাতে স্বতই প্রশ্ন জাগিতেছে যে, এইরূপ অতিশয়োক্তিকর শ্লোক—যাহা মহীপাল নিজ পিতার জন্য ব্যবহার করিয়াছেন এবং মহীপাল, মহীপালের পিতামহ ও মহীপালের পৌত্র স্ব স্ব রাজত্বকালে নিজ নিজ সৈন্যদলের (মহীপাল একবার নিজের জন্য এবং একবার পিতার জন্য ব্যবহার করিয়াছেন) কার্য্যকলাপের বর্ণনায় ব্যবহার করিতে পারেন, তাহার ঐতিহাসিক মর্য্যাদা কতখানি! ইহা সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, অথবা ইহার বহুলাংশই কাব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে?

১। সে কালে এক শ্রেণীর রণদুর্দ্দম ঘাতক মত্তহস্তী প্রতিপালিত হইত, তাহাই ঘনাঘন নামে সুপরিচিত ছিল। ধরণীকোষে তাহা 'অন্যোন্যঘট্টনে চৈব ঘাতুকে চ ঘনাঘনঃ' বলিয়া উল্লেখ আছে। এই ঘনাঘন নামক হস্তীর ব্যূহকে ঘটা বলিত।—অমরকোষ, ২।৪।১০৭, 'করিণাং ঘটনং ঘটা' বলিয়া তাহাতে উল্লিখিত আছে।

* যে জয়স্কন্ধাবার হইতে এই দান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অবস্থান বর্ণনার জন্য এই শ্লোক।

পংক্তি

২৫ পরমেশ্বর—সেবাস-

২৬ মায়াতাশেষজম্বুদ্বীপভূপালানন্তপাদাতভরনমদবনেঃ শ্রীসাহসগণ্ডনগরসমাবাসিত[১] শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারা-

২৭ ৎ। পরমসৌগতো মহারাজাধিরাজশ্রীবিগ্রহপালদেবপাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরপরমভট্টারকো মহারাজাধি-

২৮ রাজঃ শ্রীমন্মহীপালদেবঃ কুশলী। শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তৌ। ফাণিতবীথীসম্বদ্ধ অমল [ক্ষতু[২]ঙ্গা]ন্তঃপাতিস্বসখা-

---

জয়স্কন্ধাবার (বিজয়ী শিবির) হইতে (এই দান প্রদত্ত হইল)। পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীবিগ্রহপালদেবপাদানুধ্যান করিয়া পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ মহীপালদেব, কুশলে অবস্থিত, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিতে এই দান প্রদান করিতেছেন।

পালরাজগণ বিভিন্ন জয়স্কন্ধাবার হইতে দান প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু এই বংশীয় দ্বিতীয় রাজা ধর্মপাল হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ রাজা মদনপালদেব পর্য্যন্ত, সকলের দানলিপিতেই জয়স্কন্ধাবারের অবস্থান বর্ণনায় এই একই শ্লোক ব্যবহৃত হইয়াছে। উদাহরণ—

দাতার নাম	লিপির পরিচয়	জয়স্কন্ধাবারের নাম
ধর্মপালদেব	খালিমপুর	পাটলীপুত্রনগরসমাবাসিত
দেবপালদেব	মুঙ্গের	শ্রীমুদ্গগিরীসমাবাসিত
নারায়ণপালদেব	ভাগলপুর	ঐ
দ্বিতীয় গোপাল	জাজিলপুর	বটপর্ব্বতিকাসমাবাসিত
মহীপাল	বাণগড়	বি[লা]সপুরসমাবাসিত
মহীপাল	বেলওয়া	শ্রীসাহসগণ্ডনগরসমাবাসিত
তৃতীয় বিগ্রহপাল	আমগাছি	শ্রীমুদ্গগিরিসমাবাসিত
তৃতীয় বিগ্রহপাল	বেলওয়া	বিলাসপুরসমাবাসিত
মদনপালদেব	মনহলি	শ্রীরামাবতীনগরপরিসরসমাবাসিত

এবং বিচিত্র এই যে, সমস্ত 'জয়স্কন্ধাবারের' বর্ণনায়ই 'ভাগীরথীপথপ্রবর্ত্তমান নৌবাটক দ্বারা সেতু,' তাহা 'শৈলশিখরশ্রেণী বলিয়া বিভ্রম হওয়া,' সেখানে 'উত্তরাঞ্চলবাসী নরপতি প্রদত্ত অশ্ববাহিনীর' আগমন এবং 'জম্বুদ্বীপভূপালগণের পরমেশ্বরের সেবার জন্য সমবেত' হওয়া—সর্বদাই এক। সুতরাং এই শ্লোকটি ঐতিহাসিকগণ সূক্ষ্মভাবে সত্য বলিয়া বিবেচনা করিবেন কি না আমাদের সন্দেহ আছে।

১। ৎ-এর মত দেখা যায়। ২। [স্বর্ত্র]ঙ্গান্তঃপাতি।

পংক্তি

২৯ বিচ্ছিন্ন ভ[লো]পেতদশোত্তরশতদ্বয়প্রমাণো। সন্নকৈবর্ত্তবৃত্তি।*
পুণ্ড্রিকামণ্ডলান্তঃপতি[১]পঞ্চকাণ্ডকাধিক

৩০ ষ[ষ্টি]পাণ। পবরি] নবত্যুত্তরচতুঃশতপ্রমাণনন্দিস্বামিনী। পঞ্চনগরী-
বিষয়ান্তঃপাতি একপঞ্চাশদুত্তর শ-

৩১ ত প্রমাণগণেশ্বরসমেতগ্রামপুষ্করিণীষু[২]। সমুপগরা[৩]শেষরাজপুরুষান্।
রাজরাজন্যক। রাজপুত্র। রাজামা-

৩২ ত্য। মহাসান্ধিবিগ্রহিক। মহাক্ষপটলিক। মহাসামন্ত। মহাসেনাপতি।
মহাপ্রতীহার। দৌঃসাধসাধনি-

৩৩ ক। মহাদণ্ডনায়ক। মহাকুমারামাত্য। রাজস্থানোপরিক।
দাশাপরাধিক। চৌরোদ্ধরণিক। দাণ্ডিক। দাণ্ড-

কৈবর্তদিগকে যে বৃত্তি প্রদত্ত ছিল, তাহার নিকটবর্ত্তী ফাণিতবীথীসম্বদ্ধ অমল .. দুই শত দশ প্রমাণ; পুণ্ড্রিকামণ্ডলান্তঃপাতি...চারি শত নব্বই প্রমাণ নন্দিস্বামিনী ও পঞ্চনগরীবিষয়ান্তঃপাতি এক শত একপঞ্চাশ প্রমাণ গণেশ্বরসমেত গ্রামপুষ্করিণীতে (প্রদত্ত হইল)।

---

* সন্নকৈবর্ত্তবৃত্তি তাহার পূর্ব্ববর্তী অংশের বিশেষণ কিম্বা পরবর্তী অংশের বিশেষণ, তাহা সঠিক বলা শক্ত। একালে, ; : ।—যতি বুঝাইবার জন্য নানা চিহ্ন আমরা দেখিতে পাই। সে কালে । ও ॥ ছাড়া অন্য যতিচিহ্ন ছিল না। এবং, এর পরিবর্ত্তে দাঁড়ি ব্যবহৃত হইত।

সন্ন অর্থ কি? দুই অর্থ হয়—(১) হীন, অবসন্ন, (২) নিকট, সন্নিহিত। কৈবর্ত্তদের একটি বৃত্তি বা জায়গীর যে সে কালে ছিল, তাহাতে সম্ভবত আর কোন সংশয় নাই। মনে হয়, ইহারা রাজার অধীনে সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত থাকিত। এই 'সন্নকৈবর্ত্তবৃত্তি' বাক্যটি হইতে যে আলোচনার উদ্ভব হইতেছে, পরে তাহা করার ইচ্ছা রহিল।

১। পাতি। ২। পুষ্করিণী। ৩। সমুপগতা।

পশ্চাদ্ভাগ

পংক্তি

১ পাশিক[১] । [শৌ]ল্কিক । গৌল্মিক ।	ক্ষেত্রপ । প্রান্তপাল । কোট্টপা-
২ ল । অঙ্গরক্ষ । তদাযুক্ত-	বিনিযুক্তক । হস্ত্যাশ্বোষ্ট্র-
৩ নৌবলব্যাপৃতক । কিশো-	র বড়বা । গোমহিষ্যজা-
৪ বিকাধ্যক্ষ । দূতপ্রেষণি-	ক গমাগমিক । অভিত্ব (+র+)
৫ মাণ । বিষয়পতি । গ্রামপ-	তি । তরিক । গৌড় । মালব
৬ খস । হূণ । কুলিক । কল্লাট[২] ।	লাট । চাট । ভট । সেবকাদীন্ ।

অন্যাংশ্চাকীর্ত্তিতান্ । রাজপাদোপজীবিনঃ প্রতিব (+।+)-
৭ সিনো ব্রাহ্মণেতরান্ । মহত্তমোত্তমকুটুম্বিপুরোগমেদান্ধ্রচণ্ডালপর্য্যন্তান্ ।
যথার্হং মানয়তি । বোধয়তি স-

শৌল্কিক, গৌল্মিক, ক্ষেত্রপতি, প্রান্তপাল, কোট্টপাল, অঙ্গরক্ষক, এবং এই সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক যাহারা নিযুক্ত বা বিনিযুক্ত ; হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র ও নৌবলে নিযুক্ত, কিশোর অশ্ব-গো-মহিষী-অজ-মেষাদির অধ্যক্ষ, দূতপ্রেষণিক, গমাগমিক, অভিত্বরমাণ, বিষয়-পতি, গ্রামপতি, তরিক, গৌড়*মালব-খস-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট হইতে আগত চাট, ভট্ট ও অপরাপর সেবকাদি এবং অনুক্ত অপরাপর সকল রাজপুরুষদিগকে ব্রাহ্মণেতর

১। দাণ্ডপাশিক। ২। কর্ণাট।

* এই সৈন্যদলের উল্লেখ ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুর-লিপিতে নাই—কেবল 'চাটভাট' আছে। দেবপালদেবের মুঙ্গের-লিপিতে প্রথমে এই সৈন্যদলের নাম দেখা যায়। তদবধি প্রতি রাজার তাম্র-শাসনে এই সৈন্যদলের নাম দেওয়া হইত। মদনপালের মনহলি-লিপিতে আবার দেখিতেছি, গৌড় মালবের পর 'চোড়' কথাটি যুক্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বিগ্রহপালের (২য়) আমলে চান্দেল নরপতি যশোবর্ম্ম খসবলের সহায়তায় (অর্থাৎ তাহারা বিদ্রোহী হইয়াছিল' (?) গৌড় ক্রীড়ালতার অসিস্বরূপ……মালবগণের পক্ষে কালস্বরূপ ছিলেন। (১০ সংখ্যক শ্লোকের মন্তব্য দ্রষ্টব্য)

পংক্তি

৮ মাদিশতি চ। বিদিতমস্তু ভবতাং। যথোপরিলিখিতো [১] ত্র গ্রামাঃ[২]।
[স্ব] সীমাতৃণপ্লুতিগোচরপর্যন্তাঃ[৩] সতলঃ

৯ সোদ্দেশাঃ[৪]। সাম্রমধূকা[৫]। সজলস্থলাঃ[৬]। সগর্ত্তোষরাঃ[৭]। সদশাপচার[ঃ]।
সচৌরোদ্ধরণাঃ[৮]। পরিহৃতসর্বপীড়াঃ[৯]। অ-

১০ চাটভটপ্রবেশঃ। অকিঞ্চিতগ্রাহ্যাঃ[১০]। সমস্তভাগভোগকরহিরণ্যাদিপ্রত্যায়
সমেতাঃ[১১]। ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ে-

১১ ন আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং। মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে

প্রতিবাসীদিগকে, মহত্তমোত্তম কুটুম্বিপ্রমুখ (ব্রাহ্মণাদি) চণ্ডাল পর্য্যন্ত (সকলকেই) যথাযোগ্য সম্মান করিতেছেন।* (তাহাদিগকে) জানাইতেছেন ও আদেশ করিতেছেন; আপনারা সকলে বিদিত হউন। যথা উপরিলিখিত গ্রাম† স্বসীমান্তর্গত তৃণ, প্লুতি ও গোচারণভূমি পর্য্যন্ত; তল, উদ্দেশ, আম্র, মধুক, জলস্থল, গর্ত্ত, উষর, দশাপচার, চৌরোদ্ধরণিক, (প্রত্যেক সহ) সর্বপ্রকার উৎপীড়নপরিহৃত, চাট (টিকা) ও ভট্ট (নিয়মিত) সৈন্যপ্রবেশের অযোগ্য, যে (ভূমি) হইতে কিছু গ্রহণ করা যায় না, ভাগভোগ কর ও

---

* আজকাল মানুষে মানুষে প্রভেদ আর তত স্বীকৃত হয় না। এ অবস্থায় এই বাক্য আর পরিপূর্ণ আনন্দ দিতে পারে না। তবু চণ্ডালকেও রাজা যথাযোগ্য সম্মান করিয়া সে কথা তাম্রশাসনে উল্লেখ করিতেছেন, ইহা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

† এই বেলওয়া দানলিপিতে দানের পরিমাণ খুব বেশী। 'নন্দিস্বামিনী' বাক্য দ্বারা কোন বিগ্রহ বা ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে এবং 'গণেশ্বরসমেতগ্রামপুষ্করিণীষু' সম্ভবত গণেশ্বরের মন্দিরের সংলগ্ন গ্রামের দীঘিগুলি বুঝাইতেছে। যদি তাহাই হয়, তবে এই মন্দির ও দীঘিগুলি কে প্রস্তুত করিয়া দিলেন? যদি ইহা রাজা স্বয়ং নিজ ব্যয়ে করিয়া দিয়া থাকেন (৭ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য, তাহাতে রাজা রাজ্যপাল কর্তৃক দেবালয় ও জলাশয় রচনার কথা আছে) তবে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিজে ব্যবস্থা করিলেন না কেন? এই দানের দ্বারাই কি তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইল? এই দানগ্রহীতা শ্রীজীবধর শর্ম্মা কি এই সব দেবালয় ও জলাশয়ের মালিক হইলেন? অথবা তিনি অছি মাত্র রহিলেন? এবং বরেন্দ্রমণ্ডলে যে বিস্তর জলাশয় দেখা যায়, তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি এইরূপ ব্যবস্থাই ছিল? এই সকল প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে।

১। তাম্রশাসনে গ্রামের আগে ত্র, তার আগে একটি অক্ষর পড়া যায় নাই। সম্ভবত উহা লুপ্ত অকারের চিহ্ন। ত্র-এর আগের দাগটি ি-কারের মত বোধ হয়। অর্থাৎ 'ত্রিগ্রাম'।

২—১১। এই আকারগুলি পূর্বে ছিল না, পরে যেন আঁচড়ের মত দাগ কাটা।

পংক্তি

১১ ভগবন্তং বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য আ-

১২ ঙ্গিরসায় [রীষগামনা *] খপ্রবরায়। হস্তিদাসসগোত্রায়। বিষ্ণুদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়। ধারেশ্বরদেবশর্ম্মণঃ

১৩ পুত্রায়। শ্রীজীবধরদেবশর্ম্মণে। বিশুবত্‌সংক্রান্তৌ বিধিবৎ। গংগায়াং স্নাত্বা শাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ। অ-

১৪ তো [ভবদ্ভিঃ] সর্বৈরেবানুমন্তব্যং ভাবিভিরপি ভূপতিভিঃ। ভূমের্দানফল-গৌরবাৎ। অপহরণে চ মহানরক-

১৫ পাত[ভয়াৎ]। দানমিদমনুমোদ্যানুপালনীয়ং। প্রতিবাসিভিশ্চ ক্ষেত্রকরৈঃ। আজ্ঞাশ্রবণবিধেয়ীভূয় যথাকালং

১৬ সমুচিতভাগভোগকরহিরণ্যাদিপ্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য ইতি ॥ সম্বৎ ২২ শ্রাবণ† দিনে ২৫ ভবন্তি চাত্র ধ-

১৭ র্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ। যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং ॥ ভূ-

১৮ মিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি। উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ ॥ গামেকাং স্বর্ণমে-

---

হিরণ্যাদি রাজস্ব-সমেত, 'ভূমিছিদ্র'-ন্যায়ানুসারে যত দিন চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবীতে বিদ্যমান, তত দিনের নিমিত্ত এবং মাতা, পিতা ও আপনার পুণ্য ও যশোবিবর্দ্ধনার্থ আঙ্গিরস বার্হস্পত্যপ্রবরযুক্ত হস্তিদাসসগোত্র বিষ্ণুদেবশর্ম্মার পৌত্র, ধারেশ্বর দেবশর্ম্মার পুত্র শ্রীজীবধর দেবশর্ম্মাকে বিষুবসংক্রান্তিতে বিধিবৎ গঙ্গায় স্নান করিয়া ভগবান্ বুদ্ধদেবের নাম স্মরণ করিয়া শাসনদ্বারা (উক্ত গ্রাম) আমাকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল। (এই দান) অনুমোদন করিবেন। (অনাবশ্যক বোধে পরবর্ত্তী কিয়দংশের অনুবাদ প্রদত্ত হইল না)।

---

* এই অক্ষরগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, নিঃসংশয়ে পড়া যায় না।

† সম্বৎ ২২, শ্রাবণ ২৫ দিনে। বাণগড়-লিপির সম্বৎ পড়া যায় নাই। দেখা যাইতেছে, এই সব রাজারা নিজ নিজ রাজত্বের বর্ষ লিখিতেন এবং সম্ভবত তাহাই সর্বত্র রাজকার্য্যে নিয়োজিত হইত। সম্ভবত এই জন্যই অপর কোন লোক কোন দান করিলে (সে দানব্যাপারে রাজার বিশেষ কোন আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন না থাকিলেও) তাহাকে কোন্ রাজত্বসময়ে ইত্যাদি দানপত্রে উল্লেখ করিতে হইত। উদাহরণ—(১) কেশব-প্রশস্তি (মহাবোধিলিপি)—ধর্ম্মপালের ষড়্‌বিংশতি বর্ষে... (২) বাগীশ্বরীপ্রস্তরলিপি—গোপালরাজার [রাজ্য] সম্বৎ ১ আশ্বিন শুক্ল পক্ষ ৮। (৩) কৃষ্ণদ্বারিকা-মন্দিরলিপি—শ্রীনালন্দা[নামক স্থানে] নরপালদেবের বিজয়রাজ্যের পঞ্চদশ সংবৎসরে।

১৯ কঞ্চ ভূমেরপ্যর্দ্ধমঙ্গুলং। হরন্নরকমাযাতি যাব(+দা+)হুতসংপ্লবং ॥
ষষ্টিম্বর্ষসমস্রাণি স্বর্গে মোদতি* ভূমিদ

২০ ঃ। আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ। তান্যেব নরকে বসেৎ ॥ স্বদত্তাং পরদত্তাং
যো হরে(+৩+) বসুন্ধরাং। স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পি-

২১ তৃভিঃ সহ পচ্যতে। সর্ব(+া+)নেতান্ ভাবিনঃ প্রার্থিবেন্দ্রান্ ভূয়োভূয়ঃ
প্রার্থয়ত্যেষ রামঃ। সামান্যোয়ং ধর্ম্মসেতুর্ন্-

২২ পাণাং কালে কালে পালনীয়ঃ ক্রমেণ ॥ ইতি কমলদল+া+)ম্বুবিন্দুলোলাং
শ্রিয়মনুবিচিন্ত্য ম(+নু+ ষ্য)জীবিত-

২৩ ঞ্চ। সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা ন হি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যা ইতি ॥

শ্রীমহীপালদেবেন দ্বিজশ্রে-

২৪ ষ্ঠোপপাদিতে শ্রীমাল্লক্ষীধরো মন্ত্রী শাসনে দূতকঃ কৃত। পোষলীগ্রামনির্যাত
চন্দ্রাদিত্যস্য শূনুনা[১] ॥ ই-

২৫ দং শাসনমুৎকীর্ণং শ্রীপুষ্যাদিত্যেন শিল্পিনা ॥

শ্রীমহীপালদেব কর্ত্তৃক শ্রীমান্ লক্ষ্মীধর মন্ত্রী দ্বিজশ্রেষ্ঠ (শ্রীজীবধর দেবশর্ম্মাকে) সমর্পিত এই শাসনের দূতক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পোষলীগ্রামাগত চন্দ্রাদিত্যের পুত্র শ্রীপুষ্যাদিত্য নামক শিল্পী দ্বারা এই শাসন উৎকীর্ণ (হইয়াছে)।†

---

* মদনপালের মনহলি-লিপিতে 'মোদতি'র পরিবর্ত্তে 'তিষ্ঠতি' আছে। ১। সুনুনা।

† দূতক ও শিল্পীর নাম ও পরিচয় যদি সাজান যায়, তবে পালরাজাদের তাম্রশাসন-ভেদে কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা দেখা যাক্—

লিপির পরিচয়	দূতকের নাম	শিল্পীর নাম ও বাসস্থান
খালিমপুর (ধর্ম্ম)	নাম নাই	তাতট
মুঙ্গের (দেব)	রাজপুত্র শ্রীরাজ্যপাল	নাম নাই
ভাগলপুর (নারায়ণ)	ভট্টগুরব, পুণ্যকীর্ত্তি	সৎসমতটজন্মামংখদাস (মঙ্খদাস ?)
আমগাছি? ... ক্ষালিমপুর (গোপাল)	ভট্টপ্রভাস	সৎসমতটজন্মা মঙ্খদাসপুত্র বিমলদাস
বাণগড় (মহী)	ভট্টশ্রীবামনমন্ত্রী	পোষলীগ্রামনির্যাতবিজয়াদিত্যপুত্র মহীধর
বেলওয়া (মহী)	লক্ষ্মীধর	পোষলীগ্রামনির্যাত চন্দ্রাদিত্যপুত্র পুষ্যাদিত্য
আমগাছি (বিগ্রহ)	পড়া যায় নাই	পোষলীগ্রামনির্যাত মহীধরের পুত্র শশিদেব
বেলওয়া (ঐ)	শ্রীত্রিলোচন	সিঙ্গিড়ীগ্রামনির্যাত হরদেবপুত্র পৃথ্বীদিত্য
মনহলি (মদন)	সান্ধিবিগ্রহিক ভীমদেব	তথাগত সর

ইহা হইতে কিছু আলোচনার সৃষ্টি হইতে পারে। এই বিষয় পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

বাংলা সাময়িক-পত্র

১২৭৫ সাল (১২ এপ্রিল ১৮৬৮)—১২৭৮ সাল (১১ এপ্রিল ১৮৭২)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১২২৫ সালে (এপ্রিল ১৮১৮) শ্রীরামপুর হইতে জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদনায় 'দিগ্‌দর্শন' নামে একখানি মাসিক-পত্র প্রকাশিত হয়। ইহাই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িক-পত্র। এই সময় হইতে ১২৭৪ সাল (১ এপ্রিল ১৮৬৮) পর্য্যন্ত বাংলায় যে-সকল সাময়িক-পত্রের উদ্ভব হয়, সেগুলির বিবরণ আমি 'বাংলা সাময়িক-পত্র' (৩য় সংস্করণ) গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল ১২৭৫ হইতে ১২৭৮ সাল, অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্য্যন্ত, প্রকাশিত বাংলা সাময়িক-পত্রগুলির বিষয় ধারাবাহিক ভাবে আলোচিত হইবে। এই চারি বৎসরে শহর ও মফস্বলে বহু পত্র-পত্রিকা জন্মলাভ ও অকাল-মৃত্যু বরণ করিয়াছিল। আজিকার দিনে এগুলি সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে,—অধিকাংশই অযত্নে ও জলবায়ুর দোষে লোপ পাইয়াছে। এই কারণে আমাদিগকে প্রধানতঃ বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা, সরকারী রিপোর্ট ও সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত নূতন পত্রিকার সমালোচনার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। আমাদের বিবরণে অসম্পূর্ণতা থাকা বিচিত্র নহে। কেবল ভবিষ্যৎ কর্ম্মীর পথ অপেক্ষাকৃত সুগম করিবার মানসে আমি নিজের চেষ্টায় যতটুকু উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। আলোচ্য বিষয়ে কেহ কোন নূতন উপকরণের সন্ধান দিলে তাহাও সাদরে পত্রিকায় গৃহীত হইবে।

সাপ্তাহিক সম্বাদ (সাপ্তাহিক···)। ১ বৈশাখ ১২৭৫ (এপ্রিল ১৮৬৮)।

"এখানি ১লা অবধি ভবানীপুর সাপ্তাহিক সংবাদযন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহে ইহার এক এক খণ্ড প্রচারিত হইবে। আমরা ইহার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। এই খণ্ডে ভূমিকা, বঙ্গদেশীয় খৃষ্টাশ্রিত জনগণের পেন্‌সন ফণ্ড, বিবাহ-ভঙ্গের আইন ও আদালতের আবশ্যকতা এবং সংবাদাদি লিখিত হইয়াছে। এখানিতে সম্পাদকের নাম নাই; কিন্তু ইহার লিখনভঙ্গীদ্বারা ইহা যে এ দেশীয় খৃষ্টীয়ান কর্ত্তৃক প্রচারিত ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে।"—'সোমপ্রকাশ,' ২৩ বৈশাখ ১২৭৫।

১৮৭০ সনে, খুব সম্ভব মে মাস হইতে, 'সাপ্তাহিক সম্বাদ' পাক্ষিক পত্রে পরিণত হইয়া 'পাক্ষিক সম্বাদ' নাম ধারণ করে। এই ভাবে কিছু দিন চলিবার পর ১৮৭১ সনের ১লা মে হইতে পুনরায় সাপ্তাহিক হইয়া পূর্ব্বনামে এক পয়সা মূল্যে প্রচারিত হইতে থাকে। ২১ এপ্রিল ১৮৭১ তারিখের 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহে' প্রকাশ:—

> আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, খৃষ্ট মিশনরিদিগের প্রচারিত পাক্ষিক সংবাদ পত্রখানি আগামী ১লা মে হইতে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত এবং উহার নাম সাপ্তাহিক সংবাদ হইবে।

সমালোচনী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৭৫ (এপ্রিল ১৮৬৮)।

"এই মাসিক পত্রিকার প্রথম দুই খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা বহরমপুর সত্যরত্ন যন্ত্র হইতে বৈশাখ মাস হইতে প্রচার হইতেছে। এই দুই সংখ্যায় বঙ্গভাষাদি ১৪টী প্রবন্ধ ও কতকগুলি চিত্রকথা লিখিত হইয়াছে। ইংরেজী রিভিউর ধরণে ইহার লেখা। অধিকাংশই গদ্যে, শেষ ভাগে কিছু পদ্য রচনা আছে।...ইহার লেখা মন্দ হয় নাই, বিশেষতঃ এই শ্রেণীর পত্রিকা বাঙ্গলা ভাষায় এই প্রথম।"—'অমৃত বাজার পত্রিকা,' ১৬ শ্রাবণ ১২৭৫।

পদ্যপ্রকাশিকা (মাসিক)। বৈশাখ ১২৭৫ (এপ্রিল ১৮৬৮)।

এই "পদ্যময়ী পত্রিকা"র পরিচালক—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

প্রয়াগ দূত (পাক্ষিক...)। বৈশাখ ১২৭৫ (এপ্রিল ১৮৬৮)।

এই পাক্ষিক পত্রিকা "প্রতি মাসের ১লা ও ১৬ই দিবসে শ্রীশশিভূষণ মিত্র দ্বারা এলাহাবাদ মৌসিমগঞ্জে প্রচারিত হয়।" ইহার কণ্ঠে এই শ্লোকটি শোভা পাইত :—

শস্ত্রেণ ক্ষুদ্রেণ সতাপি লোকে সুসাধিতং কর্ম্ম মহত্ত্বমেৎ কিল।
হলেন ক্ষুদ্রং হি কর্ষিতে ক্ষিতৌ ভবন্তি শস্যান্যুপজীব্যানি ॥

১৮৭১, ১৭ই এপ্রিল হইতে 'প্রয়াগ দূত' দীর্ঘ আয়তনবিশিষ্ট সাপ্তাহিক-পত্রে পরিণত হয়। পরবর্ত্তী ২৮এ এপ্রিল তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশ :—

প্রয়াগদূত নামক এলাহাবাদের বাঙ্গালা সংবাদ পত্রখানি ৫ই বৈশাখ হইতে সাপ্তাহিক হইয়াছে।

উত্তরপাড়া মাসিক পত্রিকা। শ্রাবণ ১২৭৫ (২৩ জুলাই ১৮৬৮)।

সম্পাদক—রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। "বঙ্গভাষার উন্নতিসাধন করা পত্রিকা প্রচারকদিগের উদ্দেশ্য।"—'সোমপ্রকাশ,' ২০ শ্রাবণ ১২৭৫।

বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৭৫ (২ আগষ্ট ১৮৬৮)।

সম্পাদক—কলুটোলা-নিবাসী হেমলাল দত্ত।

পল্লীগ্রাম বার্ত্তাবহ (পাক্ষিক)। শ্রাবণ (?) ১২৭৫ (ইং ১৮৬৮)।

"এই পাক্ষিক সংবাদপত্রখানি শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া বৈদ্যবাটী হইতে প্রকাশিত হইতেছে। পল্লীগ্রামের অবস্থা ও সংবাদ প্রকাশ করাই পল্লীগ্রাম বার্ত্তাবহের প্রধানোদ্দেশ্য।...নগরের বার্ত্তা প্রকাশ করে এরূপ সংবাদপত্র অনেক আছে। পল্লীগ্রামের মঙ্গলার্থ যত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ততই তাহার হিত সাধিত হইবে। পল্লীগ্রাম বার্ত্তাবহের লেখা মন্দ হইতেছে না। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।"—'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা,' অক্টোবর ১৮৬৮।

সরকারী রিপোর্টে ৩০ জুলাই ১৮৬৮ তারিখের 'পল্লীগ্রাম বার্ত্তাবহে'র উল্লেখ আছে।

হিতসাধিনী (মাসিক)। আশ্বিন ১২৭৫ (সেপ্টেম্বর ১৮৬৮)।

সম্পাদক—কেদারনাথ ঘোষ। "ইহার আয়তন ১২ পেজি ফরমার দুই ফরমা, অগ্রিম

বার্ষিক মূল্য ৷৷৵০ আনা। ইহাতে দুই একটী করিয়া কল্পিত গল্প সংস্কৃতে এবং নানা বিষয়ক প্রবন্ধ বঙ্গভাষায় লিখিত হইয়া থাকে।"—ঢাকাপ্রকাশ,' ২৮ পৌষ ১২৭৫।

বোধ-বিকাশিনী (পাক্ষিক)। ১ আশ্বিন ১২৭৫ (সেপ্টেম্বর ৮৬৮)।

আট পৃষ্ঠার এই "অর্দ্ধ-মাসিক" পত্রিকার কণ্ঠে "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ" মুদ্রিত হইত। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় ভূমিকায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> স্বদেশীয় রীতি, নীতি ও আচার ব্যবহারের আন্দোলন ;—দেশসাধারণের হিতকর কার্য্যে যথা-সম্ভব পরামর্শ প্রদান ;—নিতান্ত অনিষ্টকর ঘটনা সকলের উদ্ঘোষণ পূর্ব্বক ক্ষমতাপন্ন ও প্রধান ব্যক্তি-গণের নিকট তন্নিবারণের উপায় প্রার্থনা এবং সাধারণতঃ বিদ্যার আলোচনা ও (পাঠক মহাশয়গণের বিরক্তিজনক হইলেও) ক্রমশঃ রচনাশক্তির অভ্যাসই আমাদিগের পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য।

প্রথম সংখ্যার সূচী :—ঈশ্বর-স্তব, ভূমিকা, স্ত্রী-শিক্ষা, বিজ্ঞানঘটিত প্রশ্নোত্তর।

কল্পলতিকা (পাক্ষিক)। ১৫ পৌষ ১২৭৫ (২৮ ডিসেম্বর ১৮৬৮)।

পটোলডাঙ্গা ট্রেনিং ইন্‌ষ্টিটিউশনের পণ্ডিত রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ ১৮৬৮ সনের ২৮এ ডিসেম্বর এই পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'সংবাদ প্রভাকর' (৫ জানুয়ারি ১৮৬৯) লেখেন :—"কল্পলতিকা। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত রামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য ইহার সম্পাদক ও প্রকাশক। ১৫ই পৌষ অবধি নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতেছে, মাসিক মূল্য চারি আনা।"

জীবিত ও মৃত পত্রের তালিকা

১৮৬৯ সনের ১২ই এপ্রিল (১২৭৬, ১ বৈশাখ) তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে জীবিত ও মৃত সাময়িকপত্রের এক দীর্ঘ তালিকা আছে। "জীবিত" পত্রের তালিকাটি এইরূপ :—

> দৈনিক :—সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, সমাচার সুধাবর্ষণ (যাদবচন্দ্র আঢ্য), বঙ্গ-বিদ্যাপ্রকাশিকা।
>
> দিনান্তরিক :—সংবাদ ভাস্কর।
>
> অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক :—সমাচার চন্দ্রিকা (বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়), [কলিকাতা] বার্ত্তাবহ (কলুটোলা)।
>
> সাপ্তাহিক :—গবর্ণমেণ্ট গেজেট (স্মিথ), সোমপ্রকাশ, এডুকেশন গেজেট (ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলি), বিজ্ঞাপনী, হিন্দুহিতৈষিণী, ভারতরঞ্জন, সুধাকর (মথুরানাথ তর্করত্ন), রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ, ঢাকাপ্রকাশ, সাপ্তাহিক সম্বাদ (হারাণচন্দ্র সাহা), পল্লদূত, গোয়ালীয়ার গেজেট, উড গেজেট (শিবসাগর), অমৃত বাজার পত্রিকা, উৎকলদীপিকা, হিন্দুরঞ্জিকা, রাজসাহী পত্রিকা (গিরিশচন্দ্র চৌধুরী, বোয়ালিয়া), পল্লিবিজ্ঞাপনী।

মাসিক :—প্রত্নকম্রনন্দিনী, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা, সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র, হিতসাধক পত্রিকা, সত্যপ্রদীপ, রহস্য-সন্দর্ভ, বিদ্যোন্নতিসাধিনী, সর্ব্বার্থ সংগ্রহ, ধর্ম্মনীতি, জ্ঞানরত্ন, গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা, যশোহর পত্রিকা, তত্ত্ববিকাশিনী, সত্যান্বেষণ, নব-প্রবন্ধ, বামাবোধিনী।

জীবিত পত্রের এই তালিকায় অসম্পূর্ণতা আছে। ইহার অন্তর্ভুক্ত সাপ্তাহিক 'পল্লদূত' ও 'পল্লিবিজ্ঞাপনী,' এবং মাসিক 'ধর্ম্মনীতি' ও 'যশোহর পত্রিকা'র কোন বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

"মৃত" পত্রের তালিকাটিও সম্পূর্ণ বা নির্ভুল নয়। ইহার অনেকগুলির বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র (১২২৫-৭৪)' গ্রন্থে মিলিবে। কেবল যেগুলির নাম আমাদের অজ্ঞাত, মাত্র সেইগুলির তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

সংবাদ মিহিরোদয়···কালিদাস মৈত্র। সংবাদ রত্নাকর···নীলবন্ধু হালদার। বিশ্বমনোরঞ্জিকা···নারায়ণপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। জ্ঞানপ্রসবিণী···ঢাকা। চারুচন্দ্রোদয়···শ্যামাচরণ সান্যাল। সত্যবাদী। কলিকাতা সংবাদ। জ্ঞানরত্নমালা। সত্যদর্পণ। বিদ্যাসারসংগ্রহ। বারাণসী দর্পণ। জ্ঞানহালা। সংবাদ সুধাকর···ব্রজমোহন সিংহ। সত্যবিদ্যাবিমল বিভা···বারিকপুর। রাজাজ্ঞে উপাখ্যান। সোমোদয়। জ্ঞানাঞ্জন।

হিন্দুহিতাকাঙ্ক্ষিনী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৭৬ (এপ্রিল ১৮৬৯)।

"হুগলীর অন্তঃপাতী জিরাট হিন্দুহিতৈষিণী সভা হইতে হিন্দুহিতাকাঙ্ক্ষিনী নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উহার তিন খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।"—'সোমপ্রকাশ,' ৫ শ্রাবণ ১২৭৬।

মুষল মুদ্গর (সাপ্তাহিক)। বৈশাখ (?) ১২৭৬ (ইং ১৮৬৯)।

"এখানি সাপ্তাহিক পত্র। মফস্বল হইতে বাহির হইতেছে।"—'অমৃত বাজার পত্রিকা,' ৮ শ্রাবণ ১২৭৬।

অবলা বান্ধব (পাক্ষিক···)। ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৬ (২২ মে ১৮৬৯)।

ইহা ঢাকায় মুদ্রিত হইয়া লোনসিংহ হইতে প্রকাশিত হইত। 'সংবাদ প্রভাকর' (১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৬) লেখেন :—

অবলা বান্ধব।—এখানি পাক্ষিক পত্র। গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ অবধি ঢাকা সুলভ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৪ টাকা। শ্রীযুত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইহার প্রকাশক। সংসারে স্ত্রীলোকের উপযোগিতা ও স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা করাই এতৎ পত্রের উদ্দেশ্য। এই শ্লোকেই তাহার স্পষ্ট ভাব ব্যক্ত হইতেছে। যথা :—

'সন্তুষ্টো ভার্য্যা ভর্ত্তা,
ভর্ত্তা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং,
কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্।'

পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক—লোনসিংহ স্কুলের প্রধান শিক্ষক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লেখেন :—

আমাদিগের আত্মক্ষমতাব উপর নির্ভর করিয়া অবলাবান্ধব প্রচারিত হইল না। যে অসীম ক্ষমতাবানের ইচ্ছায় দুর্ব্বল দেহে নববলের সঞ্চার হইতেছে, নিতান্ত অক্ষমেরও মহাক্ষমতা জন্মিতেছে, সেই পূর্ণ ক্ষমতাবান মহাপুরুষেব উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াই আমরা এই প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এ কথায় যাহাদিগেব অসুখ জন্মায় আমরা তাহাদিগের প্রত্যাশী নহি। এ স্থলে ইহা বলাও অসঙ্গত নহে, আমরা যে সমাজের পক্ষ সমর্থন করিতে উপস্থিত হইতেছি, সেই স্ত্রী সমাজেব সহিত বাল্যকাল হইতে আমাদিগের বিলক্ষণ আপ্যায়িততা আছে, আত্মীয়তা ধর্ম্মে তাঁহারা আমাদিগের নিকট অনেক মনোগত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাদিগের কোন বিষয়ে কিরূপ রুচি আমরা অভিনিবেশ চিত্তে তাহা নিরীক্ষণ করিয়াছি, বামাকুলের অনেক গুণ দোষ আমাদিগেব নিকট স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশিত আছে সুতরাং অবলাবান্ধব তাহাদিগের নিতান্ত অযোগ্য প্রতিনিধি হইবে না ভরসা হইতেছে, কিন্তু আমাদিগের বাক্য পাঠক সমাজে কতদূব আদৃত হইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। জনসাধারণে আমাদিগেব পরামর্শ অধিক পরিমাণে আশু গ্রহণ করিবে এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না, স্ত্রীজাতির প্রকৃত মঙ্গল কামনা করেন এমন লোকের সংখ্যা বঙ্গদেশে অতি অল্প আছে। কুলকামিনীদিগকে অবজ্ঞা করা অধিকাংশ লোকেবই প্রকৃতি, কতকগুলা লোকের প্রকৃতি এত তীব্র যে, নারীদিগের মঙ্গলার্থক একটি বাক্য শুনিলেও নিতান্ত বিরক্ত হন। যিনি ওরূপ কথা উত্থাপন করেন তাহাকে বিদ্রূপ ও অপমান করিতে ত্রুটি করেন না। মেয়ে মানুষের পক্ষ সমর্থন করেন বিধায় তাঁহাদিগকে "মেগে" বলিয়া উপহাস করেন। এ সকল লোকের নিকট অবলাবান্ধবের যত আদর হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। বঙ্গবাসিনী কামিনীদিগের মঙ্গল কামনায় ও পক্ষ রক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়াতে তাহারা ঐ বিদ্রূপার্থক উপাধি হয়ত আমাদিগকেও প্রদান করিবেন। কিন্তু আমরা তজ্জন্য কিছুমাত্র রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইব না; বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুচ্চ সম্মানাত্মক উপাধি হইতেও উহাকে অধিক আদর ও গৌরবের চিহ্ন মনে করিব।

এক্ষণে যে যে বিষয়ে প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া অবলাবান্ধব প্রচারিত হইল তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। যাহাতে বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হয়, তাহাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, আত্মকর্ত্তব্যবিধারণের ক্ষমতা জন্মে, সামাজিক ও পারিবারিক সুখের বৃদ্ধি হয়, সমাজ ও পরিবার মধ্যে তাহাদিগের ঈশ্বরানুমোদিত যে সকল প্রকৃত অধিকার আছে, তাহা অব্যাহত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাদিগের দুর্নীতি দূর হইয়া সুনীতি সংস্থাপিত হয়, আত্মার প্রকৃত উন্নতি হয়, এবং বিদ্যা বিষয়ে সবিশেষ অনুরাগ জন্মে, তাহার নিয়ত চেষ্টাই আলোচনা করিবার জন্যই অবলাবান্ধবের জন্ম হইল। যে সকল কীর্ত্তিমতী প্রসিদ্ধা নারীদিগের জীবনবৃত্তান্ত এই সকল উদ্দেশ্য রক্ষার অনুকূল হইবে, সময়ে২ তাহাও পত্রিকাস্থ করা যাইবে। এবং যে সকল শুশ্রূষণীয় সংবাদ রমণীদিগের বিশেষ জ্ঞাতব্য ও উপকারক, সংবাদ স্তম্ভে কেবল তাহাই গৃহীত হইবে। এই সকল বিশেষ লক্ষ্য ব্যতীত সাধারণ হিতকর বিষয় সমূহের সমালোচনা পক্ষেও অবলাবান্ধব উদাসীন থাকিবে না। অবলাবলীর রচনাবলী প্রকাশ করাও অবলাবান্ধবের এক কর্ত্তব্য পরিগণিত হইবে।

স্ত্রীদিগকে দেববৎ পূজা করিবার জন্য এই পত্রিকা প্রচারিত হইল কেহ যেন এরূপ মনে করেন না। এতদ্দেশীয় অবলাদিগকে ভগিনীবৎ শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিয়া তাহাদিগের মঙ্গল বর্দ্ধন করাই আমাদিগের অভিপ্রায়। আমরা তাঁহাদিগের গুণের যেরূপ গৌরব ও প্রতিষ্ঠা করিব, দোষেরও সেইরূপ উল্লেখ করিয়া তন্নিবাকরণ চেষ্টা পাইব।

উপসংহার কালে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে নমস্কার করিয়া প্রার্থনা এই, যাহাতে অবলা-বান্ধবের এই সকল উদ্দেশ্য রক্ষা পাইয়া ইহার দীর্ঘজীবন হয়, তিনি এমন ক্ষমতা প্রদান করুন।

১৮৭০ সনে দ্বারকানাথ কলিকাতায় আগমন করেন এবং এখান হইতেই 'অবলাবান্ধব' প্রকাশ করিতে থাকেন। তিনি তৎসঙ্কলিত 'নববার্ষিকী'তে (১২৮৪) লিখিয়াছেন :—

১৮৬৯ অব্দের মে মাসে অবলাবান্ধব নামক আর একখানি পত্র ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এক বৎসরান্তর কলিকাতায় উঠিয়া আইসে এবং পাঁচ বৎসর কাল প্রকাশিত হইয়া অর্থাভাবে ইহার প্রচার রহিত হয়। এই পত্রের লেখকেরা স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী এবং স্ত্রীপুরুষের শিক্ষাগত অপ্রমাণিত পার্থক্য রক্ষার বিরোধী ছিলেন।

৬ষ্ঠ বর্ষের পত্রিকা মাসিক আকারে ১২৮১ সালের শ্রাবণ মাসে (৩০ জুলাই ১৮৭) প্রকাশিত হয় এবং অল্প দিন পরেই অর্থাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১২৮৬ সালের বৈশাখ মাসে 'অবলাবান্ধব' মাসিক আকারে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছিল। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-মতে ইহার ১ম খণ্ড, ৭ম-৮ম সংখ্যার প্রকাশকাল—২০ নবেম্বর ১৮৭৯।

জ্যোতিরিঙ্গণ (মাসিক)। জুলাই ১৮৬৯।

১৮৬৯ সনের জুলাই মাসে কলিকাতা ট্রাক্ট সোসাইটি স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাগণের নিমিত্ত এই সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক—রেঃ এস. সি. ঘোষ লেখেন :—

বালকবালিকা ও স্ত্রীগণের এককালীন আমোদ ও নীতিশিক্ষার নিমিত্ত এই পত্রখানি প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।…আমরা যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনীতি প্রভৃতি লইয়া আমাদের সুকুমারমতি পাঠক-বর্গের মনোরঞ্জন করিব না। এই পত্রেতে বিবিধ উপাখ্যান, ইতিহাস ও বিজ্ঞানাদি নানাপ্রকার বিষয় থাকিবে। আমোদসহকৃত নীতিশিক্ষাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

৩য় ও ৪র্থ বর্ষের 'জ্যোতিরিঙ্গণে' মধুসূদন দত্তের লিখিত "পুরুলিয়া" ও "কবির ধর্ম্মপুত্র" নামে দুইটি কবিতা মুদ্রিত হইয়াছে।

বঙ্গদূত (সাপ্তাহিক)। ২২ ভাদ্র ১২৭৬ (৬ সেপ্টেম্বর ১৮৬৯)।

"এখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। টালীগঞ্জ মিসনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পাদরি সি, ই, ড্রিবর্গ সাহেব ইহার সম্পাদক। ৬ই সেপ্টেম্বর অবধি ইহার প্রচারণ আরম্ভ হইয়াছে।"-'সংবাদ প্রভাকর,' ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬৯।

"সম্পাদক ঘোষণা করিয়াছেন দেশের উন্নতি সাধন করা ও গবর্ণমেণ্টের সদুদ্দেশ্য সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।"—'সোমপ্রকাশ,' ২৯ ভাদ্র ১২৭৬।

জ্ঞানলহরী (মাসিক)। আশ্বিন ১২৭৬ (ইং ১৮৬৯)।

"জ্ঞানলহরী ··মাসিক পত্রিকা···শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মিত্র ও বিজয়কেশব বসু ইহার সম্পাদক। পত্রিকার আয়তন ১২ পেজী ১ ফর্ম্মা।···মাসিক মূল্য এক আনা। বর্ত্তমান আশ্বিন মাস অবধি ইহার প্রচারণ আরম্ভ হইয়াছে। পদ্য ও গদ্য ইহার অবয়ব সজ্জিত করা সম্পাদকদিগের উদ্দেশ্য।"—'সংবাদ প্রভাকর,' ১৪ আশ্বিন ১২৭৬।

চিকিৎসা সংগ্রহ (মাসিক)। আশ্বিন ১২৭৬ (১১ অক্টোবর ১৮৬৯)।

"ইহাতে এতদ্দেশীয় এবং ইউরোপ খণ্ডের চিকিৎসাশাস্ত্রের সারসংগ্রহ হইবে।" ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ডি. এল ডি. ইহার সম্পাদক ছিলেন।

জ্ঞানপ্রদায়িনী পত্রিকা (মাসিক)। আশ্বিন (?) ১২৭৬ (ইং ১৮৬৯)।

২৪ কার্ত্তিক ১২৭৬ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' সমালোচিত।

দেশহিতৈষিণী (মাসিক)। কার্ত্তিক ১২৭৬ (১১ নবেম্বর ১৮৬৯)।

৮ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানির পরিচালক—পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী রাজকৃষ্ণ দাস।

মধুকরী (মাসিক···)। মাঘ ১২৭৬ (জানুয়ারি ১৮৭০)।

"[বহরমপুর] সত্যরত্ন যন্ত্র হইতে মধুকরী নামে একখানি মাসিক পত্রিকা গত মাঘ মাস হইতে প্রচারিত হইতেছে। দেশের হিতসাধন ও বিজ্ঞমণ্ডলীর মনোরঞ্জন ইহার উদ্দেশ্য।"—'ঢাকাপ্রকাশ,' ২৫ ফাল্গুন ১২৭৬।

"যাঁহারা 'সমালোচন' পত্রিকা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা লেখকের পরিচয় উত্তমরূপে অবগত আছেন।···'সমালোচনী' কেবল সাহিত্য প্রসবিনী ছিলেন, 'মধুকরী' সকল রসই আহরণ করিয়া নিজক্রমে সঞ্চয় করিতেছেন।"—'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা,' মার্চ ১৮৭০।

"মধুকরী পত্রিকা ১লা বৈশাখ [১৩ এপ্রিল ১৮৭০] হইতে পাক্ষিক হইয়াছে।"—'হিন্দুহিতৈষিণী' ২৩ এপ্রিল ১৮৭০।

বরিশাল বার্ত্তাবহ (পাক্ষিক)। ফাল্গুন ১২৭৬ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭০)।

"আমরা 'বরিশাল বার্ত্তাবহ' নামক একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। ঝালকাটি হইতে ইহা প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু কলিকাতায় [হিতৈষী যন্ত্রে] মুদ্রিত হয়। মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৪ টাকা।"—'অমৃত বাজার পত্রিকা,' ৫ চৈত্র ১২৭৬।

ইহা "প্রতি মাসের ১লা ও ১৫ই প্রকাশিত হয়, বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা।"

বঙ্গমহিলা (পাক্ষিক)। ১ বৈশাখ ১২৭৭ (এপ্রিল ১৮৭০)।

মহিলা-সম্পাদিত প্রথম সংবাদপত্র; "১লা বৈশাখ হইতে খিদিরপুরের একজন স্ত্রীলোক দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে" ('হিন্দুহিতৈষিণী,' ২৩ ৪-৭০)। ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯২ শক) লেখেন :—

এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। একটি হিন্দু স্ত্রী এই পত্রিকার সম্পাদিকা, কলিকাতা প্রাকৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইতেছে। সম্পাদিকা আশা করেন, এখানি বঙ্গদেশের সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের মুখস্বরূপ

হইবে। স্ত্রীলোকদিগের স্বত্ব প্রভৃতির সমর্থন করা ইহার উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোকের সম্পাদিত সংবাদপত্র এ দেশে এই নূতন প্রকাশিত হইল। আমরা হৃদয়ের সহিত ইহার পোষকতা করিতেছি এবং আশা করি যে, কয়েক সংখ্যক পত্রিকাতে যেমন স্ত্রীজনোচিত শান্ত ভাব প্রকাশ পাইতেছে, চিরকালই সেইরূপ দেখিতে পাইব। সম্পাদিকা যদি অনুচিত বিজাতীয় অনুকরণে ব্যগ্র না হইয়া আমাদের বাস্তবিক অবস্থা বুঝিয়া ও সমুচিত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া প্রস্তাব সকল প্রকটিত করেন, এখানি ভদ্র সমাজে অত্যন্ত আদরণীয় হইবে।

পাক্ষিক প্রকাশিকা। বৈশাখ ১২৭৭ (২৭ এপ্রিল ১৮৭০)।

সম্পাদক—যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সঙ্গীত চিত্তসন্তোষ (মাসিক)। বৈশাখ ১২৭৭ (এপ্রিল ১৮৭০)।

পরিচালক—উমাচরণ সেন ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

আর্য্যধর্ম্ম প্রকাশিকা (মাসিক)। বৈশাখ ১২৭৭ (এপ্রিল ১৮৭০)।

"ইহা ময়মনসিংহের হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানপ্রদায়িনী সভা হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইতেছে।...কেবল হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের নিগূঢ় প্রকাশিত হইতে পারে এরূপ পত্রিকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।"—'হিন্দুহিতৈষিণী,' ২৮ মে ৮৭০।

রাজসাহী সম্বাদ (পাক্ষিক)। ৩১ বৈশাখ ১২৭৭ (১৩ মে ১৮৭০)।

"রাজসাহীর বোয়ালিয়ায় রাজসাহী প্রেস হইতে 'রাজসাহী সংবাদ' নামে এক পাক্ষিক পত্র প্রকাশ হইতেছে। ৩১এ বৈশাখ এবং ১৬ই জ্যৈষ্ঠের পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার আয়তন ১ ফরমা। মূল্য বার্ষিক ২ টাকা।"—'ভারতরঞ্জন,' ৪ আষাঢ় ১২৭৭।

পাক্ষিক 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' (জুন ১৮৭০) লিখিয়াছিলেন :—"এই পত্রিকাখানি অনেক দিন হইল প্রচারিত হইয়াছে। কোন কারণবশতঃ মধ্যে কতক দিন বন্ধ ছিল।" 'গ্রামবার্ত্তা' বোধ হয় 'রাজসাহী পত্রিকা' ও 'রাজসাহী সংবাদ'কে অভিন্ন মনে করিয়াছিলেন। "মাসিক সংবাদপত্র" 'রাজসাহী পত্রিকা' ১২৭৪ সালের ১৫ই শ্রাবণ (১৮৬৭, ৩০ জুলাই) স্বকীয় বোয়ালিয়া মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়।

মিত্র-প্রকাশ (মাসিক...)। ৩০ বৈশাখ ১২৭৭ (মে ১৮৭০)।

হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় ঢাকা হইতে এই মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১২৭৭, ৩০ বৈশাখ। পত্রিকার শীর্ষে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

মিত্রপ্রিয়ানন্দ-বিধানদক্ষো মিত্রাপ্রিয়োল্লাস-নিরাশ-শূরঃ।
নানারসৈর্ম্মিত্রগুণ-প্রকাশো মিত্র-প্রকাশোয়মুদেত্যুদারঃ॥

পত্রিকা-প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিয়াছেন :—

এখানিতে বাংলাভাষার এবং বঙ্গ-সাহিত্য-সংক্রান্ত বিষয় সকলই বিন্যস্ত হইবে। যাহাতে বঙ্গ-ভাষার উন্নতি, বঙ্গীয়-কবিদিগের কাব্য-কলাপের উন্নতি এবং পরিচয় সাধারণ্যে বাহুল্যরূপে প্রকাশিত হয়, 'মিত্র-প্রকাশ' সর্ব্বথা তৎপ্রতি অবহিত থাকিবে। শুদ্ধ সম্পাদকীয় রচনামালায় ইহা পরিপূরিত হইবে না।

দ্বিতীয় বর্ষে অল্প দিনের জন্য 'মিত্র-প্রকাশ' পাক্ষিক আকার ধারণ করিয়াছিল। "মিত্র-প্রকাশের আকার পরিবর্ত্তন" প্রসঙ্গে ২য় পর্ব্ব, ৩য় সংখ্যায় (আষাঢ় ১২৭৮) এইরূপ লিখিত হয় :—

এক্ষণ অবধি আমরা মিত্র-প্রকাশকে ৪ ফর্ম্মা আকারে মাসে দুই বার প্রচার করিতে প্রয়াসবান হইলাম।

ইহার পর ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা পাক্ষিক আকারে যথাক্রমে ১৫ জানুয়ারি, ১ ফেব্রুয়ারি ও ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ তারিখে প্রকাশিত হয়। ৬ষ্ঠ সংখ্যায় কালিদাস মিত্র অনুজ হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ বিজ্ঞাপিত করেন। অতঃপর কালিদাস মিত্র সম্পাদক হইয়া মাসিক আকারে ২য় পর্ব্বের ৬ষ্ঠ সংখ্যা (ভাদ্র ১২৭৯) হইতে 'মিত্র-প্রকাশ' প্রকাশ করিতে থাকেন। কিন্তু নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় ২য় বর্ষের ১২শ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৭৯ সালের চৈত্র মাসে। 'মিত্র-প্রকাশে'র তৃতীয় বর্ষ আরম্ভ হয় ১২৮০ সালের বৈশাখ হইতে।

শাস্ত্র-প্রকাশ (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৭৭ (জুলাই ১৮৭০)।

"শাস্ত্রপ্রকাশ নামে মাসে মাসে একখানি পত্র প্রকাশ করা যাইবে, আপাততঃ প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইল। ইহাতে কল্কিপুরাণ আরম্ভ করা হইয়াছে। কল্কিপুরাণ শেষ হইলে অন্য পুরাণ কিম্বা তন্ত্র আরম্ভ করা যাইবে।...মাসিক মূল্য দশ আনা।"—'সোমপ্রকাশ,' ৩১ শ্রাবণ ১২৭৭।

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক পরিশোধিত ও ভাষান্তরিত হইয়া, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক 'শাস্ত্রপ্রকাশ' প্রকাশিত হইত।

সজ্জনচিত্তবিনোদিনী (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৭৭ (জুলাই ১৮৭০)।

সম্পাদক—গোপালচন্দ্র মিত্র।

বঙ্গবন্ধু (মাসিক...)। ১ শ্রাবণ ১২৭৭ (১৬ জুলাই ১৮৭০)।

বঙ্গবন্ধু' নামে একখান পাক্ষিক পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ১লা শ্রাবণ ঢাকা হইতে ইহার প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। ইহা সংবাদপত্রের ন্যায় অথচ ধর্ম্ম ও স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয় সকলও ইহাতে বিশেষরূপে লিখিত হইতেছে।...উহার আকার ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রের ন্যায়। ডাক মাসুল সহিত অগ্রিম মূল্য ৪।।০ টাকা।"—'বামাবোধিনী পত্রিকা,' ভাদ্র ১২৭৭।

সরকারী রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, ঢাকা পোগোজ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ভুবনমোহন সেন, বি-এ ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। এই পাক্ষিক পত্রিকাখানি ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গত সভা হইতে প্রকাশিত হইত। ব্রাহ্মসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেলে 'বঙ্গবন্ধু' ঢাকা নববিধান সমাজের মুখপত্রস্বরূপ পরিচালিত হইতে থাকে। নববিধান সমাজের আচার্য্য বঙ্গচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন :—

"বঙ্গবন্ধু প্রথমতঃ পাক্ষিক ছিল, তাহার পর সাপ্তাহিক হইয়াছিল। ইহাতে প্রথমতঃ রাজনৈতিক,

সামাজিক, এবং ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিত হইত। তাহার পর পুনরায় ইহা পাক্ষিক হয়। এখন *East* পত্রিকা যে আকারে বাহির হয়, এরূপ আকার হইত। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে "ইষ্ট" পত্রিকা বাহির হইলে বঙ্গবন্ধুতে রাজনৈতিক বিষয় লিখা হইত না। বঙ্গবন্ধু প্রথমতঃ একাকী আমাকে চালাইতে আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। শেষ ভাগে ৺কৈলাসচন্দ্র নন্দী, ৺বরদাকান্ত হালদার, ঈশানচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র সেন, সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। মধ্য ভাগে ও শেষ ভাগে ভাই দুর্গানাথ রায়ও সম্পাদকের কার্য্য করেন। আমাদের অবস্থান্তর হওয়াতে বঙ্গবন্ধু বন্ধ হয়। বঙ্গবন্ধু ১৮৭০ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯০৭ পর্য্যন্ত নিয়মিত মত বাহির হইয়াছিল। (কেদারনাথ মজুমদার: 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য,' পৃ. ৪২৫)

সাহিত্য-সংগ্রহ (মাসিক)। আশ্বিন ১২৭৭ (সেপ্টেম্বর ১৮৭০)।

"'সাহিত্য-সংগ্রহ' নামক আর একখানি মাসিক পত্রিকাও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার দুই খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।...এখানি দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার বিশেষ উপকার হওয়ার সম্ভাবনা। ইহার উদ্দেশ্য এইরূপ লিখিত হইয়াছে:—'ইহাতে বিবিধ সংস্কৃত পুরাণ, তন্ত্র ও স্মৃতির অনুবাদ, বঙ্গদেশের প্রাচীন এবং আধুনিক প্রকৃত দেশহিতৈষী মহাত্মাগণের এবং প্রসিদ্ধ কবি ও গ্রন্থকারগণের জীবনবৃত্তান্ত, ইতিহাস, কাব্য ও নাটক, বিজ্ঞান, শিল্প ও চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রাচীন কীর্ত্তি, অদ্ভুত বিবরণ, এবং রহস্য বিষয়ক বিবিধ গল্প ও নবেল প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে। আপাততঃ মূল সংস্কৃত ভাষা হইতে হরিবংশ অনুবাদান্তর প্রচার আরম্ভ হইল।"—'অমৃত বাজার পত্রিকা,' ১ পৌষ ১২৭৭।

নারী-শিক্ষা পত্রিকা (মাসিক)। ১ কার্ত্তিক ১২৭৭ (১৭ অক্টোবর ১৮৭০)।

ঢাকা স্কুলভবন হইতে "স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষোপযোগিনী" এই মাসিক পত্রিকাখানি ১২৭৭ সালের ১লা কার্ত্তিক হইতে প্রকাশিত হয়।—'হিন্দুহিতৈষিণী,' ২৭ কার্ত্তিক ১২৭৭।

মুরশিদাবাদ হিতৈষিণী (পাক্ষিক)। ১ কার্ত্তিক ১২৭৭ (১৭ অক্টোবর ১৮৭০)।

"এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে আগামী কার্ত্তিক মাসের ১লা তারিখ হইতে মুরশিদাবাদ হিতৈষিণী নাম্নী একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্রিকা প্রকাশিত হইবে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা।...শ্রীবনোয়ারিলাল মুখোপাধ্যায় সম্পাদক। বহরমপুরের অধীন সৈদাবাদ হোরাপাড়া।"—'সোমপ্রকাশ,' ৩১ শ্রাবণ ১২৭৭।

সনাতন ধর্ম্মোপদেশিনী (মাসিক)। কার্ত্তিক ১২৭৭ নবেম্বর ১৮৭০)।

"সনাতন ধর্ম্মোপদেশিনী মাসিক পত্রিকা। ইহা কলিকাতায় ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা হইতে প্রচারিত হইতেছে। কার্ত্তিক মাস হইতে ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে।"—'হিন্দুহিতৈষিণী,' ১৯ নবেম্বর ১৮৭০।

"যাহাতে হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি হয়, সেই সকল বিষয়ের অনুশীলন করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।" সভার অবৈতনিক সম্পাদক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় পত্রিকাখানি পরিচালন করিতেন। ইহার কণ্ঠে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত:—

বেদম্বেনহিমৈর্বহির্দলচয়ৈর্হীনোপি ধর্ম্মক্রমঃ সংবর্দ্ধ্যোগ্রবর্ধর্ম্মরক্ষণমহাসংসত্বসন্তোদরৈঃ।
সংভাব্যত্রমনোবিশোধকুসুমংশ্রেয়ঃফলঙ্কাঙ্ক্ষতং পশ্যৈতাং নবপত্রিকাং সমুদিতাং তৎসর্ব্বসম্বোধিকাম্॥

সুলভ সমাচার (সাপ্তাহিক)। ১ অগ্রহায়ণ ১২৭৭ (১৫ নবেম্বর ১৮৭০)।

কেশবচন্দ্র সেন-প্রতিষ্ঠিত ভারত-সংস্কার সভা হইতে 'সুলভ সমাচার' নামে এক পয়সা মূল্যের একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় (১ অগ্রহায়ণ ১২৭৭) মুদ্রিত "সম্পাদকের নিবেদন" হইতে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ জানা যায়:—

আমাদের সঙ্গে বিদ্বান্ এবং ধনীর সঙ্গে অতি অল্পই সম্পর্ক; তাহাদের পড়িবার শুনিবার অনেক অনেক শাস্ত্র, বড় বড় জ্ঞানের বই, নানাপ্রকার খবরের কাগজ আছে, এবং তাঁহাদের সংসারে সুখী হইবার উপায়ও অনেক। যাঁহাদের সময় অতি অল্প, খাটিতে খাটিতে রাত দিন যাঁহাদের মাতার উপর দিয়া চলিয়া যায়, এমন সঙ্গতিও নাই যে অল্প সুখ-স্বচ্ছন্দতার সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাঁহাদিগেরই সহিত আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ, আমরা তাঁহাদিগকেই এই পত্রিকার পাঠক বলিয়া স্থির করিয়াছি। যদি আমরা ক্ষণকালের জন্যও তাঁহাদিগকে সুখী করিতে পারি, যদি তাঁহারা যেটুকু অবকাশ পাইবেন সেইটুকুতে কিছু কিছু ভাল কথায় মন দিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারেন, এবং দেশের চারি দিকের খবর জানিয়া জ্ঞানকে বৃদ্ধি করিতে পারেন, তবেই আমাদের এই পত্রিকা বাহির করা সার্থক হইবে। আমরা এই 'সুলভ সমাচার' প্রতি মঙ্গলবারে বাহির করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সকলে লইতে পারিবেন এই জন্য ইহার মূল্য এক পয়সা মাত্র স্থির করা হইয়াছে। হিত উপদেশ, নানা সংবাদ, আমোদজনক ভাল ভাল গল্প, আমাদের দেশের এবং বিদেশের ইতিহাস, বড় বড় লোকের জীবন, যে সকল আইন সাধারণের পক্ষে জানা নিতান্ত আবশ্যক, চাল ডাল প্রভৃতির দর, এবং বিজ্ঞানের মূল সত্য সকল যত দূর সহজ কথায় লেখা যাইতে পারে ইহাতে সেইরূপ লিখিতে আমরা ক্রটি করিব না।

পত্রিকার কণ্ঠে এই কবিতাটি মুদ্রিত হইত:—

ধন মান লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে কিন্তু ঘটে উঠা দায়।
জ্ঞান ধর্ম্ম চাও যদি অবারিত-দ্বার,
দরিদ্র ধনীর সেথা সম অধিকার।

'সুলভ সমাচার' জনপ্রিয় হইয়াছিল। ইহা দীর্ঘকাল জীবিত ছিল। আমি ১৮৮৯ সনের জুলাই মাসের পত্রিকাও দেখিয়াছি; তখন ইহার নাম ছিল—'সুলভ সমাচার ও কুশদহ'।

নবপর্য্যায়ের 'সুলভ সমাচার' দৈনিকরূপে প্রকাশ করেন—নরেন্দ্রনাথ সেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১ বৈশাখ ১৩১৮ (১৪ এপ্রিল ১৯১১)। ইহা গবর্ম্মেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত পত্রিকা ছিল; গবর্ম্মেণ্ট ২৫ হাজার খণ্ড নির্দ্দিষ্ট মূল্যে (অর্দ্ধ আনা) ক্রয় করিয়া বাংলা দেশের জনসাধারণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। নরেন্দ্রনাথ ভাল বাংলা জানিতেন না; জলধর সেনই তাঁহার নির্দ্দেশ-মত পত্রিকার সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

পত্রিকা প্রকাশের পর চারি মাস যাইতে না যাইতেই নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় (জুলাই ১৯১১)। তখন গবর্মেণ্টের তরফ হইতে জলধরই বর্দ্ধিত বেতনে 'সুলভ সমাচারে'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু গবর্মেণ্ট এক বৎসরের অধিক কাল পত্রিকাখানি জীবিত রাখার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। এই বৎসর পৌষ মাসে দিল্লী-দরবারের ঘোষণায় বঙ্গভঙ্গ রদ হইয়া যায়। দেশে আর অশান্তির কারণ নাই বিবেচনা করিয়া সরকার জানাইয়া দিলেন, ১৩১৮ সালের চৈত্র মাসের পর আর তাঁহারা 'সুলভ সমাচারে'র জন্য অর্থব্যয় করিবেন না। নবপর্য্যায়ের 'সুলভ সমাচারে'র পরমায়ু এক বৎসর।

বিদূষক (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২৭৭ (১ ডিসেম্বর ১৮৭০)।

"যাঁহারা প্রকৃতির গতি ও মানুষের স্বভাব জানিতে আমোদ বোধ করেন," তাঁহাদিগের জন্য এই রহস্য-পত্রিকার জন্ম। বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা পাঠে জানা যায়, 'সংবাদ প্রভাকরে'র সহ-সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। 'বিদূষকে'র আট সংখ্যা আমরা দেখিয়াছি; প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দুই পয়সা।

প্রচারিকা (মাসিক…)। ১ অগ্রহায়ণ ১২৭৭ (নবেম্বর ১৮৭০)।

"এখানি মাসিক পত্রিকা। আপাততঃ কলিকাতা হইতে প্রচারিত হইতেছে। বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলেই সাপ্তাহিক হইবে। ইহার প্রস্তাবগুলি সন্তোষকর হইতেছে।"—'সোমপ্রকাশ,' ২৬ পৌষ ১২৭৭।

অল্প দিন পরেই ইহা মাসিকপত্রে পরিণত হইয়াছিল। 'অমৃত বাজার পত্রিকা' (১ মাঘ ১২৭৭) লেখেন:—"বর্দ্ধমান হইতে প্রচারিকা নামক একখানি পত্রিকা আমরা পাইয়াছি।…কাগজখানি পাক্ষিক।" সরকারী রিপোর্টে ১৫ নবেম্বর ১৮৭০ তারিখের 'প্রচারিকা'র উল্লেখ আছে।

বিশ্বদূত (মাসত্রয়িক)। পৌষ ১২৭৭ (জানুয়ারি ১৮৭১)।

"বিশ্বদূত। এখানি কলিকাতা হইতে প্রতি মাসে তিন বার প্রকাশিত হইবে। এখানিও মন্দ হইতেছে না।"—'সোমপ্রকাশ', ২৬ পৌষ ১২৭৭।

সাহিত্য মুকুর (সাপ্তাহিক)। ৭ জানুয়ারি ১৮৭১।

ইহা এক পয়সা মূল্যের একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—৭ জানুয়ারি ১৮৭১। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক—সত্যচরণ গুপ্ত লিখিয়াছেন:—

যদি কেহ আমাদিগের উদ্দেশ্য বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমরা "অবকাশ কালে নির্দ্দোষ আমোদ উৎপাদন করিয়া পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন" এই একমাত্র কথাতেই তাঁহার ঔৎসুক্য নিবারণ করিতে পারি। ফলতঃ বড় বড় রাজসম্পর্কীয়, সমাজ সম্পর্কীয় বা ধর্ম্ম সম্পর্কীয় কোন বিষয়ে আমরা হস্তক্ষেপ করিব না। আর করিবারও প্রয়োজন নাই, ঐ সকল বিষয়ের জন্য অনেকানেক মহৎ

লোক, যাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা উক্ত বিষয় সকল শত গুণে অধিক বুঝেন তাঁহারা ব্যস্ত আছেন। তবে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে আমাদিগের এমত উদ্দেশ্য নহে যে একমাত্র লোকের আমোদ জন্মাইবার নিমিত্ত আমরা একেবারে অন্ধ হই ও পরনিন্দা প্রভৃতি কুৎসিত দোষোৎপাদক প্রবন্ধ লিখিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করি। পরন্তু আমাদিগের এই পরিমিত বর্ত্তব্য-মণ্ডপের মধ্য হইতেই সুবিধাক্রমে আমাদিগের প্রবন্ধের মধ্যে দেশহিতকর বিষয় সকল সন্নিবেশিত করিতে প্রাণপণে চেষ্টিত হইব।

প্রথম সংখ্যার সূচী—ভূমিকা, উদ্দেশ্য, সাহিত্য ও তৎপাঠের ফল, বিদ্যুবতী (উপন্যাস), ললিত কাব্য। পত্রিকার কণ্ঠে এই কবিতাংশ মুদ্রিত হইত :—

যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।

হিতবাদী (মাসিক)। মাঘ ১২৭৭ (২১ জানুয়ারি ১৮৭১)।

ধর্ম্মবিষয়ক এই মাসিক পত্রের পরিচালক ছিলেন—নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুভ-সাধিনী (সাপ্তাহিক)। ফাল্গুন ১২৭৭ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭১)।

"১২৭৬ সালের ফাল্গুন মাসে (১৮৭০ অব্দে) ঢাকার যুবক ব্রাহ্মগণ ঢাকায় পূর্ব্ববঙ্গ শুভ-সাধিনী নামে একটী সভা স্থাপন করেন।...এই সভা হইতে ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাসে 'শুভ-সাধিনী' পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। শুভ-সাধিনীতে ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনা ব্যতীত সাহিত্যালোচনাও হইত, সংবাদও থাকিত। ইহা ছিল একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা। মূল্য ছিল প্রতি সংখ্যা এক পয়সা মাত্র।... শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন যে 'স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শুভ-সাধিনীতে বিশেষ প্রবন্ধ লিখিতেন। শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ রায় কাগজের সম্পূর্ণ ভার নিয়াছিলেন।'...শুভ-সাধিনী এক বৎসরের অধিক জীবন রক্ষা করিতে পারে নাই।" (কেদারনাথ মজুমদার : 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য,' পৃ. ৪২৩-৪।

১৮৭০ সনের এপ্রিল মাসে 'শুভ-সাধিনী' প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, স্বতঃই মনে সন্দেহের উদ্রেক করে; কারণ, এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক-পত্র প্রকাশের প্রথম গৌরব যে এই বৎসরের নবেম্বর মাসে প্রকাশিত 'সুলভ সমাচারে'র, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। প্রকৃত পক্ষে কেদারনাথের উপরি উদ্ধৃত বিবরণ নির্ভুল নহে। 'শুভসাধিনী' যে ১৮৭১ সনের ফেব্রুয়ারি (ফাল্গুন ১২৭৭) মাসে জন্মলাভ করে, সরকারী রিপোর্টের নিম্নাংশ পাঠ করিলেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে :—

This paper [The *Pruyag Doot* of 14 March, 1871] notices the publication in Dacca of a new weekly, called the *Shoobhusadhinee Patrika*, which is sold at a pice a copy. About 7 or 800 copies of the first number were taken up.

'শুভসাধিনী' একাধিক বর্ষ জীবিত ছিল। সরকারী রিপোর্টে ইহার ৩রা ও ১০ই ডিসেম্বর ১৮৭২ তারিখের সংখ্যা দুইটির প্রাপ্তি-স্বীকার আছে।

হিতকরী (সাপ্তাহিক)। ফাল্গুন ১২৭৭ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭১)।

"এই পত্রিকাখানি ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সপ্তাহে এক ফরমা প্রকাশিত হইতেছে। ইহার প্রতি খণ্ডের মূল্য নগদ ৵৫ এক পয়সা।...হিতকরীর লেখা মন্দ হইতেছে না।"—'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা,' চৈত্র ১ম পক্ষ।

সরকারী রিপোর্টে ১৬ মার্চ ৮৭১ তারিখের হিতকরীর উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধেই ঢাকার 'হিন্দু হিতৈষিণী' (১৬ ফাল্গুন ১২৭৭, শনিবার) লিখিয়াছিলেন :—

> শুভকরী নামে আর একখানি এক পয়সার সাপ্তাহিক পত্রিকা গত বৃহস্পতিবার হইতে বাহির হইয়াছে।

প্রাত্যহিক সম্বাদ (দৈনিক)। ফাল্গুন (?) ১২৭৭ (ইং ১৮৭১)।

"প্রাত্যহিক সম্বাদ নামে একখানি এক পয়সা মূল্যের দৈনিক পত্র প্রাপ্ত হওয়া গেল, ইহা কলিকাতা অবলাবান্ধব যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়।"—'হিন্দুহিতৈষিণী,' ১৮ মার্চ ১৮ ১।

হিতমিহির (সাপ্তাহিক)। ফাল্গুন (?) ১২৭৭ (ইং ১৮৭১)।

"আমরা হিতমিহির নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম। এই পত্রখানি প্রতি শুক্রবারে খড়দহ হইতে প্রকাশিত হয়। এখানিও এক পয়সার সংবাদপত্র। ইহার একাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।"—'এডুকেশন গেজেট...,' ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮।

সরকারী রিপোর্টে ৩১ মার্চ ১৮৭১ তারিখের 'হিতমিহিরে'র উল্লেখ আছে।

ভারত-পরিদর্শক (মাসিক)। ১ বৈশাখ ১২৭৮ (এপ্রিল ১৮৭১)।

"ভারত-পরিদর্শক।—আমরা এই নামে একখানি নূতন মাসিকপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। গত ১লা বৈশাখ অবধি ইহার প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। ভাবে বোধ হয় এই পত্রখানি সাহিত্য ও বিজ্ঞান-ঘটিত বিষয়েরই বিশেষ আলোচনা করিবেন; মাসিক পত্রিকায় তাহাই করা আবশ্যক,...। আমরা প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম।"—'এডুকেশন গেজেট,' ৯ বৈশাখ ১২৭৮।

বিভাকর (মাসিক)। বৈশাখ ১২৭৮ (এপ্রিল ১৮৭১)।

"বিভাকর নামক একখানি নূতন মাসিক পত্রিকার দুই খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি সাহিত্য সংক্রান্ত পত্রিকা; বৈশাখ মাস অবধি ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। এই পত্রের উদ্দেশ্য কি, তাহা আমরা স্বতন্ত্র না লিখিয়া ইহারই ভূমিকা হইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।...ইহাতে পদ্যের ভাগ অধিক। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পাঁচ সিকি মাত্র, ডাকমাশুল সমেত দুই টাকা।

কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন আমাদের 'বিভাকর' পত্রের উদ্দেশ্য কি? তবে তাঁহাকে এই মাত্র বলিব যে...আজি কালি যে সকল পত্রিকা এতদ্দেশের পূর্ব্ব-দারিদ্র্য দূর করিয়া তাহার অনুপম শোভা

সম্পাদন করিতেছে, সে সমুদয় প্রায় বার্ত্তাদি বিষয়ক। তন্মধ্যে যে কয়েকখানা সাহিত্য সম্বন্ধীয় দেখা যায়, তদ্দারা সংখ্যাতেই হউক বা উপকারিতাতেই হউক, লোকের আশানুরূপ ফল উৎপন্ন হইতেছে না। বিশেষতঃ সাহিত্য-রত্নের ভাণ্ডার অক্ষয়। অসংখ্য পত্রাদি লিখিয়াও এ পর্য্যন্ত কে তাহার অন্ত করিতে পারিয়াছে? ফলতঃ সাহিত্য সম্বন্ধীয় পত্রাদির সংখ্যা দেশমাত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়া আবশ্যক। সাহিত্য-জ্ঞানে লোকের মত যত উন্নত ও পরিশুদ্ধ হয়, একমাত্র সংবাদ পাঠে তত উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই। সাহিত্যের উপর দেশের উন্নতি ও মঙ্গল বিশেষরূপে নির্ভর করে, এবং তৎসম্বন্ধীয় পত্রেই দেশের সেই উন্নতভাব প্রতিবিম্বিত হয়। এই বিবেচনায় এতদ্দেশের সাহিত্য সম্বন্ধীয় পত্রের অপ্রতুলতা কাহার পক্ষে না দুঃসহ বোধ হইবে?—সাহিত্য বিষয়ক যথাকথঞ্চিৎ লেখাও আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহাতে আমাদের অপরাপর লিখন-প্রবৃত্তি বিষয়ে হস্তক্ষেপের পথ রহিল না, ইহা যেন কেহ বিবেচনা না করেন।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮।

দুর্লভ সমাচার (সাপ্তাহিক…)। বৈশাখ (?) ১২৭৮ (ইং ১৮৭১)।

'সুলভ সমাচারে'র অব্যবহিত পরে 'দুর্লভ সমাচারে'র আবির্ভাব। ১৫ শ্রাবণ ১২৭৮ হইতে ইহা পরিবর্ত্তিত আকারে পাক্ষিক-পত্রে রূপান্তরিত হয়—সরকারী রিপোর্টে এইরূপ উল্লেখ আছে। পাক্ষিক 'দুর্লভ সমাচারে'র প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—পুস্তক ও সংবাদপত্রের সমালোচনা।

চিকিৎসা দর্পণ (মাসিক)। বৈশাখ ১২৭৮ (এপ্রিল ১৮৭১)।

'চিকিৎসা দর্পণ' যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত হইত। ১৯ বৈশাখ ১২৭৮ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে লেখেন :—

> এখানি মাসিক পত্রিকা। ইহাতে নানা প্রকার পীড়া, তাহার চিকিৎসা প্রকরণ, এবং যে ঔষধ দ্বারা যে রোগের উপশম হয়, তাহার একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সকল ডাক্তার ইংরাজী জানেন না, তাহাদিগের সুবিধার্থ ইহার শেষভাগে শারীরবিধানের (ফিজিওলজি) দুই একটি অংশ বিবৃত করা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনরূপ পত্রিকা ছিল না; চিকিৎসা দর্পণ দ্বারা সে অভাব দূরীভূত হইতেছে। ইহা দ্বারা সমাজের যে বহুতর হিত সাধিত হইবে তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ পত্রিকার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হয়, এটী একান্ত প্রার্থনীয়। আমরা অনুরোধ করি সম্পাদক রচনার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

হালিসহর পত্রিকা (মাসিক)। ১ বৈশাখ ১২৭৮ (এপ্রিল ১৮৭১)।

পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক (জানকীনাথ গাঙ্গুলী) প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিয়াছেন :—

> পল্লীগ্রামস্থ লোকদিগকে সদুপদেশ প্রদানার্থে নানাপ্রকার নীতিগর্ভ ও চিত্তানন্দপ্রদ প্রবন্ধ সকল এই অভিনব পত্রিকায় প্রকটন করিবার সঙ্কল্প করা গিয়াছে, সংবাদ প্রদান করিয়া পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন করা এই পত্রিকার উদ্দেশ্য নহে।
>
> অধুনা বহুতর সংবাদপত্র প্রচারিত হইতেছে, এমন কি প্রতি দিবসেই এক একখানি সংবাদপত্র জন্মগ্রহণ করিতেছে। স্বল্প ব্যয় ও পরিশ্রমে পাঠকবর্গ ভূরি ভূরি নূতন নূতন সংবাদ অবগত হইতে

পারেন। ইংবাজি ভাষানভিজ্ঞ পত্রিকা-পাঠাভিলাষী জনগণের সাধ্যানুসারে অভিলাষ পূর্ণ করা, ইহার একটী মুখ্য উদ্দেশ্য।

সুললিত ছন্দ সম্বলিত গদ্য পদ্য ও মনোহর রচনা দ্বারা মাতৃভাষার উন্নতি সাধন ইহার অপর উদ্দেশ্য। ইহাতে নানাপ্রকার ইংরাজি ও সংস্কৃত গ্রন্থ এবং নাটকের অনুবাদ ও কৌতুকবর্দ্ধক রচনা সকল প্রকাশিত হইবে। অবিকল রচনা অতি কঠিন কার্য্য, তদ্দ্বারা ভাষার লালিত্য ও মধুরতা ভঙ্গ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, তজ্জন্য অবিকল অনুবাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া, ভাষার লালিত্য সম্পাদনে যত্ন করা হইবে।

দ্বিতীয় বৎসর (বৈশাখ ১২৭৯) হইতে 'হালিসহর পত্রিকা' পাক্ষিক আকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ সনে ইহা সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হইয়াছিল।

বিজ্ঞান-চক্রবান্ধব (মাসিক)। বৈশাখ ১২৭৮ (১০ মে ১৮৭১)।

"যোড়াসাঁকো, চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীটের মধ্যে ৩২ নং বাটী হইতে সহকারী সম্পাদক শ্রীবিহারিলাল রায়" এই মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেন। পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

সতাং মনঃপঙ্কজমুৎপ্রকাশকঃ। অসাধুচেতস্তমসাং বিঘাতকঃ॥
অশেষজীব-ভ্রমনিদ্রিকাহরঃ। উদেতি বিজ্ঞানক-চক্রবান্ধবঃ॥

হিতসাধিনী (মাসত্রয়িক)। ১ বৈশাখ ১২৭৮ (এপ্রিল ১৮৭১)।

এই পত্রিকা বরিশালের কুলকাটি হইতে মাসে তিন বার প্রকাশিত হইত। ৬ আষাঢ় ১২৭৮ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

হিতসাধিনী—এখানিও ১লা বৈশাখ হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখানি প্রতি মাসে তিনবার প্রচারিত হয়।

হিন্দু প্রদর্শক (মাসিক)। আষাঢ় ১৭৯৩ শক (২৩ জুন ১৮৭১)।

"এখানি সাময়িক পত্রিকা। আমরা ইহার ১ম ভাগ ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম। সম্পাদক বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, 'ইহাতে প্রধানতঃ হিন্দু-শাস্ত্র, হিন্দু-সমাজ, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও শিল্পবিষয়ক প্রস্তাব সমুদায় নিবেশিত হইবে, কিন্তু কোন বিষয় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, অপ্রামাণিক বা পুরাতন প্রস্তাব গৃহীত হইবে না। প্রসিদ্ধ হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে সাধ্যমত পোষকতা করাও ইহার একটী প্রধান লক্ষ্য; ইহাতে উক্ত মেলার বাৎসরিক অধিবেশন ও তৎসংক্রান্ত মাসিক সভার কার্য্যবিবরণ সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইবে।' বর্ত্তমান সংখ্যায় "হিন্দু জাতির জাতীয় বন্ধন," "চিত্রবিদ্যা" "শকট" ও "জলাশয়" এই কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি অতি প্রয়োজনীয়, ও উহাদের রচনাও পরিপাটী হইয়াছে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১৭ আষাঢ় ১২৭৮।

বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় 'হিন্দু প্রদর্শকে'র সম্পাদক-রূপে সীতানাথ ঘোষের নামোল্লেখ আছে। ইনিই বোধ হয় যশোহর-নিবাসী বৈজ্ঞানিক সীতানাথ ঘোষ।

বরাহনগর বার্ত্তাবহ (পাক্ষিক)। জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮ (ইং ১৮৭১)।

"বরাহনগর বার্ত্তাবহ নামক পত্রের দ্বিতীয় ভাগ ৭ম সংখ্যা ও ৮ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইলাম।…এই পত্রিকাখানি ১২৭৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্মগ্রহণ করিয়া চারি মাস অতীত না হইতে হইতেই দেহত্যাগ করে। এক্ষণে পুনরায় গত ১লা বৈশাখ অবধি ইহার পুনঃপ্রচার আরম্ভ হইয়াছে। পত্রিকাখানি পাক্ষিক এবং আকারে একখণ্ড কাগজ।"—'এডুকেশন গেজেট,' ২৯ বৈশাখ ১২৭৯।

চুঁচুড়া প্রকাশিকা (মাসিক)। শ্রাবণ (?) ১২৭৮ (ইং ১৮৭১)।

সরকারী রিপোর্টে ১২৭৮ সালের ভাদ্র-সংখ্যা পত্রিকার প্রাপ্তিস্বীকার আছে।

চিকিৎসা সংগ্রহ (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৭৮ (জুলাই ১৮৭১)।

"চিকিৎসা সংগ্রহ। মাসিক পত্রিকা। তৃতীয় সংখ্যা।…এরূপ পত্রিকা ও পুস্তকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল।"—'সোমপ্রকাশ,' ১৭ আশ্বিন ১২৭৮।

গার্হস্থ্য চিকিৎসা বিধান (মাসিক)। জুলাই ১৮৭১।

সম্পাদক—উমাচরণ দে।

আর্য্যোদয় (মাসিক…)। শ্রাবণ ১২৭৮ (জুলাই ১৮৭১)।

"এখানি মাসিক পত্রিকা। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে বারুইপুর হইতে প্রচারিত হইতেছে। ইহার প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া আমাদের এরূপ আশা জন্মিতেছে যে, ইহা জনসমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সমর্থ হইবে। এখানি যেমন পাঠযোগ্য—তেমনি সুলভ মূল্যও হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য এক আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।" —'সোমপ্রকাশ,' ১৬ শ্রাবণ ১২৭৮।

আমরা সরকারী রিপোর্টে ইহার জুলাই হইতে নবেম্বর-সংখ্যার উল্লেখ পর-পর দেখিয়াছি। অতঃপর 'আর্য্যোদয়' পাক্ষিক-পত্রে পরিণত হয়; সরকারী রিপোর্টে কার্ত্তিক মাসের দ্বিতীয় পক্ষের পত্রিকার প্রাপ্তিস্বীকার আছে। 'আর্য্যোদয়ে'র সম্পাদক ছিলেন বারুইপুরস্থ প্রিয়নাথ গুপ্ত।

দেশহিতৈষিণী (পাক্ষিক)। ১ আশ্বিন ১২৭৮ (১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭১)।

"এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। আশ্বিন মাস হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অবয়ব দুই ফরমার ৮ পৃষ্ঠা; বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। ঢাকা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ হইতে এখানি প্রকাশিত হইতেছে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ২৮ আশ্বিন ১২৭৮।

পত্রিকাখানি সিরাজগঞ্জের অন্তঃপাতি ফুলকোচা চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত।

রসরঙ্গ (সাপ্তাহিক)। আশ্বিন ১২৭৮ (সেপ্টেম্বর ১৮৭১)।

"রসরঙ্গ, ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা। এখানি প্রতি সোমবার প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য এক পয়সা। ইহা গদ্যে পদ্যে লিখিত হইতেছে। লেখা মন্দ হইতেছে না। বিশেষতঃ

পদ্যগুলি অপেক্ষাকৃত মিষ্ট হইতেছে। পদ্যগুলি পাঠ করিলে বোধ হয়, মৃত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কোনও ছাত্র ইহা লিখিতেছেন।"—'সোমপ্রকাশ,' ২৪ আশ্বিন ১২৭৮।

বিজ্ঞান রহস্য (মাসিক)। আশ্বিন ১২৭৮ (২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭১)।

"বিজ্ঞানরহস্য···মাসিক পত্র···বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ ইহার প্রণয়ন আরম্ভ করিয়াছেন।"—'সোমপ্রকাশ,' ২৪ আশ্বিন ১২৬৮।

ইহাতে বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনা স্থান পাইত।

আর্য্যাবর্ত্তরীতিবোধিকা (মাসিক)। আশ্বিন ১২৭৮ (৯ অক্টোবর ১৮৭১)।

ধর্ম্ম-বিষয়ক এই মাসিক পত্রিকার পরিচালক ছিলেন—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

মাসিক প্রকাশিকা। কার্তিক ১২৭৭ (অক্টোবর ১৮৭০)।

"মাসিক প্রকাশিকা নামে একখানি মাসিক পত্রিকা আমরা উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা পাথরিয়াঘাটাস্থ সাহিত্য যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য পাঁচ আনা মাত্র।" —'সমাচার চন্দ্রিকা,' ৭ অগ্রহায়ণ ১২৭৭।

যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই মাসিকপত্রের প্রকাশক ছিলেন। পত্রিকার কণ্ঠে এই অংশটি মুদ্রিত হইত :—

"—সময় পাইলে
যতনে করিব কর্ম্ম কর্ম্ম-ক্ষেত্র মাঝে,
না করিব লাজভয় নিষ্ফল হইলে।"

পত্রিকার মলাটের উপর এই দুইটি শ্লোক মুদ্রিত হইত :—

ধৈর্য্য বৃক্ষ বৃদ্ধি হয় বহু দিন পরে।
ক্রমে মূল্যবান ফল উৎপাদন করে।

দৃষ্টং কিমপি লোকেস্মিন্ ন নির্দ্দোষং ন নির্গুণং।
আবৃণুধ্বমতো দোষান্ বিবৃণুধ্বং গুণান্ বুধাঃ॥

দুই-তিন সংখ্যা প্রকাশের পর "কোন বিশেষ কারণবশতঃ এই পত্রিকা কিয়দ্দিবস প্রচারিত হয় নাই।" "মাঘ ১৭৯৩ শক" হইতে ইহা "১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা"-রূপে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

আর্য্য-প্রবর (মাসিক)। মাঘ ১৯২৮ সম্বৎ (জানুয়ারি ১৮৭২)।

এই "তত্ত্ব-বোধক মাসিক পত্রে"র ৫ম সংখ্যা—"জ্যৈষ্ঠ ১৯২৯ সম্বৎ" আমি দেখিয়াছি। ইহার কণ্ঠে "তথা বিজ্ঞান বশতঃ স্বভাবঃ সংপ্রসীদতি" মুদ্রিত হইত। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'মধ্যস্থ' লেখেন (২৯ পৌষ ১২৭৯):—"এই পত্র 'তত্ত্ববোধক'। অর্থাৎ শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানদ্যোতক। ইহার বর্ণিত বিষয় যেমন রুচিকর, ভাষা তেমনি প্রাঞ্জল ও সদ্ভাবময়। সংখ্যানুক্রমে ইহা যদি নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়, তবে বিবিধার্থ-সংগ্রহ বা রহস্য-সন্দর্ভের অনুজ হওনের যোগ্য।" কিন্তু 'মধ্যস্থ' লিখিয়াছেন :—"এই মাসিক পত্রের প্রথম খণ্ড ১১ই আশ্বিনে উদিত হইয়াছে।" ইহা ঠিক নয় বলিয়াই মনে হয়।

বিশ্বদর্পণ (পাক্ষিক…)। মাঘ ১২৭৮ (জানুয়ারি ১৮৭২)।

"এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ ও তারাকুমার কবিরত্ন ইহার প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার বিষয়গুলি ও লেখা উত্তম হইতেছে। বালক-বালিকাগণের শিক্ষোপযোগী বিজ্ঞান সাহিত্যাদি বিষয়ক প্রস্তাব এবং রাজনীতি ধর্ম্মনীতি সামাজিক রীতিনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করা প্রচারকদিগের অভিপ্রেত। উৎকৃষ্ট সংবাদাদিও লিখিত হইবে। উৎসাহপ্রাপ্ত হইলে ক্রমে ইহাকে সাপ্তাহিক ও ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিবার জন্য তাঁহাদিগের বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে। ইহার প্রথম সংখ্যা দর্শনে বোধ হইতেছে দীর্ঘায়ু হইলে ইহা ক্রমে উন্নতি সোপানে আরূঢ় হইতে পারিবে।"—'সোমপ্রকাশ,' ২ মাঘ ১২৭৮।

১২৭৯ সালের বৈশাখ হইতে পত্রিকাখানি মাসিকপত্রে পরিণত হয়। সরকারী রিপোর্টে ইহার উল্লেখ আছে।

জ্ঞানপ্রভা (মাসিক)। চৈত্র ১৭৯৩ শক (২৩ মার্চ ১৮৭২)।

পরিচালক—চন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

* * * *

কেদারনাথ মজুমদারের 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' গ্রন্থ ১২৭৮ সাল অর্থাৎ ১১ এপ্রিল ১৮৭২ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। তিনি গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন:—"সমাজ দর্পণের সঙ্গে সঙ্গে ১২৭৮ সালে বরিশাল হইতে 'পরিমলবাহিনী' বাহির হইয়াছিল। পরিমলবাহিনী কি পরিমল বহন করিতেন আমরা তাহা চেষ্টা করিয়াও অবগত হইতে পারি নাই।" প্রকৃতপক্ষে এই দুইখানি সংবাদপত্র ১২৭৯ সালে প্রকাশিত, সুতরাং তাঁহার গ্রন্থের সীমা-বহির্ভূত। 'পরিমলবাহিনী' পাক্ষিক পত্রিকা; ১২৭৯ সালে শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় পক্ষে (জুলাই ১৮৭২) বরিশালের কেওরাগ্রাম হইতে প্রকাশিত হয়। 'সমাজদর্পণ' সাপ্তাহিক পত্র, কলিকাতার চোরবাগানে মুদ্রিত হইত; ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৩ নবেম্বর ১৮৭২।

পরিশিষ্ট

এই প্রবন্ধের বিষয়-বহির্ভূত হইলেও আলোচ্য সময়কালের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা ছাড়া অন্যান্য দেশীয় ভাষার যে-সকল পত্র-পত্রিকার উল্লেখ পাইয়াছি, সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।

অসমীয়া ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সাময়িক-পত্র 'অরুণোদয়'; ইহা মাসিকপত্র, ১৮৪৩ সনের মার্চ মাসে মিশনরীগণ কর্তৃক শিবসাগর হইতে প্রকাশিত হয়। 'অরুণোদয়ে'র ২৮ বৎসর পরে ১৮৭১ সনে অসমীয় ভাষার দ্বিতীয় মাসিকপত্র 'আসাম বিলাসিনী'র জন্ম; আসামবাসী কর্তৃক পরিচালিত ইহাই সর্ব্বপ্রথম অসমীয়া পত্রিকা। ইহার আবির্ভাবে 'সোমপ্রকাশ' (১০ আশ্বিন ১২৭৮) লিখিয়াছিলেন:—"আসাম বিলাসিনী। মাসিক পত্রিকা। এখানি আসাম দেশীয় ভাষায় লিখিত হইতেছে। মূল্য ৵০ আনা।" এই প্রসঙ্গে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত (১৩২৪, ২য় সংখ্যা) পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্যের "আসামের পত্র-পত্রিকা" প্রবন্ধও পঠিতব্য।

হিন্দী: ১৮৬৯ সনের এপ্রিল মাসে নাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষাতে 'ব্যাপার চন্দ্রোদয়' নামে একখানি সাপ্তাহিক-পত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' (৩ মে ১৮৬৯) পত্রে প্রকাশ:—

> ব্যাপার চন্দ্রোদয় নামে একখানি সাপ্তাহিক নূতন সংবাদপত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি নাগরাক্ষরে হিন্দি ভাষাতেই প্রতি বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হইতেছে।...এই পত্রখানি রাজসাহী প্রিন্টিং কোম্পানীর যন্ত্রে কলিকাতা বড়বাজারের তুলাপটী হইতে প্রকাশিত হইতেছে। মাসিক মূল্য ১৲ টাকা।

সরকারী রিপোর্টে ১ ডিসেম্বর ১৮৬৮ তারিখের 'বিদ্যা বেহার' পত্রিকার উল্লেখ আছে। ইহা বিহার হইতে প্রকাশিত একখানি হিন্দী পত্রিকা হওয়া সম্ভব।

ওড়িয়া: ১৮৬৮-৬৯ সনে উৎকল ভাষায় এই কয়খানি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল:—

'উৎকলদীপিকা'—ইহা ১৮৬৮ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। সরকারী রিপোর্টে ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ তারিখের 'উৎকলদীপিকা'র উল্লেখ আছে।

'বোধ-দায়িনী ও বালেশ্বর সংবাদ বাহিকা'—১২৭৫ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত ফকীরমোহন সেনাপতি-সম্পাদিত সাহিত্য ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত মাসিক পত্রিকা ('নব-প্রবন্ধ,' অগ্রহায়ণ ১২৭৫ দ্রষ্টব্য)।

'উড়িষ্যা পেট্রিয়ট্'—ইংরেজী-ওড়িয়া পাক্ষিক পত্রিকা ('ঢাকাপ্রকাশ,' ২৮ মার্চ ১৮৬৯ দ্রষ্টব্য)।

'উৎকল পত্রিকা'—"ওড্র জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে" কটক হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এই মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিতেন ('তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' পৌষ ১৭৯১ শক দ্রষ্টব্য)।*

---

* চাংড়িপোতা বিদ্যাভূষণ-লাইব্রেরির সম্পাদক শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ১২৭৫ ও ১২৭৭-৭৮ সালের 'সোমপ্রকাশ' হইতে কতকগুলি আবশ্যক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। কাঙ্গাল হরিনাথের পৌত্র শ্রীবিবনাথ মজুমদার ১২৭৫-৭৮ সালের 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' এবং ভূদেব-ট্রাষ্ট-ফণ্ডের সভাপতি শ্রীবটুকদেব মুখোপাধ্যায় ভূদেব-গ্রন্থাগার হইতে ১২৭৫-৭৮ সালে প্রকাশিত অনেকগুলি সাময়িক-পত্র দেখিবার সুযোগ দিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্তৃপক্ষও তাঁহাদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য সাময়িকপত্রগুলি ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার অনুমতি দানে কার্পণ্য করেন নাই। এই সুযোগে ইঁহাদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ভ্রম-সংশোধন: 'উৎকল দীপিকা' সম্বন্ধে এই পৃষ্ঠার ২৩।২৪ পংক্তি বর্জনীয়। পত্রিকাখানি প্রকৃতপক্ষে ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয় (P. R. Sen: *Modern Oriya Literature*, p. 32 দ্রষ্টব্য)।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

দ্বিপঞ্চাশত্তম ও ত্রিপঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ

১৩৫৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণের শেষ হইতে বঙ্গদেশে, বিশেষ করিয়া কলিকাতায়, যে বীভৎস নরমেধযজ্ঞ আরম্ভ হইয়া বৎসরাধিক কাল চলিয়াছিল, তাহাতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় পরিষদেরও নিয়মিত কার্য্য-পরিচালন বিশেষভাবে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। এই হেতু যথাসময়ে দ্বিপঞ্চাশত্তম ও ত্রিপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করিতে পারা যায় নাই; কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত অদ্যকার বার্ষিক অধিবেশনে ঐ দুই বর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণ উপস্থাপিত করা হইল।

বান্ধব—বর্ষশেষে পরিষদের একজন মাত্র বান্ধব জীবিত আছেন—রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য—১৩৫১ বঙ্গাব্দের শেষে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য সংখ্যা—

বিশিষ্ট সদস্য—১। সার্ শ্রীযদুনাথ সরকার, ২। রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানিধি, ৩। ডক্টর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আজীবন-সদস্য—১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৩। শ্রীগণপতি সরকার, ৪। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৫। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৭। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৮। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১০। শ্রীহরিহর শেঠ, ১১। ডক্টর শ্রীমেঘনাদ সাহা, ১২। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ১৩। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৪। শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, ১৫। মহারাজকুমার ডক্টর শ্রীরঘুবীর সিংহ, ১৬। শ্রীহিরণকুমার বসু, ১৭। শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী এবং ১৮। শ্রীমুরারিমোহন মাইতি।

অধ্যাপক-সদস্য—বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১০ হইয়াছে।

সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের শেষে ১০০০ ছিল।

সহায়ক-সদস্য—এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বর্ষশেষে ১২ ছিল।

পরলোকগত বান্ধব—গত ১৮ আগষ্ট ১৯৪৬ তারিখে ১০৬ বৎসর বয়সে দেশহিতব্রতী, দানবীর মহারাজা সার্ যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর পরলোক গমন করিয়াছেন। পরিষদের গঠন, পুষ্টি ও স্থায়িত্ববিধানকল্পে অকাতরে সাহায্য দান করিয়া তিনি পরিষদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত হইয়া আছেন। পরিষদের গৃহনির্ম্মাণ, গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল স্থাপন, মহামূল্য বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাগার দান, চিত্রশালার জন্য বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান্ মূর্ত্তি, চিত্র প্রভৃতি দান দ্বারা তিনি পরিষৎকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর পরিষদের সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত

করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু পরিষদের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি। এই মহানুভব 'বান্ধবে'র জন্য পরিষৎ গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছেন।

পরলোকগত সদস্যগণ—

(ক) আজীবন-সদস্য—১। কুমার শরৎকুমার রায়, ২। মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ।

(খ) অধ্যাপক-সদস্য—১। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ২। পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৩। পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত বিদ্যাভূষণ।

(গ) সাধারণ-সদস্য—১। অনাথগোপাল সেন, ২। ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য, ৩। সার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ৪। কণা দত্ত, ৫। কিরণচাঁদ দরবেশ, ৬। কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৮। চিত্তসুখ সান্যাল, ৯। তারাকৃষ্ণ শীল, ১০। দুর্গাচরণ নন্দী, ১১। প্রমথনাথ চৌধুরী, ১২। প্রেমসুন্দর বসু, ১৩। প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, ১৪। ডক্টর ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৫। বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ১৬। মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭। যতীন্দ্রনাথ বসু, ১৮। যতীন্দ্রমোহন রায়, ১৯। রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২০। রাজকুমার বসু, ২১। ডক্টর সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২২। সতীশচন্দ্র সেন, ২৩। সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৪। সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী, ২৫। হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য, ২৬। হেমচন্দ্র মিত্র।

সহায়ক-সদস্য—পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

এই সকল সদস্যের পরলোকগমনে পরিষৎ গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছেন এবং বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী, কুমার শরৎকুমার রায়, মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, সার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এবং মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় পাঁচ খণ্ডে পরিষদ্-গ্রন্থাবলীমধ্যে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন (শ্রীভাষ্য সমেত) সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং ভক্তিভূষণ মহাশয় পরিষদ্গ্রন্থাবলীতে বাসুদেব ঘোষের পদাবলী এবং গৌরপদতরঙ্গিণীর দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত) সম্পাদন করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথ বসু কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য, কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকরূপে বহু দিন পরিষদের সেবা করিয়াছেন। অনাথগোপাল সেন, যতীন্দ্রমোহন রায়, ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী বহু দিন পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। ক্ষিতীশচন্দ্র মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের অন্যতম স্থাপয়িতা এবং উহার সম্পাদক ও সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং সুরেন্দ্র-চন্দ্র রায়চৌধুরী রংপুর শাখা-পরিষদের অন্যতম স্থাপয়িতা ও আজীবন সম্পাদক ছিলেন। চিত্তসুখ সান্যাল পরিষদে দুষ্প্রাপ্য মূর্ত্তি, পুথি ও পুস্তক দান ব্যতীত নানাভাবে পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী পরিষদ্গ্রন্থাবলীভুক্ত বনমালী দাসের 'জয়দেব-চরিত্র' সম্পাদন করিয়াছিলেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণ—পূর্ব্বোল্লিখিত সদস্যগণ ব্যতীত এই সকল সাহিত্যিক ও সাহিত্যবন্ধুর পরলোকগমনে পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন:— ১। কিশোরীমোহন চৌধুরী। ২। জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ৩। কুমার দেবেন্দ্রলাল খান। ৪। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী। ৫। পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর। ৬। ভবানীচরণ লাহা। ৭। যতীন্দ্রমোহন বাগচী। ৮। পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ এবং ৯। শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ইঁহারা বহুদিন পরিষদের সদস্য ছিলেন। ডক্টর ভট্টশালী পরিষৎ-পত্রিকার লেখক ছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদনায় পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীতে জীব গোস্বামীর 'সর্ব্বসম্বাদিনী' প্রকাশিত হইয়াছিল এবং শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন।

অধিবেশন—আলোচ্য বর্ষে এই কয়টি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল,—(ক) এক-পঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন, ৬ই আশ্বিন ১৩৫২। মাসিক অধিবেশন—২২এ পৌষ প্রথম ও ২৬এ চৈত্র দ্বিতীয়। এই সকল অধিবেশনে সদস্য-নির্ব্বাচন, ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচন, শোক-প্রকাশ প্রভৃতি হয়। (খ) বার্ষিক স্মৃতিসভা—২৬এ চৈত্র ১৩৫২ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রের ও ২৩এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ তারিখে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হয়। ১৫ই আষাঢ় মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতিপূজা ও তাঁহার সমাধিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পিত হয়। (গ) বিশেষ অধিবেশন—১৪ই বৈশাখ ১৩৫৩ তারিখে বিশেষ অধিবেশনে শ্রীনির্ম্মলকুমার বসুকে "কলা ও সংস্কৃতি" বিষয়ে গবেষণার জন্য রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার প্রদত্ত হয়। এই উপলক্ষে তিনি "রেখ-মন্দিরের বিবর্ত্তন" নামক প্রবন্ধ পাঠ ও ছায়াচিত্রের দ্বারা তাঁহার প্রবন্ধের ব্যাখ্যা করেন।

কার্য্যালয়—সভাপতি শ্রীমন্মথমোহন বসু; সহকারী সভাপতি—সার্ শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, শ্রীরাজশেখর বসু, রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীহরিহর শেঠ, ডক্টর শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু ও শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত; সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস। সহকারী সম্পাদক—শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী। গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়। পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আলোচ্য বর্ষে ও বর্ত্তমান বর্ষে সকল দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতাবশতঃ কর্ম্মচারিগণের অভাব আংশিক লাঘব করিবার জন্য (ক) কয়েক ক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধি করা হইয়াছে, (খ) সকল ক্ষেত্রেই কিছু কিছু মাসিক ভাতা দেওয়া হইয়াছে এবং (গ) অর্দ্ধ মাসের বেতন অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি—নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। (ক) সদস্যগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত—১। মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী,

২। অনাথগোপাল সেনের পরলোকগমনের পর—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ৩। শ্রীঅমলা হোম, ৪। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৫। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ৬। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ৭। রেভাঃ ফাদার এ দোঁতেন, ৮। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৯। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১২। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, ১৩। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, ১৪। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৫। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ১৬। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। ১৭। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৮। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ১৯। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ২০। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত। (খ) শাখা-পরিষদের নির্ব্বাচিত—২১। ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ২২। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক, ২৪। শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন। (গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—২৫। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৬। শ্রীরাধানাথ দাস।

নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলি সম্পাদন করিয়াছেন।

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের—১। শরৎচন্দ্র লেক্‌চারার ও পদক-সমিতিতে শ্রীসজনীকান্ত দাস, ২। কমলা-লেকচারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেক্‌চারার সমিতিতে শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, ৪। জগত্তারিণী-পদক-সমিতিতে ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে, ৫। ভুবনমোহিনী দাসী পদক-সমিতিতে শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। সরোজিনী বসু পদক-সমিতিতে শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

(খ) দশমিক মুদ্রা প্রবর্ত্তনের বিষয়ে ভারত সরকারের বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে পরিষদের মন্তব্য জ্ঞাপন করা হয়।

(গ) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরিষদের পক্ষে Indian Historical Records Commissionএর Associate Member নির্ব্বাচন করা হয়।

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গের রাজসরকার যাবতীয় কার্য্যপরিচালনের জন্য বঙ্গভাষার প্রচলন করিবার ব্যবস্থা করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে যে মর্য্যাদা দান করিয়াছেন, তজ্জন্য উক্ত রাজসরকারকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

(ঙ) কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের জীবনী রচনার জন্য শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে "অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতিপদক" প্রদত্ত হয়।

(চ) নিম্নলিখিত শাখাসমিতিগুলি গঠিত হয়—১। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শাখা; ২। আয়ব্যয়, চিত্রশালা, পুস্তকালয় ও ছাপাখানা-সমিতি; ৩। বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পরিদর্শন সমিতি ও ৪। প্রতিষ্ঠা উৎসব সমিতি।

(ছ) Royal Asiatic Societyর Bi-centenary of Sir William Jonesএর অনুষ্ঠানে, ইন্দোরে Indian Historical Records Commissionএর অধিবেশনে,

মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন ও সম্মিলনে, চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠিত আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের জন্মশতবার্ষিক উৎসবে এবং কলিকাতায় অনুষ্ঠিত প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা হয়।

(জ) সার্ শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয়কে পরিষৎ হইতে সংবর্দ্ধনা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাদিতে তাঁহার যে সকল বাংলা রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি একত্রে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

রমেশ-ভবন—আলোচ্য বর্ষেও রমেশ-ভবনের সম্পূর্ণ দ্বিতল গবর্মেণ্ট রেশনিং অফিসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

(ক) বাগেরহাটনিবাসী ডাক্তার শ্রীঅরুণচন্দ্র নাগ তাঁহার মাতামহী কবি মানকুমারী বসু, হরিপাল পাঠাগার ও মাইকেল লাইব্রেরী হইতে যে দুইটি স্বর্ণপদক ও যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন হইতে যে রৌপ্যপদক পাইয়াছিলেন, তাহা পরিষদ্‌কে দান করিয়াছেন; (খ) রায় বাহাদুর শ্রীনরেন্দ্রকুমার সেন ও শ্রীঅবনীকুমার সেন কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের লিখিত দুইখানি পত্র, (গ) রায় বাহাদুর শ্রী পি. আর দাশগুপ্ত নবীনচন্দ্র সেনের ব্যবহৃত ১। রকিং চেয়ার, ২। ছোট টেবিল ও ৩। শালের চোগা, (ঘ) শ্রীকরুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পরলোকগতা পত্নী সুভদ্রা দেবীর অভিপ্রায় অনুসারে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আবক্ষ মূর্ত্তি (ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত) পরিষদের চিত্রশালায় দান করিয়াছেন, এবং (ঙ) শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত তাঁহার সংগৃহীত ও নবাবিষ্কৃত প্রথম মহীপাল দেবের তাম্রশাসন বেলওয়া-লিপি পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

গত ১৫ই ফাল্গুন ১৩৫৩ (২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭) লণ্ডনের Royal Academyর Exhibition of Indian Arts (1947-48)এর পক্ষে লণ্ডন-কমিটির সভ্য Sir Richard Winstedt (Vice-Chairman), Mr. K. de B. Codrington (Director, Indian Museum), Mr. Basil Gray (British Museum), B. Tyebji (নূতন দিল্লী), এবং Mr. Percy Brown পরিষদের চিত্রশালা পরিদর্শন করেন এবং লণ্ডনের উক্ত প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য চিত্রশালার কয়েকটি মূর্ত্তি, চিত্র প্রভৃতি নির্ব্বাচন করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ মত সে সকল দ্রব্য উক্ত প্রদর্শনী-কমিটিকে ধার দেওয়া হয়।

সংবর্দ্ধনা—(ক) বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রমে "বঙ্গীয় শব্দকোষ" নামক বৃহৎ কোষ-গ্রন্থ সম্পূর্ণ করায় পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়।

(খ) গত ২১এ অগ্রহায়ণ দিবসে বাঁকুড়ায় আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়কে ঊন-নবতিতম জন্ম-দিবসে পরিষৎ হইতে সংবর্দ্ধনা করা হয়। এই উপলক্ষে তাঁহাকে চন্দনাধারে গরদের উপর মুদ্রিত মানপত্র ও জরির মাল্য দান করা হয়।

গ্রন্থ-প্রকাশ—(ক) সাধারণ-তহবিল হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ৪৯ সংখ্যক পুস্তক রাজনারায়ণ বসু এবং শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ৫১ হইতে ৬৫ সংখ্যক পুস্তকে মনোমোহন বসু, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী ও আনন্দচন্দ্র মিত্র, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, অক্ষয়কুমার বড়াল *, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ সেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও রমেশচন্দ্র দত্ত—এই কয়জন সাহিত্যসেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাহিত্য-কীর্ত্তির পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'পালামৌ' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'স্বর্ণলতা' প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(খ) ঝাড়গ্রাম গ্রন্থ-প্রকাশ-তহবিলের অর্থে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর এবং মধুসূদন ও দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত কতকগুলি গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাব্য গ্রন্থাবলী 'কবিতা ও গান' এবং রামমোহন রায়ের 'চারি প্রশ্ন' বিষয়ক আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

(গ) লালগোলা-গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ১। 'বঙ্গীয়-নাট্যশালার-ইতিহাস' (পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হইয়াছে, ২। 'সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা' ১ম ও ২য় খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ৩। এই তহবিলের অর্থে শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ-সম্পাদিত চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ৪র্থ সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে।

ব্রজেন্দ্র-গ্রন্থ-পুনঃপ্রকাশ তহবিল—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী ও পরিষদের "আজীবন সদস্য" শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী, তাঁহার স্বামীর রচিত ও পরিষদ্-গ্রন্থাবলীভুক্ত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র অন্তর্গত গ্রন্থগুলির প্রচলিত সংস্করণ নিঃশেষিত হইলে এবং পরিষদের পক্ষে সেগুলি পুনঃ প্রকাশ করা সম্ভব না হইলে, যাহাতে সেগুলি প্রকাশ করিতে পারা যায়, তদুদ্দেশ্যে ১০৪৩৬৷৹ টাকা দান করিয়া এই তহবিল স্থাপন করিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ও 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থদ্বয়ের নূতন সংস্করণও এই তহবিলের অর্থে প্রকাশিত হইতে পারিবে। এই তহবিলে ব্রজেন্দ্রবাবুর কতিপয় বন্ধুও কিছু কিছু দান করিয়াছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—দ্বিপঞ্চাশত্তম ও ত্রিপঞ্চাশত্তম ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চারিটি যুগ্ম-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুই ভাগে বিষয়-ভেদে এই ১৯টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে;—সংস্কৃত সাহিত্য ১, প্রাচীন সাহিত্য ৪, আধুনিক সাহিত্য ৬, ইতিহাস

* এই চরিতকথা মুদ্রণের আংশিক সাহায্য বাবদ "অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল" হইতে ৫১৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

ও প্রত্নতত্ত্ব ৫, দর্শন ১, ভাষাতত্ত্ব ১, বিবিধ ১। কাগজ নিয়ন্ত্রণের ফলে পত্রিকার কলেবর সংক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছে।

পুথিশালা—আলোচ্য বর্ষে গৌড়ীয় মঠের সভ্যগণ পুথিশালায় এক বাণ্ডিল পুথি দান করিয়াছেন, সেগুলি বাছিয়া তালিকাভুক্ত করা হইতেছে। বর্ষশেষে ৫৯০৫ খানি পুথি (বাঙ্গালা ৩২৪৬, সংস্কৃত ২৩৯৪, তিব্বতী ২৪৪, অসমীয়া ৩, ওড়িয়া ৪, হিন্দী ১ ও ফার্সী ১৩) তালিকাভুক্ত আছে। পুথিশালায় অনেক অনুসন্ধিৎসুকে প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করিবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল।

গ্রন্থাগার—আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৭৫৮ খানি পুস্তক ও সাময়িক-পত্রিকা (ক্রীত ৪৮০ ও উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত ২৭৮) সংযোজিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীশিবাপ্রসন্ন বসু ১০১ বাঙ্গালা ও ইংরেজি পুস্তক দান করিয়াছেন। সংগৃহীত গ্রন্থগুলির মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাধামাধব হালদার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রভৃতির রচিত কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য ও প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এবং পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীর এবং সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে বহু প্রতিষ্ঠান হইতে উপহারস্বরূপ পুস্তক পত্রিকা পাওয়া গিয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত (১) কৃষ্ণনগর কলেজের অবসর-প্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন 'প্রবাসী'র ১ম বর্ষ হইতে ৪৬ বর্ষ পর্য্যন্ত (১৩০৮-১৩৫৩) সম্পূর্ণ বাঁধানো খণ্ডগুলি দান করিয়াছেন। (২) স্বর্গত হেমচন্দ্র মিত্রের পুত্র শ্রীঅরুণচন্দ্র মিত্র তাঁহার পিতার গ্রন্থ-সংগ্রহ হইতে ২৮১ খানি বাংলা ও ইংরেজি পুস্তক এবং ৮১ খণ্ড বিভিন্ন সাময়িক-পত্র দান করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ২৩এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ তারিখের অধিবেশনে পুস্তকালয়ের পুস্তক আদান-প্রদান সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে ;—"আগামী ১ আষাঢ় ১৩৫৩ হইতে প্রত্যেক সদস্য গ্রন্থাগার হইতে একখানি করিয়া বই পাঠার্থ বাড়ী লইয়া যাইতে পারিবেন। যদি কেহ এককালে দুইখানি করিয়া বই লইতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তাঁহাকে অতিরিক্ত পুস্তকের জন্য প্রতি মাসে চারি আনা করিয়া দিতে হইবে।" এই মন্তব্য কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছিল।

গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকা সঙ্কলনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বহু অনুসন্ধিৎসু পাঠককে পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও সাময়িক-পত্র আলোচনা করিবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল।

বঙ্গীয় রাজ-সরকার—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশের জন্য ১৩৫২ ও ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের বার্ষিক সাহায্য ১২০০৲ টাকা হিসাবে ২৪০০৲ বঙ্গীয় রাজ-সরকার দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় রাজ-সরকারের নিকট এই জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা করপোরেশন—আলোচ্য বর্ষে ১৩৫২ বঙ্গাব্দের জন্য কলিকাতা করপোরেশন পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত করপোরেশন পরিষদ্ মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ।

দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডার—আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে চারি জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, একজন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে ও একজন মহিলা সাহিত্যিককে নিয়মিত মাসিক সাহায্য দান করা হইয়াছিল।

স্মৃতি-রক্ষা—স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

বঙ্কিম-ভবন—আলোচ্য বর্ষে কাঁঠালপাড়াস্থ বঙ্কিম-ভবনের অল্প বিস্তর সংস্কারের আবশ্যকতা দেখা গিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নৈহাটী-শাখার তত্ত্বাবধানে এই ভবন রক্ষিত হইতেছে।

শাখা-পরিষৎ—আলোচ্য বর্ষে মেদিনীপুর, উত্তরপাড়া, গৌহাটী, রাঁচী, কাশী, ভাগলপুর, নৈহাটী, বর্দ্ধমান ও জাঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগর শাখায় যথারীতি অধিবেশনাদি হইয়াছিল। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে নৈহাটী শাখা-পরিষদের আয়োজনে বঙ্কিম-ভবনে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

আয়-ব্যয়—১৩৫২ ও ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের সংক্ষিপ্ত আয়-ব্যয়-বিবরণ ও উদ্বৃত্ত-পত্র সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। উহা হইতে দেখা যাইবে যে, বিগত বর্ষের তুলনায় চাঁদা আদায় বিশেষ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। কলিকাতা ও মফস্বলে হাঙ্গামার দরুণ সুষ্ঠুভাবে চাঁদা আদায় করা সম্ভব হয় নাই। পরিষদের প্রতি মমত্ববোধবশতঃ যে সকল সদস্য এই সাময়িক অসুবিধা উপেক্ষা করিয়াও নিয়মিত চাঁদা দিয়া আসিয়াছেন, এই সুযোগে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। কলিকাতা করপোরেশনের ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের জন্য বার্ষিক দান না পাওয়ায় গ্রন্থাগারে প্রয়োজনানুরূপ গ্রন্থাদি খরিদ করিতে পারা যায় নাই। হিসাব-পরীক্ষক শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী সমস্ত হিসাব যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১ ফাল্গুন, ১৩৫৪	কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে **শ্রীসজনীকান্ত দাস** সম্পাদক

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

চতুঃপঞ্চাশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

১৩৫৪

প্রবন্ধ-সূচী

২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা

শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৫৫শে ভাগ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৫৪শ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এম. এ., ডি. লিট., সি. আই. ই.

সহকারী সভাপতি

শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, এম. এ. পি-এইচ. ডি
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ. ডি.লিট
শ্রীসুশীলকুমার দে, এম. এ, ডি. লিট
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, এম. আর. এ. এস
শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল
মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, এম. এ
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম, এ

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম. এ
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, বি. এ.
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম. এ.
গ্রন্থাধ্যক্ষ : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কোষাধ্যক্ষ : কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এম. এ.
পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম. এ.
চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত এম. এ.

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু, বি-এসসি, জি.ডি.এ, আর-এ
শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী, বি.এ., জি.ডি.এ. আর-এ

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, এম-এ, ডি-লিট্ ও ফিল, ২। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৩। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল, ৪। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ৫। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, এম-এ, ৬। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, ৭। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৯। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, এম-এ, ১০। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, বি. এ, ১১। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ. বি-এল, ১২। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, এম. এ, বি. এল, ১৩। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৪। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, এম-এ, ১৫। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি. এসসি, ১৬। রেভারেণ্ড ফাদার এ. দোঁতেন, এস্-জে, ১৭। শ্রীহিরণকুমার বসু, ১৮। শ্রীদীনেশ-চন্দ্র সরকার এম.এ. পি-এইচ. ডি, ১৯। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্.এ, ২০। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম,এ, ২১। শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক, বি.এ, ২২। শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, ২৩। শ্রীমনীষিনাথ বসু সরস্বতী, এম.এ. বি, এল, ২৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

৫৫শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সূচী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পথে-বিপথে

গল্পের বই। উপহারোপযোগী সংস্করণ। মূল্য আড়াই টাকা

আলোর ফুলকি

গল্পের বই। শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত মলাট ও মুখপাত। মূল্য দুই টাকা

সহজ চিত্রশিক্ষা

বিদ্যালয়ে ব্যবহারযোগ্য। সচিত্র। মূল্য এক টাকা, বাঁধাই দুই টাকা

ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ

মূল্য আট আনা

॥ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে ॥

ভারতের মূর্তিকলা

সচিত্র। মূল্য আট আনা

॥ নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ॥

বাংলার ব্রত

সচিত্র। মূল্য আট আনা

॥ শ্রীরানী চন্দ সহযোগে ॥

জোড়াসাঁকোর ধারে

মূল্য তিন টাকা

ঘরোয়া

মূল্য আড়াই টাকা

বিশ্বভারতী

॥ মফস্বল হইতে অর্ডার দিবার ঠিকানা ॥
৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭
॥ কলিকাতা বিক্রয়কেন্দ্র ॥
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৫৫শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা
১৩৫৫

দেশাবলিবিবৃতি

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে 'দেশাবলিবিবৃতি' নামক একখানি খণ্ডিত পুঁথি আছে। ৺মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তৎপ্রণীত পুঁথির তালিকায় এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। তিন শত বৎসর পূর্ব্বের বঙ্গদেশের ভৌগোলিক বিবরণ সন্নিবিষ্ট থাকায় বাঙ্গালার ইতিহাসের পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই শ্রেণীর গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। সুতরাং মূল পুঁথিখানি আলোচনা করিয়া নিম্নে ইহার বিস্তৃত বিবরণ সঙ্কলন করিতেছি। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির কর্ত্তৃপক্ষ প্রায় ছয় মাস কাল এই পুঁথিখানি আমার নিকট রাখিতে অনুমতি দেওয়ার জন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

১। পুঁথির বিবরণ

পুঁথিখানিতে মোট ৬২ পাতা ছিল। প্রতি পত্রের পশ্চাতের পৃষ্ঠায় পত্রসংখ্যা আছে। কিন্তু ৪৬-৫০ এবং ৫২ পাতা হারাইয়া গিয়াছে। এই ছয়টি পাতার পরিবর্ত্তে অপর পাঁচটি পাতা গ্রন্থশেষে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পরে আরও চারিটি পাতা আছে। সর্ব্বশেষ আর একটি পাতা। ইহার একদিকে গ্রন্থের সূচী—'দেশাবল্যাঃ সূচিপত্রং,' অপর দিকে একটি শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দুই বার লিখিত হইয়াছে। পঞ্চসপ্ততিবর্ষীয় ব্যাধিগ্রস্ত মঙ্গলনাথ নামক কোন জৈন স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করিতে উৎসুক, ইহা শাস্ত্রসঙ্গত কি না, তাহার সম্বন্ধে কাশীরাজার পণ্ডিতের মতামত লিখিত হইয়াছে। ইহার তারিখ শকাব্দা ১৭৪৬। সম্ভবতঃ ইহা পুঁথি লিখিবারও তারিখ। পুঁথির অক্ষর দৃষ্টেও অনুমিত হয় যে, ইহা উনবিংশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল।

পুঁথিখানিতে অনেক ভুলভ্রান্তি আছে। স্থলে স্থলে অনেক শব্দ ও পদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। মূল গ্রন্থখানির সমগ্র অংশও ইহাতে নাই। যে অংশ আছে, তাহাতে মূলগ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ের পারম্পর্য্য সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে কি না সন্দেহের বিষয়। অনুমিত হয়, পুঁথি-লেখক মূল গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন অংশ নিজের ইচ্ছামত নির্ব্বাচিত করিয়া কোন মতে জোড়াতাড়া দিয়া এই পুঁথিতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ১১ সংখ্যক পাতায় "দেশাবলী সমাপ্ত হইল" এইরূপ লিখিত আছে, অথচ তাহার পরও এই গ্রন্থের পঞ্চাশ পাতা আছে।

২। গ্রন্থকার ও গ্রন্থরচনা-কাল

পুঁথির ১১ সংখ্যক পাতায় লিখিত হইয়াছে যে, রাজা বৈজলের আজ্ঞায় জগন্মোহন পণ্ডিত 'ষট্‌পঞ্চাশৎ দেশাবলী' নামক এই গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু প্রত্যেক দেশ-বিবরণের

অন্তে 'ইতি দেশাবলিবিবৃতৌ...দেশবিবরণং সম্পূর্ণং'—এইরূপ উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় যে, গ্রন্থখানি 'দেশাবলিবিবৃতি' নামেই পরিচিত ছিল। গ্রন্থকার বৈজলরাজের পূর্ব্বপুরুষের যে বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, তাঁহারা বিক্রমাদিত্যের বংশধর ও চৌহানবংশীয় ছিলেন। তাঁহাদের আদি-নিবাস অবন্তীপুর পরিত্যাগ করিয়া এই বংশীয় বিক্রমরাজ ত্রিহুতে বাস স্থাপন করেন। এই বংশীয় রাতুল গণ্ডকীনদীতীরে পীঠঘট্ট নামক স্থানে বাস করেন। তাঁহার পৌত্র বৈজল। পাটলিপুত্র, গয়া ও রাজগৃহ বৈজলের রাজ্যভুক্ত ছিল। এই বৈজলের মৃত্যু সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

চত্বার্য্যব্দসহস্রাণি বায়ুনা (?) ইশতানিচ।
গতানি কলিকালস্ত বৎসরাণি নদীতটে।
তদা দেব বৈজলশ্চ যোগমার্গে হুতন্ জহৌ।
হাহাকার মহানাসীৎ জাহ্নবীতটিনীতটে।

অর্থাৎ কলিকালের চারি সহস্র সাত শত একপঞ্চাশ বৎসর (বায়ু-ঊন-অষ্টশত ৮০০ – ৪৯ = ৭৫১) গত হইলে বৈজলের মৃত্যু হয়। সাধারণতঃ কল্যব্দের আরম্ভ ৩১০২ খৃঃ পূঃ হইতে গণনা করা হয়। সুতরাং ১৬৪৮-৯ খৃষ্টাব্দে বৈজলের মৃত্যু হইয়াছিল। এই পাতার শেষে নিম্নলিখিত শ্লোকটি যোগ করা হইয়াছে—

শাকে সপ্ততি বাণচন্দ্রগণিতে বিক্রমস্তচ।
জাহ্নবীতটিনীতীরে মৃতো বিজিলভূপতিঃ॥

ইহাতেও বিজল রাজার মৃত্যু-তারিখ হয় ১৫৭০ শক অথবা ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দ।

রাজা বৈজলের আজ্ঞায় যে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল, গ্রন্থমধ্যে তাহার বহুপ্রকার উল্লেখ আছে। কিন্তু ১১ পাতার শেষভাগে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে অনুমিত হয় যে, উক্ত রাজার মৃত্যুর পরে—সম্ভবতঃ দীর্ঘকাল পরে—এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য—

স্বর্গং গতে বৈজলে চ দুষ্টা ভূপতিবৃন্দয়ঃ।
স্বং স্বং রাজ্যঞ্চ সংপ্রাপুঃ ভূমিহারকবংশজাঃ।
দেবমুঙ্গরাদিস্থানানি ভূমিহারকজাতিজাঃ।
নিজারম্বঞ্চ সংচক্রু দূরীকৃত্বা রাজপুত্রকান্।
রাজাজ্ঞয়া কৃতে গ্ (গ্র ?) ন্থে নানোপায়ান প্রদর্শ্য চ।
ক্রান্তব্যুৎক্রান্ত খণ্ডিতে সন্দর্ভা শোধিতেপি চ।
তদা রাজবিপত্তিশ্চ সংজাতো জাহ্নবীতটে।
বর্জ্জাতস্ত বৈজলস্ত পরতো মগবাসিনা।
বহুবর্ষব্যত্যয়ে চ নিয়োগাৎ গ্রামবাসিনঃ।
পর্য্যালোচ্য খণ্ডিতঞ্চ বিবিচ্য লিখিতং পুনঃ।
যথা প্রক্রিয়াকৌমুদীঞ্চ বিক্রমবংশনির্ম্মিতান।
দৃষ্ট্বা প্রবোধচন্দ্রিকাং বয়সি প্রথমেঽকরোৎ।
তথা বিক্রমসাগরাদিগ্রন্থান্ দৃষ্ট্বা নৃপাজ্ঞয়া।

বৃদ্ধোপদেশতশ্চৈব নিজনেত্রপ্রদর্শনাৎ।
দেশাবলীং বিবিচ্যেব নিৰ্ম্মিতা বিজলাজ্ঞয়া॥

এই শ্লোকগুলির অর্থ সর্ব্বত্র স্পষ্ট বোধগম্য নহে। কিন্তু মোটামুটিভাবে যাহা বোঝা যায়, তাহাতে মনে হয়, রাজা বৈজলের আজ্ঞায় গ্রন্থকার এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হন এবং নানারূপে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ইহার বিভিন্ন অংশ রচনা করেন এই সময়ে বৈজল রাজার মৃত্যু ও ভূমিহারবংশীয়দের উপদ্রবের ফলে গ্রন্থরচনা স্থগিত থাকে। তৎপর 'বহু বর্ষ' গত হইলে গ্রামবাসিগণের অনুরোধে গ্রন্থকার পূর্ব্বরচিত খণ্ডিত অংশগুলি আলোচনা করিয়া এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হন যৌবনকালে যেমন বিক্রমবংশীয় নৃপ-কর্ত্তৃক প্রণীত প্রক্রিয়াকৌমুদীর সাহায্যে তিনি প্রবোধ-চন্দ্রিকা লিখিয়াছিলেন, সেইরূপ বিক্রমসাগরাদি গ্রন্থ দৃষ্টে এবং বৃদ্ধগণের উপদেশ শ্রবণ ও স্বয়ং নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি এই গ্রন্থ লেখেন।

গ্রন্থমধ্যেও বিক্রমসাগর গ্রন্থের উল্লেখ আছে। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথমেই যে শ্লোকগুলি আছে, তাহা বৈজলের পূর্ব্বপুরুষ তীরভুক্তিপ্রবাসী চৌহানতিলক বিক্রমরাজ-প্রণীত বিক্রম-সাগরের আরম্ভসূচক শ্লোক বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করিয়াছেন। এই বিক্রমরাজ বৈজলের তিন শত বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। কারণ, তদ্বংশীয় বাণবারি রাজার জন্ম হইয়াছিল ৪৫০০ কল্যব্দে। শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমান সত্য হইলে বিক্রমসাগর গ্রন্থ এবং আলোচ্য গ্রন্থে তাহা হইতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু বিক্রমসাগরোদ্ধৃত বঙ্গদেশের বিবরণে প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ থাকায় এইরূপ সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র সমীচীন নহে।

রাজা বিজলের আজ্ঞায় রচিত হইলেও গ্রন্থখানির সমাপ্তিকাল তাঁহার মৃত্যুর বহু বর্ষ পরে। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে বিজলের মৃত্যু হইয়াছিল—গ্রন্থখানি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বর্ত্তমান আকারে লিখিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। গ্রন্থের কোন কোন অংশ সম্ভবতঃ তাহার পরেও যোজিত হইয়াছে। এই অনুমানের সমর্থক দুইটি প্রমাণ দিতেছি।

(১) যশোরের বিবরণ-প্রসঙ্গে প্রতাপাদিত্যের পরবর্ত্তী কচু রায়, নীলকণ্ঠ, মুকুন্দদেব, কৃষ্ণদেব রায় ও গোবিন্দদেব রায়ের নামোল্লেখ আছে। এই পাঁচ জনের রাজ্যকাল অন্ততঃ এক শত বৎসর ধরা যাইতে পারে। প্রতাপাদিত্য সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নিহত হন। সুতরাং গোবিন্দদেব রায় উক্ত শতাব্দীর শেষাংশের পূর্ব্বে রাজ্য করেন, এরূপ মনে করা যায় না। বরং তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন, এরূপ মনে করাই সঙ্গত।

(২) ভুক্সুর দেশের বিবরণ-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, শিবসিংহ ১৬৩২ (পক্ষ নেত্র রসেন্দু) বর্ষে অর্থাৎ ১৭১০ খৃষ্টাব্দে দেবলগ্রামে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্র ও প্রপৌত্রের নামোল্লেখ আছে।

৩। গ্রন্থ-পরিচয়

এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত দেশগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে—

	দেশ	পত্রসংখ্যা
১।	পাটলিপুত্র	১-১১
২।	রণস্তম্ভ	১২-১৫
৩।	বুন্দেল	১৫-১৯
৪।	বঙ্গ	২০-২৪
৫।	ভূপাল	২৫-২৬
৬।	সরযূপার	২৬-২৯
৭।	কোশল	২৯-৩০
৮।	অবধি	৩০-৩৩ (অসম্পূর্ণ)
৯।	গাধি	৩৪-৩৭
১০।	তাম্রলিপ্ত	৩৮-৩৯
১১।	যশোর	৩৯-৪৩
১২।	আলাপসিংহ	৪৩-৪৪
১৩।	মানাত	৪৪-৪৫
১৪।	বর্দ্ধমান	৪৫ (অসম্পূর্ণ)
১৫।	অঙ্গ	৫১ (অসম্পূর্ণ)
১৬।	সাগর	৫১-৫৫
১৭।	আসাম	৫৬-৫৮
১৮।	বিষ্ণুপুর (মল্লরাজ দেশ)	৫৮
১৯।	বরেন্দ্র	৫৯-৬০
২০।	দ্রবিড়	৬০-৬২ (অসম্পূর্ণ)

প্রত্যেক দেশের প্রদেশ, গ্রাম, মহাগ্রাম, নদী, পর্ব্বত, মন্দির ও প্রয়োজনমত ঐতিহাসিক আখ্যান, গ্রামের নামের উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় বা অন্যান্য কিংবদন্তী, এবং কোন কোন স্থলে তত্রত্য অধিবাসীদের সামাজিক রীতিনীতি বা নৈতিক ব্যবহারের বিবরণ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেক স্থলে সংস্কৃতমূলক গ্রামের নামের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত ভাষায় উহার নামও দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকারের প্রতিপালক চৌহান-রাজবংশের বিস্তৃত ইতিহাসও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবলমাত্র বাঙ্গালা দেশের বিবরণ সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। পূর্ব্বে যে দেশের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৪, ১০-১৪, এবং ১৮, ১৯ সংখ্যক দেশ বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য স্থলেও বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে

গ্রন্থকার কিছু কিছু বলিয়াছেন। এই সমুদয় হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে আমরা অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারি।

গ্রন্থকারের প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমরা বাঙ্গালাদেশের অন্তর্গত উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন দেশের আলোচনা করিতেছি।

৪। বঙ্গদেশ

এই অধ্যায়ে গ্রন্থকার (১) সুসঙ্গ, (২) বঙ্গ, (৩) বরদযোগিনি ও (৪) বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ, এই চারিটি বিভিন্ন দেশের উল্লেখ করিয়াছেন। সুসঙ্গ-দেশের বর্ণনার শেষে লিখিত হইয়াছে—"ইতি দেশাবলিবিবৃতৌ **বঙ্গদেশবর্ত্তি** সুসঙ্গ-দেশবিবরণং সম্পূর্ণং।" বঙ্গদেশের বিবরণের শেষে আছে—"ইতি বিক্রমসাগরোদ্ধৃত-দেশাবলিবিবৃতৌ **সামান্যতো** বঙ্গদেশ বিবরণং সম্পূর্ণং।" তাহার পরই বরদযোগিনী ও বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের বর্ণনা। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, গ্রন্থকার এই সমুদয় দেশই বঙ্গদেশের অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং প্রাচীন কালে বঙ্গদেশ বলিলে সংকীর্ণ অর্থে যে দেশ বুঝাইত, মোটামুটি তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা প্রথমে বঙ্গদেশের ও পরে অন্যান্য দেশের বিবরণের সারমর্ম উদ্ধৃত করিতেছি।

৪ (ক)। বঙ্গদেশ

প্রথমেই ভূষণার উল্লেখ—"ভূষণা বঙ্গদেশস্য শোভাকৃৎ মধ্যবর্ত্তিনী"। এখানে সংগ্রাম সাহের দুর্গ আছে। ইহার চৌদ্দ যোজন পূর্ব্বে চন্দ্রাদ্রির নিকট চট্টলদেশ। চারি যোজন পূর্ব্বে প্রাগ্‌বাহিনী ভুবনেশ নদী। এই নদীতে স্নানপূর্ব্বক দান ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে লোক সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে যায়। ইহার ছয় যোজন দূরে বৃদ্ধগঙ্গা নদী। এই নদী পূর্ব্বগামী এবং ঢাকেশ্বরীর নিকটবর্ত্তী। ইহার এক যোজন পূর্ব্বে পূর্ব্ববাহিনী লাক্ষা নদী। লাক্ষার দেড় যোজন পূর্ব্বে দক্ষিণবাহিনী ব্রহ্মপুত্রনদী। কামরূপে ব্রহ্মকুণ্ডে এই নদীর উৎপত্তি, ইহাতে স্নানমাত্রে কোটি ব্রহ্মহত্যার পাপ দূর হয়। ব্রহ্মপুত্রের দুই যোজন পূর্ব্বে 'গো-হত্যাদি পাপহন্ত্রী' দক্ষিণবাহিনী গোমতী নদী। গোমতীর দুই যোজন পূর্ব্বে দক্ষিণ-বাহিনী গম্ভীরা মেঘনাদা মহানদী। মেঘনার দুই যোজন পূর্ব্বে দক্ষিণবাহিনী ক্ষুদ্রফেণী নদী। ইহার দেড় যোজন পূর্ব্বে বড় (বড় ?) ফেণী নদী চট্টলের নিকট প্রবাহিতা।

ভূষণার নিকটবর্ত্তী স্থান ঃ—(১) ৮ যোজন পূর্ব্বে ধামরায়ো মহাগ্রাম। (২) ২ যোজন পূর্ব্বে বণিক্‌গণের হিতকারক ফরিদপুর মহাদেশ। (৩) ৮ যোজন পশ্চিমে পদ্মার পূর্ব্বকূলে গড়ুয়া নদী (গড়ুয়াখ্যা সরিদ্বরা)। (৪) ২ ক্রোশ পশ্চিমে দক্ষিণবাহিনী কুমার নদী। (৫) ২ যোজন পশ্চিমে উত্তম ও শোভন পাংশা এবং মধুপুর। (৬) ৫ যোজন পশ্চিমে খুরসাদপুর। এই স্থানে গোপীনাথ দেবতা আছেন, ইহাকে দেখিলে পুনরায় জন্ম হয় না। (৭) ৬ যোজন দক্ষিণে খুলানী নগরী (খুলানী নগরী রম্যা মর্য্যাদা বঙ্গভূমিকা)। ইহার নিকটে বাদা-ভূমিতে প্রতাপাদিত্য রাজার বাটী আছে। (৮) ৩ যোজন দক্ষিণে দক্ষিণ-বাহিনী মধুমতী নদী।

(৯) ১৪ যোজন উত্তরে ব্রাহ্মণগণের নিবাসভূমি ভবানীপুর। এখানে দাক্ষায়ণীর মুখ বর্ত্তমান থাকায় ইহা বিখ্যাত পীঠস্থান। বলি ও দানাদি দ্বারা এই দেবীর পুজা করিলে ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত সুখভোগ হয়। (১০) ২ যোজন উত্তরে পদ্মাবতী নদীর তীরে বুঞ্জিপর্ণকা (বুঞ্জিপাল পাড়া নামে সাধারণে পরিচিত)। বুঞ্জিপর্ণের ৬ যোজন উত্তরে যমুনা নদীর কূলে মোরঞ্জ (বরঞ্জ ? সোরজ ?) নামক গঞ্জ। ইহা হইতে ২ যোজন দূরে করতোয়া নদীর নিকটে শেরপুরী নামক গ্রাম। করতোয়ার পারে জাঙ্গল দেশ—ইহা পাণ্ডববর্জ্জিত বলিয়া সর্ব্বলোকবিদিত। বঙ্গদেশের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিক্রমসাগর হইতে উদ্ধৃত।

৪ (খ)। সুসঙ্গ দেশ

রাজধানী দুর্গাপুর এক ক্রোশের অধিক বিস্তৃত (ক্রোশৈক বেষ্টিতঞ্চৈব বিস্তীর্ণং ক্রোশ-পাদকং)। ইষ্টকনির্ম্মিত দুর্গমধ্যে রাজবাটী দ্বাদশদ্বারসমন্বিতা। রাজবাটীর উত্তরে দেবী দশভুজার মন্দির। অমাবস্যার রাত্রে দেবীর সম্মুখে যোগ করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। এতদ্ব্যতীত লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির আছে।

দুর্গাগ্রামের রাজা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। প্রথম রাজা রামনীর খাঁ, তদ্বংশে মহারাজ সোমেশ্বর। তৎপুত্র শ্রীমান্ মল্লিক ভূপতি ৩০ বৎসর রাজ্য করেন। তদ্বংশীয় রাজা রঘুনাথ ৫০ বৎসর রাজ্য করেন। তাঁহার নয় পুত্র। ইহার মধ্যে ভূপতি দুর্গাপুরের রাজা হন এবং ২৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তদ্বংশে রামজীবন ও রামনাথ নামে দুই জন প্রসিদ্ধ রাজা জন্মগ্রহণ করেন।

এদেশে নানাপ্রকার সাধু আছেন অথবা এখানকার অধিবাসীরা সৎপথগামী, এই জন্য এই দেশের নাম সুসঙ্গ। ইহার দুর্গোপরি শধূপাদি চতুর্দ্দশ অস্ত্র আছে। ইহার পূর্ব্বদ্বারে দৈবজ্ঞজাতি কর্ত্তৃক ঘটিকার বাদ্য হয়, এজন্য ইহা ঘড়িদরজা নামে প্রসিদ্ধ। ইহার অন্যান্য দরজা শস্ত্রধারী কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। সিংহদরজার নিকট 'নিত্যানন্দ চৈতন্যের আখড়া'।

১৫১০ বর্ষে (১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ?) যবনগণ কর্ত্তৃক 'রামনীর' রাজপদে স্থাপিত হন।

দুর্গাপুরের সার্দ্ধক্রোশ উত্তরে অলঙ্ঘ্য গিরিরাজি (অলঙ্ঘ্যা গিরয়ঃ সন্তি গ্রামীনানাং মহীপতে)। দুর্গাপুরের বায়ুকোণে ৪ যোজন দূরে গিরিমধ্যে শত্রুর অগম্য সিজুগ্রাম। এখানে সহস্র সহস্র নীচ কুচ জাতির বাসস্থান। কুচজাতীয় সিজুনামক এক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি জঙ্গল কাটিয়া স্বীয় নামে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। সিজুগ্রামের উত্তরে কেবল বনজন্তুর আবাসভূমি দুর্লঙ্ঘ্য গিরিশ্রেণী। সিজুগ্রামের অগ্নিকোণে পর্ব্বতের মধ্যে কুচজাতি কার্পাসের চাষ করে। (কুচ জাতির বিবরণ)।

দুর্গাপুরের ৭ যোজন দক্ষিণে কাঁচা (খাঁচা) চাকলা। এখানে অনেক 'পঙ্ককাঁচ' জন্মে ; এ জন্য ইহার এই নাম। কাঁচা চাকলার নিকট পূর্ব্ববাহিনী এক বৃহৎ নদী। ইহাতে সহস্র সহস্র কুম্ভীর, কচ্ছপ, ঘড়িয়াল ও শুশুক আছে।

রাজধানীর সার্দ্ধ যোজন দক্ষিণে কংস নদীর পূর্ব্বপারে ধবলঘট্ট (ধবলঘাট)। ধবল

নামক এক ব্যক্তি এখানে ঘাট ও গ্রাম স্থাপিত করিয়াছিলেন। কংস নদীর উত্তর পারে দেবকুট্টল গ্রাম। এখানকার হাটে জীবজন্তু, মৎস্য ও বসনের বহুল বিক্রয় হয়।

ধবলঘাটের দক্ষিণে ৩ ক্রোশ দূরে কংস নদীর পরপারে জিরিয়া থাম (গ্রাম)। সুসঙ্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সেনাদল এখানে বিশ্রাম করায় এই নামের উৎপত্তি। ইহার সার্দ্ধ যোজন দক্ষিণে নারায়ণ ডহর গ্রাম। ইহার নিকট ধবলা (ধলাই) নদী। এই নদী শাল্মলী কেদার গ্রামে সয়াড়ি নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই গ্রাম শিমুল-কেদার হাট নামে প্রসিদ্ধ।

দুর্গাপুরের অগ্নিকোণে ১ যোজন দূরে রঘুনাথবংশীয় রাম কর্তৃক স্থাপিত রামনগর গ্রাম। এখানে দুইটি শিবলিঙ্গ আছে। রামনগর-পার্শ্বে পূর্ব্ববাহিনী ধবলা নদীতে স্নান করিলে ধবলকুষ্ঠ রোগের উপশম হয়। রাজধানীর তিন ক্রোশ পূর্ব্বে দশালু নামক বণিক্-প্রতিষ্ঠিত দশাল গ্রাম। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নলা নদীর নিকটে চণ্ডীদুর্গ (চণ্ডীগড়)—এখানে প্রাচীন রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ ও মৃণ্ময় দুর্গ আছে। পূর্ব্বগামী নলা নদীতে এক মাস স্নান করিলে শ্লীপদ (গোদ) হয়। চণ্ডীদুর্গের পাঁচ ক্রোশ পূর্ব্বে প্রকাণ্ড ঝিলের পার্শ্বে কদলীতল গ্রাম (কলাতলী)। ঝিলের উত্তর পারে বারিখাতক গ্রাম (বারিখাত)। ঝিলের পূর্ব্ব পারে নাজিরপুর নামক বৃহৎ গ্রামে গোহিংসাদিরত যবনগণের বাস। ইহার ১ যোজন পূর্ব্বে নানিয়াবিহরপাশ গ্রাম।

দুর্গাপুরের চারি যোজন পূর্ব্বে বাহদুরপুর গ্রাম, ইহা সুসঙ্গের পূর্ব্বসীমা। ইহার পূর্ব্বভাগে শ্রীহট্টবিষয়ের সীমা। সুসঙ্গের পশ্চিমে বলেশ্বরা নদী, এখানে লোকে পিতৃপুরুষের তর্পণ করে। সুসঙ্গের ৫ ক্রোশ পশ্চিমে গঙ্গবেষ্টিত (গঙ্গেবেড়া) গ্রাম। বঙ্গবাসিগণ চলিত ভাষায় নদীকে গঙ্গা বলে। ঐ গ্রামের উভয় পার্শ্বে নদী থাকায় উহার এই নাম হইয়াছে। ইহার উত্তরে বলেশ্বরী নদী কংসনদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

রাজধানীর বায়ুকোণে বহু পর্ব্বত, তৎপার্শ্বে আঘার দ্বার। এখানে শত্রুর অগম্য গোপন কুটিল পথ আছে। সুসঙ্গের তিন যোজন পশ্চিমে বায়ুকোণে পর্ব্বতের নিকট স্বপুরা গ্রাম। ইহার এক ক্রোশ দূরে বায়ুকোণে কামনালিঙ্গ নামে জীর্ণ শিবলিঙ্গ ও তাহার সম্মুখে নন্দী ও বৃষ আছে। এই পর্ব্বতের নিকট নেতায়ী নদী, তাহার পশ্চিমে ঘুষ গ্রাম, তাহার পর দশ কার্ষাপণ (দশকাহণা) পরগণা।

দুর্গাপুরের তিন ক্রোশ পশ্চিমে চিনাকুট্টল (চিনাকুড়িয়া) গ্রাম, বহু চীনাক শস্য হয় বলিয়া ইহার এই নাম। ইহার সার্দ্ধ ক্রোশ পশ্চিমে মাহার্ঘপুর (মাঘরপুর)। এখানে সকল সামগ্রীই মহার্ঘ। ইহার পার্শ্বে বৃহৎ পর্ব্বতের শিখরে শিবমন্দির, এবং দক্ষিণে দক্ষিণ-বাহিনী সোমেশ্বরী নদী। এই নদীর সহিত নিতায়ি ও কংসনদী সঙ্গমপুরে মিলিত হইয়াছে।

৪ (গ)। বরদযোগিনী(নি) দেশ*

বরদযোগিনী যে বর্ত্তমান বজ্রযোগিনী, তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে। বরদযোগিনী দেশ দ্বারা গ্রন্থকার মোটামুটি বিক্রমপুরকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

আদিশূর নামক নরপতির রাজধানী (পুর) বরদযোগিনী বঙ্গদেশে বিখ্যাত। বরদ-যোগিনী দেবী অধিষ্ঠিত থাকায় বাঙ্গালীরা এই স্থানকে বরদযোগিনী বলে। তবে এই নামের অন্য প্রকার ব্যুৎপত্তিও আছে। বদরকাননের মধ্যে এক ভৈরবী যোগিনী বাস করেন, ইহা হইতেই বদরযোগিনী নামের উৎপত্তি হইয়াছে—কেহ কেহ এরূপও বলেন। কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ এই পুরে মৃত মল্লকাষ্ঠকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন, এই জন্য বরদযোগিনী বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখনও ক্রোশপরিমিত গজারিবন সেখানে দৃষ্ট হয়। বদরযোগিনীপুরে জলপূর্ণ পরিখাবেষ্টিত প্রাচীন ইষ্টকনির্ম্মিত দুর্গ বর্ত্তমান। বল্লাল-নির্ম্মিত একটি পুষ্করিণী সর্ব্বদা শীতল জলে পূর্ণ থাকে—স্থানীয় ভাষায় ইহা বল্লালের দীঘি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বদরযোগিনীর ক্রোশ মাত্র পশ্চিমে মনোহর আয়ুটসহি গ্রাম। ইহার এক ক্রোশ পশ্চিমে বৃহৎ দ্বিপল্লী গ্রাম। সাধারণে ইহাকে দ্বিপাড়া বলে, এখানে অনেক ব্রাহ্মণের বসতি। দ্বিপল্লীর এক ক্রোশ পশ্চিমে বয়রাগাদী নামে বৃহৎ গ্রাম, এখানে বহু শস্য জন্মে। ইহার পশ্চিমে মালখানানগর। এখানে রাজা আদিশূরের (আদি নৃপ) কর দ্রব্য সকল সঞ্চিত থাকিত। এই নগর বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহার পশ্চিমে কাঞ্চনদ্বীপ, ইহা রাজার অতি প্রিয়স্থান এবং কাচাদিয়া নামে প্রসিদ্ধ। ইহার এক ক্রোশ পশ্চিমে কোলগ্রাম, কোল জাতি ও হিংস্র পশুর বাসস্থান। ইহার এক ক্রোশ পশ্চিমে মনোহর তারপাশবিষয় (জিলা)। এইখানে আদিশূর জ্ঞানাস্ত্র দ্বারা কুল, জাতি, বিত্ত ও অভিমানাদি অষ্ট পাশ ছেদন করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম তারপাশ। মূল শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিতেছি—

> "তারপাশবিষয়শ্চৈব বর্ত্ততেঽতিমনোহরঃ।
> আদিশূরো নৃপো যত্র জ্ঞানাস্ত্রেন মহীপতি।
> অষ্ট পাশান্ দ্রুতং ছিত্বা দৃশ্যতে পরমং পদং।
> কুলপাশো জাতিপাশঃ বিত্তপাশস্তথৈবচ।
> অভিমানাদিপাশাশ্চ অষ্ট পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
> অষ্টপাশান্ তরতি চ বঙ্গভূপো মহাশয়ঃ।
> প্রথিতো বদরযোগিন্যাং তারপাশোনৃভিঃ কিল।

তারপাশার এক ক্রোশ পশ্চিমে মেদিনীমণ্ডল গ্রাম। এই গ্রামের মণ্ডল রাজা উপাধিতে ভূষিত। ইহার অর্দ্ধ যোজন পশ্চিমে সুন্দর মুপুর (অথবা নূপুর) গ্রাম। ইহার এক ক্রোশ

---

* বরদযোগিনী দেশের বিবরণ 'সোণার বাংলা' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ১৩৪৭ শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে ইহা বদরযোগিনী বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

পশ্চিমে কেদারপুর গ্রাম। এখানে বহু ব্রাহ্মণের বসতি। ইহার অর্দ্ধ যোজন পশ্চিমে বিখ্যাত সমকোট গ্রাম। ইহার অর্দ্ধ যোজন পশ্চিমে দীর্ঘিকাসমন্বিত রাজনগর। ইহার এক ক্রোশ পশ্চিমে কুমারপুর। কুমারপুরের পশ্চিমে বাদ্যকারসমন্বিত ডমসার গ্রাম। বাদ্যকার জাতির মধ্যে ডম জাতি সমধিক প্রসিদ্ধ। এই জাতির মধ্যে এক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই জন্য ডমসার বঙ্গদেশে বিখ্যাত। ডমসারের এক ক্রোশ পশ্চিমে কুড়াশি গ্রাম। সিদ্ধ কপিল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কপিলেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বহু লোকের মুক্তিদাতাস্বরূপ এখানে বর্ত্তমান। ইহার পশ্চিমে নবপল্লী বা নবপাড়া। তার পর 'পুষ্প বেষ্টিত' গ্রাম সাধারণে ফুলবেড়িয়া নামে প্রসিদ্ধ। এখানে রাজা চন্দ্ররায় ও কেদার রায়ের মৃণ্ময় দুর্গ আছে, ইহারা চাঁদরায় কেদার রায় নামে প্রসিদ্ধ। রাজধানীর দক্ষিণে রামপাল এবং এক ক্রোশ পূর্ব্বে পরিখা-সমন্বিত পাষাণ-নির্ম্মিত প্রাচীন দুর্গ।

বদরযোগিনীর দক্ষিণে আরিয়াল অথবা আরিয়ল গ্রাম। যুদ্ধ হেতু 'অরীলায়ালো' (?) এই স্থানে আসায় উক্তপ্রকার নামকরণ হইয়াছে। ইহার এক ক্রোশ দক্ষিণে ধীপুর গ্রাম। এখানে আদিশূরের বুদ্ধিমান্ মন্ত্রিগণ বাস করিতেন। ইহার এক ক্রোশ দক্ষিণে বালিগর্ত্ত নামে বৃহৎ গ্রাম—ইহা বালিগড় নামে প্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বপ্রাণীর ভয়ঙ্কর। ইহার এক ক্রোশ দক্ষিণে কছালু গ্রাম—সাধারণ্যে কেছিয়ার নামে প্রসিদ্ধ।

বদরযোগিনীর দক্ষিণে আবদুল্লাপুর গ্রাম। ইহা নীচ জাতির বাসস্থান। আবদুল্লা নামক যবন নিজ নামে এই নগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইহা আবদুল্লাপুর নামে খ্যাত। ইহার পার্শ্বে রিকাববীথি অথবা রিকাববাজার। এখানে ইচ্ছা ও ধলেশ্বরী নদী দক্ষিণবাহিনী। বিক্রমাদিত্যবংশে বৈদ্যজাতীয় আদিশূর এখানে প্রকট হইয়াছিলেন, স্থানীয় লোকে এইরূপ বলিয়া থাকেন।

রাজধানীর উত্তরে বৃদ্ধগঙ্গার তীরে মনোহর জঙ্গির নগর। সবারিঘট্ট পার্শ্বে ইষ্টকনির্ম্মিত দুর্গ এবং জিঞ্জির নামক অপর এক দুর্গ এই নগরে বর্ত্তমান। এখানে ঢক্কেশ্বরী মহাদেবী সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ। ইনি ঢক্কাবাদ্যপ্রিয়, বিশেষতঃ চৈত্র মাসে। দেবীর নামের প্রথমার্দ্ধ লইয়া 'ঢাকা' এই নামের সৃষ্টি।

এইখানে বদরযোগিনীর বিবরণ শেষ হইয়াছে। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমপুরের কোন্ কোন্ গ্রাম সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল, এই বিবরণ হইতে তাহা জানা যাইবে। সোণারং প্রভৃতি যে সকল গ্রাম একণে খুব প্রসিদ্ধ এবং যাহাদের নাম উক্ত বিবরণে নাই, তাহারা যে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল না অথবা বিশেষ ভাবে খ্যাতি লাভ করে নাই, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। রাজনগরের উল্লেখে অনুমিত হয় যে, হয় গ্রন্থের এই অংশ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত, নচেৎ রাজা রাজবল্লভের পূর্ব্বেও এই নগরী বর্ত্তমান ছিল। বাহারিস্তান গ্রন্থে বুড়ীগঙ্গা নদীর নাম নাই, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে বৃদ্ধগঙ্গা নাম ইহার প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতেছে।

৪ (ঘ)। বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ

চন্দ্রদ্বীপের লোকপ্রসিদ্ধ রাজধানী মাধবপার্শ্ব (মাধবপাশা) অর্দ্ধ ক্রোশ পরিমিত ও যোজনার্দ্ধবেষ্টিত। ইষ্টক-নির্ম্মিত রাজবাটীর চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহার অভ্যন্তরে বৃহৎ পুষ্করিণী, দুর্গাসাগরনাম্নী বৃহৎ জলপূর্ণ দীর্ঘিকা ও বহুসংখ্যক জলাশয় ও বৃক্ষবাটিকা বিদ্যমান। সর্ব্বজাতীয় ধনী গৃহস্থ তথায় বাস করে।

১৪০০ শাকে* মাধবপাশায় রামচন্দ্র রাজা হন। ধূম্রঘট্টস্থিত যশোহররাজ রামচন্দ্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেন এবং যৌতুকস্বরূপ কোটালপরা পরগণা প্রদান করেন। কায়স্থ-চূড়ামণি রামচন্দ্র রাজা ৬০ বৎসর রাজ্য করেন। তাঁহার পুত্র প্রতাপনারায়ণ মগজাতির সহিত তুমুল যুদ্ধ করেন। পরাজিত হইয়া মগেরা ব্রহ্মদেশে পলায়ন করে। তিনি ৫০ বৎসর রাজ্য করেন। তাঁহার দুই পুত্র—বাসুদেবনারায়ণ ও কীর্ত্তিনারায়ণ রাজ্যলাভের জন্য পরস্পর যুদ্ধ করেন ও উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপর (প্রতাপনারায়ণের) দৌহিত্র উদয় রাজ্যপালন করিয়া ৫০ বর্ষ বয়সে বনে গমন করেন।

মাধবপার্শ্বের অর্দ্ধ যোজন পূর্ব্বে কাশীপুর গ্রাম। এখানে বহু ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত বাস করেন। এখানে শিবমন্দির, পণ্যবীথিকা, হট্ট প্রভৃতি আছে এবং প্রতি মাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে যাত্রা হয় (যাত্রা ভবতি শোভনা)। কাশীপুরের অর্দ্ধ যোজন পূর্ব্বে বরশালা গ্রাম। পুরাকালে কোন রাজা তথায় ইষ্টক দ্বারা বরশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এই জন্য বরশালা নামকরণ হয়। সাধারণে বলে বড়িশাল (বড়িশাল ইতি ভাষায়াং)। ইহার নিকট কীর্ত্তনখলা নদী দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে প্রবাহিতা। সমুদ্রের বেগে ইহার জলের বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়, স্থানীয় ভাষায় ইহাকে জুয়ার-ভাটা বলে। এখানে প্রাচীন মন্দিরে কালীমূর্ত্তি আছে, তাঁহার পূজা ও পাদোদক পান করিলে প্রেতবাধাদি দূর হয়।

বরশালের সার্দ্ধযোজন পূর্ব্বে শালুকগ্রাম (শালুকা) (চন্দ্রদ্বীপের ?) পূর্ব্ব সীমা। জলমধ্যে বহু শালুকপুষ্প জন্মে বলিয়া এই নাম হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই বা তিনটি নালা-বেষ্টিত জঙ্গল, এখানে গো-মহিষাদি পশু স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। কোথাও বা কৃষকেরা ধান্যাদি শস্য রোপণ করে। এখানে ব্যাঘ্রের ভয়, বিশেষতঃ শীতকালে বাঘেরা অনেক মানুষ মারে।

মাধবপার্শ্বের অর্দ্ধ যোজন পশ্চিমে ক্ষুদ্র নদীর নিকটে গোষ্ঠীক গ্রাম (গুঠিয়া) গ্রাম। রাজা এই গ্রামে অস্ত্রধারী পদাতিক-গোষ্ঠী স্থাপন করিয়াছিলেন—বৃহৎ বৃহৎ নৌকায় আরোহণ করিয়া সহস্র সহস্র মগ বীর ধনপূর্ণ চন্দ্রদ্বীপ জয় করিতে আসিলে এই গ্রামমধ্যে পরাজিত হইয়া বরমা নামক (বরমাখ্যং) নিজ দেশে পলায়ন করে। এখানে মৃণ্ময় দুর্গ ও বাসুদেবের মন্দির আছে। গোষ্ঠীগ্রামের অর্দ্ধ যোজন পশ্চিমে ক্ষুদ্র নদীর নিকট খলিসাকোট মহাগ্রাম (খলিসাকোটা)। এখানে বড় বড় দোকান ও হাট আছে। এখানে শস্ত্র-শাস্ত্রবিশারদ

* এই তারিখটি ঠিক নহে।

বিখ্যাত বৈদ্য রায় মহাশয় মণ্ডলেশ্বর ছিলেন। তাঁহার পুত্র ধুরন্ধর রাঘব রায় সর্ব্বদা পণ্ডিত-গণের সহিত শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন এবং গোষ্ঠীগ্রামের হাট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হাট স্থাপন করিয়া-ছিলেন।

খলিসাকোটার পশ্চিমে ক্ষুদ্র মগরা ও বৃদ্ধ মগরা (ছোট মগরা বড় মগরা) নামক দুইটি যোজনদ্বয় বিস্তীর্ণ ভয়ানক তল্প। ইহার জলে বহু পরিমাণ কূর্ম্ম ও মৎস্য আছে। ইহার চারি পার্শ্বে জঙ্গলমধ্যে ব্যাঘ্রাদি বনজন্তু বিচরণ করে। কিন্তু ধান্যাদি শস্য লাভের জন্য ইহার পার্শ্বে অনেক গৃহস্থ বাস করে।

মাধবপার্শ্বের ছয় যোজন পশ্চিমে কোটালি গ্রাম পরগণা বৈদিকগণের নিবাসস্থল। ইহা চন্দ্রদ্বীপের পশ্চিম সীমা। চোরের বন্ধন ও মারণের নিমিত্ত চতুর কোটালগণকে চন্দ্র-দ্বীপের রাজারা ভূমিদান করিয়া এইখানে স্থাপিত করিয়াছিলেন—এই নিমিত্ত কোটালপাড়ি পরগণা বিখ্যাত। রাজা রামচন্দ্রের মহিষী প্রতাপাদিত্যের কন্যা স্বীয় গুরু বৈদিক ব্রাহ্মণকে এই পরগণা দান করিয়াছিলেন, সেই হেতু বৈদিকগণই এখানকার মণ্ডলেশ্বর—বৃদ্ধমুখে এইরূপ শুনিয়াছি। মাধবপার্শ্বের এক ক্রোশ দক্ষিণে কপর্দ্দবটিকা (কড়াকুড়) গ্রাম। এখানে একটি নদী ও বৃহৎ হাট আছে। মামুদ হায়াতনামা যবন প্রজাদিগকে কপর্দিকা (কড়ি) দান করিয়া ও হাটের শুল্ক গ্রহণ না করিয়া এই গ্রাম স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইহার এক যোজন দক্ষিণে কলসকণ্ঠি (কলসকাটি) গ্রাম। এখানে প্রকাণ্ড হাট—নানা চিত্রময়ী বহুসংখ্যক কলসী হাটে পাওয়া যায়, এই জন্য গ্রামের নাম কলসকণ্ঠি। ইহার দুই দিকে নদী, এবং এখানে বহু মন্দির। চতুর্ধরীনামা ব্রাহ্মণেরা এখানকার মণ্ডলেশ্বর।

কলসকণ্ঠির দুই যোজন দক্ষিণে বংশবাটি (বাঙসবেড়িয়া) একটি বৃহৎ গ্রাম। এখানে রাজার স্থাপিত প্রাচীন হাট আছে। কোন রাজা বহু বংশবৃক্ষ রোপণ করায় গ্রামের এই নাম। বংশবাটির চতুর্দ্দিকে ভয়ংকর জঙ্গল। ইহার চারি ক্রোশ দক্ষিণে ছন্নখলবাস গ্রাম (ছোনখালাবাস)। এখানে খল লোকেরা ছন্ন অর্থাৎ সুপ্তভাবে থাকিয়া লোককে কঠোর বাক্য ও অন্যান্য প্রকারে যন্ত্রণা দেয়। এই হেতু গ্রামের এই নাম। এই গ্রামের দুই যোজন দক্ষিণে ভয়ংকর সুন্দরবন (সুন্দরাখ্যজঙ্গলং), এখানে ব্যাঘ্রাদি নানা জন্তুর ভয়।

মাধবপাশার এক ক্রোশ উত্তরে ডুম্বুরপুর (ডুমুৎপুর) গ্রাম। শিবডুম্বুরভক্ত রামভদ্র নামক নিখিল সিদ্ধগণের চক্রবর্ত্তী এক ব্রাহ্মণ এই গ্রাম স্থাপিত করেন। এই গ্রামে বহু চিকিৎসক ও হাট আছে এবং ইহার পার্শ্বে এক নদী আছে। এই গ্রামের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ক্ষুদ্রকণ্ঠি (ক্ষুদ্রকাষ্ঠি) বিষয়। ইহার পার্শ্বে পূর্ব্ব-পশ্চিমবাহিনী সুগভীর আম্রতোলা (আমতোলা) নদী। মগ প্রভৃতি নীচজাতীয় লোকেরা বড় বড় নৌকা করিয়া আম্রতোলা নদী বাহিয়া বাণিজ্য করিতে যায়। ক্ষুদ্রকণ্ঠির চারি ক্রোশ উত্তরে জাহপুর (জাপুর) গ্রাম, ইহার পার্শ্বে এক বৃহৎ নদী। যবনবিদ্যাপরায়ণ চৌধুরীরা এখানে বাস করে। এই গ্রামের সার্দ্ধযোজন উত্তরে ইদিলপুর পরগণা। ইহাই [চন্দ্রদ্বীপের] উত্তর দিকের সীমা। ইহার পার্শ্বে দুইটি বিপুল নদী।

অতঃপর বৃদ্ধগণের মুখে চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি। বিক্রমপুরের নিকট বুড়াশিব নামক শিবলিঙ্গের মন্দির আছে। ইহার নিকট চন্দ্রশেখর নামক ব্রাহ্মণের বাটি। তিনি সুন্দরবনের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে বিবাহ করেন। নৌকায় তিন দিনে সর্ব্বদাই তিনি শ্বশুরবাড়ী যাতায়াত করেন। একবার দিক্ হারাইয়া তিনি জলমধ্যে ভূমিখণ্ডে উপনীত হন এবং স্ত্রীর পরামর্শে স্থলপথে গিয়া এক সরোবরপার্শ্বে দেবী-মন্দির দেখিতে পান। তাঁহাদের পূজায় তুষ্ট হইয়া দেবী চন্দ্রশেখরকে বর দিলেন যে, জলমধ্যে তাঁহার নামে এক দ্বীপ হইবে এবং ইহা হইতে তাঁহার সাত লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা কর আদায় হইবে। এখনও যবনরাজের সহিত মগের যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সপ্ত লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা কর নির্দ্ধারিত আছে।

"সপ্তলক্ষ রৌপ্যমুদ্রা করং যুদ্ধস্য ভূপতে।
ব্যয়ায় যবনরাজেন মগৈঃ সাকং প্রতীয়তে॥"

৫। তাম্রলিপ্ত

তাম্রলিপ্ত মহাদেশে ব্যবসায়ী জনের প্রচুর লাভ হয়। আম, সুপারি, কাঁঠাল ও তুলা আর কোথায়ও এরূপ প্রচুর পরিমাণে জন্মে না। কোন কোন স্থলে সামুদ্রিক লবণও তৈরী হয়। তাম্রলিপ্তকে চলিত ভাষায় তমলুক বলে। এই দেশে পদ্মাবসান (পন্দুবসান) নগর বিখ্যাত। বৃদ্ধমণ্ডেশ্বর নামক সমুদ্রের পূর্ব্বকচ্ছে মুণ্ডগচ্ছ (মুড়াগাছা) পরগণা, ইহার অন্তর্গত পাটদা গ্রাম লোকের সুখদায়ক।

তাম্রলিপ্তের দুই যোজন উত্তরে চৌরমল্ল নামক মহাগ্রাম। এখানে মল্ল সংজ্ঞাধারী দ্বাদশ রাজপুত্র প্রত্যহ চৌরকর্ম্ম করে এবং বৃদ্ধমণ্ডেশ্বরের নিকটে সর্ব্বদা লোককে নানাপ্রকার পীড়ন করে। ইহাই গ্রামের নামের উৎপত্তি। ইহার তিন ক্রোশ উত্তরে শস্যশালী কুলপী গ্রাম—ধান্যাদি দ্বারা লোকের কুল রক্ষা করে (কুলং পাতীতি), এই হেতু গ্রামের এই নাম। ইহার সার্দ্ধযোজন উত্তরে হট্টগঞ্জ মহাগ্রাম। এখানে সর্ব্বদাই বহু ব্যাপারীরা বাস করে। ইহার দুই যোজন উত্তরে যক্ষবাদ (যকারবাদা) মহাগ্রাম। ইহার এক ক্রোশ উত্তরে ব্রাহ্মণগণের নিবাসভূমি বেহার গ্রাম (বেহালাবড়িষা)।

চৌরমল্লের দক্ষিণে কেবল বৃহৎ বন, সেখানে ব্যাঘ্রাদি বাস করে। বড় বড় নৌকা চৌরমল্ল হইতে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিয়া দুই দিনে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে পৌঁছে। চৌরমল্লের বায়ুকোণে পাঁচ ক্রোশ দূরে সাহায্যপুর (সাপুর), এখানে লোকেরা শত্রুতা না করিয়া পরস্পরের সাহায্য করে বলিয়া এই নাম হইয়াছে। সাপুর হইতে বায়ুকোণে এক যোজন দূরে জয়নগর। এখানে বহু কায়স্থ ও নবশাকের বাস। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে শাস্ত্রযুদ্ধে কোন দেশীয় পণ্ডিতেরা পরাস্ত করিতে পারে না, কিন্তু এই গ্রামের এক পণ্ডিত ন্যায়-শাস্ত্রের বিচারে নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগকে পরাজিত করায় রাজা ইহার জয়নগর এই নাম করেন। ইহা হইতে এক ক্রোশ বায়ুকোণে বোড়ুগ্রাম। তার পর তিন ক্রোশ বায়ুকোণে গোচরগ্রাম, অনেক গরু চরে বলিয়া ইহার এই নাম।

গোচর হইতে তিন ক্রোশ দূরে বারুয়িগ্রাম (বারুয়িপুর), প্রচুর পান জন্মে বলিয়া তাম্বুল বিক্রয়ী বর্ণশঙ্কর জাতি এখানে বাস করায় এইরূপ নাম। ইহার নিকট মদনমল্ল (মেদনমল্ল) গ্রাম। ইহার ৫ ক্রোশ দক্ষিণে গলিয়া (গড্যা) গ্রাম, তাহার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে গুমগণ্ড (গুমগড়)। ইহার নিকট মহীষি-দল (মহিষাদল) মহাগ্রাম। এখানে মহিষাদি পশু দলনামক ঘাস সর্ব্বদা আহার করে, এই জন্য এই নাম। এই নামের আরও দুইপ্রকার উৎপত্তি আছে। এই দেশের রাজমহিষী দলের দ্বারা দেশ পালন করেন (তদ্দেশপালিকা রাজমহিষী চ দলাদিভিঃ। শ্রুতং পরম্পরা রাজন্ মহিষীদলমিতি স্মৃতং॥) এই জন্য মহিষীদল নাম। দুর্গাদেবী এই স্থানে দশ ভুজের দ্বারা মহিষাসুরকে খণ্ড-বিখণ্ড (দারিত) করিয়াছিলেন, এই জন্য মহিষীদর নাম।

মুণ্ডগুচ্ছের দুই যোজন পূর্ব্বে বিখ্যাত বরদহট্ট (বর্দিহাটি) পরগণা। ইহার অন্তর্গত বোড়ুগ্রাম। মুণ্ডগুচ্ছের পূর্ব্বপারে কদলীগুচ্ছ (কলাগেচ্ছা) গ্রাম, এখানে বৃদ্ধমণ্ডেশ্বরের লবণাক্ত জল ও বহু কদলীবন আছে। ইহার উত্তরে কুলপিগ্রাম (কুড়পী), এখানে বহু শস্য জন্মে। এই দেশের জনৈক লবণকারী যত্নপূর্ব্বক স্বকুল রক্ষা (পাতি) করায় এই নাম হইয়াছে।

রাজধানীর সার্দ্ধযোজন দক্ষিণে তালপাটিমহাগ্রাম। বৃদ্ধমণ্ডেশ্বর সাগরের পশ্চিমে তাম্রলিপ্ত মহাদেশ গৌড়দেশে বিখ্যাত। তাম্রলিপ্ত হইতে নৈর্ঋত কোণে আড়াই যোজন দূরে মনোহর পল্লাবসান নগর। তাম্রলিপ্তে বর্গভীমা মহাদেবী আছেন। তাম্রলিপ্তের ঈশান কোণে মণ্ডলঘট্ট পরগণা, উত্তরে গঙ্গাখালি (গেঁয়াখালি) এবং দক্ষিণে নারায়ণপুর।

পল্লাবসানের আড়াই যোজন পশ্চিমে, মণ্ডলঘট্ট পরগণায় গঙ্গানদীর নিকটে মর্কটপ্রস্তর (মাকড়াপাথর) গ্রাম। এখানে বহু মর্কট থাকায় এই নাম হইয়াছে।

মণ্ডলঘট্ট পরগণায় রূপনারায়ণ নদীপার্শ্বে মানাঙ্কুর বিষয়, এখানে বহু নারিকেল পাওয়া যায়। তাম্রলিপ্তের পূর্ব্বভাগে বেগবতী রূপনারায়ণ নদী। গঙ্গাখালির এক যোজন পশ্চিমে নদীপার্শ্বে তাম্রলিপ্ত মহাগ্রাম। গঙ্গাখালির ৮ ক্রোশ উত্তরে বৃহৎ নদীর নিকট উলুবেষ্টিত গ্রাম (উলুবেড়িয়া)। উলুতৃণ এখানে অধিক মাত্রায় জন্মে, এই জন্য এই নাম। এখানে দোকানে সকল সামগ্রী পাওয়া যায়, বিশেষতঃ এখানে বহু মৎস্য বিক্রয় হয়।

বৃদ্ধমণ্ডেশ্বরের অপর (পশ্চাৎ) পারে ছয় যোজন দূরে হিজরী গ্রাম। তাম্রলিপ্তের পশ্চিমে কেনমাল, এবং উত্তর-পশ্চিমে কাষ্ঠজোটক দেশ। কাষ্ঠজোটকের নৈর্ঋত কোণে ধান্যাদি-পূর্ণ তিন গ্রাম, শুদ্ধমুষ্টি, জলমুষ্টি ও ভূমিমুষ্টি (সুজামুটা, জলামুটা, ভুমামুটা)। এই তিন দেশের রাজা রজপুত্রজাতীয়।

তাম্রলিপ্তের পশ্চিমে বহু দূরে ময়নাদুর্গ (ময়নাগড়)। তাম্রলিপ্তের ভাষা "তুলিয়া তমলুক" (তাম্রলিপ্তস্য ভাষা তুলিয়া তমলুক ইতি)।

মানাঙ্কুরের এক ক্রোশ দূরে তেজঃপুর (তাজপুর) গ্রাম। এখানে বহু ব্রাহ্মণের বাস। মানাঙ্কুরের সাড়ে তিন যোজন দক্ষিণে মর্কটপ্রস্তর গ্রাম, এখানে সুস্বাদু মুখশোধক কর্পূর-

কর্তৃক (কপুরকালি) পাতা জন্মে। তাম্রলিপ্ত দেশে অনেক 'দোরো' ভূমি আছে। এখানে খুব ধান্য জন্মে।

৬। যশোর

রাজধানী চন্দ্রচণ্ডা (চাচরা) যশোরে বিখ্যাত। এখানে ইষ্টক-নির্ম্মিত মনোহর দুর্গ আছে। চন্দ্রচণ্ডার পরিধি এক ক্রোশ। এখানকার রাজা কায়স্থজাতীয় শুকদেব। ইহার এক ক্রোশ পূর্ব্বে ভৈরব নদের পশ্চিমে নীলগঞ্জ, এখানে বহু ব্যাপারী আছে। রাজাজ্ঞায় নীল নামক জনৈক ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের নিমিত্ত এই গঞ্জ স্থাপন করেন। নীলগঞ্জের তিন ক্রোশ পূর্ব্বে তারাগঞ্জ। তারানাম্নী কোন রাজমহিষী স্বীয় নামে এই গঞ্জ স্থাপন করেন। তারাগঞ্জের এক যোজন পূর্ব্বে বালুকাগ্রন্থী (বালুয়াগথী) মহাগ্রাম। এখানে কৃষকেরা বাস করে। ইহার পার্শ্বে চিত্রা নদী এবং পাঁচ ক্রোশ পূর্ব্বে সর্ব্বগ্রামশিরোমণি রাজগঞ্জ মহাগ্রাম। নূনগঞ্জের রাজা বলু রায় ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। রাজগঞ্জের অর্দ্ধযোজন পূর্ব্বে মহামন্দপুর (মামুদপুর)—পুরাকালে যবনেরা ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

রাজধানীর তিন ক্রোশ পশ্চিমে দেবালয়-সমন্বিত ঝিঙ্গরগুচ্ছ (ঝিঙ্গরগাছা) গ্রাম। ইহার এক যোজন পশ্চিমে সারসা গ্রাম। সারস নামে এক ধনী ব্যক্তি বহু বন কাটিয়া এই গ্রাম স্থাপিত করেন। সারসার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে চারি ক্রোশ দূরে গদখালি গ্রাম। এখানে লোকের শ্লীপদ অর্থাৎ গোদ হয় বলিয়া এই নাম হইয়াছে। এখানকার ভূমি সর্ব্বদা জলযুক্ত। এখানে বহু ধান্য জন্মে, কিন্তু নানারকম পীড়া হয়। সারসার এক যোজন পশ্চিমে কঘর (কঘরা) গ্রাম, এখানে নীচ জাতির বাস।

চন্দ্রচণ্ডা রাজধানীর আড়াই যোজন পশ্চিমে ছোড়িকাপুর (ছুটিপুর)। ইহা যশোরের সীমা; ইহার পরেই নবদ্বীপরাজের অধিকার। রাজধানীর এক ক্রোশ দক্ষিণে মুণ্ডালি (মুড়ালি) গ্রাম। প্রতাপাদিত্য রাজা এখানে যুদ্ধ করিয়া বহু শত্রুর মুণ্ডপাত করিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম। রাজধানীর দুই ক্রোশ দক্ষিণে গভীর স্রোতযুক্তা ভৈরব নদী।

মুণ্ডালির তিন ক্রোশ দক্ষিণে মাখালি গ্রাম। এখানে নীচজাতিরা মাখল, বড়াম, সুগ্র প্রভৃতি গ্রাম্য দেবতার পূজা করে। মাখালির সার্দ্ধ যোজন দক্ষিণে আলির নগর (আলি নগর)। আলি নামক এক ভাগ্যবান্ যবন বহু যত্নে এই নগরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আলিনগরের তিন ক্রোশ দক্ষিণে দক্ষিণাড়ি গ্রাম। প্রতাপাদিত্য রাজা বহু ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদি দান করিয়া এই গ্রামে বাস করাইয়াছিলেন। এই জন্য ইহার নাম দক্ষিণডিড। ইহার এক যোজন দক্ষিণে মহেশ্বরপাশা। মহেশ্বর নামক প্রাচীন লিঙ্গ পূজা করিয়া লোকে ভবপাশ হইতে মুক্ত হয়—এই জন্য ইহার এই নাম। ইহার চারি ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে ইষবপুর পরগণা। এই স্থানে যশোররাজ ইষুপূর্ণ তূণ সহ পদাতিকগণকে স্থাপিত করিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম হইয়াছে। এক ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণে চন্দনীমহল গ্রাম। ব্যায়ামবিদ্ মল্লগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চন্দননামক ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্থাপিত হওয়ায় এই নাম। চন্দনীমহলের

দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে তিন ক্রোশ দূরে বিল্বপুষ্পা (বেলফুলা) গ্রাম। এই গ্রাম শুকদেবের প্রিয়। শিবভক্ত কর্ত্তৃক বহু বিল্ববৃক্ষ রোপিত হওয়ায় এই নাম। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্বে এক যোজন দূরে ফকিরহট্ট (ফকিরহাট) গ্রাম। পুরাকালে এক সংসারবিরাগীর আদেশে এক বণিক্ এই গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে দুই যোজন দূরে কচ্ছপ গ্রাম (কছুয়া) পর্য্যন্ত যশোরের সীমা। এই গ্রামের পুষ্করিণীতে বহু কচ্ছপ আছে বলিয়া এই নাম। ছয় যোজন দক্ষিণে নয়াবাদ মহাগ্রাম। ইহার নিকট রূপসা নামক বৃহৎ নদী—বর্ষাকালে ইহা পার হওয়া কঠিন।' মহারাজ প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নয়াবাদ যশোরের দক্ষিণ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ইষবপুর পরগণায় খুলনা বিষয় (খুলিনিয়া)। ইহার নিকট সেনের বাজার (সেনস্ত বীথিকা)। রূপসা ও ভৈরবের সঙ্গমে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

চন্দ্রচণ্ডার দশ যোজন উত্তরে পাবিত্র্যকারক পাবনা গ্রাম। পাবনা চন্দনার (?) উত্তর সীমা (উদীচী সীমা পাবনাহি চন্দনায়াঃ কৃতে নৃপ।)

রাজধানীর এক যোজন উত্তরে খর্জ্জরীগভীর (খেজুরা গহেরপুর)। খর্জুরাদি বৃক্ষ ও গভীর কূপ আছে বলিয়া এই নাম। ইহার অর্দ্ধ যোজন উত্তরে ধবলহট্ট (ধবলহাটি) মহাগ্রাম যশোরে প্রসিদ্ধ। রাজমন্ত্রী ধবল নিজ নামে এই গ্রাম ও হাট স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার তিন ক্রোশ উত্তরে চতুরাবেষ্টিত (চতুবাবেড়া) গ্রাম। এই গ্রামের দুই যোজন উত্তরে ভৈমলোষ্ট্র (ভীমের টীপা)—ইহা দুই শত হস্ত উচ্চ স্থূল মৃত্তিকাস্তূপ। দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত ভীম ক্ষুধা নিবারণার্থে রন্ধনের জন্য এই পাকচুলী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ। ইহার পাঁচ ক্রোশ উত্তরে দ্বাদশবীথিকা (বার বাজার) গ্রাম। কোন রাজা গৃহস্থের সুখের জন্য দ্বাদশবীথিকা স্থাপিত করিয়াছিলেন। এখানে পাষাণ-মন্দিরে মহাবিদ্যা কালিকা আছেন। ইহার এক যোজন উত্তরে নবগঙ্গার নিকটে বিনোদপুর গ্রাম—কৃষি বাণিজ্যের কারণ অধিবাসীরা আনন্দিত (বিনোদিন) থাকায় গ্রামের এই নাম। ইহার চারি ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে বৃহৎ শতখালি (শৎখালি) গ্রাম। ইহার অর্দ্ধ যোজন উত্তরে তেজপুর (তাজপুর)। ইহার দুই যোজন উত্তরে প্রসিদ্ধ বারুয়িবারসা (বারুইবারসা) গ্রাম। এখানে তাম্বূলবিক্রয়ী বহু বারুজীবী ও ব্রাহ্মণ বাস করে। ইহার এক যোজন উত্তরে ব্যাঘ্র-খালি (বেগুয়াখালি) বিষয়। ইহার নিকটে বারসাহী নদী। ব্যাঘ্রখালি গ্রামের পাঁচ ক্রোশ উত্তরে দক্ষিণাবাটিকা গ্রাম। এই গ্রামের নিকট চন্দনা নদী। এই নদীতে স্নান করিয়া অমাবস্যার রাত্রে গ্রামস্থিত কালীমূর্ত্তির নিকট তান্ত্রিক মতে চক্র করিলে সিদ্ধি হয়। অনেক মদ্যপায়ী দুরাচার ব্যক্তি নানাজাতীয় গৃহস্থের পত্নী সহ সুরা পান করিয়া কালীর নিকট তান্ত্রিক মতে নানা অনুষ্ঠান করে। এই গ্রামের সরোবরের জলপান মাত্রে শূলাজীর্ণ রোগ সারে।

দক্ষিণাবাটীর উত্তর-পশ্চিম কোণে এক যোজন দূরে সুবর্ণপুর (স্বনাগপুর)। যশোররাজ

বহু অলঙ্কার প্রস্তুত করাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্ণকারকে এই গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ইহার আড়াই যোজন উত্তরে খগঞ্জন (খাগজানা) গ্রাম। যশোররাজ প্রাণহিংসক পক্ষিগণকে বধ করায় এই নাম। এক যোজন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মাধবপুর গ্রাম, এখানে ৩৬ জাতির ধনাঢ্য গৃহস্থ বাস করে। এখানে বক্রোদকা (বেড়ুয়াদ) নামে গভীর দীর্ঘিকা আছে। মাধবপুরের অর্দ্ধ যোজন উত্তর-পশ্চিমে পামসা (পাংশা) গ্রাম, ইহা নীচজাতির নিবাসস্থল।

রাজধানীর তিন ক্রোশ দক্ষিণে এরণ্ড গ্রাম। রাজা বল্লভ রায়ের আজ্ঞায় মানসিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া বহু অধিবাসীর মৃত্যু হয় এবং তাহাদের স্ত্রী বিধবা (রণ্ডা) হয়, এই জন্য এরণ্ড এই নাম। অথবা রণ্ডবৃক্ষাদির বন ছেদন করিয়া এই গ্রাম স্থাপিত হয় বলিয়া এই গ্রামের নাম এরণ্ড। ইহার দুই যোজন দক্ষিণে খেদপল্লী (খেদপাড়া)। এখানকার লোক সর্ব্বদাই খেদান্বিত। কারণ, এই গ্রামের এক প্রকাণ্ড নিম্ববৃক্ষে ব্রহ্মদত্ত নামক এক ভূত সর্ব্বদা লোকগণকে পীড়ন করে। ইহার এক যোজন দক্ষিণে শস্যশালী বাকড়া বিষয়। এখানে কোন ব্রাহ্মণ দৈবশক্তির প্রভাবে চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, এজন্য ইহা বাকলা নামে বিখ্যাত। এই গ্রামের পার্শ্বে নদীতে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ শ্লীপদ (গোদ) হয়।

বাকড়া গ্রামের পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে কদলীগুচ্ছ (কেড়াগাছি) গ্রাম। ইহার এক যোজন দক্ষিণে ইচ্ছামতী নদীর নিকট কুসদ (কুশদ্বীপ) পরগণা। এখানে রাঢ়ীয়, বৈদিক, বিশেষতঃ কুলীন বহু ব্রাহ্মণের বাস। এখানে বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণ সিদ্ধান্ত বিখ্যাত। কুশদ্বীপ, নলদ্বীপ ও নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণের মধ্যে কৃষ্ণ সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তশিরোমণি। তিনি ১৫৬০ শাকে (১৫৩৮ খৃঃ অঃ) কুশদ্বীপে বিরাজ করেন। (ষষ্টিবেন্দু সংখ্যে চ বৎসরে ব্যত্যয়ে নৃপ। পণ্ডিতঃ কৃষ্ণসিদ্ধান্তঃ কুশদ্বীপে বিরাজতে ॥)

কুশদ্বীপের তিন যোজন দক্ষিণে সোদরপুর (সোদপুর) গ্রাম। ইহার অর্দ্ধযোজন দক্ষিণে ক্রোশপরিমিত টাকিগ্রাম এখানে গুহজাতীয় কায়স্থের বাস বল্লালরাজ, প্রথমে ব্রাহ্মণগণের কৌলীন্য স্থাপিত করিয়া তৎপর কায়স্থগণের কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্ত্তন করেন। ঘোষ, বসু ও মিত্র উপাধিধারিগণ রাঢ় দেশে এবং গুহ উপাধিধারী বঙ্গদেশে যশোরে বিখ্যাত। টাকীর গুহগণ পারসীক যাবনী বিদ্যা-পারদর্শী ও মসীজীবী। মণ্ডলেশ্বর গুহগণ যবনগণের মন্ত্রী। টাকীর গৃহে গৃহে শিবলিঙ্গ ও মন্দিরে মঙ্গলচণ্ডী দেবী। গুহজাতিরা সর্ব্বদা মদ্য মাংস গ্রহণ করেন। যবনেরা তাঁহাদিগকে চতুর্ধরী উপাধি দিয়াছেন, তাঁহারা টাকীর চৌধুরী নামে প্রসিদ্ধ।

দুর্লভ গুহ মজুমদার নামক মসীবিদ্যাপরায়ণ এক ব্যক্তি চন্দ্রদ্বীপ হইতে আসিয়া টাকীগ্রামে বাস করেন। তিনি মণ্ডলেশ্বর ও কবলাগ্রামের অধিপতি হওয়ায় প্রজাগণের নিকট কর ও মর্য্যাদা লাভ করিয়া 'চৌধুরী' নামে আখ্যাত হন। দুর্লভের পুত্র ভবানীদাস; ভবানীদাসের পুত্র কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাসের পাঁচ পুত্র—রঘুনাথ রায়, রামদেব রায়, রত্নেশ্বর রায়, রাধাকান্ত রায়, কেশব রায়। রঘুনাথের পুত্র রামনাথ, তৎপুত্র রামশরণ। তাঁহাদের বংশের বহু লোক টাকীগ্রামে বাস করে।

চন্দ্রচড়ার দক্ষিণভাগে যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীর পার্শ্বে টাকিগ্রাম। এই দুই নদী দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া কাতুলা গ্রামের পাশে মিলিত হইয়াছে। এই গ্রামে বহু কায়স্থের বাস। যশোরে এই গ্রামের তুলনা নাই, এই জন্য গ্রামের নাম কাতুলা। কাতুলা গ্রামের পার্শ্বে যমুনা ও ইচ্ছামতী নদী।

টাকিগ্রামের ১ যোজন পূর্ব্বে বৈষ্ণবগণের বাসস্থান দেহহট্ট (দেহাটা) মহাগ্রাম। নাড়া নামে কথিত নিত্যানন্দ প্রভুর বার শত ভক্ত গৌড়বঙ্গে আছে। নাড়ামতাবলম্বী নারীর সংখ্যা তের শত। দেহট্টে গোকুল নামক নাড়া মহান্তের পাট বিখ্যাত (গোকুলদাস নাড়ার পাট)।

টাকিগ্রামের উত্তর-পূর্ব্বকোণে আড়াই যোজন দূরে ঈশ্বরীপুর (ঈশ্বরপুর)। এখানে যশোরেশ্বরী দেবী আছেন। সতীর হস্ত ও পদদ্বয় এখানে পড়িয়াছিল। লোকে যশোরেশ্বরীর আরাধনার দ্বারা অসাধ্য সাধনের জন্য সম্বৎসর নখ ও লোম ধারণ করে এবং কামনাসিদ্ধির জন্য জিহ্বাদি ছেদন করে। এখানে শিমুলীজাতির বাস।

সুন্দরবন বা বাদাভূমিতে ব্যাঘ্রাদি বাস করে। ইহার বিস্তৃতি শত যোজন। এখানে রায়মঙ্গলা নদী।

টাকিগ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে তিন যোজন দূরে রাজধানী ধূম্রঘট্ট—ইহার পার্শ্বে ইচ্ছামতী নদী। এইখানে প্রতাপাদিত্যের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ও মৃত্যু এবং কচুবনে লুক্কায়িত বসন্তরায়পুত্র কচুরায়ের রাজ্য প্রাপ্তি প্রভৃতি সংবাদ আছে।

৭। আলাপ সিংহ

আয়াম নদীর তীরে রাজধানী মুক্তাগচ্ছ। শ্রীকৃষ্ণাচার্য্য ইহার প্রথম রাজা। তাঁহার পুত্র হরাচার্য্য। রাজধানীর পূর্ব্বে বিষ্ণুসাগর। তিন যোজন পশ্চিমে জলসাহি (জলসাহির পাহাড়) পশ্চিম সীমা। মুক্তাগচ্ছের তিন ক্রোশ পশ্চিমে রায়কাণ্ড গ্রাম। তাহার দেড় যোজন পশ্চিমে ঘর্ঘরা রামচন্দ্রপুর (ঘগাপুর রামচন্দ্র)। ইহার দুই যোজন পশ্চিমে গাপতল্লী পার্শ্বে বর্ণাধার (বর্ণার) নদী। চারি ক্রোশ-পরিমিত বড়িল বীল, তাহার নিকট ভাবাল গ্রাম।

রাজধানীর তিন যোজন পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদী দক্ষিণ-বাহিনী। রাজধানীর এক যোজন পূর্ব্বে বার্ত্তাকুবাটিকা (বাগুনবাটী)—নানা রংয়ের বার্ত্তাকু হয় বলিয়া এই নাম।

মুক্তাগচ্ছের দেড় যোজন পূর্ব্বে কুম্ভকারপল্লী (কুমারপাড়া)। ইহার পার্শ্বে সুতন্না নদী বর্দ্ধিগ্রামে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে।

রাজধানীর ৬ ক্রোশ (রস ক্রোশ) পূর্ব্বে পর্ব্বতের নিকট ও বর্ণ্যা নদীর পার্শ্বে ভাবালো গ্রাম, এবং দেড় যোজন দক্ষিণে কুসুমাড়ি। কুসুমাড়ির দুই ক্রোশ দক্ষিণে পণ্ডিতবাটী, ইহার অর্দ্ধযোজন দক্ষিণে শিবগঞ্জ—ইহার দুই ক্রোশ দক্ষিণে কাষ্ঠদুর্গ (কাটগড়)।

মুক্তাগচ্ছের উত্তর-পশ্চিম কোণে তিন ক্রোশ দূরে ইনাতো গ্রাম—ইহার দুই ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে কান্দার গ্রাম। রাজধানীর (১) দুই যোজন উত্তরে অষ্টধারো (অষধার) মহাগ্রাম উত্তর সীমা, (২) অর্দ্ধযোজন উত্তরে শিরখালি নদীর নিকট শশকগ্রাম (শশাকল) এবং (৩) পাঁচ ক্রোশ উত্তরে বাটীকা গ্রাম। ব্রহ্মপুত্রের এক যোজন পশ্চিমে নাসিরাবাদের পার্শ্বে বার্ত্তাকুবাটিকা (বাগুনবাড়ি)। নাসিরাবাদে বহু মৎস্য ও তেজপত্র পাওয়া যায়।

৮। মানাত দেশ

রাঢ় দেশে মানাত বিখ্যাত। যোগিজাতীয় মহেন্দ্রনারায়ণ রাজা পুরাকালে এখানে মৃত্তিকাময় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মানাতের এক যোজন পূর্ব্বে ছিন্নাঙ্কনা (ছিনা আকনা) গ্রাম। ইহার একচতুর্থ ক্রোশ পূর্ব্বে সরস্বতী নদীর সমীপে বালড়গ্রাম।

সরস্বতী নদী তত্র বাতি দক্ষিণবাহিনী।
সূক্ষ্মরূপা তোয়হীনা বর্ষাজলপ্রপূরিতা।

বলড়ার দেড় ক্রোশ পূর্ব্বে সপ্তগ্রাম, এখানে বৈশ্যজাতির নিবাস। পুরাকালে ইহার অম্বষ্ঠরাজার এক স্ত্রীর গর্ভে এককালে (যুগপৎ) সপ্ত পুত্র জন্মে, এই জন্য সপ্তগ্রাম নাম অথবা এক বণিকের সপ্ত পুত্রের মৃত্যু হেতু এই নাম হয়। ইহার নিকট মামুদাবাদ। সপ্তগ্রামের দুই ক্রোশ পূর্ব্বে ভাগীরথীর নিকট ত্রিবেণী গ্রাম।

সরস্বতী, জাহ্নবী ও যমুনা প্রয়াগে মিলিত হইয়া প্রবাহিত হয়। নানা দেশ অতিক্রম করিয়া গৌড় ও অঙ্গের সন্ধিভূমি রাজমালা পার হইয়া গৌড়নগরী প্রাপ্ত হয়। তার পর শঙ্খাসুরের বিড়ম্বনায় সৌতিক গ্রাম হইতে দক্ষিণ দিকে যায়। কিন্তু যে সমুদয় নদী পথিমধ্যে ইহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল, তাহারা পৃথক্ হইয়া পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হয়। গঙ্গার সখী পদ্মার নামে ইহার নাম পদ্মাবতী হয়।

মোরসুধাবাদ, বুধপল্লী, সোমপল্লী, পলাশগ্রাম, কণ্টকনগর, নবদ্বীপ প্রভৃতি পার হইয়া ত্রিবেণীতে তিন ধারা পৃথক্ হয়।

মানাতের (১) তিন ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে মন্দার নামক গৌড়ভূমির বিখ্যাত স্থান; (২) এক যোজন উত্তরে বেলাভাবম্বিজি মহাগ্রাম; (৩) তিন ক্রোশ পশ্চিমে বর্দ্ধমান মহাগ্রাম; (৪) দেড় যোজন দক্ষিণে পাদনালো মহাগ্রাম (পাওনান); (৫) পাঁচ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে বড্র (বড় ?) ও ক্ষুদ্র বেলুনগ্রাম; (৬) দেড় যোজন উত্তর-পূর্ব্বে পেড়ুয়াপরগণা। মান্দারণে জীর্ণ দুর্গ আছে।

৯। বর্দ্ধমান

বর্দ্ধমানের চারি যোজন দক্ষিণে গরিষ্ঠ গ্রাম দক্ষিণ সীমা। ইহার চারি ক্রোশ পূর্ব্বে শঙ্খ নদীর (শাঙ্কারা নদী) নিকট আম্রভাজর। এই গ্রামে বিখ্যাত বাঢ়ীয় ঘটকগণ বাস করেন। শাঁকারা নদীর এক ক্রোশ পশ্চিমে বালুকা দেয়ানগঞ্জ (বালি দেওয়ানগঞ্জ)। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে উদয়রাজপুর—তাহার তিন ক্রোশ দক্ষিণে পুরুক্ষি গ্রাম।

১০। বিষ্ণুপুর

দারিকেশী নদী পর্য্যন্ত মলভূমি ধর্ম্মবর্জ্জিত। জঙ্গলে আবৃত বিষ্ণুপুরীর রাজগণ বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ। বীরসিংহ মহারাজা তথায় প্রস্তর-মন্দির ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশীয় দুর্জ্জনসিংহ বিষ্ণুপুর নগরী স্থাপন করেন। রাজধানীর দুই যোজন দক্ষিণে শিরাবতীর নিকট বকদ্বীপের সীমা। বকদ্বীপের ১ যোজন পূর্ব্বে মঙ্গলাপত্র দেশের রাজা বৈনায়ক। বিষ্ণুপুরের ১½ যোজন দক্ষিণে মাশ্রীগ্রাম, এখানে রজপুত্রেরা শাসন করে (রজপুত্রভূৎ)। ইহার দক্ষিণে সাকটাক্ষ নামক (?) রামকৃষ্ণের মন্দির, বিষ্ণুপুরের ২½ যোজন উত্তরে স্বর্ণমুখ্য গ্রামে তন্তুবায়ের বাস। রাজধানীর ২ ক্রোশ উত্তরে পঙ্কিলা নদী। বিষ্ণুপুরের সার্দ্ধ তিন যোজন পশ্চিমে কাননমধ্যে ছাতনা নামক রাজধানী। বিষ্ণুপুরের এক ক্রোশ পশ্চিমে বেত্রবতীর পার্শ্বভাগে রামসাগর। তাহার নিকট বনমধ্যে নাপুড়াখ্য প্রাচীন শিবলিঙ্গ। ইহা হইতে তিন ক্রোশ দূরে অন্ধকগ্রাম (আঁদা)। ইহার দুই ক্রোশ উত্তরে গামিত্তা গ্রামমধ্যে বাসুলি নামে দেবী। ইহার এক যোজন উত্তরে বালিয়া তো (?)-টকগ্রাম—এখানে বহু কায়স্থ জাতির বাস। রাজা গোপাল সিংহের মন্ত্রী রাজীব তথায় বাস করেন। অন্ধক গ্রামের এক যোজন পশ্চিমে কজ্জলা নদীর তীরে লোহদন গ্রাম। ইহার অর্দ্ধ যোজন পশ্চিমে বাগী নদীর নিকটে কোটালপুর মহাগ্রাম। বাগী নদীর দুই ক্রোশ পশ্চিমে ভূতেশ গ্রাম। ভূতেশের এক ক্রোশ পশ্চিমে বনের নিকট বাঙ্গলা গ্রাম। রাজধানীর তিন যোজন পূর্ব্বে খাটুল গ্রাম পর্য্যন্ত পূর্ব্বসীমা। রাজধানীর দুই যোজন পূর্ব্বে কুতুহল নামক পুর। কুতুলপুরের এক যোজন পশ্চিমে জয়পুরি বিষয়। গোপালপুরের নিকট কালিন্দীর দক্ষিণে অর্দ্ধ ক্রোশ পরিমিতা যমুনা দীঘি। পূর্ব্বে কৃষ্ণসিংহ কর্ত্তৃক খনিত কৃষ্ণদীঘিকা (কৃষ্ণবাঁধ)। ইহার দক্ষিণে শ্যামদীঘি। তাহার দক্ষিণে রাজদুর্গের নিকট তালবাঁধ (বা লালবাঁধ) দীর্ঘিকা। মৃণ্ময় দুর্গমধ্যে রাজবাটী দেবালয় প্রভৃতি-সমন্বিত চতুঃক্রোশ-বেষ্টিতা পুরী। কার্ত্তিক পৌর্ণমাসীতে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা হয়। পর্ব্বতাকার রাসমঞ্চ তিন শত দ্বারসংযুক্ত।

১১। বরেন্দ্র দেশ

বরেন্দ্রমধ্যবর্ত্তী রাজধানী নাটোর সর্ব্বদেশবিশ্রুত। গৌড়বঙ্গবরেন্দ্রে ব্রাহ্মণগণের তিন শ্রেণী। রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, তিন শ্রেণীর বহু ব্রাহ্মণ আছে। বেগবতী পদ্মা নদীর পূর্ব্বভাগে বরেন্দ্রভূমে রাজা বল্লাল বহু ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই জন্য গৌড়মণ্ডলে বরেন্দ্রশ্রেণী বিখ্যাত। প্রথমে কালিকুমার নাটোরের রাজা হন। বিদ্রোহী হওয়ায় তিনি যবনকর্ত্তৃক নিহত হন। ম্লেচ্ছ রাজা স্বয়ং সপ্ত রাত্রি তাহাকে বিষ্ঠাকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করেন। শোকে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তৎপর দৌহিত্র রামজীবন নাটোরের রাজা হন। তদ্বংশীয় রামকান্ত অর্দ্ধকোটীর (?) রাজা হন (কোট্যর্দ্ধস্য নৃপোভবৎ)। তিনি মনোহর রাজপুরী নির্ম্মাণ করিয়া জয় ভবানীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ও শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। নাটোরের পরিধি চতুঃক্রোশ।

মাণিক্যময়ী রাজ্ঞী চ ভাগিনেয়ী নৃপস্য চ।
কালীকুমারঃ নৃপতেঃ প্রসূতঃ রামকান্তকঃ॥

নাটোরের চারি যোজন পশ্চিমে নারদের নিকট পুটিয়া রাজধানী। ব্রাহ্মণ অনুপনারায়ণ ইহার প্রথম রাজা। অর্দ্ধযোজন বিস্তীর্ণ এক যোজন বেষ্টিত রাজধানী। এখানে গোবিন্দের ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দির। ফাল্গুন-পৌর্ণমাসীতে দোলযাত্রা হয়। শ্রাবণ-পৌর্ণমাসীতে রাধাকৃষ্ণের দোলন হয়। মন্দিরের নিকট তিনটি মণ্ডপ আছে।

রাজধানীর ২ যোজন পশ্চিমে পদ্মাবতীর নিকট আখেরীগঞ্জ। পুটিয়ার সার্দ্ধযোজন পূর্ব্বে চম্পালা (?) বিষয়ে অনেক বন্দর আছে। এখানে বরোলা নদী (বাঁপিলা) পূর্ব্বগামিনী (বড়নদীতি ভাষায়াং)। নাটোরের অষ্ট যোজন পূর্ব্বে পদ্মা নদীর পূর্ব্ব পারে জাফরগঞ্জ (নাটোরের) পূর্ব্বসীমা। জাফর নামক যবনকর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজধানীর আট যোজন পূর্ব্বে কাকমারী নগর ও পরগণা। নাটোরের তিন যোজন পূর্ব্বে চরণবীলের নিকট হট্টিপাল মহাগ্রাম। চরণবীল এক যোজন পরিমিত, সর্ব্বদাই জলপূর্ণ, ইহাতে নানা নদনদী মিলিত হইয়াছে।

নাটোর হইতে (ক) দুই যোজন পূর্ব্বে হরিপুর। (খ) আট যোজন দক্ষিণে নাজিরপুরী—পাবনা (পাবনাখ্যা পদ্মাবত্যা সমীপতঃ)। (গ) চার যোজন দক্ষিণে কোষ্টিকা ও নবপল্লী, এই দুই গ্রাম (কোষ্টিয়া, নপাড়া)। (ঘ) তিন যোজন দক্ষিণে মাধপুর বৃহদ্‌গ্রাম। ভাদুড়ীবাড়িকা-মধ্যে মৃত্তিকার তলে অনেক স্বর্ণ যক্ষেরা রক্ষা করে। (ঙ) বার যোজন উত্তরে দীনাজ্জিপুর। (চ) দেড় যোজন উত্তরে বাসুদেবপুর করতোয়া নদীর নিকটে।

বাসুদেবপুরের দুই যোজন উত্তরে গুড় নদীর পার্শ্বে গুড়নবী (গুড়ন)। গুড় নদীর দেড় যোজন উত্তরে কচ্ছপপুর (কাছিমপুর)। এখানে বহু কুলীনের বাস। ইহার দেড় যোজন উত্তরে যমুনা নদীর নিকট বালুকাগৃহ (বালুঘর), ইহার আট ক্রোশ উত্তরে যমুনা নদীর নিকট বলিহর। নাটোরের তিন যোজন উত্তরে ভবানীপুর। সতীদেবীর নব (?) অঙ্গুলী এখানে পড়িয়াছিল। এই সিদ্ধপীঠে বহু সিদ্ধের আগমন হয়। এখানে বহু মন্দির আছে (ভবানীর ধ্যান)। নাটোরের পার্শ্বভাগে বৃহৎ বরোলা নদী। নীচ নটজাতি তথায় বাস করে।

১২। সাধারণ মন্তব্য

দেশাবলিবিবৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র দেওয়া হইল। এই গ্রন্থে যে সমুদয় গ্রাম ও নগরীর উল্লেখ আছে, তাহার কতকগুলি সুপরিচিত এবং কতকগুলি স্বল্পপরিচিত অথবা অজ্ঞাত। স্থানীয় অনুসন্ধান করিলে হয় ত অনেক গ্রামের সন্ধান পাওয়া যাইবে। এ বিষয়ে কেহ কোন তথ্য জানাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। কারণ, প্রবন্ধান্তরে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

———

বাংলা সাময়িক-পত্র

১২৭৯—১২৮১ সাল (১২ এপ্রিল ১৮৭২—১২ এপ্রিল ১৮৭৫)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত বারে ১২৭৫-৭৮ সালে প্রকাশিত বাংলা সাময়িক-পত্রগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিয়াছি। অনবধানতাবশতঃ একখানি মাসিকপত্রের নাম এই তালিকায় বাদ পড়িয়াছে; উহা ঢাকা সুলভ প্রেসে মুদ্রিত একখানি গল্পের কাগজ, নাম—'ধূমকেতু,' প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—৩১ শ্রাবণ ১২৭৮ (১৫ আগষ্ট ১৮৭১)। মুদ্রাকরপ্রমাদবশতঃ 'রস-তরঙ্গ' পত্রিকাখানির নাম 'রসরঙ্গ' মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ. ৭৩ দ্রষ্টব্য)।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে ১২৭৯-১২৮১ সালে প্রকাশিত সাময়িক-পত্রগুলির কথা ধারাবাহিক-ভাবে আলোচিত হইবে।

বঙ্গদর্শন (মাসিক)। বৈশাখ ১২৭৯ (১২ এপ্রিল ১৮৭২)।

১২৭৯ সালটি নানা কারণে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই বৎসর বৈশাখ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল।" সে-যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকবর্গের রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত। প্রথম সংখ্যায় "পত্র সূচনা"য় বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য। তিনি লেখেন :—

"আমরা ইংরাজি বা ইংরেজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে ইংরাজ হইতে এ দেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্ত-রত্ন-প্রসূতি ইংরাজি ভাষার যত অনুশীলন হয় ততই ভাল। আরও বলি, সমাজের মঙ্গল জন্য কতকগুলি সামাজিক কার্য্য রাজপুরুষদিগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়াও আবশ্যক। আমাদিগের এমন অনেকগুলিন কথা আছে, যাহা রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইবে। সে সকল কথা ইংরাজিতেই বক্তব্য। এমন অনেক কথা আছে, যে তাহা কেবল বাঙ্গালির জন্য নহে ; সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সকল কথা ইংরাজিতে না বলিলে, সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন ? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, এক-পরামর্শিত্ব, একোদ্যম, কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয় ; কেন না এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালি, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে। অতএব যত দূর ইংরাজি চলা আবশ্যক, তত দূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরেজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালি কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালি অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান্ এবং অনেক সুখে সুখী ; যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই ; আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি, বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা

পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্টী পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা, কুৎসিতা বন্যনারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালি স্পৃহনীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক, সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালির সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, তত দিন বাঙ্গালির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

এ কথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালিরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরাজিতে হয়, তাহা কয় জন বাঙ্গালির হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়ঙ্গত না করিতে পারে? যদি কেহ এমত মনে করেন, যে সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমগ্র বাঙ্গালির উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিন্ কালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না। কস্মিন্ কালে কোন বিদেশীয় রাজা দেশীয় ভাষার পরিবর্ত্তে আপন ভাষাকে সাধারণের বাচ্য ভাষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালি কখন বুঝিবে না, বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোক বুঝে না, বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।... ..

বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালির অনাদরেই, বাঙ্গালির অনাদর বাড়িতেছে! সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালি বাঙ্গালা রচনা পাঠে বিমুখ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া, সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ।

আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালির পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব।...এই আমাদিগের প্রথম উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্ত্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালি সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক্। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালি বিবেচনা করেন, যে এরূপ বার্ত্তাবহের কতক দূর অভাব আছে। সেই অভাব নিরাকরণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্য। আমরা যে কোন বিষয়ে, যে কাহারও রচনা, পাঠোপযোগী হইলে সাদরে গ্রহণ করিব। এই পত্র, কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য, বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের মঙ্গল সাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।

আমরা কৃতবিদ্যদিগের মনোরঞ্জনার্থ যত্ন পাইব বলিয়া, কেহ এরূপ বিবেচনা করিবেন না, যে আমরা আপামর সাধারণের পাঠোপযোগিতা সাধনে মনোযোগ করিব না। যাহাতে এই পত্র সর্ব্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য।...

অনেকে বিবেচনা করেন যে, বালকের পাঠোপযোগী অতি সরল কথা ভিন্ন, সাধারণের বোধগম্য বা পাঠ্য হয় না। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের রচনা কেহই পড়ে না। যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে, তাহা কেহই

পড়িবে না। যাহা উত্তম, তাহা সকলেই পড়িতে চাহে; যে না বুঝিতে পারে, সে বুঝিতে যত্ন করে। এই যত্নই সাধারণের শিক্ষার মূল।...

তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্দ্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব। আরও অনেক কাজ করিব বাসনা করি।"...

'বঙ্গদর্শনে'র বিভিন্ন খণ্ডগুলি এই ভাবে প্রকাশিত হয়:—

১২৭৯-১২৮২ সাল	...	১ম-৪র্থ খণ্ড...বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত
১২৮৪-১২৮৫ সাল	...	৫ম-৬ষ্ঠ খণ্ড...সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত
১২৮৭	...	৭ম খণ্ড ঐ
১২৮৮, বৈশাখ-আশ্বিন	...	৮ম খণ্ড ঐ
১২৮৯, বৈশাখ-চৈত্র	...	৯ম খণ্ড। ঐ
১২৯০, কার্ত্তিক-মাঘ	...	চন্দ্রনাথ বসুর উৎসাহে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ইহার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মধ্যস্থ (সাপ্তাহিক...)। ২ বৈশাখ ১২৭৯ (১৩ এপ্রিল ১৮৭২)।

'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সমসময়ে মনোমোহন বসুর সম্পাদকত্বে 'মধ্যস্থ' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হয়। ইহার ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—২ বৈশাখ ১২৭৯। পত্রের শিরোভাগে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি শোভা পাইত:—

নবীনভাবাচ্চপলান্নবান্নবেহ্যবীয়সোপীহ চিরাগত-প্রিয়ান্।
নিরীক্ষ্য ভিন্নপ্রকৃতীনমূনতঃ মধ্যস্থ ইত্থং যততে সমন্বয়ে॥

প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রচারের "প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে সম্পাদক যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"আমি কোনো পক্ষের পক্ষ কি বিপক্ষ হইতে আসি নাই; কাহারো সহিত প্রণয় বা বিবাদ করিতে আসি নাই; ব্যক্তিবিশেষকে তোষামোদ বা শ্লেষাস্ত্রের লক্ষ্য করিতেও আসি নাই; আমি আমোদজনক নীতি-প্রসঙ্গের সঙ্গে এক পক্ষকে এই কথা বলিতে আসিয়াছি—এই চীৎকার করিতে আসিয়াছি—এই দোহাই পাড়িতে আসিয়াছি, যে,—'স্থির হও; উন্নতির পথে যাইতেছ উত্তম। কিন্তু একটু মন্থরগতিতে চল; শনৈঃ শনৈঃ পাদক্ষেপ কর; সমযাত্রীদের কুড়াইয়া লও; সঙ্গী ছাড়িয়া কোথা যাও?—সঙ্গী-হারা কেন হও? উন্নতির পথে বিঘ্ন-দস্যু অনেক আছে, একা একা গেলে অগ্রবর্ত্তীপরবর্ত্তী সকলেরি বিপদ; গমনে বিলম্ব হয়, তাও ভাল, কিন্তু একত্র হও। কিছু বিলম্বে গেলে হানি হইবে না, অতএব সময় বুঝিয়া পথ দেখিয়া চল—অত রাতারাতি অত দৌড়াদৌড়ি, অত ব্যস্তসমস্ততার আবশ্যক কি?'......

...এই সব সামাজিক প্রয়োজন ব্যতীত রাজকীয় ও অন্যান্য সামান্য বিষয়াদি সম্বন্ধেও কিছু কিছু প্রয়োজন আছে, তত্তাবৎ বিশেষরূপে উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা নাই—ফলেন পরিচীয়তে।"

দ্বিতীয় বর্ষের ২৭শ সংখ্যা (৯ কার্ত্তিক ১২৮০) পর্য্যন্ত সাপ্তাহিক আকারে চলিবার পর 'মধ্যস্থ' অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাসিক-পত্রে পরিণত হয়। সম্পাদকের স্বাস্থ্যভঙ্গই পত্রিকার

এই রূপান্তরের কারণ। মাসিক আকারে 'মধ্যস্থ' প্রায় দুই বৎসর চলিয়াছিল। বার বার অসুস্থ হইয়া মনোমোহন শেষে পত্রিকা রহিত করিতে বাধ্য হন। ইহার শেষ সংখ্যার প্রকাশকাল—আশ্বিন ১২৮২।

'মধ্যস্থ' একখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ছিল। ইহার গ্রাহকসংখ্যা নগণ্য ছিল না। ইহাতে কবিতা, উপন্যাস, বিবিধ-বিষয়ক প্রবন্ধ, গ্রন্থ-সমালোচনা, দেশ-বিদেশের সংবাদ, এমন কি, রাজনীতির আলোচনাও স্থান পাইত।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক। এপ্রিল ১৮৭২।

"We have received the second number of the Saptahik Paridarshak."—*Indian Mirror*, 8 May 1872.

"সাপ্তাহিক পরিদর্শক—সর্ব্ব বিষয়ে মহোদ্যমশালী শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু সত্যচরণ গুপ্ত ইহার প্রকাশক।...সুপ্রণালীর পুস্তকালয় এই গুপ্ত বাবুর দ্বারা চিতপুর রোডে প্রথমে স্থাপিত হয়।...প্রায় ৭০।৮০ পৃষ্ঠার পুস্তক উত্তম অক্ষরে উত্তম মুদ্রাঙ্কনে প্রতি সপ্তাহে বাহির করা বাঙ্গালীর পক্ষে সামান্য ব্যাপার নহে। এই পুস্তক "দুই অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশে পঞ্জিকা, দ্রব্যাদির আমদানী রপ্তানী ও বাজারদর, যান বাহনের ভাড়া উপায়, রাজ আইন, সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি প্রকটিত হইবে। আর দ্বিতীয় অংশে কেবল ব্যাপারগুলি থাকিবেক।" ('মধ্যস্থ,' ১৬ আষাঢ় ১২৭৯)

মুর্শিদাবাদ পত্রিকা (সাপ্তাহিক)। ১৫ বৈশাখ ১২৭৯ (২৬ এপ্রিল ১৮৭২)।

"মুর্শিদাবাদ পত্রিকা—গত ১৫ই বৈশাখ অবধি বহরমপুর হইতে এই সাপ্তাহিক সম্বাদপত্রখানির প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। আমরা ইহার প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। এখানিতে অমৃতবাজার পত্রিকার ন্যায় দুই একটি ইংরাজী প্রস্তাবও বরাবর প্রকাশিত হইবার অঙ্গীকার আছে। সামাজিক ও রাজনীতি বিষয়ের ইহাতে ভূরি পরিমাণে অনুশীলন হইবে। প্রথম সংখ্যায় অনেকগুলি সৎ প্রবন্ধ দৃষ্ট হইল। বাঙ্গালা ভাষার কোমলত্ব এবং গঠন বিষয়ে আরও একটু দৃষ্টি রাখিলে ইহাতে মণিকাঞ্চন যোগ হইবার সম্ভাবনা।" ('এডুকেশন গেজেট,' ২২ বৈশাখ ১২৭৯)

ধর্ম্মসাধন (সাপ্তাহিক)। ২১ বৈশাখ ১৭৯৪ শক (২ মে ১৮৭২)।

"আমাদের ব্রাহ্মপাঠকগণ শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে সঙ্গত হইতে 'ধর্ম্মসাধন' নামে এক পয়সা মূল্যে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে কেবল সঙ্গতের বিবরণ ও ব্রাহ্মমন্দিরের উপদেশের সার মর্ম্ম সন্নিবেশিত হইতেছে।" ('ধর্ম্মতত্ত্ব,' ১ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৪ শক)

ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—২১ বৈশাখ ১৭৯৪, বৃহস্পতিবার। উমেশচন্দ্র দত্ত ইহার পরিচালক ছিলেন।

হিতব্রত (মাসিক)। আষাঢ় ১২৭৯ (জুন ১৮৭২)।

"হিতব্রত নামে একখানি নূতন মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।" ('এডুকেশন গেজেট,' ৮ আষাঢ় ১২৭৯)।

"হিতব্রত নামক একখানি নূতন মাসিক পত্র আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। ইহার তৃতীয় সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার বাঙ্গালা উত্তম। ইহাতে বিবিধ প্রকারের প্রবন্ধ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে বৈদিক ও দার্শনিক বিষয়ই অধিকাংশ। বোধ হয়, হিন্দুদিগের বেদ-দর্শনাদি প্রাচীন শাস্ত্রের আলোচনা করাই এই পত্রিকাখানির মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার প্রতি খণ্ডের মূল্য চারি আনা। ইহার আকারও চারি ফরমা।" ('এডুকেশন গেজেট,' ৮ ভাদ্র ১২৭৯)

পরিমলবাহিনী (পাক্ষিক)। শ্রাবণ, ২য় পক্ষ, ১২৭৯ (জুলাই ১৮৭২)।

১২৭৯ সালের শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় পক্ষ হইতে 'পরিমলবাহিনী' নামে একখানি পাক্ষিক পত্র বরিশালের কেওরাগ্রাম হইতে প্রকাশিত হয়। সরকারী রিপোর্টে ইহার এই পরিচয়টুকু পাওয়া যায় :—

"We have received the first number of *Parimalbahini*, a bi-monthly paper, published at Burisal It is dated the 2d fortnight of Shraban [1279 B. S.]. The Editor proposes to treat of a variety of subjects, all of a practical character, with a view to the information and instruction of his readers. Medical science, agriculture, Government Acts and Circulars, important decisions of the High Court, moral science, and the news as well as the current topics of the day, will all have a due share of his attention "

১২৭৯ সালের ২৯ ভাদ্র তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' ১ম সংখ্যা 'পরিমলবাহিনী'র প্রাপ্তিস্বীকার আছে। খোসালচন্দ্র রায় প্রণীত 'বাকরগঞ্জের ইতিহাসে' প্রকাশ :— "তারপাশা গ্রাম নিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব পণ্ডিত হরকুমার রায় 'পরিমলবাহিনী' পত্রিকা প্রকাশ করেন।"

বঙ্গসুহৃদ (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৭৯ (আগষ্ট ১৮৭২)।

"বঙ্গসুহৃদ ৪র্থ সংখ্যা—বর্ত্তমান সংখ্যা কার্ত্তিক মাসে প্রকাশিত।" ('মধ্যস্থ,' ৮ পৌষ ১২৭৯)।

"এখানি মাসিক পত্র।...মূল্য বার্ষিক ১।০।...পত্রিকাখানির প্রথম পৃষ্ঠায় এই একটি কবিতা লিখিত আছে,—

জন্মভূমি দুঃখে যার চক্ষে আসে জল,
জ্ঞানবান্ সেই তার জনম সফল।

সম্পাদক কি প্রকৃতির লোক, এবং এই পত্রিকা তাঁহার দ্বারা কিরূপে সম্পাদিত হইবে, এই কবিতার দ্বারা তাহা অনেক বুঝা যাইতেছে। পত্রখানির মধ্যে এই কয়েকটী প্রবন্ধ আছে, মঙ্গলাচরণ, সুহৃদের জন্ম, বঙ্গসমাজ, ডেভিড হেয়ার, বর্ত্তমান বঙ্গকামিনী, নরনশ্বরতা, বিধবা বালিকা।" ('এডুকেশন গেজেট,' ২৯ ভাদ্র ১২৭৯)

উমেশচন্দ্র মিত্র এই মাসিকপত্রের পরিচালক ছিলেন।

ভারত ভৃত্য (সাপ্তাহিক)। আগষ্ট ১৮৭২।

১৮৭২ সনের আগষ্ট মাসে এক পয়সা মূল্যের এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার ৩১ সংখ্যাখানি (১৬ চৈত্র ১২৭৯, শুক্রবার) সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে আছে।

ইহা কিছুদিন পরে 'পিপল্‌স ফ্রেণ্ডে'র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। 'ভারত-সংস্কারক' (৪ জুলাই ১৮৭৪) পত্রে প্রকাশ :—"আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি পিপল্‌স ফ্রেণ্ড ও ভারত ভৃত্য নামক সংবাদপত্রখানির অকাল মৃত্যু হইয়াছে।"

আসাম মিহির (সাপ্তাহিক)। ১৪ ভাদ্র ১২৭৯ (২৯ আগষ্ট ১৮৭২)।

'আসাম মিহির' আসাম হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক পত্র। প্রবাসী বাঙ্গালীদের যত্নে ইহা গৌহাটী হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল— ১৪ ভাদ্র ১২৭৯। পরবর্ত্তী ২৯এ ভাদ্র 'এডুকেশন গেজেট' লেখেন :—

"আসামমিহির—এই নূতন পত্রিকাখানি গৌহাটী হইতে নূতন প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পত্রিকাখানি সাপ্তাহিক। আমরা ইহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। গত ১৪ই ভাদ্র হইতে ইহার প্রকাশারম্ভ হইয়াছে। আমরা পত্রখানি পাঠে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম।··· আসামমিহিরের অবয়ব ২ ফরমা। মূল্য বার্ষিক অগ্রিম ডাক মাশুলসহ ৪৲ টাকা।"

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য "আসামের পত্র-পত্রিকা" প্রবন্ধে ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১৩২৪, ২য় সংখ্যা) 'আসাম মিহির' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার প্রথম প্রকাশ-কাল দিতে পারেন নাই।

আর্য্য-প্রবর (মাসিক)। ১১ আশ্বিন ১৯২৯ সম্বৎ (অক্টোবর ১৮৭২)।

এই "তত্ত্ব-বোধক মাসিক পত্রের কণ্ঠে "তথা বিজ্ঞান্‌ বশতঃ স্বভাবঃ সংপ্রসীদতি" মুদ্রিত হইত। ইহা সম্পাদন করিতেন—জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'আর্য্য-প্রবর' অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইত। ইহার ৪র্থ খণ্ড "২৫ চৈত্র ১৯২৯ সম্বৎ" এবং ৫ম খণ্ড "জ্যৈষ্ঠ, ১৯২৯ সম্বৎ"* প্রকাশিত হয়। মনোমোহন বসু-সম্পাদিত 'মধ্যস্থ' (২৯ পৌষ ১২৭৯) লিখিয়াছিলেন :—"ইহার বর্ণিত বিষয় যেমন রুচিকর, ভাষা তেমনি প্রাঞ্জল ও সদ্ভাবময়। সংখ্যানুক্রমে ইহা যদি নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়, তবে বিবিধার্থ-সংগ্রহ বা রহস্য-সন্দর্ভের অনুজ হওনের যোগ্য।"

জ্ঞানাঙ্কুর (মাসিক)। আশ্বিন ১২৭৯ (অক্টোবর ১৮৭২)।

"জ্ঞানাঙ্কুর—এখানি মাসিক পত্রিকা। ইহার প্রথম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, এবং ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সকল প্রকটিত হইবে। বর্ত্তমান সংখ্যায় যে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, তাহা উত্তম বোধ হইল। একটী ইংরাজী প্রবন্ধও দৃষ্ট হইল। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার স্থায়িত্ব এবং কৃতকার্য্যতার প্রার্থনা করি।

---

* ইহা মুদ্রাকরপ্রমাদ, "জ্যৈষ্ঠ ১৯৩০ সম্বৎ" হইবে। গত বারে (পৃ. ৭৪) এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বর্জনীয়।

রাজসাহী বোয়ালিয়া হইতে এখানি প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ২৷৷০ টাকা।" ('এডুকেশন গেজেট,' ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৭৯)

জ্ঞানাঙ্কুরে'র সম্পাদক ছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ দাস। প্রথম দুই সংখ্যা পত্রিকা রাজসাহী বোয়ালিয়ায় মুদ্রিত হইয়াছিল। ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে পত্রিকার নামকরণ হয়—'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব'; 'প্রতিবিম্ব' রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত মাসিকপত্র, 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।

'জ্ঞানাঙ্কুর' একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা ছিল। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস ইহার প্রথম বর্ষে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে'র পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনা—"বনফুল," "প্রলাপ" ও প্রথম গদ্য-রচনা স্থান পাইয়াছিল (৪র্থ বর্ষ, ১২৮২-৮৩ দ্রষ্টব্য)।

বঙ্গদর্পণ (সাপ্তাহিক)। অক্টোবর (?) ১৮৭২।

এই সাপ্তাহিক পত্রখানি বরিশাল হইতে প্রকাশিত হয়।

সমাজদর্পণ (সাপ্তাহিক)। ২৯ কার্ত্তিক ১২৭৯ (১৩ নবেম্বর ১৮৭২)।

এই সাপ্তাহিক পত্রখানি ১ নং মিত্র লেন, চোরবাগানে অবস্থিত সরকার-মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইত। পত্রিকার মূল্য ও প্রকাশার্থ রচনাবলী গ্রহণ করিতেন—যশোদানন্দন সরকার, ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর অব স্কুলস, খুলনা, জেলা যশোহর। 'সমাজদর্পণে'র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৩ নবেম্বর ১৮৭২। 'এডুকেশন গেজেট' (১৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৯) ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

"সমাজদর্পণ—নামক একখানি অভিনব সংবাদপত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গত ২৯শে কার্ত্তিক অবধি উহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম সংখ্যায় রাজনীতি ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ কয়টী পাঠ করিলাম। পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। পত্রিকাখানি সাপ্তাহিক। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৬৷৷০ টাকা।"

ছোট লাট ক্যাম্বেলের প্রবর্ত্তিত দেশীয় সিভিল সার্ভিস-সম্পর্কীয় বিধিব্যবস্থার সহিত 'সমাজদর্পণ'-সম্পাদকের মোটেই সহানুভূতি ছিল না। তিনি ১৮৭২, ৪ঠা ডিসেম্বরের পত্রিকায় "হাজারিবাগের বৈঠক" প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া সরকারী চাকুরী হারাইয়াছিলেন।

'সমাজদর্পণ' অনেক দিন জীবিত ছিল। ১৮৭৫ সনেও ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

বরাহনগর পাক্ষিক সমাচার। জানুয়ারি (?) ১৮৭৩।

"বরাহনগর সমাচার-পত্রিকার ১ম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি।...পত্রিকাখানি এক ফরমা। নগদ মূল্য দুই পয়সা, কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ২২২ নং প্রাচীন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রথম খণ্ডে সম্পাদকের নিবেদন, বঙ্গদেশের বর্ত্তমানাবস্থা, ও সাধারণ লোকের শিক্ষা প্রভৃতি

কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। ভাষা লেখার রীতি সরল ' ('গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা,' ফাল্গুন, ১ম সপ্তাহ, ১২৭৯)

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার পরিচালক ছিলেন।

অবকাশ সহচরী (মাসিক)। জানুয়ারি ১৮৭৩।

পরিচালক—ডেভিড রজনীকান্ত বিশ্বাস।

সর্ব্বার্থসংগ্রহ (মাসিক)। ফাল্গুন ১২৭৯ (১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩)।

"সর্ব্বার্থসংগ্রহ। অর্থাৎ বেদাদি বিবিধ শাস্ত্রীয় সম্বাদ ঘটিত মাসিক পুস্তক। শ্রীঅতুলনাথ তর্কবাগীশ শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। শ্রীরামপুর, যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আলফ্রেড প্রেস। ইহার প্রথম সংখ্যায় নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ আছে "পুস্তকের উদ্দেশ্য।" "আর্য্যধর্ম্ম রহস্য।" "কুসুমাঞ্জলি।" "ঋগ্বেদ সংহিতা।" "অর্থশাস্ত্র।" "রাজতরঙ্গিণী।" আমরা ইহা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। ('বঙ্গদর্শন,' জ্যৈষ্ঠ ১২৮০)

পুলিস গেজেট ও বঙ্গবার্ত্তাবহ (মাসিক)। ১৯ ফাল্গুন ১২৭৯ (১ মার্চ ১৮৭৩)।

"পুলিস গেজেট ও বঙ্গবার্ত্তাবহ—এই নামক একখানি নূতন সংবাদপত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ১লা মার্চ্চ হইতে ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ইহা প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইবে, নিয়ম মধ্যে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ নিয়মে দৃষ্ট হইল, "যে পর্য্যন্ত আমাদের একটী পাকা বন্দোবস্ত না হইতেছে, সেই পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৩।৪ সংখ্যা পুলিস গেজেট পাক্ষিকরূপে প্রকাশ পাইবে।" কিন্তু বর্ত্তমান দুই সংখ্যা মাসিকরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এই পত্রীখানি সুপ্রণালীক্রমে চালিত হইলে, এবং অল্প দিনের মধ্যে বন্ধ না হইলে এতদ্দ্বারা পুলিস বিভাগের অনেক উন্নতি সাধিত হইতে পারে। এক্ষণে এখানকার পুলিসের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে উক্ত বিভাগের মুদ্গরস্বরূপ এই পত্রীখানি হইতে দেশের অনেক মঙ্গলের আশা করা যায়। এই নিমিত্ত আমরা ইহার চিরজীবন ও কৃতকার্য্যতার নিমিত্ত আন্তরিক প্রার্থনাবান্ হইলাম। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ পাঁচ টাকা মাত্র।" ('এডুকেশন গেজেট,' ১৮ এপ্রিল ১৮৭৩)

ভারত-সংস্কারক (সাপ্তাহিক)। ৭ বৈশাখ ১২৮০ (১৮ এপ্রিল ১৮৭৩)।

"ভারত-সংস্কারক—কলিকাতা পটলডাঙ্গা হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখানি সম্বাদপত্র। কত দিন অন্তরে অন্তরে বাহির হইবে, তাহার কোন উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। মূল্যের নিয়ম দেখিয়া সাপ্তাহিক বলিয়া অনুমান হইতেছে। সম্পাদক স্বস্তিবাচনে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এবং পত্রের নাম ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়া এখানি নব্য ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের প্রচারিত বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু প্রবন্ধগুলিতে কিঞ্চিৎ আড়ম্বর ভিন্ন ব্রাহ্ম বাঙ্গালার কোন গন্ধই নাই।...কাগজখানি দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।" ('এডুকেশন গেজেট,' ১৪ বৈশাখ ১২৮০)

'ভারত-সংস্কারক' একখানি উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। ইহা সম্পাদন করিতেন 'বামাবোধিনী'-সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত।

দূত (সাপ্তাহিক)। বৈশাখ ১২৮০ (এপ্রিল ১৮৭৩)।

১২৮০ সালের বৈশাখ মাস হইতে 'দূত' নামে এক পয়সা মূল্যের একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। বেণ্টিঙ্ক প্রেসের মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ইহার প্রকাশক ছিলেন।

"দূত—এই নামে একখানি সাপ্তাহিক সম্বাদপত্র কলিকাতায় প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পত্রের মূল্য নগদ এক পয়সা। ছাপাটী সুন্দর, কাগজটীও মন্দ নহে। পত্রিকার শীর্ষদেশে হেমচন্দ্র বাবুর প্রসিদ্ধ ভারতসঙ্গীত হইতে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত আছে—

"যাও সিন্ধুনীরে, ভূধরশিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে,
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধরে
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

পত্রিকার সম্পাদক স্বাধীনচিত্ত পুরুষ। কেবল দশ জনে করে বলিয়া তিনি কোন কার্য্য করেন না। প্রথম সংখ্যার পত্রসূচনাস্থলে তিনি এই কথাগুলি বলিয়াছেন,

'জনসমাজে কোন কাগজ বাহির করিলেই তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রস্তাব লেখা এখানকার পদ্ধতি হইয়াছে। পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন; আমরা এ পদ্ধতি অবলম্বন করিব না। আমাদের উদ্দেশ্য লইয়া বৃথা কতকগুলা বাক্যের শ্রাদ্ধ করিব না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, বঙ্গ 'দূতের' ন্যায় কাগজে যে যে বিষয় থাকা আবশ্যক, তাহা রাখিতে যথাসাধ্য যত্ন ও পরিশ্রম করিব। এখন সাধারণের অভিরুচি'।" ('এডুকেশন গেজেট,' ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০)

"বৈশাখ হইতে ইহার প্রকাশারম্ভ হইয়াছে।" ('ভারত-সংস্কারক,' ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০)

বঙ্গমিহির (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮০ (১২ এপ্রিল ১৮৭৩)

ভবানীপুর মিশন কলেজের চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই "মাসিক পত্র ও সমালোচন" সম্পাদন করিতেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—বৈশাখ ১২৮০। "ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনা, ধর্ম্মসংক্রান্ত গুরুতর প্রশ্নাদির মীমাংসা, হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্ম্মের সমালোচনা, ও যাহাতে খ্রীষ্ট সমাজ মধ্যে পারমার্থিক জ্ঞান ও ভাব সম্বর্দ্ধিত হয়, ঈদৃশ প্রবন্ধাদি প্রকাশ করাই এই পত্রখানির মুখ্য উদ্দেশ্য। অধিকন্তু প্রতি সংখ্যায়ই দুই একটি করিয়া ধর্ম্ম বা নীতি বিষয়ক আখ্যায়িকা প্রকাশিত হইবেক।"

বারুইপুর চিকিৎসাতত্ত্ব (পাক্ষিক)। বৈশাখ ১২৮০ (এপ্রিল ১৮৭৩)।

১২৮০ সালের বৈশাখ মাসে, ডাঃ পূর্ণচন্দ্র দাসের পরিচালনে, বারুইপুর হইতে 'বারুইপুর চিকিৎসাতত্ত্ব' নামে একখানি পাক্ষিক পত্র প্রচারিত হয়। 'এডুকেশন গেজেটে' (১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০) প্রকাশ :—

"বারুইপুর চিকিৎসাতত্ত্ব—এখানি একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকাকৃতি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সাময়িকপত্র পক্ষান্তরে প্রকাশিত হইবে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০, মফস্বলে ১৷০। এরূপ পত্র সকল দেশের উপকারী।"

মহাপাপ বাল্য বিবাহ (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮০ (এপ্রিল ১৮৭৩)।

"মহাপাপ বাল্য বিবাহ—নামক একখানি নূতন মাসিক পত্রের ১ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। বাল্য বিবাহ নিবারণ করা ঐ পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য। ঢাকা হইতে উহা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উহা আকারে এক ফর্মা। মূল্য এক পয়সা মাত্র। পত্রিকাখানির প্রচারের আরম্ভকাল বর্ত্তমান বৈশাখ মাস। প্রার্থনা করি, এখানি দীর্ঘজীবী ও ইহার উদ্দেশ্য সফল হউক।" ('এডুকেশন গেজেট,' ২১ বৈশাখ ১২৮০)

গ্রামবাসী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮০ (এপ্রিল ১৮৭৩)।

"গ্রামবাসী—এই নামে একখানি নূতন সম্বাদপত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। রাণাঘাট হইতে ইহা প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এখানি মাসিক পত্রিকা। প্রতি খণ্ডের মূল্য এক পয়সা। মফস্বল হইতে যত অধিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, ততই ভাল।" ('এডুকেশন গেজেট,' ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০)

১৮৭৫ সনে 'গ্রামবাসী' 'সাপ্তাহিক সমাচারে'র সহিত মিলিত হইয়া যায়। 'এডুকেশন গেজেটে' (১৫ মাঘ ১২৮২) প্রকাশ :—"সাপ্তাহিক সমাচারের সহিত গ্রামবাসী পত্র মিলিয়া গিয়াছে।"

বালারঞ্জিকা (সাপ্তাহিক)। বৈশাখ ১২৮০ (এপ্রিল ১৮৭৩)।

মহিলা-পাঠ্য এই সাপ্তাহিক পত্র বরিশাল সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ১২৮০ সনের বৈশাখ মাসে প্রচারিত হয়। ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেট' (৭ আষাঢ় ১২৮০) লিখিয়াছিলেন :—

"বালারঞ্জিকা—এই নামে একখানি সাপ্তাহিক এক পয়সা দামের নূতন সংবাদপত্রের অষ্টম খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার আকার এক ফর্ম্মা, প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়। ইহা স্ত্রীলোকদিগের পড়িবার নিমিত্ত সঙ্কলিত হইয়াছে। ভাষাটা আরও একটু সহজ করিলে ভাল হয়, কারণ স্ত্রীলোক পাঠ করিবে, পত্রিকাখানির এই উদ্দেশ্য। মফস্বল হইতে এখানির প্রচার হইতেছে।"

গ্রামদূত (পাক্ষিক)। বৈশাখ ১২৮০ (এপ্রিল ১৮৭৩)।

'গ্রামদূত' নামে একখানি পাক্ষিক পত্র ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসে বাখরগঞ্জ জেলার একটি পল্লীগ্রাম হইতে প্রকাশিত হয় ('জ্ঞানাঙ্কুর,' জ্যৈষ্ঠ ১২৮০, পৃ. ২২২ দ্রষ্টব্য)।

বিশ্বদর্শন (পাক্ষিক)। বৈশাখ ১২৮০ (১০ মে ১৮৭৩)।

"বিশ্বদর্শন। পাক্ষিক পত্র। শ্রীশিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। কলিকাতা দ্বৈপায়ন যন্ত্র। প্রবন্ধগুলিন সাধারণ স্কুলের ছাত্রের লিখিত বলিয়া বোধ হইল।" ('বঙ্গদর্শন,' আষাঢ় ১২৮০)

বিজ্ঞান-বিকাশ (পাক্ষিক)। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ (৩০ মে ১৮৭৩)।

"বিজ্ঞান-বিকাশ—এই নামে একখানি নূতন সংবাদপত্র খড়দহ হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পত্রখানি পাক্ষিক। প্রতি পক্ষের চতুর্থীতে প্রকাশিত হইবে। কলেবর দুই ফর্ম্মা। মূল্য অগ্রিম বাৎসরিক ডাকমাশুল সমেত ৩৷৹। বাঙ্গালা ও ইংরাজি উভয় প্রবন্ধই ইহাতে ছাপা হয়। প্রবন্ধগুলি পড়িয়া ইহার উন্নতি বিষয়ে আমরা নিরাশ হইলাম না।" ('এডুকেশন গেজেট,' ৭ আষাঢ় ১২৮০)

"ইহা গত শুক্ল চতুর্থীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" ('মধ্যস্থ,' ১৪ আষাঢ় ১২৮০)

সহচর (সাপ্তাহিক)। ৩ আষাঢ় ১২৮০ (১৬ জুন ১৮৭৩)।

১২৮০ সালের ৩রা আষাঢ় (সোমবার) কলিকাতা হইতে 'সহচর' নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'সোমপ্রকাশ' পরিত্যাগ করিয়া ইহার সম্পাদক হন। 'এডুকেশন গেজেট' (৭ আষাঢ় ১২৮০) ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে লেখেন :—"পত্রিকাখানির গুণের বিষয়ে অধিক আর কি বলিব, এখানি সোমপ্রকাশের ভাঙ্গা দল। সোমপ্রকাশ যে রীতি অনুসারে সম্পাদিত হয়, ইহাও সেই রীতি অনুসারে সম্পাদিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার সম্পাদক সোমপ্রকাশের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। অতএব সোমপ্রকাশ পত্রখানি যেরূপ, এখানিও তদনুরূপ হইবার সম্ভাবনা।" 'সহচরে'র "মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ডাকমাশুল সমেত ৬৲ টাকা। কলেবর তিন ফর্ম্মা, ১২ পৃষ্ঠা।"

জ্ঞানবিকাশিনী (সাপ্তাহিক)। আষাঢ় ১২৮০ (ইং ১৮৭৩)।

"জ্ঞানবিকাশিনী। এই সাপ্তাহিক পত্রিকা পাবনার সন্নিকট চাটমোহর নামক স্থান হইতে বর্ত্তমান মাসে প্রকাশারম্ভ হইয়াছে।...ইহার লেখা ও মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য উভয়ই বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছে।" ('মধ্যস্থ,' ১৪ আষাঢ় ১২৮০)

ইহা প্রতি সোমবারে তিন ফরমা করিয়া প্রকাশিত হইত। ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা। মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই পত্রিকার "তত্ত্বাবধারক" ছিলেন।

সাপ্তাহিক সমাচার। ৫ শ্রাবণ ১২৮০ (১৯ জুলাই ১৮৭৩)।

১৮৭৩ সনের ১৯এ জুলাই (শনিবার) প্রধানতঃ যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে 'সাপ্তাহিক সমাচার' নামে সুলভ মূল্যের (ষাণ্মাসিক ১৲) একখানি সাপ্তাহিকপত্র প্রচারিত হয়। "এই সম্বাদপত্র কোন সম্প্রদায়বিশেষের মত-প্রতিপোষক হইবে না। যাঁহারা ইহার সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা হিন্দু-সমাজভুক্ত, এবং হিন্দু-সমাজ পর্য্যুদস্ত করিয়া ভিন্নজাতীয় আচার ব্যবহারের অনুকরণে স্পৃহাশূন্য। যে যে অনুষ্ঠান দ্বারা বাঙ্গালিরা জাতিগত মহত্ত্ব লাভ করিতে পারিবেন, শুদ্ধ সেই সমস্ত অনুষ্ঠান এতৎ পত্র সম্পাদকদিগের অনুমোদনীয় হইবে।" ৪ শ্রাবণ ১২৮০ তারিখে 'মধ্যস্থ' লেখেন :—

"আগামী কল্য 'সাপ্তাহিক সমাচার' নামে একখানি নূতন সমাচার পত্র উপযুক্ত স্থল হইতে বাহির হইবে।"

সমবেদক (সাপ্তাহিক)। ভাদ্র ১২৮০ (ইং ১৮৭৩)।

"সমবেদক। সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বিগত ভাদ্র মাস হইতে প্রতি শুক্রবার বহরমপুরস্থ ধনসিন্ধু যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ভারতরঞ্জন অন্তর্হিত হওয়াতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ছিলাম, বহরম্পুর হইতে তৎপরিবর্ত্তে সমবেদকের উদয় দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত হইলাম।" ('মধ্যস্থ,' ৪ আশ্বিন ১২৮০)

তমোলুক পত্রিকা (মাসিক)। ভাদ্র ১২৮০ (আগষ্ট ১৮৭৩)।

"তমোলুক পত্রিকা। মাসিক পত্র। বঙ্গদর্শন আকারের ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া বিগত ভাদ্র মাস হইতে প্রকাশ হইতেছে।" ('এডুকেশন গেজেট,' ১১ মাঘ ১২৮০)

ইহা সে-যুগের একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা, ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম দুই সংখ্যার সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (অগ্রহায়ণ ১২৮০) লিখিয়াছিলেন :—"লেখকদিগের লিপিশক্তি ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে যদিও তমোলুক সামান্য নগর, তথাপি তথা যে মাসিকপত্র প্রচারিত হইয়াছে, তাহা রাজধানীর অধিকাংশ সাহিত্য বিষয়ক পত্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।"

অবকাশতোষিণী (মাসিক)। ভাদ্র ১২৮০ (আগষ্ট ১৮৭৩)।

"অবকাশতোষিণী—একখানি নূতন মাসিক পত্র। গত ভাদ্র মাস হইতে ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে।...পত্রিকাখানি নিউ স্কুলবুক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য প্রতি খণ্ডের দুই আনা।...ইহার অনেক স্থল পাঠ করিয়া অবকাশকাল সুখে কাটান যায়।" ('এডুকেশন গেজেট,' ২১ অগ্রহায়ণ ১২৮০)

বহুদর্শন (সাপ্তাহিক)। ভাদ্র (?) ১২৮০ (ইং ১৮৭৩)।

"বহুদর্শন। সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। মূল্য এক পয়সা, চোরবাগান নিউসরকার্স প্রেসে যন্ত্রিত। আকার রয়েল ৪ পেজি এক ফরম। লেখা প্রচলিত রীত্যনুসারে প্রাঞ্জল বটে।" ('মধ্যস্থ,' ৪ আশ্বিন ১২৮০)

পল্লীদর্শন (মাসিক)। ভাদ্র ১২৮০ (ইং ১৮৭৩)।

"পল্লীদর্শন।—এখানি মাসিক পত্রিকা। পাবনার অন্তর্গত চাটমহরের জ্ঞানবিকাশিনী যন্ত্রে যন্ত্রিত হইয়া হরিহরপুর হইতে শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। পল্লীগ্রাম হইতে সাহিত্য ও সংবাদপত্র যতই প্রকাশ হইবে, ততই দেশের যথার্থ উন্নতির মুখদর্শনে আরো সমর্থ হইব। ইহার প্রথম সংখ্যা পাইয়াছি,...লেখা দেখিয়া আশা উদ্দীপিতা হইতেছে।" ('মধ্যস্থ,' ৪ আশ্বিন ১২৮০)

সমাজ-দর্পণ (পাক্ষিক)। আশ্বিন ১২৮০ (অক্টোবর ১৮৭৩)।

"সমাজ-দর্পণ—আমরা এই নামে একখানি নূতন পাক্ষিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকাখানি এক ফরমা। মূল্য এক পয়সা। এখানি চন্দননগর হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্পাদক মুখবন্ধে লিখিয়াছেন ;—

'আমাদের পাঠকগণের প্রতি নিবেদন এই যে, চন্দননগর, চুঁচুড়া ও ফরাসডাঙ্গার মধ্যে কোন স্বল্প মূল্যের কাগজ না থাকায় 'সমাজ-দর্পণ' নাম দিয়া এই পাক্ষিক পত্রিকাখানি চন্দননগর হইতে বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিশেষতঃ যাহারা গরিব তাহারা প্রায়ই এখানে সংবাদপত্র পড়িতে পায় না, পড়া দূরে থাকুক, বোধ হয় দেখিতেও পায় না; তজ্জন্যই তাহাদের অভাব দূরীকরণাশয়ে আমরা এই পাক্ষিক পত্রিকা প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইব, বলিতে পারি না, আমরা ইহাতে বিবিধ সংবাদ, হিতোপদেশ, ইতিহাস, জীবনচরিত ও নানা গদ্য পদ্য রচিত কাব্য সন্নিবেশিত করিব, ইহা ভিন্ন কুৎসিত গল্প বা লোকের কুৎসা লিখিয়া পাঠকগণের বিরাগভাজন হইব না।' ('এডুকেশন গেজেট,' ২ কার্ত্তিক ১২৮০)

'সমাজ-দর্পণ'ই বোধ হয় চন্দননগর হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র।

মদ না গরল (মাসিক)। ১২৮০ সাল (ইং ১৮৭৩)।

এই নামে একখানি পত্রিকার কথা 'সুলভ সমাচার' (৩০ বৈশাখ ১২৮০) পাঠে জানা যায় :—

"সংবাদসার।—এত দিনের পর কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের 'মদ না গরল' প্রকাশিত হইয়াছে। মদ না গরল বিনা মূল্যে বিতরিত হয়, সুতরাং ভিক্ষা করিয়া প্রকাশ করিতে হয়। ভিক্ষাও নিয়মিতরূপে পাওয়া যায় না, সুতরাং কাগজ বাহির করিতে বিলম্ব হইয়া পড়ে।"

পূর্ণশশী (মাসিক)। কার্ত্তিক ১২৮০ (৪ নবেম্বর ১৮৭৩)।

"পূর্ণশশী—এখানি মাসিক পত্রিকা, আমরা ইহার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইলাম। পত্রিকাখানি আট পেজি পুস্তকাকারের ৪৮ পৃষ্ঠা। পত্রিকাখানির প্রবন্ধগুলি সুরচিত। আনন্দের বিষয়, এইরূপ মাসিক পত্রিকার সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে।" ('এডুকেশন গেজেট,' ৭ অগ্রহায়ণ ১২৮০)

সে-যুগের খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'পূর্ণশশী' সম্পাদন করিতেন ('জন্মভূমি,' ভাদ্র ১৩১০ দ্রষ্টব্য)।

ভারত সুহৃদ (সাপ্তাহিক)। কার্ত্তিক (?) ১২৮০ (ইং ১৮৭৩)।

"ভারতসুহৃদ—এখানিও এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক পত্র, কলেবর এক ফরমা। কলিকাতা হইতে ইহার প্রকাশ হইতেছে। প্রার্থনা করি, পত্রিকাখানি অনুদিন উন্নতিলাভ করুক।" ('এডুকেশন গেজেট,' ৭ অগ্রহায়ণ ১২৮০)

হেমলতা (পাক্ষিক)। ১ কার্ত্তিক ১২৮০ (১৬ অক্টোবর ১৮৭৩)।

"হেমলতা—এখানি পাক্ষিক পত্রিকা,…২ ফরমা পরিমিত, প্রতি খণ্ডের মূল্য /০ আনা মাত্র। দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে লিখিতে উৎসাহিত করা ইহার একটি প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ১ম সংখ্যার লেখা দেখিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি।" ('ভারত-সংস্কারক,' ১৬ কার্ত্তিক ১২৮০)

'হেমলতা'র প্রকাশক ছিলেন—বেণ্টিঙ্ক প্রেসের মহেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সাধারণী (সাপ্তাহিক)। ১১ কার্ত্তিক ১২৮০ (২৬ অক্টোবর ১৮৭৩)।

"রাজনীতি জড়িত সাহিত্যের সক্ মিটাইবার জন্য" অক্ষয়চন্দ্র সরকার চুঁচুড়া হইতে 'সাধারণী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল —১১ই কার্ত্তিক ১২৮০। তিনি প্রথম সংখ্যায় লেখেন :—

কতকগুলি স্থির নিয়মই ইহার জীবন ও সেইগুলি ইহা অবশ্যই দৃঢ়ব্রত সংকল্পে পালন করিবে।...

সাধারণী হিন্দুজাতির পক্ষপাতিনী, বাঙ্গালির পক্ষপাতিনী। সাধারণী বর্ত্তমান রাজত্বের স্থায়িত্ব আকাঙ্ক্ষা করে, সাধারণের হিত কামনা করে; প্রজার মঙ্গল হয় ইহার ঐকান্তিকী ইচ্ছা। সাধারণী উপকার ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম জানে না; পীড়ন ব্যতীত যে অন্য কোন অধর্ম্ম আছে তাহা বোঝে না। ঐ ধর্ম্মই উহার বল; ঐ অধর্ম্মেই উহার ভয় হয়; আর স্বদেশীয়েরাও ইহার ভরসা,—তাহারাই ইহার আশ্রয়।...

পূর্ব্বে বলিয়াছি এই পত্রিকা বর্ত্তমান রাজত্বের স্থায়িত্ব আকাঙ্ক্ষা করে—স্থায়িত্বের আকাঙ্ক্ষা করে বটে কিন্তু রাজ্যপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনও ইহার বাঞ্ছনীয়। দুঃখের বিষয় এই যে ইংরাজে অদ্যাপি রাজা শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা শাসন করিতেই ব্যস্ত, আইন করিতেই ব্যস্ত, ধনসংগ্রহ করিতে যেমন ব্যস্ত ধন ব্যয় ককিতেও তেমনই ব্যস্ত, কিন্তু রাজার যে প্রধান কার্য্য প্রজারঞ্জন তাহাতে তাঁহাদিগের বিশেষ মনোযোগ নাই।...

'সাধারণী' জন্মাবধি ২য় ভাগ, ১৪শ সংখ্যা (৪ শ্রাবণ ১২৮১) পর্য্যন্ত কাঁটালপাড়ার বঙ্গদর্শন-যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল। অতঃপর অক্ষয়চন্দ্র স্বীয় বসতবাটীর সংলগ্ন একটি স্বতন্ত্র বাড়ীতে সাধারণী যন্ত্রালয় স্থাপন করেন। ১২৯১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে সাধারণী-যন্ত্র কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে ভবানীপুর এল. এম. এস. কলেজের অধ্যাপক গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত নববিভাকর' পত্রিকা 'সাধারণী'র সহিত সংমিলিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র 'নববিভাকর—সাধারণী' সম্পাদন করিতে থাকেন; চতুর্থ ভাগ, ২১ সংখ্যা (১৮ ভাদ্র ১২৯৬) পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া ইহার প্রচার রহিত হয়। 'সাধারণী' ১৭ বৎসর গৌরবের সহিত পরিচালিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যরথীদের রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত। 'সাধারণী'র প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের "জাতিবৈর" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই 'সাধারণী' পত্রেই 'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা ও খ্যাতনামা লেখক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর হাতে-খড়ি হয়।

কাঁচরাপাড়া প্রকাশিকা (মাসিক)। ১ অগ্রহায়ণ ১২৮০ (১৫ নবেম্বর ১৮৭৩)।

১২৮০ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে 'কাঁচরাপাড়া প্রকাশিকা' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লেখেন :—

"দুরাশা বলে—নব নব কাব্যে, নব নব নাটকে, নূতন নূতন প্রবন্ধে ও নবোপাখ্যানে আপনাদের মনোরঞ্জন করি, অধুনা মাসান্তে দিবসের এক দণ্ড পরিমিত কাল আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করি, কিন্তু সে আশা কি ফলবতী হইবে?"

পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

"নির্ম্মৎসরাঃ সুকৃতিনঃ খলু যে বিবিচ্য, কর্ণে গুণস্থ কণমপ্যবতংসয়ন্তি।
যেষাং মনো ন রমতে পরদোষবাদে, তে কেচিদেব বিরলা ভুবি সঞ্চরন্তি॥"

দেবেন্দ্রকুমার রায় ইহার পরিচালক ছিলেন।

সুবোধিনী (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২৮০ (নবেম্বর ১৮৭৩)।

১২৮০ সালের ১ অগ্রহায়ণ তারিখের 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'য় এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয় :—

"সুবোধিনী পত্রিকা।—সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি নানা সম্বন্ধীয় গদ্যপদ্যময়ী মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন। রয়েল ৮ পেজী তিন ফরমায় সমাপ্ত। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক মাসুল সহ ২।৵০ আগামী অগ্রহায়ণ হইতে চাটমোহর জ্ঞানবিকাশিনী যন্ত্রে যন্ত্রিত হইয়া আমার দ্বারা প্রকাশিত হইবে,...। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর রায় সহকারী সম্পাদক ও প্রকাশক। পাবনা চাটমোহর রামনগর সুবোধিনী কার্য্যালয় ১২৮০ কার্ত্তিক।"

পত্রিকাখানি যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানিতে পারি নাই।

সিহাড়সোল পত্রিকা (পাক্ষিক)। অগ্রহায়ণ (?) ১২৮০।

"সিহাড়সোল পত্রিকা নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকার কয়েক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা ৩ ফরমা পরিমিত। ইহাতে ইংরাজী বাঙ্গালা উভয়বিধ প্রস্তাব লিখিত হইতেছে। লেখা মন্দ হইতেছে না। স্থানীয় সংবাদ কিছু অধিক থাকা আবশ্যক।" ('ভারত-সংস্কারক,' ৪ মাঘ ১২৮০)

ভারত দর্পণ ও পুলিস বার্ত্তাবহ (পাক্ষিক)। ৩ পৌষ ১২৮০ (১৭ ডিসেম্বর ১৮৭৩)।

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত এই পাক্ষিক সংবাদপত্রের প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—৩ পৌষ ১২৮০। 'এডুকেশন গেজেট' (১২ পৌষ ১২৮০) লেখেন :—

"ভারতদর্পণ ও পুলিস বার্ত্তাবহ—এই নামে একখানি সংবাদপত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এখানি প্রতি পক্ষে প্রকাশিত হইবে। চুঁচুড়া হইতে ৩রা পৌষ অবধি ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। আকার দুই ফরমা, আট পৃষ্ঠা; মূল্য ডাকমাশুল সমেত বাৎসরিক ২৸০। প্রথম সংখ্যায় যেরূপ প্রবন্ধ যেরূপে লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া পত্রিকাখানির উপর শ্রদ্ধা জন্মিল। আশা করি, উত্তরোত্তর ইহা উৎকর্ষ লাভ করুক, এবং দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইয়া জনসমাজের হিতব্রতে নিযুক্ত থাকুক।"

হাবড়া হিতকরী (সাপ্তাহিক)। জানুয়ারি (?) ১৮৭৪।

'হরবোলা ভাঁড়' মাসিকপত্রের ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ সংখ্যায় আছে :—"হাবড়া হিতকরী নাম্নী একখানি নূতন বাঙ্গালা কাগজে লেখা আছে...।"

হরবোলা ভাঁড় (মাসিক)। জানুয়ারি ১৮৭৪।

বিলাতী *Punch*-এর অনুকরণে ব্যঙ্গচিত্র-সম্বলিত এই মাসিকপত্র ১৮৭৪ সনের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার পরিচালক—দুর্গাদাস ধর। 'এডুকেশন গেজেট' (১৬ জানুয়ারি ১৮৭৪) লিখিয়াছিলেন :—

"হরবোলা ভাঁড়—শীর্ষোক্ত নামে একখানি নূতন মাসিক পত্রের প্রথম খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা বিলাতি পঞ্চ্ নামক পত্রের অনুকরণে প্রস্তুত। ইংরাজি সংবাদপত্রের অনুকরণ বলিলেই নিন্দা হয় না। কারণ এ দেশের সম্বাদপত্র মাত্রেই ইংরাজির অনুকরণ। বঙ্গভাষায় এটী একটী নূতন পদ্ধতির কাগজ।"...

২য় সংখ্যা হইতে ইহাতে কিছু কিছু ইংরেজী অংশও থাকিত এবং পত্রিকার মলাটে বাংলা নাম ছাড়া The Indian Punch কথাগুলি মুদ্রিত হইত।

'হরবোলা ভাঁড়' কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর বন্ধ হইয়া যায়। ইহা ১৮৭৬ সনে পুনঃপ্রকাশিত হয়। 'এডুকেশন গেজেটে' (২৮ আশ্বিন ১২৮৩) প্রকাশ :—

"হরবোলা ভাঁড়—প্রথম এবং দ্বিতীয় সংখ্যা। হরবোলা ভাঁড়ের পুনর্জন্ম দর্শনে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু এই দ্বিতীয় জন্মেও হরবোলার নাসিকাটী ইংরাজী পঞ্চের অনুকৃতি হইয়া রহিল কেন? আমাদের দেশে খাঁদা-নাক, টেবো-গাল এবং কোটরচোকই ত রসিকতা প্রকাশের সামগ্রী বলিয়া বোধ হয়। হরবোলা যে মধ্যে মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রসিকতা করেন, তাহা ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত।"

বসন্তক (মাসিক)। ৩১ জানুয়ারি ১৮৭৪।

'হরবোলা ভাঁড়ে'র ন্যায়, ইহাও একখানি শ্লেষাত্মক মাসিক পত্রিকা। ইহারও প্রতি সংখ্যায় 'পাঞ্চে'র অনুকরণে তিন-চারিখানি লিথো-চিত্র থাকিত। চিত্রগুলি বোধ হয় নিমতলা-নিবাসী গিরীন্দ্রকুমার দত্তের অঙ্কিত। 'বসন্তক' সম্পাদন করিতেন—প্রাণনাথ দত্ত; তিনি এই সময়ে নবপর্য্যায় 'রহস্য-সন্দর্ভ'ও পরিচালন করিতেন। পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

'বসন্তক' সুচারুযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া "প্রত্যেক ইংরেজী মাসের শেষ দিনে" প্রকাশিত হইত। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১ম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"আমি ভাটের মত আপনার কুলজী না পোড়ে এই-মাত্র বলিতেছি, যে, সভ্যগণ আমার বসন্ত-পঞ্চমীর পর উদয়েই নাম বুঝিবেন এবং এই কীর্ত্তিতেই বৃত্তি জানিবেন।"

'বসন্তকে'র চিত্রগুলি সুন্দর ভাবব্যঞ্জক হইলেও রচনাগুলি সেরূপ সরস হইত না।

প্রমোদিনী। ফাল্গুন (?) ১২৮০ (ইং ১৮৭৪)।

"পাকুড় প্রমোদিনী সভা হইতে প্রকাশিত সন ১২৮০। এখানি সাময়িক পত্র। বৎসরে তিন বার প্রকাশ পাইবে। আমরা শুনিয়াছি যে যাঁহারা ইহা প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা তরুণ বয়স্ক।..." ('বঙ্গদর্শন,' বৈশাখ ১২৮১)

ভ্রমর (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮১ (এপ্রিল ১৮৭৪)।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে 'ভ্রমর' নামে মাসিক-পত্র প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র 'সঞ্জীবনী সুধা'য় লিখিয়াছেন :—

"আমি পরামর্শ স্থির করিলাম যে আর একখানা ক্ষুদ্রতর মাসিক পত্র বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হওয়া ভাল। যাহারা বঙ্গদর্শনের মূল্য দিতে পারে না, অথবা বঙ্গদর্শন যাহাদের পক্ষে কঠিন, তাহাদের উপযোগী একখানি মাসিক পত্র প্রচার বাঞ্ছনীয় বিবেচনায় তাঁহাকে [সঞ্জীবচন্দ্রকে] অনুরোধ করিলাম যে তাদৃশ কোন পত্রের স্বত্ব ও সম্পাদকতা তিনি গ্রহণ করেন। সেই পরামর্শানুসারে তিনি ভ্রমর নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। পত্রখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল; এবং তাহাতে বিলক্ষণ লাভও হইত। এখন আবার তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন; আর কাহারও সাহায্য সচরাচর গ্রহণ করিতেন না।...এক কাজ তিনি নিয়মিত অধিক দিন করিতে ভাল বাসিতেন না। ভ্রমর লোকান্তরে উড়িয়া গেল।"

'ভ্রমর' দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা (আষাঢ় ১২৮২) পর্য্যন্ত চলিবার পর বন্ধ হইয়া যায়। অনেকে জানেন না, ১২৮৫ সালের ভাদ্র মাসে 'ভ্রমরে'র "নূতন পর্য্যায় ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা" ও পরবর্তী আশ্বিন মাসে ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল।

আর্য্যদর্শন (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮১ (এপ্রিল ১৮৭৪)।

১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনে 'আর্য্যদর্শন' নামে একখানি "মাসিক পত্র ও সমালোচন" প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হয় :—

"আমরা একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিতে উদ্যোগ করিতেছি, ইহার নাম "আর্য্যদর্শন" রাখিলাম। জ্ঞান ও নীতির চর্চ্চা এবং প্রচার ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। যাহাতে উপদেশ আমোদ-সহকৃত হইয়া সকলের উপাদেয় হয়, তদ্বিষয়ে আমরা সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হইব। তন্নিমিত্ত লঘু ও গুরু বিষয়ের সমাবেশ করিতে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। কিন্তু আমোদ ও কৌতুকের নিতান্ত ছড়াছড়ি হইলে, জ্ঞান ও নীতির সজীবতা নষ্ট হয়, এ কথা আমরা কখনও বিস্মৃত হইব না। ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনের অধিক পরিমাণে আলোচনা হইবে, এবং কাব্য কলা ও উপাখ্যানের জন্যও যথোচিত স্থান প্রদত্ত হইবেক। সময়ে২ নব্যসমাজ এবং নব্যসম্প্রদায়ের অভাব ও কর্ত্তব্যের বিষয়ে কীর্ত্তন হইবেক, এবং এই উভয়ের সহিত প্রাচীন সময়ের ও প্রাচীন সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ ও সাপেক্ষতার আলোচনা করা যাইবেক।...আমাদের রচনা, জ্ঞান ও নীতির অনুসরণ করিতে কখন বিমুখ হইবে না। আমরা বাক্যবিন্যাস বিষয়ে ডাক্তারী চিকিৎসার

অনুকরণ করিব। আমাদের প্রবন্ধে নানা রস থাকিবে, ইহা কখন কটু, কখন তিক্ত, কখন কষায় লাগিবে। সময়ে সময়ে মধুর ও সুরভিও হইতে পারে। কিন্তু আমরা পর্য্যাপ্ত ও তৃপ্তিকর পথ্য প্রদানে কখন সেকেলে বৈদ্যের ন্যায় কার্পণ্য প্রকাশ করিব না। আমাদের বাসনা এই, যাহা দেশ, কাল ও পাত্রের অবিসম্বাদী, তাহাই প্রচার করিব। ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের পক্ষ সমর্থন বা খণ্ডন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যখন ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের কার্য্য সমাজকে স্পর্শ করিবে তখন মূকভাব অবলম্বন করিব না। কোন রাজপুরুষের কুৎসা বা গুণানুবাদ কিম্বা রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় চলিত বিষয়ের সমালোচন এ পত্রে স্থান পাইবেক না। কিন্তু রাজনীতির উন্নতি বা অঙ্গহীনতার বর্ণনস্থলে অতীত ঘটনার ন্যায় বর্ত্তমান দৃষ্টান্তও বিবৃত হইবে। কোন সহযোগীর সঙ্গে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই, তবে যদি মতভেদ ঘটে, সবিনয়ে, অকপটে ও স্পষ্টাভিধানে ব্যক্ত করিতে পরাঙ্মুখ হইব না।"

'আর্য্যদর্শন' একখানি সুপরিচালিত উচ্চশ্রেণীর মাসিকপত্র ছিল। ইহা এগার বৎসর (১২৯২ সাল) চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়। ইহার ৫ম ভাগ ১২৮৫ সালে, কিন্তু ৬ষ্ঠ ভাগ ১২৮৭ সালে বাহির হইয়াছিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভার্ণাক্যুলর প্রেস অ্যাক্ট প্রবর্ত্তনের ফলে সম্ভবতঃ ইহার প্রকাশ এক বৎসর বন্ধ ছিল।

ভারত শ্রমজীবী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮১ (মে ১৮৭৪)।

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধ্যক্ষতায় বরাহনগর হইতে এই সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার ১ম সংখ্যার সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেট' (২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১) লেখেন :—

"ভারত শ্রমজীবী (সচিত্র মাসিক পত্রিকা)—বরাহনগর 'ভারত শ্রমজীবী' কার্য্যালয় হইতে গত বৈশাখ মাস অবধি প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহার ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার নগদ মূল্য এক পয়সা। শ্রমজীবী লোকদিগের শিক্ষা ও চরিত্র সংশোধন উদ্দেশ্যে এই পত্রিকাখানির সৃষ্টি হইয়াছে। সম্পাদক স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশের স্থলে লিখিয়াছেন,—

'সামান্য লোকদিগের জন্য আমাদের দেশে কোন সচিত্র পত্রিকা নাই। এই অভাব দূর করিবার জন্য আমাদের মনে অত্যন্ত ইচ্ছা হওয়াতেই আমরা এই পত্রিকাখানি বাহির করিতে আরম্ভ করিলাম। কারিগর, দোকানদার ও কৃষক প্রভৃতি সামান্য লোকদিগের চরিত্র ভাল করিবার জন্য যাহা আমাদের আবশ্যক বোধ হইবে, তাহাই ইহাতে প্রকাশিত হইবে। রচনার কৌশল বা গুণপনা দেখান এই পত্রিকার উদ্দেশ্য নহে। সাধ্যমত সরল ভাষায় ইহাতে বিষয় সকল লিখিতে চেষ্টা করা হইবে। কিরূপ বিষয় লেখা যাইবে, তাহা পাঠকগণ ক্রমে পত্রিকা পড়িয়াই জানিতে পারিবেন। এই কার্য্য যে অত্যন্ত কঠিন, তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি। একে ত আমাদের দেশের সামান্য লোকেরা অজ্ঞানাবস্থায় দিন কাটাইতেছে। জ্ঞান শিক্ষা লাভ ও চরিত্র ভাল করিতে কিম্বা জগতের সকল বস্তুর বৃত্তান্ত জানিতে তাহাদের কিছু মাত্র ইচ্ছা নাই।

ভদ্রলোকদিগেরও তাহাদের চরিত্র ও অবস্থা ভাল করিবার নিমিত্ত তেমন যত্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে যে আমরা কতদূর পারগ হইব, তাহা কিছুই বলিতে পারি না।

জগদীশ্বরের কৃপায় 'ভারতশ্রমজীবী' দেশীয় সামান্য লোকদিগের উপকার করিতে পারিলেই আমাদের শ্রম সফল হইবে।'

লেখায় সামান্য লোকদিগের অধিগম্য সরল ভাষা ও সরল রীতি অনুসৃত হইয়াছে, এবং বিষয়গুলিও শ্রমজীবীদিগের জ্ঞাতব্য বটে। ইহাতে দুইখানি ছবিও আছে। একখানি লর্ড নর্থব্রুক সাহেবের মুখাকৃতি ও অপরখানি বরাহনগরের চটের কল। ইহার মূল্য যেরূপ অল্প, তাহাতে সামান্য লোকেরা ইহা সহজে যে ক্রয় করিতে পারিবে, তাহার সন্দেহ নাই।" ('এডুকেশন গেজেট,' ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১)

গোয়ালপাড়া-হিতসাধিনী (পাক্ষিক···)। বৈশাখ ১২৮১ (এপ্রিল ১৮৭৪)।

"গোয়ালপাড়া-হিতসাধিনী—এখানি পাক্ষিক পত্রিকা, গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। পত্রিকাখানির ভাষা আসামী নহে ; বাঙ্গালা—অতি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা। আসামের রাজনীতি রাজকার্য্য প্রভৃতির আলোচনা করা পত্রিকাখানির মুখ্য উদ্দেশ্য, গৌণ উদ্দেশ্য আরও থাকিতে পারে। আসাম প্রদেশ যেমন এক্ষণে বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন একটী রাজ্য হইয়াছে, এ সময় ঐ স্থানে এইরূপ সংবাদপত্রাদি প্রচারিত হইয়া তথাকার হিতকল্পে ব্রতী থাকে, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয় ; এবং এই পত্রিকাখানি সেই হিত বাঞ্ছারই ফল।" ('এডুকেশন গেজেট,' ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১)

কিছু দিন পরে ইহা সাপ্তাহিক-পত্রে পরিণত হয়। ১২৮২ সালের ২৭এ চৈত্র 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' লেখেন :—

"গোয়ালপাড়া-হিতসাধিনী। এখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা ; প্রতি শনিবারে আসাম গোয়ালপাড়া-হিতসাধিনী যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানি ডিমাই ২ ফরমা ; ইহার বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা। পূর্ব্বে এই পত্রিকা পক্ষান্তরে প্রকাশিত হইত, নানা কারণে কতক দিন প্রচার কার্য্য বন্ধ ছিল। সম্প্রতি সপ্তাহান্তর প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহার দুই খণ্ড পাইয়া আহ্লাদসহকারে পাঠ করিলাম।"

আজীজন নেহার (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮১ (এপ্রিল ১৮৭৪)।

"আজীজন নেহার। হুগলি কলেজের কতিপয় মুসলমান যুবক ইহার প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার মূল্যের ও প্রচারের সময়েরও এখন নিরূপণ হয় নাই। প্রচারকগণ লিখিয়াছেন, 'এবারে মূল্যের কিছুই নির্ণয় করা গেল না। পাঠকগণের উৎসাহ-সূচক পত্রিকা ও গ্রাহকগণের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিলেই আগামী মাস হইতে পাক্ষিকরূপে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।' এই পত্রিকাখানির বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য এই, এখানি মুসলমানের লিখিত, অথচ ইহাতে মুসলমানি বাঙ্গালার নামগন্ধ নাই, বিশুদ্ধ বাঙ্গালার রীতিতে লিখিত।

লেখকেরা উৎসাহ পাইবার যোগ্য, তাহার সন্দেহ নাই।" ('এডুকেশন গেজেট,' ২৬ বৈশাখ ১২৮১)

'আজীজন নেহার' যে মীর মশারবৃরফ হোসেন সম্পাদন করিতেন, তাহার প্রমাণ আছে। কাঙাল হরিনাথের 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' (১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২) তাঁহার 'বিষাদ-সিন্ধু' সমালোচনা-প্রসঙ্গে লেখেন :—"গ্রন্থকর্ত্তা বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া এবং গত-জীবন 'আজীজন্ নাহার' সম্বাদপত্রের সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সাহিত্য সমাজে বিশেষ পরিচিত, সুতরাং তাঁহার লেখনীর নূতন পরিচয় প্রদান বাহুল্য।"

সাহিত্য কুসুম (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮১ (এপ্রিল ১৮৭৪)।

"সাহিত্য কুসুম। উপরিউক্ত নামে একখানি নূতন মাসিক পত্র বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। উহার কলেবর ৪ পেজি দুই ফরমা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৮০····। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা হুগলী বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট পত্রাদি পাঠাইবেন।" ('এডুকেশন গেজেট,' ১৯ বৈশাখ ১২৮১)

বান্ধব (মাসিক)। আষাঢ় ১২৮১ (জুন ১৮৭৪)।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র আদর্শে কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১২৮১ সালের আষাঢ় (১৮৭৪, জুন) মাসে ঢাকা হইতে সুলভ মূল্যে (সডাক বার্ষিক ১।৵০) 'বান্ধব' প্রচার করেন। প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত "অবতরণিকা"য় সম্পাদক লেখেন :—

বান্ধব আজ হইতে বঙ্গীয় বিদ্যানুরাগিদিগের অনুরাগের ভিখারী হইয়া রহিল। ইহার ভবিষ্যৎ ও ভরসা তাঁহাদিগের হস্তে। ইহা অবশ্যই, অনুগত সুহৃজ্জনের ন্যায় সতত সাবধান থাকিয়া, নানাবিধ বিষয়ের প্রসঙ্গে পাঠকসমাজের মনোমোদনে যত্নশীল হইবে,—বাংলার প্রতি যাহাতে বাঙালীর অনুরাগ বৃদ্ধি পায় এবং স্বদেশ বলিয়া যাহাতে দেশীয়দিগের মনে মমতার সঞ্চার হয়, অবশ্যই তদর্থ ইহার নিয়ত চেষ্টা থাকিবে ;—কি পরিমাণে কৃতকার্য্য হইবে, তাহা বলা আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। মনুষ্যের ইচ্ছা ও আশা যে গগনে উড্ডীন হয়, ক্ষমতা তাহার অর্দ্ধপথে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় কি না, সন্দেহের বিষয়।

'বান্ধব' কালীপ্রসন্নের অতুলনীয় কীর্ত্তি। ১২৮২ সালের চৈত্র মাসে "বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ" প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—"যে অভাব পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে বান্ধব, আর্য্যদর্শন প্রভৃতির দ্বারা তাহা পূরিত হইবে। অতএব বঙ্গদর্শন রাখিবার আর প্রয়োজন নাই।" লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের রচনা 'বান্ধবে'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত। রমেশচন্দ্রের 'জীবন-প্রভাত' ইহাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত কালীপ্রসন্নের অধিকাংশ রচনাই 'বান্ধবে' প্রকাশিত প্রবন্ধের মার্জিত রূপ। 'বান্ধব'-সম্পাদনকালে কালীপ্রসন্নের স্কন্ধে ভাওয়াল-রাজসরকারের গুরু ভার ন্যস্ত হয় ; ইহার ফলে পত্রিকাখানি কিছু কাল অনিয়মে প্রকাশিত হইয়া শেষে লোপ পাইয়াছিল। ভাওয়াল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি 'বান্ধব'কে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। 'বান্ধবে'র বিভিন্ন খণ্ডগুলি এই ভাবে প্রকাশিত হয় :—

ম বর্ষ…১২৮১, আষাঢ়-চৈত্র। ২য় বর্ষ…১২৮২, বৈশাখ-চৈত্র। ৩য় বর্ষ…১২৮৩, বৈশাখ-চৈত্র। ৪র্থ বর্ষ…১২৮৫। ৫ম বর্ষ…১২৮৭। ৬ষ্ঠ বর্ষ…১২৮৮। ৭ম বর্ষ…১২৮৯। ৮ম বর্ষ…১২৯১। ৯ম বর্ষ…১২৯২ (বৈশাখ-আশ্বিন)—১২৯৩ (কার্ত্তিক-চৈত্র)। ১০ম বর্ষ…১২৯৪, ১ম-৫ম সংখ্যা। ১১শ বর্ষ ১২৯৫, ১ম-২য় (?)। (পুনঃপ্রচার) ১ম বর্ষ… ১৩০৮ ফাল্গুন—১৩০৯ মাঘ। ২য় বর্ষ…১৩১০ (বৈশাখ-চৈত্র)। ৩য় বর্ষ…১৩১১। ৪র্থ বর্ষ…১৩১২। ৫ম বর্ষ…১৩১৩, বৈশাখ-ভাদ্র।

বাঙ্গালী খৃষ্টিয়ান (মাসিক)। জুন ১৮৭৪।

পরিচালক—রজনীকান্ত বিশ্বাস।

হিন্দুবিলাসী (মাসিক)। ৪ শ্রাবণ ১২৮১ (১৯ জুলাই ১৮৭৪)।

"বিগত ৪ঠা শ্রাবণ হইতে 'হিন্দুবিলাসী' নামক একখানি ডিমাই ১২ পেজি আকারে মাসিক পত্র কাঁটালপাড়া হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে সাহিত্য রহস্য প্রভৃতি নানা বিষয়ক নীতিগর্ভ প্রবন্ধ প্রকটিত হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲।…যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা 'হিন্দুবিলাসী' সম্পাদক বলিয়া চুঁচুড়া মিসন বিদ্যালয়ে পত্র পাঠাইবেন।" ('সাধারণী,' ৮ ভাদ্র ১২৮১)

প্রসন্নচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহার প্রকাশক ছিলেন।

সুহৃদ (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৮১ (জুলাই ১৮৭৪)।

"মাসিকপত্র ও সমালোচন। বিনামূল্যে বিতরিত।" আমরা যখন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করি, তখন একবার কৃতবিদ্যগণ বিনামূল্যে মাসিকপত্র বিতরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে পত্রের নাম এখন ভুলিয়া গিয়াছি।* সেখানি উত্তম হইয়াছিল; কিন্তু অর্থাভাবে শীঘ্রই তাহা উঠিয়া যায়। অধুনা আবার তদ্রূপ সমাজ-হিতৈষী চেষ্টা দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। সুহৃদের কাগজ উত্তম, ছাপা উত্তম, লেখাও উত্তম; কেবল কলেবর ক্ষুদ্র। মাসে এক ফরম অবশ্যই অল্প কার্য্যকর। কিন্তু বিনামূল্যে যতটুকু জ্ঞানের চর্চ্চা হয়, ততটুকুই ভাল।… সুহৃদের কার্য্যালয়, ৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। আমরা ইহার তৃতীয় অর্থাৎ আশ্বিনের সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি।" ('মধ্যস্থ,' আশ্বিন ১২৮১)

হিন্দুরঞ্জন (মাসিক ?)। শ্রাবণ (?) ১২৮১ (ইং ১৮৭৪)।

"ডিমাই ৮ পেজি ফরমের এক এক ফরম প্রতি বারে প্রকাশ পাইতেছে। ইহার প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য এক আনা। এখানি বড় উপকারী পত্র। ইহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। "দেশীয় আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, সম্পূর্ণরূপে সংশোধন দ্বারা সমাজ সংস্করণ, শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল বিধান এবং আত্মোৎকর্ষ সাধনই এ পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য।…কাব্য, সাহিত্য,

* ইহা ১৮৫৮ সনে প্রকাশিত 'রচনা-রত্নাবলি,' 'বাংলা সাময়িক-পত্র' গ্রন্থের (৩য় সং) পৃ. ১৫৪-৫৫ দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্র, নবন্যাস, নাটক ও বিজ্ঞানাদির আলোচনা দ্বারা বালক, বালিকা, যুবক ও পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিগণ যাহাতে প্রকৃত বিদ্যালোক প্রাপ্ত হয়—যাহাতে যথার্থ নীতি-বিশারদ ও পরিপক্ক জ্ঞান লাভ হয়, এমন কি, আপামর সাধারণ সকলেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞান ও উপদেশ লাভ করিতে সমর্থ হয় ও সকলেরই মানস রঞ্জন হয় তদ্রূপ প্রস্তাব সকল সন্নিবেশিত থাকিবে।" প্রকাশক আপনিই লিখিয়াছেন "এরূপ পত্র অদ্যাবধি বঙ্গভাষায় প্রচারিত হওয়া শ্রুতিগোচর হয় না।" ইহার আকার দেখিয়া সংকল্পের সিদ্ধি সম্ভাবনা বিবেচনা করিলে অবাক্ হইতে হয়। কিন্তু সংকল্প যাহাই হউক, তিন সংখ্যা যাহা হস্তগত হইয়াছে তৎপাঠে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, যে, শরীর সঞ্চালনের শিক্ষাদানই এ পত্রের মূল উদ্দেশ্য। "মল্লক্রীড়া, ইংলণ্ডীয় ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, অশ্বক্রীড়া, (Circus), রজ্জুক্রীড়া (Ropedance), আয়ুধক্রীড়া (ধনুর্ব্বিদ্যা, তরবারি-চালন, আগ্নেয়াস্ত্র-চালন, শেলক্রীড়া, ছোরা চালনা প্রভৃতি), যষ্টি চালন, সন্তরণ, তরণীবাহন, ক্ষেত্রকর্ষণ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার ব্যায়ামবিদ্যা প্রকাশ করত ইত্যাদি।" …এই ক্ষুদ্রশরীরী সহযোগীর অন্য কিছুতে হস্তক্ষেপ করিয়া কাজ নাই, সে সব কাজ করিবার বিস্তর লোক আছে, তিনি শুদ্ধ যে ব্যায়াম বিষয় লইয়া ব্যস্ত আছেন, তাহাতেই থাকুন—তাহাই এক্ষণে দেশে বড় অভাব—তাহাতেই দেশের অশেষ কল্যাণ হইতে পারিবে।… সর্ব্বশেষে প্রার্থনা, সাধারণে যেন এই মহোপকারী পত্রিকার প্রতি যথোচিত উৎসাহ দানে কৃপণ না হয়েন। ইহার ঠিকানা শিকদারবাগান, হিন্দু বিদ্যালয়। এখানি হিন্দু ব্যায়াম বিদ্যালয়ের অধীন। হিন্দুসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সচিত্র ব্যায়াম পদ্ধতি ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে। ভরসা করি, দেশীয় পূর্ব্বসর্ব্ব ব্যায়াম-পদ্ধতিও ইহাতে সর্ব্বদা প্রকটিত হয়।" ('মধ্যস্থ,' আশ্বিন ১২৮১)

কুমুদিনী (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৮১ (আগষ্ট ১৮৭৪)।

"কুমুদিনী—মাসিক পত্রিকা। ইহা গত শ্রাবণ মাস অবধি চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আকার ১২ পেজী দুই ফরমা, মূল্য বাৎসরিক ডাকমাশুল সমেত এক টাকা দশ আনা। আমরা ইহার ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে শশিকলা নামে একটী উপন্যাস প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমে মুখবন্ধ, শেষে সাংখ্যদর্শনের বিষয়ে কি একটু লেখা হইয়াছে। পত্রিকার প্রথম বাহ্য পৃষ্ঠে একটি কবিতা আছে। তাহা এই, "সজ্জনা গুণমিচ্ছন্তি মধুমিচ্ছন্তি ভ্রমরা। ইত্যাদি" কোন দেশী সংস্কৃত আমরা বুঝিতে পারিলাম না। "মধুমিচ্ছন্তি ভ্রমরা।" এমন ছন্দঃ ও ব্যাকরণ দুরন্ত পদ ত কোথাও দেখি নাই। সম্পাদক মহাশয় জানিবেন, সংস্কৃত বাঙ্গালার ন্যায় "বেওয়ারিশ মাল" নহে।" ('এডুকেশন গেজেট,' ১৭ আশ্বিন ১২৮১)

হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কুমুদিনী'র পরিচালক ছিলেন।

সহোদর (মাসিক)। ভাদ্র ১২৮১ (১৭ আগষ্ট ১৮৭৪)।

"সহোদর। গত ভাদ্র মাস হইতে উক্ত নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।…সহোদর সম্পাদক ধুলিয়ান।" ('এডুকেশন গেজেট,' ১৭ আশ্বিন ১২৮১)

"সহোদর এখন অতি অপুষ্টদেহ ; নখ চুল পর্য্যন্ত লইয়া ডিমাই এক ফরমা মাত্র। মূল্য অগ্রিম বাৎসরিক ১৶০।" (ঐ, ২৪ আশ্বিন ১২৮১)

'সহোদরে'র সমালোচনা-প্রসঙ্গে ঢাকার 'বান্ধব' (অগ্রহায়ণ ১২৮১) লিখিয়াছিলেন :—"ইহার উপরে লেখা আছে, 'Every one must read it.'···অনেকে সহোদরের নিন্দা করিয়াছেন. আমরা সহোদরের প্রশংসা করিব। আমাদের বোধ হয়, সহোদর-সম্পাদক বড় রসিক লোক। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যসংসারকে পরিহাস করিবার জন্যই এই পত্রিকাখানি প্রকটন করিয়াছেন।"

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জামাতা—কাঁটালপাড়া-নিবাসী অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সহোদরে'র সম্পাদক ছিলেন। ('জন্মভূমি,' পৌষ ১৩০৩, পৃ. ১৬ দ্রষ্টব্য)।

সরোজিনী (মাসিক)। ভাদ্র ১২৮১ (৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪)।

"সরোজিনী—মাসিক পত্রিকা···কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটার সারস্বত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া শান্তিপুর গোস্বামী পাড়া হইতে প্রকাশিত হইতেছে। অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ১৶০···। সরোজিনীর লেখা মন্দ নহে। সরোজিনীকে অনেকে আদর করিতে পারে।" ('এডুকেশন গেজেট,' ২৪ আশ্বিন ১২৮১)

শান্তিপুর-নিবাসী বিহারিলাল গোস্বামী 'সরোজিনী'র পরিচালক ছিলেন।

উচিত বক্তা (পাক্ষিক)। ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪।

"আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ১লা হইতে উচিতবক্তা নামে একখানি পাক্ষিকপত্র প্রকাশ করিবার বাসনা আছে। ইহার কলেবর ডিমাই ৪ পেজি এক ফরমা। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা,···। সম্পাদক। বেদান্তবাগীশোপাধিক শ্রীগঙ্গাচরণ শর্ম্মা। মুর্শিদাবাদ আজিমগঞ্জ। বিশ্ববিনোদ যন্ত্রালয়।" ('এডুকেশন গেজেট,' ২৮ আগষ্ট ১৮৭৪)

পত্রিকাখানি প্রকৃতপক্ষে ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে প্রকাশিত হয় ; পরবর্ত্তী ১৯এ সেপ্টেম্বর তারিখের 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'য় মুদ্রিত সমালোচনায় এই প্রকাশকালের উল্লেখ আছে।

প্রচারিকা (সাপ্তাহিক)। আশ্বিন ১২৮১ (সেপ্টেম্বর ১৮৭৪)।

"প্রচারিকা—এই নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম ভাগ, প্রথম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা বর্দ্ধমান হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বর্দ্ধমান প্রচারিকা নামে একখানি সংবাদপত্র ইতঃপূর্ব্ব বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত হইত, বিশেষ কারণবশতঃ সেখানি বন্ধ হইয়া যায়। এক্ষণে পুনরায় সেই প্রচারিকার সাপ্তাহিকরূপে প্রচারারম্ভ হইয়াছে। ইহাতে আমরা সুখী হইলাম। বর্দ্ধমান সদৃশ স্থানে দুই একখানি সংবাদপত্র থাকা আবশ্যক।···প্রচারিকার কলেবর এক ফরমা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল ছাড়া দেড় টাকা।" (এডুকেশন গেজেট,' ১৭ আশ্বিন ১২৮১)

প্রতিধ্বনি (সাপ্তাহিক)। ৭ আশ্বিন ১২৮১ (২২ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪)।

"গত ৭ই আশ্বিন মঙ্গলবার হইতে 'প্রতিধ্বনি' নামে একখানি এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক পত্রিকা কলিকাতা ১১ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত হইতেছে। কয়েক জন

সুলেখক যাঁহারা অনেক দিন হইতে প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের সহিত সংসৃষ্ট আছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা এই পত্রিকাখানি সম্পাদিত হইতেছে।" ('ভারত-সংস্কারক,' ১০ আশ্বিন ১২৮১)

বাঙ্গালি (মাসিক)। আশ্বিন ১২৮১ (৬ অক্টোবর ১৮৭৪)।

এই মাসিকপত্র ও সমালোচন ঢাকা ইষ্টবেঙ্গাল প্রেসে মুদ্রিত হইয়া ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত হইত। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৷০। পত্রিকায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে "বাঙ্গালি সম্বন্ধীয় যাবতীয় পত্র, পুস্তক ও পত্রিকাদি ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে 'বাঙ্গালি সম্পাদক' ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে," এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। এই সময়ে আনন্দচন্দ্র মিত্র ময়মনসিংহ জিলা-স্কুলের শিক্ষক ছিলেন; তিনি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কেদারনাথ মজুমদার লিখিয়াছেন :—"শ্রীনাথ চন্দ উহার সম্পাদক ছিলেন" ('ময়মনসিংহের বিবরণ,' পৃ. ৮১)।

চিকিৎসা-তত্ত্ব (মাসিক)। আশ্বিন ১২৮ (অক্টোবর ১৮৭৪)।

"চিকিৎসা-তত্ত্ব মাসিকপত্র। বিগত আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। আকার রয়েল ১২ পেজী ২ ফরমা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পোষ্টেজ সহ ২৶০। কার্য্যালয় কলিকাতা বড়বাজার—চিনিপটী বটতলা ষ্ট্রীট ৩নং বাটী। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত—কার্য্যাধ্যক্ষ।" ('এডুকেশন গেজেট,' ২৪ মাঘ ১২৮১)

প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—"সকল সম্প্রদায়ের লোকদিগের নিজ নিজ স্বার্থ সম্পাদনার্থ সংবাদপত্র আছে, কিন্তু চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মুখস্বরূপ কোন সংবাদপত্র নাই।"

হিতবোধ (মাসিক)। ৩১ আশ্বিন ১২৮১ (১৬ অক্টোবর ১৮৭৪)।

এই মাসিকপত্রখানি শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় প্রেসে মুদ্রিত হইয়া ভাঙ্গামোড়া হইতে প্রতি মাসে সংক্রান্তির দিন প্রকাশিত হইত। ইহার পরিচালক ছিলেন—ভাঙ্গামোড়া স্কুলের হেডমাষ্টার অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

সমদর্শী or The Liberal (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২৮১ (নবেম্বর ১৮৭৪)।

ইহা ধর্ম্ম, সমাজ ও নীতিবিষয়ক একখানি দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) মাসিক পত্রিকা; সম্পাদক—শিবনাথ শাস্ত্রী। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"The journal will be conducted in English and Bengali, that it may be acceptable to the theists of other presidencies. In short the projectors aspire to make it, what it should be, *an impartial Exponent of Theistic Opinion*,"

রাজনারায়ণ বসু, শিবচন্দ্র দেব, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর বসু প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকবর্গের ও সম্পাদকের বহু গদ্য-পদ্য রচনা 'সমদর্শী'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল।

দর্শক (সাপ্তাহিক)। ৬ অগ্রহায়ণ ১২৮১ (২১ নবেম্বর ১৮৭৪)।

"দর্শক। সাপ্তাহিক সাহিত্য বিষয়ক পত্র ও সমালোচন। ৬ই অগ্রহায়ণ হইতে (১ম সংখ্যা) প্রকাশিত হইতেছে। অবতরণিকা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল ;—

'পত্রের নাম দর্শক রহিল। নাম হইতে উহার কার্য্য অনুমিত হইবে। দর্শক কোন মতের বা ধর্ম্মের বা সম্প্রদায়ের প্রতিপোষক নহে। দর্শক যখন যাহা দেখিবে তাহা পক্ষপাতশূন্য হইয়া পাঠকদিগের নিকট স্পষ্ট বলিবে। দর্শক পরের চক্ষু দিয়া চসমাধারী নব্য বাবুদের ন্যায় দেখিবে না। নিজের স্বাধীনদৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে।'

এই পত্রের লেখা উত্তম হইতেছে।" ('সাধারণী,' ৫ মাঘ ১২৮১)

দর্শক (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২৮১ (ডিসেম্বর ১৮৭৪)।

এই "সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন কলিকাতা জ্ঞানদীপিকা পুস্তকালয় হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা প্রকাশিত" হইত। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছিল ১৷৷০। 'এডুকেশন গেজেট' ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে লেখেন :—"দর্শক কিছু কাল দেখিতে দেখিতে তাঁহার দর্শন-শক্তি আরও উজ্জ্বল হইবে, দর্শক মন্দ দেখিতেছেন না।"

প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২৮১ (ডিসেম্বর ১৮৭৪)।

"আমরা বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের কাব্য অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাসিক সংখ্যায় প্রকাশ করিতেছি। পাঠ যতদূর পরিশুদ্ধ করা যাইতে পারে তাহা হইবে ; যত্নের ত্রুটি হইবে না এবং স্থানে স্থানে অপ্রচলিত শব্দ ও দুরূহ পদের অর্থ দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক কবির এক একটী সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, কাব্যের গুণবিচার ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইবে। চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে ;···কবিগণের সমগ্র রচনা প্রচারিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।• চারি আনা মাত্র।···শ্রীসারদাচরণ মিত্র, শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীবরদাকান্ত মিত্র।" ('সাধারণী,' ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৮১)

কুমুদ বান্ধব (মাসিক)। অগ্রহায়ণ (?) ১২৮১ (ইং ১৮৭৪)।

"কুমুদ বান্ধব—মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৲ টাকা মাত্র। পত্রখানি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু ইহাতে গল্প, কাব্য, নাটক ও নীতি বিষয় সকলি লিখিত হইতেছে। লেখা মিষ্ট ও সরল হইয়াছে।" ('ভারত-সংস্কারক,' ৪ পৌষ ১২৮১)

ভারত হিতৈষিণী (মাসিক)। অগ্রহায়ণ (?) (ইং ১৮৭৪)।

"ভারত হিতৈষিণী, মাসিক পত্রিকা, এক ফরম, বিনা মূল্যে বিতরিত, সুধাবর্ষণ যন্ত্রে মুদ্রিত।" ('মধ্যস্থ,' মাঘ ১২৮১)

সত্যপ্রকাশ (পাক্ষিক)। পৌষ ১২৮১ (ডিসেম্বর ১৮৭৪)।

"সত্যপ্রকাশ—পাক্ষিকপত্র পৌষ মাস অবধি বরিশাল হইতে প্রকাশিত হইতেছে। কলেবর রয়েল ৪ পেজী তিন ফরমা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।" ('এডুকেশন গেজেট,' ৮ জানুয়ারি ১৮৭৫)

পারিল বার্ত্তাবহ (পাক্ষিক)। পৌষ (?) ১২৮১ (ইং ১৮৭৪)।

"পারিল বার্ত্তাবহ—৪ পেজি দুই ফরমা পাক্ষিক পত্রিকা। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। এই পত্রিকাখানি ঢাকা মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত পারিল নিবাসী শ্রীযুক্ত আনিছউদ্দীন আহাম্মদ দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। বাঙ্গালী হিন্দুদিগের সহিত বাঙ্গালী মুসলমানদিগের যতই ভাষাগত ঘনিষ্ঠতা জন্মিবে, তাঁহাদিগের মধ্যে ততই একতা বদ্ধমূল হইবে, এরূপ আশা অবশ্যই করা যাইতে পারে।" ('গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা,' ৮ মাঘ ১২৮১)

সুদর্শন (মাসিক)। পৌষ ১২৮১ (জানুয়ারি ১৮৭৫)।

পরিচালক—গোপালচরণ মিত্র।

প্রভাত সমীর (দৈনিক)। ১৫ মাঘ ১২৮১ (২৭ জানুয়ারি ১৮৭৫)।

"প্রভাত সমীর—এই নামে একখানি প্রাত্যহিক পত্রিকা কলিকাতা হইতে ১৫ই মাঘ অবধি প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র আমাদের দেশে অনেকগুলি হইয়াছে বটে, কিন্তু দৈনিক বাঙ্গালাপত্র দুই একখানি বই আমরা দেখিতে পাই না, এক্ষণে এই নূতন দৈনিক পত্রখানি সহৃদয় বঙ্গবাসিমাত্রের আহ্লাদের কারণ হইবে। যোগ্য পাত্রের হস্তে যে ইহার সম্পাদন কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে, তাহা পত্র দৃষ্টে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়।···প্রভাত সমীরের বার্ষিক মূল্য সহরে ১৫৲ ও মফস্বলে ২০৲ টাকা।" ('এডুকেশন গেজেট,' ১ ফাল্গুন ১২৮১)

কয়েক মাস পরেই পত্রিকাখানির প্রচার রহিত হয়। 'ভারত-সংস্কারকে' (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২) প্রকাশ :—

"আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম, 'প্রভাত সমীর' প্রভাত মেঘ ডম্বরুর ন্যায় ইতিমধ্যে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছেন।"

বঙ্গহিতৈষিণী (পাক্ষিক)। মাঘ ১২৮১ (ইং ১৮৭৫)।

"আমরা এক পয়সা মূল্যের একখানি পত্রিকা পাইয়াছি, এখানি পাক্ষিক, নাম বঙ্গহিতৈষিণী, কালীঘাট হইতে প্রকাশিত হইতেছে। সম্পাদকের নাম বাবু বঙ্কবিহারী সান্ন্যাল। অল্প-মূল্যের সংবাদপত্র যত হয়, ততই ভাল।" ('এডুকেশন গেজেট,' ১ ফাল্গুন ১২৮১)

বিচারক (সাপ্তাহিক)। ফাল্গুন ১২৮১ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫)।

"বিচারক। হালিসহর পত্রিকার বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় সাধারণে অবগত হইয়াছেন ও হইতেছেন, এক্ষণে ঐ পত্রিকার লেখকগণ 'বিচারক' নামে একখানি ইংরাজি ও বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সমাচার পত্র প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।" ('এডুকেশন গেজেট,' ১৭ আশ্বিন ১২৮১)

"বিচারক। সাপ্তাহিক পত্রিকা, কলিকাতা বিকটোরিয়া যন্ত্র। এই পত্রিকা গত ফাল্গুন মাস হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা ইংরাজী ও বাঙ্গলা এই দুই ভাষায়

লিখিত। ইহা এক্ষণে সমাজ দর্পণের সহিত মিলিত হইয়াছে।" ('তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' আষাঢ় ১৭৯৭)

১২৮২ সালের বৈশাখ মাসে 'বিচারক' 'সমাজ-দর্পণে'র সহিত সংমিলিত হইয়া যায়। 'সাধারণী'তে (৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২) প্রকাশ :—"অমৃত বাজার লিখিয়াছেন, যে, 'বিচারক' পত্রখানি 'সমাজ-দর্পণে'র সহিত মিলিত হইল।"

দুর্ল্লভ—অনাথবন্ধু (সাপ্তাহিক)। ফাল্গুন ১২৮১ (ইং ১৮৭৫)।

"দুর্ল্লভ—অনাথবন্ধু—আমরা এই নামের একখানি সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি প্রতি সোমবারে প্রকাশ্য।...অনাথবন্ধু ঠাকুরের নামে সম্পাদক মহাশয় আপনার প্রতিষ্ঠিত পত্রের নামকরণ করিয়াছেন।" ('এডুকেশন গেজেট,' ১৫ ফাল্গুন ১২৮১)

হিন্দু দর্পণ (পাক্ষিক)। ১৫ চৈত্র ১২৮১ (২৮ মার্চ ১৮৭৫)।

ইহা একখানি "পাক্ষিক সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা" ; সম্পাদক—৩৭ নং গ্রে ষ্ট্রীট-নিবাসী ষোড়শীচরণ মিত্র। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১ম সংখ্যায় "পত্র-সূচনা"য় প্রকাশ :—

"পত্রের নাম "হিন্দু দর্পণ" রহিল। ইহাতে ইহার উদ্দেশ্য প্রকাশিত রহিয়াছে। আমরা হিন্দু সন্তানদিগের সমুদয় ছবিই এই দর্পণের সাহায্যে দেখিব। অধিকন্তু আমাদিগের সমুদয় দৃশ্য পক্ষপাতবিরুদ্ধ।...আমরা ইহাতে কাহাকেও লক্ষ্য করিতে চাহি না, কেবল মাত্র হিন্দুদিগের সাধারণ আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির দোষ গুণ কখন কখন আলোচনা করিব।...আমরা যশ অথবা অর্থপ্রাপ্তির নিমিত্ত ইহাতে হস্তক্ষেপ করি নাই, যাহাতে পাঠকদিগের মনে আমোদ প্রদান করিতে পারি, যাহাতে বঙ্গভাষার কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধন করিতে পারি, আমরা সেই চেষ্টায় সততই রত থাকিব।"

'হিন্দু দর্পণ' ৮ পৃষ্ঠার একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা, নগদ মূল্য দুই পয়সা মাত্র, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দশ আনা।

বিরীয়া পত্র (মাসিক)।

'বিরীয়া পত্র' বা Berean Leaves কলিকাতা ট্রাক্ট সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত একখানি ধর্ম্মমূলক পত্রিকা। রেঃ এস. সি. ঘোষ ইহার সম্পাদক ছিলেন।

পরিশিষ্ট

এই প্রবন্ধের বিষয়-বহির্ভূত হইলেও আলোচ্য সময়কালের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা ছাড়া অন্যান্য দেশীয় ভাষার যে-সকল পত্র-পত্রিকার উল্লেখ সমসাময়িক সাময়িক-পত্রে বা বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির একটি তালিকা দিতেছি :—

সংস্কৃত : ১৮৭২ সনে হৃষীকেশ শাস্ত্রীর সম্পাদকত্বে লাহোর হইতে 'বিদ্যোদয়' নামে সংস্কৃত পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'এডুকেশন গেজেট' (২৯ আষাঢ় ১২৭৯) লেখেন :—

"বিদ্যোদয়:—এখানি মাসিক সংস্কৃত পত্রিকা। লাহোর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার ১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পত্রিকাখানিতে সাহিত্যিক, রাজনীতিক, সামাজিক এবং সংবাদাদিক বিবিধ বিষয় দৃষ্ট হইল। সংস্কৃত রচনা মন্দ নহে।"

হিন্দী : আলোচ্য তিন বৎসরের মধ্যে চারিখানি পত্রিকা প্রকাশের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে :—১৮৭২ সনের অক্টোবর (?) মাসে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'হিন্দী দীপ্তি প্রকাশিকা'; ইহা সম্ভবতঃ মাসিকপত্র। কাশীর হরিশ্চন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত ১৮৭৪ সনের জানুয়ারি মাসে 'হরিশ্চন্দ্রচন্দ্রিকা' (হিন্দী-সংস্কৃত) ও এই বৎসরের মধ্যভাগে 'বালাবোধিনী' নামে দুইখানি মাসিক পত্রিকা। ১৮৭৫ সনের মার্চ মাসে বদ্রীনাথ তেওয়ারী কর্তৃক পাটনা হইতে প্রকাশিত 'বিদ্যাবিনোদ' নামে মাসিকপত্র।

অসমীয় : ১২৮১ সালের আশ্বিন (?) মাসে প্রকাশিত 'আসাম·দর্পণ' (২৬ অগ্রহায়ণ ১২৮১ তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' সমালোচিত)।

ওড়িয়া : ১৮৭২ সনের আগস্ট মাসে রেঃ জে. ফিলিপ্‌সের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত 'আওয়ানী' নামে মাসিকপত্র, ইহা কটকস্থ উড়িষ্যা মিশন প্রেসে মুদ্রিত হইত। ১৮৭৩ সনের প্রথম ভাগে বালেশ্বর হইতে বৈকুণ্ঠনাথ দে কর্তৃক প্রকাশিত 'উৎকল দর্পণ' নামে মাসিকপত্র; "দেশীয় এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হইতে সঙ্কলনপূর্ব্বক উৎকলদেশে তাহা প্রচারিত করা পত্রিকার সঙ্কল্প" ('বঙ্গদর্শন,' বৈশাখ ১২৮০ দ্রষ্টব্য)। ১৮৭৪ সনের মে মাসে বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজ হইতে 'ধর্ম্মবোধিনী' নামে মাসিক পত্র ('ধর্ম্মতত্ত্ব,' ১৬ আষাঢ় ১৭৯৬ শক)।

২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা
শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৫৫শ ভাগ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৫৬শ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম-এ

সহকারী সভাপতি

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এম, এ., ডি. লিট., সি. আই. ই.

মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, এম. এ

শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, এম. এ. পি এইচ. ডি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ. ডি.লিট

শ্রীসুশীলকুমার দে, এম. এ, ডি. লিট

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, এম. আর. এ. এস

কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, এম. এ.

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

সহকারী সম্পাদক

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, বি. এ.

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম. এ

শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, বি. এ,

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

পত্রিকাধ্যক্ষ ঃ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম. এ.

গ্রন্থাধ্যক্ষ ঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ ঃ কুমার শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

পুথিশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম. এ.

চিত্রশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত এম. এ.

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু, বি-এসসি, জি.ডি.এ, আর-এ

শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী, বি.এ., জি.ডি.এ. আর-এ

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, ২। রেভারেণ্ড ফাদার এ. দোঁতেন, এস্-জে, ৩। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, এম-এ, ৪। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৫। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ. বি-এল, ৬। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ৭। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, এম. এ, বি. এল, ৮। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম, এ, ৯। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, এম-এ, ১০। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১১। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, এম,এ, ১২। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, এম-এ, ১৩। শ্রীমনোমোহন ঘোষ, ১৪। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি. এসসি, ১৫। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১৬। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৭। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল, ১৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, এম. এ, ১৯। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০। শ্রীহিরণকুমার বসু, ২১। শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক, বি.এ, ২২। শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, ২৩। শ্রীমণীন্দ্রনাথ বসু সরস্বতী, এম. এ, বি, এল, ২৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

৫৫শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সূচী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

কলিকাতা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত

দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী

দীনবন্ধু মিত্রের নাটক-প্রহসনাদি বিবিধ রচনা

বিস্তৃত ভূমিকা ও দুরূহ শব্দের অর্থ সহ।

সমগ্র গ্রন্থাবলী দুই খণ্ডে বাঁধানো ··· ১৮৲

ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী

বিদ্যাসুন্দর, রসমঞ্জরী প্রভৃতি ··· ৫৲

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-গ্রন্থাবলী

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইহার সাধারণ ভূমিকা ও সার্ শ্রীযদুনাথ সরকার ঐতিহাসিক

উপন্যাসের ভূমিকা লিখিয়াছেন

উত্তম কাগজে বড় অক্ষরে মুদ্রিত।

মূল্য : পাঁচ খণ্ডে বাঁধানো রাজ-সংস্করণ ··· ৪০৲

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

কাব্য এবং নাটক প্রহসনাদি বিবিধ রচনা

সমগ্র গ্রন্থাবলী দুই খণ্ডে বাঁধানো······১৮৲

এই সকল গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত পুস্তকগুলি খুচরা কিনিতে পাওয়া যায়।

রামমোহন-গ্রন্থাবলী

১। সহমরণ পুস্তকাবলী···১৸৹ টাকা। ২। চারি প্রশ্ন বিষয়ক আলোচনাদি···৩৷৹ টাক

দ্বিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলী

প্রথম খণ্ড—কাব্য-কবিতা-গান······১০৲

শকুন্তলা সীতার বনবাস

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-রচিত, প্রত্যেকখানির মূল্য···১৲

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৫৫শ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা
১৩৫৫

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিদ্যাপীঠ যখন বিধর্ম্মী সেনার দ্বারা নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, কথিত আছে—কোন কৌতূহলী সেনাপতি ধ্বংসস্তূপ হইতে উদ্ধার করিয়া বিপুল গ্রন্থরাশির মর্ম্মার্থ অবগত হইতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, কিন্তু একজন পণ্ডিতও জীবিত পাওয়া গেল না, যিনি তাঁহার কৌতূহল চরিতার্থ করিতে সমর্থ ছিলেন। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, বহু সহস্র নব্য ন্যায়ের পুথি নানা প্রতিষ্ঠানে সংগৃহীত হইয়াছে এবং ততোধিক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-গৃহে অযত্নে বিলুপ্যমান হইতেছে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে একজন নৈয়ায়িকও জীবিত থাকিবেন কি না সন্দেহ, যিনি এই বিপুল গ্রন্থরাশির একটি পত্রেরও মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ। এই ধ্বংসকার্য্য বিধর্ম্মীর অস্ত্র দ্বারা ঘটে নাই, ঘটিয়াছে স্বদেশের তথাকথিত প্রগতিশীল শিক্ষিত সমাজের অনাদর দ্বারা—ঐতিহ্য এবং প্রতিভার নিদর্শন অবজ্ঞা সহকারে লুপ্ত করাই যেন প্রগতির লক্ষণ! অনাদৃত পুথির স্তূপ হইতে কয়েকটি প্রচ্ছদপত্র উন্মোচন করিয়া আমরা অন্য কোন ভাবী মনীষীর কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য একজন বাঙ্গালী মহানৈয়ায়িকের বিবরণ সঙ্কলন করিলাম, যাঁহার গ্রন্থ একসময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র গৌরবের সহিত অধীত হইয়াছে, অথচ যাঁহার নাম নিজ বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতি দয়াপূর্ব্বক কোন কোন ব্যাকরণ পরীক্ষায় ক্ষুদ্র "কারকচক্র" গ্রন্থ পাঠ্য করায় ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের নামটি কোন প্রকারে বর্ত্তমান পণ্ডিতসমাজে বাঁচিয়া আছে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তবাগীশই যে খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন, ইহা বোধ হয় অনেক পণ্ডিতই অবগত নহেন।

বাঙ্গলার চারি জন মহানৈয়ায়িকের সম্বন্ধে একটি শ্লোক প্রচারিত ছিল :—

গুণোপরি গুণানন্দী ভবানন্দী চ দীধিতৌ।
সর্ব্বত্র মথুরানাথী জাগদীশী কচিৎ কচিৎ॥

শ্লোকটিতে অনুমান-দীধিতির টীকাকারদের মধ্যে ভবানন্দকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অর্পিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে (সা-প-প, ১৩৪৮, পৃ. ৬৬-৭৭) গুণানন্দের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। ভবানন্দের সম্বন্ধে এযাবৎ যাহা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমপ্রমাদ-বহুল।[১] ভবানন্দের গ্রন্থরাজি যথোচিত আলোচনা করিয়া তাহার সংশোধন এবং পরিবর্দ্ধন আবশ্যক।

১। নবদ্বীপমহিমা, ১ম সং, পৃ. ৬৯-৭০ ; ২য় সং, পৃ. ১৫৪-৬ দ্রষ্টব্য। ইংরাজীতে স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর ক্ষুদ্র অথচ মূল্যবান্ বিবৃতি (J. A. S. B., 1915. pp. 285-6) অবলম্বন করিয়া পরে বহু লেখা প্রকাশিত হইয়াছে :—Vidyabhusana : *Hist. of Indian Logic*, p. 479; *Sarasvati Bhavana Studies*, vol. v. p, 137 প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থাবলী :—ভবানন্দ, শিরোমণির রচিত প্রচলিত ৮ খানা গ্রন্থেরই অতি সমীচীন টীকা রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এযাবৎ আবিষ্কৃত গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(১) **প্রত্যক্ষদীধিতিটীকা** :—ইহার একটিমাত্র খণ্ডিত প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া মুদ্রিত সূচি দৃষ্টে অবগত হওয়া যায়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথিমধ্যে চেষ্টা করিয়াও আমরা এই দুর্লভ গ্রন্থটি উদ্ধার করিয়া পরীক্ষা করিতে পারি নাই। (দর্শনের ৪০৪ সংখ্যক পুথির বিবরণ, তত্রত্য মুদ্রিত সূচির পৃ. ২৪৩ দ্রষ্টব্য)। সৌভাগ্যবশতঃ সংস্কৃত কলেজেরই অমুদ্রিত-সূচি গ্রন্থসঞ্চয়ের মধ্যে আদিখণ্ডিত অপর একটি প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম—পত্রসংখ্যা ৯৪ (২৷৵০+৫২, একটিতে পত্রাঙ্ক ১০৫ লিখিত আছে—অর্থাৎ উপলভ্যমান অংশও পূর্ণাকারে পাওয়া যায় নাই)। উৎপত্তিবাদ হইতে অন্যথাখ্যাতি পর্য্যন্ত দীধিতি গ্রন্থ ব্যাখ্যা করিয়া টীকা সমাপ্ত হইয়াছে। দীধিতির শেষ প্রতীক "কারণবাধস্তেতি" ব্যাখ্যাত হওয়ার পর সমাপ্তিসূচক পুষ্পিকা যথা—

ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতা প্রত্যক্ষদীধিতিটিপ্পনী সমাপ্তঃ (?)।

লক্ষ্য করিতে হইবে, যাঁহারা অন্যথাখ্যাতিবাদের পরেও দীধিতিগ্রন্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত দীধিতির প্রাচীনতম টীকাকার ভবানন্দ ও তদীয় গুরু কৃষ্ণদাস সার্বভৌমের ব্যাখ্যাগ্রন্থদ্বারা (H. P. Sastri : *Notices of Sans. Mss.* vol. 1, p. 226) সমর্থিত হয় না। প্রত্যক্ষদীধিতি গ্রন্থই এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণাকারে মুদ্রিত হয় নাই—ভবানন্দের এই টীক মুদ্রিত হওয়া সুদূরপরাহত।

(২) **অনুমানদীধিতিটীকা** : ইহাই ভবানন্দের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা এবং তাঁহার ভারতব্যাপিনী খ্যাতির নিদান। ইহার প্রতিলিপি বঙ্গদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র—কাশ্মীর, পুণা, মাদ্রাজ, তাঞ্জোর প্রভৃতির পুথিশালায় সুপ্রাপ্য। সৌভাগ্যবশতঃ কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থের সম্পাদনায় ইহার প্রথমাংশ (ব্যাপ্তিগ্রহোপায়-প্রকরণ পর্য্যন্ত) মুদ্রিত হইয়াছে। ভবানন্দের পরবর্ত্তী জগদীশ ও গদাধরের অনুমানদীধিতির টীকা ক্রমশঃ প্রচার লাভ করায় খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে ভবানন্দের এই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের পঠন-পাঠন নবদ্বীপ হইতে উঠিয়া যায়। ভবানন্দের সম্প্রদায় তাঁহার পৌত্র রুদ্র তর্কবাগীশের জীবদ্দশা পর্য্যন্ত নবদ্বীপে সসম্মানে জীবিত ছিল, রুদ্রের বিবরণে ইহার প্রমাণ লিখিত হইবে। এই তিন জন দীধিতির শ্রেষ্ঠ টীকাকারেরই ব্যাখ্যাকৌশল উৎকৃষ্ট এবং ইহাঁদের ব্যাখ্যায় মতভেদ থাকিলেও অধিকাংশ স্থলেই আশ্চর্য্য মিল পরিদৃষ্ট হয়। তথাপি ভবানন্দের টীকা নবদ্বীপে কেন বিরলপ্রচার হইল, তাহার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। বাঙ্গলার বাহিরে নব্যন্যায়চর্চ্চার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হইল ৺কাশীধাম। ইহা একটি বিস্ময়কর কথা যে, ভবানন্দের এই গ্রন্থের পঠন-পাঠন বঙ্গদেশে অর্থাৎ নবদ্বীপে লোপ পাইলেও কাশীতে ইহা বহু কাল পর্য্যন্ত গৌরবের সহিত অবাঙ্গালী দ্বারা বিশেষভাবে চর্চ্চিত হইয়াছে এবং জগদীশ গদাধর অপেক্ষাও বাঙ্গলার

বাহিরে ভবানন্দের নাম অধিক পরিচিত। কাশীবাসী "ধুণ্ডিরাজ" নামক একজন মহারাষ্ট্র-দেশীয় কবি "গীর্বাণবাগ্‌মঞ্জরী" নামে বালকপাঠ্য word-book জাতীয় ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন। পুণার একটি প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি (B. O. R. I. No 21 of 1919-24, পত্রসংখ্যা ২০)—গ্রন্থকার অমাত্য আসাদ খাঁ ও তৎপুত্র জুলফিকার খাঁর জীবদ্দশায় অনুমান ১৭০৮-১০ খ্রীঃ গ্রন্থটি রচনা করেন। এক দণ্ডীর সহিত পুরন্দর ভট্টাচার্য্যের উক্তি-প্রত্যুক্তি মধ্যে পাওয়া যায় :—(১০ পত্রে)

অরে তব পিতা বারাণসীং ত্যক্ত্বা গৌড়দেশে বহুবর্ষপর্যন্তং কিমর্থং স্থিতঃ ?

বিদ্যাভ্যাসার্থং স্থিতঃ।

তর্হি কাশ্যামধ্যাপনং ন ভবতি কিম্ ?

ন ভবতি কুতঃ, ভবতি, পরন্তু তত্র তর্কে অধীতম্।

কিং কিমভ্যস্তং ত্বয়া ?

ময়াদৌ পঞ্চপ্রকরণান্যধীতানি, ততঃ চিন্তামণিরধীতঃ, পশ্চাৎ শিরোমণিরভ্যস্তঃ।

তদনু মথুরানাথী অধীতা, **ততঃ ভবানন্দী পঠিতা**, ততঃ মিশ্রান্তা অপি গ্রন্থাঃ দৃষ্টাঃ ॥

এ স্থলে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, তখনও কাশীতে জগদীশ-গদাধর ভবানন্দকে অভিভূত করিতে পারে নাই। কাশীর বিখ্যাত নৈয়ায়িক ন্যায়কৌস্তুভকার মহাদেব ভট্ট খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে[২] ভবানন্দের অনুমানদীধিতিটীকার উপর "ভবানন্দীপ্রকাশ" নামে এক বিরাট্ ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং "সর্ব্বোপকারিণী" নামে অপর একটি ক্ষুদ্র ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থদ্বয়ের প্রতিলিপি বাঙ্গলার বাহিরে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে সুপ্রাপ্য। মহাদেব গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন, (গদাধর প্রভৃতি) গৌড়ীয়গণ ভবানন্দের উপরি অযথা যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন, তাহার উদ্ধারের জন্যই তিনি চেষ্টা করিয়াছেন:—

অনালোচ্য সিদ্ধান্তবাগীশবাণ্যাং বৃথাসূয়িতৈঃ পণ্ডিতৈর্গৌড়জা[illegible]ঃ।

যদুদ্ভাবিতং দূষণাভাসবৃন্দং তদুদ্ধারণার্থো মমোদ্যোগ এষঃ ॥ (৭ম শ্লোক)

এতদ্ভিন্ন মহাদেবের পুত্র দিনকর ভট্ট, গুরুপণ্ডিত এবং খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে নানা গ্রন্থের টীকাকার কৃষ্ণমিত্রাচার্য্যও ভবানন্দের উপটীকা রচনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণমিত্রের "ভবানন্দীপ্রদীপে"র একটি প্রতিলিপির পত্রসংখ্যা ৯১৪ (Oudh Cat., Fasc. x, 1878, pp. 16-7)। ১৯শ শতাব্দীতেও কাশী অঞ্চলে ভবানন্দের গ্রন্থ পঠিত হইত, এরূপ প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

(৩) **আখ্যাতবাদটীকা** :—এই দুর্ল্লভ গ্রন্থের একটি ছিন্ন আদিখণ্ডিত প্রতিলিপি আমাদের নিকট রক্ষিত আছে। তত্ত্বচিন্তামণি-মাথুরীর শব্দখণ্ডের সহিত যে শিরোমণির

২। কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত মহাদেব-রচিত "মুক্তাবলীপ্রকাশে"র একটি মূল্যবান্ প্রতিলিপির কাল ১৭৫৮ সম্বৎ (অর্থাৎ ১৭০১-২ খ্রীঃ)। সুতরাং মহাদেবের গ্রন্থরচনাকাল ১৭০০ খ্রীঃ পরে না হইয়া পূর্ব্বে হওয়াই সম্ভব। মহাদেবের স্বহস্তলিখিত একটি পুস্তকের (সরস্বতীভবনের ৪৫২ সংখ্যক ন্যায়গ্রন্থ) লিপিকাল ১৭৫৩ সম্বৎ।

আখ্যাতবাদ মুদ্রিত হইয়াছে, উপলভ্যমান টীকাংশ তাহার ৮৮১-১০০৯ পৃষ্ঠাব্যাপী। গ্রন্থশেষের পুষ্পিকা যথা :—

ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতা শিরোমণিকৃতাখ্যাতবাদসারমঞ্জরী সমাপ্তা।

পাপপুঞ্জযুতে রুদ্রে স্বাধ্যঃমযাশুভং ময়া।
কিন্তু মাতরিদং চিন্ত্যং শিবাখ্যাতে জগৎপ্রভা॥
মহাখ্যে শ্রাবণে মাসি রুদ্রেঃ ক্রুরমতিঃ পুনঃ।
লিলেখ গ্রন্থমেনন্তু জ্বরসন্তাপসংযুতঃ॥

লিপিকার রুদ্র খুব সম্ভবতঃ ভবানন্দের পৌত্র রুদ্র তর্কবাগীশ স্বয়ং। প্রতিলিপিটি অতি বিশুদ্ধ এবং ভ্রমপ্রমাদ-বর্জ্জিত।

(৪) **নঞ্‌বাদটীকা** :—মাথুরীর শব্দখণ্ডের সহিত শিরোমণির নঞ্‌বাদ সটীক মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যে টীকাটিতে রচয়িতার নাম নাই, তাহা ভবানন্দ-রচিত বটে। কারণ, ঐ টীকারই একটি প্রতিলিপির শেষে (Madras, D. 4256) স্পষ্ট কর্তৃনির্দ্দেশ আছে :—

শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশেন বিনির্ম্মিতঃ।
নঞ্‌বাদার্থপ্রদীপোঽয়ং নিহন্তু সুধিয়াং তমঃ॥

তদ্ভিন্ন গ্রন্থমধ্যে এক স্থলে (পৃ. ১০৮১) স্বরচিত গ্রন্থান্তরের নির্দ্দেশ আছে—"এতত্তু এবকারসারমঞ্জর্য্যাং প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ" (অস্মন্নিকটে রক্ষিত পুথির পাঠ "শব্দালোকসার-মঞ্জর্য্যাং")।

(৫) **গুণদীধিতিটীকা** :—এই অতি দুর্ল্লভ গ্রন্থের একটিমাত্র প্রতিলিপি আমরা নবদ্বীপে পরীক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম—পত্রসংখ্যা ১০৫ (সম্পূর্ণ), প্রতি পত্রের পার্শ্বে সংক্ষিপ্ত পরিচয়-লিপি আছে—"গুণশি সিটী"। গ্রন্থশেষে স্বত্বাধিকারীর নাম আছে—"শ্রীশ্রীহরিসার্ব্বভৌমস্য পুস্তকমিদং"। গুণশিরোমণি অর্থাৎ গুণকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতি গ্রন্থ ১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগেও নানা টীকা সহ কিরূপ নিবিড়ভাবে নবদ্বীপে অধীত হইত, তাহার নিদর্শন আমরা প্রবন্ধান্তরে উল্লেখ করিয়াছি (সা-প-প, ১৩৫০, পৃ. ৯৯)। দেখা যায়, কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম, গুণানন্দ এবং ভবানন্দের টীকাই নবদ্বীপে প্রচারিত ছিল। জগদীশ কিম্বা গদাধর গুণশিরোমণির টীকা করেন নাই এবং রামকৃষ্ণ প্রভৃতির টীকা নবদ্বীপে প্রচারিত হয় নাই। ভবানন্দের টীকায় বহু পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারের মত 'অন্যে,' 'কেচিৎ,' 'নব্যাঃ,' 'মাঙ্গাঃ' (১৬।২ পত্রে) প্রভৃতি নির্দ্দেশে উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৬) **লীলাবতীশিরোমণিটীকা** : ইহাও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস-গ্রন্থাগারে একটি প্রতিলিপির সন্ধান পাওয়া যায় (Eggeling : *I. O. Cat.*, I, p. 668, পত্রসংখ্যা ৫৮, খণ্ডিত); পার্শ্বের সাঙ্কেতিক পরিচয়লিপি "লী. শি. টী. ভ." হইতে সূচিকার ভবানন্দের কর্তৃত্ব ধরিতে পারেন নাই। মনোহর মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি উদ্ধারযোগ্য :

নবনীলাম্বুদরুচিরং চরণরণৎকিঙ্কিণীজালং।
হৈয়ঙ্গবীনচোরং নন্দকিশোরং নমস্যামঃ॥

পুণার একটি পুথিতে (No. 178 of 1895-98) শ্লোকটির পাঠান্তর দৃষ্ট হয়—"সুদমধুরং···।

নবনীতাঙ্গণচোরং কমপি কিশোরং… ॥ পুণার পুথির শেষে (৪১।২ পত্রে) কর্তৃনির্দ্দেশ আছে—"ইতি শ্রীভবানন্দসার্বভৌম (?) বিরচিতমেবকারটিপ্পণং।" লীলাবতীশিরোমণির প্রথমাংশে বস্তুতঃ এবকারবাদই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এবকারটিপ্পণ বলিয়া লিখিত হইলেও পুণার খণ্ডিত পুথিতে এবকারের পরবর্ত্তী মাত্রপদের শক্তিবিচার এবং নির্দ্ধারণত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ভবানন্দ-রচিত পদার্থখণ্ডনটীকা এবং বৌদ্ধাধিকারশিরোমণিটীকা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

পক্ষধর মিশ্রকৃত আলোকের ভবানন্দরচিত টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(৭) **প্রত্যক্ষালোকসারমঞ্জরী ঃ** কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে ইহার একাধিক প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি, প্রায়ই খণ্ডিত। অন্যত্রও ইহা দুষ্প্রাপ্য নহে। জম্মুর রঘুনাথজীর মন্দিরে রক্ষিত (Stein : *Jammu Cat.*, 1894, pp. 145, 332-3) একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি (পত্রসংখ্যা ৩১৫) উল্লেখযোগ্য। এই টীকার প্রারম্ভে কোন মঙ্গলাচরণ-শ্লোক নাই। শেষে আছে :—

শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশেন বিনির্ম্মিতা।
অলঙ্করোতু কংসারেশ্চরণৌ সারমঞ্জরী॥
ময়ি নব্যধিয়া কৃতিং যদীয়াং বিবুধা নৈব মুধাবমানয়ন্তু।
নহি জাতু বিহাতুমুৎসহন্তে প্রতিপচ্চন্দ্রমসো রুচিং চকোরাঃ॥
ইতি শ্রীমহামহোপাধ্যায় শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতা প্রত্যক্ষালোকসারমঞ্জরী সমাপ্তা।

শেষ শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইহাই ভবানন্দের প্রথম রচিত গ্রন্থ।

(৮) **অনুমানালোকসারমঞ্জরী ঃ** এই গ্রন্থের একটি মাত্র খণ্ডিত প্রতিলিপি কাশীর সরস্বতী ভবনে রক্ষিত আছে, পত্রসংখ্যা ৫৩ মাত্র। প্রারম্ভ যথা :—

নবনীলাম্বুদরুচিরং চরণরণৎকিঙ্কিণীজালং।
হৈয়ঙ্গবীনচোরং নন্দকিশোরং নমস্যামঃ॥
অনুমানমণৌ সারমালোকীয়ং প্রবক্তবঃ।
শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশেন প্রকাশ্যতে॥

মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি প্রায় অবিকল পূর্ব্বোল্লিখিত লীলাবতীশিরোমণির টীকায়ও লিখিত হইয়াছে—শেষোক্ত টীকার রচয়িতার সম্বন্ধে স্পষ্টোক্তির অভাবে যদি কিছু সন্দেহ ঘটে, তাহার নিরসন এতদ্দ্বারা হইতেছে।

(৯) **শব্দালোকসারমঞ্জরী ঃ** বহু বার অনুমানদীধিতির টীকায় উল্লিখিত হইয়াছে (B. I. Ed., pp. 56, 248, 575)। ইহারও খণ্ডিত প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে (*Ind. Office Cat.*, II. 561)—প্রারম্ভ যথা :—

নমস্কৃত্য গুরূন্ মূর্দ্ধ্না শব্দালোকস্য কণিকা।
শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশেন প্রকাশ্যতে।

(১০) **শব্দমণিসারমঞ্জরী ঃ** ভবানন্দ অনুমানদীধিতিটীকার সৎপ্রতিপক্ষপ্রকরণে এই

দুর্লভ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন:—"এতেন শাব্দবোধাদিকমপি ব্যাখ্যাতং। অধিকঞ্চ শব্দমণিসার(ম)ঞ্জর্য্যাং বিবেচিতমস্মাভিঃ" (অস্মন্নিকটে রক্ষিত পুথির ২৫১।২ পত্র)। আমাদের নিকট ইহার একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি আছে (১-৩৫, ৪৩-৯২ পত্র)—প্রারম্ভ যথা:—

শ্রীগোবিন্দপদাম্ভোজনখচন্দ্রমরীচয়ঃ।
নিগূঢ়ং গাহমানস্য মম সন্ত্ববলম্বনং॥
নমস্কৃত্য গুরূন্ শব্দমণৌ সারং প্রযত্নতঃ।
শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশেন প্রকাশ্যতে॥

এক স্থলে (৭।১ পত্রে) "সার্ব্বভৌমমতমপাস্তম্" এবং আর এক স্থলে (৬৫।২ পত্রে) "ইত্যস্মদ্‌গুরবঃ" বলিয়া মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভবানন্দ সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমানখণ্ডের মূলের উপরও টীকা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই, কিম্বা গ্রন্থান্তরে উল্লেখ দৃষ্ট হয় নাই।

(১১) **শব্দার্থসারমঞ্জরী:** ইহাই ভবানন্দের মৌলিক রচনা এবং ইহার বিভিন্ন প্রকরণ-সমূহ পৃথক্‌ভাবে পাওয়া যায়। এ যাবৎ আবিষ্কৃত প্রকরণসমূহের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(ক) **কারকচক্র:** এই সুপ্রসিদ্ধ প্রকরণই ভবানন্দের নাম এখন পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এবং বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ইহা আদরের সহিত অধীত হইত এবং এখনও হয়। ইহার উপর এতদ্দেশে বহু টীকা-টিপ্পনী রচিত হইয়াছে। আমরা কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। ভবানন্দের পৌত্র রুদ্র-(দেব) তর্কবাগীশকৃত রৌদ্রী টীকা—এই টীকা বহু বার মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার বহুতর প্রতিলিপিতে টীকাকারের পরিচয় পুষ্পিকায় স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইয়াছে:—"ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীরুদ্রদেবতর্কবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতা **পিতামহকৃত**কারকার্থ-নির্ণয়রৌদ্রী সমাপ্তা"। (অস্মদীয় পুথির পাঠ)। দ্বিতীয় টীকা "মাধবী"ও বহু বার মুদ্রিত হইয়াছে, রচয়িতা নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ প্রধান নৈয়ায়িক মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত (মৃত্যু, বৈশাখ ১২৭২)। যে কয়টি সংস্করণে "মাধবী" টীকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে রচয়িতার নাম লিখিত হইয়াছে "মাধব তর্কালঙ্কার"—ইহা ভ্রান্তিমূলক। সম্পাদকগণ সুপণ্ডিত হইয়াও নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িকের সর্ব্বজনবিদিত উপাধিটি বিস্মৃত হইয়াছেন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। কারকচক্রের আরও দুইটি অমুদ্রিত টীকা আমরা দেখিয়াছি। নবদ্বীপ অঞ্চলে একটি টীকা পাওয়া যায়, রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। এই টীকাটি প্রাচীন এবং পূর্ব্বোক্ত মাধব সিদ্ধান্তের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং উপজীব্য; মাধব সিদ্ধান্ত স্বয়ং ইহা "সারমঞ্জরী"কার জয়কৃষ্ণের রচনা বলিতেন। তাঁহার গৃহে রক্ষিত একটি প্রতিলিপির পার্শ্বে নিম্নলিখিত মঙ্গলাচরণ-শ্লোক সংযোজিত হইয়াছে:—

প্রণম্য শিরসা কৃষ্ণং জয়কৃষ্ণেন ধীমতা।
কারকাদ্যর্থবিবৃতের্বিবৃতিস্তন্যতে মুদা॥

কিন্তু আমাদের পরীক্ষিত ৩।৪টি প্রতিলিপিতে ইহা নাই। আমাদের হস্তগত একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপির প্রতি পত্রের পার্শ্বে "গোবিন্দকাচটী" দেখিয়া মনে হয়, গোবিন্দ নামক কোন

অজ্ঞাত নৈয়ায়িক ইহার রচয়িতা। বিক্রমপুর অঞ্চলে ১৭২০ শকে অনুলিখিত কারকচক্রের এক অজ্ঞাতপূর্ব টীকা পাওয়া গিয়াছে, প্রারম্ভ যথা :—

প্রণম্য পরমাত্মানং বাগীশাংশ্চ গুরূন্ নমন্।
ভাবং কারকচক্রস্য বিবৃণোমি সতাং মুদে।

শেষ পত্রে (৪১।২) পুষ্পিকা যথা :—

বিনির্ম্মিতা কারকচক্র-গুপ্ত-ভাবপ্রকাশা বরবর্ণমালা।
কণ্ঠে বিলগ্না নবকামিনীব মুদং সতামাবহতু প্রকামং।
ইতি **শ্রীতর্কবাচস্পতিভট্টাচার্য্য**বিরচিতা কারকচক্রভাবপ্রকাশা সমাপ্তা।

কারকচক্রের বঙ্গীয় সংস্করণের শেষে দুইটি অনুচ্ছেদ মুদ্রিত হইয়াছে (একো বৃক্ষঃ পঞ্চ নৌকা ভবতীত্যাদি), যাহা টীকাকারগণ ব্যাখ্যা করেন নাই। অর্থাৎ তাহা ঠিক কারক-চক্রের অন্তর্গত নহে, কিন্তু তাহা ভবানন্দেরই রচনা। কারণ, শেষ বচনে দোহাই আছে—"প্রপঞ্চিতমিদমেবকারার্থবিচারেঽস্মাভিঃ।" ভবানন্দের লীলাবতীশিরোমণির টীকায় (পুণার পুথির ৪০-৪১ পত্রে) নির্ধারণ-ষষ্ঠীর এতন্নির্দ্দিষ্ট বিচার যথাযথ পাওয়া যায় (এ স্থলে মুদ্রিত পাঠ "°ইদমেব কারকার্থবিচারে" ভ্রমাত্মক)।

(খ) **দশলকারবিবেচনং :** ইহাও মুদ্রিত হইয়াছে (শ্রীযুত তারানাথ তর্কতীর্থ-সম্পাদিত "লকারার্থনির্ণয়," ১৩২৪, পৃ. ৩২) এবং আমাদের নিকট পুথিও রক্ষিত আছে; কিন্তু প্রকরণটি কারকচক্রের ন্যায় জনপ্রিয় এবং সুপ্রাপ্য নহে।

(গ) **আখ্যাতবিচার :** "আখ্যাতস্য বাচ্যং নিরূপ্যতে" ইত্যাদি দুই পাতার একটি ক্ষুদ্র প্রকরণ ভবানন্দের রচনা বলিয়া দৃষ্ট হয়—গ্রন্থমধ্যে শিরোমণির মত আলোচিত হইয়াছে। ইহা শব্দার্থসারমঞ্জরীর অংশবিশেষ সন্দেহ নাই।

(ঘ) **ষট্‌সমাসবিবেচনং :** এই দুর্লভ প্রকরণের একটি প্রতিলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। প্রারম্ভ যথা, "নাম্নাং সমাসো যুক্তার্থ ইতি বৈয়াকরণাঃ। নাম্নামিত্যত্র বহুত্বমবিবক্ষিতং, নামত্বং সুপঃ প্রকৃতিত্বং···।"

শেষ কথা, "যথাপ্রয়োগমন্যত্রাপ্যূহ্যং। মধ্যবর্ত্তিবিভক্তিলোপে সমাসোত্তরবর্ত্তিবিভক্তেরপি লোপঃ, সমাসস্য প্রত্যেকপদান্যত্বাল্লিঙ্গসংজ্ঞায়াং কারকবিভক্ত্যাদিকমুৎপদ্যতে॥ ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশ্বরভট্টাচার্য্যবিরচিতং ষট্‌সমাসবিবেচনং সমাপ্তং॥" (৭।১ পত্রে) ষট্‌কারকবিবেচন অর্থাৎ কারকচক্রের ন্যায় ইহাও শব্দার্থসারমঞ্জরীর অংশ-বিশেষ সন্দেহ নাই।

এতদ্ভিন্ন 'ক্তাবিচার,' 'উপসর্গবিচার' প্রভৃতি যে সকল ক্ষুদ্র প্রকরণ পাওয়া যায়, তাহাদের রচয়িতার নাম অজ্ঞাত, কোন কোনটা ভবানন্দের রচনা হওয়া অসম্ভব নহে।

(১২) **কারণতাবিচার :** এই ক্ষুদ্র বাদগ্রন্থের প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে—পুণার একটি প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি (B. O. R. I. No. 159 of 1899-1915, পত্রসংখ্যা ১২)। প্রারম্ভে "অথ কিং কারণত্বং॥" এবং শেষে "নিমিত্তকারণতেতি সংক্ষেপঃ। ইতি ভবানন্দভট্টাচার্য্যবিরচিতে (?) কা(রণ)তাবিচারঃ সমাপ্তঃ।" আমাদের

অনুমান হয়, ভবানন্দ এই জাতীয় উৎকৃষ্ট বাদগ্রন্থ আরও রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু হরিরাম তর্কবাগীশের বাদগ্রন্থসমূহ প্রচারিত হইলে ভবানন্দ প্রভৃতির রচনা লুপ্ত হইয়া যায়।

শিরোমণির উপরি ভবানন্দের ব্যাখ্যাগ্রন্থও পরে "সারমঞ্জরী" নামেই পরিচিত হইয়াছিল। "আধেয়শক্তিবিচার" নামক একটি বাদগ্রন্থের এক স্থলে (২।১ পত্রে) "ইতি যৎসমানাধিকরণা ইতি লক্ষণব্যাখ্যানে **সারমঞ্জরীকৃতঃ**" বলিয়া ভবানন্দের অনুমানদীধিতি টীকার একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত নবদ্বীপের নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ে ভবানন্দ তাঁহার গৌরবময় "সিদ্ধান্তবাগীশ" উপাধি দ্বারাই পরিচিত ছিলেন এবং স্থলে স্থলে "সিদ্ধান্তবাগীশানুযায়িনঃ" বলিয়া তাঁহার সম্প্রদায়েরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

ভবানন্দের অভ্যুদয়কাল : এ বিষয়ে প্রায় সকলেই এ যাবৎ অল্পবিস্তর ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়াছেন। ভবানন্দের অভ্যুদয়কাল নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ দ্বারা নির্ণীত হইবে।

(১) সুপ্রসিদ্ধ জগদীশ তর্কালঙ্কার বহু স্থলে ভবানন্দের মত নামোল্লেখ না করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ দুইটি স্থল নির্দ্দিষ্ট হইল :—

(ক) শিরোমণির মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের ব্যাখ্যায় অনেক মতভেদ আছে। জগদীশ একটি মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন :—"অখণ্ডো দুঃখানবচ্ছিন্নঃ আনন্দো যস্মাদেতাদৃশো বোধো যস্ত তস্মৈ, ষষ্ঠ্যর্থস্ত বিষয়তেত্যপি কশ্চিৎ"। এই ব্যাখ্যা ভবানন্দের কল্পিত, যথা—"অখণ্ডো দুঃখাসম্ভিন্ন আনন্দো যস্মাদেবংভূতোপাসনাত্মকো বোধো যস্যেতি বার্থঃ, যস্যেতি ষষ্ঠীবিষয়তা।" ভবানন্দের পৌত্র রুদ্র তর্কবাগীশও এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন—"অখণ্ডো দুঃখাসংভিন্ন আনন্দো যস্মাদেতাদৃশো বোধো যস্ত তস্মৈ, ষষ্ঠ্যর্থো বিষয়ত্বং। তথা চ স্বর্গজনকোপাসনাত্মকবোধবিষয়ায়েত্যর্থঃ" (রৌদ্রী, ২।২ পত্র)। ভবানন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার ও রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তীর টীকায় এই ব্যাখ্যা নাই। মথুরানাথ তর্কবাগীশ দীধিতির টীকায় এই ব্যাখ্যা কথঞ্চিৎ বিভিন্ন ভাষায় ("অখণ্ডোঽবিচ্ছিন্নপ্রবাহঃ," বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথির প্রথম পত্র) উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং জগদীশ যে এ স্থলে ভবানন্দের মতই উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

(খ) ব্যাপ্তিপঞ্চকের দ্বিতীয় লক্ষণের ব্যাখ্যায় জগদীশ লিখিয়াছেন :—"কেচিত্তু, ব্যাপ্যবৃত্তিত্বাব্যাপ্যবৃত্তিত্বাদিরূপবিরুদ্ধধর্মাধ্যাসাৎ সংযোগাদ্যভাবস্যৈব দ্রব্যগুণাদ্যধিকরণভেদেন ভেদো ন তু গগনাদ্যভাবস্যাপি মানাভাবাৎ, তথা চ সাধ্যবদ্ভিন্নগগনাদ্যভাববতি ধূমাদেঃ সত্ত্বাদব্যাপ্তিরতঃ সাধ্যপদমিত্যাহুঃ। তন্মন্দম্ ·" (চৌখাম্বা সং, পৃ. ৭৮)। ইহাও ভবানন্দ হইতে অনূদিত, যথা—"ন চাধিকরণভেদেনাভাবভেদপক্ষ এব এতল্লক্ষণমিতি সাধ্যবদ্ভিন্নে যোঽভাব ইত্যেতাবতৈব সামঞ্জস্যে সাধ্যপদবৈয়র্থ্যমিতি বাচ্যং, ব্যাপ্যাব্যাপ্যবৃত্তিত্বরূপবিরুদ্ধধর্মসংসর্গেণ দ্রব্যবৃত্তিসংযোগাভাবাদ্গুণাদিবৃত্তিসংযোগাভাবস্যৈব ভিন্নত্বোপগমাৎ ন তু ঘটত্বাভাবাদেরপি অধিকরণভেদেন ভেদাভ্যুপগমো মানাভাবাদিতি।" (ভবানন্দী, পৃ. ১০৩, অস্মদীয় পুথির ২২।১ পত্রের পার্শ্ব টীকায় বিবৃতি আছে—"তথাচ সাধ্যবদ্ভিন্নে বর্ত্ততে গগনাদ্যভাবস্তদ্বান্ সাধ্যবানেব তত্র হেতোর্বৃত্তিত্বাদসম্ভবাপাতাৎ")। রৌদ্রী টীকায় (৩০।১-২

পত্রে) ভবানন্দের পৌত্রও এই ব্যাখ্যাই লিখিয়াছেন এবং পরে জগদীশের একটি ব্যাখ্যায় দোষ দিয়াছেন। বস্তুতঃ ভবানন্দ ও জগদীশের টীকা মিলাইয়া পড়িলে কোন সন্দেহ থাকে না যে, ভবানন্দ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ অপরিহার্য্য গতানুগতিকতায় এখন পর্য্যন্ত যে ভবানন্দকে জগদীশের গুরু বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।[৩]

জগদীশের অনুমানদীধিতিটীকার একটি প্রতিলিপির তারিখ ১৫৩২ শকাব্দ (১৬১০ খ্রীঃ) এবং তৎকালে তিনি "সকলনবদ্বীপাধ্যাপকাগ্রগণ্য" ছিলেন (সা-প-প, ৫৩ বর্ষ, পৃ. ৩)। বুঝা যায়, জগদীশ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই টীকা রচনা করিয়াছিলেন, পরে নহে এবং তৎকালে ভবানন্দ কাশীবাসী কিম্বা স্বর্গত হইয়াছেন। আমরা গুপ্তিপাড়ায় ভবানন্দের কারকচক্রের একটি প্রতিলিপি পরীক্ষা করিয়াছিলাম, লিপিকাল ১৫১৬ শকাব্দ ৩০ ভাদ্র (১৫৯৪ খ্রীঃ)—ইহার পুষ্পিকায় "শ্রী"-শব্দ নাই। পক্ষান্তরে ভবানন্দ মথুরানাথেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন এবং মথুরানাথের পিতা শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী ও সম্ভবতঃ সতীর্থ ছিলেন (ঐ, ৫০ বর্ষ, পৃ. ১০৩)। সুতরাং ভবানন্দের গ্রন্থরচনার কাল ১৫৫০-৭৫ খ্রীঃ মধ্যে স্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত, তাহার পরে নহে।

(২) বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধ-বিষয়ক একটি বাদগ্রন্থে সিদ্ধান্তবাগীশের মতের উপর হরিরাম তর্কবাগীশের উক্তিবিশেষের সমালোচনা দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ সিদ্ধান্তবাগীশ হরিরামের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। হরিরাম সুপ্রসিদ্ধ গদাধর ভট্টাচার্য্যের (১০০৬-১১১০ সন) গুরু এবং জগদীশের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন। এতদনুসারেও ভবানন্দের পূর্ব্বোল্লিখিত কালই সূচিত হয়।

(৩) সৌভাগ্যক্রমে রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতে সিদ্ধান্তবাগীশের দুইটি কুলক্রিয়ার উল্লেখ আবিষ্কৃত হওয়ায় তাঁহার অভ্যুদয়কালের উৎকৃষ্ট প্রমাণ উপলব্ধ হইয়াছে। কুলপঞ্জীর প্রতি বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজের জাজ্বল্যমান অনাদর ও অবজ্ঞার অবসান প্রার্থনা করিয়া আমরা এই নবাবিষ্কৃত তথ্যের বিবৃতি প্রদান করিলাম।

(ক) বাঙ্গালপাশী বন্দ্যবংশের বৃহস্পতিপ্রকরণে গোপালপুত্র নারায়ণ মিশ্র ১১০ সমীকরণের কুলীন—ধ্রুবানন্দ (মহাবংশ, পৃ. ১৩৭) তাঁহার কুলকারিকায় তাঁহার পুত্রদের মধ্যে গোপীকান্তের নাম করিয়াছেন। গোপীকান্তের অন্যতম পুত্র পরশুরামের বিবরণ মধ্যে পাওয়া যায়:—"মুং জগদীশভট্টাচার্য্যস্য কন্যাবিবাহান্তরঃ **ততো মুং সিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যস্য কন্যাবিবাহঃ**" (সাহিত্য-পরিষদের ৭৮৭ সংখ্যক পুথির ৩৩।২ পত্র—পরশুরামের এই বিবরণ এবং বিস্তৃত বংশাবলী এই গ্রন্থেই লিখিত আছে, অন্য কোন কুলপঞ্জীতে অমরা পাই নাই)। ধ্রুবানন্দ-লিখিত গোপীকান্তের জন্মকালের অধস্তন সীমা ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দ

৩। ফণিভূষণ তর্কবাগীশকৃত ন্যায়পরিচয়, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ. ২৭-৩০ ; সা-প-প, ৫৩, পৃ. ২ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। ১৯০৫ সম্বতে অর্থাৎ ঠিক ১০০ বৎসর পূর্বে মদনমোহন তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া শিরোমণির "অনুমানচিন্তামণিদীধিতি" সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থে জগদীশ ও ভবানন্দের সম্প্রদায় ভেদ অসিদ্ধি-প্রকরণের পাদটীকায় (পৃ. ১৫৫-৬) স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল—কিন্তু অদ্য পর্য্যন্ত নৈয়ায়িকগণ তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছেন (কারকচক্র, তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থসং নিবেদন /০ পৃ. প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

ধরা যায় ; কারণ, পরে আরও সাতটি সমীকরণ হইয়াছিল এবং ধ্রুবানন্দের রচনাকাল ১৫২৫ সনের পরে নহে (সা-প-প, ৫৮, পৃ. ১১০-১)। সুতরাং গোপীকান্তের পুত্রের শ্বশুর সিদ্ধান্তবাগীশের জন্মকাল ১৫০০-২৫ সন মধ্যে স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত।

(খ) ঘোষালবংশে ভুবনাচার্য্য ১১৩ সমীকরণের প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন (ধ্রুবানন্দ, পৃ. ১৩৯)। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র হৃদয় সম্বন্ধে ঘটককেশরীর কুলপঞ্জীতে আছে :—"হৃদয়স্য ভাবলাণ্ডও়া বন্দ্য বাহিনীপতেঃ কন্যাবিবাহাৎ হানিঃ" (ঘোষাল প্রকরণ, ১১।২ পত্র)। বাহিনীপতি সুপ্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ভুবনাচার্য্যের দ্বিতীয় পুত্র পুরাই অর্থাৎ পুরুষোত্তমের দুই পুত্র—রাজেন্দ্র ও রমাপতি। রমাপতির কুলক্রিয়ার বিবরণ অবিকল উদ্ধৃত হইল :—"**রমাপতের্মুং ভবানন্দ-সিদ্ধান্তবাগীশস্য কং বিং ভঙ্গঃ নবদ্বীপবাসী মহাধ্যাপকঃ।** পশ্চাৎ ক্ষেম্য বং রামভদ্র প্রং নং পাঁচুজ বিদ্যানন্দ পৌত্রঃ ষড়প্র° * * *" (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১০২ সংখ্যক পুথির ৫৮৮।১ পত্র)। উক্ত রাজেন্দ্রের এক পুত্র "রামচন্দ্রস্য—সিন্দুরামল্ল বীরভদ্র গোস্বামিনঃ পুত্র গোপীজনবল্লভস্য কন্যাবিবাহাৎ হানিঃ" (ঘটককেশরীর কুলপঞ্জী, ঘোষালপ্র,° ১১।১ পত্র)। এই সকল সম্বন্ধের বিবৃতি লতাকারে প্রদর্শিত হইল :—

ইহা হইতে বুঝা যায়, ভবানন্দ বাহিনীপতি ও নিত্যানন্দ প্রভুর এক পুরুষ পরবর্ত্তী। বাহিনীপতির জন্ম আমরা ১৪৬০-৭০ খ্রীঃ মধ্যে অনুমান করিয়াছি (সা-প-প, ৫৩, পৃ. ৯)—তদনুসারে ভবানন্দের জন্ম হয় ১৫০০-১০ সনের মধ্যে। পক্ষান্তরে ভবানন্দের একপর্য্যায়স্থিত পুরাই, বিদ্যানন্দ ও হৃদয়ের নাম ধ্রুবানন্দ স্বগ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং কেহই ১৫২৫ সনের পরে জন্মগ্রহণ করেন নাই। বীরভদ্রের জন্মসনও ঐরূপই বটে এবং ভবানন্দের জন্মসন অন্তত পক্ষে ১৫১৫ ধরিয়া তাঁহার অভ্যুদয়কাল ১৫৪০-১৬০০ সন মধ্যে আপাততঃ স্থাপন করা যায়।

ভবানন্দের গুরু : বিগত শতাব্দী পর্য্যন্ত নবদ্বীপের নৈয়ায়িকগণ ভবানন্দকে মথুরানাথ তর্কবাগীশের ছাত্র বলিতেন (নবদ্বীপ-মহিমা, ১ম সং, পৃ. ৬৯)। ইহা সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক। মথুরানাথ রামভদ্র সার্ব্বভৌমের ছাত্র (সা-প-প, ৫১, পৃ. ৭০-৭১) এবং ভবানন্দের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী ছিলেন (ঐ, ৫০, পৃ. ১০৩)। ইদানীং কেহ কেহ ভবানন্দকে রঘুনাথ শিরোমণির সাক্ষাৎ ছাত্র বলিয়া অনুমান করিয়াছেন (Sarasvati Bhavana Studies, v, p. 137).

তাহাও প্রমাণসিদ্ধ নহে। ভবানন্দ শিরোমণির বহুকাল পরবর্ত্তী ছিলেন, তাঁহার টীকার স্থলবিশেষের ভাষা হইতে এইরূপ বুঝা যায়। ব্যাপ্তিবাদের পূর্ব্বপক্ষপ্রকরণে ভবানন্দের একটি ব্যাখ্যা-বচন উদ্ধৃত হইল :—(সোসাইটি সং, পৃ. ২৯৩) "তস্মাৎ বস্তুত ইত্যাদিপাঠঃ কাল্পনিকঃ। অতএব প্রাচীনপুস্তকে উত্তোলিত এব তিষ্ঠতীতি বহবঃ" (আমাদের পুথির পাঠ—"প্রাচীনপুস্তকে তন্ন তিষ্ঠতীতি বহবঃ" ৫৯।১ পত্র)। এইরূপ ব্যাখ্যা শিরোমণির সাক্ষাৎ ছাত্রের পক্ষে অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে ভবানন্দের গুরু ছিলেন কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম (সা-প-প, ৫৩, পৃ. ২ দ্রষ্টব্য) এবং তিনিও শিরোমণির বহুকাল পরবর্ত্তী ছিলেন (ঐ, পৃ. ৩)। অর্থাৎ শিরোমণি চৈতন্যদেবের সহাধ্যায়ী ছিলেন, এই চিরপ্রচলিত প্রবাদ অমূলক বলিয়া এক্ষণে প্রমাণিত হইতেছে।

ভবানন্দের ছাত্র : নবদ্বীপের নৈয়ায়িকগণ জগদীশকে ভবানন্দের ছাত্র বলিতেন, ইহা প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। কাশীর পণ্ডিতসমাজে একটি প্রবাদ আছে যে, ভবানন্দীয় টীকাকার মহাদেব ভট্ট ভবানন্দের সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলেন, কিন্তু তাহা সত্য নহে ; মহাদেব প্রকৃতপক্ষে ভবানন্দের প্রায় ১০০ বৎসর পরবর্ত্তী ছিলেন। ভবানন্দের দুই জন ছাত্রের নাম অবিষ্কৃত হইয়াছে—(১) গুপ্তিপাড়ার রাঘবেন্দ্র শতাবধান ভট্টাচার্য্য ও (২) পাটলির দেবীদাস বিদ্যাভূষণ। অনন্যসাধারণশক্তিশালী শতাবধান ভট্টাচার্য্যের বিবরণ আমরা অন্যত্র লিখিয়াছি (প্রবাসী, পৌষ ১৩৫৪, পৃ. ২৪৪-৫ ; কার্ত্তিক ১৩৫৫, পৃ. ৬৬-৯)। দেবীদাস নবদ্বীপনিবাসী বিখ্যাত ন্যায়স্মৃতিটীকাকার কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশের বৃদ্ধপ্রপিতামহ। কৃষ্ণকান্ত "তর্কামৃততরঙ্গিণী" নামক টীকাগ্রন্থের প্রারম্ভে পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ মধ্যে লিখিয়াছেন :

সর্বানুজোঽভূৎ কিল তত্র দেবী-দাসাহ্বয়ঃ সর্বগুণাকরঃ সঃ।
অধীত্য শাস্ত্রং সকলং ক্রমেণ পিতুঃ সকাশেঽথ সমাগতোঽয়ং।
ন্যায়াদিশাস্ত্রং পঠিতুং প্রযত্নাৎ সিদ্ধান্তবাগীশগুরোঃ সমীপে।
তমালপা শাস্ত্রার্থবাদেন তুষ্টো ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ এবঃ।
ভবান্ মহীয়ান্ ভবিতাত্র শাস্ত্রে উচে মহাধীরকুশাগ্রধীরঃ।
অধীত্য তর্কশাস্ত্রাণি তস্মাৎ সর্বাণি সর্বশঃ।
আহূয় পিতরৌ নারীং সমানীয় প্রযত্নতঃ।
বারাণসীমাশ্রিতবান্ বিদ্যাভূষণনামকঃ।
অধ্যাপয়ামাস চিরং সর্বশাস্ত্রং তত্র বৈ।

(কাশীর সরস্বতীভবনের ৭৮৫ সং ন্যায়পুথি)

দেবীদাস পরে পুত্রের বিবাহার্থ আসিয়া পাটলিগ্রামে বাস স্থাপন করেন এবং সমকালীন পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচুর প্রতিষ্ঠালাভ করেন। কৃষ্ণকান্ত তৎসম্বন্ধে একটি অতিমূল্যবান্ "প্রাচীন কবিতা" উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

জয়দেবো নবদ্বীপে রুদ্রনা(থঃ) তথাপরঃ।
পূর্ব্বস্থল্যাং রমানাথঃ পাটল্যাং ভূষণদ্বয়ং।

তাড়িতে রামরামশ্চ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ।
পৃথিব্যাং সারভূতাশ্চ বড়েতে শাস্ত্রদিগ্‌গজাঃ ॥ (১।২ পত্র)

দেবীদাস ভিন্ন বাকী পাঁচ জনের পরিচয়াদি এখন জানিবার উপায় নাই। কৃষ্ণকান্তের উক্তি হইতে মনে হয়, দেবীদাস কাশীতেই ভবানন্দের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অধ্যয়নকাল আনুমানিক ১৫৭৫-১৬০০ সন মধ্যে পড়িবে।[৪]

ভবানন্দের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ :—রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতে আমরা এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব নাম আবিষ্কার করিয়াছি। (১) ধনো চট্টবংশীয় হরিদাসের কুলকারিকা ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীতে (পৃ. ১০৫) পাওয়া যায়। তাঁহার এক পুত্র জগদীশ বিদ্যানিধি, তৎপুত্র মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী। "মুকুন্দস্য কন্যা শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশে প্রং সিদ্ধান্তবাগীশজ নবদ্বীপে অত্র মহালজ্জা (পরিষদের ১৮১৫ সংখ্যক পুথি, ধনোপ্রকরণ ১৪।২ পত্র)। "ততঃ কন্যা মুং শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশে বিবাহহানিঃ **ভুলাই ব্রাহ্মণখ্যাতি নদিয়াবাসী সিদ্ধান্তবাগীশজঃ**"। (২১০২ সং পুথির ৩১।২ পত্র)। এখানে অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, মুখবংশীয় ভবানন্দের আদিস্থান ছিল 'ভুলুয়া' অর্থাৎ নোয়াখালি।

(২) অবসথী চট্টবংশীয় মধুর পুত্র অনন্তের কুলকারিকায় ধ্রুবানন্দ (পৃ ১৪২) তৎপুত্র দেবীদাসের নামোল্লেখ করিয়াছেন, দেবীদাসের এক পুত্র হরিরাম। হরিরামসুত গোপী-রমণের সম্বন্ধে লিখিত আছে,—"ততো নদীয়াবাসী মুং শ্রীকৃষ্ণ-ন্যায়বাগীশস্য কন্যাগ্রহণাত্তঙ্গঃ" (পূর্ব্বোক্ত ২১০১ পুথির ২২৪।১ পত্র ও ১৮১৫ পুথির ২০৫।২ পত্র)। উভয় উক্তি হইতে শ্রীকৃষ্ণের অভ্যুদয়কাল ১৬শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এবং ১৭শ শতাব্দীর প্রথম পাদে নিরূপণ করা যায় এবং তদ্দ্বারা ভবানন্দের পূর্ব্বোক্ত সময়ই সমর্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের অধস্তন বংশধারা আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

ভবানন্দের পুত্র রাম তর্কালঙ্কার :—সম্প্রতি আমরা ভবানন্দের পৌত্র রুদ্র তর্কবাগীশের অদ্যাবধি আবিষ্কৃত সমস্ত গ্রন্থ পরীক্ষা করিয়া ভবানন্দের অপর পুত্র "রাম তর্কালঙ্কারে"র নাম ও কিঞ্চিৎ বিবরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। মুক্তাবলীর "রৌদ্রী" টীকার প্রারম্ভে রুদ্র তর্কবাগীশ বন্দনা করিয়াছেন:—

তাতং শ্রীরামধীরেশং ধীরং শ্রীমধুসূদনং।
নত্বা রুদ্রেণ সিদ্ধান্তমুক্তাবলী বিবৃতে। (২য় শ্লোক)

অনুমানদীধিতির রৌদ্রী টীকায়ও পাওয়া যায়:—

তাতং শ্রীরামধীরেশং ধীরং শ্রীমধুসূদনং।
অগ্রজং দীধিতৌ নত্বা রৌদ্রী রুদ্রেণ তন্যতে। (২য় শ্লোক)

৪। দেবীদাসের পুত্র রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী (সা-প-প, ৫০, পৃ. ৪৪-৬), তৎপুত্র "বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার" নবদ্বীপাধিপতি রাজা রঘুরামের নিকট ভূমিদান পাইয়াছিলেন—সনদের তারিখ ৯ বৈশাখ ১১২৮ সন অর্থাৎ ১৭২১ খ্রী (নদীয়াকালেক্টরীর ২৮৭নং তায়দাদ দ্রষ্টব্য)। বিশ্বেশ্বরের পুত্র কালীচরণ ন্যায়ালঙ্কার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দানভাজন ছিলেন (ঐ, ২৮৬ নং তায়দাদ)। কৃষ্ণকান্তের বর্ত্তমান বংশধরগণ পূর্ব্বপুরুষের নামকীর্ত্তি সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া কালধর্ম্মে কৃত্রিমতার আশ্রয় লইয়াছেন এবং মহাপ্রভুর জাতি-বংশ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।

বিবাহরৌদ্রীর প্রারম্ভে রুদ্র তাঁহার পিতার "তর্কালঙ্কার" উপাধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (সা-প-প, ৪৮, পৃ. ৭০)। ভবানন্দের এই পুত্রের নাম "রাম" না "শ্রীরাম" তদ্বিষয়ে সংশয় হয়, কিন্তু শ্রীমধুসূদনের ন্যায় শ্রী-শব্দ নামের অংশ নহে বলিয়া আমাদের ধারণা। ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫১ তারিখের "সম্বাদ ভাস্কর" পত্রিকায় নবদ্বীপের পণ্ডিত প্রসঙ্গে সাত জন প্রাচীন নৈয়ায়িকের নামোল্লেখ আছে—মথুরানাথ, জগদীশ, গদাধর, মধুসূদন, মহিষারাম, হরিরাম ও শঙ্কর। তন্মধ্যে মধুসূদন ও মহিষারাম রুদ্র তর্কবাগীশের অগ্রজ ও তাত বলিয়া মনে হয়। "মহিষা" বিশেষণ পদে শারীরিক বলসূচক অধুনা অজ্ঞাত কোন বিস্ময়কর ঘটনার স্মৃতি অন্তর্নিহিত আছে সন্দেহ নাই। ভবানন্দের এই পুত্র প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও গ্রন্থকার ছিলেন। রুদ্র তর্কবাগীশ অনুমানদীধিতির রৌদ্রী টীকায় বহু স্থলে "পিতৃচরণাস্তু" বলিয়া বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (অস্মৎপরীক্ষিত প্রতিলিপি ২।১, ৬।২, ১৩।২, ২২।১, ৩৩।২, ৪২।১, ২৩৮।২, ২৪৪।২, ২৪৭।২ প্রভৃতি পত্র দ্রষ্টব্য)। দৃষ্টান্তস্বরূপ শিরোমণির মঙ্গলাচরণশ্লোকে তাঁহার একটি ব্যাখ্যাংশ উদ্ধৃত হইল:—"বিষ্টভ্য তুষ্ট্যতুষ্টিভ্যাং বন্ধমোক্ষবিশিষ্টানি কৃত্বেতি পিতৃচরণাঃ।" (২।১ পত্র) এই সকল বচন রাম তর্কালঙ্কারকৃত চিরলুপ্ত দীধিতিটীকা হইতে গৃহীত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

সৌভাগ্যবশতঃ ভবানন্দের এই পুত্রকৃত একটি কারকবিচার গ্রন্থের খণ্ডিত প্রতিলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে (মাত্র ৩ পত্র)—প্রারম্ভে আছে:—

ওঁ নমঃ শিবায়। অভয়বরদপাণিঃ স্মেরবক্ত্রো বিবাসাঃ রহসি গিরিসুতায়াঃ সন্নিধৌ নৃত্যমানঃ।
বিগলিতগলসর্পীয়াস্কলাঙ্গুড়বন্ধঃ পশুপতিরঘশান্ত্যৈ চিন্তনীয়ো মহাত্মাম্।

পিতুর্ব্যাখ্যাং দ্রাক্ষামধুরমপি তুচ্ছীকৃতবতীং
সমাকর্ণ্য প্রাচামনুগমগিরাং তত্রগহনে।
মতং জ্ঞাত্বা তেষাং সমধিগতসিদ্ধান্তনিচয়ো
বিধত্তে শ্রীরামঃ কৃতিগতিকৃতে সাধুপদবীম্।
অপাদানত্বাদয়োঽপাদানাদয়শ্চ ষট্ কারকপদার্থাঃ...।

গ্রন্থকার যে স্বীয় পিতৃদেব ভবানন্দের কারকচক্র অবলম্বন করিয়াই রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নিম্নলিখিত সন্দর্ভ হইতে তাহা বুঝা যায়:—

"তত্রাপাদানত্বাদিষু অনুগমকং ক্রিয়ান্বয়িত্বমাত্রং ন তৎপদার্থতাবচ্ছেদকং স্তোকং পচতি ইত্যাদৌ ক্রিয়াবিশেষণে স্তোকাদৌ স্বর্গকামো যজেতেত্যাদৌ ক্রিয়াপ্রকারীভূতবিধ্যর্থেষ্টসাধনত্বাদৌ চাতিপ্রসঙ্গাৎ। নাপি সাক্ষান্মাত্রং তৎ মৈত্রস্য তণ্ডুলমিত্যাদৌ ষষ্ঠ্যর্থসম্বন্ধাদাবতিপ্রসঙ্গাৎ। কিন্তু ক্রিয়ান্বয়িত্বে সতি সাদ্যর্থমেব তৎ, স্তোকং পচতি ইত্যাদৌ অভেদেন পাকাদিপ্রকারীভূতোপি স্তোকাদির্ন সাক্ষাৎ ইতি নাতিপ্রসঙ্গঃ।" ২।১ পত্র

দুঃখের বিষয়, এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের অতি সামান্য অংশমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাম তর্কালঙ্কার সম্ভবতঃ তাঁহার পিতার নিকটই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

মধুসূদন বাচস্পতি: রুদ্র তর্কবাগীশ অনুমানদীধিতিরৌদ্রীর পূর্ব্বোদ্ধৃত বন্দনাশ্লোকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, মধুসূদন তাঁহার "অগ্রজ" অর্থাৎ ভবানন্দের পৌত্র ছিলেন। সুতরাং নবদ্বীপমহিমাগ্রন্থে (১ম সং, পৃ. ৭০, ৮১) যে মধুসূদনকে ভবানন্দের পুত্র বলা হইয়াছে, তাহা

ঠিক নহে। মধুসূদনকে বন্দনা করায় বুঝা যায়, রুদ্র তর্কবাগীশ তাঁহারই নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অনুমানদীধিতির রৌদ্রী টীকায় বহু স্থলে রুদ্র তাঁহার "গুরুচরণে"র বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (২।১, ৬।১, ১১৩।১, ১৯৯।২, ২৩৮।২ পত্রে)। মধুসূদনও সুতরাং দীধিতির টীকা রচনা করিয়াছিলেন এবং ভবানন্দের টীকা তাঁহারও উপজীব্য ছিল। কারণ, রুদ্র তর্কবাগীশ সামান্যনিরুক্তিপ্রকরণে "গুরুচরণাস্তু···ইতি পিতামহব্যাখ্যাং পরিচস্কুঃ" বলিয়া একটি সুদীর্ঘ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (১১৩।১ পত্রে)। এই মধুসূদনকে আমরা গুণানন্দের গুরু মনে করিয়াছিলাম (সা-প-প, ৪৮, পৃ. ৬৯-৭০), কিন্তু এক্ষণে তাহা সমর্থনযোগ্য নহে—গুণানন্দ এই মধুসূদনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন এবং তাঁহার গুরু মধুসূদন ষোড়শ শতাব্দীর অপর একজন নৈয়ায়িক ছিলেন। ভবানন্দের পৌত্র মধুসূদন বাচস্পতির খ্যাতি প্রতিপত্তি নবদ্বীপে দীর্ঘকাল বাঁচিয়াছিল; তাঁহারই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রচারিত হইয়াছিল :—

মিথিলান্তঃ সমায়াতে মধুসূদনবাক্পতৌ।
চকম্পে ন্যায়বাগীশঃ কাতরোঽভূদ্‌গদাধরঃ।

(সাহিত্য-পরিষদের ১২৬৯ সংখ্যক পুথির ২১।১ পত্র, ১০৯ শ্লোক)

ন্যায়বাগীশ গদাধরের সমকালীন (বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বংশধর) গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ—উভয়েই রাজা রাঘবের নিকট সুবৃহৎ ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত শ্লোকটির নানাবিধ পাঠ কল্পনা করিয়া প্রায় সকলেই তাহা মধুসূদন সরস্বতীর খ্যাতি-বিষয়ক বলিয়া ধরিয়াছেন (অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা, পৃ. ৯২, ৯৬)—কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অমূলক। অদ্বৈতসিদ্ধিকার মধুসূদন গদাধরের প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী, তিনি মিথিলা কিম্বা নবদ্বীপে পড়িয়াছিলেন, এরূপ কোনই প্রমাণ নাই।

রুদ্র তর্কবাগীশ : এই "ভট্টাচার্য্যচূড়ামণি" অর্থাৎ নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "অনুমানদীধিতিরৌদ্রী"র একমাত্র আবিষ্কৃত প্রতিলিপি আলোয়ার রাজগ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে (Peterson : Ulwar Cat., p. 27)। সম্প্রতি সীতামৌ রাজ্যের মহারাজকুমার ডক্টর রঘুবীর সিংহের পরম সৌজন্যে এই অতিদুর্লভ গ্রন্থের একটি অনুলিপি (পত্রসংখ্যা ৩৪৯) আমরা পরীক্ষা করিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়াছি এবং তজ্জন্য মহারাজকুমারের নিকট যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাই না। সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীর রৌদ্রী টীকায় রুদ্র স্বরচিত এই গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন ("অনুমানদীধিতিরৌদ্র্যামধিকং প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ," ৩১।১ পত্র) এবং তিনি যে ভবানন্দেরই পৌত্র, তাহা এক্ষণে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। গ্রন্থারম্ভ এই :—(দ্বিতীয় শ্লোকটি পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে)

শ্রীগণেশায় নমঃ। ওঁকারপ্রতিপাদ্যায় জগদানন্দদায়িনে।
নমো নিষেধশেষায় পরনির্বৃতিদায়িনে ॥১
তাতং···॥২
অবজ্ঞায় ন চ ত্যাজ্যা রুদ্রং ক্ষুদ্রমতিং পুনঃ।
বিভাব্যা কৃপয়া ধীরাঃ ব্যাখ্যা রৌদ্রী স্বচিন্তকাঃ ॥৩

পূর্ব্বৈরুপেক্ষিতো ধীরৈঃ সুগত্বাচ্চিন্তনাশ্রয়ৈঃ ।
যোঽর্থঃ সোঽয়ং বিভাব্যস্তু রুদ্রেণ সূক্ষ্মদর্শিনা ॥৪

প্রারিপ্সিতগ্রন্থসমাপ্তিপরিপন্থিপ্রচুরবিঘ্নবিঘাতার্থং ইত্যাদি ।

লিপিকরের প্রমাদে অনুলিপির পত্রসমূহ পৌর্ব্বাপর্য্যহীন হইয়া আছে—মধ্যে অনেক পত্র পতিত এবং শেষাংশ বাধপ্রকরণমধ্যে খণ্ডিত। পূর্ব্বখণ্ডের শেষে পুষ্পিকা যথা,

প্রেম(ল)ক্ষণভক্ত্যর্থে শ্রীকৃষ্ণপদপঙ্কজে ।
সামান্যলক্ষণাচিন্তা ব্যধিয়া রুদ্রশর্ম্মণঃ ॥

ইতি শ্রীভট্টাচার্য্যচূড়ামণি-শ্রীরুদ্রভট্টাচার্য্যবিরচিতা সামান্যলক্ষণাদীধিতিরৌদ্রী সমাপ্তা (২৩৩-৩৪ পত্র)।

উপাধিপ্রকরণের শেষে আছে :—

জগন্নির্মাতৃমিত্যর্থমুপাধৌ রুদ্রশর্ম্মণা ।
মুমুক্ষুণা বিভাব্যেতি নিরস্তত্বেন বর্ণিতঃ ।
শ্রীকৃষ্ণপদপঙ্কজে মতির্মেঽস্তু সর্ব্বদা। (২৮২।১ ও ৩২৩।২ পত্র)

সাধারণতঃ দীধিতির টীকাকারদের প্রমাণপঞ্জী শূন্যপ্রায়ই হইয়া থাকে। সৌভাগ্যবশতঃ রুদ্রের প্রমাণপঞ্জী দীর্ঘ না হইলেও উল্লেখযোগ্য। মিশ্র-সার্ব্বভৌম প্রভৃতি সর্ব্বজনবিদিত নাম পরিত্যাগ করিয়া আমরা বর্ণানুক্রমে তাহা প্রদান করিলাম।

অনিরুদ্ধ (২১।২, ২২।১ পত্র, অজ্ঞাতপূর্ব্ব এক প্রাচীন দার্শনিক)

অন্বভিবাদ (২১৭।২ বিবেচিতমন্বভিবাদে (?) অস্মাভিঃ)

নঞ্‌বাদদীধিতিরৌদ্রী (৩০৭।২ রুদ্রকৃত অপর একটি বিলুপ্ত টীকা)।

নঞ্‌বাদদীধিতি-সারমঞ্জরী (১০৫।১ : "অতএব লোহিতো বহ্নির্নাস্তীত্যাদৌ নঞ্‌বাদদীধিতিসারমঞ্জর্য্যাং পিতামহচরণৈরেবমেব প্রতিপাদিতং সঙ্গচ্ছতে)।

নৈষধ (২২।২)

পরীক্ষানুযায়িনঃ (৬৬।১)

প্রমাণোদ্যোতকৃৎ (২১।২)

বিদ্যাবাগীশ (২২২।১ — গুণানন্দ)

রাঘবভট্ট (শারদাটিপ্পণ্যাং ওঁকারবিবেচনপ্রস্তাবে, ১।২)

হরিদাস ভট্টাচার্য্য (১৮২।১, ১৯৭।১ দীধিতির প্রাচীনতম টীকাকার)

এতদ্ভিন্ন "গুরুচরণাঃ" (৫ বার), "পিতৃচরণাঃ" (১৮ বার) এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী "পিতামহচরণাঃ" (২।১ হইতে ৪৮ বার) বলিয়া স্বসম্প্রদায়ের বহুতর সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়া রুদ্র তাঁহার এই টীকার বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করিয়াছেন।

রুদ্র নামোল্লেখ না করিয়া বহুতর পূর্ব্বতন টীকাকারের বচন উদ্ধৃত ও খণ্ডিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে জগদীশ ও গদাধরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জগদীশের ব্যাখ্যা বহু স্থলে (৬।২, ৮।১, ৯।১ প্রভৃতি পত্রে) খণ্ডিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ব্যাপকভাবে নহে। পক্ষান্তরে প্রত্যেক প্রকরণে গদাধরের ব্যাখ্যা পদে পদে খণ্ডিত হইয়াছে এবং বহু স্থলেই অতি তীব্র ভাষায়। এক সামান্যনিরুক্তিপ্রকরণেই (১০২-২০ পত্রে) আমরা গদাধরের ব্যাখ্যা ১০

বার খণ্ডিত দেখিয়াছি—ইতি কেনচিৎ প্রলপিতমনাদেয়ং (১০৭।১), ইতি কেনচিদলক্ষ্যদর্শিনা প্রলপিতমপাস্তং (১০৯।১) প্রভৃতি ভাষার তীব্রতা তন্মধ্যে লক্ষণীয়। সব্যভিচারপ্রকরণে গদাধরের একটি ব্যাখ্যা "তদতীব হাস্যাস্পদং" বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে (১২০।২)। রুদ্র তর্কবাগীশ নিঃসন্দেহ গদাধরের সমকালীন এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাঁহার এই টীকা অনুমান ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল বলিয়া ধরা যায়। গদাধরের পর নবদ্বীপে সমগ্র অনুমানদীধিতির উপর টীকা রচনার ইহাই শেষ চেষ্টা বলিয়া মনে হয় এবং বুঝা যায়, রুদ্রের সময় পর্য্যন্ত ভবানন্দের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু জগদীশ গদাধরের ক্রমবর্দ্ধমান খ্যাতি রুদ্র রহিত করিতে পারেন নাই।

রুদ্র তর্কবাগীশের অন্য গ্রন্থের বিবরণ আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি (সা-প-প, ৪৮, পৃ. ৬৯-৭০)। তন্মধ্যে সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর রৌদ্রী টীকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—মুক্তাবলীর উপর বাঙ্গালী পণ্ডিত-রচিত এই একটিমাত্র টীকাই সম্পূর্ণাকারে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহা মুদ্রিত হওয়া উচিত। রুদ্র তর্কবাগীশের সম্যক্ পরিচয়াদি এখন উপলব্ধ হওয়ায় মুক্তাবলীর রচয়িতা যে বিশ্বনাথ পঞ্চানন নহেন, তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। যিনি অনুমানদীধিতির টীকা রচনা করিয়া গদাধরের ন্যায় পণ্ডিতকেও তাঁহার জীবদ্দশায় আক্রমণ করিয়াছেন, নৈয়ায়িকসমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ভবানন্দের পৌত্ররূপে তাঁহার পক্ষে ভবানন্দের পরবর্ত্তী ভিন্ন সম্প্রদায়ের এবং নবদ্বীপ-ভিন্ন দেশের (বিশ্বনাথ কাশীবাসী ছিলেন) এক সমকালীন পণ্ডিতের অর্ব্বাচীন গ্রন্থের উপর উপটীকা রচনা করিতে যাওয়া অসম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি। মুক্তাবলী রৌদ্রীতে উদ্ধৃত তমঃসম্বন্ধীয় একটি মনোহর শ্লোক আমরা প্রকাশ করিলাম :—(৪।২ পত্রে)

তথা চোক্তং, দ্রব্যং খণ্ডনপণ্ডিতঃ ক্ষিতিগুণং মীমাংসকঃ শংসতে
তত্ত্বারোপিতভূগুণন্ত তিমিরং বৈশেষিকা মন্বতে।
আলোকানবভাসনে মতিবশাদ্ধ্বান্তোভিমানো গুরু-
র্ভাঽভাবং পুনরাহ গৌতমমুনির্জল্পাককল্পানলঃ। ইতি

রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতে রুদ্রের একটি কুলক্রিয়ার উল্লেখ আছে। গরঘড়ী বন্দ্যবংশীয় বৈদ্যনাথের কারিকায় ধ্রুবানন্দ (পৃ. ১২৯) গৌরীকান্তাদি ৬ পুত্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন। গৌরীকান্তের বৃদ্ধপ্রপৌত্র শ্যামসুন্দরের কুলবিবরণে লিখিত আছে—"মুং রুদ্র তর্কবাগীশস্য কন্যাগ্রহণাদ্ভঙ্গঃ নবদ্বীপবাসী" (পরিষদের ২১০২ সং পুথির ২১।১ পত্র)। কুলপঞ্জীর প্রমাণবলে এই ঘটনার কাল খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পড়ে। কুলীনের কুলভঙ্গদ্বারা রুদ্রের সামাজিক মর্য্যাদা ও সমৃদ্ধি সূচিত হয়।

ভবানন্দের ধর্ম্মমত : স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একটি প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, ভবানন্দ ঘোর তান্ত্রিক ও মদ্যপায়ী ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাকে নবদ্বীপের জনসাধারণ তাড়াইয়া দিলে তিনি নলাহাটীতে চলিয়া যান (R. A. S. B. Mss. Vol. V, p. *LXIX* প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। ভবানন্দ ও রুদ্রের গ্রন্থ আলোচনা করিয়া আমরা ইহা সম্পূর্ণ

অমূলক বলিয়া মনে করি। ভবানন্দ কোন কোন গ্রন্থ "নন্দকিশোর"কে বন্দনা করিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। শব্দমণিসারমঞ্জরীর অনেক প্রকরণের শেষে ভবানন্দের গোবিন্দভক্তি স্পষ্টাক্ষরে প্রকটিত রহিয়াছে :—

আকাঙ্ক্ষা শ্রীভবানন্দশর্ম্মণো নিত্যমুৎকটা।
শ্রীগোবিন্দ তবৈবাঙ্ঘ্রিসরসীরুহবীক্ষণে। ৫৫।১ পত্র
শ্রীকৃষ্ণ এব সিদ্ধান্তবাগীশস্তেতি বাক্যতঃ।
গতিরিত্যুক্তিজাদেব জ্ঞানাদ্ভবতি শাব্দধীঃ। ৭২।১
অপূর্ব্বরূপলাবণ্যবিস্মাপিতমনোভবং।
বপুস্ত্রিভঙ্গললিতং কিমপ্যস্তিনবং মুহুঃ। ৮৬।১

কেবল তাহাই নহে, এই গ্রন্থের একটি প্রাসঙ্গিক সন্দর্ভে বৈষ্ণব মতের অনুকূলে যেরূপ দার্শনিক বিচারের অবতারণা আছে, নবদ্বীপের নৈয়ায়িক সমাজে তাহা অপূর্ব্ব ও বিস্ময়জনক বলিয়া বিবেচিত হইবে :—"আবির্ভাবতিরোভাবশালি ভগবচ্ছরীরং নিত্যমেব নতুৎপত্তিবিনাশবদিতি তু স্যা(ত্ব)তাঃ। যুক্তঞ্চৈতৎ, তত্তৎকার্য্যনির্ব্বাহায় ভগবতঃ শরীরেঽভ্যুপগতে তস্য ধ্বংস-প্রাগভাবকল্পনে প্রতিসদমস্যান্তত্তৎকল্পনে চ গৌরবাৎ তন্নিত্যতায়ামেব বিশ্রামাদিতি। ন চ মনুষ্যাদিশরীরে······অস্তু বা রামকৃষ্ণাদিশরীরসন্তানস্যানাদিত্বমনন্তত্বঞ্চ প্রবাহাবিচ্ছেদরূপ-নিত্যত্বমেব চ ভগবচ্ছরীরনিত্যত্ববোধকাগমস্যার্থ ইতি।" (৮৫-৬ পত্র) রুদ্র তর্কবাগীশেরও গোবিন্দভক্তি পূর্ব্বোদ্ধৃত বন্দনায় পরিস্ফুট। কেবলব্যতিরেকিপ্রকরণের শেষে স্পষ্টতর উক্তি আছে :—

অনুমানবিভাগেঽস্মিন্ রুদ্রস্য চিন্তনশ্রমঃ।
রাধাধবমুখা (বা)-প্ত্যৈ ভবেচ্চেৎ সার্থকস্তদা।

কুলপঞ্জীতেও রুদ্রকে নবদ্বীপবাসীই বলা হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ের উল্লিখিত প্রবাদ বিশ্বাসযোগ্য নহে।

ভবানন্দের বংশলতা : আমরা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ভবানন্দের একটি বংশধারা প্রকাশ করিলাম। নদীয়ার কালেক্টর Ogilvie সাহেবের ৩০।৭।১৮২৭ তারিখের মূল্যবান্ পত্রে প্রাণকৃষ্ণের বিবৃতি হইতে এবং ৬৮৭নং তায়দাদ হইতে রুদ্রের বংশধারা সঙ্কলিত হইল। রাজসাহীর তৎকালীন জমীদার নবদ্বীপস্থ চতুষ্পাঠীর জন্য রুদ্র তর্কবাগীশকে ৫০৲ বৃত্তি দিতেন। নবদ্বীপে ভবানন্দের বংশ এখন বিলুপ্ত।

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ
শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ
রাম তর্কালঙ্কার
মধুসূদন বাচস্পতি
রুদ্র তর্কবাগীশ
গদাধর পঞ্চানন
বিশ্বনাথ সার্ব্বভৌম
রঘুনাথ সিদ্ধান্ত
বলরাম বিদ্যাবাগীশ
লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ালঙ্কার
(মৃত্যু ২৮।৮।১২৩০ সন)
কালীপ্রসাদ বিদ্যালঙ্কার
প্রাণকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন
নন্দকুমার বিদ্যাভূষণ
রামমোহন
অমরনাথ
শ্যামসুন্দর
বিনোদগোপাল
নসীরাম (মৃত্যু ১২৯৭ সন)
অহিভূষণ
ক্ষেত্রনাথ
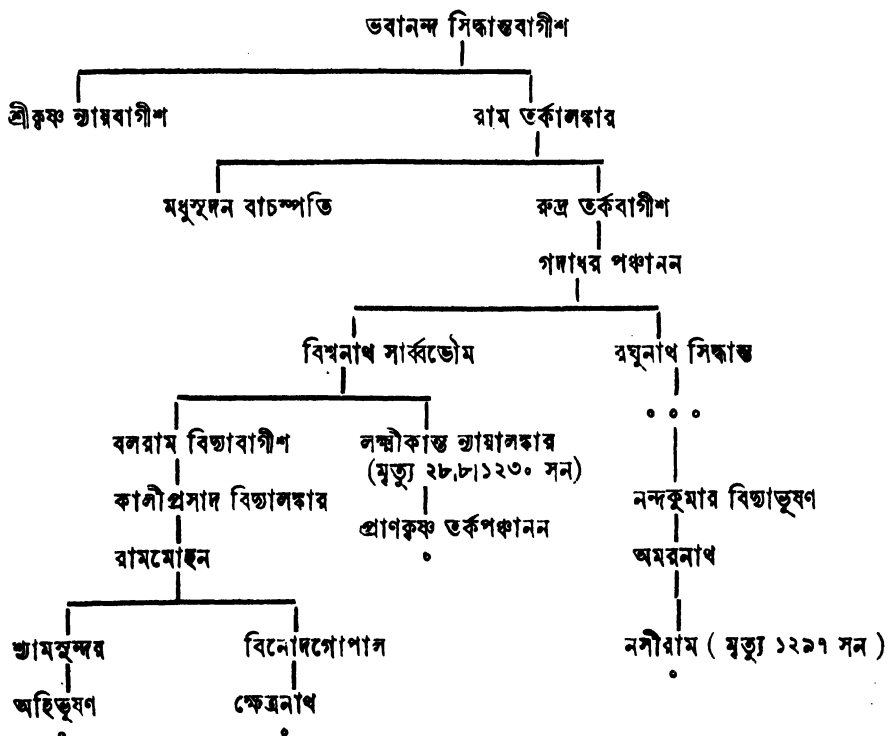
বাংলা সাময়িক-পত্র—৩

১২৮২—১২৮৪ (এপ্রিল ১৮৭৫—এপ্রিল ১৮৭৮)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত বারে (পৃ. ৩৩) 'মদ না গরল' নামে একখানি মাসিকপত্রের উল্লেখ করিয়াছি। ইহা ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৭২) প্রথম প্রচারিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। 'সোমপ্রকাশে' (১ শ্রাবণ ১২৭৯) প্রকাশ :—

> "২৭ আষাঢ়, বুধবার।—আমরা আহ্লাদিত হইলাম 'মদ না গরল' নামক পত্রিকাখানি পুনর্বার আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। সুরাপান নিবারণ করাই ইহার উদ্দেশ্য।"

'মদ না গরল' বিনা মূল্যে বিতরিত হইত; ইহা ১২৮০ সাল বা ১৮৭৩ সনেও জীবিত ছিল। 'সুলভ সমাচার' (৩০ বৈশাখ ১২৮১) লিখিয়াছিলেন :—এত দিনের পর কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ [১২৮০] মাসের 'মদ না গরল' প্রকাশিত হইয়াছে।"

এই পত্রিকাখানি সম্পাদন করিতেন শিবনাথ শাস্ত্রী; তিনি 'আত্মচরিতে' লিখিয়াছেন :

> "কেশববাবু ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া…আসিয়াই নানা নূতন কাজের প্রস্তাব করিলেন। Indian Reform Association নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া তাহার অধীনে Temperance, Education, Cheap Literature, Technical Education প্রভৃতি অনেক বিভাগ স্থাপন করিলেন। আমি সকল কাজেই তাঁহার অনুসরণ করিতাম। আমি সুরাপান বিভাগের সভ্যরূপে 'মদ না গরল' নামে একখানি মাসিক-পত্রিকা বাহির করিলাম। তাহাতে সুরাপানের অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করিয়া গদ্য পদ্যময় প্রবন্ধ সকল বাহির হইত। সে-সমুদয়ের অধিকাংশ আমি লিখিতাম।"

গত বারের বিবরণের যথাস্থানে আরও কয়েকখানি পত্র-পত্রিকার নাম সংযোজন করিতে হইবে; সেগুলি—

"**আর্য্যবোধক** নামক তত্ত্ববোধক মাসিকপত্র পুস্তকাকারে তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।…এই মাসিক পূর্বতন বিবিধার্থ সংগ্রহ নামক মাসিক পুস্তকের ন্যায় সমস্ত হইবে।… শ্রীমথুরানাথ শর্ম্মা।" ('সোমপ্রকাশ', ১২ চৈত্র ১২৭৯)

"**বঙ্গবিধানের** চতুর্থ সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইল। ইহাতে পুরাবৃত্ত, শাস্ত্রজ্ঞান, হতভাগ্য পতি, বিজ্ঞান, চিন্তা-লহরী, নিশীথে শশধর, উদ্বেল তরঙ্গ গীত, এই আটটি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।" ('সোমপ্রকাশ,' ১০ ভাদ্র ১২৮০)

"**পরিদর্শক**। আগামী ৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার হইতে চাটমোহর জ্ঞানবিকাশিনী যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া উক্ত নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। কলেবর তিন ফর্ম্মা।…শ্রীশ্রীধর রায়। চাটমোহর, ২৫ বৈশাখ।" ('সোমপ্রকাশ,' ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১)

হিন্দু দর্পণ।—বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় এই নামের একখানি মাসিকপত্রের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে ; উহার প্রকাশকাল—অগ্রহায়ণ ১২৮১। 'হিন্দু দর্পণ' কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়া সম্পাদক নারায়ণদাস তপস্বী কর্ত্তৃক বোড়াল হইতে প্রকাশিত হইত।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ১২৮২-১২৮৪ সালে প্রকাশিত সাময়িক-পত্রগুলির কথা আলোচনা করিব।

সুহৃদ্ (সাপ্তাহিক)। ১ বৈশাখ ১২৮২ (১৩ এপ্রিল ১৮৭৫)।

"আমরা সুহৃদ্ নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি ১লা বৈশাখ অবধি ময়মনসিংহ [মুক্তাগাছা] হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।" ('এডুকেশন গেজেট,' ১১ বৈশাখ ১২৮২)

রাজসাহী সমাচার (সাপ্তাহিক)। বৈশাখ ১২৮২ (এপ্রিল ১৮৭৫)।

১২৮২ সালের বৈশাখ মাস হইতে 'রাজসাহী সমাচার' নামে এক পয়সা মূল্যের এক ফরমা পত্রিকা নাটোর সম্মিলন যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া করচমারিয়া হইতে প্রকাশিত হয়। বেণীমাধব নন্দী ইহার প্রকাশক ছিলেন। ইহার আকার ও মূল্য সাপ্তাহিক 'সুলভে'র অনুরূপ ছিল।

পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক ১ম সংখ্যায় 'পরিচয়ে' এইরূপ লেখেন:—"সংবাদপত্র সকল যে অভিপ্রায়ে প্রকাশিত হয়, রাজসাহী সমাচারও সেই অভিপ্রায়ে প্রচারিত হইল। ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই। আমরা কোনরূপ সঙ্কল্প প্রকাশ ইচ্ছা করি না। কারণ সৎকার্য্য করিবার প্রতিজ্ঞা করা অপেক্ষা, যে কিছু সাধ্য হয়, তাহা কার্য্যে করা ভাল। (২০ বৈশাখ ১২৮২ তারিখের 'সাধারণী'তে উদ্ধৃত)

'রাজসাহী সমাচার' এক বৎসর চলিয়া লুপ্ত হয়। 'এডুকেশন গেজেট' (৩১ বৈশাখ ১২৮৩) লেখেন :—

> "সাপ্তাহিক সংবাদ।—আমরা দুঃখিত হইলাম, রাজসাহী সমাচারটি বন্ধ হইল সম্পাদক লিখিয়াছেন, 'রাজসাহী সমাচার যেরূপ অবয়বে এবং যে নিয়মে বাহি করিবার মানস করিয়াছিলাম, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়াছি। পর্য্যন্ত মনের মত করিয়া রাজসাহী সমাচার বাহির করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত আ আমরা উপস্থিত হইব না।"

হুতম। (সাপ্তাহিক)। ১২ বৈশাখ ১২৮২ (২৪ এপ্রিল ১৮৭৫)।

'এই কলিকাল' (ব্যঙ্গকাব্য)-রচয়িতা রাধামাধব হালদার ১২৮২ সালের ১২ই বৈশা হইতে এই সাপ্তাহিক নক্শা প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যায় "হুতমের নিবেদনে" পত্রি প্রচারের উদ্দেশ্য এইরূপ লিখিত হইয়াছে:—

> "সামাজিক দোষাদোষ উল্লেখ করাই আমার প্রধান কর্ম্ম। এ ভারটি নিতা সহজ নহে। আমি প্রতি সপ্তাহে ক্ষুদ্র পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্ব্বক এক একবার আপনাদে সহিত সাক্ষাৎ করিব। কি রাজা, কি প্রজা, কি ঐশ্বর্য্যশালী, কি নির্দ্ধন, কি কৃতবি কি মূর্খ, যে কোন ব্যক্তির দ্বারা দেশের বা সমাজের উন্নতি বা অবনতি হইবে, তাহ

কার্য্য, তাহার চরিত্র, তাহার ব্যবহার আমি বাক্‌দেবী সরস্বতীর সাহায্যে নিজ পক্ষপুটে অঙ্কিত করিয়া সমাজের নয়নাগ্রে উপস্থিত করিব। সমাজ সংস্করণ এবং ভারতভূমির উন্নতি সাধনই আমার একমাত্র সঙ্কল্প। প্রলোভন ও ভয় আমার অভিধানে নাই।"

'হুতমে'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি শোভা পাইত :—

ক্রুধ্যন্তি মূর্খা ন বিপশ্চিতো জনাঃ।
আকর্ণ্য তথ্যং বহুশোঽপভাষিতম্॥

'হুতমে'র কার্য্যালয় ছিল—১৯ নং আহিরীটোলা। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছিল ৪৲ টাকা।

সম্মিলনী (সাপ্তাহিক)। ২৮ বৈশাখ ১২৮২ (১০ মে ১৮৭৫)।

"সম্মিলনী নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের ১ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এইখানি তেঁওথা হইতে সম্পাদিত হইয়া ঢাকা গিরিশ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ২৮শে বৈশাখ অবধি উহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ৩৷৹।" ('এডুকেশন গেজেট,' ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২) "পত্রিকা মধ্যে অনেক ভাল ভাল প্রবন্ধ থাকে। ইহার ছাপা ও কাগজ উভয়ই উত্তম। মফস্বল হইতে এরূপ পত্র অতি অল্পই বাহির হয়।" ('এডুকেশন গেজেট,' ১৫ শ্রাবণ ১২৮২)

কয়েক মাস পরে 'সম্মিলনী' কলিকাতার 'প্রতিধ্বনি'র সহিত মিলিত হইয়া যায়। 'এডুকেশন গেজেটে' (২৫ অগ্রহায়ণ ১২৮২) প্রকাশ :—

"সম্মিলনী ও প্রতিধ্বনি দুইখানি পত্র সম্মিলিত হইয়াছে। সম্মিলনী তেওতা হইতে প্রকাশিত হইত, এবং প্রতিধ্বনি কলিকাতা হইতে। এক্ষণে সম্মিলিত পত্রখানিও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।"

প্রতিবিম্ব (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮২ (এপ্রিল ১৮৭৫)।

ভূতপূর্ব্ব 'কল্পলতিকা'-সম্পাদক, ও মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের অধ্যাপক রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ 'প্রতিবিম্ব' সম্পাদন করিতেন। ইহার ১ম সংখ্যার সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (ভাদ্র ১৭৯৭ শক) লেখেন :—

"প্রতিবিম্ব। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, শিল্প, পুরাবৃত্ত, বার্ত্তাশাস্ত্র, জীবনবৃত্ত, শব্দশাস্ত্র ও সঙ্গীতাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীরামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, ভিক্টোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮২। এই সংখ্যায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম সূচনা, ২য় মনু ও তাঁহার রাজনীতি, ৩য় উদাসীন যোগী বেশে সাজা রে আমায়, ৪র্থ বিজ্ঞান, ৫ম আলঙ্কারিক শিল্প, ৬ষ্ঠ প্রকৃতির খেদ, ৭ম পৌরাণিক ভূ-বৃত্তান্ত, ৮ম আয়ুর্ব্বেদ। স্বীয় লেখকগণের নাম ঘোষণা বিষয়ে প্রতিবিম্বের কোন আড়ম্বর নাই কিন্তু আমরা শুনিতে পাই এই মাসিক পত্র প্রণয়ন কার্য্যে উত্তম উত্তম লেখক ব্রতী আছেন। "আলঙ্কারিক শিল্পের" ন্যায় গদ্য প্রস্তাব ও "প্রকৃতির খেদের" ন্যায় কবিতা যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাহা

সাধারণের সমাদরভাজন না হইয়া কখনই থাকিতে পারে না। আমরা শুনিলাম পরলোকগত শ্যামাচরণ শ্রীমানি মহাশয়* আলঙ্কারিক শিল্প ও পৌরাণিক ভূ-বৃত্তান্ত এই প্রস্তাবদ্বয় লিখিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ধীর, অমায়িক, শিল্পাভিজ্ঞ ব্যক্তি অল্পই পাওয়া যায়।"

"প্রকৃতির খেদ" রবীন্দ্রনাথের রচনা। 'প্রতিবিম্বে'র ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮২) হইতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত "পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্র" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে পত্রিকাখানি 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র সহিত সম্মিলিত হইয়া 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' নাম ধারণ করে।

বিনোদিনী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮২ (এপ্রিল ১৮৭৫)।

পত্রিকাখানি প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে চুঁচুড়ার 'সাধারণী'তে (২২ চৈত্র ১২৮১) এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় :—

"বিনোদিনী :—সাহিত্য, বিজ্ঞান, নীতি ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় (ভ্রমরের অবয়বের) মাসিক পত্রিকা শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া সাধারণী যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইবে। বঙ্গদর্শনে ইতিহাস লেখক বাবু রামদাস সেন ও অন্যান্য কয়েক জন প্রসিদ্ধ লেখক ইহার সহায়তা করিবেন। অগ্রিম বৎসরিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ১।৵০, গ্রহণেচ্ছু মহোদয়েরা নিম্নলিখিত স্থানে স্বাক্ষরিত পত্র ও অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিলে আগামী মাস হইতে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন। মুর্শিদাবাদ নসীপুর রাজবাটীতে বাবু জগন্নাথপ্রসাদ গুপ্তের নিকট।"

১২৮২ সালের বৈশাখ মাসে (৩০ এপ্রিল ১৮৭৫) 'বিনোদিনী' প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা মহিলা-পরিচালিত মাসিক পত্রিকা নহে। "ভুবনমোহিনী দেবী" এই নামে বুঢ়ারগ্রাম-নিবাসী নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নসীপুরে অবস্থানকালে বন্ধু জগন্নাথপ্রসাদ গুপ্তের (ছোট তরফের রাণী অন্নপূর্ণার পোষ্যপুত্র) আনুকূল্যে 'বিনোদিনী' প্রকাশ করেন।† পত্রিকাখানি সম্বন্ধে বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে :—"স্বত্বাধিকারী বর্দ্ধমান জেলার বুঢ়ারগ্রাম-নিবাসী নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।" নবীনচন্দ্র নসীপুর হইতে "ভুবনমোহিনী দেবী" নামে সাময়িকপত্রে কবিতা লিখিতেন, এবং এই নামে তিনি পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' নামে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য-রচনা এই 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র সমালোচনা ('জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব,' আশ্বিন-কার্ত্তিক ১২৮৩ দ্রষ্টব্য)।

'বিনোদিনী' দুই বৎসর চলিয়াছিল।

---

* গবর্মেণ্টের শিল্প-বিদ্যালয়ের "জিওমেট্রিক্যাল ড্রয়িং" বিষয়ের শিক্ষক ও 'আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরী'-প্রণেতা। ১৮৭৪ সনের ২১এ মে ইঁহার মৃত্যু হয়।

† এই প্রসঙ্গে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—নং ৪৪ : 'নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়' দ্রষ্টব্য।

বঙ্গমহিলা (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮২ (এপ্রিল ১৮৭৫)।

চোরবাগান-বালিকা-বিদ্যালয়ের সম্পাদক ডাঃ ভুবনমোহন সরকার (প্যারীচরণ সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র) 'বঙ্গমহিলা' সম্পাদন করিতেন। ইহার ১ম সংখ্যার (বৈশাখ ১২৮২) ভূমিকায় পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"আমরা একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। 'বঙ্গমহিলা' নামে ইহার নামকরণ করিলাম। বঙ্গবাসিনীগণের হস্তে সময়ে সময়ে নীতিগর্ভ ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ সকল উপহার দেওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহারা গৃহকর্ম্মের বিরামে মধ্যে মধ্যে যে অবকাশ প্রাপ্ত হন, তাহা বৃথাগল্পে অতিবাহিত না হইয়া, যাহাতে সৎচর্চ্চায় অতিবাহিত হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের প্রধান যত্ন থাকিবেক।...অধুনা যে সকল জ্ঞানগর্ভ সাময়িক পত্র প্রচারিত হইতেছে, তৎসমস্তই উচ্চ অঙ্গের। তাহাদের রচনা-গাম্ভীর্য্য ও অর্থগৌরব বঙ্গীয় যুবতীগণের পক্ষে সুগম নহে। অতএব সরল ভাষায় ঋজু ও অনতিগুরু বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহাদের চিত্তানুবর্ত্তন করাই আমাদের সঙ্কল্প।"

পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি শোভা পাইত :—

"নারী হি জননী পুংসাং নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাৎ গেহে গৃহস্থানাং নারীশিক্ষা গরীয়সী ॥

'বঙ্গমহিলা'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছিল ১॥০।

হিতৈষিণী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮২ (এপ্রিল ১৮৭৫)।

"হিতৈষিণী (মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন)—শ্রীদীননাথ সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। গত বৈশাখ মাস অবধি বরিশাল হইতে ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। আমরা ইহার বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকাখানির কলেবর চারি ফরমা—মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৸৴০।...ইহাতে রচিত প্রবন্ধগুলিও অনুৎকৃষ্ট হয় নাই।" ('এডুকেশন গেজেট,' ৫ ভাদ্র ১২৮২)

প্রিয়দর্শন (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮২ (এপ্রিল ১৮৭৫)।

ইহার পরিচালক ছিলেন—গোদাপল্লী-নিবাসী অন্নদাপ্রসাদ পাল।

শুভাকাঙ্ক্ষী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮২ (এপ্রিল ১৮৭৫)।

পরিচালক—বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষীয় আর্য্য পত্রিকা (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮২ (এপ্রিল ১৮৭৫)।

"ভারতবর্ষীয় আর্য্য পত্রিকা।—গত বৈশাখ মাসাবধি এই পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে; আর্য্যধর্ম্ম রক্ষা, প্রচার ও কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। মূল্য ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১॥৴০। সোনাপুর ডাকঘর হইয়া হরিনাভিস্থ উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দেব বর্ম্মা মহাশয়ের নিকট মূল্য সমেত পত্র পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।" ('ভারত-সংস্কারক,' ৯ আশ্বিন ১২৮২)

গোপাললাল বসু বর্ম্মা পত্রিকাখানির সম্পাদক ছিলেন।

মধুমক্ষিকা (মাসিক)। জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ (ইং ১৮৭৫)।

"মধুমক্ষিকা—এখানি একখানি মাসিক পত্রিকা। এখানি দেখিয়া আমাদের আহ্লাদ হইল; এখানির রচনাদৃষ্টেও আমাদের আহ্লাদ বটে, এবং গোয়ালপাড়া হইতে এখানির প্রচার আরম্ভ হইয়াছে তদ্দৃষ্টেও আমাদের আহ্লাদ বটে। মফস্বল হইতে পত্রিকাদির প্রচার দেখিলে আমাদের বিশেষ প্রীতি জন্মে। বিশেষতঃ গোয়ালপাড়া বিদেশ বলিলেও হয়, এবং তথাকার চলিত ভাষাও কলিকাতার হইতে অনেক ভিন্ন, অতএব গোয়ালপাড়ার স্থায় স্থান হইতে কলিকাতার স্থায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় পত্রিকাদি দেখিলে আমাদের প্রীতির আরও বর্দ্ধন হইয়া থাকে। গত জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে এখানির প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ইহার মূল্য বাৎসরিক এক টাকা। স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লাগে না।" ('এডুকেশন গেজেট,' ৫ ভাদ্র ১২৮২)।

রাজসাহীবাসী (মাসিক)। জ্যৈষ্ঠ (?) ১২৮২ (এপ্রিল ১৮৭৫)।

১ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে:—

"বিজ্ঞাপন। 'রাজসাহীবাসী' নামীয় মাসিকপত্র শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইহার ১ম ভাগ ৮ পেজি ফরমের ৩ ফরমা মূল্য বার্ষিক ১৷৹; উহাতে রাজসাহী বিভাগের সদর ও মফস্বল আদালতে বিচারিত প্রধান প্রধান মোকদ্দমার ও রাজসাহী সভার কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইবে। ২য় ভাগ ঐ আকারের ৬ ফরমা, মূল্য ৩৷৹; উহাতে ইতিহাস, রাজনীতি সম্বন্ধীয় পুস্তক ও প্রস্তাবের অনুবাদ, সম্পাদককৃত প্রস্তাব, পুস্তক এবং পত্রিকার সমালোচন থাকিবে। কাগজ উৎকৃষ্ট, এবং এমন সুবিধা থাকিবে যে, ইচ্ছা হইলে ইতিহাসখানি পুস্তকাকারে বান্ধানও যাইতে পারিবে। উভয় ভাগের একত্র বার্ষিক মাসুল ৵৹। ১ম ও ২য় ভাগের প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵৹, ও ।৵৹ আনা।...গ্রহণার্থী মহাশয়েরা ত্বরায় মূল্য ও মাসুলের সহিত পত্র লিখিবেন। শ্রীরাজকুমার সরকার, প্রকাশক। করচমাড়িয়া পোঃ আঃ সিংড়া, জেলা রাজসাহী।"

'রাজসাহীবাসী' শেষ-পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানিতে পারি নাই।

রত্নাকর (সাপ্তাহিক)। শ্রাবণ (?) ১২৮২ (৫ জুলাই ১৮৭৫)।

মধুকর (সাপ্তাহিক)। শ্রাবণ (?) ১২৮২ (১ আগস্ট ১৮৭৫)।

ঢাকাদর্শক (সাপ্তাহিক) ২১ শ্রাবণ ১২৮২ (৫ আগস্ট ১৮৭৫)।

"ঢাকা হইতে দর্শক নামে একখানি এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক পত্র ২১এ শ্রাবণ হইতে প্রকাশ হইতেছে।" ('সাধারণী,' ৩১ শ্রাবণ ১২৮২)

ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া বা ভারত নক্ষত্র (সাপ্তাহিক ?)। শ্রাবণ (?) ১২৮২।

"আমরা ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া বা ভারত নক্ষত্র নামক একখানি নূতন পত্রিকার নবম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞ হইলাম। এখানিতে ইংরাজি বাঙ্গালা উভয় প্রবন্ধ প্রকটিত হয়। ইহার আকার এক ফরমা, মূল্য ডাকমাশুল সমেত তিন মাসে আট আনা। প্রার্থনা করি, পত্রিকাখানি দীর্ঘজীবী হউক।" ('এডুকেশন গেজেট,' ৯ আশ্বিন ১২৮২)

অনাথিনী (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৮২ (জুলাই ১৮৭৫)।

"অনাথিনী (মাসিক পত্রিকা)—শ্রীমতী থাকমণি দেবী কর্তৃক সম্পাদিত। আজিমগঞ্জ বিশ্ববিনোদ যন্ত্রে মুদ্রিত। এই শ্রাবণ মাস হইতে ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পাদিত সাময়িক পত্র এ দেশে এই আমরা প্রথম দেখিলাম। পত্রিকাখানি স্ত্রীশিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদিগের অনল্প আহ্লাদের কারণ হইবে।" ('এডুকেশন গেজেট,' ২৯ শ্রাবণ ১২৮২)

কাঁটালপাড়া-নিবাসী সুলেখক অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়ের জামাতা) ইহার কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মস্থল ধুলিয়ান হইতে ইহার ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদিকা থাকমণি দেবী সম্ভবতঃ তাঁহার কন্যা হইবেন। 'বান্ধব' (ভাদ্র ১২৮২) লিখিয়াছিলেন—"শুনিয়াছি, সম্পাদিকা অল্প বয়সের বালিকা।" ইহাই মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকা। ইহার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মহিলা-পরিচালিত সংবাদপত্র 'বঙ্গমহিলা' প্রকাশিত হইয়াছিল।

অণুবীক্ষণ (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৮২ (জুলাই ১৮৭৫)।

এই "স্বাস্থ্যরক্ষা, চিকিৎসাশাস্ত্র ও তৎসহযোগী অন্যান্য শাস্ত্রাদি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা" সম্পাদন করিতেন বৌবাজারের ডাঃ হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় এই বচনটি মুদ্রিত হইত :—

"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।"
"সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ একাগ্র সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা দৃষ্টি করেন।"

মানসমোহিনী (মাসিক ?)। ভাদ্র (?) ১২৮২ (২৩ আগস্ট ১৮৭৫)।

সম্পাদক—সীতানাথ ঘোষ।

ভিখারিণী (মাসিক)। আশ্বিন ১২৮২ (অক্টোবর ১৮৭৫)।

৯ আশ্বিন ১২৮২ তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

"ভিখারিণী মাসিক পত্রিকা।—আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হইবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০, ডাকমাশুল ।৵০। কলিকাতা কাঁসারিপাড়া লেন ১৮ নং ভবনে শ্রীসয়ারাম পালের নিকট প্রাপ্তব্য।"

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার পরিচালক ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

প্রমোদী (মাসিক) আশ্বিন ১২৮২।

"প্রমোদী (মাসিক পত্র ও সমালোচন)—মুক্তাগাছা হইতে সম্পাদিত। পত্রিকাখানির উন্নতি প্রার্থনীয়।" ('এডুকেশন গেজেট,' ২০ কার্ত্তিক ১২৮২)

সুধাকর (মাসিক)। কার্ত্তিক ১২৮২ (১০ নবেম্বর ১৮৭৫)।

সম্পাদক—বহরমপুর-নিবাসী বৃন্দাবনচন্দ্র সরকার।

যুবরাজের ভ্রমণ বিবরণ (সাপ্তাহিক)। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৮২ (২০ নবেম্বর ১৮৭৫)।

"প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারতবর্ষে শুভাগমন হইতে পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত সামুদায়িক বিবরণ,

যথা—অভ্যর্থনা দরবার, আলোক, অভিনন্দন প্রদান, বাজী, নাচ তামাসা, রিভিউ, ঘোড়দৌড়, শিকার ইত্যাদি ও বিশেষ বিশেষ ঘটনা ছবির সহিত, আগামী অগ্রহায়ণের প্রথম শনিবার হইতে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হইবেক। বিখ্যাত হুতম সম্পাদক, ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত কালাজের অধ্যাপক জগন্মোহন তর্কালঙ্কার, সামবেদ প্রকাশক আচার্য্য শ্রীব্রহ্মব্রত সামধ্যায়ী, প্রভাকরের সহকারী সম্পাদক শ্রীভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় এবং জনৈক ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত কৃতবিদ্য আর্য্যসন্তান দ্বারা এই পত্রিকাখানি সম্পাদিত ও ইণ্ডষ্ট্রিয়ল আর্টস বিদ্যালয়ের কতিপয় সুশিক্ষিত ছাত্র কর্ত্তৃক ছবি প্রস্তুত হইয়া প্রকাশিত হইবেক। সাধারণের সুবিধার জন্য ছয় মাসের মূল্য ছয় টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত হইল।...পত্রিকাখানি রাজকুমারের ভ্রমণ ঘটনাটি চিরস্মরণীয় করণ ও ভারতবাসীদের রাজভক্তি প্রদর্শন উদ্দেশ্যেই প্রকাশিত হইবেক।" ('হুতম,' ২৮ কার্ত্তিক ১২৮২)

"যিনি হুতমের লেখক [রাধামাধব হালদার] তিনিই যুবরাজের ভ্রমণ বিবরণ নামক সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র লিখিতেছেন, সে জন্য গত দুই সপ্তাহ হইতে যথাসময়ে হুতম প্রকাশিত হয় নাই।" ('হুতম,' ৫ অগ্রহায়ণ ১২৮২)

"'যুবরাজের ভ্রমণ বিবরণ' নামক একখানি সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র বর্ত্তমান অগ্রহায়ণের প্রথম হইতে প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। এই পত্রে যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারত ভ্রমণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত হইতেছে এবং তৃতীয় সংখ্যা হইতে অতিউত্তম চিত্র প্রকাশ হইতেছে।... হুতম আপিস [১৯ নং আহিরিটোলা] হইতেই এই পত্র প্রকাশ হইতেছে।" ('হুতম', ১২ অগ্রহায়ণ ১২৮২)

ভাবী সম্রাটের ভারত-ভ্রমণ (সাপ্তাহিক)। ১০ ডিসেম্বর ১৮৭৫।

ইহা "প্রিন্স অব ওএলসের ভারতভ্রমণসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিবরণসংযুক্ত সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র। The Native Edition of the Royal Tourist." ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য 'যৌবনে যোগিনী'-রচয়িতা গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "ভাবী সম্রাটের ভারতভ্রমণ-লেখক" ছিলেন।

ভারতমিহির (সাপ্তাহিক)। ১৫ ডিসেম্বর ১৮৭৫।

"ভারতমিহির নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৫ই ডিসেম্বর অবধি ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। মূল্য বাৎসরিক ডাকমাশুল সহ সাড়ে ছয় টাকা। ভারতমিহিরের লেখা ভাল হইবে বোধ হইতেছে।" ('এডুকেশন গেজেট,' ৭ জানুয়ারি ১৮৭৬)। 'ভারতমিহির' ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত হইত।

একাকিনী (মাসিক)। মাঘ ১২৮২ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬)।

যশোদানন্দন সরকার ইহার সম্পাদক ছিলেন।

বঙ্গীয় ভাঁড় (মাসিক)। ফাল্গুন (?) ১২৮২ (২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬)।

সম্পাদক—উপেন্দ্রলাল মিত্র।

হিন্দু হিতাকাঙ্ক্ষী (মাসিক)। ফাল্গুন (?) ১২৮২ (২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬)।

নিত্যেন্দ্রনাথ সান্যাল ইহার সম্পাদক ছিলেন।

হোমিওপেথি (মাসিক)। ফাল্গুন ১২৮২ (মার্চ ১৮৭৬)

"হোমিওপেথি (সচিত্র পুস্তকাবলী) সাময়িক পত্র—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মূল্য ছয় আনা।" ('এডুকেশন গেজেট,' ১০ বৈশাখ ১২৮৩)

বাঁদরামী (মাসিক)। ফাল্গুন ১২৮২ (ইং ১৮৭৬)।

১২৮২ সালের ২৩ ফাল্গুন তারিখের 'সাধারণী'তে প্রকাশ:—"সংবাদ।...মাসিক নয়, পাক্ষিক নয়, ত্রৈমাসিক নয়, আমরা একখানি "খামখেয়ালী পত্রিকা" প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকার নাম 'বাঁদরামী'।" পরবর্ত্তী চৈত্র মাসে 'বাঁদরামী'র ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিহার দূত (সাপ্তাহিক ?)। ফাল্গুন ১২৮২ (ইং ১৮৭৬)।

১৬ ফাল্গুন ১২৮২ তারিখের 'সাধারণী'তে প্রকাশ:—"সংবাদ।...আমরা একখানি বিজ্ঞাপন পাইয়াছি, এই ফাল্গুন মাসের শেষ হইতে বিহার দূত নামে একখানি সংবাদপত্র বাঁকিপুর হইতে প্রকাশিত হইবে। তাহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৪৷৷০ টাকা এখানি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইবে, কখন কখন ইংরাজিও থাকিবে।"

মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি (সাপ্তাহিক)। চৈত্র ১২৮২ (ইং ১৮৭৬)।

'এডুকেশন গেজেট' (১০ বৈশাখ ১২৮৩) লেখেন:—"ইহার প্রথম খণ্ড চতুর্থ সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। কলেবর রয়েল দুই ফরমা। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক সাড়ে চারি টাকা।"

প্রতিকার (সাপ্তাহিক)। চৈত্র ১২৮২ (ইং ১৮৭৬)।

'মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি'র প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে 'প্রতিকারে'র আবির্ভাব হয়। 'এডুকেশন গেজেট' (১০ বৈশাখ ১২৮৩) লেখেন:—"প্রতিকার সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বহরমপুর হইতে প্রকাশিত। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক পাঁচ টাকা। ইহার দুই খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। পাঠ করিয়া বোধ হইল এখানি সফলপ্রযত্ন হইবে।"

চুম্বক নজীর (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮৩ (ইং ১৮৭৬)।

"চুম্বক নজীর নামক মাসিক পত্রিকার প্রথম খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান বৈশাখ মাস অবধি শ্রীরামপুর হইতে ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। হাইকোর্টের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার চুম্বক নজীর ইহাতে সংগৃহীত হইবে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ৩১ বৈশাখ ১২৮৩।

ভারত-সুহৃদ (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮৩ (মে ১৮৭৬)।

"ভারত-সুহৃদ।—মাসিক পত্র ও সমালোচন। ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত। এই পত্রের উদ্দেশ্য মহৎ। 'বঙ্গমহিলা'র স্বত্ব যেরূপ বঙ্গমহিলাগণের উপকারার্থে ব্যয়িত হইয়া থাকে, ভারত-সুহৃদের স্বত্বও সেইরূপ ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রকার উপকারের নিমিত্ত ব্যয়িত হইবে। লেখকগণ সকলেই লিপিপটু। তবে তাঁহাদিগের সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে মতভেদ আছে।" ('বঙ্গমহিলা,' আষাঢ় ১২৮৩)

শশিভূষণ গুহ এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

বাঙ্গালা রাজকীয় গেজেট (সাপ্তাহিক)। ১১ আষাঢ় ১২৮৩ (২৪ জুন ১৮৭৬)।

"মহামান্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে গবর্ণমেণ্ট ষ্টাটিষ্টিকাল রিপোর্ট নামক রাজকীয় পত্রের বাঙ্গালানুবাদ এবং বঙ্গদেশীয় সমস্ত বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় উক্তির সারসঙ্কলন ও নূতন নূতন সমাচার একত্র করিয়া…একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ হইবেক। এই পত্র পাঠে রাজকীয় সমুদায় বিবরণ, বঙ্গদেশীয় পত্র সমূহের লিখিত বিষয় এবং সাপ্তাহিক সংবাদ সমস্ত অবগত হইতে পারা যাইবেক।…ইহার মূল্য অগ্রিম দেয় বাৎসরিক ৬॥০।… শ্রীরাধামাধব হালদার, বাঙ্গলা গেজেট প্রকাশক। ৭৯ নং আহিরীটোলা, কলিকাতা।" ('এডুকেশন গেজেট,' ১০ আষাঢ় ১২৮৩)।

"আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, বাঙ্গালা রাজকীয় গেজেটের প্রথম খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।…১১ই আষাঢ় শনিবার ইহার প্রথম প্রচার হইয়াছে।" ('এডুকেশন গেজেট,' ১৭ আষাঢ় ১২৮৩)

ধর্ম্মপ্রকাশ (মাসিক)। আষাঢ় ১২৮৩ (১৪ জুলাই ১৮৭৬)।

ইহা ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইত।

মেদিনীপুর সমাচার (মাসিক…)। শ্রাবণ ১২৮৩ (ইং ১৮৭৬)।

"মেদিনীপুর সমাচার—মাসিক পত্রিকা—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৸০ আনা। ইহার ৬ষ্ঠ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। শেষ তিন সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রার্থনা করি পত্রিকাখানি দীর্ঘজীবী হয়।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১৫ পৌষ ১২৮৩।

কয়েক মাস পরে 'মেদিনীপুর সমাচার' পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয়। 'এডুকেশন গেজেটে' (২১ মাঘ ১২৮৩) প্রকাশ:—

"সাপ্তাহিক সংবাদ।…মেদিনীপুর সমাচার পত্রখানি পাক্ষিক হইয়াছে।"

আদর্শ (মাসিক)। ভাদ্র ১২৮৩ (১৯ আগষ্ট ১৮৭৬)।

মদনমোহন মিত্র ইহার পরিচালক ছিলেন।

ব্যবসায়ী (মাসিক)। ভাদ্র ১২৮৩ (আগষ্ট ১৮৭৬)।

ইহা একখানি "কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুল সমেত) বাঙ্গালা স্কুল ও পাঠশালার জন্য ১॥০, অপর সাধারণের জন্য ২।৵০।… কলিকাতা ১৫ নং কলেজ স্কোয়ারে এই পত্রিকা প্রাপ্তব্য।"

ইহার ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যার প্রাপ্তিস্বীকার ২৭ ফাল্গুন ১২৮৩ তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' আছে। শ্রীনাথ দত্ত (আণ্ডার গ্রাডুয়েট, লণ্ডন) ইহা সম্পাদন করিতেন।

বিজ্ঞান দর্পণ (মাসিক)। আশ্বিন ১২৮৩ (ইং ১৮৭৬)।

"বিজ্ঞান দর্পণ—বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্র। এই ইহার প্রথম সংখ্যা। ইহার ষোল পৃষ্ঠায় তেরটী ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ। সেই তেরটীর দুইটী ছাড়া সকলগুলিই 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য'।

যে দুইটী 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' নয়, তাহার একটী 'মুখবন্ধ', অপরটী 'উপক্রমণিকা'।"—'এডুকেশন গেজেট,' ২৮ আশ্বিন ১২৮৩।

ভারত-ভাতি (মাসিক)। আশ্বিন ১২৮৩ (ইং ১৮৭৬)।

"ভারত-ভাতি—এখানিও মাসিক পত্রিকা। ইহার লেখা মন্দ নয়, এবং সম্পাদক বলিয়াছেন, ক্রমে আরও ভাল হইবে। পত্রিকাখানি বৰ্দ্ধমান নগর হইতে প্রকাশিত হইতেছে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ২৮ আশ্বিন ১২৮৩।

মিত্রোদয় (মাসিক)। আশ্বিন ১২৮৩।

"মিত্রোদয়—ইংরাজী এবং বাঙ্গালা মাসিক পত্র ও সমালোচন—শ্রীযুক্ত বাবু হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। রয়েল আট পেজি ফরমার এক ফরমা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৸৵৹। কলিকাতা পটলডাঙ্গার প্রাকৃতযন্ত্র হইতে গত আশ্বিন মাস অবধি প্রকাশিত হইতেছে। ইহার তিন সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।...ইহার একটি বিশেষ সংউদ্দেশ্য দেখিতেছি যে, ইহাতে অন্যান্য প্রবন্ধ ব্যতীত গ্রীক লাটিন প্রভৃতি ভাষার অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অনুবাদও থাকিবে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ৮ পৌষ ১২৮৩।

চিত্রকর (মাসিক)। কার্ত্তিক ১২৮৩ (অক্টোবর ১৮৭৬)।

"চিত্রকর—এই অভিনব মাসিকপত্রখানি শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মাসিক পত্রের লেখা এক্ষণে যে প্রকার ভাব ভঙ্গীতে হইতেছে, চিত্রকর তাহাতে বিলক্ষণ নিপুণ বলিয়াই বোধ হইল।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১২ কার্ত্তিক ১২৮৩।

মনোহরা (পাক্ষিক)। অগ্রহায়ণ ১২৮৩ (২০ ডিসেম্বর ১৮৭৬)।

গগনচন্দ্র দে ইহার পরিচালক ছিলেন। ইহাতে কেবল কবিতাই স্থান পাইত।

শ্রীহট্ট প্রকাশ (পাক্ষিক)। আশ্বিন ১২৮৩ (ইং ১৮৭৬)।

১২৮৩ সালের আশ্বিন মাসে প্যারীচরণ দাসের সম্পাদনায় 'শ্রীহট্ট প্রকাশ' নামে একখানি পাক্ষিক পত্র শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ৯ই পৌষ তারিখের 'গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা'য় প্রকাশ:—

> "সাপ্তাহিক সম্বাদ।...শ্রীহট্টপ্রকাশ—এখানি পাক্ষিক পত্র, ডিমাই দুই ফরমা; বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, ডাকমাশুল ।৵৹ আনা। পত্রিকার ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।"

বিশ্বসুহৃৎ (সাপ্তাহিক)। ইং ১৮৭৬।

১৮৭৬ সনের, সম্ভবতঃ শেষার্দ্ধে 'বিশ্বসুহৃৎ' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ২২ পৌষ ১২৮৩ তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' "সংবাদপত্র"-বিভাগে ৬ই পৌষ তারিখের 'বিশ্বসুহৃৎ' পত্র হইতে একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

দিবাকর (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২৮৩ (ইং ১৮৭৬)।

"অগ্রহায়ণের দিবাকর—মাসিকপত্র ও সমালোচন—১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। মূল্য ৵৹ আনা। বৰ্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১ পৌষ ১২৮৩।

রাজেন্দ্রলাল সিংহ 'দিবাকরে'র সম্পাদক ছিলেন।

ত্রিপুরা পত্রিকা (পাক্ষিক)। পৌষ ১২৮৩ (ডিসেম্বর ১৮৭৬)।

"ত্রিপুরা পত্রিকা—নামক একখানি নূতন পাক্ষিক পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ত্রিপুরা প্রভৃতির ন্যায় স্থান হইতে পত্রিকাদির প্রচার দেখিলে বাস্তবিক আমাদের মনে সন্তোষ জন্মে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ২৯ পৌষ ১২৮৩।

দুরাশা (মাসিক)। মাঘ ১২৮৩ (জানুয়ারি ১৮৭৭)।

তুলসীদাস দে ইহার সম্পাদক ছিলেন।

জ্ঞানদীপিকা (মাসিক)। মাঘ ১২৮৩ (জানুয়ারি ১৮৭৭)।

"বিজ্ঞাপন।—বিগত মাঘ মাসাবধি জেলা বর্দ্ধমানান্তর্গত সাঁকটিগড় পোষ্টাধীন সোনাকুড় হইতে 'জ্ঞানদীপিকা' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে। এখনও ইহাতে কয়েক জন সুলেখকের প্রয়োজন; আবেদনকারিগণ সত্বরে সম্পাদক বাবু রাখালদাস হাজরার নিকট আবেদন করিবেন।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১৬ বৈশাখ ১২৮৪।

কুসুম (মাসিক)। ফাল্গুন ১২৮৩ (মার্চ ১৮৭৭)।

মুর্শিদাবাদ—নশিপুর-নিবাসী অন্নদাপ্রসাদ মৈত্র এই সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচন প্রকাশ করেন। 'এডুকেশন গেজেটে' (২৩ বৈশাখ ১২৮৪) ইহার ১ম সংখ্যার প্রাপ্তিস্বীকার আছে :—

> "কুসুম—সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন, ১২৮৩ ফাল্গুন; শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মৈত্র দ্বারা সম্পাদিত।"

সাময়িক-পত্রের সংখ্যা : ৩১ মার্চ ১৮৭৭ :

১৮৭৭ সনের ৭ই ডিসেম্বর তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' সম্পাদক দেশীয় ভাষার সাময়িক-পত্রের সংখ্যা সম্বন্ধে এইরূপ লেখেন :—

> "বাঙ্গালায় এক্ষণে ৬ খানি দৈনিক সংবাদপত্র আছে; তন্মধ্যে ৪ খানি ইংরাজি ও ২ খানি বাঙ্গালা। ১৬ খানি ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র, ও ৩৪ খানি বাঙ্গালা। ১৮ খানি ইংরাজি মাসিক পত্র ও ২০ খানি বাঙ্গালা। একখানি পাক্ষিক বাঙ্গালা পত্র। তদ্ভিন্ন ২ খানি সাপ্তাহিক হিন্দি সংবাদপত্র, ও ৩ খানি উড়িয়া।...আসামে কেবল ৪ খানি দেশভাষার সংবাদপত্র আছে। এই সকল সংবাদপত্রাদি ভারতবর্ষীয় পোষ্ট অফিস সমূহে রেজিষ্টারি করা হইয়াছে, এবং গত ৩১শে মার্চে সেই রেজিষ্টারির উপরিউক্ত বিবরণ সকল সংগৃহীত হইয়াছে।"

বঙ্গহিতৈষী (সাপ্তাহিক)। বৈশাখ (?) ১২৮৪ (ইং ১৮৭৭)।

খুব সম্ভব ১২৮৪ সালের প্রারম্ভ হইতে 'বঙ্গহিতৈষী' নামে একখানি সাপ্তাহিক-পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ৩০ আষাঢ় ১২৮৪ তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' "সংবাদপত্র"-বিভাগে "বঙ্গহিতৈষী (২৬ আষাঢ়)" হইতে একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

কুশদহ (পাক্ষিক)। বৈশাখ ১২৮৪ (এপ্রিল ১৮৭৭)।

"সাপ্তাহিক সংবাদ।...কুশদহ পাক্ষিক পত্রিকা নামক একখানি সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়া আমরা কৃতজ্ঞ হইলাম।"—'এডুকেশন গেজেট,' ৯ বৈশাখ ১২৮৪।

'কুশদহ' পরে 'সুলভ সমাচারে'র সহিত সম্মিলিত হইয়া 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' নাম ধারণ করে।

আর্য্যপ্রতিভা (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮৪ (৮ মে ১৮৭৭)।

কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ইহার পরিচালক ছিলেন।

সর্ব্বার্থদায়িনী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮৪।

"আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে পশ্চাদুক্ত...পত্রিকাগুলির প্রাপ্তিস্বীকার করিলাম।... সর্ব্বার্থদায়িনী অর্থাৎ প্রাচীন-শাস্ত্র-প্রকাশিনী মাসিক পত্রিকা ও সমালোচিকা—শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র কর কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।"—'এডুকেশন গেজেট,' ২৩ বৈশাখ ১২৮৪।

নববার্ষিকী। ১২৮৪ সাল (ইং ১৮৭৭)।

ইহা "বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় ও সাময়িক খ্যাতিমান ব্যক্তিদিগের সংক্ষেপ জীবনী সম্বলিত" বার্ষিক পুস্তক। 'এডুকেশন গেজেট' (১৩ আশ্বিন ১২৮৪) লেখেন :—

> "নববার্ষিকী—মূল্য দুই টাকা। গ্রন্থকারের নাম নাই। এখানি পঞ্জিকার ন্যায় বার্ষিক পুস্তক।...এ প্রকার পুস্তক বাঙ্গালায় আর কখন হয় নাই। ইহাতে সংগ্রহকারকে বিস্তর পরিশ্রম ও বিস্তর অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে।"

অবলাবান্ধব দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইহার সঙ্কলয়িতা ছিলেন। 'নববার্ষিকী' কয়েক বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল।

সমাজরঞ্জন (সাপ্তাহিক)। ৩ আষাঢ় ১২৮৪ (১৬ জুন ১৮৭৭)।

ইহা একখানি সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সাপ্তাহিক পত্র ও সমালোচন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। অ্যাসিষ্টাণ্ট সারজন্ ফকিরচাঁদ বসু ইহা সম্পাদন করিতেন।

আর্য্যদর্পণ (মাসিক)। আষাঢ় (?) ১২৮৪ (ইং ১৮৭৭)।

২৭ শ্রাবণ ১২৮৪ তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' এই "নূতন পত্রিকা"র প্রাপ্তিস্বীকার আছে। ইহা মাসিকপত্র বলিয়াই মনে হয়।

বঙ্গমিত্র (মাসিক)। আষাঢ় (?) ১২৮৪।

২৭ শ্রাবণ ১২৮৪ তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' এই "নূতন সংবাদপত্রে"র প্রাপ্তিস্বীকার আছে। ইহাও সম্ভবতঃ মাসিকপত্র।

ভারতী (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৮৪ (জুলাই ১৮৭৭)।

১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে (ইং ১৮৭৭) 'ভারতী' পত্রিকার জন্ম হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ইহার প্রথম সম্পাদক ; তিনি স্মৃতি-কথায় বলিয়াছেন :—

> "জ্যোতির ঝোঁক হইল, একখানা নূতন-পত্র বাহির করিতে হইবে। আমার কিন্তু ততটা ইচ্ছা ছিল না। আমার ইচ্ছা ছিল, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে ভাল করিয়া জাঁকাইয়া তোলা যাক কিন্তু জ্যোতির চেষ্টায় 'ভারতী' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের

'বঙ্গদর্শনে'র মত একখানা কাগজ করিতে হইবে, এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা। আমাকে সম্পাদক হইতে বলিল। আমি আপত্তি করিলাম না। আমি কিন্তু ঐ নামটুকু দিয়াই খালাস। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর পড়িল। আমি দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিতাম। মলাটের উপরে একটি ছবির design আমি দিয়াছিলাম; কিন্তু সে ছবি ওরা দিতে পারিল না।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদক হইলেও প্রকৃত পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই এই মাসিক পত্রিকার সঙ্কলয়িতা ও প্রতিষ্ঠাতা। রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী ও কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী সকলেই সম্পাদকীয় চক্রের মধ্যে ছিলেন।

'ভারতী'র প্রথম সংখ্যায় (শ্রাবণ ১২৮৪) সম্পাদক যে নাতিদীর্ঘ "ভূমিকা" লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য; ইহা হইতে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

"ভারতীর উদ্দেশ্য যে কি, তাহা তাঁহার নামেই সপ্রকাশ। ভারতীর এক অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা, আর এক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাণীস্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিদ্যাস্থলে বক্তব্য এই যে, বিদ্যার দুই অঙ্গ, জ্ঞানোপার্জ্জন এবং ভাবস্ফূর্ত্তি। উভয়েরই সাধ্যানুসারে সহায়তা করা আমাদের উদ্দেশ্য। স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্থলে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানালোচনার সময় আমরা স্বদেশ-বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া যেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাই নত-মস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভাবালোচনার সময় আমরা স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিব। পক্ষপাত-মানসে যে আমরা এরূপ করিব, তাহা নহে। যে সকল বস্তু উপার্জ্জন করিয়া পাওয়া যাইতে পারে, বিজ্ঞান তাহার মধ্যে একটি; কিন্তু ভাব তাহার গণ্য হইতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস এই যে, ভাবের উদয় সম্ভবে, ভাবের উদ্রেক সম্ভবে, ভাবের স্ফূর্ত্তি সম্ভবে, কিন্তু উপার্জ্জন সম্ভবে না। যাঁহারা মনে করেন যে, আমরা আর এক জাতি হইতে তাঁহাদের ভাব উপার্জ্জন করিয়া ঠিক সেই জাতির পদবীতে আরূঢ় হইয়াছি, তাঁহারদের মনে করা মাত্রই সার। পাদ্‌রী সাহেবেরা যদি মনে করেন যে, আমরা ঠিক বাঙ্গালীর মত বাঙ্গলা লিখি, এবং ইঙ্গ-বঙ্গেরা যদি মনে করেন যে, আমরা ঠিক ইংরাজের মত ইংরাজি লিখি, তবে তাঁহারদের সে সুখস্বপ্নে আমরা ব্যাঘাত দিতে চাহি না। কালিদাস শকুন্তলার এক স্থলে বলিয়াছেন "স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বং" স্ত্রীলোকদিগের অশিক্ষিতপটুত্ব; এই যে একটি কথা ইহা ভাবের পক্ষে খুব খাটে। ভাব বাহির হইতে শিক্ষা করিয়া পটুত্ব লাভ করে না, পরন্তু ভিতর হইতে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। ইংরাজী মহাকবি সেক্‌স্‌পিয়র বলিয়াছেন, "Our poesy is a gum which oozes from whence 'tis nourished." কবিত্বরূপ নির্য্যাস ভিতরে যেখানে যত্নপূর্ব্বক পোষিত হয় সেই স্থান হইতে চুঁয়াইয়া পড়ে। আমাদের দেশের সেদিনকার উপস্থিত-ভাষী কবি হরুঠাকুর বলিয়াছেন,

"প্রেম কি যাচ্‌লে মেলে খুঁজলে মেলে ?
সে আপনি উদয় হয় শুভযোগ পেলে ॥"

স্বদেশ হইতে যে ভাব আপনি উদয় হয়, অযাচিতভাবে উদয় হয়, তাহাই ঠিক ; যে ভাব অন্যত্র হইতে যাচিয়া আনা হয় তাহা কৃত্রিম, তাহা কোন কার্য্যেরই নহে। বীণাপাণির হস্তে বীণাই শোভা পায় ; হার্প কি শোভা পায় ? এই সকল কারণে ভাবের আলোচনা আমরা স্বদেশীয় ভাবেই করিতে ইচ্ছুক।

অতঃপর আমরা বলিতে চাই যে, যে কারণে ব্রিটানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রিটানীয়া নাম ধারণ করিয়াছেন, এবং তাহার পূর্বে এথেন্স নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মিনর্ব্বা—এথোনিয়া নাম ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কারণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী—ভারতী নাম ধারণ করিতে পারেন। সে কারণ কি ? না নামের সহিত ধামের সহিত অকাট্য সম্বন্ধ। আর্য্য-ভাষা মূল-সমেত অদ্যাপি কোথায় বিরাজ করিতেছেন ? ভারতে। আর্য্যভাষার অধিদেবতাকে তাই আমরা ভারতী নামে সম্বোধন করিতে পারি। পুনশ্চ, যত প্রকার বিদ্যা আছে, ভারতভূমি তাবতেরই জন্মভূমি। গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন, চিকিৎসা, দর্শন, সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি বিদ্যা-সমূহের বীজ প্রথমে ভারতভূমিতেই অঙ্কুরিত হয় ; পরে তাহার ফল দূর দূর দেশে বিকীর্ণ হইয়া, এত দিন পরে তবে তাহা সাধারণ জনগণের ভোগায়ত্ত হইয়াছে। ভারতভূমি বিদ্যার জন্মভূমি, বিদ্যার অধিদেবতাকে তাই আমরা ভারতী নামে সম্বোধন করিতে পারি। এইরূপ যে দিকে দেখা যায় সেই দিকেই ভারতী এবং ভারতের মধ্যে ভাবের প্রগাঢ় মিল দেখিতে পাওয়া যায় ; অতএব ইহা মুক্তকণ্ঠে উক্ত হইতে পারে যে, হংসের যেমন পদ্মবন, মহাদেবের যেমন কৈলাস-শিখর, ভারতীর তেমনি ভারতভূমি। কিম্বা পদ্মের যেমন সৌরভ, নক্ষত্রের যেমন জ্যোতি, ভারতের তেমনি ভারতী। ভারতভূমিতে যদি জাগ্রত দেবতা অদ্যাপি কেহ বিরাজমান থাকেন, তবে তিনি ভারতী। ভারতের প্রতি ভারতীর এমনি কৃপাদৃষ্টি যে তাঁহাকে লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিলেও তিনি পরিত্যাগ করেন না। সেই শ্বেতবর্ণা শ্বেতাম্বরা দেবী আমাদের এই দুরবস্থার সময় যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, তবে কাহার চরণ সেবা করিয়া আমরা দুঃসহ কারাবাস-যন্ত্রণা ভুলিয়া থাকিব ? তাই আমরা ভারতী দেবীকে বলি যে 'হে মাতর্ভারতি ! তুমিই আমাদের আঁধারের প্রদীপ, তোমার আলোকেই আমাদের আলোক, তোমার অধিষ্ঠানেই আমাদের জীবন, তোমার অন্তর্ধানেই আমাদের মৃত্যু। তোমার শুভ্র বদন-জ্যোতি কাল-যবনিকার সহস্র সহস্র ভাঁজের মধ্য দিয়া এখনো যখন আমাদের নয়ন আকর্ষণ করিতেছে, তখন ইহা নিশ্চয় যে, প্রলয়-কালেও তাহা অন্তর্হিত হইবে না তোমার প্রসাদাৎ আমরা দুর্ব্বল হইয়াও সবল, গতশ্রী হইয়াও নবশ্রী, নির্জীব হইয়াও সজীব। আমাদের প্রতি এই যে তোমার অনিমেষ কৃপাদৃষ্টি, আমরা আমাদের নিজদোষে যেন তাহা না হারাই, এই আমাদের প্রার্থনা।'

আমরা ভাই বন্ধু একত্র হইয়া ভারতীকে আবাহনপূর্ব্বক এই ত প্রতিষ্ঠা করিলাম। এক্ষণে ভারতীর বরপুত্রগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহার যাহাতে রীতিমত সেবা চলে, তাহার ব্যবস্থা করুন; ভারতীর আশীর্ব্বাদে তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ সাত বৎসর (১২৯০ সাল পর্য্যন্ত) সুষ্ঠুভাবে পত্রিকা পরিচালন করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ লেখকগণের রচনা-সম্ভারে 'ভারতী'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত হইত। ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। সম্পাদকগণের নাম ও কার্য্যকাল:—

১২৮৪ শ্রাবণ—১২৯০	…দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১২৯১—১৩০১	…স্বর্ণকুমারী দেবী
১৩০২—১৩০৪	…হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দেবী
১৩০৫	…রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০৬—১৩১৪	…সরলা দেবী
১৩১৫—১৩২১	…স্বর্ণকুমারী দেবী
১৩২২—১৩৩০	…মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
১৩৩১—১৩৩৩ আশ্বিন	…সরলা দেবী

জ্ঞানভেদ (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৮৪ (১৪ আগস্ট ১৮৭৭)।

"জ্ঞানভেদ (মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন)—শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন সেন কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ডাক মাশুল সমেত ১।৵০। ইহাতে অবতরণিকা, বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈরাগী, গৌড়বর্ণন (পদ্য) ও সংক্ষিপ্ত সমালোচন এই কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ২৭ আশ্বিন ১২৮৪।

'জ্ঞানভেদ' ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইত।

সুধাকর (মাসিক)। ভাদ্র ১২৮৪ (আগস্ট ১৮৭৭)।

হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা পরিচালন করিতেন।

কোচবিহার মাসিক পত্রিকা। আশ্বিন ১২৮৪ (সেপ্টেম্বর ১৮৭৭)।

"কোচবিহার মাসিক পত্রিকা—শ্রীযুক্ত রঙ্গিলনারায়ণ কুমার কর্তৃক সম্পাদিত। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত এক টাকা দুই আনা। পত্রিকাখানি সাহিত্য বিষয়ক। লেখা উত্তম হইতেছে। আর একটি আহ্লাদের বিষয় এই কোচবিহারের ন্যায় স্থান হইতে এরূপ একখানি অনবদ্য পত্রিকা বাহির হইতেছে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ২০ আশ্বিন ১২৮৪।

ধর্ম্মপ্রচারক (মাসিক)। আশ্বিন ১২৮৪ (ইং ১৮৭৭)।

'ধর্ম্মপ্রচারক' একখানি বাংলা-হিন্দী মাসিকপত্র; বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-মতে ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—"আশ্বিন ১২৮৪"। ইহা প্রতি পূর্ণিমায় মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার উৎসাহে প্রকাশিত হইত। "আর্য্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা রক্ষা ও প্রচার" ইহার

উদ্দেশ্য ছিল। 'ধর্ম্মপ্রচারকে'র সম্পাদক ছিলেন—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি শোভা পাইত :—

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"

'ধর্ম্মপ্রচারক' বহুদিন জীবিত ছিল।

ভারত চিকিৎসক (মাসিক)। কার্ত্তিক ১২৮৪ (অক্টোবর ১৮৭৭)।

শরচ্চন্দ্র দত্ত ইহার সম্পাদক ছিলেন।

পথিক (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২৮৪ (ইং ১৮৭৭)।

"পথিক—এক ফরমা কলেবরের একখানি মাসিক পত্র ও সমালোচন। ক্ষীণজীব পথিক এখন কত দূর চলিতে পারিবেন, প্রথমে তাহা দেখা উচিত। পরে কেমন চলেন, তাহার বিষয় বিবেচ্য।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১৮ ফাল্গুন ১২৮৪।

রাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ইহার সম্পাদক ছিলেন।

হিতৈষী (মাসিক)। জানুয়ারি ১৮৭৮।

"হিতৈষী—মাসিকপত্র, শ্রীপ্যারীমোহন রুদ্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত। হিতৈষী আত্ম-পরিচয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে ইহার উদ্দেশ্য পরিব্যক্ত হইবে।

'হিতৈষীর আদর্শ, স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ ঐশিক পুরুষ খ্রীষ্ট। সেই আদর্শকে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়া হিতৈষীর তাবৎ বক্তব্য প্রকাশিত হইবে। হিতৈষী কোন বিশেষ খৃষ্ট সমাজের হিতকামনায় ব্রতী নহেন। কিন্তু সমস্ত বঙ্গীয় সমাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যত দূর সাধ্য খৃষ্টান, হিন্দু ও মুসলমান সমাজের উন্নতিসাধনে কৃতসংকল্প হইবেন। বালক বালিকা ও যুবক যুবতী, স্ত্রী পুরুষ সকলেরই নিমিত্তে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুষ্টিকর সুস্বাদু আহারীয় খৃষ্টের অমৃতময় ও অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে বিতরণ করিতে হিতৈষীর বিশেষ যত্ন থাকিবে।'"—'এডুকেশন গেজেট', ১ মার্চ ১৮৭৮।

হিন্দুললনা (পাক্ষিক)। মাঘ ১২৮৪ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮)।

"হিন্দুললনা—এতন্নাম্নী একখানি পত্রিকার ১ম কাণ্ড ১ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা, এবং কোন হিন্দুললনা কর্ত্তৃক সম্পাদিত। সম্পাদিকা ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

'বাঙ্গালা ১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে বঙ্গভাষায় বঙ্গমহিলা নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা স্বদেশহিতৈষিণী তথা বঙ্গবাসিনীগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী একটি হিন্দুমহিলা কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্গদেশে স্ত্রীলোক দ্বারা সংবাদপত্র প্রচারের সূত্রপাত তিনিই করিয়া দেন। আমরা তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে অবগত থাকিলেও তাঁহার পরিচয় প্রদানে ইচ্ছা করি না। বঙ্গমহিলা পত্রিকাখানি ৭।১০ মাস চলিয়া বন্ধ হইলে পর…।'

হিন্দুললনার সংবাদপত্র প্রচারে পারগতা ও মতি হিন্দু সমাজের গৌরবের বিষয়, তাহার

সন্দেহ নাই।...বারাকপুর নবাবগঞ্জ হইতে ইহার প্রচার হইতেছে। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক তিন টাকা।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১৮ ফাল্গুন ১২৮৪।

কাল্না প্রকাশ (সাপ্তাহিক)। মাঘ (?) ১২৮৪ (ইং ১৮৭৮)।

এই সাপ্তাহিক পত্র খুব সম্ভব ১৮৭৮ সনের প্রারম্ভে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১১ ফাল্গুন ১২৮৪ তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' "সংবাদপত্র"-বিভাগে "কাল্না প্রকাশ (৫ই ফাল্গুন)" হইতে একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

কমলিনী (মাসিক)। মাঘ ১২৮৪ (ইং ১৮৭৮)

চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী ইহার সম্পাদক ছিলেন।

বিশ্বদর্শন (দ্বৈমাসিক)। মাঘ ১২৮৪ (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮)।

"বিশ্বদর্শন (১ম সংখ্যা)—শ্রীঅমরেন্দ্র সোম কর্ত্তৃক সম্পাদিত। প্রতি ঋতুতে এই সাময়িক পত্রখানি প্রকাশিত হইবে।...বিশ্বদর্শনের প্রতি খণ্ডের মূল্য পাঁচ আনা।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১৮ ফাল্গুন ১২৮৪।

সাকৃটিগড়-নিবাসী অমরেন্দ্রনাথ সোম ইহার সম্পাদক ছিলেন।

সমালোচক (সাপ্তাহিক)। ফাল্গুন ১২৮৪ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮)।

"সমালোচক—সাপ্তাহিক পত্রিকা, মূল্য এক পয়সা। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার সহিত কোচবিহার রাজপুত্রের বিবাহ উপলক্ষ করিয়া এই পত্রিকাখানির সৃষ্টি হইয়াছে। সম্পাদক ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

> 'পত্রখানির দুটী উদ্দেশ্য আছে, একটী মুখ্য ও অপরটী গৌণ। মুখ্য উদ্দেশ্যটি কেশববাবুর কন্যার বিবাহ লইয়া আন্দোলন করা; গৌণ উদ্দেশ্য সেই সঙ্গে সাধারণের উপযোগী প্রস্তাব এবং সংবাদাদি দিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করা।'..." ('এডুকেশন গেজেট', ১৮ ফাল্গুন ১২৮৪। ১ মার্চ ১৮৭৮)

৬ই মার্চ কুচবিহার-বিবাহ সম্পন্ন হয়। ১৭ই ফেব্রুয়ারি 'সমালোচকে'র আবির্ভাব। ইহার প্রথম সম্পাদক—শিবনাথ শাস্ত্রী; তাঁহার 'আত্মচরিতে' (পৃ. ২৪০-৪২) প্রকাশ :—

> "আমরা আন্দোলন চালাইবার জন্য 'সমালোচক' নামে এক সাপ্তাহিক কাগজ ও তৎপরেই Brahmo Public Opinion নামক ইংরাজি কাগজ বাহির করিলাম। ...আমি বাংলা কাগজের সম্পাদক হইলাম। তাহাতে চারিদিকের ব্রাহ্মগণের মতামত প্রকাশিত হইতে লাগিল।..
>
> এদিকে আমি বড় নরম লোক বলিয়া বন্ধুরা আমার হাত হইতে 'সমালোচক' তুলিয়া লইয়া দ্বারিকবাবুর হাতে দিলেন। তিনি একেবারে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যতদূর স্মরণ হয়, সে সময় দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ৯৩ কলেজ ষ্ট্রীটে আমাদের সঙ্গে থাকিতেন, তিনি দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির সহিত একযোগে সমালোচনের ভার লইলেন।"

দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র সংক্রান্ত আইন : ১৮৭৮ সনের ১৪ই মার্চ ভার্ণাক্যুলর প্রেস অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয়। "দেশভাষার সংবাদপত্র সমূহের নিরঙ্কুশতা নিবারণ করা ঐ

আইনের উদ্দেশ্য।...দেশ ভাষার সংবাদপত্র সমূহের ঔদ্ধত্য ও অবিমৃষ্যকারিতায় গবর্ণমেণ্ট এত দূর বিরক্ত হইয়াছেন যে, অপরাপর আইনের যেমন প্রথমে পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশিত হয়, এবং তৎপরে দীর্ঘ দিন বিতর্ক বিবেচনা ও সাধারণের মতামত গ্রহণ পূর্ব্বক সংশোধনান্তে আইনটী বিধিবদ্ধ করিবার যেমন নিয়ম আছে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে রাজপুরুষেরা সেই চিরপ্রচলিত নিয়মের প্রতি দৃক্‌পাত করেন নাই। এক দিনে এক বৈঠকে উহা 'পাস' করিয়া ফেলিয়াছেন।" আমরা পরবর্ত্তী ২২এ মার্চের 'এডুকেশন গেজেট' হইতে আইনটির স্থূল মর্ম্ম উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ভারতবর্ষে কতকগুলি দেশ ভাষার সংবাদপত্র ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রজাদিগের বিরাগোৎপাদক, বা তথায় ভিন্ন ভিন্ন জাতি, বর্ণ, ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে শত্রুতা সঞ্চারিত হয়, এরূপ প্রবন্ধাদি প্রকটিত করিয়া থাকে, এবং বড় লোকদিগকে ভয়মৈত্র দেখাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। সেই সকল সংবাদপত্র বহুসংখ্যক অজ্ঞ ও নির্ব্বোধ লোকে পাঠ করে; পাঠ করিয়া তাহাদের মনে কুসংস্কার বা বিরুদ্ধভাব সঞ্চারিত হয়, তদ্দ্বারা রাজ্যের শান্তিভঙ্গ হইতে পারে। অতএব মহারাণীর প্রজাদিগের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার নিমিত্ত ঐরূপ পত্রিকাদি প্রচারের নিবারণ করা আবশ্যক হইয়াছে। সেই জন্য এই আইন করা যাইতেছে।

জেলার মাজিষ্ট্রেট বা রাজধানীর পুলিস কমিশনর যাঁহার এলাকার মধ্যে কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হইবে, তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সেই সংবাদপত্রের মুদ্রাকর ও প্রচারককে তলব করিয়া উক্ত পত্রে গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রজাদিগের বিরাগোৎপাদক অথবা ভারতবর্ষে বিদ্যমান ভিন্ন ভিন্ন জাতি, বর্ণ, ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরোদ্দীপক শব্দ, চিহ্ন বা প্রকাশ্য ভাব প্রকটিত অথবা উৎকোচ লইয়া কোন বিষয় লিখিত না হয়, তন্নিমিত্ত জামিন লইতে পারিবেন। জামিন টাকার বা তন্মূল্যের দামী অন্য পদার্থে লইতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, সেই হারে জামিন লওয়া হইবে।

যদি কোন সংবাদপত্র (তাহার জামিন লওয়া হউক বা না হউক) কখন উপরিউক্ত বিরুদ্ধ বিষয় সকল প্রকটিত করে, তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া সেই সংবাদপত্রকে সাবধান করিয়া দিবেন। যদি তাহাতেও সেই নিষিদ্ধ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া উক্ত পত্রিকার ব্যবহার্য্য যাবতীয় সামগ্রী অর্থাৎ যে ছাপাখানায় উহা ছাপা হইবে, তাহার সমস্ত দ্রব্যাদি পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন; এবং উক্ত পত্রের যে জামিন বা ডিপজিট থাকিবে, তাহা আর প্রত্যর্পণ করা হইবে না।

যে সংবাদপত্র জামিন বা ডিপজিট দিতে অক্ষম হইবে, তাহার প্রচারক সেই সংবাদপত্রের 'প্রুফ' গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন, এবং সেই কর্ম্মচারী যাহা প্রকাশে আপত্তি করিবেন, তাহা প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

যখন কোন প্রচারককে জামিন দিতে তলব করা হইবে, তিনি সেই সময়ে প্রুফ দেখাইবার ব্যবস্থা বা ডিপজিট দুইয়ের অন্যতর করিতে পারিবেন। প্রুফ দেখাইলে জামিন বা ডিপজিট দিতে হইবে না।

পুস্তক পুস্তিকাদিতেও যদি উক্তবিধ দুষণীয় শব্দাদি থাকে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই সকল পুস্তকাদি এবং যে মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হইবে, তাহা আটক করিতে পারিবেন ; ও সেই সকল পুস্তকাদির প্রচার একবারে রহিত করিবেন।

জামিন চাহিলে তাহা না দিয়া এবং প্রুফ দেখাইব বলিয়া তাহা না দেখাইয়া সংবাদপত্র মুদ্রিত বা প্রচারিত করিলে মুদ্রাকর বা প্রচারকের ছয় মাস পর্য্যন্ত মিয়াদ বা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডই হইবে।

ব্রিটিশ অধিকারের বাহিরে প্রাচ্য ভাষায় (আংশিক বা সামগ্রিক) মুদ্রিত কোন সংবাদপত্র বা পুস্তকাদিতে উক্তবিধ আপত্তিযোগ্য বিষয় সকল প্রকটিত হইলে সেই সকল সংবাদপত্র বা পুস্তকাদি কেহ ব্রিটিশ রাজ্যের মধ্যে আনিতে, প্রচার করিতে, বিতরণ করিতে, বা সাধারণ্যে প্রদর্শন করিতে পারিবে না। তাহা করিলে তাহার ছয় মাস মিয়াদ, জরিমানা বা উভয় দণ্ড হইবে ; এবং সেই সকল পত্রিকা ও পুস্তকাদি গবর্ণমেণ্ট কাড়িয়া লইবেন।

আপিল গবর্ণর জেনারেলের নিকট হইবে।"

সরকার 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র (তৎকালে বাংলা-ইংরেজী সাপ্তাহিক) প্রতি মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না। রাজরোষ হইতে আত্মরক্ষার জন্য পত্রিকা-সম্পাদক এক কৌশল অবলম্বন করিলেন ; তিনি পরবর্ত্তী ২১এ মার্চ হইতে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'কে পুরাদস্তুর ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত এবং এপ্রিল মাস হইতে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশ করেন ; ইহাই প্রকৃতপক্ষে "নামান্তরিত ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গালা অমৃত বাজার পত্রিকা"।

পরিশিষ্ট

আলোচ্য সময়কালের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা ছাড়া অন্যান্য দেশীয় ভাষার যে-সকল পত্র-পত্রিকার উল্লেখ পাইয়াছি, সেগুলির একটি তালিকা দিতেছি :—

সংস্কৃত : ১২৮২ সালের কার্ত্তিক (১৮৭৫, নবেম্বর) মাসে বহরমপুর ধনসিন্ধু প্রেস হইতে 'জ্যোতিঃসংগ্রহ' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেট' (১৮ অগ্রহায়ণ ১২৮২) লেখেন :—

"জ্যোতিঃসংগ্রহ নামক একখানি সংস্কৃত মাসিক পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহার বাঙ্গলা অনুবাদও আছে। আজিমগঞ্জ স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ কবিরত্ন মহাশয় পত্রিকা খানি প্রকাশ

করিতেছেন। অপরাপর কয়েক জন অধ্যাপকও ইহার লেখক-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। পত্রিকাখানির কলেবর ক্ষুদ্র। মূল্য বাৎসরিক ১৸৵০। প্রার্থনা করি, এখানি দীর্ঘজীবী এবং পুষ্টকলেবর হউক।"

১২৮৩ সালের আশ্বিন মাসে দামোদরকিষেণ সাপ্রের সম্পাদনায় 'বিদ্যার্থী' নামে একখানি মাসিকপত্র পাটনা, বাঁকিপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল; বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় ইহার উল্লেখ আছে।

অসমীয়া: ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে অসমীয়া ভাষায় 'পুষ্পমালা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'এডুকেশন গেজেট' (৮ মাঘ ১২৮২) লেখেন:—

"পুষ্পমালা (মাসিক পত্র)—শ্রীযুক্ত দিবাকর শর্ম্মা কর্ত্তৃক সম্পাদিত। পত্রখানি আসামি ভাষায় রচিত, এবং আসামের 'যোড়হাট' হইতে প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই আনা। আমরা ইহার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে 'শিক্ষিত সমাজ' 'পশুপালন,' 'সঙ্গাত শালিকা', 'শঙ্করাচার্য্য' ও 'ব্রহ্মপুত্র' এই কয়েটী প্রবন্ধ আছে। প্রার্থনা করি, পুষ্পমালা আপনার সৌগন্ধ বিস্তার পূর্ব্বক পৃথিবীতে বিরাজ করিতে থাকুক।"

আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকারের সংবর্দ্ধনা

[২৪এ মাঘ ১৩৫৫, ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯, রবিবার অপরাহ্ণ, সাড়ে চার ঘটিকা]

সুসজ্জিত পরিষদ্-মন্দিরে "রূপযানী"র শিল্পিগণের পরিকল্পিত মঞ্চে অদ্যকার অনুষ্ঠানের জন্য নির্ব্বাচিত সভাপতি মাননীয় রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার উপবেশন করিলে পর পণ্ডিত শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ধান-দূর্ব্বাসহ বৈদিকমন্ত্রে আশীর্ব্বাদ করিয়া উভয়ের ললাট চন্দনচর্চ্চিত করেন। অতঃপর তিনি শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত নিম্নলিখিত প্রশস্তি পাঠ করেন,—

প্রশস্তি

যস্মিন্নস্তাকৃত্যে শ্রুতিরিব ঋষিষু প্রত্নবিজ্ঞানবত্তা
কাষ্ঠামাসাদ্য সদ্যো জগতি বিতনুতে ভারতজ্ঞানকীর্ত্তিম্।
সত্যোদ্ধারৈকমন্ত্রো বিতথবিশরণে মূর্ত্তিমান্ কংসহন্তা
সোঽয়ং বাচঃ সুপুত্রশ্চিরমুপনয়তাৎ বঙ্গভূমেঃ প্রতিষ্ঠাম্॥
শ্রীসার-যদুনাথস্য নাথস্যাচার্য্যসংহতেঃ।
ঊনাশীতিজয়ন্ত্যর্থে সমবেতসভাগৃহে॥
ইয়ং প্রশস্তির্বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কৃতা।
শাকে খাদ্রিধৃত্তৌ মাঘে শতায়ুঃপূর্ত্তিমীহতে॥

পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের প্রেরিত নিম্নোক্ত বাণী পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক পঠিত হয়—

বাঁকুড়া। ১৩৫৫। ২০ মাঘ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক সমীপেষু—

আচার্য শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয়ের সম্বর্ধনাসভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখিত হইতেছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ বিদ্বানের পূজা করিয়া সধর্ম পালন করিতেছেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানগুরুত্ব বহুকাল হইতেই প্রসিদ্ধ আছে। তিনি আমাদের দেশে ঐতিহাসিক গবেষণায় অগ্রণী। তিনি দেখাইয়াছেন, পরমুখাপেক্ষী না হইয়া আমরা নিজের দেশের ইতিহাস নিজে লিখিতে পারি। তিনি পিষ্ট-পোষণ করেন নাই, পরন্তু অপহরণ করেন নাই, নিজে ফারসী ও মারাঠী মাতৃকা অধ্যয়ন করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য সঙ্কলন করিয়াছেন। তিনি যৌবন কালেই ইতিহাস চর্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে অভিনিবেশ অদ্যাপি ক্ষীণ হয় নাই। বাঙ্গালীর মেধা আছে, কিন্তু ধৈর্য নাই; কুশাগ্র বুদ্ধি আছে, কিন্তু অধ্যবসায় নাই। এই কারণে বাঙ্গালী কোন হিতকর স্থায়ী কর্ম করিতে পারে না। শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় তাঁহার চরিত্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন।

অতীতকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান দাঁড়াইয়া আছে। যিনি অতীতকে যথাযথ দেখাইতে পারেন, তিনি বর্তমানের গন্তব্য নির্দেশ করিতে পারেন। যে অতীতের প্রতিরূপ যথাসম্ভব ভ্রমশূন্য হইবে, মিথ্যার আড়ম্বরে কলুষিত হইবে না, সে ঐতিহাসিক প্রতিরূপই আমাদের কাম্য, আমাদের উপদেষ্টা হইতে পারে। অল্প সাধনায় তর্কবিদ্যাশ্রিত ঐতিহাসিক প্রবৃত্তি জন্মে না। শ্রীযুত সরকার মহাশয়ের ইতিহাস-গ্রন্থ কামনা-দুষ্ট নহে, এই হেতু প্রামাণিক হইয়া থাকিবে।

তিনি কেবল দেশের ও বিদেশের ইতিহাস অনুশীলন করেন নাই, তিনি অর্থনীতি ও রাজনীতিতেও প্রবীণ। বর্তমানে আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। আমরা জনতন্ত্র বাঞ্ছা করিতেছি, কিন্তু জন অশিক্ষিত, অর্থশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাহারা শ্রেয়ঃ পথ দেখিতে পাইতেছে না। এই সঙ্কট সময়ে স্থিরবুদ্ধি, পরিপক্কজ্ঞান, সমাজতত্ত্বদর্শী উপদেষ্টা প্রয়োজন হইয়াছে। জগদম্বার আশীর্বাদে শ্রীযুত সরকার মহাশয় শতায়ুঃ হইয়া চাণক্য পণ্ডিতের ন্যায় হিতোপদেশ প্রচার করিতে থাকুন। ইতি

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

অতঃপর সম্পাদক পরিষদের পক্ষ হইতে মানপত্র পাঠ ও পরিষদের শ্রদ্ধার উপহার-স্বরূপ ফুলের মালা, গরদের জোড়, স্বর্ণমণ্ডিত কলম, পেন্সিল ও দোয়াত আচার্য্য যদুনাথকে অর্পণ করেন; তৎপরে শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধানিবেদন ও শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা-রচিত "আচার্য্য যদুনাথ" নামক একটি কবিতা পঠিত হয়। মানপত্রখানি এইরূপ:—

"আচার্য শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয়ের করকমলে—

তুমি পরাধীন ভারতবর্ষের কলঙ্কিত ইতিহাস মন্থন করিয়া স্বাধীনতার গৌরবরত্ন আহরণপূর্বক আমাদিগকে বিতরণ করিয়াছ, অশেষ দুর্গতি ও নৈরাশ্যের মধ্যে মহিমময় অতীতকে স্মরণ করাইয়া আশা ও উদ্যমে আমাদের জীবন সঞ্জীবিত করিয়াছ, আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে সেই কথা উপলব্ধি করিয়া আমরা কৃতজ্ঞ ও সশ্রদ্ধ চিত্তে তোমাকে প্রণাম নিবেদন করিতেছি, হে বরেণ্য, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

তুমি একক সাধনায় শুধু আপনার গৌরব অর্জনে ও বর্ধনে কালাতিপাত কর নাই, বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে সকলের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তোমার জয়যাত্রা, তুমি স্বদেশের কল্যাণের কাজে সকলকে উদ্‌বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিয়াছ, তোমার অনুপ্রেরণায় তাঁহারা ভারতবর্ষের লুপ্ত ইতিহাস ধীরে ধীরে উদ্ধার করিতেছেন, তুমি এক একশত হইয়া আজ ইতিহাস-অনুশীলন কার্যকে ভারতবর্ষে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছ। তোমার শিষ্য-প্রশিষ্যমণ্ডলীর সাধনার ধারার মধ্য দিয়া তোমার কীর্তিকে অবিনশ্বর রাখিয়া তুমি চিরজীবী হইয়াছ, হে অক্ষয় কীর্তিমান্ গুরু, হে গোষ্ঠীপতি, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

তোমার ঐকান্তিক চেষ্টায় ভারতীয় মধ্যযুগ—মোগল-শাসনের সমগ্র কাল—আমাদের যুগে আমাদের চোখে প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইয়াছে, মোগল-সম্রাট্ আওরংজীব ও মহারাষ্ট্র-বীর শিবাজী আজ বহুবাষ্পাচ্ছন্ন নীহারিকারূপ হইতে তোমারই গবেষণা-গৌরবে

বাহুল্যবর্জিত অথচ ভাস্বর মূর্তিতে প্রকটিত হইয়াছেন, তোমার জ্ঞানের আলোক-সম্পাতে বহু মিথ্যা ভস্মসাৎ হইয়াছে, বহু অজ্ঞাত সত্য উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। হে সত্যসন্ধী, হে সত্যভাষী, হে জ্ঞান-তপস্বী, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

শিক্ষায় পশ্চাৎপদ এই দেশের তরুণদের শিক্ষাকার্যে যৌবনে আত্মনিয়োগ করিয়া তুমি আজীবন সেই ব্রতই পালন করিতেছ, উত্তরোত্তর উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াও তুমি এক দিনের জন্যও জাতির এই শিক্ষাদান ব্যাপারে উদাসীন হও নাই, সাহিত্য ইতিহাস অর্থনীতি—বিবিধ বিষয়ে দেশের শিক্ষার পথ সরল ও সুগম করিবার জন্য তুমি প্রয়াস করিয়াছ। আজিও তোমার উদ্যম বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নাই—দুই পুরুষ ধরিয়া ভারতবর্ষের তরুণেরা তোমার নিকট অশেষ ঋণে ঋণী হইয়াছে, হে ঋষিকল্প শিক্ষক, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

তুমি প্রবীণ হইয়াও জরাগ্রস্ত হও নাই, তোমার মনের সতেজ তারুণ্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে, দুঃখে তুমি নিরুদ্বিগ্নমনা, সুখে তুমি বিগতস্পৃহ, হে কর্মযোগী, তুমি তরুণের সঙ্গে, নূতনের সঙ্গে নিজের যোগ কখনও বিচ্ছিন্ন কর নাই, প্রবীণের জ্ঞান লইয়া নবীনের উদ্যমকে বরাবরই বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছ, দেশের নবজাগ্রত যৌবনের অভিযানে তোমার পূর্ণ সমর্থন আছে, তরুণসম্প্রদায়ের নিত্য নূতন প্রয়াসকে তুমি আশীর্বাদের দ্বারা জয়যুক্ত করিয়াছ, তরুণদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার দ্বারা অভিষিক্ত হে প্রবীণ পথিক, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবা করিয়াছ, নিজের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রীতির দ্বারা তোমার উত্তরসাধকদের তুমি পথপ্রদর্শক হইয়াছ। তোমার নিরলস কর্মসাধনা আজিও সঙ্কটকালে বার-বার পরিষদ্‌কে রক্ষা করিতেছে, রমেশচন্দ্র জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র হরপ্রসাদ রামেন্দ্রসুন্দর হীরেন্দ্রনাথের ধারা তুমিই বহু ক্লেশে অব্যাহত রাখিয়াছ, তোমাকে আমরা কিছুতেই অবসর দিতে পারিতেছি না, অসহায়ভাবে বার-বার তোমাকেই আশ্রয় করিতে চাহিতেছি, হে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পারিষদশ্রেষ্ঠ, আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর, অভিনন্দন গ্রহণ কর, প্রীতি গ্রহণ কর॥”

এই মানপত্রের উত্তরে আচার্য যদুনাথ নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন—

“আমি যে এত বৎসর ধরে সাহিত্য-পরিষৎ পরিচালনা করেছি, কর্মীদের দৈনিক কাজে ও পরামর্শে অতি নিকটভাবে সঙ্গী হয়ে আমাদের চেষ্টাগুলি ফলপ্রদ করবার সাহায্য করেছি, এর মধ্যে আমার একটি লক্ষ্য লুকানো ছিল। সেটি আজ প্রকাশ ক'রে বলব। আমরা জানি যে সভা-সমিতি সর্বোচ্চ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে না; কারণ প্রতিভার জন্ম শুধু ভগবানের দয়ার উপরই নির্ভর করে, মানুষের পরিকল্পনা বা আয়োজনে হয় না। তবে আমরা কি করতে পারি? আমরা পারি—যেখানে প্রতিভা আগে থেকে জন্মেছে তার বিকাশে সাহায্য করতে, তাকে অকালে শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে, তাকে সমাজে পরিচিত, সমাদৃত করতে। এই হ'ল পরিষদের পক্ষে সম্ভব কাজ, এ কাজ আমাদের আগেও অনেক সভা-সমিতি এবং গুণগ্রাহী ধনী লোক ক'রে এসেছেন।

কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালী সাহিত্যকর্ম্মীদের চেষ্টা একটা বিশেষ দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া এবং সেই লক্ষ্যে দৃঢ় ক'রে রাখা, যার ফলে বাঙালী-চরিত্রের এক দিক্‌কার অভাব পূরণ হবে এবং আমাদের এক শ্রেণীর কাজ স্থায়ী হয়ে থাকবে। এই অভিপ্রায়টি এখন খুলে বলব।

যে সব বিলাতী পণ্ডিত ভারতবর্ষে শিক্ষক হয়ে এসেছেন তাঁরা সহজেই ধরে ফেললেন যে, মোটের উপর ভারতীয় লোকদের প্রকৃতি ও মনোবৃত্তি দর্শনের দিকে ঝোঁকে, পদার্থ-বিজ্ঞানের দিকে বড় কম। আমরা কল্পনা ও ভাবে বিভোর হয়ে থাকতে ভালবাসি, বাস্তব জগতে কাজের লোক হয়ে এবং তার উপযুক্ত প্রণালীতে চিন্তা করতে আমরা স্বভাবতই চাই না বা পারি না। এই কারণে আমাদের বিলাতী শিক্ষকেরা অনেক বার বলেছেন যে, অর্থাগম ও মানব-সুখ বাড়াবার জন্যে বিজ্ঞান-চর্চ্চা তো সব দেশেই আবশ্যক। কিন্তু ভারতবর্ষে তার উপর অন্য এক কারণে এটা আবশ্যক। সেই বিশেষ কারণটি হচ্ছে এই যে, বিজ্ঞান-শিক্ষায় সংযম ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন ভারতীয়দের মানসিক গঠন দৃঢ় ও বিচিত্র করা সম্ভব নহে।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন যুগে এক দল মনীষী যে বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক ছিলেন, এ কথা আমি অস্বীকার করি না। পাণিনির ব্যাকরণ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, চরকসংহিতা এবং মানসার বা স্থপতিশাস্ত্র যে জাতি রচনা করেছিল, তারা ভাব-প্রবণ কল্পনা-বিলাসী ছিল না। কিন্তু আজ আমাদের বংশধরদের কোথায় দেখতে পাই? শত সহস্র বৎসর ধরে আমাদের চিন্তা-নায়কেরা, আমাদের গ্রন্থকারগণ, প্রাচীন ভারতের এই লক্ষ্য ভুলে শুধু ভাব ও দর্শনের দিকেই ঝুঁকে পড়েছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে বিধর্ম্মী রাজার অধীনতা অত্যাচার অবমাননা ও দারিদ্র্য সহ্য ক'রে বাঙালীর জর্জ্জরিত প্রাণ বেদান্ত-চর্চ্চায় ও ভক্তিসাধনায় আশ্রয় নিয়ে চিত্তের একমাত্র শান্তি ও সুখ পেয়েছে। এই জন্য আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্য-রচয়িতাদের আমি দোষ দিই না, ভাব ও দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁদের হাত থেকে বঙ্গসাহিত্য যে অনেক রত্ন পেয়েছে সে-সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন।

কিন্তু আজ যে বিশ্বময় বিজ্ঞানের রাজত্ব! আজ যে সব দেশেই, মানব-জীবনের সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের প্রণালী ও মন্ত্রতন্ত্র একাধিপত্য করছে! এ রাজত্ব শুধু রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসা ও যন্ত্রপাতির কারখানায় নয়; সাহিত্যের সব বিভাগেও—প্রকাশ্যেই হোক বা তলে তলে হোক, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসৃত হয়েছে।

প্রথম থেকে আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল, কি ক'রে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও কর্ম্মপ্রণালী আনা যায়? এই কাজের জন্য চাই, ন্যায়ের তর্কের জন্য আবশ্যক তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার মস্তিষ্ক নয়,—যা শুধু শুষ্ক খড় কাটতে পারে; ভাবে উন্মত্ত বা ভক্তিরসে অশ্রুসিক্ত শুষ্ক মস্তিষ্ক— যা মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, তা নয়। এখন চাই—ধীর স্থির সংলগ্ন চিন্তাশক্তি; অসীম শ্রমশীলতা, পরীক্ষা না ক'রে কোন কথা গ্রহণ করব না—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; সমস্ত উপকরণ একত্র ক'রে, সামঞ্জস্য ক'রে তার ভিতর থেকে সত্যের খাঁটি নির্য্যাস বের করব, এই মন্ত্রে দীক্ষা। অর্থাৎ এক কথায়, যাকে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি বলে। আমাদের সাহিত্য-

পরিষৎ বর্ত্তমান যুগে এই কাজ আরম্ভ করেছে এবং তার এই প্রচেষ্টায় উপদেশ ও সাহায্য দিতে পেরে আমি চরিতার্থ হয়েছি।

দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত, নৈয়ায়িকদের বংশধর, তাঁর কাজ যা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এক দিকে রাখুন, আর প্রাচীনপন্থী নৈয়ায়িকদের রচনা অন্য দিকে রাখুন, এই দুইয়ের তুলনা করলেই পার্থক্য বুঝতে পারবেন। প্রাচীন আদর্শে কি ফল পেয়েছি? কবির ভাষায় বলি—

"এক দিন নবদ্বীপে মহা তর্ক হৈল
তৈলাধার পাত্র কিম্বা পাত্রাধার তৈল?
যাহাতে ফুরিয়ে গেল উনিশ পিপে নস্য।"

বাঙালী মস্তিষ্কের তীক্ষ্ণতার ইহা ভিন্ন আর কোন ফলই রইল না। আর দেখুন, নবীন দীনেশচন্দ্রের সাধনার ফলে বঙ্গীয় ন্যায়-রচয়িতাদের পরম্পরা ও ভাববিস্তার এবং সেন-রাজাদের সময় থেকে মুসলমান সুলতানদের রাজসভা পর্য্যন্ত বাঙালী হিন্দু বৈদ্যদের ইতিহাস অতি নিখুঁত ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উদ্ধার করা হয়েছে। আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির এবং বাঙালী জাতির অতীত গতির একটি অন্ধকার কুঠুরী সম্পূর্ণ আলোকিত হয়েছে। ভারতের মানচিত্রে অঙ্গুলি দিয়ে দীনেশচন্দ্র দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ কোন্ অঞ্চলে কখন কখন কোন্ চিন্তা বা জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ল, গৌড়ীয় পণ্ডিত বাংলা থেকে কাশী, কাশী থেকে বুন্দেলখণ্ডে গিয়ে গ্রন্থ রচনা করলেন, রাজসভায় জ্ঞানের প্রদীপ জেলে দিলেন। আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই গবেষণা অমূল্য উপাদান হয়ে থাকবে। বাঙালী মস্তিষ্কের তীক্ষ্ণতার এটাও জাজ্বল্য প্রমাণ।

তেমনি ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমার শিষ্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু বর্ষ ধ'রে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ইংরেজ-শাসনে বঙ্গদেশে যে নবজাগরণ হয় তার ইতিহাসের সব উপকরণ সংগ্রহ ক'রে তা থেকে বাঙালী সমাজ, বঙ্গভাষার সংবাদপত্র, বাঙালীর নাট্যশালা এবং শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার বিস্তারের প্রামাণ্য ইতিহাস এবং সাহিত্য-সাধকের জীবনীর খাঁটি সত্য বিবরণ প্রকাশ ক'রে বঙ্গসাহিত্যের পাঠকদের এবং বঙ্গের ইতিহাসের ছাত্রদের চিরঋণী ক'রে রেখেছে। যোগেশচন্দ্র বাগল প্রভৃতি নবীন কর্ম্মিগণ এই কাজে সহকারী হয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথের এই সব রচনার সঙ্গে আমাদের কবিদের জন্ম-শতবার্ষিকীতে যে সব প্রবন্ধ পড়া হয় তার তুলনা করলেই ইতিহাস ও জীবনীর ক্ষেত্রেও এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর মূল্য কত বেশী তা বুঝতে পারবেন। এরূপ একান্ত সত্যনিষ্ঠাকে "পাথুরে ইতিহাস" ব'লে উপহাস করার দিন চ'লে গেছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত দাস সেইমত বঙ্কিম প্রভৃতি সাহিত্যরথীদের গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য শিক্ষাপ্রদ সংস্করণ প্রস্তুত ক'রে সমস্ত দেশের সম্মুখে এক মহৎ দৃষ্টান্ত রেখেছে। এই কাজটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ না করলে তার লজ্জা চিরস্থায়ী হ'ত। তেমনি, আমার শিষ্য অধ্যাপক কালিকারঞ্জন কানুনগোর ইতিহাস-গ্রন্থগুলির সঙ্গে রজনীকান্ত গুপ্তের লেখা ভারত-

ইতিহাস তুলনা করলেই নবীন ও পুরাতন লেখকদের মধ্যে গবেষণার প্রণালী এবং ফল-প্রসূতিতাতে কত পার্থক্য তা স্পষ্ট হবে।

এই সব নবীন কর্ম্মীর সত্যস্পৃহা এত বেশী যে, তাদের প্রকাশিত লেখায় কোন ভুল বা ত্রুটি দেখিয়ে দিলে, তারা তা বিচার ক'রে তার সত্য অংশটুকু পরবর্ত্তী সংস্করণে যোগ ক'রে দেয়। এরূপ নিজ ভ্রম স্বীকার করাকে তারা অপমানের কারণ ব'লে মনে করে না। এই ক্রমোন্নতির জন্য আগ্রহ, এই মুক্ত হৃদয়ে সত্য বরণ করার স্পৃহাই প্রকৃত পণ্ডিতের চিহ্ন। আমার শিষ্যগণ তা ভোলে নি।

আমার ঐতিহাসিক শিষ্যগণ, এখানে এবং অন্যত্র, কখনও আর্থিক পুরস্কার খোঁজে নি, কাগজে প্রশংসা পাবার জন্যে ষড়্‌যন্ত্র করে নি, যে দরবারে খোশামোদ করলে বেশ অর্থাগম হ'তে পারত, সেখানে তারা ধরণা দেয় নি। গবর্মেণ্ট অথবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তাদের এক পয়সার সাহায্যও করে নি। আমি এটাকেই আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব মনে করি। সংস্কৃতে আছে—

"সর্বত্র বিজয়ম্ ইচ্ছেৎ পুত্রাৎ ইচ্ছেৎ পরাজয়ম্"

অর্থাৎ আর সব লোককে হারাতে চেষ্টা ক'রো, কিন্তু পুত্রের নিকট পরাস্ত হ'লে তা গৌরব ব'লে মনে ক'রো।

এখানে পুত্র শব্দের অর্থ শিষ্য অর্থাৎ মানস-সন্তান ধরতে হবে। আমার শিষ্য-প্রশিষ্যদের ধারা পুরুষ-পুরুষানুক্রমে চলতে থাকুক, বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্যকে তারা স্থায়ী দানে সমৃদ্ধ করতে থাকুক, এই প্রার্থনা ক'রেই আমি আমার সাহিত্যিক কর্ম্মজীবনের দৃশ্যের উপর যবনিকা টেনে দিলাম।"

অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী তাঁহার ভাষণে বলেন, "দুই জন শিক্ষাব্রতী এদেশে গবেষণামূলক অধ্যয়ন প্রচেষ্টার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা হইলেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং ডক্টর যদুনাথ সরকার। প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানে এবং যদুনাথ ইতিহাস অধ্যয়নে এই গবেষণার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ডক্টর সরকারের শিষ্যগণ আবশ্যক ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া গবেষণার কাজ চালাইয়া যাইতেছেন এবং অতীত সম্পর্কে নিত্য নূতন তথ্যের সন্ধান দিতেছেন। ডক্টর সরকার ৭৮ বৎসর অতিক্রম করিলেন বটে, কিন্তু মানসিক দিক্ দিয়া এখনও বহু কাজ করিবার পূর্ণ শক্তি তাঁহার রহিয়াছে।"

সংবর্দ্ধনার অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার, শ্রীসুকৃতি সেন সঙ্গীতালাপ করিয়া এবং শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র তাঁহার রচিত 'ধাপ্পা' পাঠ করিয়া সমবেত সভ্যগণের চিত্তবিনোদন করেন।

এই উপলক্ষে পরিষদ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত আচার্য্য যদুনাথের সাহিত্য-সাধনার বিস্তৃত পরিচয়জ্ঞাপক "আচার্য্য যদুনাথ সরকার" নামে একটি পুস্তিকা সমবেত সভ্যগণকে বিতরণ করা হয়।

প্রীতিসম্মেলনে সকলকে চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

চতুঃপঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ

বান্ধব—বর্ষশেষে পরিষদের একজন মাত্র বান্ধব জীবিত আছেন—রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য—১৩৫৩ বঙ্গাব্দের শেষে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা—

বিশিষ্ট সদস্য—১। আচার্য শ্রীযদুনাথ সরকার, ২। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ৩। ডক্টর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আজীবন-সদস্য—১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৩। শ্রীগণপতি সরকার, ৪। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৫। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীসত্য-চরণ লাহা, ৭। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৮। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১০। শ্রীহরিহর শেঠ, ১১। ডক্টর শ্রীমেঘনাদ সাহা, ১২। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ১৩। শ্রীলীলা-মোহন সিংহরায়, ১৪। শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, ১৫। মহারাজকুমার ডক্টর শ্রীরঘুবীর সিংহ, ১৬। শ্রীহিরণকুমার বসু, ১৭। শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী, ১৮। শ্রীমুরারিমোহন মাইতি, ১৯। শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়, এবং ২০। শ্রীনগেন্দ্রনাথ রক্ষিত।

অধ্যাপক-সদস্য—বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৯ হইয়াছে।

সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের শেষে ১০০০ ছিল।

সহায়ক-সদস্য—এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বর্ষশেষে ১১ ছিল।

পরলোকগত সদস্য—অধ্যাপক সদস্য : অবনীরঞ্জন কাব্যব্যাকরণতীর্থ। সাধারণ সদস্য : ১। অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, ২। অর্দ্ধেন্দুভূষণ সিংহ, ৩। ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য, ৪। কৃষ্ণনাথ সেন, ৫। চন্দ্রভূষণ রায়, ৬। পাঁচকড়ি ঘোষ, ৭। ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া, ৮। বৈদ্যনাথ তরফদার, ৯। সুকুমার হালদার, ১০। সুধীরকুমার লাহিড়ী।

পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণ—পূর্ব্বোল্লিখিত সদস্য ও এই সকল সাহিত্যিক ও সাহিত্যবন্ধুর পরলোকগমনে পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন :—

১। অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রী, ২। পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ, ৩। গীতা-ব্যাখ্যাতা পণ্ডিত খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, ৪। নরেন্দ্রনাথ শেঠ (পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য এবং বঙ্কিম-ভবন সংস্কারের জন্ত অর্থসংগ্রহে পরিষদকে সহায়তা করিয়াছিলেন), ৫। কবি প্রমথনাথ রায় চৌধুরী (পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য ও অন্ততম ন্যাশরক্ষক), ৬। শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—('জীবনীকোষ')-প্রণেতা ও পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য, ৭। 'ডন সোসাইটি' ও পত্রিকার সম্পাদক ও পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য—সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এবং চিত্রশিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।

অধিবেশন—আলোচ্য বর্ষে এই কয়টি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। (ক) দ্বিপঞ্চাশত্তম ও ত্রিপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন—১ ফাল্গুন ১৩৫৭। (খ) মাসিক অধিবেশন—২ চৈত্র ১৩৫৪ ও ২৪এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫। এই সকল অধিবেশনে আজীবন সদস্য ও সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন, নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন, প্রবন্ধ পাঠ, পুস্তকোপহার বিজ্ঞাপন এবং শোকপ্রকাশ প্রভৃতি হয়। (গ) বার্ষিক স্মৃতি-সভা—২৪এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫ তারিখে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর স্মৃতি সভার অনুষ্ঠান হয় এবং ১৫ই আষাঢ় ১৩৫৫ তারিখে সমাধিক্ষেত্রে কবিবর মধুসূদন দত্তের স্মৃতিপূজা ও তাঁহার সমাধিস্তম্ভে পুষ্পমাল্যার্পণ করা হয়। (ঘ) বিশেষ অধিবেশন—১৩ই কার্ত্তিক ১৩৫৫ তারিখে ডকটর শ্রীসুশীলকুমার দে "বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্মবাদিনী" বিষয়ে "অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা" করেন; এই জন্য তাঁহাকে যে ২০০৲ টাকা দক্ষিণা দেওয়া হয়, তাহা তিনি পরিষদের সাধারণ তহবিলে দান করিয়াছেন।

কার্য্যালয়—সভাপতি:—আচার্য্য যদুনাথ সরকার; সহকারী সভাপতি:—শ্রীমন্মথ-মোহন বসু, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসুশীলকুমার দে, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি; সম্পাদক:—শ্রীসজনীকান্ত দাস; সহকারী সম্পাদক:—শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ও শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ; গ্রন্থাধ্যক্ষ:—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; পত্রিকাধ্যক্ষ:—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; কোষাধ্যক্ষ:—মাননীয় শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ; পুথিশালাধ্যক্ষ:—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য; এবং চিত্রশালাধ্যক্ষ:—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত।

আলোচ্য বর্ষেও সকল দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতাবশতঃ কর্ম্মচারিগণের অভাব আংশিক লাঘব করিবার জন্য (ক) কয়েক ক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধি, এবং (খ) সকল ক্ষেত্রেই কিছু কিছু মাসিক-ভাতা দেওয়া হইয়াছে।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি—নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। (ক) সদস্যগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত—১। শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ২। শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৩। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ৪। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। শ্রীপুলিন-বিহারী সেন, ৬। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, ৭। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৯। শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী, ১০। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ১১। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১২। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ১৩। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৪। শ্রীকামিনী-কুমার কর-রায়, ১৫। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৬। রেভাঃ ফাদার এ দোঁতেন, ১৭। শ্রীহিরণ-কুমার বসু, ১৮। শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, ১৯। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২০। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য. (খ) শাখা-পরিষদের নির্ব্বাচিত:—২১। শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক, ২২। শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, ২৩। শ্রীমনীষিনাথ বসু-সরস্বতী, এবং ২৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলি সম্পাদন করিয়াছেন।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) 'লীলা পুরস্কার প্রদান' ও 'লীলা লেকচারার নির্ব্বাচন' সমিতিতে শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং (খ) 'সরোজিনী বসু পদক প্রদান' সমিতিতে শ্রীসজনীকান্ত দাস পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

২। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৫৫শ বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে ২০ জনের অধিক সভ্যপদপ্রার্থীর নাম না আসায় ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচনের প্রয়োজন হয় নাই।

৩। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থে একটি বার্ষিক পারিতোষিক দেওয়ার বিষয়ে পরিষদের নৈহাটী-শাখা-পরিষৎ পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের নিকট প্রস্তাব করেন। উক্ত সরকার কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মূল পরিষৎ নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রেরণ করেন।—

(ক) পশ্চিম-বঙ্গ সরকার প্রতি বৎসর ১০০০৲ টাকার পারিতোষিক প্রদান করিবেন।

(খ) পর্য্যায়ক্রমে এক বৎসর (১) বাংলা ভাষায় যে কোন মৌলিক গবেষণার জন্য ও (২) এক বৎসর উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টির জন্য পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং পারিতোষিক-প্রদান-সমিতিতে শ্রীসজনীকান্ত দাসকে পরিষদের অন্যতম প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

৪। পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের Adult Education Committee-তে পরিষদের পক্ষে শ্রীসজনীকান্ত দাস প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

৫। পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের মন্ত্রিবর্গকে পরিষদে সংবর্দ্ধনা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

৬। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মতে 'বন্দে মাতরম্'কে ভারতের জাতীয়-সঙ্গীতরূপে মর্য্যাদা দান করা হউক—এই মন্তব্য ভারত-সরকারের প্রধান মন্ত্রী, গণপরিষদের সভাপতি, রাষ্ট্রপতি, জাতীয় মহাসভার সম্পাদক এবং পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রেরিত হয়।

৭। নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছে,—সাহিত্য-শাখা, ইতিহাস-শাখা, দর্শন-শাখা, বিজ্ঞান-শাখা, আয়ব্যয়, পুস্তকালয়, চিত্রশালা ও ছাপাখানা-সমিতি। এতদ্ব্যতীত মন্ত্রি-সংবর্দ্ধনা-সমিতি, জাতীয় গ্রন্থাগার সমিতি ও আচার্য্য যদুনাথ সরকার সংবর্দ্ধনা-সমিতি উল্লেখযোগ্য।

৮। "বঙ্গভাষাভাষী যে সকল অঞ্চলকে বিহার এবং অন্যান্য প্রদেশের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে, সেই সকল অঞ্চল বঙ্গের বহির্ভূত হওয়ার জন্য বঙ্গ-সংস্কৃতির পক্ষে ক্ষতিকর। এই বিবেচনা করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেই সকল অঞ্চলকে বঙ্গের সহিত যুক্ত করা হউক—ইহাই দাবি করিতেছে।" এই মন্তব্য ২১।১২।৫৪ তারিখে মাসিক সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে।

সংবর্দ্ধনা—প্রবীণ কথা-সাহিত্যিক শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৮৬তম বর্ষ অতিক্রম করায় ১৫ই চৈত্র ১৩৫৪ তারিখে তাঁহাকে পরিষৎ হইতে পূর্ণিয়ায় সংবর্দ্ধনা করা হয়। পরিষদের সহকারী সভাপতি ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং পরিষদের কতিপয় প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পূর্ণিয়ায় এই সংবর্দ্ধনা-সভার অনুষ্ঠান হয়। পরিষৎ হইতে

কেদারনাথকে গরদের উপর মুদ্রিত মানপত্র ও জরির মালা দেওয়া হয়। পরিশিষ্টে মানপত্র মুদ্রিত হইল।

গ্রন্থপ্রকাশ—(ক) সাধারণ তহবিল হইতে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র ৬৬ হইতে ৭১ সংখ্যক পুস্তকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন ঘোষ—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অমৃতলাল বসু—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—জলধর সেন—ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী*, রামদাস সেন—রজনীকান্ত গুপ্ত—নিখিলনাথ রায়—গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত—৭২ সংখ্যক পুস্তক রামকমল সেন—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত চরিতমালার পূর্ব্বপ্রকাশিত কতকগুলি পুস্তক নিঃশেষিত হওয়ায় সেগুলির নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর-রচিত 'সীতার বনবাসে'র একটি প্রামাণিক সংস্করণ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইয়াছে।

'পরিষৎ-পরিচয়' গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(খ) লালগোলা-গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল হইতে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'বাংলা সাময়িক-পত্রে'র নূতন তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ-সম্পাদিত চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' (চতুর্থ সংস্করণ) গ্রন্থের মুদ্রণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

(গ) ঝাড়গ্রাম-গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল হইতে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় (১) টেকচাঁদ ঠাকুর-রচিত 'আলালের ঘরের দুলালে'র ২য় সংস্করণ এবং (২) কালীপ্রসন্ন সিংহ-রচিত 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' প্রকাশিত হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থের সহিত অধুনা-দুষ্প্রাপ্য ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-লিখিত 'সমাজ কুচিত্র' ও পণ্ডিত রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ-লিখিত 'পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব' পুস্তক দুইখানিও প্রকাশিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত এই তহবিল হইতে পূর্ব্ব-প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর ও মধুসূদন গ্রন্থাবলীর যে সকল পুস্তক নিঃশেষিত হইয়াছিল, সেগুলি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

গ্রন্থাগার—অলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৫৩৮ খানি পুস্তক ও সাময়িক-পত্র (ক্রীত ১৭৯ ও উপহারপ্রাপ্ত ৩৫৯) সংযোজিত হইয়াছে। এগুলির মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির রচিত কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী ও পত্রিকার বিনিময়েও বহু প্রতিষ্ঠান হইতে উপহারস্বরূপ বহু পুস্তক-পত্রিকা পাওয়া গিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত (১) স্বর্গত যোগেন্দ্রনাথ সেনের পত্নী শ্রীযুক্তা চারুশীলা সেন আলমারী সমেত ৫৫ খানি পুস্তক, (২) শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ৯০ খানি পুস্তক, (৩) স্বর্গত অমরেন্দ্রনাথ

* রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে প্রকাশিত।

চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার পিতার গ্রন্থ-সংগ্রহ হইতে ৩২ খানি পুস্তক দান করিয়াছেন।

গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকা সঙ্কলনের কার্য্যও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বহু গবেষককে গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও সাময়িক-পত্র পরিষদ্ মন্দিরে পাঠ করিবার সুবিধা দান করা হইয়াছিল।

গত বৎসরে কলিকাতায় যে নিখিল-ভারত প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে পরিষদের বহু মূল্যবান্ ও দুষ্প্রাপ্য সাময়িক-পত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় আলোচ্য বর্ষে চতুঃপঞ্চাশত্তম ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা দুইটি যুগ্ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বিষয়ভেদে ১২টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে :—সংস্কৃত সাহিত্য—১, ইতিহাস—৪, প্রত্নতত্ত্ব—১, আধুনিক সাহিত্য—৫, এবং বিবিধ—১।

পুথিশালা—বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা ৫৯০৫ খানি; তন্মধ্যে বাঙ্গালা—৩২৭৬, সংস্কৃত—২৩৯৪, তিব্বতী—২৪৪, অসমীয়া—৩, উড়িয়া—৪, হিন্দী—১ ও ফার্সী—১৩। আলোচ্য বর্ষেও বহু অনুসন্ধিৎসুকে প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করিবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল।

রমেশ-ভবন—আলোচ্য বর্ষেও রমেশ-ভবনের সম্পূর্ণ দ্বিতল গবর্ণেণ্ট রেশনিং অফিসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

ডাক-বিভাগের অনুরোধে এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্দেশে রমেশ-ভবনের নিম্নতলের দক্ষিণ দিকস্থ বারান্দা 'সাহিত্য-পরিষৎ পোস্ট অফিস'রূপে ব্যবহার করিবার জন্য ভাড়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আগামী সপ্তাহ হইতে এই ডাকঘর খুলিবার কথা।

কবিবর মধুসূদনের অন্তরঙ্গ সুহৃৎ গৌরদাস বসাকের প্রপৌত্র শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসাক তাঁহার প্রপিতামহের সঞ্চিত কবিবরের ও অন্যান্য সাহিত্যসেবীর লিখিত কতকগুলি পত্র (জীর্ণ) দান করিয়াছেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ব্যবহৃত কতকগুলি দ্রব্য তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা কনকলতা দত্তের সৌজন্যে শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় দান করিয়াছেন। এই দ্রব্যগুলির জন্য একটি সুদৃশ্য আধারও তাঁহারা দান করিয়াছেন।

গত বৎসর লণ্ডনের Royal Academy of Indian Arts-এর অনুষ্ঠিত লণ্ডনের প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত পরিষদের চিত্রশালার দ্রব্যগুলি ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং সেগুলি ভারত-সরকারের শিক্ষা-বিভাগের অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইতেছে।

নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন—কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবে গত ২১এ চৈত্র ১৩৫৪ তারিখে পরিষদের মাসিক সাধারণ অধিবেশনে ১৫শ সংখ্যক নিয়মের নিম্নোক্ত পরিবর্ত্তন গৃহীত হইয়াছে।—

১৫। (ক) প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা-স্বরূপ ১৲ টাকা দিতে হইবে।

(খ) কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে বার্ষিক অন্যূন বারো টাকা

অথবা মাসিক ১৲ টাকা চাঁদা দিতে হইবে। কিন্তু যিনি এককালীন ৯৲ টাকা অগ্রিম পরিষৎ-কার্য্যালয়ে যথাসময়ে জমা দিবেন, তাঁহার বারো মাসের দেয় চাঁদা ১২৲ টাকার স্থলে ৯৲ টাকা গৃহীত হইতে পারিবে। সকল সাধারণ-সদস্যেরই চাঁদা অগ্রিম পরিষৎ-কার্য্যালয়ে দেয়।

(গ) যে সকল সাধারণ-সদস্যের বাসস্থান মফঃস্বলে, অর্থাৎ কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠের বাহিরে, এবং যাঁহারা পরিষদ্-গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন না, তাঁহাদের বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ অন্যূন ৬৲ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার—আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের বার্ষিক সাহায্য ১২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এজন্য পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা করপোরেশন—১৩৫৪ বঙ্গাব্দে পরিষদ্-গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি ক্রয় করিবার জন্য করপোরেশন হইতে কোন অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় নাই। তাঁহারা পূর্ব্ববৎ এবারও পরিষৎ-মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। পরিষৎ এজন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ।

দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডার—আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে চারি জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, একজন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে ও একজন মহিলা সাহিত্যিককে নিয়মিত মাসিক সাহায্য দান করা হইয়াছিল।

স্মৃতিরক্ষা—কবিবর মধুসূদন দত্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও তাঁহার সাহিত্যসেবার উৎসাহ ও পরামর্শদাতা গৌরদাস বসাকের এক তৈলচিত্র তাঁহার প্রপৌত্র শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসাক পরিষদে দান করিয়াছেন।

বঙ্কিম-ভবন—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নৈহাটী শাখার তত্ত্বাবধানে এই ভবন রক্ষিত হইতেছে।

শাখা-পরিষৎ—আলোচ্য বর্ষে মেদিনীপুর, উত্তরপাড়া, গৌহাটী, রাঁচী, কাশী, ভাগলপুর, নৈহাটী, বর্দ্ধমান ও আঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগর শাখায় যথারীতি অধিবেশনাদি হইয়াছিল। নৈহাটী শাখা-পরিষদের আয়োজনে বঙ্কিম-ভবনে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বার্ষিক স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক অধিবেশন ও সাহিত্য-সম্মেলন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

এককালীন দান—সাধারণ-সদস্যগণের নিকট প্রাপ্ত বার্ষিক চাঁদা ব্যতীত শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীনগেন্দ্রনাথ রক্ষিত সাধারণ তহবিলে প্রত্যেকে ২৫০৲ হিসাবে দান করিয়া আজীবন-সদস্য হইয়াছেন এবং পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য পরলোকগত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে তাঁহার পুত্র শ্রীললিতকুমার ঘোষ মহাশয় সাধারণ তহবিলে ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই দাতৃগণের নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আয়-ব্যয়—১৩৫৪ বঙ্গাব্দের সংক্ষিপ্ত আয়ব্যয়-বিবরণ ও উদ্বৃত্তপত্র সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। উহা হইতে দেখা যাইবে যে, বিগত বর্ষের তুলনায় এবার চাঁদা আদায় কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিষদের প্রতি কর্ত্তব্যবোধবশতঃ যে সকল সদস্য নিয়মিত চাঁদা দিয়া

আসিয়াছেন, এই সুযোগে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। কলিকাতা করপোরেশনের ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের জন্য বার্ষিক দান না পাওয়ায় গ্রন্থাগারে আশানুরূপ গ্রন্থাদি খরিদ করিতে পারা যায় নাই। হিসাব-পরীক্ষক শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু সমস্ত হিসাব যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
১৬ই মাঘ, ১৩৫৫

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীসজনীকান্ত দাস
সম্পাদক

পরিশিষ্ট

প্রবীণ কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে—

হে পূজ্যপাদ সাহিত্যকুলগুরু!

ঠিক ছয় বৎসর পূর্বে তোমার অশীতিতম জন্মদিনে তোমার সাহিত্যকীর্তির একান্ত ভক্ত এবং তোমারও পরম স্নেহাস্পদ কতিপয় বাঙালী সাহিত্যিক এই পূর্ণিয়াতেই সংবর্ধনা করিতে আসিয়া তোমার শতায়ু কামনা করিয়াছিল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট-বিপ্লবের ইহা অব্যবহিত পূর্বের ঘটনা, মহাত্মা গান্ধীর "ভারত ছাড়" মন্ত্র তখনও কার্যকর ভাবে উচ্চারিত হয় নাই। আমরা সাহিত্যিকেরা তখন প্রায়শই রাষ্ট্রীয় আন্দোলন হইতে দূরে থাকিতাম।

তাহার পর অর্ধযুগ অতীত হইয়াছে। ভারতের তথা পৃথিবীর রাষ্ট্ররঙ্গমঞ্চে বহু দৃশ্যপরিবর্তন হইয়াছে। মহাযুদ্ধ, মহাবিপ্লব, মহামন্বন্তর ও মহাআত্মঘাতের মধ্য দিয়া আমরা স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছি। দেশের রাষ্ট্র-পরিচালনায় শিল্পী ও সাহিত্যিক সম্প্রদায়েরও যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিবার দায়িত্বসূচক আহ্বান আসিয়াছে। ইতিমধ্যে স্বাধীনতার গৌরব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে-না-করিতে ভ্রান্তিবশে মহাগুরুনিপাতের মহাপাতক আমাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে। এই দুরূহ সঙ্কটকালে বাংলা দেশের সমুদয় সাহিত্যিক-সম্প্রদায়ের পক্ষে আমরা তোমার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতে পুণ্যতীর্থ পূর্ণিয়ায় সমবেত হইয়াছি। সাহিত্যিককুলের হে প্রবীণ পুরোহিত, তুমি আমাদিগকে আশীর্বাদ কর, আমাদের পথ নির্দেশ করিয়া দাও, আমাদিগকে বল দাও। আজ আমরা আর তোমার শতায়ু কামনা করিব না, সমগ্র জাতি কি করিয়া মোহমুক্ত হইয়া হিংসাক্ষুব্ধ পৃথিবীতে বঞ্চিতের ন্যায্য অধিকার স্থাপন করিতে পারে—শুধু তাহারই সন্ধান বলিয়া দাও। বলিয়া দাও, আমরা কি এবং আমরা কে! আমাদের মহৎ ঐতিহ্যের কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দাও।

হে দরদী রসস্রষ্টা!

তুমি আজীবন এই কার্যই করিয়াছ—বঞ্চিত ও নিগৃহীত মানুষকে আপন হৃদয়ের সমস্ত মধুর রস উজাড় করিয়া দিয়া অপমান ও বিস্মৃতি হইতে রক্ষা করিয়াছ। হাসির আবরণ দিয়া বেদনার অশ্রুজলে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত জনকে নিষিক্ত করিয়া তুমি মানব-জীবনের মহত্ত্বে

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, তোমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধায় "অশরীরী মায়ার ধাত্রী মায়ের জাতিরা" কৃতার্থ হইয়াছেন। দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, কেরানীনামে কলঙ্কিত বাঙালী-জীবনের সকল গৌরব, সকল গ্লানি, অপরিসীম ধৈর্য ও অকথিত লজ্জা-অপমানকে শুধু তুমি বাণীরূপ দাও নাই, তাহাদের প্রাণে আশা ও ভরসার সঞ্চার করিয়াছ। তোমার শিল্পসৃষ্টির মধ্যে তাহারা চির-কালের আশ্রয় পাইয়াছে। তুমি তাহাদের অন্তরে প্রেমের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছ।

জাতির এই সুদিন-দুর্দিনে আমরা আজ সকলেই অসহায় ও দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি। বেদনার শরশয্যায় শায়িত হে আমাদের পিতামহ, তুমি আমাদিগকে নব শান্তিপর্বের নূতন উপদেশ দাও। তোমার যৌবনের প্রারম্ভে একবার লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করিয়া জাতির হাতে সমর্পণ করিয়াছিলে। আজ তোমার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ রত্নরাজি আমাদের হাতে তুলিয়া দাও এবং আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার আদর্শকে, তোমার উপাস্যকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধন্য হইতে পারি। তোমার সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ তোমাকে নিজেকে মুক্তি দিয়া মুক্ত হইতে বলিয়াছিলেন, আমরা আজ অন্তরের সঙ্গে সেই আবেদনেরই পুনরাবৃত্তি করিতেছি। তোমার সমস্ত জীবনের পাথেয় ও সঞ্চয় তুমি আমাদের হাতে সম্পূর্ণ উজাড় করিয়া দিয়া মুক্ত হও।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে

১৫ চৈত্র ১৩৫৪

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সম্পাদক

চতুঃপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন

১৬ই মাঘ ১৩৫৫, ২৯এ জানুয়ারি ১৯৪৯, শনিবার, অপরাহ্ণ চারিটা

সভাপতি—আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার

উপস্থিতি—

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
শ্রীসতীশচন্দ্র বসু
শ্রীখগেন্দ্রলাল মিত্র
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল
শ্রীকামিনীকুমার কর রায়
শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী
শ্রীঅশোক রায়
শ্রীশিশিরকুমার ব্রহ্মচারী
শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত
শ্রীঅনিলকুমার সেন
শ্রীননীভূষণ দাশগুপ্ত
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী
শ্রীত্রিদিবনাথ রায়
শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ
শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ
শ্রীবিজয় শাসিগ্রাহী
শ্রীরেণুপদ মুখোপাধ্যা'
শ্রীসুধাংশুকুমার সেন
শ্রীদক্ষিণাপ্রসাদ বসু
শ্রীমুরারিমোহন কুণ্ডু
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রীরামকমল সিংহ
শ্রীসজনীকান্ত দাস
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঈশানচন্দ্র রায়
শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার, গত ২৩ বৎসর পরিষদের কার্য্যে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকার পর পরিষদের আর্থিক উন্নতি, মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশ, গ্রন্থাগারের সুনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি যে কার্য্য হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া নূতন ও উৎসাহী কর্ম্মীদের পরিষদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান করিলেন।

অতঃপর সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচনের পর সম্পাদকের পক্ষে শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪শ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তের প্রস্তাবে, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

সহকারী সম্পাদক শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের পরীক্ষিত আয়-ব্যয়-বিবরণ ও ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ উপস্থিত করিলে শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের প্রস্তাবে ও শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

সম্পাদক জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত সদস্যগণ ৫৫শ বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, রেভারেণ্ড ফাদার এ দোঁতেন, শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীজগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, শ্রীমনোমোহন ঘোষ, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীহিরণকুমার বসু।

শাখা-পরিষদের পক্ষে—শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক, শ্রীমনীষিনাথ বসু, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন।

সভাপতি মহাশয় ইঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

অতঃপর কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে নিম্নলিখিত সদস্যগণ ৫৫শ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

সভাপতি :—আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

সহকারী সভাপতিগণ :—আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, শ্রীসুশীলকুমার দে ও মাননীয় শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ।

সম্পাদক :—শ্রীসজনীকান্ত দাস।

সহকারী সম্পাদক :—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীঈশানচন্দ্র রায়।

গ্রন্থাধ্যক্ষ :—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পত্রিকাধ্যক্ষ :—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

কোষাধ্যক্ষ :—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর।

পুথিশালাধ্যক্ষ :—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

চিত্রশালাধ্যক্ষ :—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তের প্রস্তাবে ও শ্রীঈশানচন্দ্র রায়ের সমর্থনে শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু ও শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৫৫শ বর্ষের আয় ব্যয়-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভাভঙ্গের পূর্ব্বে সম্পাদক জানাইলেন যে, আগামী ২৪এ মাঘ রবিবার পরিষৎ কর্ত্তৃক আচার্য্য যদুনাথ সরকারের সংবর্দ্ধনা ও তদুপলক্ষে প্রীতি-সম্মিলন হইবে।